# Holy Bible

*Aionian* **Edition**®

মুক্তভাবে বাংলা সমকালীন সংস্করণের

**Open Bengali Contemporary Bible**

**New Testament**

*Holy Bible Aionian Edition ®*

মুক্তভাবে বাংলা সমকালীন সংস্করণের
Open Bengali Contemporary Bible
New Testament

CC Attribution ShareAlike 4.0, 2018-2024
Source text: eBible.org
Source version: 7/12/2024
Source copyright: CC Attribution ShareAlike 4.0, International
Biblica, Inc., 2007, 2017, 2019
Original work available for free at www.biblica.com and open.bible

Formatted by Speedata Publisher 4.19.18 (Pro) on 7/19/2024
100% Free to Copy and Print
TOR Anonymously
https://AionianBible.org

Published by Nainoia Inc
https://Nainoia-Inc.signedon.net

We pray for a modern public domain translation in every language
Report content and format concerns to Nainoia Inc
Volunteer help is welcome and appreciated!

*Celebrate Jesus Christ's victory of grace!*

# ভূমিকা

বাংলা at AionianBible.org/Preface

The *Holy Bible Aionian Edition* ® is the world's first Bible *un-translation*! What is an *un-translation*? Bibles are translated into each of our languages from the original Hebrew, Aramaic, and Koine Greek. Occasionally, the best word translation cannot be found and these words are transliterated letter by letter. Four well known transliterations are *Christ*, *baptism*, *angel*, and *apostle*. The meaning is then preserved more accurately through context and a dictionary. The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven additional Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies.

The first three words are *aiōn*, *aiōnios*, and *aïdios*, typically translated as *eternal* and also *world* or *eon*. The Aionian Bible is named after an alternative spelling of *aiōnios*. Consider that researchers question if *aiōn* and *aiōnios* actually mean *eternal*. Translating *aiōn* as *eternal* in Matthew 28:20 makes no sense, as all agree. The Greek word for *eternal* is *aïdios*, used in Romans 1:20 about God and in Jude 6 about demon imprisonment. Yet what about *aiōnios* in John 3:16? Certainly we do not question whether salvation is eternal! However, *aiōnios* means something much more wonderful than infinite time! Ancient Greeks used *aiōn* to mean *eon* or *age*. They also used the adjective *aiōnios* to mean *entirety*, such as *complete* or even *consummate*, but never infinite time. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs. So *aiōnios* is the perfect description of God's Word which has *everything* we need for life and godliness! And the *aiōnios* life promised in John 3:16 is not simply a ticket to eternal life in the future, but the invitation through faith to the *consummate* life beginning now!

The next seven words are *Sheol*, *Hadēs*, *Geenna*, *Tartaroō*, *Abyssos*, and *Limnē Pyr*. These words are often translated as *Hell*, the place of eternal punishment. However, *Hell* is ill-defined when compared with the Hebrew and Greek. For example, *Sheol* is the abode of deceased believers and unbelievers and should never be translated as *Hell*. *Hadēs* is a temporary place of punishment, Revelation 20:13-14. *Geenna* is the Valley of Hinnom, Jerusalem's refuse dump, a temporal judgment for sin. *Tartaroō* is a prison for demons, mentioned once in 2 Peter 2:4. *Abyssos* is a temporary prison for the Beast and Satan. Translators are also inconsistent because *Hell* is used by the King James Version 54 times, the New International Version 14 times, and the World English Bible zero times. Finally, *Limnē Pyr* is the Lake of Fire, yet Matthew 25:41 explains that these fires are prepared for the Devil and his angels. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The eleventh word, *eleēsē*, reveals the grand conclusion of grace in Romans 11:32. Take the time to understand these eleven words. The original translation is unaltered and a note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. To help parallel study and Strong's Concordance use, apocryphal text is removed and most variant verse numbering is mapped to the English standard. We thank our sources at eBible.org, Crosswire.org, unbound.Biola.edu, Bible4u.net, and NHEB.net. The Aionian Bible is copyrighted with creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0, allowing 100% freedom to copy and print, if respecting source copyrights. Check the Reader's Guide and read online at AionianBible.org, with Android, and TOR network. Why purple? King Jesus' Word is royal… and purple is the color of royalty!

# History

বাংলা at AionianBible.org/History

04/15/85 - Aionian Bible conceived as B. and J. pray.
12/18/13 - Aionian Bible announced as J. and J. pray.
06/21/15 - Aionian Bible birthed as G. and J. pray.
01/11/16 - AionianBible.org domain registered.
06/21/16 - 30 translations available in 12 languages.
12/07/16 - Nainoia Inc established as non-profit corporation.
01/01/17 - Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 license added.
01/16/17 - Aionian Bible Google Play Store App published.
07/01/17 - 'The Purple Bible' nickname begins.
07/30/17 - 42 translations now available in 22 languages.
02/01/18 - Holy Bible Aionian Edition® trademark registered.
03/06/18 - Aionian Bibles available in print at Amazon.com.
10/20/18 - 70 translations now available in 33 languages.
11/17/18 - 104 translations now available in 57 languages.
03/24/19 - 135 translations now available in 67 languages.
10/28/19 - Aionian Bible nursed as J. and J. pray.
10/31/19 - 174 translations now available in 74 languages.
02/22/20 - Aionian Bibles available in print at Lulu.com.
05/25/20 - Illustrations by Gustave Doré, La Grande Bible de Tours, Felix Just.
08/29/20 - Aionian Bibles now available in ePub format.
12/01/20 - Right to left and Hindic languages now available in PDF format.
03/31/21 - 214 translations now available in 99 languages.
11/17/21 - Aionian Bible Branded Leather Bible Covers now available.
12/20/21 - Social media presence on Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc.
01/01/22 - 216 translations now available in 99 languages.
01/09/22 - StudyPack resources for Bible translation study.
02/14/22 - Strong's Concordance from Open Scriptures and STEPBible.
02/14/23 - Aionian Bible published on the TOR Network.
12/04/23 - Eleēsē added to the Aionian Glossary.
02/04/24 - 352 translations now available in 135 languages.
05/01/24 - 371 translations now available in 151 languages.

# সূচিপত্র

**নূতন নিয়ম**


মথি ..... 1
মার্ক ..... 33
লুক ..... 54
যোহন ..... 89
প্রেরিত ..... 115
রোমীয় ..... 150
১ম করিন্থীয় ..... 165
২য় করিন্থীয় ..... 179
গালাতীয় ..... 189
ইফিষীয় ..... 194
ফিলিপীয় ..... 199
কলসীয় ..... 203
১ম থিষলনীকীয় ..... 206
২য় থিষলনীকীয় ..... 209
১ম তীমথি ..... 211
২য তীমথি ..... 215
তীত ..... 218
ফিলীমন ..... 220
ইব্রীয় ..... 221
যাকোব ..... 232
১ম পিতর ..... 236
২য় পিতর ..... 240
১ম যোহন ..... 243
২য় যোহন ..... 247
৩য় যোহন ..... 248
যিহূদা ..... 249
প্রকাশিত বাক্য ..... 251


**পরিশিষ্ট**


পাঠকের গাইড
শব্দকোষ
মানচিত্র
ভবিতব্য
ছবি, Doré

# নূতন নিয়ম

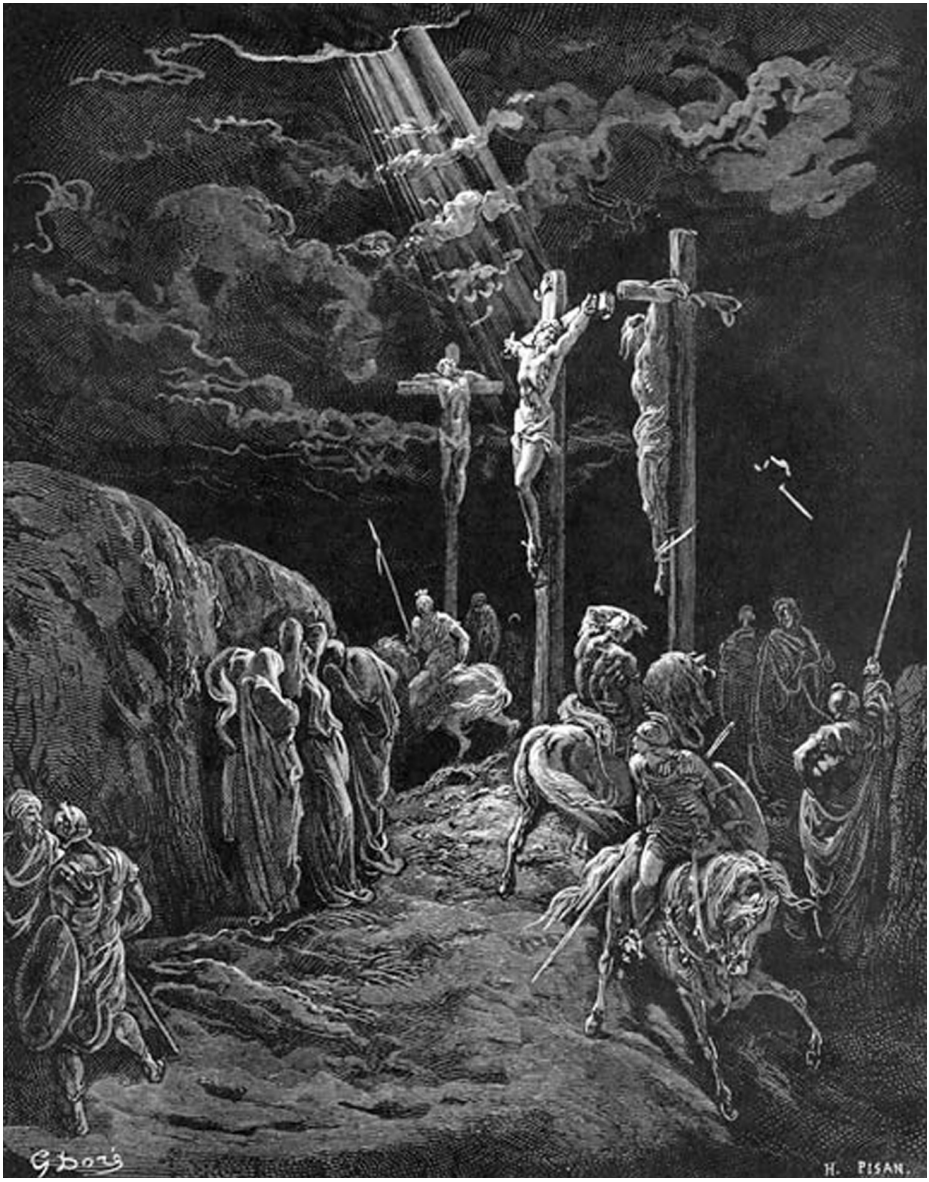


তখন যীশু বললেন, “পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা জানে না, এরা কী করছে।”
আর গুটিকাপাত করে তারা তাঁর পোশাকগুলি ভাগ করে নিল।
লুক 23:34

# মথি

**1** প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বংশতালিকা, তিনি ছিলেন দাউদের
বংশধর ও অব্রাহামের বংশধর। 2 অব্রাহামের পুত্র
ইস্হাক, ইস্হাকের পুত্র যাকোব, যাকোবের পুত্র যিহূদা ও
তাঁর ভাইয়েরা, 3 যিহূদার পুত্র পেরস ও সেরহ, যাঁদের মা
ছিলেন তামর, পেরসের পুত্র হিষ্রোণ, হিষ্রোণের পুত্র রাম।
4 রামের পুত্র অম্মীনাদব, অম্মীনাদবের পুত্র নহশোন,
নহশোনের পুত্র সলমন। 5 সলমনের পুত্র বোয়স, তাঁর
মা ছিলেন রাহব, বোয়সের পুত্র ওবেদ, তাঁর মা ছিলেন
রূত। ওবেদের পুত্র যিশয়, 6 ও যিশয়ের পুত্র রাজা
দাউদ। দাউদের পুত্র শলোমন, তাঁর মা ছিলেন ঊরিয়ের
বিধবা স্ত্রী। 7 শলোমনের পুত্র রহবিয়াম, রহবিয়ামের পুত্র
অবিয়, অবিয়ের পুত্র আসা। 8 আসার পুত্র যিহোশাফট,
যিহোশাফটের পুত্র যিহোরাম, যিহোরামের পুত্র উষিয়। 9
উষিয়ের পুত্র যোথম, যোথমের পুত্র আহস, আহসের পুত্র
হিষ্কিয়। 10 হিষ্কিয়ের পুত্র মনঃশি, মনঃশির পুত্র আমোন,
আমোনের পুত্র যোশিয়, 11 আর যোশিয়ের পুত্র যিকনিয়
ও তাঁর ভাইয়েরা, ব্যাবিলনে নির্বাসনকালে এঁদের জন্ম
হয়। 12 ব্যাবিলনে নির্বাসনের পরে জাত: যিকনিয়ের পুত্র
শল্টীয়েল, শল্টীয়েলের পুত্র সরুব্বাবিল। 13 সরুব্বাবিলের
পুত্র অবীহূদ, অবীহূদের পুত্র ইলিয়াকীম, ইলিয়াকীমের
পুত্র আসোর। 14 আসোরের পুত্র সাদোক, সাদোকের
পুত্র আখীম, আখীমের পুত্র ইলিহূদ। 15 ইলিহূদের পুত্র
ইলিয়াসর, ইলিয়াসরের পুত্র মত্তন, মত্তনের পুত্র যাকোব,
16 যাকোবের পুত্র যোষেফ যিনি মরিয়মের স্বামী, এই
মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হয়, যাঁকে খ্রীষ্ট বলে। 17
এভাবে অব্রাহাম থেকে দাউদ পর্যন্ত মোট চোদ্দো পুরুষ;
দাউদ থেকে ব্যাবিলনে নির্বাসন যাওয়া পর্যন্ত চোদ্দো পুরুষ
এবং ব্যাবিলনে নির্বাসন থেকে খ্রীষ্ট পর্যন্ত চোদ্দো পুরুষ।
18 যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এভাবে হয়েছিল। তাঁর মা মরিয়ম
যোষেফের সঙ্গে বিবাহের জন্য বাগদত্তা হলে, তাঁদের
সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তিনি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে
অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। 19 যেহেতু তাঁর স্বামী যোষেফ একজন
ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং প্রকাশ্যে তাঁকে কলঙ্কের পাত্র
করতে না চাওয়াতে, তিনি গোপনে বাগদান ভেঙে দেওয়া
স্থির করলেন। 20 কিন্তু একথা বিবেচনার পরে, স্বপ্নে প্রভুর
এক দূত তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "দাউদ-সন্তান
যোষেফ, মরিয়মকে তোমার স্ত্রীরূপে ঘরে নিতে ভয় পেয়ো
না, কারণ তাঁর গর্ভধারণ পবিত্র আত্মা থেকে হয়েছে।
21 তিনি এক পুত্রের জন্ম দেবেন ও তুমি তাঁর নাম যীশু
রাখবে, কারণ তিনিই তাঁর প্রজাদের তাদের সব পাপ
থেকে পরিত্রাণ দেবেন।" 22 এই সমস্ত ঘটনা ঘটল, যেন
ভাববাদীর মুখ দিয়ে প্রভু যা বলেছিলেন, তা পূর্ণ হয়: 23
"সেই কুমারী-কন্যা গর্ভবতী হবে ও এক পুত্রসন্তানের জন্ম
দেবে, এবং তারা তাঁকে ইম্মানুয়েল" বলে ডাকবে, যার
অর্থ, "ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।" 24 প্রভুর দূত যেমন
আদেশ দিয়েছিলেন, ঘুম থেকে উঠে যোষেফ সেইমতো
মরিয়মকে ঘরে তাঁর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলেন। 25 কিন্তু পুত্র
প্রসব না করা পর্যন্ত তিনি মরিয়মের সঙ্গে মিলিত হলেন
না। আর তিনি পুত্রের নাম রাখলেন যীশু।

**2** হেরোদ রাজার সময় যিহূদিয়া প্রদেশের বেথলেহেমে
যীশুর জন্ম হলে পর, পূর্বদেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত
ব্যক্তি জেরুশালেমে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 2 "ইহুদিদের
যে রাজা জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি কোথায়? আমরা
পূর্বদেশে তাঁর তারা দেখতে পেয়ে তাঁকে প্রণাম করতে
এসেছি।" 3 একথা শুনে রাজা হেরোদ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন
ও তাঁর সঙ্গে সমস্ত জেরুশালেমের মানুষেরাও উদ্বিগ্ন হয়ে
উঠল। 4 তিনি সমগ্র জনসাধারণের প্রধান যাজকবৃন্দ
ও শাস্ত্রবিদদের একত্রে ডেকে তাঁদের কাছে জানতে
চাইলেন, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মগ্রহণ করবেন? 5 তাঁরা উত্তর
দিলেন, "যিহূদিয়ার বেথলেহেমে, কারণ ভাববাদী এরকম
লিখেছেন: 6 "কিন্তু তুমি, যিহূদা দেশের বেথলেহেম,
যিহূদার শাসকদের মধ্যে তুমি কোনো অংশে ক্ষুদ্র নও;
কারণ তোমার মধ্য থেকেই আসবেন এক শাসক, যিনি
হবেন আমার প্রজা ইস্রায়েলের পালক।" 7 এরপর হেরোদ
সেই পণ্ডিতদের গোপনে ডেকে, সেই তারাটি সঠিক কখন
উদিত হয়েছিল, তা তাঁদের কাছ থেকে জেনে নিলেন।
8 তিনি তাঁদের এই বলে বেথলেহেমে পাঠিয়ে দিলেন,
"যাও, গিয়ে সযত্নে শিশুটির অনুসন্ধান করো। তাঁর সন্ধান
পাওয়া মাত্র আমাকে সংবাদ দিয়ো, যেন আমিও গিয়ে
তাঁকে প্রণাম করতে পারি।" 9 রাজার এই কথা শুনে
তাঁরা তাঁদের পথে চলে গেলেন। আর তাঁরা যে তারাটিকে
পূর্বদেশে দেখেছিলেন, সেটি তাঁদের আগে আগে চলতে
লাগল এবং শিশুটি যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের উপরে
স্থির হয়ে রইল। 10 তারাটি দেখতে পেয়ে তাঁরা মহা
আনন্দে উল্লসিত হলেন। 11 ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে
তাঁরা শিশুটিকে তাঁর মা মরিয়মের সঙ্গে দেখতে পেলেন।
তাঁরা সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিশুটিকে প্রণাম করলেন ও
তাঁর উপাসনা করলেন। তারপর তাঁরা তাদের রত্নপেটিকা
খুলে তাঁকে সোনা, কুন্দুরু ও গন্ধরস উপহার দিলেন।

12 তাঁরা যেন হেরোদের কাছে ফিরে না যান, স্বপ্নে এই
সতর্কবাণী পেয়ে তাঁরা অন্য এক পথ ধরে তাঁদের দেশে
ফিরে গেলেন। 13 তাঁরা চলে যাওয়ার পরে প্রভুর এক দূত
স্বপ্নে যোষেফের কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, "ওঠো,
শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে মিশরে পালিয়ে যাও। আমি
যতক্ষণ না বলি, সেখানেই থেকো, কারণ শিশুটিকে হত্যা
করার জন্য হেরোদ তাঁর অনুসন্ধান করবে।" 14 অতএব,
যোষেফ উঠে শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে সেই রাত্রিতেই
মিশরের উদ্দেশে রওনা হলেন। 15 হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত
তিনি সেখানেই থাকলেন। আর এভাবেই, ভাববাদীর
মাধ্যমে প্রভু যা ব্যক্ত করেছিলেন, তা পূর্ণ হল: "মিশর
থেকে আমি আমার পুত্রকে ডেকে আনলাম।" 16 পণ্ডিতেরা
তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন উপলব্ধি করে হেরোদ ক্রোধে
উন্মত্ত হলেন। পণ্ডিতদের কাছে জেনে নেওয়া সময় হিসেব
করে, তিনি বেথলেহেম ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের দু-
বছর ও তার কমবয়সি সমস্ত শিশুকে হত্যা করার আদেশ
দিলেন। 17 তখন ভাববাদী যিরমিয়ের দ্বারা কথিত এই
বচন পূর্ণ হল। 18 "রামা-নগরে এক স্বর শোনা যাচ্ছে, এক
ক্রন্দন ও মহাবিলাপের রব, রাহেল তাঁর সন্তানদের জন্য
কাঁদছেন, তিনি সান্ত্বনা পেতে চান না, কারণ তারা আর
বেঁচে নেই।" 19 হেরোদের মৃত্যুর পর, মিশরে প্রভুর এক
দূত স্বপ্নে যোষেফের কাছে আবির্ভূত হয়ে বললেন, 20
"ওঠো, শিশুটি ও তাঁর মাকে নিয়ে তুমি ইস্রায়েল দেশে
ফিরে যাও। কারণ, যারা শিশুটির প্রাণ নিতে চাইছিল,
তাদের মৃত্যু হয়েছে।" 21 তাই তিনি উঠে শিশুটি ও
তাঁর মা মরিয়মকে নিয়ে ইস্রায়েল দেশে গেলেন। 22
কিন্তু যখন তিনি শুনলেন, আর্খিলায় তাঁর পিতা হেরোদের
পদে যিহূদিয়ায় রাজত্ব করছেন, তিনি সেখানে যেতে ভয়
পেলেন। তিনি স্বপ্নে এক সতর্কবাণী পেয়ে গালীল প্রদেশে
চলে গেলেন। 23 তিনি বসবাস করার জন্য নাসরৎ নামের
এক নগরে গেলেন। এভাবেই ভাববাদীদের দ্বারা কথিত
বাণী পূর্ণ হল, "তিনি নাসরতীয় বলে আখ্যাত হবেন।"

**3** ওইসব দিনগুলিতে বাপ্তিস্মদাতা যোহন, যিহূদিয়ার
মরুপ্রান্তরে উপস্থিত হয়ে প্রচার করতে লাগলেন, 2 "মন
পরিবর্তন করো, কারণ স্বর্গরাজ্য এসে পড়ল।" 3 ইনিই
সেই মানুষ, যাঁর সম্পর্কে ভাববাদী যিশাইয় বলেছিলেন:
"মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর আহ্বান করছে, 'তোমরা
প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করো, তাঁর জন্য রাজপথগুলি
সরল করো।'" 4 যোহনের পোশাক ছিল উটের লোমে
তৈরি এবং তার কোমরে এক চামড়ার বেল্ট জড়ানো
থাকত। তিনি পঙ্গপাল ও বনমধু খেতেন। 5 লোকেরা
জেরুশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া ও জর্ডনের সমগ্র অঞ্চল
থেকে তাঁর কাছে যেতে লাগল। 6 তারা নিজের নিজের
পাপস্বীকার করে জর্ডন নদীতে তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে
লাগল। 7 তিনি যেখানে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন, সেখানে যখন
বহু ফরিশী ও সদ্দূকীদের আসতে দেখলেন, তিনি তাদের
বললেন, "তোমরা বিষধর সাপের বংশ! সন্নিকট ক্রোধ
থেকে পালিয়ে যেতে কে তোমাদের চেতনা দিল? 8
তোমরা এমন সব কাজ করো যেন তার দ্বারা বোঝা যায় যে
তোমাদের মন পরিবর্তন হয়েছে। 9 আর ভেবো না, মনে
মনে নিজেদের বলতে পারবে, 'অব্রাহাম আমাদের পিতা।'
আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলি থেকেও
অব্রাহামের জন্য সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন। 10 গাছগুলির
শিকড়ে ইতিমধ্যেই কুড়ুল লাগানো আছে। যে গাছে
উৎকৃষ্ট ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।
11 "তোমরা মন পরিবর্তন করেছ বলে আমি তোমাদের
জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমার পরে একজন
আসবেন, তিনি আমার চেয়েও পরাক্রমশালী; আমি তাঁর
চটিজুতো বওয়ারও যোগ্য নই। তিনি তোমাদের পবিত্র
আত্মায় ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন। 12 শস্য ঝাড়াই করার
কুলো তাঁর হাতেই আছে এবং তিনি তাঁর খামার পরিষ্কার
করবেন। তিনি তাঁর গম গোলাঘরে সংগ্রহ করবেন এবং
তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।" 13 এরপর যীশু
যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণের জন্য গালীল প্রদেশ থেকে
জর্ডনে এলেন। 14 কিন্তু যোহন তাঁকে বারণ করার চেষ্টা
করে বললেন, "আপনার কাছে আমারই বাপ্তিস্ম নেওয়া
প্রয়োজন, আর আপনি কি না আমার কাছে আসছেন?"
15 উত্তরে যীশু বললেন, "এখন সেইরকমই হোক; সমস্ত
ধার্মিকতা পূরণের জন্য আমাদের এরকম করা উপযুক্ত।"
তখন যোহন সম্মত হলেন। 16 বাপ্তাইজিত হওয়ার পরে
পরেই যীশু জল থেকে উঠে এলেন। সেই মুহূর্তে স্বর্গলোক
উন্মুক্ত হল, আর তিনি দেখলেন, ঈশ্বরের আত্মা কপোতের
আকারে তাঁর উপরে নেমে এসে অধিষ্ঠান করছেন। 17
তখন স্বর্গ থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ইনিই আমার
প্রিয় পুত্র, যাঁর উপরে আমি পরম প্রসন্ন।"

**4** এরপর যীশু পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে মরুপ্রান্তরে
গেলেন, যেন দিয়াবলের দ্বারা প্রলোভিত হতে পারেন।
2 চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত উপোস করার পর তিনি ক্ষুধার্ত
হলেন। 3 তখন প্রলুব্ধকারী তাঁর কাছে এসে বলল, "তুমি
যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, এই পাথরগুলিকে রুটি হয়ে যেতে

বলো।” 4 যীশু উত্তর দিলেন, “এরকম লেখা আছে, ‘মানুষ
কেবলমাত্র রুটিতে বাঁচে না, বরং ঈশ্বরের মুখ থেকে নির্গত
প্রত্যেকটি বাক্য দ্বারাই জীবনধারণ করবে।’” 5 তখন
দিয়াবল তাঁকে পবিত্র নগরে নিয়ে গেল এবং মন্দিরের
শীর্ষদেশে তাঁকে দাঁড় করালো। 6 সে বলল, “তুমি যদি
ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান থেকে নিচে ঝাঁপ দাও,
কারণ এরকম লেখা আছে: “‘তিনি তাঁর দূতদের তোমার
বিষয়ে আদেশ দেবেন, আর তাঁরা তোমাকে তাঁদের হাতে
তুলে নেবেন, যেন তোমার পায়ে পাথরের আঘাত না
লাগে।’” 7 যীশু তাকে উত্তর দিলেন, “আবার একথাও
লেখা আছে, ‘তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা কোরো না।’”
8 দিয়াবল পুনরায় তাঁকে অতি উচ্চ এক পর্বতে নিয়ে
গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেগুলির সমারোহ
তাঁকে দেখিয়ে বলল, 9 “তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার
উপাসনা করো, এ সমস্ত আমি তোমাকে দেব।” 10 যীশু
তাকে বললেন, “আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান!
কারণ এরকম লেখা আছে, ‘তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুরই
আরাধনা করবে, কেবলমাত্র তাঁরই সেবা করবে।’” 11
তখন দিয়াবল তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, আর স্বর্গদূতেরা
এসে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। 12 যীশু যখন শুনলেন
যে যোহনকে কারাগারে বন্দি করা হয়েছে, তিনি গালীলে
ফিরে গেলেন। 13 তিনি নাসরৎ ত্যাগ করে কফরনাহূমে
গিয়ে বসবাস করতে লাগলেন। সেই স্থানটি ছিল সবূলূন
ও নপ্তালি অঞ্চলে, হ্রদের উপকূলে। 14 এরকম ঘটল, যেন
ভাববাদী যিশাইয়ের মাধ্যমে কথিত বচন পূর্ণ হয়: 15
“সমুদ্রের অভিমুখে, জর্ডনের অপর পারে, সবূলূন দেশ ও
নপ্তালি দেশ, গালীলের অইহুদি জাতিবৃন্দের— 16 যে
জাতি অন্ধকারে বসবাস করত, তারা এক মহাজ্যোতি
দেখতে পেল; মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে যাদের বসবাস ছিল,
তাদের উপরে এক জ্যোতির উদয় হল।” 17 সেই সময়
থেকে যীশু প্রচার করা শুরু করলেন, “মন পরিবর্তন করো,
কারণ স্বর্গরাজ্য সন্নিকট।” 18 গালীল সাগরের তীর ধরে
হেঁটে যাওয়ার সময় যীশু দুই ভাইকে দেখতে পেলেন,
শিমোন যাঁকে পিতর নামে ডাকা হত ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়।
তাঁরা সাগরের জলে জাল ফেলছিলেন, কারণ তাঁরা ছিলেন
মৎস্যজীবী। 19 যীশু বললেন, “এসো, আমাকে অনুসরণ
করো, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা জেলে করব।” 20
সেই মুহূর্তেই তাঁরা জাল ফেলে তাঁকে অনুসরণ করলেন।
21 সেখান থেকে এগিয়ে গিয়ে তিনি অপর দুই ভাইকে,
সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে দেখতে
পেলেন। তাঁরা তাঁদের বাবা সিবদিয়ের সঙ্গে একটি নৌকায়
তাঁদের জাল মেরামত করছিলেন। যীশু তাঁদের আহ্বান
করলেন। 22 সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নৌকা ও তাঁদের বাবাকে
পরিত্যাগ করে তাঁর অনুসারী হলেন। 23 যীশু সমস্ত গালীল
পরিক্রমা করে তাদের সমাজভবনগুলিতে শিক্ষা দিলেন ও
স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন। তিনি লোকদের
সমস্ত রকমের রোগব্যাধি ও পীড়া থেকে সুস্থ করলেন।
24 তাঁর সংবাদ সমস্ত সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা
তাঁর কাছে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত অসুস্থদের, যারা প্রচণ্ড
যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল তাদের, ভূতগ্রস্তদের, মৃগী-রোগীদের
ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিয়ে এল। তিনি তাদের সুস্থ
করলেন। 25 গালীল, ডেকাপলি, জেরুশালেম, যিহূদিয়া
ও জর্ডন নদীর অপর পারের অঞ্চল থেকে আগত বিস্তর
লোক তাঁকে অনুসরণ করল।

**5** যীশু অনেক লোক দেখে একটি পর্বতের উপরে উঠে
বসলেন। তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এলেন। 2 আর
তিনি তাঁদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন: 3 “ধন্য
তারা, যারা আত্মায় দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। 4
ধন্য তারা, যারা শোক করে, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে। 5
ধন্য তারা, যারা নতনম্র, কারণ তারা পৃথিবীর অধিকার
লাভ করবে। 6 ধন্য তারা, যারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধার্ত
ও তৃষ্ণার্ত, কারণ তারা পরিতৃপ্ত হবে। 7 ধন্য তারা, যারা
দয়াবান, কারণ তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শিত হবে। 8 ধন্য
তারা, যাদের অন্তঃকরণ নির্মল, কারণ তারা ঈশ্বরের দর্শন
পাবে। 9 ধন্য তারা, যারা মিলন করিয়ে দেয়, কারণ তাদের
ঈশ্বরের পুত্র বলা হবে। 10 ধন্য তারা, যারা ধার্মিকতার
কারণে তাড়িত, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদেরই। 11 “ধন্য
তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদের অপমান
করে, নির্যাতন করে ও মিথ্যা অভিযোগে তোমাদের বিরুদ্ধে
সর্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। 12 উল্লসিত হোয়ো, আনন্দ
কোরো; কারণ স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর। কারণ পূর্বে
ভাববাদীদেরও তারা একই উপায়ে নির্যাতন করত। 13
“তোমরা পৃথিবীর লবণ। কিন্তু লবণ যদি তার লবণত্ব
হারায়, তাহলে কীভাবে তা পুনরায় লবণের স্বাদযুক্ত
করা যাবে? তা আর কোনো কাজেরই উপযুক্ত থাকে
না, কেবলমাত্র তা বাইরে নিক্ষেপ করার ও লোকদের
পদদলিত হওয়ার যোগ্য হয়। 14 “তোমরা জগতের
জ্যোতি। পাহাড়ের উপরে অবস্থিত নগর কখনও গুপ্ত
থাকতে পারে না। 15 আবার লোকে কোনো প্রদীপ জ্বেলে
তা গামলা দিয়ে ঢেকে রাখে না, বরং তা বাতিদানের
উপরেই রাখে। তখন তা ঘরে উপস্থিত সকলকেই আলো

দান করে। 16 একইভাবে, তোমাদের দীপ্তি মানুষের
সাক্ষাতে উদ্দীপ্ত হোক, যেন তারা তোমাদের সৎ কাজগুলি
দেখে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার প্রশংসা কীর্তন করে। 17
"এরকম মনে কোরো না যে, বিধান বা ভাববাদীদের
গ্রন্থগুলি আমি লোপ করতে এসেছি; সেগুলি লোপ করার
জন্য আমি আসিনি, কিন্তু পূর্ণ করার জন্যই এসেছি। 18
আমি তোমাদের প্রকৃতই বলছি, যতদিন পর্যন্ত আকাশ
ও পৃথিবী লুপ্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত বিধানের ক্ষুদ্রতম
একটি বর্ণ, বা কলমের সামান্যতম কোনো আঁচড়ও লুপ্ত
হবে না, সমস্ত কিছু পূর্ণরূপে সফল হবে। 19 যে কেউ
এইসব আদেশের ক্ষুদ্রতম কোনো আদেশ লঙ্ঘন করে
ও অপর মানুষদের সেইমতো শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে
ক্ষুদ্রতম বলে গণ্য হবে; কিন্তু যে কেউ এই আদেশগুলি
অনুশীলন করে ও সেইরূপ শিক্ষা দেয়, সে স্বর্গরাজ্যে
মহান বলে গণ্য হবে। 20 কারণ আমি তোমাদের বলছি,
তোমাদের ধার্মিকতা যদি ফরিশী ও শাস্ত্রবিদদের থেকে
অধিক না হয়, তোমরা নিশ্চিতরূপে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ
করতে পারবে না। 21 "তোমরা শুনেছ, পূর্বেকার মানুষদের
বলা হয়েছিল, 'তোমরা নরহত্যা কোরো না, আর যে
নরহত্যা করবে, সে বিচারের দায়ে পড়বে।' 22 কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, যে তার ভাইয়ের উপরে ক্রোধ করে, সে
বিচারের দায়ে পড়বে। এছাড়াও, কেউ যদি তার ভাইকে
বলে, 'ওরে অপদার্থ,' তাকে মহাসভায় জবাবদিহি করতে
হবে। আবার, কেউ যদি বলে, 'তুই মূর্খ,' সে নরকের
আগুনের দায়ে পড়বে। (Geenna g1067) 23 "সুতরাং, তুমি
যখন তোমার নৈবেদ্য বেদিতে উৎসর্গ করতে যাচ্ছ,
সেই সময় যদি তোমার মনে পড়ে যে, তোমার বিরুদ্ধে
তোমার ভাইয়ের কোনো অভিযোগ আছে, 24 তোমার
নৈবেদ্য সেই বেদির সামনে রেখে চলে যাও। প্রথমে
গিয়ে তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও, তারপর এসে
তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করো। 25 "তোমার যে প্রতিপক্ষ
তোমাকে আদালতে নিয়ে যায়, তার সঙ্গে দ্রুত বিবাদের
মীমাংসা কোরো। পথে থাকতে থাকতেই তার সঙ্গে এ
কাজ কোরো, না হলে সে হয়তো তোমাকে বিচারকের
হাতে তুলে দেবে, বিচারক তোমাকে পেয়াদার হাতে তুলে
দেবেন ও তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে। 26 আমি
তোমাকে সত্যিই বলছি, তোমার দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না
করা পর্যন্ত তুমি বাইরে আসতে পারবে না। 27 "তোমরা
শুনেছ, এরকম বলা হয়েছিল, 'তোমরা ব্যভিচার কোরো
না।' 28 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে, কেউ যদি কোনো
নারীর প্রতি কামলালসা নিয়ে দৃষ্টিপাত করে, সে তক্ষুনি
মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করে। 29 তোমার ডান চোখ
যদি তোমার পাপের কারণ হয়, তা উপড়ে ফেলে দাও।
তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং
শরীরের একটি অঙ্গহানি হওয়া তোমার পক্ষে ভালো।
(Geenna g1067) 30 আর যদি তোমার ডান হাত তোমার
পাপের কারণ হয়, তা কেটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত
শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং শরীরের একটি
অঙ্গহানি হওয়া তোমার পক্ষে ভালো। (Geenna g1067) 31
"এরকম বলা হয়েছে, 'কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করে,
তাহলে সে যেন অবশ্যই তাকে বিচ্ছেদের ত্যাগপত্র লিখে
দেয়।' 32 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, বৈবাহিক জীবনে
অবিশ্বস্ততার কারণ ছাড়া কেউ যদি তার স্ত্রীকে ত্যাগ
করে, সে তাকে ব্যভিচারিণী করে তোলে এবং পরিত্যক্ত
সেই নারীকে যে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে। 33
"আবার তোমরা শুনেছ, বহুকাল পূর্বে লোকদের বলা
হয়েছিল, 'তোমরা প্রভুর সাক্ষাতে যে শপথ করেছ, তা ভঙ্গ
কোরো না, বরং শপথগুলি পালন কোরো।' 34 কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, তোমরা আদৌ কোনো শপথ কোরো
না; স্বর্গের নামে নয়, কারণ তা ঈশ্বরের সিংহাসন; 35
কিংবা পৃথিবীর নামে নয়, কারণ তা ঈশ্বরের পাদপীঠ;
আবার জেরুশালেমের নামেও নয়, কারণ তা মহান রাজার
নগরী। 36 আর নিজের মাথারও শপথ কোরো না, কারণ
তুমি একটিও চুল সাদা বা কালো করতে পারো না। 37
সাধারণভাবেই তোমাদের 'হ্যাঁ' যেন 'হ্যাঁ' হয় ও 'না' যেন
'না' হয়। যা এর অতিরিক্ত, তা সেই পাপাত্মা থেকে আসে।
38 "তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল, 'চোখের পরিবর্তে চোখ,
দাঁতের পরিবর্তে দাঁত।' 39 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি,
কোনো দুষ্ট ব্যক্তির প্রতিরোধ কোরো না। কেউ যদি
তোমার ডান গালে চড় মারে, তোমার অন্য গালও তার
দিকে বাড়িয়ে দাও। 40 আর কেউ যদি তোমার জামা নিয়ে
নেওয়ার জন্য তোমার বিরুদ্ধে মামলা করতে চায়, তাকে
তোমার চাদরও নিতে দিয়ো। 41 কেউ যদি তোমাকে এক
কিলোমিটার যাওয়ার জন্য জোর করে, তুমি তার সঙ্গে দুই
কিলোমিটার যাও। 42 কেউ যদি তোমার কাছে কিছু চায়,
তাকে তা দাও; যে তোমার কাছে ঋণ চায়, তার কাছ থেকে
মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। 43 "তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছিল,
'তোমার প্রতিবেশীকে প্রেম কোরো' ও 'তোমার শত্রুকে
ঘৃণা কোরো।' 44 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, তোমরা
তোমাদের শত্রুদের ভালোবেসো এবং যারা তোমাদের
অত্যাচার করে, তোমরা তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো, 45
যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও। কারণ

তিনি ভালোমন্দ, সব মানুষের উপরে সূর্য উদিত করেন এবং ধার্মিক অধার্মিক নির্বিশেষে সকলের উপরে বৃষ্টি দেন। 46 যারা তোমাদের ভালোবাসে, তোমরা যদি তাদেরই ভালোবাসো, তাহলে তোমরা কী পুরস্কার পাবে? কর আদায়কারীরাও কি সেরকম করে না? 47 আর তোমরা যদি কেবলমাত্র তোমাদের ভাইদেরই নমস্কার করো, তাহলে অন্যদের চেয়ে বেশি আর কী করছ? পরজাতীয়েরাও কি সেরকম করে না? 48 অতএব, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও সেইরূপ সিদ্ধ হও।

6 "সতর্ক থেকো তোমরা যেন প্রকাশ্যে কোনো লোক-দেখানো ধর্মকর্ম না করো। যদি করো, তাহলে তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছ থেকে কোনো পুরস্কারই পাবে না। 2 "তাই তোমরা যখন কোনো দরিদ্র মানুষকে দান করো, তখন ভণ্ডেরা যেমন সমাজভবনগুলিতে বা পথে পথে মানুষদের কাছে প্রশংসা পাওয়ার জন্য তূরী বাজিয়ে ঘোষণা করে, তোমরা তেমন কোরো না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 3 কিন্তু যখন তুমি দরিদ্রদের দান করো, তোমার ডান হাত কী করছে, তা যেন তোমার বাঁ হাত জানতে না পায়, যেন তোমার দান গোপনে হয়। 4 তাহলে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সবকিছু দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কার দেবেন। 5 "আর তোমরা যখন প্রার্থনা করো, তখন ভণ্ডদের মতো কোরো না, কারণ তারা সমাজভবনগুলিতে বা পথের কোণে কোণে দাঁড়িয়ে লোক-দেখানো প্রার্থনা করতে ভালোবাসে। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 6 কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করো তখন ঘরে যাও, দরজা বন্ধ করো ও তোমার পিতা যিনি অদৃশ্য হলেও উপস্থিত—তাঁর কাছে প্রার্থনা করো। এতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সবকিছু দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। 7 আর তুমি প্রার্থনা করার সময় পরজাতীয়দের মতো অর্থহীন পুনরাবৃত্তি কোরো না, কারণ তারা মনে করে, বাগবাহুল্যের জন্যই তারা প্রার্থনার উত্তর পাবে। 8 তাদের মতো হোয়ো না, কারণ তোমাদের কী প্রয়োজন তা চাওয়ার পূর্বেই তোমাদের পিতা জানেন। 9 "অতএব, তোমরা এভাবে প্রার্থনা কোরো:

"'হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,
তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক,
10 তোমার রাজ্য আসুক,
তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে,
তেমন পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক।
11 আমাদের দৈনিক আহার আজ আমাদের দাও।
12 আমরা যেমন আমাদের বিরুদ্ধে অপরাধীদের ক্ষমা করেছি,
তেমন তুমিও আমাদের অপরাধসকল ক্ষমা করো।
13 আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না,
কিন্তু সেই পাপাত্মা থেকে রক্ষা করো।'

14 কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা করো, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। 15 কিন্তু তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা না করো, তোমাদের পিতাও তোমাদের অপরাধসকল ক্ষমা করবেন না। 16 "তোমরা যখন উপোস করো, তখন ভণ্ডদের মতো নিজেদের গুরুগম্ভীর দেখিয়ো না, কারণ তারা নিজেদের মুখমণ্ডল মলিন করে লোকদের দেখায় যে তারা উপোস করছে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। 17 কিন্তু তুমি যখন উপোস করো, তোমার মাথায় তেল দিয়ো ও মুখ ধুয়ো, 18 ফলে তুমি যে উপোস করছ, তা যেন লোকদের কাছে স্পষ্ট না হয়, কেবলমাত্র তোমার পিতার কাছেই স্পষ্ট হয় যিনি অদৃশ্য। এতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে সব দেখেন, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন। 19 "তোমরা নিজেদের জন্য পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় কোরো না। এখানে কীটপতঙ্গ ও মরচে তা নষ্ট করে এবং চোর সিঁধ কেটে চুরি করে। 20 কিন্তু নিজেদের জন্য স্বর্গে ধন সঞ্চয় করো, যেখানে কীটপতঙ্গ ও মরচে তা নষ্ট করতে পারে না এবং চোরেও সিঁধ কেটে চুরি করতে পারে না। 21 কারণ যেখানে তোমাদের ধন থাকবে, সেখানেই তোমাদের মন পড়ে থাকবে। 22 "চোখ শরীরের প্রদীপ। তোমার দুই চোখ যদি নির্মল হয়, তাহলে তোমার সমস্ত শরীর আলোময় হয়ে উঠবে। 23 কিন্তু তোমার চোখ যদি মন্দ হয়, তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারে ছেয়ে যাবে। তোমার ভিতরের আলো যদি অন্ধকারময় হয়ে ওঠে, তবে সেই অন্ধকার কতই না ভয়ংকর! 24 "কেউই দুজন মনিবের সেবা করতে পারে না। সে হয় একজনকে ঘৃণা করে অপরজনকে ভালোবাসবে, নয়তো সে একজনের অনুগত হয়ে অপরজনকে অবজ্ঞা করবে। তোমরা ঈশ্বর ও অর্থ, এই দুয়ের সেবা করতে পারো না। 25 "এই কারণে আমি তোমাদের বলছি, তোমাদের জীবনের বিষয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না, তোমরা কী খাবে বা পান করবে; বা শরীরের বিষয়ে, কী পোশাক পড়বে। খাবারের চেয়ে জীবন কি বড়ো বিষয় নয় এবং পোশাকের চেয়ে শরীর কি বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়? 26 আকাশের পাখিদের দিকে তাকিয়ে দেখো; তারা বীজবপন করে না, ফসল কাটে না, বা গোলায় সঞ্চয়ও করে না; তবুও তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা তাদের খাবার জুগিয়ে দেন। তোমরা কি তাদের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান নও? 27 দুশ্চিন্তা করে তোমাদের কেউ কি নিজের আয়ু এক ঘণ্টাও

বৃদ্ধি করতে পারে? 28 "আর পোশাকের বিষয়ে তোমরা
কেন দুশ্চিন্তা করো? দেখো, মাঠের লিলি ফুল কীভাবে
বিকশিত হয়। তারা পরিশ্রম করে না, সুতোও কাটে না।
29 তবুও আমি তোমাদের বলছি, রাজা শলোমনও তার
সমস্ত মহিমায় এদের একটিরও মতো সুশোভিত ছিলেন
না। 30 মাঠের যে ঘাস আজ আছে, অথচ আগামীকাল
আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হবে, ঈশ্বর যদি সেগুলিকে এত
সুশোভিত করে থাকেন, তাহলে ওহে অল্পবিশ্বাসীরা,
তিনি কি তোমাদের আরও বেশি সুশোভিত করবেন না?
31 সেই কারণে, 'আমরা কী খাব?' বা 'আমরা কী পান
করব?' বা 'আমরা কী পরব?' এসব নিয়ে তোমরা দুশ্চিন্তা
কোরো না। 32 কারণ পরজাতীয়রাই এই সমস্ত বিষয়ে
ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে, অথচ তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা জানেন
যে এগুলো তোমাদের প্রয়োজন। 33 কিন্তু তোমরা প্রথমে
তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার অন্বেষণ করো, তাহলে এই সমস্ত
বিষয়ও তোমাদের দেওয়া হবে। 34 অতএব, কালকের
বিষয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না, কারণ কাল স্বয়ং নিজের বিষয়ে
দুশ্চিন্তা করবে। প্রত্যেকটি দিনের কষ্ট প্রতিটি দিনের জন্য
যথেষ্ট।

**7** "তোমরা অপরকে বিচার কোরো না, নইলে তোমাদেরও
বিচার করা হবে। 2 কারণ যেভাবে তোমরা অপরের
বিচার করবে, সেভাবেই তোমাদের বিচার করা হবে এবং
যে মানদণ্ডে তোমরা পরিমাপ করবে, সেই একই মানদণ্ডে
তোমাদের পরিমাপ করা হবে। 3 "তোমার ভাইয়ের চোখে
যে কাঠের গুঁড়ো রয়েছে, কেবলমাত্র সেটিই দেখছ, অথচ
তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, তার প্রতি
মনোযোগ দিচ্ছ না কেন? 4 তুমি কী করে তোমার ভাইকে
বলতে পারো, 'এসো, তোমার চোখ থেকে কাঠের গুঁড়োটি
বের করে দিই,' যখন তোমার নিজের চোখেই সবসময়
কড়িকাঠ রয়েছে? 5 ওহে ভণ্ড, প্রথমে নিজের চোখ থেকে
কড়িকাঠটি বের করো, তাহলেই তোমার ভাইয়ের চোখ
থেকে কাঠের গুঁড়োটি বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে
পাবে। 6 "পবিত্র বস্তু কুকুরদের দিয়ো না; তোমাদের
মুক্তো শূকরদের সামনে ছড়িয়ো না, যদি তা করো, তারা
হয়তো সেগুলি পদদলিত করবে ও ফিরে তোমাদের ছিঁড়ে
টুকরো টুকরো করবে। 7 "চাও, তোমাদের দেওয়া হবে;
খোঁজ করো, তোমরা পাবে; কড়া নাড়ো, তোমাদের জন্য
দ্বার খুলে দেওয়া হবে। 8 কারণ যে চায়, সে গ্রহণ করে;
যে খোঁজ করে, সে সন্ধান পায়; আর যে কড়া নাড়ে, তার
জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হয়। 9 "তোমাদের মধ্যে এমন কে
আছে যে তার ছেলে রুটি চাইলে, তাকে পাথর দেবে?
10 অথবা, মাছ চাইলে তাকে সাপ দেবে? 11 তোমরা
মন্দ প্রকৃতির হয়েও যদি নিজেদের সন্তানদের ভালো
ভালো উপহার দিতে জানো, তাহলে যারা তোমাদের স্বর্গস্থ
পিতার কাছে চায়, তাদের তিনি আরও কত না উৎকৃষ্ট সব
উপহার নিশ্চিতরূপে দান করবেন? 12 তাই সব বিষয়ে,
তোমরা অপরের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার পেতে চাও,
তাদের প্রতি তোমরাও সেরূপ ব্যবহার কোরো। কারণ
এই হল বিধান ও ভাববাদীদের শিক্ষার মূল বিষয়। 13
"সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো, কারণ প্রশস্ত দ্বার ও
সুবিস্তৃত পথ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় এবং বহু মানুষ তা
দিয়ে প্রবেশ করে। 14 কিন্তু জীবনে প্রবেশ করার দ্বার
সংকীর্ণ ও পথ দুর্গম, আর খুব কম লোকই তার সন্ধান
পায়। 15 "ভণ্ড ভাববাদীদের থেকে সাবধান। তারা মেষের
ছদ্মবেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে তারা হিংস্র
নেকড়ের মতো। 16 তাদের ফল দ্বারাই তোমরা তাদের
চিনতে পারবে। লোকে কি কাঁটাঝোপ থেকে আঙুর, বা
শিয়ালকাঁটা থেকে ডুমুরফল পায়? 17 একইভাবে, প্রত্যেক
ভালো গাছে ভালো ফল ধরে, কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল
ধরে। 18 কোনো ভালো গাছে মন্দ ফল ধরতে পারে না
এবং কোনো মন্দ গাছে ভালো ফল ধরতে পারে না। 19
যে গাছে ভালো ফল ধরে না, সেই গাছ কেটে আগুনে
ফেলে দেওয়া হয়। 20 এভাবে, তাদের ফল দ্বারাই তোমরা
তাদের চিনতে পারবে। 21 "যারা আমাকে 'প্রভু, প্রভু'
বলে, তারা সবাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না;
কিন্তু যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সেই
প্রবেশ করতে পারবে। 22 সেদিন, অনেকে আমাকে
বলবে, 'প্রভু, প্রভু; আমরা কি আপনার নামে ভবিষ্যদ্‌বাণী
করিনি? আপনার নামে কি ভূত তাড়াইনি ও বহু অলৌকিক
কাজ করিনি?' 23 তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব, 'আমি
তোমাদের কোনোকালেও জানতাম না। দুষ্টের দল, আমার
সামনে থেকে দূর হও!' 24 "অতএব, যে আমার এসব
বাক্য শুনে পালন করে, সে এমন এক বুদ্ধিমান লোকের
মতো, যে পাথরের উপরে তার বাড়ি নির্মাণ করল। 25 পরে
বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড় বইল ও সেই বাড়িতে আঘাত
করল; তবুও তার পতন হল না, কারণ পাথরের উপরে
তার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত ছিল। 26 কিন্তু যে কেউ আমার
এসব বাক্য শুনেও পালন করে না, সে এমন এক মূর্খ
মানুষের মতো, যে বালির উপরে তার বাড়ি নির্মাণ করল।
27 পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড় বইল ও সেই বাড়িতে
আঘাত করল, আর তার ভয়ংকর পতন হল।" 28 যীশু

যখন এসব বিষয় বলা শেষ করলেন তখন লোকেরা তাঁর
শিক্ষায় আশ্চর্য হয়ে গেল। 29 কারণ তিনি শাস্ত্রবিদদের
মতো নয়, কিন্তু একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির মতোই
শিক্ষা দিলেন।

8 যীশু যখন পর্বতের উপর থেকে নেমে এলেন তখন
অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল। 2 তখন
একজন কুষ্ঠরোগী এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলল,
"প্রভু, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে শুচিশুদ্ধ করতে
পারেন।" 3 যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ
করলেন। তিনি বললেন, "আমার ইচ্ছা, তুমি শুচিশুদ্ধ
হও!" তৎক্ষণাৎ তার কুষ্ঠরোগ দূর হয়ে গেল। 4 তখন
যীশু তাকে বললেন, "দেখো, তুমি একথা কাউকে বোলো
না, কিন্তু যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং
মোশির আদেশমতো তাদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য
নৈবেদ্য উৎসর্গ করো।" 5 যীশু কফরনাহূমে প্রবেশ
করলে একজন শত-সেনাপতি তাঁর কাছে এসে সাহায্যের
নিবেদন করলেন। 6 তিনি বললেন, "প্রভু, আমার দাস
পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে পড়ে আছে, ভীষণ কষ্ট
পাচ্ছে।" 7 যীশু তাকে বললেন, "আমি গিয়ে তাকে সুস্থ
করব।" 8 সেই শত-সেনাপতি উত্তরে বললেন, "প্রভু,
আপনি আমার বাড়িতে আসবেন আমি এমন যোগ্য নই।
কেবলমাত্র মুখে বলুন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হবে। 9
কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীন একজন মানুষ এবং সৈন্যরা
আমার অধীন। আমি তাদের একজনকে 'যাও' বললে সে
যায়, অপরজনকে 'এসো' বললে সে আসে, আবার আমার
দাসকে 'এই কাজটি করো,' বললে সে তা করে।" 10 একথা
শুনে যীশু বিস্মিত হয়ে তাঁর অনুসরণকারীদের উদ্দেশে
বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ইস্রায়েলে আমি
এমন কারও সন্ধান পাইনি, যার মধ্যে এত গভীর বিশ্বাস
আছে। 11 আমি তোমাদের বলে রাখছি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
দেশ থেকে বহু মানুষই আসবে এবং এসে অব্রাহাম,
ইস্হাক ও যাকোবের সঙ্গে স্বর্গরাজ্যে তাদের আসন গ্রহণ
করবে। 12 কিন্তু সেই রাজ্যের প্রজাদের বাইরের অন্ধকারে
ফেলে দেওয়া হবে, যেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হবে।" 13
পরে যীশু সেই শত-সেনাপতিকে বললেন, "যাও! তুমি
যেমন বিশ্বাস করেছ, তেমনই হবে।" আর সেই মুহূর্তেই
তার দাস সুস্থ হয়ে গেল। 14 যীশু যখন পিতরের বাড়িতে
এলেন, তিনি দেখলেন, পিতরের শাশুড়ি জ্বরে বিছানায়
শুয়ে আছেন। 15 তিনি তাঁর হাত স্পর্শ করলেন, এবং তাঁর
জ্বর ছেড়ে গেল। তিনি উঠে তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন।
16 যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, বহু ভূতগ্রস্ত মানুষকে যীশুর
কাছে নিয়ে আসা হল। তিনি মুখের কথাতেই ভূতদের
তাড়িয়ে দিলেন ও সব অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করলেন। 17
এভাবে ভাববাদী যিশাইয়ের মাধ্যমে কথিত বচন পূর্ণ
হল: "তিনি আমাদের সমস্ত দুর্বলতা গ্রহণ ও আমাদের
সকল রোগ বহন করলেন।" 18 যীশু যখন তাঁর চারপাশে
অনেক লোকের ভিড় দেখলেন, তিনি সাগরের অপর পারে
যাওয়ার জন্য শিষ্যদের আদেশ দিলেন। 19 তখন একজন
শাস্ত্রবিদ তাঁর কাছে এসে বললেন, "গুরুমহাশয়, আপনি
যেখানে যাবেন আমিও আপনার সঙ্গে সেখানে যাব।" 20
উত্তরে যীশু বললেন, "শিয়ালদের গর্ত আছে, আকাশের
পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার
কোনও স্থান নেই।" 21 অন্য একজন শিষ্য তাঁকে বললেন,
"প্রভু, প্রথমে আমাকে গিয়ে আমার পিতাকে সমাধি দিয়ে
আসার অনুমতি দিন।" 22 কিন্তু যীশু তাঁকে বললেন,
"আমাকে অনুসরণ করো। মৃতেরাই তাদের মৃতজনদের
সমাধি দিক।" 23 এরপর যীশু নৌকায় উঠলেন ও শিষ্যরাও
তাঁর সঙ্গ নিলেন। 24 হঠাৎ সমুদ্রে এক ভয়ংকর ঝড়
উঠল ও নৌকার উপরে ঢেউ আছড়ে পড়তে লাগল। কিন্তু
যীশু তখন ঘুমাচ্ছিলেন। 25 শিষ্যেরা গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে
তুলে বললেন, "প্রভু, আমাদের রক্ষা করুন! আমরা যে
ডুবতে বসেছি!" 26 তিনি উত্তর দিলেন, "অল্পবিশ্বাসীর
দল, তোমরা এত ভয় পাচ্ছ কেন?" তারপর তিনি উঠে
ঝড় ও ঢেউকে ধমক দিলেন, তাতে সবকিছু সম্পূর্ণ শান্ত
হয়ে গেল। 27 এতে শিষ্যেরা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ইনি
কেমন মানুষ? ঝড় ও সমুদ্র তাঁর আদেশ পালন করে!" 28
পরে যীশু যখন সমুদ্রের অপর পারে গাদারীয়দের অঞ্চলে
পৌঁছালেন, দুজন ভূতগ্রস্ত লোক সমাধিস্থল থেকে বের
হয়ে তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল। তারা এতই হিংস্র
ছিল যে, সেই পথ দিয়ে কেউই যাওয়া-আসা করতে পারত
না। 29 তারা চিৎকার করে বলল, "হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনি
আমাদের নিয়ে কী করতে চান? নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই
কি আপনি আমাদের যন্ত্রণা দিতে এসেছেন?" 30 তাদের
কাছ থেকে কিছুটা দূরে একপাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল।
31 সেই ভূতেরা যীশুর কাছে বিনতি করল, "আপনি যদি
আমাদের তাড়াতে চান, তাহলে ওই শূকরদের মধ্যে
আমাদের পাঠিয়ে দিন।" 32 তিনি তাদের বললেন, "যাও!"
তখন তারা বেরিয়ে এসে সেই শূকরপালের মধ্যে প্রবেশ
করল। তাতে সেই শূকরের পাল ঢালু তীর বেয়ে তীব্র
গতিতে ছুটে এসে সমুদ্রে পড়ল ও জলে ডুবে মারা গেল।
33 যারা সেই শূকরদের চরাচ্ছিল, তারা দৌড়ে পালিয়ে

নগরের মধ্যে গেল ও এসব বিষয়ের সংবাদ দিল; ওই ভূতগ্রস্ত লোকদের কী ঘটেছিল, সেকথাও তারা বলল। 34 তখন নগরের সমস্ত লোক যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য বেরিয়ে এল। তারা তাঁকে দেখতে পেয়ে অনুরোধ করল, যেন তিনি তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে যান।

**9** এরপর যীশু একটি নৌকায় উঠে সাগর পার করে তাঁর নিজের নগরে এলেন। 2 কয়েকজন মানুষ একজন পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাটে শুইয়ে তাঁর কাছে নিয়ে এল। তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে বললেন, "বৎস, সাহস করো, তোমার সব পাপ ক্ষমা করা হল।" 3 এতে কয়েকজন শাস্ত্রবিদ মনে মনে বলল, "এই লোকটি তো ঈশ্বরনিন্দা করছে!" 4 যীশু তাদের মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, "তোমরা মনে মনে মন্দ চিন্তা করছ কেন? 5 কোন কথাটি বলা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হল,' বলা না, 'তুমি উঠে হেঁটে বেড়াও' বলা? 6 কিন্তু আমি চাই যেন তোমরা জানতে পারো যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার মনুষ্যপুত্রের আছে" এই বলে তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে বললেন, "ওঠো, তোমার খাট তুলে বাড়ি চলে যাও।" 7 তখন ব্যক্তিটি উঠে বাড়ি চলে গেল। 8 এই দেখে সমস্ত লোক ভীত হয়ে উঠল এবং ঈশ্বর মানুষকে এমন ক্ষমতা দিয়েছেন বলে তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। 9 সেই স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় যীশু দেখলেন, মথি নামে এক ব্যক্তি কর আদায়কারীর চালাঘরে বসে আছেন। তিনি তাঁকে বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো!" মথি তখনই উঠে পড়লেন ও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। 10 মথির বাড়িতে যীশু যখন রাতের খাওয়া খেতে বসেছিলেন, তখন বহু কর আদায়কারী ও পাপী মানুষ এসে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল। 11 ফরিশীরা তা লক্ষ্য করে তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করল, "কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে বসে তোমাদের গুরুমহাশয় কেন খাওয়াদাওয়া করেন?" 12 একথা শুনে যীশু বললেন, "পীড়িত ব্যক্তিরই চিকিৎসকের প্রয়োজন, সুস্থ ব্যক্তির নয়। 13 কিন্তু তোমরা যাও এবং এই বাক্যের মর্ম কি তা শিক্ষা নাও: 'আমি দয়া চাই, বলিদান নয়।' কারণ আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের আহ্বান করতে এসেছি।" 14 এরপর যোহনের শিষ্যেরা এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "এ কী রকম যে, ফরিশীরা ও আমরা উপোস করি, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা উপোস করে না?" 15 যীশু উত্তর দিলেন, "বর সঙ্গে থাকতে তার অতিথিরা কীভাবে দুঃখ করতে পারে? সময় আসবে, যখন বরকে তাদের মধ্য থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে; তখন তারা উপোস করবে। 16 "পুরোনো পোশাকে কেউ নতুন কাপড়ের তালি লাগায় না, কারণ তা করলে সেই কাপড়ের টুকরোটি পুরোনো পোশাক থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে ও সেই ছিদ্র আরও বড়ো হয়ে উঠবে। 17 আবার পুরোনো চামড়ার সুরাধারে কেউই টাটকা আঙুরের রস ঢালে না। যদি ঢালে, তাহলে চামড়ার সুরাধার ফেটে যাবে, আঙুরের রস গড়িয়ে পড়বে এবং সুরাধারটিও নষ্ট হবে। না, তারা নতুন আঙুরের রস নতুন সুরাধারেই রাখে, এতে উভয়ই সংরক্ষিত থাকে।" 18 যীশু যখন এই কথাগুলি বলছিলেন, এমন সময়ে একজন সমাজভবনের অধ্যক্ষ এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বললেন, "আমার মেয়েটি সবেমাত্র মারা গেছে। কিন্তু আপনি এসে তার উপরে হাত রাখুন, তাহলে সে বেঁচে উঠবে।" 19 যীশু উঠে তাঁর সঙ্গ নিলেন, তাঁর শিষ্যেরাও তাই করলেন। 20 ঠিক সেই মুহূর্তে, এক নারী, যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাবের ব্যাধিতে ভুগছিল, তাঁর পিছন দিক থেকে এসে তাঁর পোশাকের আঁচল স্পর্শ করল। 21 সে মনে মনে ভেবেছিল, "কেবলমাত্র তাঁর পোশাকটুকু যদি আমি স্পর্শ করতে পারি, তাহলেই আমি সুস্থ হব।" 22 যীশু পিছন ফিরে তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "সাহস করো, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে।" সেই মুহূর্ত থেকেই সেই নারী সুস্থ হল। 23 যীশু সেই সমাজভবনের অধ্যক্ষের বাড়িতে প্রবেশ করে দেখলেন বাঁশি-বাদকেরা রয়েছে ও লোকেরা শোরগোল করছে। 24 তিনি বললেন, "তোমরা চলে যাও। মেয়েটি মারা যায়নি, সে ঘুমিয়ে আছে।" তারা কিন্তু তাঁকে উপহাস করতে লাগল। 25 লোকের ভিড় এক পাশে সরিয়ে দেওয়ার পর, যীশু ভিতরে গিয়ে মেয়েটির হাত ধরলেন। এতে সে উঠে বসল। 26 এই ঘটনার সংবাদ সেই সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। 27 যীশু সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময় দুজন অন্ধ মানুষ তাঁকে অনুসরণ করে চিৎকার করতে লাগল, "দাউদ-সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন।" 28 তিনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে সেই দুজন অন্ধ মানুষ তাঁর কাছে এল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি বিশ্বাস করো যে, আমি এ কাজ করতে পারি?" তারা উত্তর দিল, "হ্যাঁ, প্রভু।" 29 তখন তিনি তাদের চোখ স্পর্শ করলেন ও বললেন, "তোমাদের বিশ্বাস অনুযায়ীই তোমাদের প্রতি হোক।" 30 আর তারা দৃষ্টিশক্তি পুনরায় ফিরে পেল। যীশু তাদের কঠোরভাবে সাবধান করে দিয়ে বললেন, "দেখো, কেউ যেন একথা জানতে না পারে।" 31 কিন্তু তারা বাইরে গিয়ে সেই অঞ্চলের সর্বত্র তাঁর

সংবাদ ছড়িয়ে দিল। 32 সেই দুজন যখন বেরিয়ে চলে
যাচ্ছিল, তখন একজন ভূতগ্রস্ত মানুষকে যীশুর কাছে
নিয়ে আসা হল। সে কথা বলতে পারত না। 33 যখন সেই
ভূতকে তাড়ানো হল তখন বোবা মানুষটি কথা বলতে
লাগল। সকলে বিস্ময়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, "ইস্রায়েলে
এ ধরনের ঘটনা আর কখনও দেখা যায়নি।" 34 কিন্তু
ফরিশীরা বলল, "ও তো ভূতদের অধিপতির দ্বারাই ভূত
ছাড়ায়।" 35 যীশু বিভিন্ন নগর ও গ্রাম পরিক্রমা করতে
লাগলেন। তিনি তাদের সমাজভবনগুলিতে শিক্ষা দিতে
ও স্বর্গরাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন। তিনি
সব ধরনের রোগ ও ব্যাধি দূর করলেন। 36 যখন তিনি
লোকের ভিড় দেখলেন তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল
হলেন, কারণ তারা পালকহীন মেষপালের মতো বিপর্যস্ত
ও দিশেহারা ছিল। 37 তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন,
"ফসল প্রচুর, কিন্তু কর্মী সংখ্যা অল্প। 38 তোমরা ফসলের
মালিকের কাছে প্রার্থনা করো, যেন তিনি তাঁর শস্যক্ষেত্রে
কর্মচারীদের পাঠান।"

**10** যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে নিজের কাছে ডাকলেন।
তিনি তাঁদের অশুচি আত্মা তাড়ানোর, সমস্ত রকম
রোগ ও পীড়া ভালো করার ক্ষমতা দিলেন। 2 সেই
বারোজন প্রেরিতের নাম হল: প্রথমে, শিমোন যাকে পিতর
নামে ডাকা হত ও তার ভাই আন্দ্রিয়; সিবদিয়ের পুত্র
যাকোব ও তার ভাই যোহন; 3 ফিলিপ ও বর্থলময়; থোমা
ও কর আদায়কারী মথি; আলফেয়ের পুত্র যাকোব ও
থদ্দেয়; 4 উদ্যোগী শিমোন ও যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ, যে তার
সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। 5 যীশু বারোজনকে এসব
আদেশ দিয়ে পাঠালেন: "তোমরা অইহুদিদের মধ্যে যেয়ো
না বা শমরীয়দের কোনো নগরে প্রবেশ কোরো না। 6 বরং
তোমরা ইস্রায়েলের হারিয়ে যাওয়া মেষদের কাছে যাও। 7
তোমরা যেতে যেতে এই বার্তা প্রচার কোরো: 'স্বর্গরাজ্য
সন্নিকট।' 8 তোমরা পীড়িতদের সুস্থ করো, মৃতদের
উত্থাপন করো, যাদের কুষ্ঠরোগ আছে, তাদের শুচিশুদ্ধ
করো, ভূতদের তাড়িও। তোমরা বিনামূল্যে পেয়েছ,
সেইরূপ বিনামূল্যেই দান করো। 9 "তোমাদের কোমরের
বেল্টে সোনা, বা রুপো, বা তামার মুদ্রা নিয়ো না; 10
যাত্রার উদ্দেশ্যে কোনো থলি, বা অতিরিক্ত পোশাক, বা
চটিজুতো বা কোনো ছড়ি নিয়ো না; কর্মচারী তার বেতন
পাওয়ার যোগ্য। 11 আর তোমরা যে নগরে বা গ্রামে প্রবেশ
করবে, সেখানকার কোনো উপযুক্ত লোকের সন্ধান করে
সেই স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার বাড়িতেই থেকো। 12
সেই বাড়িতে প্রবেশ করার সময়, তোমরা তাদের শুভেচ্ছা
জানিয়ো। 13 যদি সেই বাড়ি যোগ্য হয়, তোমাদের শান্তি
তার উপরে বিরাজ করুক; যদি যোগ্য না হয়, তাহলে
তোমাদের শান্তি তোমাদেরই কাছে ফিরে আসুক। 14 কেউ
যদি তোমাদের স্বাগত না জানায়, বা তোমাদের কথা না
শোনে, সেই বাড়ি বা নগর ত্যাগ করার সময় তোমাদের
পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলো। 15 আমি তোমাদের সত্যিই
বলছি, বিচারদিনে সদোম ও ঘমোরার দশা, বরং সেই
নগরের চেয়ে বেশি সহনীয় হবে। 16 "আমি নেকড়েদের
মধ্যে তোমাদের মেষের মতো পাঠাচ্ছি। সেই কারণে,
তোমরা সাপের মতো চতুর ও কপোতের মতো সরল
হও। 17 লোকেদের ব্যাপারে তোমরা সাবধান থেকো।
তারা তোমাদের স্থানীয় বিচার-পরিষদের হাতে তুলে দেবে
এবং তাদের সমাজভবনে তোমাদের চাবুক মারবে। 18
আমারই কারণে প্রদেশপালদের ও রাজাদের কাছে এবং
অইহুদিদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তোমাদের নিয়ে
যাওয়া হবে। 19 কিন্তু, তারা যখন তোমাদের গ্রেপ্তার
করবে, কী বলবে বা কীভাবে তা বলবে, সে বিষয়ে দুশ্চিন্তা
কোরো না। সেই সময়ে, তোমরা কী বলবে, তা তোমাদের
বলে দেওয়া হবে। 20 কারণ তোমরা যে কথা বলবে, তা
নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার আত্মাই তোমাদের মাধ্যমে
কথা বলবেন। 21 "ভাই ভাইকে ও পিতা সন্তানকে প্রতারিত
করবে; ছেলেমেয়েরা বাবা-মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে
তাদের মৃত্যুর উদ্দেশে সমর্পণ করবে। 22 আমার কারণে
সব মানুষ তোমাদের ঘৃণা করবে, কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত
অবিচল থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে। 23 কোনো এক
স্থানে তোমরা নির্যাতিত হলে অন্য স্থানে পালিয়ে যেয়ো।
আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, মনুষ্যপুত্রের আগমনের
পূর্বে ইস্রায়েলের নগরগুলির পরিক্রমা তোমরা শেষ করতে
পারবে না। 24 "কোনো শিষ্য তার গুরু থেকে বড়ো নয়,
কোনো দাস তার মনিব থেকেও নয়। 25 শিষ্য যদি গুরুর
সদৃশ হয় এবং দাস তার মনিবের সদৃশ, তাহলেই যথেষ্ট।
বাড়ির কর্তাকেই যদি বেলসবুল বলা হয়, তার পরিজনদের
আরও কত নাকি বলা হবে। 26 "সুতরাং, তোমরা তাদের
ভয় পেয়ো না। এমন কিছুই লুকোনো নেই যা প্রকাশ পাবে
না, বা এমন কিছুই গোপন নেই যা জানা যাবে না। 27
আমি তোমাদের অন্ধকারে যা কিছু বলি, দিনের আলোয়
তোমরা তা বোলো; তোমাদের কানে কানে যা বলা হয়, তা
ছাদের উপর থেকে ঘোষণা কোরো। 28 যারা কেবলমাত্র
শরীর বধ করতে পারে, কিন্তু আত্মাকে বধ করতে পারে
না, তাদের ভয় কোরো না। বরং, যিনি আত্মা ও শরীর,

উভয়কেই নরকে ধ্বংস করতে পারেন, তোমরা তাঁকেই ভয় কোরো। (Geenna g1067) 29 দুটি চড়ুইপাখি কি এক পয়সায় বিক্রি হয় না? তবুও, তোমাদের পিতার ইচ্ছা ব্যতিরেকে তাদের একটিও মাটিতে পড়ে না। 30 এমনকি, তোমাদের মাথার চুলগুলিরও সংখ্যা গোনা আছে। 31 তাই ভয় পেয়ো না কারণ চড়ুইপাখি থেকেও তোমরা অনেক বেশি মূল্যবান। 32 "যে কেউ মানুষের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমিও স্বর্গে আমার পিতার কাছে তাকে স্বীকার করব। 33 কিন্তু কেউ যদি মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও স্বর্গে আমার পিতার কাছে তাকে অস্বীকার করব। 34 "মনে কোরো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি। আমি শান্তি দিতে নয়, কিন্তু এক খড়্গ দিতে এসেছি। 35 কারণ আমি এসেছি, "পুত্রকে তার পিতার বিরুদ্ধে বিচ্ছেদ করাতে 'কন্যাকে তার মাতার বিরুদ্ধে, পুত্রবধূকে তার শাশুড়ির বিরুদ্ধে— 36 একজন মানুষের শত্রু তার নিজ পরিবারের সদস্যই হবে।' 37 "যে তার বাবা অথবা মাকে আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে আমার যোগ্য নয়। যে তার ছেলে বা মেয়েকে আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে আমার যোগ্য নয়। 38 আর যে আমার অনুগামী হতে চায় অথচ নিজের ক্রুশ বহন করে না, সে আমার যোগ্য নয়। 39 যে তার প্রাণরক্ষা করতে চায় সে তা হারাবে এবং কেউ যদি আমার কারণে তার প্রাণ হারায় সে তা লাভ করবে। 40 "যে তোমাদের গ্রহণ করে সে আমাকেই গ্রহণ করে; যে আমাকে গ্রহণ করে সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 41 কেউ যদি কোনো ভাববাদীকে ভাববাদী জেনে গ্রহণ করে, সে এক ভাববাদীরই পুরস্কার লাভ করবে। আবার যে এক ধার্মিক ব্যক্তিকে ধার্মিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ করে, সেও ধার্মিকের পুরস্কার পাবে। 42 আবার এই ক্ষুদ্রজনেদের মধ্যে কোনো একজনকে কেউ যদি আমার শিষ্য জেনে এক পেয়ালা ঠান্ডা জল দেয়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি সে কোনোমতেই তার প্রাপ্য পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।"

**11** যীশু তাঁর বারোজন শিষ্যকে আদেশ দেওয়া শেষ করে সেখান থেকে গালীলের বিভিন্ন নগরে শিক্ষা দিতে ও প্রচার করতে চলে গেলেন। 2 সেই সময়ে, যোহন কারাগার থেকে মশীহের কার্যাবলি শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করার জন্য তাঁর শিষ্যদের এই বলে পাঠালেন, 3 "যাঁর আসার কথা ছিল আপনিই কি তিনি না আমরা অন্য কারও প্রতীক্ষায় থাকব?" 4 যীশু উত্তর দিলেন, "তোমরা যা শুনছ ও দেখছ, ফিরে গিয়ে যোহনকে সেই কথা বলো। 5 যারা অন্ধ তারা দৃষ্টি পাচ্ছে, যারা খোঁড়া তারা চলতে পারছে, যারা কুষ্ঠরোগী তারা শুচিশুদ্ধ হচ্ছে, যারা কালা তারা শুনতে পাচ্ছে, যারা মৃত তারা উত্থাপিত হচ্ছে ও যারা দরিদ্র তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে। 6 আর ধন্য সেই ব্যক্তি যে আমার কারণে বাধা পায় না।" 7 যখন যোহনের শিষ্যেরা চলে যাচ্ছিল, তখন যীশু সকলের কাছে যোহনের সম্পর্কে বলতে লাগলেন, "তোমরা মরুপ্রান্তরে কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দুলছে এমন কোনো নলখাগড়া? 8 তা যদি না হয়, তাহলে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? মোলায়েম পোশাক পরা কোনো মানুষকে? তা নয়, যারা মোলায়েম পোশাকে পরিচ্ছন্ন তারা তো রাজপ্রাসাদে থাকে। 9 তাহলে তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? কোনো ভাববাদীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলি, ভাববাদীর চেয়েও মহত্তর একজনকে। 10 ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে লেখা আছে: "'আমি আমার বার্তাবাহককে তোমার আগে পাঠাব, যে তোমার আগে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।' 11 আমি তোমাদের সত্যি বলছি: নারীর গর্ভে জন্মেছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে, বাপ্তিস্মদাতা যোহনের চেয়ে মহান আর কেউই নেই; তবুও স্বর্গরাজ্যে যে নগণ্যতম সেও যোহনের চেয়ে মহান। 12 বাপ্তিস্মদাতা যোহনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত, স্বর্গরাজ্য সবলে অগ্রসর হচ্ছে ও পরাক্রমী ব্যক্তিরা তা অধিকার করছে। 13 কারণ সমস্ত ভাববাদী ও বিধান যোহনের সময় পর্যন্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছে। 14 আর তোমরা যদি স্বীকার করতে আগ্রহী হও তাহলে জেনে নাও, ইনিই সেই এলিয় যার আগমনের কথা ছিল। 15 যার কান আছে, সে শুনুক। 16 "এই প্রজন্মকে আমি কার সঙ্গে তুলনা করব? তারা সেই ছেলেমেয়েদের মতো, যারা হাটেবাজারে বসে অন্য লোকদের আহ্বান করে বলে, 17 "'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম, তোমরা তো নৃত্য করলে না; আমরা শোকগাথা গাইলাম, তোমরা তো বিলাপ করলে না!' 18 কারণ যোহন এসে আহার করলেন না, দ্রাক্ষারসও পান করলেন না, অথচ তারা বলল, 'সে ভূতগ্রস্ত।' 19 মনুষ্যপুত্র এলেন, খাওয়াদাওয়া করলেন, কিন্তু তারা বলল, 'এই দেখো একজন পেটুক ও মদ্যপ, কর আদায়কারী ও "পাপীদের" বন্ধু।' কিন্তু প্রজ্ঞা তার অনুসরণকারীদের আচরণের দ্বারাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়।" 20 এরপর যীশু সেই সমস্ত নগরকে ধিক্কার দিতে লাগলেন, যেখানে তাঁর অধিকাংশ অলৌকিক কাজ সম্পাদিত হয়েছিল, কারণ তারা মন পরিবর্তন করেনি। তিনি বললেন, 21 "কোরাসীন,

ধিক্ তোমাকে! বেথসৈদা, ধিক্ তোমাকে! তোমাদের
মধ্যে যেসব অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, সেসব
যদি টায়ার ও সীদোনে করা হত, তারা অনেক আগেই
চটবস্ত্র পরে ভস্মে বসে অনুতাপ করত। 22 কিন্তু আমি
তোমাদের বলছি, বিচারদিনে টায়ার ও সীদোনের দশা,
বরং তোমাদের চেয়ে বেশি সহনীয় হবে। 23 আর তুমি
কফরনাহূম, তুমি কি না স্বর্গ পর্যন্ত উঁচুতে উঠবে? তা
নয়, তুমি অধোলোক পর্যন্ত তলিয়ে যাবে। তোমার মধ্যে
যেসব অলৌকিক কাজ করা হয়েছে, সেগুলি যদি সদোমে
করা হত, তাহলে আজও সেই নগরের অস্তিত্ব থাকত।
(Hadēs g86) 24 কিন্তু আমি তোমাকে বলছি যে, বিচারদিনে
টায়ার ও সদোমের দশা, বরং তোমাদের চেয়ে বেশি
সহনীয় হবে।" 25 সেই সময় যীশু বললেন, "হে পিতা,
তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার প্রশংসা করি,
কারণ তুমি এই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞ ও শিক্ষিত মানুষদের
কাছ থেকে গোপন রেখে ছোটো শিশুদের কাছে প্রকাশ
করেছ। 26 হ্যাঁ পিতা, কারণ এই ছিল তোমার ঈপ্সিত
ইচ্ছা। 27 "আমার পিতা সবকিছুই আমার হাতে সমর্পণ
করেছেন। পুত্রকে কেউ জানে না, কেবলমাত্র পিতা জানেন
এবং পিতাকে কেউ জানে না, কেবলমাত্র পুত্র জানেন
ও পুত্র যার কাছে তাঁকে প্রকাশ করেন, সেই জানে। 28
"ওহে, তোমরা যারা পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত, আমার কাছে
এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব। 29 আমার জোয়াল
তোমরা নিজেদের উপরে তুলে নাও ও আমার কাছে শিক্ষা
নাও, কারণ আমার স্বভাব কোমল ও নম্র। এতে তোমরা
নিজেদের অন্তরে বিশ্রাম পাবে। 30 কারণ আমার জোয়াল
সহজ ও আমার বোঝা হালকা।"

**12** সেই সময়ে যীশু বিশ্রামদিনে শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে
যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যেরা ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাঁরা
শস্যের শিষ ছিঁড়ে খেতে লাগলেন। 2 এ দেখে ফরিশীরা
তাঁকে বলল, "দেখুন! বিশ্রামদিনে যা করা বিধিসংগত নয়,
আপনার শিষ্যেরা তাই করছে।" 3 তিনি উত্তর দিলেন,
"দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখন তাঁরা
কী করেছিলেন, তা কি তোমরা পাঠ করোনি? 4 তিনি
ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন এবং তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা
সেই পবিত্র রুটি খেয়েছিলেন, যা করা তাঁদের পক্ষে
বিধিসংগত ছিল না, কিন্তু কেবলমাত্র যাজকদেরই ছিল। 5
কিংবা, তোমরা কি মোশির বিধানে (বিধিগ্রন্থে) পড়োনি
যে, বিশ্রামদিনে যাজকেরা মন্দির অপবিত্র করলেও তাঁরা
নির্দোষ থাকতেন? 6 আমি তোমাদের বলছি, মন্দির
থেকেও মহান এক ব্যক্তি এখানে আছেন। 7 'আমি দয়া
চাই, বলিদান নয়,' এই বাক্যের মর্ম যদি তোমরা বুঝতে,
তাহলে নির্দোষদের তোমরা দোষী সাব্যস্ত করতে না।
8 কারণ, মনুষ্যপুত্রই হলেন বিশ্রামদিনের প্রভু।" 9 সেই
স্থান থেকে চলে গিয়ে, তিনি তাদের সমাজভবনে প্রবেশ
করলেন। 10 সেখানে একটি লোক ছিল, যার একটি
হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। যীশুকে অভিযুক্ত করার মতো
কোনো সূত্র পাওয়ার সন্ধানে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল,
"বিশ্রামদিনে সুস্থ করা কি বিধিসংগত?" 11 তিনি তাদের
বললেন, "তোমাদের মধ্যে কারও যদি একটি মেষ থাকে
ও সেটি বিশ্রামদিনে গর্তে পড়ে যায়, তাহলে তোমরা
কি সেটিকে ধরে তুলবে না? 12 একটি মেষের চেয়ে
একজন মানুষ আরও কত না মূল্যবান! সেই কারণে,
বিশ্রামদিনে ভালো কাজ করা ন্যায়সংগত।" 13 তারপর
তিনি সেই লোকটিকে বললেন, "তোমার হাতটি বাড়িয়ে
দাও।" তাই সে হাতটি বাড়িয়ে দিল এবং সেটি অন্য
হাতটির মতোই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। 14 কিন্তু ফরিশীরা
বাইরে গিয়ে কীভাবে যীশুকে হত্যা করতে পারে, তার
ষড়যন্ত্র করতে লাগল। 15 সেকথা জানতে পেরে, যীশু সেই
স্থান থেকে চলে গেলেন। বহু মানুষ তাঁকে অনুসরণ করল
এবং তিনি তাদের সব অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করলেন। 16
তিনি তাদের সতর্ক করলেন তারা যেন কাউকে না বলে
যে, আসলে তিনি কে। 17 এরকম হল যেন ভাববাদী
যিশাইয়ের মাধ্যমে কথিত বচন পূর্ণ হয়: 18 "এই দেখো
আমার দাস, আমার মনোনীত, যাঁকে আমি প্রেম করি, যাঁর
প্রতি আমি পরম প্রসন্ন; আমি তাঁর উপরে আমার আত্মাকে
স্থাপন করব, আর তিনি সর্বজাতির কাছে ন্যায়ের বাণী
প্রচার করবেন। 19 তিনি কলহবিবাদ করবেন না, উচ্চরবে
চিৎকার করবেন না, পথে পথে কেউ তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে
পাবে না। 20 তিনি দলিত নলখাগড়া ভেঙে ফেলবেন না,
এবং ধূমায়িত সলতে নির্বাপিত করবেন না, যতক্ষণ না
ন্যায়বিচারকে প্রবলরূপে বলবৎ করেন। 21 আর সর্বজাতি
তাঁরই নামে তাদের প্রত্যাশা রাখবে।" 22 তারপর তারা
একজন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাঁর কাছে নিয়ে এল। সে ছিল
অন্ধ ও বোবা। যীশু তাকে সুস্থ করলেন, আর সে দৃষ্টি ও
বাক্ শক্তি, উভয়ই ফিরে পেল। 23 সব মানুষ চমৎকৃত
হয়ে বলল, "ইনি কি সেই দাউদের সন্তান?" 24 কিন্তু
ফরিশীরা একথা শুনে বলল, "এই লোকটি তো ভূতদের
অধিপতি, বেলসবুলের দ্বারা ভূত তাড়ায়।" 25 যীশু তাদের
মনের কথা বুঝতে পেরে তাদের বললেন, "যে কোনো
রাজ্য অন্তর্বিরোধের ফলে বিভাজিত হলে, তা ধ্বংস হয়,

আর যে কোনো নগর বা পরিবার অন্তর্বিরোধের কারণে বিভাজিত হলে, তা স্থির থাকতে পারে না। 26 শয়তান যদি শয়তানকে বিতাড়িত করে, সে তার নিজের বিপক্ষেই বিভাজিত হবে। তাহলে কীভাবে তার রাজ্য স্থির থাকবে? 27 আর আমি যদি বেলসবুলের দ্বারা ভূত তাড়িয়ে থাকি, তাহলে তোমাদের লোকেরা কার সাহায্যে তাদের তাড়ায়? সেই কারণে, তারাই তোমাদের বিচারক হবে। 28 কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে ভূতদের বিতাড়িত করি, তাহলে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের উপরে এসে পড়েছে। 29 "আবার, কীভাবে কেউ কোনো শক্তিশালী ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করে তার ধনসম্পত্তি লুট করতে পারে, যতক্ষণ না সেই শক্তিশালী ব্যক্তিকে বেঁধে ফেলে? কেবলমাত্র তখনই সে তার বাড়ি লুট করতে পারবে। 30 "যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে, আর যে আমার সঙ্গে সংগ্রহ করে না, সে ছড়িয়ে ফেলে। 31 আর তাই আমি তোমাদের বলছি, মানুষের সব পাপ ও ঈশ্বরনিন্দার ক্ষমা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা ক্ষমা করা হবে না। 32 কোনো ব্যক্তি মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কিছু বললে তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু কেউ যদি পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কথা বলে, তাকে ইহকাল বা পরকাল, কোনো কালেই ক্ষমা করা হবে না। (aiōn g165) 33 "গাছ ভালো হলে তার ফলও ভালো হবে, আবার গাছ মন্দ হলে তার ফলও মন্দ হবে, কারণ ফল দেখেই গাছ চেনা যায়। 34 তোমরা বিষধর সাপের বংশধর! তোমাদের মতো মন্দ মানুষ কীভাবে কোনও ভালো কথা বলতে পারে? কারণ হৃদয় থেকে যা উপচে পড়ে মুখ সেকথাই ব্যক্ত করে। 35 ভালো মানুষ তার অন্তরের সঞ্চিত ভালো ভাণ্ডার থেকে ভালো বিষয়ই বের করে এবং মন্দ মানুষ তার অন্তরের সঞ্চিত মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ বিষয়ই বের করে। 36 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, মানুষ যত অনর্থক কথা বলে, বিচারদিনে তাকে তার প্রত্যেকটির জবাবদিহি করতে হবে। 37 কারণ তোমাদের কথার দ্বারাই তোমরা অব্যাহতি পাবে, আর তোমাদের কথার দ্বারাই তোমরা অপরাধী সাব্যস্ত হবে।" 38 এরপরে কয়েকজন ফরিশী ও শাস্ত্রবিদ তাঁকে বলল, "গুরুমহাশয়, আমরা আপনার কাছ থেকে কোনও অলৌকিক চিহ্ন দেখতে চাই।" 39 তিনি উত্তর দিলেন, "দুষ্ট ও ব্যভিচারী প্রজন্মই অলৌকিক চিহ্ন দেখতে চায়! কিন্তু ভাববাদী যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোনো চিহ্নই কাউকে দেওয়া হবে না। 40 কারণ যোনা যেমন এক বিশাল মাছের পেটে তিন দিন ও তিনরাত ছিলেন, মনুষ্যপুত্রও তেমনই তিন দিন ও তিনরাত মাটির নিচে থাকবেন। 41 বিচারের দিনে নীনবী নগরের লোকেরা এই প্রজন্মের লোকদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে ও এদের অভিযুক্ত করবে; কারণ তারা যোনার প্রচারে মন পরিবর্তন করেছিল, আর এখন যোনার চেয়েও মহান একজন এখানে উপস্থিত আছেন। 42 বিচারের দিনে দক্ষিণ দেশের রানি এই প্রজন্মের লোকেদের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভিযুক্ত করবেন, কারণ শলোমনের প্রজ্ঞার বাণী শোনার জন্য তিনি পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। কিন্তু শলোমনের চেয়েও মহান একজন এখানে উপস্থিত আছেন। 43 "কোনো মানুষের ভিতর থেকে যখন কোনও দুষ্ট-আত্মা বের হয়ে যায় সে তখন বিশ্রামের খোঁজে শুষ্ক-ভূমিতে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু তার সন্ধান পায় না। 44 তখন সে বলে, 'আমি যে বাড়ি ছেড়ে এসেছি সেখানেই ফিরে যাব।' যখন সে ফিরে আসে তখন সেই বাড়ি শূন্য, পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল দেখতে পায়। 45 তখন সে গিয়ে তার থেকেও দুষ্ট আরও সাতটি আত্মাকে নিজের সঙ্গে নিয়ে আসে, আর তারা ভিতরে প্রবেশ করে সেখানে বাস করতে থাকে। তখন সেই মানুষটির অন্তিমদশা আগের থেকে আরও বেশি শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই দুষ্ট প্রজন্মের দশা সেরকমই হবে।" 46 যীশু যখন লোকেদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য বাইরে দাঁড়িয়েছিলেন। 47 এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, "আপনার মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন।" 48 তিনি তাঁকে উত্তর দিলেন, "কে আমার মা আর কারাই বা আমার ভাই?" 49 তাঁর শিষ্যদের দিকে ইশারা করে তিনি বললেন, "এই যে আমার মা ও ভাইয়েরা। 50 কারণ যে কেউ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, তারাই আমার ভাই, বোন ও মা।"

**13** সেইদিনই যীশু বাড়ি থেকে বের হয়ে সাগরের তীরে গিয়ে বসলেন। 2 তাঁর চারপাশে এত লোক সমবেত হল যে তিনি একটি নৌকায় উঠলেন ও তার উপরে বসলেন। সব লোক তীরে দাঁড়িয়ে রইল। 3 তখন তিনি রূপকের মাধ্যমে তাদের অনেক কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, "একজন কৃষক তার বীজবপন করতে গেল। 4 সে যখন বীজ ছড়াচ্ছিল, কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল, আর পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। 5 কিছু বীজ পাথুরে জমিতে পড়ল, যেখানে মাটি গভীর ছিল না। মাটি অগভীর থাকাতে সেগুলো দ্রুত অঙ্কুরিত হল, 6 কিন্তু যখন সূর্য উঠল চারাগুলি ঝলসে গেল এবং মূল না থাকাতে সেগুলি শুকিয়ে গেল। 7 অন্য কিছু বীজ পড়ল কাঁটাঝোপের মধ্যে। সেগুলি বৃদ্ধি পেলে কাঁটাঝোপ তাদের চেপে রাখল। 8

তবুও কিছু বীজ উৎকৃষ্ট জমিতে পড়ল ও ফসল উৎপন্ন করল—যা বপন করা হয়েছিল তার শতগুণ, ষাটগুণ বা ত্রিশগুণ পর্যন্ত। 9 যাদের কান আছে, তারা শুনুক।” 10 শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি লোকদের কাছে রূপকের মাধ্যমে কথা বলছেন কেন?” 11 উত্তরে তিনি বললেন, “স্বর্গরাজ্যের গুপ্তরহস্য তোমাদের জানতে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে নয়। 12 যার কাছে আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে ও তার অনেক হবে। যার কাছে নেই, তার কাছে যা আছে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। 13 এই কারণে আমি তাদের কাছে রূপকের মাধ্যমে কথা বলছি: “‘যেন দেখেও তারা দেখতে না পায়, শুনেও তারা শুনতে বা বুঝতে না পায়।’ 14 তাদের মধ্যেই যিশাইয়ের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পূর্ণ হয়েছে: “‘তোমরা সবসময়ই শুনতে থাকবে, কিন্তু কখনও বুঝতে পারবে না; তোমরা সবসময়ই দেখতে থাকবে, কিন্তু কখনও উপলব্ধি করবে না। 15 কারণ এই লোকেদের হৃদয় অনুভূতিহীন হয়েছে, তারা কদাচিৎ তাদের কান দিয়ে শোনে এবং তারা তাদের চোখ বন্ধ করেছে। অন্যথায়, তারা হয়তো তাদের চোখ দিয়ে দেখবে, তাদের কান দিয়ে শুনবে, তাদের মন দিয়ে বুঝবে ও ফিরে আসবে, যেন আমি তাদের আরোগ্য দান করি।’ 16 কিন্তু ধন্য তোমাদের চোখ কারণ সেগুলি দেখতে পায় ও তোমাদের কান কারণ সেগুলি শুনতে পায়। 17 কারণ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা দেখছ, বহু ভাববাদী ও ধার্মিক ব্যক্তি, তা দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা তা দেখতে পাননি এবং তোমরা যা শুনছ, তাঁরা তা শুনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুনতে পাননি। 18 “তাহলে শোনো, বীজবপকের রূপকের তাৎপর্য কী: 19 যখন কেউ স্বর্গরাজ্যের বার্তা শোনে অথচ বোঝে না, তখন সেই পাপাত্মা এসে তার হৃদয়ে যা বপন করা হয়েছিল, তা হরণ করে নেয়। এ সেই বীজ, যা পথের ধারে বপন করা হয়েছিল। 20 আর পাথুরে জমিতে বপন করা বীজের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যে বাক্য শোনামাত্র তা সানন্দে গ্রহণ করে, 21 কিন্তু যেহেতু তার অন্তরে মূল নেই, সে অল্পকালমাত্র স্থির থাকে। আর বাক্যের কারণে যখন কষ্ট বা অত্যাচার আসে, সে দ্রুত পিছিয়ে যায়। 22 আর যে বীজ কাঁটাঝোপে বপন করা হয়েছিল, সে সেই মানুষ যে বাক্য শোনে কিন্তু এই জীবনের সব দুশ্চিন্তা ও ধনসম্পদের প্রতারণা তা চেপে রাখে, এতে তা ফলহীন হয়। (aiōn g165) 23 কিন্তু উৎকৃষ্ট জমিতে যে বীজবপন করা হয়েছিল, সে সেই ব্যক্তি যে বাক্য শোনে ও তা বোঝে। যা বপন করা হয়েছিল সে তার শতগুণ, ষাটগুণ বা ত্রিশগুণ ফসল উৎপন্ন করে।” 24 যীশু তাদের আর একটি রূপকের কথা বললেন: “স্বর্গরাজ্য এমন একজন মানুষের মতো, যিনি তার মাঠে উৎকৃষ্ট বীজবপন করলেন। 25 কিন্তু সবাই যখন নিদ্রাচ্ছন্ন, তার শত্রুরা এসে গমের সঙ্গে শ্যামাঘাসেরও বীজবপন করে চলে গেল। 26 পরে গম অঙ্কুরিত হয়ে যখন শিষ দেখা দিল, তখন শ্যামাঘাসও দেখা গেল। 27 “এতে সেই মনিবের দাসেরা তার কাছে এসে বলল, ‘মহাশয়, আপনি কি আপনার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজবপন করেননি? তাহলে এই শ্যামাঘাসগুলি কোথা থেকে এল?’ 28 “‘কোনো শত্রু এরকম করেছে,’ তিনি উত্তর দিলেন। “দাসেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি কি চান, আমরা গিয়ে শ্যামাঘাসগুলি উপড়ে ফেলি?’ 29 “‘না,’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘কারণ শ্যামাঘাস উপড়ানোর সময়, তোমরা হয়তো তার সঙ্গে গমও শিকড়শুদ্ধ তুলে ফেলবে। 30 শস্য কাটার দিন পর্যন্ত উভয়কে একসঙ্গে বাড়তে দাও। সেই সময়ে, আমি শস্যচয়নকারীদের বলে দেব: প্রথমে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে পোড়াবার জন্য আঁটি বাঁধো; তারপরে গম সংগ্রহ করে আমার গোলাঘরে এনে মজুত করো।’” 31 তিনি তাদের অন্য একটি রূপক বললেন: “স্বর্গরাজ্য এমন একটি সর্ষে বীজের মতো, যা একজন ব্যক্তি নিয়ে তার মাঠে রোপণ করল। 32 যদিও সব বীজের মধ্যে ওই বীজ ক্ষুদ্রতম, তবুও তা যখন বৃদ্ধি পেল তা অন্য সব গাছপালাকে ছাড়িয়ে গেল ও একটি গাছে পরিণত হল। ফলে আকাশের পাখিরা এসে তার শাখাপ্রশাখায় বাসা বাঁধল।” 33 তিনি তাদের আরও একটি রূপক বললেন: “স্বর্গরাজ্য এমন খামিরের মতো, যা একজন স্ত্রীলোক তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মেশালো, ফলে সমস্ত তালটিই ফেঁপে উঠল।” 34 লোকেদের কাছে যীশু এই সমস্ত বিষয় রূপকের মাধ্যমে বললেন; রূপক ব্যবহার না করে তিনি তাদের কাছে কোনো কথাই বললেন না। 35 এভাবেই ভাববাদীর মাধ্যমে কথিত বচন পূর্ণ হল: “আমি রূপকের মাধ্যমে আমার মুখ খুলব, জগৎ সৃষ্টির লগ্ন থেকে গুপ্ত বিষয়গুলি আমি উচ্চারণ করব।” 36 এরপর তিনি সকলকে বিদায় দিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে বললেন, “মাঠের শ্যামাঘাসের রূপকটি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন।” 37 তিনি উত্তর দিলেন, “যিনি উৎকৃষ্ট বীজবপন করেন তিনি মনুষ্যপুত্র। 38 মাঠ হল জগৎ এবং উৎকৃষ্ট বীজ হল স্বর্গরাজ্যের সন্তানেরা। শ্যামাঘাস হল সেই পাপাত্মার সন্তানেরা। 39 আর যে শত্রু তাদের বপন করেছিল সে হল দিয়াবল। শস্য কাটার সময় হচ্ছে যুগের শেষ সময় এবং যাঁরা

শস্য কাটবেন তাঁরা হলেন সব স্বর্গদূত। (aiōn g165) 40 “যেমনভাবে শ্যামাঘাস উপড়ে ফেলে আগুনে পোড়ানো
হয়েছিল যুগের শেষ সময়েও সেরকমই হবে। (aiōn g165)
41 মনুষ্যপুত্র তাঁর দূতদের পাঠাবেন। তাঁরা তাঁর রাজত্ব
থেকে যা কিছু পাপের কারণস্বরূপ ও যারা অন্যায় আচরণ
করে তাদের উৎখাত করবেন। 42 তাঁরা তাদের জ্বলন্ত
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবেন, যেখানে হবে কেবলই রোদন
ও দন্তঘর্ষণ। 43 তখন ধার্মিকেরা তাদের পিতার রাজ্যে
সূর্যের মতো দীপ্যমান হবে। যার কান আছে, সে শুনুক।
44 “স্বর্গরাজ্য হল মাঠে লুকোনো ধনসম্পদের মতো। যখন
কোনো মানুষ তার সন্ধান পায় সে পুনরায় তা লুকিয়ে
রাখে। পরে আনন্দে সে গিয়ে সর্বস্ব বিক্রি করে ও মাঠটি
কিনে নিল। 45 “আবার স্বর্গরাজ্য এমন এক বণিকের
মতো, যে উৎকৃষ্ট সব মুক্তার অন্বেষণ করছিল। 46 যখন
সে অমূল্য এক মুক্তার সন্ধান পেল সে ফিরে গিয়ে সর্বস্ব
বিক্রি করে তা কিনে নিল। 47 “আবার স্বর্গরাজ্য এমন
এক টানা-জালের মতো যা সাগরে নিক্ষেপ করা হলে সব
ধরনের মাছ ধরা পড়ল। 48 জালটি পূর্ণ হলে জেলেরা তা
টেনে তীরে তুলল। তারপর তারা বসে ভালো মাছগুলি
ঝুড়িতে সংগ্রহ করল, কিন্তু মন্দগুলিকে ফেলে দিল। 49
যুগের শেষ সময়ে এরকমই ঘটনা ঘটবে। স্বর্গদূতেরা এসে
ধার্মিকদের মধ্যে থেকে দুষ্টদের পৃথক করবেন এবং (aiōn
g165) 50 জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তাদের নিক্ষেপ করবেন, যেখানে
হবে কেবলই রোদন ও দন্তঘর্ষণ।” 51 যীশু জিজ্ঞাসা
করলেন, “তোমরা কি এসব বিষয় বুঝতে পেরেছ?” তারা
উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ।” 52 তিনি তাদের বললেন, “এই
কারণে স্বর্গরাজ্যের বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেক শাস্ত্রবিদ
এমন এক গৃহস্থের মতো যিনি তার ভাণ্ডার থেকে নতুন ও
পুরোনো, উভয় প্রকার সম্পদই বের করে থাকেন।” 53
যীশু যখন এসব রূপক বলা শেষ করলেন, তিনি সেখান
থেকে অন্যত্র চলে গেলেন। 54 নিজ নগরে ফিরে এসে
তিনি সমাজভবনে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। এতে
তারা আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা প্রশ্ন করল, “এই লোকটি
কোথা থেকে এমন জ্ঞান ও এই অলৌকিক ক্ষমতা পেল?
55 এ কি সেই কাঠ মিস্ত্রির পুত্র নয়? এর মায়ের নাম কি
মরিয়ম নয়? আর যাকোব, যোষেফ, শিমোন ও যিহূদা কি
এর ভাই নয়? 56 এর বোনেরা কি আমাদের মধ্যে নেই?
তাহলে ও কোথা থেকে এসব পেল?” 57 এভাবে তারা
তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল। কিন্তু যীশু তাদের বললেন,
“কেবলমাত্র নিজের দেশ ও নিজের পরিবারেই কোনো
ভাববাদী সম্মান পান না।” 58 তাদের বিশ্বাসের অভাবে
তিনি সেখানে বিশেষ আর অলৌকিক কাজ করলেন না।

**14** সেই সময়ে শাসনকর্তা হেরোদ যীশুর সম্বন্ধে শুনে 2
তাঁর পরিচারকদের বললেন, “ইনি সেই বাপ্তিস্মদাতা
যোহন, যিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন! সেই কারণে
এইসব অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর মধ্যে রয়েছে।” 3 কারণ
হেরোদ, তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য যোহনকে
গ্রেপ্তার করেছিলেন ও তাঁকে কারাগারে বন্দি করেছিলেন।
4 কারণ যোহন তাঁকে ক্রমাগত বলতেন, “আপনার পক্ষে
হেরোদিয়াকে রাখা ন্যায়সংগত নয়।” 5 হেরোদ যোহনকে
হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি লোকদের ভয়
পেতেন কারণ তারা তাকে ভাববাদী বলে মনে করত। 6
হেরোদের জন্মদিনে হেরোদিয়ার মেয়ে সকলের জন্য নৃত্য
করে হেরোদকে এমন সন্তুষ্ট করল যে, 7 তিনি শপথ করে
বললেন সেই মেয়ে যা চাইবে, তাই তিনি তাকে দেবেন।
8 তার মায়ের প্ররোচনায়, সে তখন বলল, “বাপ্তিস্মদাতা
যোহনের মাথা আমাকে থালায় করে এনে দিন।” 9 এতে
রাজা হেরোদ মর্মাহত হলেন, কিন্তু তাঁর নিজের শপথের
জন্য ও যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভোজসভায় বসেছিলেন তাঁদের
জন্য তিনি তাঁর অনুরোধ রক্ষার আদেশ দিলেন। 10 তিনি
কারাগারে লোক পাঠিয়ে যোহনের মাথা কাটালেন। 11
তাঁর মাথা একটি থালায় করে এনে সেই মেয়েকে দেওয়া
হল। সে তার মায়ের কাছে তা নিয়ে গেল। 12 পরে
যোহনের শিষ্যেরা এসে তাঁর শরীর নিয়ে গেল ও কবর
দিল। তারপর তারা গিয়ে যীশুকে সেই সংবাদ দিল।
13 সেই ঘটনার সংবাদ শুনে যীশু নৌকায় একান্তে এক
নির্জন স্থানে গেলেন। একথা শুনতে পেয়ে অনেক লোক
বিভিন্ন নগর থেকে পায়ে হেঁটে তাঁকে অনুসরণ করল। 14
তীরে নেমে যীশু যখন অনেক লোককে দেখতে পেলেন,
তিনি তাদের প্রতি করুণায় পূর্ণ হলেন ও তাদের মধ্যে
অসুস্থ লোকদের সুস্থ করলেন। 15 সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে,
শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে বললেন, “এ এক নির্জন স্থান,
আর ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আপনি সবাইকে
বিদায় দিন, যেন তারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য
কিছু খাবার কিনতে পারে।” 16 যীশু উত্তর দিলেন, “ওদের
যাওয়ার প্রয়োজন নেই। তোমরাই ওদের কিছু খেতে
দাও।” 17 তারা উত্তর দিলেন, “এখানে আমাদের কাছে
কেবলমাত্র পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ আছে।” 18 তিনি
বললেন, “ওগুলি আমার কাছে নিয়ে এসো।” 19 আর তিনি
লোকদের ঘাসের উপরে বসার জন্য নির্দেশ দিলেন। সেই

পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে ধন্যবাদ দিলেন ও রুটিগুলিকে ভাঙলেন। তারপর তিনি সেগুলি শিষ্যদের দিলেন ও শিষ্যেরা লোকদের দিলেন। 20 তারা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। আর শিষ্যেরা অবশিষ্ট রুটির টুকরো সংগ্রহ করে বারো ঝুড়ি পূর্ণ করলেন। 21 যারা খাবার খেয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল নারী ও শিশু বাদ দিয়ে প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ। 22 পর মুহূর্তেই যীশু শিষ্যদের নৌকায় তুলে দিয়ে তাঁর যাওয়ার আগেই সাগরের অপর পারে তাঁদের চলে যেতে বললেন, ইতিমধ্যে তিনি সকলকে বিদায় দিলেন। 23 তাদের বিদায় করার পর তিনি একা প্রার্থনা করার জন্য এক পর্বতের উপরে উঠলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে তিনি সেখানে একাই ছিলেন। 24 কিন্তু নৌকাখানি তখন তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে চলে গিয়েছিল। বাতাস প্রতিকূলে বইছিল তাই নৌকা ঢেউয়ে টলোমলো করছিল। 25 রাত্রির চতুর্থ প্রহরে যীশু সাগরের উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে শিষ্যদের কাছে গেলেন। 26 শিষ্যেরা তাঁকে সাগরের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে ভীষণ ভয় পেলেন। তাঁরা বললেন, "এ এক ভূত!" আর তাঁরা ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। 27 কিন্তু যীশু তক্ষুনি তাঁদের বললেন, "সাহস করো! এ আমি। ভয় পেয়ো না।" 28 পিতর উত্তর দিলেন, "প্রভু, যদি আপনিই হন, তাহলে আমাকেও জলের উপর দিয়ে আপনার কাছে হেঁটে আসতে বলুন।" 29 তিনি বললেন, "এসো।" তখন পিতর নৌকা থেকে নেমে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যীশুর দিকে চললেন। 30 কিন্তু যখন তিনি বাতাসের দিকে দৃষ্টি দিলেন, তিনি ভয় পেলেন ও ডুবতে লাগলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, "প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন!" 31 সঙ্গে সঙ্গে যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে তাঁকে ধরে ফেললেন ও বললেন, "অল্পবিশ্বাসী তুমি, কেন তুমি সন্দেহ করলে?" 32 আর তাঁরা যখন নৌকায় উঠলেন তখন বাতাস থেমে গেল। 33 তখন যাঁরা নৌকায় ছিলেন, তাঁরা তাঁকে প্রণাম করলেন, বললেন, "সত্যি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র।" 34 তাঁরা সাগরের অপর পারে গিয়ে গিনেষরৎ প্রদেশে নৌকা থেকে নামলেন। 35 সেখানকার লোকেরা যখন তাঁকে চিনতে পারল তারা চতুর্দিকে খবর পাঠাল। লোকেরা সব অসুস্থ ব্যক্তিদের তাঁর কাছে নিয়ে এল, 36 আর তাঁর কাছে মিনতি করল, যেন অসুস্থরা কেবলমাত্র তাঁর পোশাকের আঁচলটুকু স্পর্শ করতে পারে। আর যারাই তাঁকে স্পর্শ করল তারা সকলে সুস্থ হল।

**15** তখন জেরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরিশী ও শাস্ত্রবিদ যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 2 "আপনার শিষ্যেরা কেন প্রাচীনদের পরম্পরাগত নিয়ম ভঙ্গ করে? তারা খাবার আগে কেন তাদের হাত ধোয় না?" 3 যীশু উত্তর দিলেন, "আর তোমরা কেন তোমাদের পরম্পরাগত নিয়মের দোহাই দিয়ে ঈশ্বরের আদেশ ভঙ্গ করো? 4 কারণ ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমার বাবা ও তোমার মাকে সম্মান কোরো,' এবং 'যে কেউ তার বাবা অথবা মাকে অভিশাপ দেয়, তার অবশ্যই প্রাণদণ্ড হবে।' 5 কিন্তু তোমরা বলো, কেউ যদি তার বাবা বা মাকে বলে, 'আমার কাছ থেকে তোমরা যে সাহায্য পেতে তা ঈশ্বরের কাছে উপহারস্বরূপ দেওয়া হয়েছে,' 6 তাহলে সে তার বাবাকে বা মাকে আর তা দিয়ে সম্মান করবে না। এভাবে তোমরা পরম্পরাগত ঐতিহ্যের নামে ঈশ্বরের বাক্যকে অমান্য করে থাকো। 7 ভণ্ডের দল! যিশাইয় তোমাদের সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন: 8 "'এই লোকেরা তাদের ওষ্ঠাধরে আমাকে সম্মান করে, কিন্তু তাদের হৃদয় থাকে আমার থেকে বহুদূরে। 9 বৃথাই তারা আমার উপাসনা করে; তাদের শিক্ষামালা বিভিন্ন মানুষের শেখানো নিয়মবিধি মাত্র।'" 10 যীশু সকলকে কাছে ডেকে বললেন, "তোমরা শোনো ও বোঝো। 11 মানুষের মুখ দিয়ে যা প্রবেশ করে তা তাকে অশুচি করে না, কিন্তু যা তার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে তাই তাকে 'অশুচি' করে।" 12 তখন শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "আপনি কি জানেন, ফরিশীরা একথা শুনে মনে আঘাত পেয়েছে?" 13 তিনি উত্তর দিলেন, "যে চারাগাছ আমার স্বর্গস্থ পিতা রোপণ করেননি, তা উপড়ে ফেলা হবে। 14 ওদের ছেড়ে দাও, ওরা অন্ধ পথপ্রদর্শক। কোনো অন্ধ ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তিকে পথ প্রদর্শন করে তবে উভয়েই গর্তে পড়বে।" 15 পিতর বললেন, "এই রূপকটি আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করুন।" 16 যীশু তাদের প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি এখনও এত অবুঝ রয়েছ? 17 তোমরা কি দেখতে পাও না, যা কিছু মুখের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে তা পাকস্থলীতে যায় ও তারপর শরীর থেকে বের হয়ে যায়? 18 কিন্তু যেসব বিষয় মুখ থেকে বার হয়ে আসে, তা হৃদয় থেকে আসে এবং সেগুলিই কোনো মানুষকে অশুচি করে তোলে। 19 কারণ মানুষের হৃদয় থেকে উৎপন্ন হয় কুচিন্তা, নরহত্যা, ব্যভিচার, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য, পরনিন্দা। 20 এগুলিই কোনো মানুষকে অশুচি করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খাবার খেলে সে 'অশুচি' হয় না।" 21 সেই স্থান ত্যাগ করে, যীশু টায়ার ও সীদোন অঞ্চলে চলে গেলেন। 22 তারই

কাছাকাছি কোনো স্থান থেকে এক কনানীয় নারী তাঁর কাছে এসে চিৎকার করতে লাগল, “প্রভু, দাউদের সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন! আমার মেয়েটি ভূতগ্রস্ত হয়ে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে।” 23 যীশু তাকে কোনও উত্তর দিলেন না। তাই তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে তাঁকে অনুরোধ জানালেন, “ওকে বিদায় দিন কারণ ও চিৎকার করতে করতে আমাদের পিছনে আসছে।” 24 তিনি উত্তর দিলেন, “আমাকে কেবলমাত্র ইস্রায়েলের হারানো মেষদের কাছে পাঠানো হয়েছে।” 25 সেই নারী এসে তাঁর কাছে নতজানু হয়ে বলল, “প্রভু, আমার উপকার করুন!” 26 তিনি উত্তর দিলেন, “ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরদের দেওয়া সংগত নয়।” 27 সে বলল, “হ্যাঁ প্রভু, কিন্তু কুকুরও তো মনিবের টেবিল থেকে খাবারের যেসব টুকরো পড়ে তা খায়!” 28 তখন যীশু উত্তর দিলেন, “নারী, তোমার বড়োই বিশ্বাস! তোমার অনুরোধ রক্ষা করা হল।” সেই মুহূর্ত থেকে তার মেয়ে সুস্থ হয়ে গেল। 29 যীশু সেই স্থান ত্যাগ করে গালীল সাগরের তীরে উপস্থিত হলেন। তারপর তিনি এক পাহাড়ের উপরে উঠে বসলেন। 30 অসংখ্য লোক খোঁড়া, অন্ধ, পঙ্গু, বোবা ও অন্য অনেক অসুস্থ মানুষকে নিয়ে এসে তাঁর পায়ের কাছে ফেলে রাখল। তিনি তাদের সুস্থ করলেন। 31 লোকেরা যখন দেখল, বোবারা কথা বলছে, পঙ্গুরা সুস্থ হচ্ছে, যারা খোঁড়া তারা চলতে পারছে ও অন্ধেরা দেখতে পাচ্ছে, তারা বিস্ময়ে হতবাক হল। আর তারা ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। 32 যীশু তাঁর শিষ্যদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, “এই লোকদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছে; এরা তিন দিন ধরে আমার সঙ্গে আছে এবং এদের কাছে খাওয়ার জন্য কিছুই নেই। আমি এদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফেরত পাঠাতে চাই না, হয়তো এরা পথেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে।” 33 তাঁর শিষ্যেরা উত্তর দিলেন, “এত লোককে খাওয়ানোর জন্য এই প্রত্যন্ত স্থানে আমরা কোথায় যথেষ্ট খাবার পাব?” 34 যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কাছে কতগুলি রুটি আছে?” তাঁরা উত্তর দিলেন, “সাতটি, আর কয়েকটি ছোটো মাছ।” 35 তিনি সবাইকে মাটির উপরে বসার আদেশ দিলেন। 36 তারপর তিনি সেই সাতটি রুটি ও মাছগুলি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর সেগুলি ভেঙে শিষ্যদের দিলেন ও তারা লোকদের দিলেন। 37 সবাই খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। পরে শিষ্যেরা অবশিষ্ট রুটির টুকরো সংগ্রহ করে সাতটি ঝুড়ি পূর্ণ করলেন। 38 যারা খাবার খেয়েছিল, নারী ও শিশু ছাড়া তাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। 39 যীশু সকলকে বিদায় করার পর নৌকাতে উঠলেন ও মগদনের সীমানায় চলে গেলেন।

**16** ফরিশী ও সদ্দূকীরা যীশুর কাছে এসে পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে বলল যেন তিনি আকাশ থেকে তাদের কোনো চিহ্ন দেখান। 2 তিনি উত্তর দিলেন, “যখন সন্ধ্যা আসে, তোমরা বলো, ‘আবহাওয়া মনোরম হবে, কারণ আকাশ লাল হয়েছে,’ আবার সকালবেলায় বলো, 3 ‘আজ ঝড় হবে, কারণ আকাশ লাল ও মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে।’ তোমরা আকাশের অবস্থা দেখে আবহাওয়ার ব্যাখ্যা করতে পারো, কিন্তু সময়ের চিহ্ন ব্যাখ্যা করতে পারো না। 4 এক দুষ্ট ও ব্যভিচারী প্রজন্ম অলৌকিক চিহ্ন খোঁজে কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই তাদের দেওয়া হবে না।” তখন যীশু তাদের ছেড়ে চলে গেলেন। 5 তারা যখন সাগরের অপর পারে গেলেন, শিষ্যেরা রুটি সঙ্গে নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। 6 যীশু তাদের বললেন, “সতর্ক হও, ফরিশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে তোমরা সাবধান থেকো।” 7 তারা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করে বললেন, “আমরা রুটি আনিনি বলেই তিনি এরকম বলছেন।” 8 তাদের আলোচনা বুঝতে পেরে যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, “অল্পবিশ্বাসী তোমরা, রুটি নেই বলে কেন নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করছ? 9 তোমরা কি এখনও বুঝতে পারোনি? তোমাদের কি পাঁচটি রুটি ও পাঁচ হাজার মানুষের কথা মনে পড়ে না, তখন কত ঝুড়ি উদ্বৃত্ত তোমরা তুলে নিয়েছিলে? 10 কিংবা সেই সাতটি রুটি ও চার হাজার মানুষ, কত ঝুড়ি তোমরা সংগ্রহ করেছিলে? 11 আমি যে তোমাদের রুটির কথা বলিনি তা তোমরা বুঝতে পারোনি? তোমরা ফরিশী ও সদ্দূকীদের খামির থেকে সাবধান থেকো।” 12 তখন তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের রুটিতে ব্যবহৃত খামির থেকে সতর্ক থাকতে বলেননি, কিন্তু ফরিশী ও সদ্দূকীদের দেওয়া শিক্ষা থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। 13 যীশু যখন কৈসরিয়া-ফিলিপী অঞ্চলে এলেন, তিনি তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, “মনুষ্যপুত্র কে, এ সম্বন্ধে লোকে কী বলে?” 14 তাঁরা উত্তর দিলেন, “কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন; অন্যেরা বলে এলিয়; আর কেউ কেউ বলে, যিরমিয় বা ভাববাদীদের মধ্যে কোনও একজন।” 15 “কিন্তু তোমরা কী বলো?” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কী বলো, আমি কে?” 16 শিমোন পিতর উত্তর দিলেন, “আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।” 17 যীশু উত্তর দিলেন, “যোনার পুত্র শিমোন ধন্য তুমি, কারণ রক্তমাংসের কোনো

মানুষ এ তোমার কাছে প্রকাশ করেনি, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতাই প্রকাশ করেছেন। 18 আর আমি তোমাকে বলি, তুমি পিতর, আর আমি এই পাথরের উপরে আমার মণ্ডলী নির্মাণ করব। আর পাতালের দ্বারসকল এর বিপক্ষে জয়ী হতে পারবে না। (Hadēs g86) 19 আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবি দেব; তোমরা পৃথিবীতে যা আবদ্ধ করবে তা স্বর্গেও আবদ্ধ হবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে তা স্বর্গেও মুক্ত হবে।" 20 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের সতর্ক করে বলে দিলেন, তিনি যে খ্রীষ্ট একথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন। 21 সেই সময় থেকে যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে স্পষ্টরূপে বলতে লাগলেন যে, তাঁকে অবশ্যই জেরুশালেমে যেতে হবে। সেখানে তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে দুঃখভোগ করতে হবে; প্রাচীনবর্গ, মহাযাজকবৃন্দ ও শাস্ত্রবিদরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে। তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তৃতীয় দিনে তাঁর পুনরুত্থান হবে। 22 পিতর তাঁকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করে বললেন, "প্রভু, তা নয়! এরকম আপনার প্রতি কখনও ঘটবে না!" 23 যীশু ফিরে পিতরকে বললেন, "দূর হও শয়তান! তুমি আমার কাছে এক বাধাস্বরূপ; তোমার মনে ঈশ্বরের বিষয়গুলি নেই কেবল মানুষের বিষয়গুলিই আছে।" 24 তারপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, সে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করবে, তার ক্রুশ তুলে নেবে ও আমাকে অনুসরণ করবে। 25 কারণ যে কেউ তার প্রাণরক্ষা করতে চায় সে তা হারাবে, কিন্তু কেউ যদি আমার কারণে তার প্রাণ হারায় সে তা লাভ করবে। 26 কেউ যদি সমস্ত জগতের অধিকার লাভ করে ও তার নিজের প্রাণ হারায়, তাহলে তার কী লাভ হবে? কিংবা কোনো মানুষ তার প্রাণের বিনিময়ে আর কী দিতে পারে? 27 কারণ মনুষ্যপুত্র তাঁর দূতদের সঙ্গে নিয়ে নিজ পিতার মহিমায় ফিরে আসবেন, তখন তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কাজ অনুসারে ফল দেবেন। 28 "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ, যতদিন না মনুষ্যপুত্রকে তাঁর রাজ্যে আসতে দেখবে ততদিন পর্যন্ত মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না।"

**17** ছয় দিন পর, যীশু তাঁর সঙ্গে পিতর, যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে নিয়ে অতি উচ্চ এক পর্বতে উঠলেন। 2 সেখানে তিনি তাঁদের সামনে রূপান্তরিত হলেন। তাঁর মুখ সূর্যের মতো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল এবং তাঁর পোশাক আলোর মতো ধবধবে সাদা হয়ে উঠল। 3 ঠিক সেই সময়, তাঁদের সামনে মোশি ও এলিয় আবির্ভূত হয়ে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। 4 পিতর যীশুকে বললেন, "প্রভু, এখানে থাকা আমাদের পক্ষে ভালোই হবে। আপনি যদি চান, আমি তিনটি তাঁবু নির্মাণ করি, একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য ও একটি এলিয়ের জন্য।" 5 তিনি তখনও কথা বলছেন, এমন সময় একটি উজ্জ্বল মেঘ তাঁদের ঢেকে ফেলল। আর মেঘ থেকে এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, "ইনিই আমার পুত্র, যাঁকে আমি প্রেম করি; এঁর প্রতি আমি পরম প্রসন্ন। তোমরা এঁর কথা শোনো।" 6 শিষ্যেরা একথা শুনে ভূমিতে উবুড় হয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত ভীত হলেন। 7 কিন্তু যীশু এসে তাঁদের স্পর্শ করে বললেন, "ওঠো, ভয় কোরো না।" 8 তাঁরা যখন চোখ তুলে তাকালেন, তাঁরা আর কোনো মানুষকে দেখতে পেলেন না, কেবলমাত্র যীশু একা সেখানে ছিলেন। 9 পর্বত থেকে নেমে আসার সময়, যীশু তাঁদের এই আদেশ দিলেন, "মনুষ্যপুত্র মৃতলোক থেকে উত্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, তোমরা যা দেখলে সেকথা কাউকে বোলো না।" 10 শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শাস্ত্রবিদরা তাহলে কেন বলেন যে, এলিয়কে অবশ্যই প্রথমে আসতে হবে?" 11 যীশু উত্তর দিলেন, "একথা নিশ্চিত যে, এলিয় এসে সব বিষয় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। 12 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয় ইতিমধ্যে এসে গেছেন, আর তারা তাঁকে চিনতে পারেনি। তারা তাঁর প্রতি যেমন ইচ্ছা, তেমনই ব্যবহার করেছে। একইভাবে, মনুষ্যপুত্রও তাদের হাতে কষ্টভোগ করতে চলেছেন।" 13 শিষ্যেরা তখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁদের বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা বলছেন। 14 তাঁরা যখন অনেক লোকের মাঝে এলেন, একজন লোক যীশুর সামনে এসে নতজানু হয়ে বলল, 15 "প্রভু, আমার পুত্রের প্রতি দয়া করুন, সে মৃগীরোগগ্রস্ত এবং অত্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করছে। সে প্রায়ই আগুনে বা জলে লাফ দিয়ে পড়ে। 16 আপনার শিষ্যদের কাছে আমি তাকে এনেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তাকে সুস্থ করতে পারেননি।" 17 যীশু উত্তর দিলেন, "ওহে অবিশ্বাসী ও পথভ্রষ্ট প্রজন্ম, আমি কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকব? আমি কত কাল তোমাদের সহ্য করব? ছেলেটিকে এখানে আমার কাছে নিয়ে এসো।" 18 যীশু সেই ভূতকে ধমক দিলেন, এতে ছেলেটির মধ্য থেকে সে বের হয়ে এল, আর সেই মুহূর্ত থেকে সে সুস্থ হয়ে উঠল। 19 তারপর শিষ্যেরা গোপনে যীশুর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কেন ওটি ছাড়াতে পারলাম না?" 20 তিনি উত্তর দিলেন, "কারণ তোমাদের বিশ্বাস অতি অল্প। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমাদের বিশ্বাস যদি সর্ষের দানা যেমন ক্ষুদ্র

তেমনই হয়, তোমরা এই পর্বতটিকে বলবে, 'এখান থেকে ওখানে সরে যাও,' আর সেটি সরে যাবে। তোমাদের পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব থাকবে না।" 21 কিন্তু প্রার্থনা ও উপোস ছাড়া এই জাতি কোনো কিছুতেই বের হয় না।
22 পরে তারা যখন গালীলে একত্র হলেন, তিনি তাদের বললেন, "মনুষ্যপুত্রকে লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। 23 তারা তাঁকে হত্যা করবে, কিন্তু তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন।" এতে শিষ্যেরা খুব দুঃখিত হলেন। 24 যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা কফরনাহূমে উপস্থিত হলে পর মন্দিরের দুই-দ্রাকমা কর আদায়কারীরা এসে পিতরকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমাদের গুরুমহাশয় কি মন্দিরের কর দেন না?" 25 তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, তিনি দেন।" পিতর যখন বাড়িতে ফিরে এলেন, যীশুই প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন, "শিমোন, তুমি কী মনে করো, পৃথিবীর রাজারা কার কাছ থেকে শুল্ক ও কর আদায় করে থাকেন—তাঁর নিজের সন্তানদের কাছে, না অন্যদের কাছ থেকে?" 26 পিতর উত্তর দিলেন, "অন্যদের কাছ থেকে।" যীশু তাকে বললেন, "তাহলে তো সন্তানেরা দায়মুক্ত! 27 কিন্তু আমরা যেন তাদের মনে আঘাত না দিই, এই কারণে তুমি সাগরে গিয়ে তোমার বড়শি ফেলো। প্রথমে যে মাছটি তুমি ধরবে, সেটি নিয়ে তার মুখ খুললে তুমি চারদিনের পারিশ্রমিকের সমান একটি মুদ্রা পাবে। সেটি নিয়ে তোমার ও আমার কর-বাবদ ওদের দিয়ে দাও।"

**18** সেই সময়ে, শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্বর্গরাজ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" 2 তিনি একটি ছোটো শিশুকে তাঁর কাছে ডেকে সবার মাঝে দাঁড় করালেন। 3 তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা মন পরিবর্তন করে যদি এই ছোটো শিশুদের মতো না হও তবে কোনোমতেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। 4 অতএব, যে কেউ এই শিশুর মতো নিজেকে নম্র করে, সেই স্বর্গরাজ্যে সব থেকে মহান। 5 আবার যে কেউ এর মতো এক ছোটো শিশুকে স্বাগত জানায়, সে আমাকেই স্বাগত জানায়। 6 "কিন্তু এই ছোটো শিশুদের যারা আমাকে বিশ্বাস করে, তাদের কোনো একজনকে কেউ যদি পাপ করতে বাধ্য করে, তাহলে তার গলায় বড়ো একটি জাঁতা বেঁধে সমুদ্রের অথৈ জলে ডুবিয়ে দেওয়া তার পক্ষে ভালো হবে। 7 ধিক্কার সেই জগৎকে কারণ জগতের বিভিন্ন প্রলোভন মানুষকে পাপের মুখে ফেলে। এসব বিষয় অবশ্যই উপস্থিত হবে, কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে যার দ্বারা তা উপস্থিত হবে! 8 যদি তোমার হাত বা পা যদি পাপের কারণ হয়, তা কেটে ফেলে দাও। কারণ দু-হাত ও দুই পা নিয়ে নরকের অনির্বাণ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং বিকলাঙ্গ বা পঙ্গু হয়ে জীবনে প্রবেশ করা ভালো। (aiōnios g166) 9 আর তোমার চোখ যদি পাপের কারণ হয়, তাহলে তা উপড়ে ফেলো ও ছুঁড়ে ফেলে দাও। দুই চোখ নিয়ে নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং এক চোখ নিয়ে জীবনে প্রবেশ করা তোমার পক্ষে ভালো। (Geenna g1067)
10 "দেখো, এই ছোটো শিশুদের একজনকেও যেন কেউ তুচ্ছজ্ঞান না করে। কারণ আমি তোমাদের বলছি, স্বর্গে তাদের দূতেরা প্রতিনিয়ত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখদর্শন করে থাকেন। 12 "তোমরা কী মনে করো? কোনো মানুষের যদি একশোটি মেষ থাকে এবং তাদের মধ্যে কোনো একটি যদি ভুল পথে যায়, তাহলে সে কি নিরানব্বইটি মেষ পাহাড়ের উপরে ছেড়ে ভুল পথে যাওয়া সেই মেষটি খুঁজতে যাবে না? 13 আর যদি সে সেটি খুঁজে পায়, আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে নিরানব্বইটি মেষ ভুল পথে যায়নি, সেগুলির চেয়ে সে ওই একটি মেষের জন্য বেশি আনন্দিত হবে। 14 একইভাবে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয় যে এই ক্ষুদ্রজনেদের মধ্যে একজনও হারিয়ে যায়। 15 "তোমার ভাই অথবা বোন যদি তোমার বিরুদ্ধে কোনও অপরাধ করে, তাহলে যাও, যখন তোমরা দুজন থাকো, তার দোষ তাকে দেখিয়ে দাও। যদি সে তোমার কথা শোনে, তাহলে তুমি তোমার ভাইকে জয় করলে। 16 কিন্তু সে যদি কথা না শোনে, তাহলে আরও দুই একজনকে সঙ্গে নিয়ে যাও, যেন 'দুই বা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণে কোনো বিষয় সত্যি বলে প্রমাণিত হবে।' 17 যদি সে তাদের কথাও শুনতে না চায়, তাহলে মণ্ডলীকে বলো; আর সে যদি মণ্ডলীর কথাও শুনতে না চায়, তাহলে পরজাতীয় বা কর আদায়কারীদের সঙ্গে তুমি যে রকম ব্যবহার করো, তার সঙ্গে তেমনই করো। 18 "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা পৃথিবীতে যা আবদ্ধ করবে তা স্বর্গেও আবদ্ধ হবে এবং পৃথিবীতে যা কিছু মুক্ত করবে তা স্বর্গেও মুক্ত হবে। 19 "আবার, আমি সত্যি বলছি, তোমাদের মধ্যে দুজন এই পৃথিবীতে একমত হয়ে যা কিছু চাইবে, আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের জন্য তাই করবেন। 20 কারণ যেখানে দুই কিংবা তিনজন আমার নামে একত্র হয়, সেখানে আমি তাদের মধ্যে উপস্থিত।"
21 তখন পিতর যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আমার ভাই কতবার আমার বিরুদ্ধে অপরাধ করলে আমি তাকে ক্ষমা করব? সাতবার পর্যন্ত?" 22 যীশু উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে বলছি, সাতবার নয়, কিন্তু সত্তর গুণ

সাতবার পর্যন্ত। 23 "এই কারণে স্বর্গরাজ্য এমন এক
রাজার মতো, যিনি তাঁর দাসদের কাছে হিসেব চাইলেন।
24 হিসেব নিকেশ করার সময় একজন দাস, যে তাঁর
কাছে দশ হাজার তালন্তের ঋণী ছিল, তাকে নিয়ে আসা
হল। 25 যেহেতু সে ঋণ শোধ করতে অক্ষম ছিল, তাঁর
মনিব আদেশ দিলেন যেন তাকে, তার স্ত্রী ও সন্তানদের
ও তার সর্বস্ব বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা হয়। 26
"এতে সেই দাস তাঁর সামনে নতজানু হয়ে পড়ল, 'আমার
প্রতি ধৈর্য ধরুন,' সে মিনতি জানাল, 'আমি সব দেনা
শোধ করে দেব।' 27 সেই দাসের মনিব তাঁকে দয়া করে
তার ঋণ মকুব করলেন ও তাকে চলে যেতে দিলেন।
28 "কিন্তু সেই দাস বাইরে গিয়ে তার এক সহদাসকে
দেখতে পেল। সে তার কাছে মাত্র একশো দিনার ঋণ
করেছিল। সে তাকে ধরে তার গলা টিপে দাবি করল,
'আমার কাছে যে ঋণ করেছিস তা শোধ কর।' 29 "তার
সহদাস তার পায়ে পড়ে মিনতি করল, 'আমার প্রতি ধৈর্য
ধরুন, আমি আপনার ঋণ শোধ করে দেব!' 30 "সে কিন্তু
শুনতে চাইল না। পরিবর্তে, সে চলে গিয়ে ঋণ শোধ
না করা পর্যন্ত তাকে কারাগারে বন্দি করে রাখল। 31
অন্য সব সহদাস যখন এসব ঘটতে দেখল, তারা অত্যন্ত
রেগে গিয়ে তাদের মনিবকে যা ঘটেছিল সব বলল।
32 "তখন মনিব সেই দাসকে ভিতরে ডাকলেন। তিনি
বললেন, 'দুষ্ট দাস তুমি, আমার কাছে তুমি মিনতি করায়
আমি তোমার সব ঋণ মকুব করেছিলাম। 33 আমি যেমন
তোমাকে দয়া করেছিলাম, তোমারও কি উচিত ছিল না
তোমার সহদাসকে দয়া করা?' 34 ক্রুদ্ধ হয়ে তার মনিব
তাকে কারাধ্যক্ষদের হাতে নিপীড়িত হওয়ার জন্য সমর্পণ
করলেন, যতদিন না পর্যন্ত সে তার সমস্ত ঋণ শোধ করে।
35 "তোমরা যদি প্রত্যেকে তোমাদের ভাইকে মনেপ্রাণে
ক্ষমা না করো, তাহলে আমার স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের
প্রতি এরকমই আচরণ করবেন।"

**19** যীশু এসব কথা বলা শেষ করে গালীল প্রদেশ ত্যাগ
করলেন এবং জর্ডন নদীর অপর পারে যিহূদিয়ার
অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। 2 অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ
করল, আর তিনি সেখানে অসুস্থ মানুষদের সুস্থ করলেন।
3 কয়েকজন ফরিশী তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে
এসে প্রশ্ন করল, "কোনো পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীকে
যে কোনো কারণে পরিত্যাগ করা কি বিধিসংগত?" 4
তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরা কি পাঠ করোনি যে, প্রথমে
সৃষ্টিকর্তা 'তাদের পুরুষ ও স্ত্রীলোক করে সৃষ্টি করেছিলেন?'
5 তিনি বললেন, 'এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতা
ও মাতাকে ত্যাগ করবে, তার স্ত্রীর সাথে সংযুক্ত হবে
ও সেই দুজন একাঙ্গ হবে।' 6 তাই, তারা আর দুজন
নয়, কিন্তু অভিন্নসত্তা। সেই কারণে, ঈশ্বর যা সংযুক্ত
করেছেন, কোনো মানুষ তা বিচ্ছিন্ন না করুক।" 7 তারা
জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে মোশি কেন ত্যাগপত্র লিখে দিয়ে
স্ত্রীকে বিদায় দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন?" 8 যীশু উত্তর
দিলেন, "তোমাদের মন কঠোর বলেই মোশি তোমাদের
স্ত্রীকে ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রথম
থেকে এরকম বিধান ছিল না। 9 আমি তোমাদের বলছি,
বৈবাহিক জীবনে অবিশ্বস্ততার কারণ ছাড়া কেউ যদি তার
স্ত্রীকে ত্যাগ করে অপর কোনো নারীকে বিবাহ করে, সে
ব্যভিচার করে।" 10 শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "স্বামী ও
স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক যদি এরকম হয়, তাহলে বিবাহ না
করাই ভালো।" 11 যীশু উত্তর দিলেন, "সবাই একথা
গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু যাদের এই ক্ষমতা দেওয়া
হয়েছে, তারাই পারে। 12 কারণ কেউ কেউ নপুংসক,
যেহেতু তারা সেইরকম হয়েই জন্মগ্রহণ করেছে; অন্যদের
মানুষেরা নপুংসক করেছে; এছাড়াও আরও কিছু মানুষ
স্বর্গরাজ্যের কারণে বিবাহ করতে অস্বীকার করেছে। যে এ
বিষয় গ্রহণ করতে পারে সে গ্রহণ করুক।" 13 এরপর
ছোটো শিশুদের যীশুর কাছে নিয়ে আসা হল, যেন তিনি
তাদের উপরে হাত রেখে প্রার্থনা করেন। কিন্তু যারা তাদের
এনেছিল শিষ্যেরা তাদের বকুনি দিলেন। 14 যীশু বললেন,
"ছোটো শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, ওদের বাধা
দিয়ো না। কারণ স্বর্গরাজ্য এদের মতো মানুষদেরই।"
15 তিনি তাদের উপরে হাত রেখে প্রার্থনা করে সেখান
থেকে চলে গেলেন। 16 সেই সময় একজন লোক এসে
যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, "গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবন লাভের
জন্য আমাকে কী ধরনের সৎকর্ম করতে হবে?" (aiōnios
g166) 17 যীশু উত্তর দিলেন, "আমাকে সৎ-এর বিষয়ে কেন
জিজ্ঞাসা করো? সৎ কেবলমাত্র একজনই আছেন। তুমি
যদি জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তাহলে অনুশাসনগুলি
পালন করো।" 18 লোকটি জিজ্ঞাসা করল, "কোন কোন
অনুশাসন?" যীশু উত্তর দিলেন, "নরহত্যা কোরো না,
ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো
না, 19 তোমার পিতামাতাকে সম্মান কোরো ও তোমার
প্রতিবেশীকে নিজের মতোই প্রেম কোরো।" 20 যুবকটি
বলল, "এ সমস্ত আমি পালন করেছি। আমার আর কী
ত্রুটি আছে?" 21 যীশু উত্তর দিলেন, "তুমি যদি সিদ্ধ হতে
চাও, তাহলে যাও, গিয়ে তোমার সব সম্পত্তি বিক্রি করে

দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাহলে তুমি স্বর্গে ধন লাভ করবে। তারপর এসে আমাকে অনুসরণ করো।" 22 এই কথা শুনে যুবকটি দুঃখিত হয়ে চলে গেল, কারণ তার প্রচুর ধনসম্পত্তি ছিল। 23 তখন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, স্বর্গরাজ্যে ধনী মানুষের প্রবেশ করা কঠিন। 24 আবার আমি তোমাদের বলছি, ধনী মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং সুচের ছিদ্রপথ দিয়ে উটের পার হওয়া সহজ।" 25 শিষ্যেরা একথা শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?" 26 যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মানুষের পক্ষে এটা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।" 27 পিতর উত্তরে তাঁকে বললেন, "আপনাকে অনুসরণ করার জন্য আমরা সবকিছু ত্যাগ করেছি। আমরা তাহলে কী পাব?" 28 যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সব বিষয়ের নতুন সৃষ্টিতে যখন মনুষ্যপুত্র মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরা, যারা আমার অনুগামী হয়েছ, তোমরাও বারোটি সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার করবে। 29 আর যে কেউ আমার কারণে তার বাড়ি বা ভাইদের বা বোনেদের বা বাবাকে বা মাকে বা সন্তানদের বা স্থাবর সম্পত্তি ত্যাগ করেছে, সে তার শতগুণ লাভ করবে ও অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। (aiōnios g166) 30 কিন্তু যারা প্রথম, এমন অনেকে শেষে পড়বে, আর যারা শেষে তারা প্রথমে আসবে।"

**20** "কারণ স্বর্গরাজ্য এমন এক গৃহকর্তার মতো, যিনি তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেতে কর্মী নিয়োগের জন্য ভোরবেলা বাইরে গেলেন। 2 কর্মীদের দৈনিক এক দিনার পারিশ্রমিক দিতে সম্মত হয়ে তাদের তিনি নিজের দ্রাক্ষাক্ষেতে পাঠিয়ে দিলেন। 3 "সকাল নয়টার সময় তিনি বাইরে গিয়ে দেখলেন, আরও কিছু মানুষ বাজারে নিষ্কর্মা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। 4 তিনি তাদের বললেন, 'তোমরাও গিয়ে আমার দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করো, যা ন্যায়সংগত তা আমি তোমাদের দেব।' 5 তাতে তারাও গেল। "বেলা বারোটার সময় ও বিকেল তিনটের সময় তিনি আবার বাইরে গিয়ে সেরকম করলেন। 6 বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় তিনি বাইরে গিয়ে দেখলেন, আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কেন এখানে সমস্ত দিন নিষ্কর্মা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছ?' 7 "তারা উত্তর দিল, 'কারণ কেউই আমাদের কাজে লাগায়নি।' "তিনি তাদের বললেন, 'তোমরাও গিয়ে আমার দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করো।' 8 "পরে সন্ধ্যা হলে, দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক তাঁর নায়েবকে ডেকে বললেন, 'সব কর্মীকে ডেকে শেষের জন থেকে শুরু করে প্রথমজন পর্যন্ত প্রত্যেককে তাদের মজুরি দিয়ে দাও।' 9 "বিকেল পাঁচটায় যাদের নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা এসে সকলে এক দিনার করে পেল। 10 তখন যাদের সর্বপ্রথমে নিযুক্ত করা হয়েছিল, তারা এসে আরও বেশি পারিশ্রমিক আশা করল। কিন্তু তারা প্রত্যেকে এক দিনার করেই পেল। 11 তারা তা পেয়ে গৃহকর্তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল। 12 তারা বলল, 'এই লোকেরা, যাদের বিকেল পাঁচটায় নিয়োগ করা হয়েছিল, তারা তো কেবলমাত্র এক ঘণ্টা কাজ করেছে। আর আমরা যারা সমস্ত দিনের কাজের ভারবহন করে রোদের তাপে পুড়েছি, আপনি কি না আমাদের সমান মজুরি তাদের দিলেন।' 13 "কিন্তু তিনি তাদের একজনকে উত্তর দিলেন, 'বন্ধু, আমি তোমার প্রতি কোনও অবিচার করিনি। তুমি কি এক দিনারের বিনিময়ে কাজ করতে সম্মত হওনি? 14 তোমার পাওনা নিয়ে চলে যাও। আমার ইচ্ছা আমি শেষে নিয়োগ করা লোকটিকেও তোমার সমানই মজুরি দেব। 15 আমার অর্থ নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করার কি অধিকার আমার নেই? না, আমি সদয় বলে তুমি ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছ?' 16 "এভাবেই শেষের জন প্রথম হবে ও প্রথমের জন শেষে পড়বে।" 17 এসময় যীশু যখন জেরুশালেমের পথে যাচ্ছিলেন, তিনি সেই বারোজন শিষ্যকে এক পাশে ডেকে বললেন, 18 "আমরা জেরুশালেম পর্যন্ত যাচ্ছি, আর মনুষ্যপুত্রকে প্রধান যাজকদের ও শাস্ত্রবিদদের হাতে সমর্পণ করা হবে। তারা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে 19 ও অইহুদিদের হাতে তুলে দেবে। তারা তাঁকে বিদ্রূপ করবে ও চাবুক দিয়ে মারার এবং ক্রুশার্পিত হওয়ার জন্য তাঁকে সমর্পণ করবে। কিন্তু তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবেন।" 20 পরে সিবদিয়ের দুই পুত্রের মা তাদের নিয়ে যীশুর কাছে এলেন এবং নতজানু হয়ে তাঁর কাছে এক প্রার্থনা চাইলেন। 21 তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী চাও?" তিনি বললেন, "অনুমতি দিন যেন আপনার রাজ্যে আমার এক ছেলে আপনার ডানদিকে ও অন্যজন বাঁদিকে বসতে পায়।" 22 যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কী চাইছ, তা তোমরা বোঝো না। আমি যে পানপাত্রে পান করি, তাতে কি তোমরা পান করতে পারো?" তারা উত্তর দিলেন, "আমরা পারি।" 23 যীশু তাদের বললেন, "তোমরা সত্যিই আমার পানপাত্র থেকে পান করবে, কিন্তু আমার ডানদিকে বা বাঁদিকে বসার অনুমতি আমি দিতে পারি

না। আমার পিতা যাদের জন্য তা নির্ধারিত করেছেন, এই স্থানগুলিতে কেবলমাত্র তারাই বসতে পারবে।” 24 অন্য দশজন একথা শুনে সেই দুই ভাইয়ের প্রতি রুষ্ট হলেন। 25 যীশু তাদের সকলকে কাছে ডেকে বললেন, “তোমরা জানো, পরজাতীয়দের শাসকেরা তাদের উপরে প্রভুত্ব করে, আবার তাদের উচ্চপদাধিকারীরাও তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে। 26 তোমাদের ক্ষেত্রে সেরকম হবে না। বরং, কেউ যদি তোমাদের মধ্যে মহান হতে চায়, তাকে অবশ্যই তোমাদের দাস হতে হবে। 27 আর কেউ যদি প্রধান হতে চায়, তাকে অবশ্যই তোমাদের ক্রীতদাস হতে হবে। 28 যেমন মনুষ্যপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে ও অনেকের পরিবর্তে নিজের প্রাণ মুক্তিপণস্বরূপ দিতে এসেছেন।” 29 যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা যখন যিরীহো ছেড়ে যাচ্ছিলেন, অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করল। 30 দুজন অন্ধ মানুষ পথের পাশে বসেছিল। তারা যখন শুনল, যীশু সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন, তারা চিৎকার করে বলল, “প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমাদের প্রতি কৃপা করুন!” 31 লোকেরা তাদের ধমক দিয়ে শান্ত থাকতে বলল, কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করতে লাগল, “প্রভু, দাউদ-সন্তান, আমাদের প্রতি কৃপা করুন!” 32 যীশু পথ চলা থামিয়ে তাদের ডাকলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কী চাও, আমি তোমাদের জন্য কী করব?” 33 তারা উত্তর দিল, “প্রভু, আমরা দৃষ্টিশক্তি পেতে চাই।” 34 যীশু তাদের প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে তাদের চোখ স্পর্শ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করল ও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগল।

**21** তাঁরা জেরুশালেমের কাছাকাছি এসে যখন জলপাই পর্বতের ধারে বেথফাগ গ্রামে উপস্থিত হলেন, তখন যীশু দুজন শিষ্যকে এই বলে পাঠালেন, 2 “তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও। সেখানে গিয়ে তোমরা দেখতে পাবে একটি গর্দভী তার শাবকের সঙ্গে বাঁধা আছে। তাদের খুলে আমার কাছে নিয়ে এসো। 3 কেউ যদি তোমাদের কিছু বলে, তাকে বোলো যে, প্রভুর তাদের প্রয়োজন আছে। এতে সে তখনই তাদের পাঠিয়ে দেবে।” 4 এরকম ঘটল যেন ভাববাদীর দ্বারা কথিত বচন পূর্ণ হয়: 5 “তোমরা সিয়োন-কন্যাকে বলো, ‘দেখো, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন, তিনি নম্র কোমল প্রাণ, গর্দভের উপরে উপবিষ্ট, এক শাবকের, গর্দভ শাবকের উপরে উপবিষ্ট।’” 6 শিষ্যেরা গেলেন ও যীশু যেমন নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনই করলেন। 7 তারা গর্দভী ও সেই শাবকটিকে নিয়ে এসে, তাদের উপরে নিজেদের পোশাক পেতে দিলেন। যীশু তার উপরে বসলেন। 8 আর ভিড়ের মধ্যে অনেক লোক নিজেদের পোশাক রাস্তায় বিছিয়ে দিল, অন্যেরা গাছ থেকে ডালপালা কেটে পথে ছড়িয়ে দিল। 9 যেসব লোক তাঁর সামনে যাচ্ছিল ও পিছনে অনুসরণ করছিল, তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, “হোশান্না, দাউদ-সন্তান!” “ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন!” “ঊর্ধ্বতমলোকে হোশান্না!” 10 যীশু যখন জেরুশালেমে প্রবেশ করলেন, সমস্ত নগরে আলোড়ন পড়ে গেল ও তারা জিজ্ঞাসা করল, “ইনি কে?” 11 তাতে লোকেরা উত্তর দিল, “ইনি যীশু, গালীলের নাসরতের সেই ভাববাদী।” 12 যীশু মন্দির চত্বরে প্রবেশ করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন যারা সেখানে কেনাবেচা করছিল। তিনি মুদ্রা-বিনিময়কারীদের টেবিল ও যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের আসন উল্টে দিলেন। 13 তিনি তাদের বললেন, “এরকম লেখা আছে, ‘আমার গৃহ প্রার্থনা-গৃহ বলে আখ্যাত হবে,’ কিন্তু তোমরা একে ‘দস্যুদের গহ্বরে’ পরিণত করেছ।” 14 পরে অন্ধ ও খোঁড়া সকলে মন্দিরে তাঁর কাছে এলে তিনি তাদের সুস্থ করলেন। 15 কিন্তু প্রধান যাজকবর্গ ও শাস্ত্রবিদরা যখন দেখল, তিনি আশ্চর্য সব কাজ করে চলেছেন ও ছেলেমেয়েরা মন্দির চত্বরে “হোশান্না, দাউদ-সন্তান,” বলে চিৎকার করছে, তারা রুষ্ট হল। 16 তারা তাঁকে বলল, “এই ছেলেমেয়েরা কী সব বলছে, তা কি তুমি শুনতে পাচ্ছ?” তোমরা কি কখনও পাঠ করোনি, “‘ছেলেমেয়েদের ও শিশুদের মুখ দিয়ে তুমি স্তব ও প্রশংসার ব্যবস্থা করেছ’?” 17 পরে তিনি তাদের ছেড়ে দিয়ে নগরের বাইরে বেথানি গ্রামে চলে গেলেন। সেখানেই তিনি রাত্রিযাপন করলেন। 18 খুব ভোরবেলায়, নগরে আসার পথে যীশুর খিদে পেল। 19 পথের ধারে একটি ডুমুর গাছ দেখে, তিনি তার কাছে গেলেন, কিন্তু পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন তিনি গাছটিকে বললেন, “তোমার মধ্যে আর কখনও যেন ফল না ধরে!” সঙ্গে সঙ্গে গাছটি শুকিয়ে গেল। (aiōn g165) 20 শিষ্যেরা এই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারা জিজ্ঞাসা করলেন, “ডুমুর গাছটি এত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে গেল কীভাবে?” 21 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকে আর তোমরা সন্দেহ না করো, তাহলে এই ডুমুর গাছটির প্রতি যা করা হয়েছে, তোমরা যে কেবলমাত্র তাই করতে পারবে, তা নয়, কিন্তু যদি এই পর্বতটিকে বলো, ‘যাও, সমুদ্রে গিয়ে পড়ো,’ তবে সেরকমই হবে। 22 আর তোমরা প্রার্থনায় যা কিছু চাইবে, বিশ্বাস করলে সে সমস্তই পাবে।” 23

যীশু মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলেন। তিনি যখন শিক্ষা দিচ্ছিলেন, তখন প্রধান যাজকেরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কোন অধিকারে এসব কাজ করছ? আর এসব করার অধিকারই বা কে তোমাকে দিল?" 24 যীশু উত্তর দিলেন, "আমিও তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। তোমরা যদি উত্তর দিতে পারো, তাহলে আমিও তোমাদের বলব, আমি কোন অধিকারে এসব করছি। 25 যোহনের বাপ্তিস্ম কোথা থেকে হয়েছিল? স্বর্গ থেকে, না মানুষের কাছ থেকে?" তারা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা করে বলল, "যদি আমরা বলি, 'স্বর্গ থেকে,' ও জিজ্ঞাসা করবে, 'তাহলে তোমরা তাকে বিশ্বাস করোনি কেন?' 26 কিন্তু যদি আমরা বলি, 'মানুষের কাছ থেকে,' আমরা জনসাধারণকে ভয় করি; কারণ তারা প্রত্যেকে যোহনকে ভাববাদী বলেই মনে করত।" 27 তাই তারা যীশুকে উত্তর দিল, "আমরা জানি না।" তখন তিনি বললেন, "তাহলে, আমিও কোন অধিকারে এসব কাজ করছি, তোমাদের বলব না। 28 "তোমরা কী মনে করো? এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। তিনি প্রথমজনের কাছে গিয়ে বললেন, 'বৎস, তুমি গিয়ে দ্রাক্ষাক্ষেতে কাজ করো।' 29 "সে উত্তর দিল, 'আমি যাব না,' কিন্তু পরে সে মত পরিবর্তন করে কাজ করতে গেল। 30 "পরে সেই পিতা অপর পুত্রের কাছে গেলেন এবং একই কথা তাকেও বললেন। সে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ মহাশয়, যাচ্ছি,' কিন্তু সে গেল না। 31 "এই দুজনের মধ্যে কে তার পিতার ইচ্ছা পালন করল?" তারা উত্তর দিলেন, "প্রথমজন।" যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, কর আদায়কারী ও বেশ্যারা তোমাদের আগেই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করছে। 32 কারণ যোহন তোমাদের কাছে এসে ধার্মিকতার পথ দেখালেন আর তোমরা তাকে বিশ্বাস করলে না, কিন্তু কর আদায়কারী ও বেশ্যারা বিশ্বাস করল। আর তোমরা তা দেখা সত্ত্বেও অনুতাপ করলে না এবং বিশ্বাস করলে না। 33 "অন্য একটি রূপক শোনো: একজন জমিদার এক দ্রাক্ষাক্ষেত প্রস্তুত করলেন। তিনি তাঁর চারপাশে বেড়া দিলেন, তার মধ্যে এক দ্রাক্ষাকুণ্ড খুঁড়লেন ও পাহারা দেওয়ার জন্য এক উঁচু মিনার নির্মাণ করলেন। তারপর তিনি সেই দ্রাক্ষাক্ষেত কয়েকজন ভাগচাষিকে ভাড়া দিয়ে বিদেশ ভ্রমণে চলে গেলেন। 34 ফল কাটার সময় উপস্থিত হল তিনি তাঁর দাসদের ফল সংগ্রহের জন্য ভাগচাষিদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 35 "ভাগচাষিরা সেই দাসদের বন্দি করে একজনকে মারধর করল, অন্যজনকে হত্যা করল, তৃতীয় জনকে পাথর ছুঁড়ে মারল। 36 আবার তিনি তাদের কাছে অন্য দাসদের পাঠালেন, এদের সংখ্যা আগের চেয়েও বেশি ছিল। ভাগচাষিরা এদের প্রতিও সেই একইরকম ব্যবহার করল। 37 সবশেষে তিনি তাদের কাছে তাঁর পুত্রকে পাঠালেন, বললেন, 'তারা আমার পুত্রকে সম্মান করবে।' 38 "কিন্তু ভাগচাষিরা যখন সেই পুত্রকে দেখল, তারা পরস্পরকে বলল, 'এই হচ্ছে উত্তরাধিকারী। এসো, আমরা একে হত্যা করে এর মালিকানা হস্তগত করি।' 39 এভাবে তারা তাঁকে ধরে, দ্রাক্ষাক্ষেতের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হত্যা করল। 40 "অতএব, দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক যখন ফিরে আসবেন, তিনি ওইসব ভাগচাষিদের নিয়ে কী করবেন?" 41 তারা উত্তর দিল, "তিনি ওই দুর্জনদের শোচনীয় পরিণতি ঘটাবেন ও সেই দ্রাক্ষাক্ষেত অন্য ভাগচাষিদের ভাড়া দেবেন, যারা ফল সংগ্রহের সময় তাকে তার উপযুক্ত অংশ দেবে।" 42 যীশু তাদের বললেন, "তোমরা কি শাস্ত্রে কখনও পাঠ করোনি: "'গাঁথকেরা যে পাথর অগ্রাহ্য করেছিল, তাই হয়ে উঠল কোণের প্রধান পাথর; প্রভুই এরকম করেছেন, আর তা আমাদের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য'? 43 "এই কারণে আমি তোমাদের বলছি যে, স্বর্গরাজ্য তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যারা এর জন্য ফল উৎপন্ন করবে। 44 যে এই পাথরের উপরে পড়বে, সে খানখান হবে, কিন্তু যার উপরে এই পাথর পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ হবে।" 45 যখন প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা যীশুর কথিত রূপকগুলি শুনল, তারা বুঝতে পারল, তিনি তাদের সম্পর্কেই সেগুলি বলছেন। 46 তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করার কোনো উপায় খুঁজল, কিন্তু তারা জনসাধারণকে ভয় পেত কারণ তারা তাঁকে ভাববাদী বলে মানত।

**22** যীশু পুনরায় তাদের সঙ্গে রূপকের মাধ্যমে কথা বলতে লাগলেন। তিনি বললেন, 2 "স্বর্গরাজ্য এমন এক রাজার মতো যিনি তাঁর পুত্রের বিবাহভোজের আয়োজন করলেন। 3 তিনি আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বিবাহভোজে আসার জন্য আহ্বান করতে তাঁর দাসদের পাঠালেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না। 4 "তারপর তিনি আরও অনেক দাসকে পাঠিয়ে বললেন, 'আমন্ত্রিত লোকদের গিয়ে বলো, আমি আমার ভোজ প্রস্তুত করেছি: আমার বলদ ও মোটাসোটা বাছুরদের জবাই করা হয়েছে এবং সবকিছুই প্রস্তুত আছে। তোমরা সবাই বিবাহভোজে এসো।' 5 "কিন্তু তারা কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে নিজের নিজের কাজে চলে গেল—একজন তার মাঠে, অন্যজন তার ব্যবসায়। 6 অবশিষ্ট লোকেরা তার

দাসদের ধরে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করল ও তাদের হত্যা করল। 7 রাজা ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাঁর সৈন্যদল পাঠিয়ে সেইসব হত্যাকারীদের ধ্বংস করলেন ও তাদের নগর পুড়িয়ে দিলেন। 8 "তারপর তিনি তাঁর দাসদের বললেন, 'বিবাহভোজ তো প্রস্তুত, কিন্তু যাদের আমি নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তারা এর যোগ্য ছিল না। 9 তোমরা পথের কোণে কোণে যাও এবং যারই সন্ধান পাও, তাকে বিবাহভোজে আমন্ত্রণ করো।' 10 অতএব দাসেরা পথের কোণে কোণে গেল ও তারা যত লোকের সন্ধান পেল, ভালোমন্দ সবাইকে ডেকে একত্র করল। এইভাবে বিবাহের আসর অতিথিতে ভরে গেল। 11 "কিন্তু রাজা যখন অতিথিদের দেখতে এলেন, তিনি লক্ষ্য করলেন, একজন বিবাহ-পোশাক না পরেই সেখানে উপস্থিত ছিল। 12 তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্ধু, বিবাহ-পোশাক ছাড়াই তুমি কীভাবে এখানে প্রবেশ করলে?' লোকটি নিরুত্তর রইল। 13 "রাজা তখন পরিচারকদের বললেন, 'ওর হাত পা বেঁধে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষণ হবে।' 14 "কারণ বহু জন আমন্ত্রিত, কিন্তু অল্প কয়েকজনই মনোনীত।" 15 তখন ফরিশীরা বাইরে গিয়ে ষড়যন্ত্র করল, কীভাবে যীশুকে কথার ফাঁদে ফেলতে পারে। 16 তারা কয়েকজন হেরোদীয়ের সঙ্গে তাদের শিষ্যদের তাঁর কাছে পাঠাল। তারা বলল, "গুরুমহাশয়, আমরা জানি, আপনি একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ এবং আপনি সত্য অনুযায়ী ঈশ্বরের পথের বিষয়ে শিক্ষা দেন। আপনি কারও দ্বারা প্রভাবিত হন না, কারণ তাদের কারও বিষয়ে আপনি কোনো ভ্রূক্ষেপ করেন না। 17 বেশ, আমাদের বলুন, আপনার অভিমত কী, কৈসরকে কর দেওয়া কি উচিত?" 18 কিন্তু যীশু তাদের মন্দ অভিসন্ধি বুঝতে পেরে বললেন, "ভণ্ডেরা, তোমরা কেন আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছ? 19 সেই কর প্রদানের মুদ্রা আমাকে দেখাও।" তারা তাঁর কাছে একটি দিনার নিয়ে এল। 20 তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "এই মূর্তি কার? এই নামই বা কার?" 21 তারা উত্তর দিল, "কৈসরের।" তখন তিনি তাদের বললেন, "কৈসরের যা, তা কৈসরকে দাও, এবং যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকে দাও।" 22 একথা শুনে তারা আশ্চর্য হল। তাই তারা তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। 23 সেদিনই সদ্দূকীরা, যারা বলে পুনরুত্থান বলে কিছু নেই, তাঁর কাছে এক প্রশ্ন নিয়ে এল। 24 তারা বলল, "গুরুমহাশয়, মোশি আমাদের বলেছেন, কোনো মানুষ যদি অপুত্রক মারা যায়, তাহলে তার ভাই সেই বিধবাকে বিবাহ করবে ও তার বড়ো ছেলের জন্য সন্তানের জন্ম দেবে। 25 এখন, আমাদের মধ্যে সাত ভাই ছিল। প্রথমজন বিবাহ করে মারা গেল, আর যেহেতু সে অপুত্রক ছিল, সে তার ভাইয়ের জন্য স্ত্রীকে রেখে গেল। 26 একই ঘটনা দ্বিতীয়, তৃতীয়, এমনকি সপ্তমজন পর্যন্ত ঘটল। 27 শেষে সেই নারীও মারা গেল। 28 তাহলে পুনরুত্থানে সে সাতজনের মধ্যে কার স্ত্রী হবে, কারণ তারা সবাই তো তাকে বিবাহ করেছিল?" 29 যীশু উত্তর দিলেন, "তোমরা ভুল করছ, কারণ তোমরা শাস্ত্র জানো না, ঈশ্বরের পরাক্রমও জানো না। 30 পুনরুত্থানের পর লোকেরা বিবাহ করে না, বা তাদের বিবাহ দেওয়াও হয় না। তারা স্বর্গলোকের দূতদের মতো থাকে। 31 কিন্তু মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে বলি, ঈশ্বর তোমাদের কী বলেছেন, তা কি তোমরা পাঠ করোনি? 32 তিনি বলেছেন, 'আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর।' তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি জীবিতদের ঈশ্বর।" 33 সকলে যখন একথা শুনল, তারা তাঁর উপদেশে চমৎকৃত হল। 34 যীশু সদ্দূকীদের নিরুত্তর করেছেন শুনে ফরিশীরা একত্র হল। 35 তাদের মধ্যে অন্যতম, একজন বিধানবিশারদ, এই প্রশ্ন করে তাঁকে পরীক্ষা করল: 36 "গুরুমহাশয়, বিধানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মহৎ আজ্ঞা কোনটি?" 37 যীশু উত্তর দিলেন: "'তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে।' 38 এটিই প্রথম ও মহত্তম আজ্ঞা। 39 আর দ্বিতীয়টি এরই সমতুল্য: 'তোমার প্রতিবেশীকে তোমার নিজের মতোই প্রেম করবে।' 40 এই দুটি আজ্ঞার উপরেই সমস্ত বিধান ও ভাববাদীদের গ্রন্থ প্রতিষ্ঠিত।" 41 ফরিশীরা যখন সমবেত হয়েছিল, যীশু তাদের প্রশ্ন করলেন, 42 "খ্রীষ্ট সম্পর্কে তোমাদের কী মনে হয়? তিনি কার সন্তান?" তারা উত্তর দিল, "তিনি দাউদের সন্তান।" 43 তিনি তাদের বললেন, "তাহলে দাউদ কীভাবে আত্মার আবেশে তাঁকে 'প্রভু' বলেন? কারণ তিনি বলেছেন, 44 "'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, আমার ডানদিকে এসে বসো, যে পর্যন্ত তোমার শত্রুদের আমি তোমার পদতলে না রাখি।' 45 যদি দাউদ তাঁকে 'প্রভু' বলে অভিহিত করেছেন, তাহলে কীভাবে তিনি তাঁর সন্তান হতে পারেন?" 46 প্রত্যুত্তরে তারা কেউ একটি কথাও বলতে পারল না। সেদিন থেকে আর কেউ তাঁকে কোনও প্রশ্ন করতে সাহস পেল না।

**23** তারপর যীশু সকল লোকদের ও তাঁর শিষ্যদের বললেন, 2 "শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা মোশির আসনে বসে। 3 সেই কারণে, তোমরা অবশ্যই তাদের কথা

শুনবে ও তারা যা বলে তা পালন করবে। কিন্তু তারা যে
কাজ করে, তোমরা সেই কাজ করবে না, কারণ তারা যা
প্রচার করে, তা নিজেরা অনুশীলন করে না। 4 তারা দুর্বহ
বোঝা বেঁধে সেগুলি মানুষদের কাঁধে চাপায়, কিন্তু তারা
একটি আঙুল দিয়েও তা সরাতে ইচ্ছুক হয় না। 5 "তারা
যা কিছুই করে, তা লোক-দেখানো মাত্র। তারা তাদের
কবচ প্রশস্ত ও আলখাল্লার ঝালর লম্বা করে। 6 তারা
ভোজসভায় সব থেকে সম্মানজনক আসন ও সমাজভবনে
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলি পেতে ভালোবাসে। 7
তারা হাটেবাজারে সম্ভাষিত হতে ভালোবাসে ও চায় যেন
লোকেরা তাদের 'রব্বি' বলে ডাকে। 8 "কিন্তু তোমরা 'রব্বি'
বলে সম্ভাষিত হোয়ো না, কারণ তোমাদের গুরুমহাশয়
কেবলমাত্র একজন ও তোমরা পরস্পর ভাই ভাই। 9
আবার পৃথিবীতে কাউকে 'পিতা' বলে সম্বোধন কোরো না,
কারণ তোমাদের পিতা একজনই, তিনি স্বর্গে থাকেন। 10
আবার কেউ তোমাদের 'আচার্য' বলে যেন না ডাকে, কারণ
তোমাদের আচার্য একজনই তিনি খ্রীষ্ট। 11 তোমাদের
মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে তোমাদের পরিচারক হবে। 12 কারণ
যে কেউ নিজেকে উন্নত করে, তাকে নত করা হবে, আর
যে কেউ নিজেকে নত করে তাকে উন্নত করা হবে। 13
"শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা
লোকদের মুখের সামনে স্বর্গরাজ্য রুদ্ধ করে থাকো। 14
তোমরা নিজেরা তার মধ্যে তো প্রবেশ করো না অথচ যারা
প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তাদেরও প্রবেশ করতে দাও না।
শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা
বিধবাদের বাড়িশুদ্ধ গ্রাস করো, আর লোক-দেখানো
লম্বা লম্বা প্রার্থনা করো। সেই কারণে তোমাদের শাস্তি
কঠোরতম হবে। 15 "শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল,
ধিক্ তোমাদের! তোমরা একজনকে ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত
করার জন্য স্থলে ও সমুদ্রে পরিভ্রমণ করে থাকো। আর সে
যখন রাজি হয়, তখন তোমরা যেমন নারকীয়, তাকেও
তেমনই তোমাদের দ্বিগুণ নরকের উপযুক্ত করে তোলো।
(Geenna g1067) 16 "অন্ধ পথপ্রদর্শকেরা, ধিক্ তোমাদের!
তোমরা বলো, 'কেউ যদি মন্দিরের নামে শপথ করে সেটা
বড়ো কিছুই নয়, কিন্তু কেউ যদি মন্দিরের সোনার শপথ
করে তাহলে সে তার শপথে আবদ্ধ হল।' 17 মূর্খ অন্ধের
দল! কোনটা মহত্তর: সেই সোনা, না সেই মন্দির, যা
সোনাকে পবিত্র করে? 18 তোমরা আরও বলো, 'কেউ
যদি যজ্ঞবেদির শপথ করে সেটা কিছুই নয়; কিন্তু কেউ
যদি তার উপরে স্থিত নৈবেদ্যের শপথ করে তাহলে সে
তার শপথে আবদ্ধ হল।' 19 অন্ধ মানুষ তোমরা! কোনটা
মহত্তর: সেই নৈবেদ্য, না যজ্ঞবেদি, যা নৈবেদ্যকে পবিত্র
করে? 20 সেই কারণে, যে যজ্ঞবেদির শপথ করে সে
বেদির ও তার উপরে স্থিত সবকিছুরই শপথ করে। 21 আর
যে মন্দিরের শপথ করে সে মন্দিরের ও যিনি তার মধ্যে
অধিষ্ঠান করেন, তাঁরও শপথ করে। 22 আর যে স্বর্গের
শপথ করে, সে ঈশ্বরের সিংহাসন ও যিনি তার উপরে
উপবেশন করেন তাঁরও শপথ করে। 23 "শাস্ত্রবিদ ও
ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা তোমাদের
মশলাপাতি—পুদিনা, মৌরি ও জিরার দশমাংশ দিয়ে
থাকো কিন্তু বিধানের আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন
ন্যায়বিচার, করুণা, বিশ্বস্ততা—এগুলি উপেক্ষা করে
থাকো। ভালো হত, তোমরা আগের বিষয়গুলি উপেক্ষা না
করে যদি এগুলিও পালন করতে। 24 অন্ধ পথপ্রদর্শক
তোমরা! তোমরা মশা ছাঁকো, কিন্তু উট গিলে ফেলো।
25 "শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের!
তোমরা থালাবাটির বাইরেটা পরিষ্কার করে থাকো কিন্তু
ভিতরের দিকটা লোভ-লালসা ও আত্ম-অসংযমে পূর্ণ। 26
অন্ধ ফরিশী! প্রথমে থালাবাটির ভিতরটা পরিষ্কার করো
তারপরে বাইরের দিকটিও পরিষ্কার হবে। 27 "শাস্ত্রবিদ ও
ফরিশীরা, ভণ্ডের দল, ধিক্ তোমাদের! তোমরা চুনকাম
করা কবরের মতো! সেগুলি বাইরে থেকে দেখতে তো
সুন্দর কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের হাড় ও সব ধরনের
অশুচি বিষয়ে পরিপূর্ণ। 28 একইভাবে, লোকেদের কাছে
বাহ্যিকভাবে তোমরা নিজেদের ধার্মিক দেখাও কিন্তু অন্তরে
তোমরা ভণ্ডামি ও দুষ্টতায় পূর্ণ। 29 "শাস্ত্রবিদ ও ফরিশীরা,
ভণ্ডের দল তোমরা! তোমরা ভাববাদীদের সমাধি নির্মাণ
করে থাকো এবং ধার্মিকদের কবর সুশোভিত করো। 30
আর তোমরা বলো, 'আমরা যদি পূর্বপুরুষদের সময়ে
থাকতাম তাহলে ভাববাদীদের রক্তপাত করায় তাদের সঙ্গ
দিতাম না।' 31 এভাবে তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিষয়ে
সাক্ষ্য দাও যে যারা ভাববাদীদের হত্যা করেছিল তোমরা
তাদেরই বংশধর। 32 তাহলে, তোমাদের পূর্বপুরুষেরা যে
পাপ শুরু করেছিল তোমরা তারই মাত্রা পূর্ণ করো! 33
"সাপেরা! কালসাপের বংশেরা! তোমরা ন্যায়বিচারের দিন
কীভাবে নরকদণ্ড এড়াতে পারবে? (Geenna g1067) 34 সেই
কারণে আমি তোমাদের কাছে ভাববাদী, বিজ্ঞ মানুষ ও
শিক্ষাগুরুদের পাঠিয়ে চলেছি। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে
তোমরা হত্যা করবে, কয়েকজনকে ক্রুশার্পিত করবে।
অপরদের তোমরা সমাজভবনে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে
মারবে ও এক নগর থেকে অন্য নগরে তাদের তাড়া করবে।
35 এভাবে পৃথিবীতে যত ধার্মিক মানুষের রক্তপাত হয়ে

আসছে, সেই ধার্মিক হেবলের রক্তপাত থেকে শুরু করে, বরখিয়ের পুত্র সখরিয়ের রক্তপাত পর্যন্ত, যাকে তোমরা মন্দির ও যজ্ঞবেদির মাঝখানে হত্যা করেছিলে, এদের সকলের রক্তপাতের ফল তোমাদের উপরেই বর্তাবে। 36 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এসবই এই প্রজন্মের লোকেদের উপরে এসে পড়বে। 37 "হায়! জেরুশালেম, জেরুশালেম, তুমি ভাববাদীদের হত্যা করো ও তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয়, তাদের পাথরের আঘাত করে থাকো। কতবার আমি তোমার সন্তানদের একত্র করতে চেয়েছি, যেমন মুরগি তার শাবকদের নিজের ডানার তলায় একত্র করে, কিন্তু তোমরা ইচ্ছুক হওনি। 38 দেখো, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রইল। 39 কারণ আমি তোমাদের বলছি, যতক্ষণ না তোমরা বলবে, 'ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন' ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না।"

**24** যীশু মন্দির ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এমন সময়ে তাঁর শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে মন্দিরের গঠনের প্রতি তাঁর মনোযোগ আকৃষ্ট করলেন। 2 তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি এসব জিনিস দেখছ? আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এদের একটি পাথরও অন্যটির উপরে থাকবে না, সবকটিকেই ভূমিসাৎ করা হবে।" 3 যীশু যখন জলপাই পর্বতের উপরে বসেছিলেন, শিষ্যেরা এক প্রকার গোপনে তাঁর কাছে এসে বললেন, "আমাদের বলুন, কখন এসব ঘটনা ঘটবে এবং আপনার আগমনের, বা যুগান্তের চিহ্নই বা কী কী হবে?" (aiōn g165) 4 যীশু উত্তর দিলেন, "সতর্ক থেকো, কেউ যেন তোমাদের সঙ্গে প্রতারণা না করে। 5 কারণ অনেকে এসে আমার নামে দাবি করবে, 'আমিই সেই খ্রীষ্ট' আর এভাবে বহু মানুষকে ঠকাবে। 6 তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের সব জনরব শুনবে। কিন্তু দেখো, তোমরা যেন ব্যাকুল না হও। এ সমস্ত বিষয় অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনও অন্তিমলগ্ন উপস্থিত হয়নি। 7 এক জাতি অন্য জাতির বিপক্ষে, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিপক্ষে অভিযান করবে। বিভিন্ন স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হবে। 8 এসব প্রসব যন্ত্রণার সূচনা মাত্র। 9 "তখন তোমাদেরকে অত্যাচার করার ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য সমর্পণ করা হবে। আমার কারণে সমস্ত জাতির মানুষেরা তোমাদের ঘৃণা করবে। 10 সেই সময়ে অনেকেই বিশ্বাস হারাবে, বিশ্বাসঘাতকতা করবে ও পরস্পরকে ঘৃণা করবে। 11 বহু ভণ্ড ভাববাদী উপস্থিত হয়ে বহু মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করবে। 12 আর দুষ্টতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে অধিকাংশ মানুষেরই প্রেম শীতল হয়ে যাবে, 13 কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে। 14 আর সকল জাতির কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য স্বর্গরাজ্যের এই সুসমাচার সমস্ত জগতে প্রচারিত হবে, আর তখনই অন্তিমলগ্ন উপস্থিত হবে। 15 "আর তাই, যখন তোমরা দেখবে, 'ধ্বংস-আনয়নকারী সেই ঘৃণ্য বস্তু' পবিত্রস্থানে দাঁড়িয়ে আছে, যা ভাববাদী দানিয়েল উল্লেখ করেছেন—পাঠক বুঝে নিক— 16 তখন যারা যিহূদিয়া প্রদেশে বসবাস করে, তারা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যাক। 17 তখন ছাদের উপরে যে থাকবে, সে যেন কোনো জিনিসপত্র ঘর থেকে নেওয়ার জন্য নিচে নেমে না আসে। 18 মাঠে যে থাকবে, সে যেন জামাকাপড় নেওয়ার জন্য ঘরে ফিরে না যায়। 19 সেই সময় গর্ভবতী নারীদের ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের কতই না ভয়ংকর কষ্ট হবে! 20 প্রার্থনা কোরো, যেন তোমাদের পালিয়ে যাওয়া শীতকালে বা বিশ্রামদিনে না হয়। 21 কারণ সেই সময় এমন চরম বিপর্যয় এসে উপস্থিত হবে, যা পৃথিবী সৃষ্টির সময় থেকে এ পর্যন্ত কখনও হয়নি, আর কখনও হবেও না। 22 "সেই সমস্ত দিনের সংখ্যা যদি কমিয়ে না দেওয়া হত, তাহলে কোনো মানুষই রক্ষা পেত না, কিন্তু যাদের তিনি মনোনীত করেছেন, তাঁদের জন্য সেইসব দিনের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। 23 সেই সময়, কেউ যদি তোমাদের বলে, 'দেখো, খ্রীষ্ট এখানে!' অথবা, 'তিনি ওখানে!' তোমরা বিশ্বাস কোরো না। 24 কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও ভণ্ড ভাববাদীরা উপস্থিত হয়ে বহু বড়ো বড়ো চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ করে দেখাবে, যেন সম্ভব হলে মনোনীতদেরও প্রতারিত করতে পারে। 25 দেখো, ঘটনা ঘটবার পূর্বেই আমি তোমাদের একথা বলে দিলাম। 26 "তাই, কেউ যদি তোমাদের বলে, 'দেখো, তিনি মরুপ্রান্তরে আছেন,' তোমরা বেরিয়ে যেয়ো না; কিংবা, 'তিনি এখানে ভিতরের ঘরে আছেন,' তা বিশ্বাস কোরো না। 27 কারণ বিদ্যুতের ঝলক যেমন পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিক পর্যন্ত দৃশ্যমান হয়, মনুষ্যপুত্রের আগমনও সেইরূপ হবে। 28 যেখানেই মৃতদেহ, সেখানেই শকুনের ঝাঁক জড়ো হবে। 29 "আর সেই সময়কালীন বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরেই, "'সূর্য অন্ধকারে ঢেকে যাবে, চাঁদ তার আলো দেবে না, আকাশ থেকে নক্ষত্রসমূহের পতন হবে, আর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রকম্পিত হবে।' 30 "সে সময়ে মনুষ্যপুত্রের আগমনের চিহ্ন আকাশে ফুটে উঠবে, আর পৃথিবীর সমস্ত জাতি শোকবিলাপ করবে। তারা মনুষ্যপুত্রকে স্বর্গের মেঘে করে আসতে দেখবে, তিনি পরাক্রমে ও মহামহিমায় আবির্ভূত হবেন। 31 তিনি তাঁর দূতদের মহা তূরীধ্বনির

সঙ্গে পাঠাবেন। তাঁরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকে তাঁর মনোনীতদের সংগ্রহ করবেন। 32 "এখন ডুমুর গাছ থেকে এই শিক্ষাগ্রহণ করো: যখনই এর শাখায় কোমল পল্লব ও পাতা বের হয়ে আসে, তোমরা বুঝতে পারো যে, গ্রীষ্মকাল কাছে এসেছে। 33 একইভাবে, তোমরা যখন এসব বিষয় ঘটতে দেখবে, তোমরা জানবে যে, সময় হয়ে এসেছে, এমনকি, তিনি দুয়ারে উপস্থিত হয়েছেন। 34 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই সমস্ত ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত বর্তমান প্রজন্ম লুপ্ত হবে না। 35 আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও লুপ্ত হবে না। 36 "কিন্তু সেই দিন বা ক্ষণের কথা কেউই জানে না, এমনকি স্বর্গদূতেরা বা পুত্রও জানেন না, কেবলমাত্র পিতা জানেন। 37 নোহের সময়ে যে রকম হয়েছিল, মনুষ্যপুত্রের আগমনকালেও তেমনই হবে। 38 কারণ মহাপ্লাবনের আগে নোহ জাহাজে প্রবেশ করা পর্যন্ত, লোকেরা খাওয়াদাওয়া করত, পান করত, বিবাহ করত ও তাদের বিবাহ দেওয়া হত। 39 কী ঘটতে চলেছে, তারা তার কিছুই বুঝতে পারেনি, যতক্ষণ না বন্যা এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মনুষ্যপুত্রের আগমনকালেও ঠিক একই ঘটনা ঘটবে। 40 দুজন মানুষ মাঠে কর্মরত থাকবে; একজনকে গ্রহণ করা হবে, অন্যজন পরিত্যক্ত হবে। 41 দুজন মহিলা একটি জাঁতা পেষণ করবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্যজনকে ছেড়ে যাওয়া হবে। 42 "সেই কারণে সতর্ক থেকো, কারণ তোমরা জানো না, কোন দিন তোমাদের প্রভু এসে পড়বেন। 43 কিন্তু এ বিষয় বুঝে নাও; বাড়ির কর্তা যদি জানতে পারত, রাতের কোন প্রহরে চোর আসছে, তাহলে সে সজাগ থাকত এবং তার বাড়িতে সিঁধ কাটতে দিত না। 44 তাই তোমরাও প্রস্তুত থেকো, কারণ যখন তোমরা প্রত্যাশা করবে না, সেই মুহূর্তেই মনুষ্যপুত্র আসবেন। 45 "তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ দাস কে, যাকে প্রভু তাঁর পরিজনবর্গের উপরে নিযুক্ত করেছেন, যেন সে তার দাসদের যথাসময়ে খাদ্য পরিবেশন করে? 46 তার প্রভু ফিরে এসে তাকে সেই কাজ করতে দেখলে সেই দাসের পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে। 47 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে তাঁর বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক করবেন। 48 কিন্তু মনে করো, সেই দুষ্ট দাস মনে মনে ভাবল, 'দীর্ঘদিন হল আমার প্রভু দূরে বাস করছেন,' 49 আর সে তার সহদাসদের মারতে শুরু করল ও মদ্যপদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া ও সুরাপান করে মত্ত হতে লাগল। 50 সেই দাসের প্রভু এমন এক সময়ে ফিরে আসবেন, যখন সে তাঁর আগমনের প্রত্যাশা করেনি, বা এমন এক ক্ষণে, যা সে জানতেও পারেনি। 51 তিনি তাকে খণ্ডবিখণ্ড করবেন এবং ভণ্ডদের মধ্যে তাকে স্থান দেবেন, যেখানে কেবলমাত্র রোদন ও দন্তঘর্ষণ হবে।

**25** "সেই সময়ে স্বর্গরাজ্য হবে এমন দশজন কুমারীর মতো, যারা তাদের প্রদীপ হাতে নিয়ে বরের সঙ্গে মিলিত হতে গেল। 2 তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল নির্বোধ ও পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতী। 3 নির্বোধ কুমারীরা তাদের প্রদীপ নিল, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনো তেল নিল না। 4 কিন্তু বুদ্ধিমতী কুমারীরা প্রদীপের সঙ্গে পাত্রে করে তেলও নিল। 5 বর আসতে দেরি করল, ফলে তারা সকলে ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়ল। 6 "মধ্যরাত্রে এক উচ্চ রব শোনা গেল: 'দেখো, বর এসেছেন! তোমরা তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য বেরিয়ে এসো!' 7 "তখন সব কুমারী উঠে তাদের প্রদীপ সাজিয়ে নিল। 8 নির্বোধ কুমারীরা বুদ্ধিমতীদের বলল, 'তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু দাও; আমাদের প্রদীপগুলি নিভে যাচ্ছে।' 9 "তারা উত্তর দিল, 'না, তোমাদের ও আমাদের জন্য হয়তো পর্যাপ্ত হবে না। বরং যারা তেল বিক্রি করে তাদের কাছে গিয়ে তোমরা নিজেদের জন্য কিছু তেল কিনে আনো।' 10 "তারা তেল কেনার জন্য যখন পথে যাচ্ছে, এমন সময় বর এসে পৌঁছালেন। যে কুমারীরা প্রস্তুত ছিল, তারা তাঁর সঙ্গে বিবাহ আসরে প্রবেশ করল। আর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। 11 "পরে অন্য কুমারীরাও এসে পৌঁছাল। তারা বলল, 'প্রভু! প্রভু! আমাদের জন্যও দরজা খুলে দিন!' 12 "কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমি তোমাদের চিনি না।' 13 "সেই কারণে সজাগ থেকো, কারণ তোমরা সে দিন বা ক্ষণ জানো না। 14 "আবার, এ হবে এমন এক ব্যক্তির মতো, যিনি বিদেশ ভ্রমণে বের হলেন। তিনি তার দাসদের ডেকে তাদের হাতে তার সম্পত্তির ভার দিলেন। 15 একজনকে তিনি পাঁচ তালন্ত অর্থ দিলেন, অপর একজনকে দুই তালন্ত ও আরও একজনকে এক তালন্ত, যার যেমন ক্ষমতা, সেই অনুযায়ী দিলেন। তারপর তিনি ভ্রমণে চলে গেলেন। 16 যে মানুষটি পাঁচ তালন্ত নিয়েছিল, সে তক্ষুনি গিয়ে তার অর্থ বিনিয়োগ করল ও আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করল। 17 একইভাবে, যে দুই তালন্ত নিয়েছিল, সে আরও দুই তালন্ত লাভ করল। 18 কিন্তু যে এক তালন্ত নিয়েছিল, সে ফিরে গেল, মাটিতে গর্ত খুঁড়ল ও তার মনিবের অর্থ লুকিয়ে রাখল। 19 "দীর্ঘ সময় পরে, ওই দাসদের মনিব ফিরে এলেন ও তাদের সঙ্গে হিসেব নিকেশ করতে চাইলেন। 20

যে পাঁচ তালন্ত নিয়েছিল, সে আরও পাঁচ তালন্ত নিয়ে এসে
বলল, 'প্রভু, আপনি আমার হাতে পাঁচ তালন্ত দিয়েছিলেন।
দেখুন, আমি আরও পাঁচ তালন্ত লাভ করেছি।' 21 "তার
মনিব উত্তর দিলেন, 'বেশ করেছ, উত্তম ও বিশ্বস্ত দাস!
তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত থেকেছ; আমি তোমাকে বহু
বিষয়ের উপরে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করব। এসো, তোমার
মনিবের আনন্দের অংশীদার হও!' 22 "যে দুই তালন্ত
নিয়েছিল, সেও এসে বলল, 'প্রভু, আপনি আমাকে দুই
তালন্ত দিয়েছিলেন; দেখুন, আমি আরও দুই তালন্ত লাভ
করেছি।' 23 "তার মনিব উত্তর দিলেন, 'বেশ করেছ, উত্তম
ও বিশ্বস্ত দাস! তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত থেকেছ; আমি
তোমাকে বহু বিষয়ের উপরে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করব।
এসো, তোমার মনিবের আনন্দের অংশীদার হও!' 24
"তখন যে এক তালন্ত অর্থ নিয়েছিল, সে এসে উপস্থিত
হল। সে বলল, 'প্রভু, আমি জানি, আপনি এক কঠোর
প্রকৃতির মানুষ, যেখানে বীজ বোনেননি, সেখানে কাটেন
এবং যেখানে বীজ ছড়াননি, সেখানেই সংগ্রহ করেন। 25
তাই আমি ভীত হয়ে, আপনার তালন্ত মাটিতে লুকিয়ে
রেখেছিলাম। এই দেখুন, আপনার যা, তা ফিরে পেলেন।'
26 "তার মনিব উত্তর দিলেন, 'দুষ্ট ও অলস দাস! তুমি
তো জানতে যে, আমি যেখানে বুনিনি, সেখানেই কাটি
ও যেখানে বীজ ছড়াইনি, সেখানেই সংগ্রহ করি? 27
তাহলে মহাজনদের কাছে তুমি আমার অর্থ গচ্ছিত রাখতে
পারতে, যেন আমি ফিরে এসে তা সুদসমেত ফেরত
পেতাম। 28 "'অতএব, তোমরা ওই তালন্তটি তার কাছ
থেকে নিয়ে নাও এবং যার দশ তালন্ত আছে তাকে দিয়ে
দাও। 29 কারণ যার কাছে আছে, তাকে আরও দেওয়া
হবে ও তার অনেক হবে। যার কাছে নেই, তার কাছে
যা আছে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে। 30
আর তোমরা সেই অকর্মণ্য দাসকে বাইরের অন্ধকারে
ফেলে দাও, যেখানে কেবলই রোদন ও দন্তঘর্ষণ হবে।'
31 "মনুষ্যপুত্র যখন তাঁর মহিমায়, তাঁর সমস্ত দূতদের
সঙ্গে নিয়ে আসবেন, তিনি স্বর্গীয় মহিমায় তাঁর সিংহাসনে
উপবেশন করবেন। 32 সমস্ত জাতিকে তাঁর সামনে উপস্থিত
করা হবে। তিনি লোকেদের, একজন থেকে অপরজনকে
পৃথক করবেন, যেভাবে মেষপালক ছাগদের মধ্য থেকে
মেষদের পৃথক করে। 33 তিনি মেষদের তাঁর ডানদিকে
ও ছাগদের তাঁর বাঁদিকে রাখবেন। 34 "তখন রাজা তাঁর
ডানদিকের লোকদের বলবেন, 'আমার পিতার আশিস
ধন্য তোমরা এসো; জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে যে রাজ্য
তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তোমরা তার অধিকারী
হও। 35 কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে
খাবার দিয়েছিলে; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে
পান করতে দিয়েছিলে; আমি অপরিচিত ছিলাম, তোমরা
আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে; 36 আমার পোশাকের প্রয়োজন
ছিল, তোমরা পোশাক দিয়েছিলে; আমি অসুস্থ ছিলাম,
তোমরা আমার দেখাশোনা করেছিলে; আমি কারাগারে
ছিলাম, তোমরা আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।' 37 "ধার্মিক
ব্যক্তিরা তখন তাঁকে উত্তর দেবে, 'প্রভু, আমরা কখন
আপনাকে ক্ষুধার্ত দেখে আহার দিয়েছিলাম, বা তৃষ্ণার্ত
দেখে পান করতে দিয়েছিলাম? 38 কখনই-বা আপনাকে
অপরিচিত দেখে ভিতরে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছিলাম,
বা পোশাকহীন দেখে পোশাক দিয়েছিলাম? 39 কখনই-
বা আপনাকে অসুস্থ বা কারাগারে দেখে আপনার কাছে
গিয়েছিলাম?' 40 "রাজা উত্তর দেবেন, 'আমি তোমাদের
সত্যিই বলছি, যখন তোমরা আমার এই ভাইবোনদের
মধ্যে নগণ্যতম কারও প্রতি এরকম করেছিলে, তখন
তা আমারই প্রতি করেছিলে।' 41 "তারপরে তিনি তাঁর
বাঁদিকের লোকদের বলবেন, 'অভিশপ্ত তোমরা, আমার
কাছ থেকে দূর হয়ে অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হও, যা দিয়াবল
ও তার দূতদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। (aiōnios g166) 42
কারণ আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে কিছুই খেতে
দাওনি; আমি তৃষ্ণার্ত ছিলাম, তোমরা আমাকে পান করার
জন্য কিছু দাওনি; 43 আমি অপরিচিত ছিলাম, তোমরা
আমাকে আশ্রয় দাওনি; আমার পোশাকের প্রয়োজন
দেখেও আমাকে পোশাক দাওনি; আমি অসুস্থ ও কারাগারে
ছিলাম, তোমরা আমার দেখাশোনা করোনি।' 44 "তারাও
উত্তর দেবে, 'প্রভু, আমরা কখন আপনাকে ক্ষুধার্ত বা
তৃষ্ণার্ত, অপরিচিত বা পোশাকহীন, অসুস্থ বা কারাগারে
দেখে সাহায্য করিনি?' 45 "তিনি উত্তর দেবেন, 'আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই নগণ্যতম জনেদের
কোনো একজনের প্রতি যখন তা করোনি তখন তা তোমরা
আমার প্রতিই করোনি।' 46 "তারপর তারা চিরন্তন শাস্তির
উদ্দেশ্যে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ
করবে।" (aiōnios g166)

**26** এসব বিষয় বলা শেষ করার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের
বললেন, 2 "তোমরা জানো, আর দু-দিন পরে
নিস্তারপর্ব আসছে, তখন মনুষ্যপুত্রকে ক্রুশার্পিত করার
জন্য সমর্পণ করা হবে।" 3 সেই সময় প্রধান যাজকেরা
ও লোকেদের প্রাচীনবর্গ কায়াফা নামক মহাযাজকের
প্রাসাদে সমবেত হল। 4 আর তারা কোনও ছলে যীশুকে

গ্রেপ্তার করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। 5 তারা বলল, “কিন্তু পর্বের সময়ে নয়, তাতে লোকদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।” 6 যীশু যখন বেথানিতে কুষ্ঠরোগী শিমোনের বাড়িতে ছিলেন, 7 তখন একজন নারী একটি শ্বেতস্ফটিকের পাত্রে বহুমূল্য সুগন্ধি তেল নিয়ে তাঁর কাছে এল। যীশু যখন টেবিলে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, সেই নারী তাঁর মাথায় তা উপুড় করে ঢেলে দিল। 8 শিষ্যেরা এই দেখে ভীষণ রুষ্ট হলেন। তাঁরা বললেন, “এই অপচয় কেন? 9 এই সুগন্ধি তেল তো অনেক টাকায় বিক্রি করে দরিদ্রদের দান করা যেত!” 10 একথা শুনে যীশু তাঁদের বললেন, “তোমরা কেন এই মহিলাকে বিরক্ত করছ? সে তো আমার জন্য এক ভালো কাজই করেছে। 11 দরিদ্রেরা তোমাদের সঙ্গে সবসময়ই থাকবে, কিন্তু আমাকে তোমরা সবসময় পাবে না। 12 সে আমার শরীরে এই সুগন্ধি তেল ঢেলে আমাকে সমাধির উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করল। 13 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সমস্ত জগতে যেখানেই এই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সে যা করেছে, স্মৃতির উদ্দেশে তার সেই কাজের কথাও বলা হবে।” 14 তখন সেই বারোজনের মধ্যে একজন, যে যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ নামে আখ্যাত, সে প্রধান যাজকদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 15 “যীশুকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করলে, আপনারা আমাকে কী দেবেন?” তারা তাকে ত্রিশটি রুপোর মুদ্রা গুনে দিল। 16 সেই সময় থেকে যিহূদা তাঁকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল। 17 খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে, শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “নিস্তারপর্বের ভোজ গ্রহণের প্রস্তুতি আমরা কোথায় করব?” 18 তিনি উত্তর দিলেন, “তোমরা নগরে জনৈক ব্যক্তির কাছে যাও ও তাকে বলো, ‘গুরুমহাশয় বলছেন, আমার জন্য নির্ধারিত সময় এসে গেছে। আমি তোমার গৃহে আমার শিষ্যদের নিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ গ্রহণ করতে চাই।’” 19 তাই শিষ্যেরা যীশুর নির্দেশমতো কাজ করলেন ও গিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন। 20 সন্ধ্যা হলে, যীশু সেই বারোজনের সঙ্গে ভোজের টেবিলে হেলান দিয়ে বসলেন। 21 তারা খাওয়াদাওয়া করছেন, এমন সময়ে যীশু বললেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।” 22 তাঁরা ভীষণ দুঃখিত হলেন ও একের পর এক তাঁকে বললেন, “প্রভু, সে নিশ্চয়ই আমি নই?” 23 যীশু উত্তর দিলেন, “যে আমার সঙ্গে খাবারের পাত্রে হাত ডুবালো, সেই আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। 24 মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যে রকম লেখা আছে, তেমনই তিনি চলে যাবেন, কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যে মনুষ্যপুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে! তার জন্ম না হলেই বরং তার পক্ষে ভালো হত।” 25 তখন, যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, সেই যিহূদা বলল, “রব্বি, সে নিশ্চয়ই আমি নই?” যীশু উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, তুমিই সে।” 26 তাঁরা যখন আহার করছিলেন, যীশু রুটি নিলেন, ধন্যবাদ দিলেন ও তা ভাঙলেন। আর তিনি তাঁর শিষ্যদের দিলেন ও বললেন, “তোমরা নাও, এবং ভোজন করো; এ আমার শরীর।” 27 তারপর তিনি পানপাত্র নিলেন, ধন্যবাদ দিলেন ও শিষ্যদের তা দিয়ে বললেন, “তোমরা সবাই এর থেকে পান করো। 28 এ আমার রক্ত, সেই নতুন নিয়মের রক্ত, যা পাপক্ষমার উদ্দেশ্যে অনেকের জন্য পাতিত হচ্ছে। 29 আমি তোমাদের বলছি, এখন থেকে আমি এই দ্রাক্ষারস আর কখনও পান করব না, যতদিন না আমি আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে নতুন দ্রাক্ষারস পান করি।” 30 পরে তাঁরা একটি গান করে সেখান থেকে বের হয়ে জলপাই পর্বতে গেলেন। 31 তারপর যীশু তাঁদের বললেন, “এই রাত্রিতে তোমরা সবাই আমাকে ছেড়ে চলে যাবে, কারণ এরকম লেখা আছে, “‘আমি পালরক্ষককে আঘাত করব, তাতে পালের মেষেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে।’ 32 কিন্তু আমি উত্থিত হলে পর, আমি তোমাদের আগেই গালীলে পৌঁছাব।” 33 পিতর উত্তর দিলেন, “সবাই আপনাকে ছেড়ে চলে গেলেও, আমি কিন্তু কখনও যাব না।” 34 প্রত্যুত্তরে যীশু বললেন, “আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজ রাত্রে, মোরগ ডাকার আগেই, তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।” 35 কিন্তু পিতর তাঁকে বললেন, “আপনার সঙ্গে যদি আমাকে মৃত্যুবরণও করতে হয়, তাহলেও আমি আপনাকে কখনোই অস্বীকার করব না।” অন্য সব শিষ্যও একই কথা বললেন। 36 তারপর যীশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে গেৎশিমানি নামে এক স্থানে গেলেন। তিনি তাদের বললেন, “আমি যতক্ষণ ওখানে প্রার্থনা করি তোমরা ততক্ষণ এখানে বসে থাকো।” 37 তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই পুত্রকে তাঁর সঙ্গে নিলেন। তিনি ক্রমেই দুঃখার্ত ও ব্যাকুল হতে লাগলেন। 38 তারপর তিনি তাঁদের বললেন, “আমার প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখার্ত হয়েছে। তোমরা এখানে থাকো, এবং আমার সঙ্গে জেগে থাকো।” 39 আরও কিছু দূর এগিয়ে, তিনি ভূমিতে উবুড় হয়ে প্রার্থনা করলেন, “পিতা, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে দূর করে দাও। তবুও আমার ইচ্ছামতো নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছামতো হোক।” 40 তারপর তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে

দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি পিতরকে জিজ্ঞাসা
করলেন, "তোমরা কি এক ঘণ্টাও আমার সঙ্গে জেগে
থাকতে পারলে না? 41 জেগে থাকো ও প্রার্থনা করো, যেন
তোমরা প্রলোভনে না পড়ো। আত্মা ইচ্ছুক, কিন্তু শরীর
দুর্বল।" 42 তিনি দ্বিতীয়বার গিয়ে প্রার্থনা করলেন, "পিতা
আমার, আমি পান না করলে যদি এই পাত্র দূর না হয়,
তাহলে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।" 43 যখন তিনি ফিরে
এলেন, তিনি আবার তাঁদের ঘুমাতে দেখলেন, কারণ
তাঁদের চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছিল। 44 তাই তিনি
পুনরায় তাদের ছেড়ে এগিয়ে গেলেন ও একই কথা বলে
তৃতীয়বার প্রার্থনা করলেন। 45 তারপর তিনি শিষ্যদের
কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, "তোমরা কি এখনও ঘুমিয়ে
আছ ও বিশ্রাম করছ? দেখো, সময় হয়েছে। মনুষ্যপুত্রকে
পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 46 ওঠো, চলো
আমরা যাই! দেখো, আমার বিশ্বাসঘাতক এসে পড়েছে!"
47 তিনি তখনও কথা বলছেন সেই সময় বারোজনের
অন্যতম যিহূদা সেখানে এসে উপস্থিত হল। তার সঙ্গে
ছিল একদল সশস্ত্র লোক, তাদের হাতে ছিল তরোয়াল ও
লাঠিসোঁটা। প্রধান যাজকেরা ও লোকসমূহের প্রাচীনবর্গ
তাদের পাঠিয়েছিল। 48 সেই বিশ্বাসঘাতক তাদের এই
সংকেত দিয়ে রেখেছিল, "যাকে আমি চুম্বন করব, সেই
ওই ব্যক্তি; তাকে গ্রেপ্তার কোরো।" 49 সেই মুহূর্তেই যীশুর
কাছে গিয়ে যিহূদা বলল, "রব্বি, নমস্কার!" আর তাঁকে
চুম্বন করল। 50 যীশু উত্তর দিলেন, "বন্ধু, যা করতে এসেছ,
তুমি তাই করো।" তখন সেই লোকেরা এগিয়ে এসে
যীশুকে ধরল ও তাঁকে গ্রেপ্তার করল। 51 তাই দেখে যীশুর
সঙ্গীদের একজন তাঁর তরোয়াল বের করে মহাযাজকের
দাসকে আঘাত করে তার কান কেটে ফেললেন। 52 যীশু
তাঁকে বললেন, "তোমার তরোয়াল পুনরায় স্বস্থানে রাখো,
কারণ যারাই তরোয়াল ধারণ করে তারাই তরোয়ালের দ্বারা
মৃত্যুবরণ করবে। 53 তুমি কি মনে করো? আমি কি আমার
পিতাকে ডাকতে পারি না, আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে কি আমার
অধীনে বারোটি বাহিনীরও বেশি দূত পাঠিয়ে দেবেন না?
54 তাহলে শাস্ত্রবাণী কীভাবে পূর্ণ হবে, যা বলে যে, এসব
এভাবেই ঘটবে?" 55 সেই সময় যীশু লোকদের বললেন,
"আমি কি কোনও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছি যে, তোমরা
তরোয়াল ও লাঠিসোঁটা নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ?
প্রতিদিন আমি মন্দির চত্বরে বসে শিক্ষা দিয়েছি, তখন
তো তোমরা আমাকে গ্রেপ্তার করোনি। 56 কিন্তু এ সমস্ত
এজন্যই ঘটছে, যেন ভাববাদীদের লিখিত বচনগুলি পূর্ণ
হয়।" তখন সব শিষ্য তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন।
57 যারা যীশুকে গ্রেপ্তার করেছিল, তারা তাঁকে মহাযাজক
কায়াফার কাছে নিয়ে গেল। সেখানে সব শাস্ত্রবিদ ও
লোকদের প্রাচীনবর্গ সমবেত হয়েছিল। 58 কিন্তু পিতর
দূর থেকে, মহাযাজকের উঠান পর্যন্ত যীশুকে অনুসরণ
করলেন। তিনি প্রবেশ করে শেষ পর্যন্ত কী হয়, তা দেখার
জন্য রক্ষীদের কাছে গিয়ে বসলেন। 59 প্রধান যাজকেরা ও
সমস্ত মহাসভা যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে
মিথ্যা সাক্ষ্য-প্রমাণ খুঁজছিল। 60 বহু মিথ্যাসাক্ষী এগিয়ে
এলেও তারা সেরকম কিছুই পেল না। শেষে দুজন এগিয়ে
61 এসে বলল, "এই লোকটি বলেছিল, 'আমি ঈশ্বরের
মন্দির ভেঙে ফেলতে ও তিনদিনের মধ্যে তা পুনর্নির্মাণ
করতে পারি।'" 62 তখন মহাযাজক উঠে দাঁড়িয়ে যীশুকে
বললেন, "তুমি কি উত্তর দেবে না? এই লোকেরা তোমার
বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ নিয়ে এসেছে, এগুলি কী?" 63
যীশু তবুও নীরব রইলেন। মহাযাজক তাঁকে বললেন,
"আমি জীবন্ত ঈশ্বরের নামে শপথ করে তোমাকে অভিযুক্ত
করছি: আমাদের বলো দেখি, তুমিই কি সেই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের
পুত্র?" 64 যীশু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই, যেমন তুমি
বলেছ। কিন্তু আমি তোমাদের সবাইকে বলছি: ভাবীকালে
তোমরা মনুষ্যপুত্রকে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডানদিকে
বসে থাকতে ও স্বর্গের মেঘে করে আসতে দেখবে।" 65
তখন মহাযাজক তাঁর কাপড় ছিঁড়ে ফেলে বললেন, "ও
ঈশ্বরনিন্দা করেছে! আমাদের আর সাক্ষ্য-প্রমাণের কী
প্রয়োজন? দেখো, এখন তোমরা ঈশ্বরনিন্দা শুনলে। 66
তোমাদের অভিমত কী?" তারা উত্তর দিল, "ও মৃত্যুরই
যোগ্য।" 67 তারা তখন তাঁর মুখে থুতু দিল ও তাঁকে
ঘুসি মারল। 68 অন্যেরা তাঁকে চড় মেরে বলতে লাগল,
"ওরে খ্রীষ্ট, আমাদের কাছে ভাববাণী বল দেখি, কে
তোকে মারল?" 69 সেই সময় পিতর বাইরের উঠানে
বসেছিলেন। একজন দাসী তাঁর কাছে এসে বলল, "তুমিও
সেই গালীলীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে।" 70 কিন্তু তিনি তাদের
সবার সামনে সেকথা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন,
"আমি জানি না, তুমি কী বলছ।" 71 তখন তিনি ফটকের
কাছে গেলেন। সেখানে অন্য একজন দাসী তাঁকে দেখে,
সেখানকার লোকজনকে বলল, "এই লোকটিও নাসরতীয়
যীশুর সঙ্গে ছিল।" 72 তিনি শপথ করে আবার তা অস্বীকার
করলেন, বললেন, "আমি ওই মানুষটিকে চিনি না!" 73
আরও কিছুক্ষণ পরে, যারা সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তারা
পিতরের কাছে গিয়ে বলল, "নিশ্চিতরূপে তুমি তাদেরই
একজন, কারণ তোমার উচ্চারণভঙ্গিই তা প্রকাশ করছে।"
74 তখন তিনি নিজের উপরে অভিশাপ ডেকে এনে তাদের

কাছে শপথ করে বললেন, "আমি ওই মানুষটিকে চিনিই না!" সেই মুহূর্তে একটি মোরগ ডেকে উঠল। 75 তখন যীশু যে কথা বলেছিলেন, তা পিতরের মনে পড়ল, "মোরগ ডাকার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।" আর তিনি বাইরে গিয়ে খুব কাঁদতে লাগলেন।

**27** ভোরবেলায়, সমস্ত প্রধান যাজক ও লোকদের প্রাচীনবর্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। 2 তারা তাঁকে বেঁধে প্রদেশপাল পীলাতের কাছে গেল ও তাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ করল। 3 যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেই যিহূদা যখন দেখল যে যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে সে তীব্র বিবেক দংশনে বিদ্ধ হল। সে প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনদের কাছে গিয়ে সেই ত্রিশটি রুপোর মুদ্রা ফিরিয়ে দিল। 4 সে বলল, "নির্দোষ মানুষের রক্ত সমর্পণ করে আমি পাপ করেছি।" তারা উত্তরে বলল, "তাতে আমাদের কী? সে তোমার দায়।" 5 তাই যিহূদা সেই অর্থ মন্দিরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। তারপর গিয়ে নিজেকে ফাঁসি দিল। 6 প্রধান যাজকেরা মুদ্রাগুলি তুলে নিয়ে বলল, "এই অর্থ ভাণ্ডারে রাখা বিধানবিরুদ্ধ, কারণ এটি রক্তের মূল্য।" 7 তাই তারা স্থির করল, ওই অর্থ দিয়ে কুমোরের জমি কেনা হবে, যেন বিদেশিদের কবর দেওয়া যেতে পারে। 8 এই কারণে একে আজও পর্যন্ত রক্তক্ষেত্র বলা হয়। 9 তখন ভাববাদী যিরমিয়ের দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হল: "তারা সেই ত্রিশটি রুপোর মুদ্রা নিল, ইস্রায়েল-সন্তানেরা যা তাঁর মূল্য নির্ধারণ করেছিল, 10 আর তারা সেই অর্থ কুমোরের জমি কেনার জন্য ব্যয় করল, যেমন প্রভু আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।" 11 ইতিমধ্যে যীশুকে প্রদেশপালের সামনে দাঁড় করানো হল। প্রদেশপাল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ইহুদিদের রাজা?" যীশু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই, যেমন তুমি বললে।" 12 প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ যখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। 13 তখন পীলাত তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার বিরুদ্ধে ওরা যে সাক্ষ্য এনেছে তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না?" 14 তবুও যীশু কোনো উত্তর দিলেন না, একটি অভিযোগেরও না। এতে প্রদেশপাল অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। 15 সেই সময়ে, পর্ব উপলক্ষে প্রদেশপালের একটি প্রথা ছিল, লোকসাধারণ যে কারাবন্দিকে চাইত, তিনি তাকে মুক্তি দিতেন। 16 তখন যীশু-বারাব্বা নামে তাদের এক কুখ্যাত বন্দি ছিল। 17 তাই লোকেরা সমবেত হলে পীলাত তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের জন্য আমি কাকে মুক্তি দেব, বারাব্বাকে না যীশুকে, যাকে খ্রীষ্ট বলে?" 18 কারণ তিনি জানতেন, তারা ঈর্ষাবশত যীশুকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল। 19 পীলাত যখন বিচারাসনে বসেছিলেন, তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছে এই বার্তা পাঠালেন, "ওই নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি তুমি কিছু কোরো না, কারণ আজ আমি স্বপ্নে তাঁর কারণে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি।" 20 কিন্তু প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ লোকদের প্ররোচিত করে বলল, তারা যেন বারাব্বাকে মুক্তির জন্য চেয়ে নেয়, কিন্তু যীশুকে যেন মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। 21 প্রদেশপাল জিজ্ঞাসা করলেন, "এই দুজনের মধ্যে তোমরা কাকে চাও যে আমি মুক্ত করি?" তারা উত্তর দিল, "বারাব্বাকে।" 22 পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে যীশু, যাকে খ্রীষ্ট বলে, আমি তাকে নিয়ে কী করব?" তারা সকলে মিলে উত্তর দিল, "ওকে ক্রুশে দিন!" 23 পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন? ও কী অপরাধ করেছে?" কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওকে ক্রুশে দিন!" 24 পীলাত যখন দেখলেন, তাঁর সব প্রচেষ্টা নিষ্ফল হচ্ছে, বরং এক হট্টগোলের সৃষ্টি হচ্ছে, তিনি জল নিয়ে লোকদের সামনে তাঁর হাত ধুয়ে বললেন, "আমি এই মানুষটির রক্তপাত সম্পর্কে নির্দোষ। এই দায় তোমাদের!" 25 লোকেরা সবাই উত্তর দিল, "ওর রক্ত আমাদের উপরে ও আমাদের সন্তানের উপরে বর্তাক।" 26 তখন তিনি তাদের কাছে বারাব্বাকে মুক্ত করে দিলেন, কিন্তু যীশুকে চাবুক দিয়ে প্রহার করিয়ে ক্রুশার্পিত করার জন্য সমর্পণ করলেন। 27 এরপর প্রদেশপালের সৈন্যরা যীশুকে তাঁর প্রাসাদে নিয়ে গেল ও তাঁর চারপাশে সমস্ত সৈন্যদলকে একত্র করল। 28 তারা তাঁর পোশাক খুলে একটি লাল রংয়ের পোশাক পরিয়ে দিল। 29 তারপর কাঁটালতা দিয়ে পাকানো একটি মুকুট তৈরি করে তাঁর মাথায় স্থাপন করল। তারা তাঁর ডান হাতে নলখাগড়ার একটি ছড়ি দিল ও তাঁর সামনে নতজানু হয়ে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করল, বলল, "ইহুদিদের রাজা, নমস্কার!" 30 তারা তাঁর গায়ে থুতু দিল, ছড়িটি নিয়ে নিল এবং তা দিয়ে বারবার তাঁর মাথায় আঘাত করতে লাগল। 31 তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রুপ করার পর, তারা তাঁর পোশাকটি খুলে নিল ও তাঁর নিজের পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিল। তারপর তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য নিয়ে গেল। 32 তারা যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা কুরীণ থেকে আগত শিমোন নামে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেল। তারা ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে তাকে বাধ্য করল। 33 তারা গলগথা নামক এক স্থানে এল (নামটির অর্থ, "মাথার খুলির স্থান")। 34 তারা সেখানে যীশুকে পিত্তরসে

মেশানো দ্রাক্ষারস পান করতে দিল; কিন্তু তিনি তার স্বাদ নিয়ে তা পান করতে চাইলেন না। 35 তারা যখন তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করল, তারা গুটিকাপাত করে তাঁর পোশাকগুলি ভাগ করে নিল। 36 আর সেখানে বসে, তারা তাঁকে পাহারা দিতে লাগল। 37 তাঁর মাথার উপরে তারা তাঁর বিরুদ্ধে এই লিখিত অভিযোগপত্র টাঙিয়ে দিল: এই ব্যক্তি যীশু, ইহুদিদের রাজা। 38 দুজন দস্যুকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশার্পিত করা হল, একজনকে তাঁর ডানদিকে, অন্যজনকে তাঁর বাঁদিকে। 39 যারা ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তারা তাদের মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁকে অপমান করে বলতে লাগল, 40 "তুমি নাকি মন্দির ধ্বংস করে তিনদিনের মধ্যে পুনর্নির্মাণ করতে চলেছিলে, এবার নিজেকে রক্ষা করো! তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, ক্রুশ থেকে নেমে এসো!" 41 একইভাবে প্রধান যাজকেরা, শাস্ত্রবিদরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁকে বিদ্রুপ করল। 42 তারা বলল, "ও অন্যদের বাঁচাত, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারে না! ও তো ইস্রায়েলের রাজা! এখন ও ক্রুশ থেকে নেমে আসুক, তাহলে আমরাও ওকে বিশ্বাস করব। 43 ও ঈশ্বরে নির্ভর করে। ঈশ্বরই ওকে নিস্তার করুন, যদি তিনি ওকে চান, কারণ ও বলেছে, 'আমি ঈশ্বরের পুত্র।'" 44 একইভাবে, তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ দুই দস্যুও তাঁকে বিভিন্নভাবে অপমান করল। 45 দুপুর বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত সমস্ত দেশে অন্ধকার ছেয়ে গেল। 46 প্রায় তিনটের সময় যীশু উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, "এলী, এলী, লামা শবক্তানী?" যার অর্থ, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ?" 47 সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন এমন কয়েকজন যখন একথা শুনল, তারা বলল, "ও এলিয়কে ডাকছে।" 48 সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে একজন দৌড়ে গিয়ে একটি স্পঞ্জ নিয়ে এল। সে তা সিরকা মিশ্রিত দ্রাক্ষারসে পূর্ণ করে একটি নলের সাহায্যে যীশুকে পান করতে দিল। 49 অন্যেরা সকলে বলল, "এখন ওকে একা ছেড়ে দাও। দেখি, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কি না।" 50 পরে যীশু আবার উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে তাঁর আত্মাকে সমর্পণ করলেন। 51 আর সেই মুহূর্তে মন্দিরের পর্দাটি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত চিরে দু-টুকরো হল। ভূমিকম্প হল ও পাথর শিলাগুলি বিদীর্ণ হল। 52 কবরসকল উন্মুক্ত হল ও বহু পুণ্যজনের শরীর, যাঁরা পূর্বে নিদ্রাগত হয়েছিলেন, তাদের জীবনে উত্থাপিত করা হল। 53 তাঁরা কবর থেকে বের হয়ে এলেন ও যীশুর পুনরুত্থানের পর পবিত্র নগরে প্রবেশ করলেন এবং বহু মানুষকে দর্শন দিলেন। 54 তখন সেই শত-সেনাপতি ও যারা তার সঙ্গে যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল, সেই ভূমিকম্প ও অন্য সব ঘটনা ঘটতে দেখে, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হল ও বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, "নিশ্চিতরূপেই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন!" 55 সেখানে বহু মহিলাও উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা দূর থেকে সব লক্ষ্য করছিলেন। তাঁরা যীশুর পরিচর্যার জন্য গালীল থেকে তাঁকে অনুসরণ করে আসছিলেন। 56 তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাগ্দালাবাসী মরিয়ম, যাকোব ও যোষির মা মরিয়ম এবং সিবদিয়ের পুত্রদের মা। 57 সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে, সেখানে যোষেফ নামে আরিমাথিয়ার এক ধনী ব্যক্তি উপস্থিত হলেন। তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য হয়েছিলেন। 58 পীলাতের কাছে গিয়ে তিনি যীশুর দেহটি চাইলেন, পীলাত তা তাঁকে দেওয়ার আদেশ দিলেন। 59 যোষেফ সেই দেহটি নিয়ে পরিষ্কার লিনেন কাপড়ে জড়ালেন 60 ও পাথরে খোদাই করা তাঁর নিজের নতুন সমাধি গৃহে তা রাখলেন। তিনি সমাধির প্রবেশপথে একটি বড়ো পাথর গড়িয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেলেন। 61 সেখানে মাগ্দালাবাসী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম কবরের উল্টোদিকে বসেছিলেন। 62 পরের দিন, অর্থাৎ প্রস্তুতি-দিনের পরদিন, প্রধান যাজকেরা ও ফরিশীরা পীলাতের কাছে গেল। 63 তারা বলল, "মহাশয়, আমাদের মনে পড়ছে, সেই প্রবঞ্চক জীবিত থাকাকালীন বলেছিল, 'তিন দিন পরে আমি আবার উত্থিত হব।' 64 সেই কারণে, তিন দিন পর্যন্ত সমাধিটি পাহারা দিতে আদেশ দিন, তা না হলে, তাঁর শিষ্যেরা এসে সেই দেহ চুরি করে নিয়ে যাবে ও লোকদের বলবে যে তিনি মৃতলোক থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন। তাহলে শেষের এই প্রতারণা প্রথমের থেকে আরও গুরুতর হবে।" 65 পীলাত উত্তর দিলেন, "তোমরা পাহারা দাও। গিয়ে সমাধি যতটা সুরক্ষিত রাখতে পারো, তোমরা তাই করো।" 66 তাই তারা গেল, সেই পাথরটি মোহরাঙ্কিত করে সমাধি সুরক্ষিত করল ও প্রহরীদের নিযুক্ত করল।

**28** বিশ্রামদিনের অবসান হলে, সপ্তাহের প্রথম দিনে অতি প্রত্যূষকালে, মাগ্দালাবাসী মরিয়ম ও অন্য মরিয়ম সমাধি দেখতে গেলেন। 2 সেখানে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল, কারণ প্রভুর এক দূত স্বর্গ থেকে নেমে এলেন। তিনি সমাধির কাছে গিয়ে সেই পাথরটি গড়িয়ে দিলেন ও তাঁর উপরে বসলেন। 3 তাঁর বস্ত্র ছিল বিদ্যুতের মতো এবং তাঁর পোশাক ছিল তুষারের মতো ধবধবে সাদা। 4 তাঁকে দেখে প্রহরীরা এত ভয়ভীত হয়েছিল, যে তারা কাঁপতে লাগল ও মরার মতো পড়ে রইল। 5 স্বর্গদূত সেই মহিলাদের বললেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না, কারণ আমি জানি, তোমরা যীশুর অন্বেষণ করছ, যিনি ক্রুশার্পিত

হয়েছিলেন। 6 তিনি এখানে নেই, তিনি মৃত্যু থেকে বেঁচে
উঠেছেন, যেমন তিনি বলেছিলেন। এসো, তিনি যেখানে
শায়িত ছিলেন, সেই স্থানটি দেখবে। 7 তারপর দ্রুত
গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বলো, 'তিনি মৃতলোক থেকে জীবিত
হয়ে উঠেছেন এবং তোমাদের আগেই গালীলে যাচ্ছেন।
সেখানে তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে।' মনে রাখবে, যে
কথা আমি তোমাদের বললাম।" 8 তাই সেই মহিলারা
ভীত, অথচ আনন্দে পূর্ণ হয়ে দ্রুত সমাধি ছেড়ে চলে
গেলেন ও তাঁর শিষ্যদের সংবাদ দেওয়ার জন্য দৌড়ে
গেলেন। 9 হঠাৎ যীশু তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন,
"তোমাদের কল্যাণ হোক।" তারা এগিয়ে এসে তাঁর পা-
দুখানি জড়িয়ে ধরলেন ও তাঁকে প্রণাম করলেন। 10 তখন
যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না। যাও, আমার
ভাইদের গালীলে যেতে বলো; সেখানে তারা আমার দর্শন
পাবে।" 11 সেই মহিলারা যখন পথে যাচ্ছেন, প্রহরীদের
কয়েকজন নগরে প্রবেশ করে প্রধান যাজকদের সমস্ত
ঘটনার বিবরণ দিল। 12 প্রধান যাজকেরা প্রাচীনবর্গের
সঙ্গে মিলিত হয়ে এক কুমন্ত্রণা করল। তারা সেই সৈন্যদের
প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিল, 13 তাদের বলল, "তোমাদের
বলতে হবে, 'রাত্রে আমরা যখন ঘুমিয়েছিলাম, তখন তার
শিষ্যেরা এসে তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে।' 14 আর এই
সংবাদ যদি প্রদেশপালের কাছে যায়, আমরাই তাঁকে
বুঝিয়ে তোমাদের সংকটের সমাধান করব।" অতএব,
সৈন্যরা সেই অর্থ নিয়ে তাদের নির্দেশমতো কাজ করল।
15 আর এই কাহিনি ব্যাপকরূপে ইহুদিদের মধ্যে রটিয়ে
দেওয়া হল, যা আজও পর্যন্ত প্রচলিত আছে। 16 তারপর
সেই এগারোজন শিষ্য গালীলের সেই পর্বতে গেলেন,
যেখানে যীশু তাদের যেতে বলেছিলেন। 17 তাঁরা তাঁকে
দেখে প্রণাম করলেন, কিন্তু কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ
করলেন। 18 তখন যীশু তাঁদের কাছে এসে বললেন, "স্বর্গে
ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে। 19
অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা
ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। 20 আর
আমি তোমাদের যে সমস্ত আদেশ দিয়েছি, সেগুলি পালন
করার জন্য তাদের শিক্ষা দাও। আর আমি নিশ্চিতরূপে,
যুগান্ত পর্যন্ত নিত্য তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।" (aiōn g165)

# মার্ক

1 ঈশ্বরের পুত্র যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের সূচনা। 2 ভাববাদী যিশাইয়ের গ্রন্থে লেখা আছে: "আমি আমার
বার্তাবাহককে তোমার আগে পাঠাব, যে তোমার পথ প্রস্তুত
করবে"— 3 "মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর আহ্বান করছে,
তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করো, তাঁর জন্য রাজপথগুলি
সরল করো।" 4 আর তাই যোহন মরুপ্রান্তরে এসে জলে
বাপ্তিস্ম দিতে এবং মন পরিবর্তন, অর্থাৎ পাপক্ষমার জন্য
বাপ্তিস্ম বিষয়ক বাণী প্রচার করতে লাগলেন। 5 সমগ্র
যিহূদিয়ার গ্রামাঞ্চল ও জেরুশালেম নগরের সমস্ত লোক
তাঁর কাছে যেতে লাগল। তারা নিজের নিজের পাপস্বীকার
করে জর্ডন নদীতে তাঁর কাছে বাপ্তিস্ম নিতে লাগল। 6
যোহন উটের লোমে তৈরি পোশাক এবং কোমরে এক
চামড়ার বেল্ট পরতেন। তাঁর খাদ্য ছিল পঙ্গপাল ও
বনমধু। 7 আর তিনি প্রচার করতেন: "যিনি আমার পরে
আসছেন, তিনি আমার চেয়েও পরাক্রমশালী, নত হয়ে
যাঁর চটিজুতোর ফিতেটুকু খোলারও যোগ্যতা আমার
নেই। 8 আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি, কিন্তু তিনি
তোমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেবেন।" 9 সেই সময়
যীশু গালীল প্রদেশের অন্তর্গত নাসরৎ নগর থেকে এলেন
এবং যোহনের কাছে জর্ডন নদীতে বাপ্তিস্ম নিলেন। 10
যীশু জলের মধ্য থেকে উঠে আসা মাত্র দেখলেন, আকাশ
উন্মুক্ত হয়ে গেছে এবং পবিত্র আত্মা কপোতের মতো
তাঁর উপরে অবতরণ করছেন। 11 আর সেই মুহূর্তে স্বর্গ
থেকে এক স্বর ধ্বনিত হল: "তুমি আমার পুত্র, আমি
তোমাকে প্রেম করি, তোমারই উপর আমি পরম প্রসন্ন।"
12 ঠিক এর পরেই পবিত্র আত্মা তাঁকে মরুপ্রান্তরে পাঠিয়ে
দিলেন 13 এবং সেই মরুপ্রান্তরে চল্লিশ দিন থাকার
সময় যীশু শয়তানের দ্বারা প্রলোভিত হলেন। তখন তাঁর
চারপাশে ছিল বন্যপশু; আর স্বর্গদূতেরা তাঁর পরিচর্যা
করলেন। 14 যোহন কারাগারে বন্দি হওয়ার পর, যীশু
গালীলে গিয়ে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করতে লাগলেন
এবং বললেন: 15 "কাল পূর্ণ হয়েছে, তাই ঈশ্বরের রাজ্য
সন্নিকট। তোমরা মন পরিবর্তন করো ও সুসমাচারে
বিশ্বাস করো।" 16 পরে গালীল সাগরের তীর ধরে হেঁটে
যাওয়ার সময় যীশু, শিমোন ও তাঁর ভাই আন্দ্রিয়কে
দেখতে পেলেন। তাঁরা সাগরের জলে জাল ফেলছিলেন,
কারণ তাঁরা ছিলেন মৎস্যজীবী। 17 যীশু বললেন, "এসো,
আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদের মানুষ-ধরা
জেলে করব।" 18 সেই মুহূর্তেই তাঁরা জাল ফেলে তাঁকে
অনুসরণ করলেন। 19 আরও কিছুটা পথ অতিক্রম করার
পর যীশু সিবদিয়ের ছেলে যাকোব ও তাঁর ভাই যোহনকে
দেখতে পেলেন। তাঁরা দুজন নৌকায় বসে জাল মেরামত
করছিলেন। 20 যীশু তখনই তাঁদের ডাক দিলেন এবং
তাঁরা মজুরদের সঙ্গে তাঁদের বাবা সিবদিয়কে নৌকায়
পরিত্যাগ করে যীশুকে অনুসরণ করলেন। 21 এরপর
তাঁরা সবাই কফরনাহূমে গেলেন। পরবর্তী সাব্বাথ অর্থাৎ
বিশ্রামদিনে যীশু সমাজভবনে গিয়ে লোকদের শিক্ষা দিতে
শুরু করলেন। 22 তাঁর শিক্ষায় লোকেরা বিস্মিত হল, কারণ
তিনি ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির মতো শিক্ষা দিতেন, প্রথাগত
শাস্ত্রবিদদের মতো নয়। 23 সেই সময় সমাজভবনে
উপস্থিত মন্দ-আত্মাগ্রস্ত এক ব্যক্তি চিৎকার করে উঠল, 24
"নাসরতের যীশু, আপনি আমাদের নিয়ে কি করতে চান?
আপনি কি আমাদের ধ্বংস করতে এসেছেন? আমি জানি
আপনি কে—ঈশ্বরের সেই পবিত্রজন!" 25 যীশু তাকে
কঠোরভাবে ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ করো! ওর ভিতর
থেকে বেরিয়ে এসো।" 26 তখন সেই মন্দ-আত্মা চিৎকার
করে লোকটির মধ্য থেকে বেরিয়ে গেল। 27 এই ঘটনায়
লোকেরা এমনই অবাক হল যে, তারা পরস্পর বলাবলি
করল, "এ কী? এ তো এক নতুন ধরনের শিক্ষা—আর
কী কর্তৃত্বপূর্ণ! এমনকি, ইনি কেমন কর্তৃত্ব সহকারে মন্দ-
আত্মাদের আদেশ দেন, আর তারাও তাঁর আজ্ঞা পালন
করে!" 28 অচিরেই যীশুর এসব কীর্তি ও বাণী সমগ্র
গালীল অঞ্চলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। 29 যীশু সমাজভবন
ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে যাকোব ও যোহনকে সঙ্গে নিয়ে
শিমোন ও আন্দ্রিয়ের বাড়িতে গেলেন। 30 সেই সময়
শিমোনের শাশুড়ি জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন, যাঁর
বিষয়ে যীশুকে তাঁরা জানালেন। 31 তাই তিনি প্রথমেই
শিমোনের শাশুড়ির কাছে গেলেন, তাঁর হাত ধরলেন ও
তাঁকে উঠে বসতে সাহায্য করলেন। তক্ষুনি শিমোনের
শাশুড়ির জ্বর ছেড়ে গেল এবং তিনি তাঁদের আপ্যায়ন
করতে লাগলেন। 32 সেদিন সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাওয়ার
পর, স্থানীয় লোকেরা সমস্ত পীড়িত ও ভূতগ্রস্তদের যীশুর
কাছে নিয়ে এল। 33 ফলে শিমোনের বাড়ির দরজায়
সমস্ত নগরের লোক এসে জড়ো হল 34 এবং যীশু বিভিন্ন
ধরনের রোগে আক্রান্ত অসংখ্য মানুষকে সুস্থ করলেন। বহু
ভূতকেও তিনি তাড়ালেন, কিন্তু ভূতদের তিনি কোনো
কথা বলতে দিলেন না, কারণ তারা জানত যে তিনি কে।
35 পরদিন খুব ভোরে, রাত পোহাবার অনেক আগে, যীশু
উঠে পড়লেন এবং বাড়ি ছেড়ে এক নির্জন স্থানে গিয়ে
প্রার্থনা করতে শুরু করলেন। 36 এদিকে শিমোন ও তাঁর

সঙ্গীসাথীরা তাঁকে খুঁজতে বের হলেন। 37 তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁরা উৎফুল্ল কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন, "সবাই আপনার খোঁজ করছে।" 38 যীশু উত্তর দিলেন, "চলো, আমরা অন্য কোথাও—কাছের গ্রামগুলিতে যাই, যেন ওইসব জায়গাতেও আমি বাণী প্রচার করতে পারি, কারণ সেজন্যই আমি এসেছি।" 39 অতএব তিনি গালীলের সর্বত্র বিভিন্ন সমাজভবনে গিয়ে বাণী প্রচার করলেন ও ভূতে ধরা লোকদের সুস্থ করে তুললেন। 40 একবার একজন কুষ্ঠরোগী যীশুর কাছে এসে নতজানু হয়ে মিনতি করল, "প্রভু, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে শুচিশুদ্ধ করতে পারেন।" 41 করুণায় পূর্ণ হয়ে যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ করলেন। বললেন, "আমার ইচ্ছা, তুমি শুচিশুদ্ধ হও।" 42 সঙ্গে সঙ্গে তার কুষ্ঠ মিলিয়ে গেল, সে শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠল। 43 যীশু তাকে তক্ষুনি অন্যত্র পাঠিয়ে এই বলে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করে দিলেন, 44 "দেখো, তুমি একথা কাউকে বোলো না; কিন্তু যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং তোমার শুচিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে তাদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মোশির আদেশমতো নৈবেদ্য উৎসর্গ করো।" 45 কিন্তু সে তা না করে, ফিরে গিয়ে মুক্তকণ্ঠে ঘটনাটির কথা সবাইকে বলে বেড়াতে লাগল, ফলে এই সংবাদ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। এর ফলে যীশু আর কোনো নগরে প্রকাশ্যে প্রবেশ করতে পারলেন না; নগরের বাইরে নির্জন স্থানেই তিনি থাকতে লাগলেন। তবুও বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে মানুষ তাঁর কাছে আসতে লাগল।

**2** কয়েক দিন পরে যীশু যখন আবার কফরনাহূমে প্রবেশ করলেন, তখন সেখানকার লোকজনেরা জানতে পারল যে, তিনি বাড়িতে এসেছেন। 2 ফলে সেই বাড়িতে অসংখ্য লোক জড়ো হল; এমনকি, দরজার বাইরেও তিল ধারণের স্থান রইল না। যীশু তাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করলেন। 3 সেই সময় একদল লোক চারজন বাহকের সাহায্যে এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে যীশুর কাছে নিয়ে আসতে চাইছিল। 4 কিন্তু ভিড়ের জন্য তারা কিছুতেই যীশুর কাছে পৌঁছাতে পারছিল না; ফলে, যীশুর ঠিক মাথার উপরের ছাদ খুলে তারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে খাটে শুইয়ে ঘরের মধ্যে নামিয়ে দিল। 5 তাদের এই ধরনের বিশ্বাস দেখে যীশু পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে বললেন, "বৎস, তোমার সব পাপ ক্ষমা করা হল।" 6 সেখানে কয়েকজন শাস্ত্রবিদ বসেছিল। তারা মনে মনে ভাবল, 7 "লোকটা এভাবে কথা বলছে কেন? এ তো ঈশ্বরনিন্দা! কেবলমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?" 8 তাদের মনের এই কথা যীশু তক্ষুনি তাঁর অন্তরে বুঝতে পেরে তাদের বললেন, "তোমরা এসব কথা চিন্তা করছ কেন? 9 পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে কোন কথাটি বলা সহজ, 'তোমার পাপ ক্ষমা করা হল' বলা, নাকি 'ওঠো, তোমার বিছানা তুলে নিয়ে ঘরে চলে যাও' বলা? 10 কিন্তু আমি চাই যেন তোমরা জানতে পারো যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার মনুষ্যপুত্রের আছে" এই বলে তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিকে বললেন, 11 "ওঠো, তোমার খাট তুলে বাড়ি চলে যাও।" 12 লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে তার খাট তুলে নিয়ে সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঘরের বাইরে হেঁটে চলে গেল। এই দৃশ্য দেখে সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হল এবং তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে বলতে লাগল, "এরকম ঘটনা আমরা কখনও দেখিনি।" 13 যীশু আবার গালীল সাগরের তীরে চলে গেলেন। সেখানে অনেক লোক তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল এবং তিনি তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। 14 এরপর সেখান থেকে ফেরার পথে যীশু দেখলেন, আলফেয়ের পুত্র লেবি কর আদায়ের চালাঘরে বসে আছেন। যীশু তাঁকে বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" লেবি তখনই উঠে পড়লেন ও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। 15 লেবির বাড়িতে যীশু যখন রাতের খাওয়া খেতে বসেছিলেন, তখন বহু কর আদায়কারী ও পাপী মানুষ এসে যীশু ও তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে খেতে বসল। কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই যীশুর অনুগামী ছিল। 16 পাপী ও কর আদায়কারীদের সঙ্গে ওইভাবে পাশাপাশি বসে যীশুকে খাওয়াদাওয়া করতে দেখে, কয়েকজন শাস্ত্রবিদ ফরিশী যীশুর শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করল, "তিনি এইসব কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে বসে কেন খাওয়াদাওয়া করেন?" 17 একথা শুনে যীশু তাদের বললেন, "পীড়িত ব্যক্তিরই চিকিৎসকের প্রয়োজন, সুস্থ ব্যক্তির নয়। আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের আহ্বান করতে এসেছি।" 18 একদিন বাপ্তিস্মদাতা যোহনের শিষ্যেরা ও ফরিশীরা উপোস করছিল। তখন কয়েকজন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, "যোহন আর ফরিশীদের শিষ্যেরা উপোস করে, কিন্তু আপনার শিষ্যেরা করে না, এ কেমন কথা?" 19 যীশু উত্তর দিলেন, "বর সঙ্গে থাকতে তার অতিথিরা কীভাবে উপোস করতে পারে? যতদিন বর তাদের সঙ্গে থাকবে ততদিন তারা তা করতে পারবে না। 20 কিন্তু সময় আসবে, যেদিন বরকে তাদের মধ্য থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে; এবং সেদিনই তারা উপোস করবে। 21 "পুরোনো পোশাকে কেউ নতুন কাপড়ের

তালি লাগায় না। তা করলে নতুন কাপড়ের টুকরোটি
পুরোনো পোশাক থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে ও সেই ছিদ্র
আরও বড়ো হয়ে উঠবে। 22 তেমনই পুরোনো চামড়ার
সুরাধারে কেউ নতুন সুরা রাখে না। তা করলে সুরাধারের
চামড়া ফেটে যাবে। তাতে সুরা এবং সুরাধার দুটিই নষ্ট
হবে—তাই নতুন সুরা নতুন সুরাধারেই রাখতে হবে।" 23
এক বিশ্রামদিনে যীশু শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন।
সেই সময় তাঁর শিষ্যেরা শস্যের শিষ ছিঁড়তে লাগলেন।
24 তা দেখে ফরিশীরা যীশুকে বলল, "আচ্ছা, বিশ্রামদিনে
যা করা বিধিসংগত নয়, তা আপনার শিষ্যেরা করছে
কেন?" 25 তিনি উত্তর দিলেন, "যখন দাউদ ও তাঁর
সঙ্গীরা ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখন খাদ্যের প্রয়োজনে তাঁরা
কী করেছিলেন, তা কি তোমরা কখনও পাঠ করোনি?
26 মহাযাজক অবিয়াথরের সময়ে তিনি ঈশ্বরের গৃহে
প্রবেশ করেছিলেন এবং সেই পবিত্র রুটি খেয়েছিলেন
যা করা একমাত্র যাজকদের পক্ষেই বিধিসংগত ছিল।
এমনকি তিনি তাঁর সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন।" 27 তারপর
তিনি তাদের বললেন, "বিশ্রামদিন সৃষ্ট হয়েছে মানুষের
জন্য, মানুষ বিশ্রামদিনের জন্য সৃষ্ট হয়নি। 28 অতএব,
মনুষ্যপুত্রই হলেন বিশ্রামদিনের প্রভু।"

**3** অন্য এক সময়ে যীশু সমাজভবনে গেলেন। সেখানে
এক লোক ছিল, যার একটি হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। 2
কয়েকজন ফরিশী যীশুকে অভিযুক্ত করার সুযোগ খুঁজে
বেড়াচ্ছিল। যীশু বিশ্রামদিনে লোকটিকে সুস্থ করেন কি
না, দেখার জন্য তারা তাঁর উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখল। 3 যার
হাত শুকিয়ে গিয়েছিল, তাকে যীশু বললেন, "তুমি সবার
সামনে এসে দাঁড়াও।" 4 এরপর যীশু তাদের জিজ্ঞাসা
করলেন, "বিশ্রামদিনে কী করা ন্যায়সংগত, ভালো কাজ
করা, না মন্দ কাজ করা; জীবন রক্ষা করা, না হত্যা
করা?" কিন্তু তারা নীরব হয়ে রইল। 5 যীশু ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে
তাদের সকলের দিকে তাকালেন এবং তাদের হৃদয়ের
তীব্র কাঠিন্যের জন্য তিনি গভীর বেদনায় লোকটিকে
বললেন, "তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" লোকটি হাত
বাড়িয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে তার হাত আগের মতো সম্পূর্ণ
সুস্থ হয়ে গেল। 6 এরপর ফরিশীরা বেরিয়ে গেল এবং
হেরোদীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে শুরু করল যে,
কীভাবে যীশুকে হত্যা করা যায়। 7 যীশু তাঁর শিষ্যদের
নিয়ে গালীল সাগরের দিকে চলে গেলেন। গালীল থেকে
অনেক লোক তাঁকে সেখানে অনুসরণ করল। 8 তারা
যখন যীশুর সমস্ত কীর্তির কথা শুনল, তখন যিহূদিয়া,
জেরুশালেম, ইদুমিয়া, জর্ডনের অপর পারের অঞ্চল
এমনকি টায়ার ও সীদোনের চারদিক থেকে অসংখ্য মানুষ
তাঁর কাছে এসে জড়ো হল। 9 এই বিপুল সংখ্যক লোক
দেখে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, তাঁর জন্য একটি ছোটো
নৌকা প্রস্তুত রাখতে, যেন এত ভিড়ের চাপ তাঁর উপরে
এসে না পড়ে। 10 যেহেতু যীশু এর আগে বহু লোককে
সুস্থ করেছিলেন, তাই অসংখ্য রোগী তাঁকে একবার স্পর্শ
করার জন্য ঠেলাঠেলি করে সামনে এগোতে চাইছিল। 11
তাদের মধ্যে মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিরা তাঁকে দেখে তাঁর
সামনে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করে বলছিল, "আপনিই
সেই ঈশ্বরের পুত্র।" 12 যীশু কিন্তু তাদের কঠোর নির্দেশ
দিলেন, তারা যেন কাউকে না বলে যে, আসলে তিনি কে।
13 পরে যীশু এক পাহাড়ে উঠলেন ও তিনি যাদের ইচ্ছা
করলেন তাঁদের কাছে আহ্বান করলেন, এবং তারা তাঁর
কাছে এগিয়ে এলেন। 14 তিনি বারোজন শিষ্যকে নিয়োগ
করলেন ও তাঁদের "প্রেরিতশিষ্য" বলে ডাকলেন যেন তাঁরা
তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন ও তিনি যেন তাঁদের প্রচারের
কাজে চারদিকে পাঠাতে পারেন 15 এবং তাঁরা যেন ভূত
তাড়ানোর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। 16 যে বারোজনকে তিনি
প্রেরিতশিষ্য পদে নিয়োগ করলেন, তাঁরা হলেন: শিমোন
(যাঁকে তিনি নাম দিয়েছিলেন পিতর), 17 সিবদিয়ের পুত্র
যাকোব ও তাঁর ভাই যোহন (তিনি যাঁদের নাম দিয়েছিলেন
বোনেরগশ, এর অর্থ, বজ্রতনয়); 18 আন্দ্রিয়, ফিলিপ,
বর্থলময়, মথি, থোমা, আলফেয়ের পুত্র যাকোব, থদ্দেয়,
জিলট দলভুক্ত শিমোন, 19 এবং যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ, যে
যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। 20 এরপর যীশু এক
বাড়িতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু সেখানেও আবার এত লোক
ভিড় জমালো যে, তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা খাওয়াদাওয়া
করার সময়ই পেলেন না। 21 এসব ঘটনার কথা শুনে যীশুর
আত্মীয়পরিজনেরা বলল, "ওর বুদ্ধিভ্রম হয়েছে।" এই বলে
তারা তাঁকে ধরে আনতে গেল। 22 আর জেরুশালেম
থেকে যেসব শাস্ত্রবিদ এসেছিল, তারা বলল, "ওর উপর
বেলসবুল ভর করেছে। ভূতদের অধিপতির সাহায্যেই ও
ভূতদের দূর করছে।" 23 যীশু তখন তাদের ডাকলেন
ও রূপকের আশ্রয়ে তাদের বললেন, "শয়তান কীভাবে
শয়তানকে দূর করতে পারে? 24 কোনো রাজ্য যদি নিজের
বিপক্ষে বিভক্ত হয়, তাহলে সেই রাজ্য টিকে থাকতে পারে
না। 25 আবার একটি পরিবার যদি নিজেরই বিরোধিতা
করে, তাহলে সেই পরিবারও টিকে থাকতে পারে না। 26
এভাবে শয়তান যদি নিজেরই বিরুদ্ধে যায় ও বিভক্ত হয়,
তাহলে সেও আর টিকে থাকতে পারে না। অর্থাৎ তার

সমাপ্তি সন্নিকট। 27 বস্তুত, শক্তিশালী ব্যক্তির ধনসম্পত্তি
লুট করতে হলে, প্রথমেই তাকে বেঁধে ফেলতে হয়, তা
না হলে তার ঘরে ঢুকে তার সম্পত্তি লুট করা অসম্ভব।
28 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, মানুষের সব পাপ ও
ঈশ্বরনিন্দা ক্ষমা করা হবে, 29 কিন্তু পবিত্র আত্মার নিন্দা
যে করবে, তাকে কোনো কালেই ক্ষমা করা হবে না, বরং
সে হবে অনন্ত পাপের অপরাধী।" (aiōn g165, aiōnios g166)
30 তাঁর একথা বলার কারণ হল, শাস্ত্রবিদরা বলেছিল,
"ওর মধ্যে মন্দ-আত্মা ভর করেছে।" 31 তখন যীশুর
মা ও ভাইয়েরা সেখানে এসে পৌঁছালেন। তাঁরা ঘরের
বাইরে দাঁড়িয়ে যীশুকে ডেকে আনার জন্য একজনকে
ভিতরে পাঠালেন। 32 সেই সময় যীশুর চারপাশে বহু
মানুষ ভিড় করে বসেছিল। তারা তাঁকে বলল, "আপনার
মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনার
খোঁজ করছেন।" 33 তিনি প্রশ্ন করলেন, "কে আমার মা?
আর আমার ভাইয়েরাই বা কারা?" 34 তারপর, যারা তাঁর
চারপাশে গোল করে বসেছিল, তাদের দিকে তাকিয়ে
তিনি বললেন, "এরাই হল আমার মা ও ভাইয়েরা! 35
কারণ যে কেউ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার
ভাই ও বোন এবং মা।"

**4** যীশু আবার সাগরের তীরে গিয়ে শিক্ষা দেওয়া শুরু
করলেন। সেখানে তাঁর চারপাশে এত লোক এসে ভিড়
করল যে, তিনি সাগরের উপরে একটি নৌকায় উঠলেন
ও তার উপরে বসলেন, লোকেরা রইল সাগরের তীরে,
জলের কিনারায়। 2 তিনি রূপকের মাধ্যমে বহু বিষয়ে
তাদের শিক্ষা দিলেন। তাঁর উপদেশে তিনি বললেন, 3
"শোনো! একজন কৃষক তার বীজবপন করতে গেল। 4
সে যখন বীজ ছড়াচ্ছিল, কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল।
আর পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। 5 কিছু বীজ পাথুরে
জমিতে পড়ল, যেখানে মাটি গভীর ছিল না। মাটি অগভীর
থাকাতে সেগুলো দ্রুত অঙ্কুরিত হল। 6 কিন্তু যখন সূর্য
উঠল চারাগুলি ঝলসে গেল এবং মূল না থাকাতে সেগুলি
শুকিয়ে গেল। 7 অন্য কিছু বীজ পড়ল কাঁটাঝোপের
মধ্যে। সেগুলি বৃদ্ধি পেলে কাঁটাঝোপ তাদের চেপে
রাখল, ফলে সেগুলিতে কোনও দানা হল না। 8 আরও
কিছু বীজ পড়ল উৎকৃষ্ট জমিতে। সেগুলির অঙ্কুরোদগম
হল, বৃদ্ধি পেল এবং ত্রিশগুণ, ষাটগুণ, এমনকি, শতগুণ
পর্যন্ত শস্য উৎপন্ন হল।" 9 এরপর যীশু বললেন, "যার
শোনবার মতো কান আছে, সে শুনুক।" 10 যীশু যখন একা
ছিলেন, তখন সেই বারোজনের সঙ্গে তাঁর চারপাশে থাকা
মানুষেরা এই রূপকটি সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। 11
তিনি তাদের বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্বগুলি
তোমাদের জানতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যারা বাইরের
মানুষ, তাদের কাছে সবকিছুই রূপকের আশ্রয়ে বলা
হবে, 12 যেন, "'তারা ক্রমেই দেখে যায়, কিন্তু কিছুই
বুঝতে পারে না, আর সবসময় শুনতে থাকে, কিন্তু কখনও
উপলব্ধি করে না, অন্যথায় তারা হয়তো ফিরে আসত
ও পাপের ক্ষমা লাভ করত।'" 13 তারপর যীশু তাদের
বললেন, "তোমরা কি এই রূপকটি বুঝতে পারছ না?
তাহলে অন্য কোনো রূপক তোমরা কীভাবে বুঝবে? 14
কৃষক বাক্য-বীজ বপন করে। 15 কিছু মানুষ পথের ধারে
থাকা লোকের মতো, যেখানে বীজবপন করা হয়েছিল।
তারা তা শোনামাত্র, শয়তান এসে তাদের মধ্যে বপন
করা বাক্য হরণ করে নেয়। 16 অন্য কিছু লোক পাথুরে
জমিতে ছড়ানো বীজের মতো। তারা বাক্য শুনে তক্ষুনি
তা আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। 17 কিন্তু যেহেতু সেগুলির
মধ্যে শিকড় নেই, সেগুলি ক্ষণস্থায়ী হয়। বাক্যের কারণে
যখন কষ্টসমস্যা বা নির্যাতন ঘটে, তারা দ্রুত পতিত
হয়। 18 আরও কিছু লোক, কাঁটাঝোপে ছড়ানো বীজের
মতো। তারা বাক্য শ্রবণ করে, 19 কিন্তু এই জীবনের
বিভিন্ন দুশ্চিন্তা, ধনসম্পত্তি, ছলনা ও অন্য সব বিষয়ের
কামনাবাসনা এসে উপস্থিত হলে, তা সেই বাক্যকে চেপে
রাখে, ফলে তা ফলহীন হয়। (aiōn g165) 20 আর, যারা
উৎকৃষ্ট জমিতে বপন করা বীজের মতো, তারা বাক্য শুনে
তা গ্রহণ করে এবং যা বপন করা হয়েছিল, তার ত্রিশগুণ,
ষাটগুণ, এমনকি, শতগুণ পর্যন্ত ফল উৎপন্ন করে।" 21
তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কি কোনো প্রদীপ এনে,
তা কোনও গামলা বা খাটের নিচে রাখো? বরং তোমরা
কি তা বাতিদানের উপরেই রাখো না? 22 এতে যা কিছু
গুপ্ত থাকে, তা প্রকাশ পায় এবং যা কিছু লুকোনো থাকে,
তা প্রকাশ্যে নিয়ে আসা হয়। 23 যদি কারও শোনবার
মতো কান থাকে, সে শুনুক।" 24 তিনি বলে চললেন,
"তোমরা যা শুনছ, তা সতর্কভাবে বিবেচনা করে দেখো।
যে মানদণ্ডে তোমরা পরিমাপ করবে, সেই একই মানদণ্ডে,
কিংবা আরও কঠোর মানদণ্ডে তোমাদের পরিমাপ করা
হবে। 25 যার আছে, তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে,
যার নেই, তার যেটুকু আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে
নেওয়া হবে।" 26 তিনি আরও বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্য
এরকম। কোনো ব্যক্তি জমিতে বীজ ছড়ায়। 27 দিনরাত
সে জেগে বা ঘুমিয়ে কাটালেও, বীজের অঙ্কুরোদগম হয় ও
তা বেড়ে ওঠে। অথচ, কেমন করে তা হল, তার সে কিছুই

বুঝতে পারে না। 28 মাটি নিজে থেকেই শস্য উৎপন্ন
করে—প্রথমে অঙ্কুর, পরে শিষ, তারপর শিষের মধ্যে
পরিণত দানা। 29 দানা পরিপক্ক হলে, সে তক্ষুনি তাতে
কাস্তে চালায়, কারণ শস্য কাটার সময় উপস্থিত হয়েছে।"
30 তিনি আবার বললেন, "আমরা কী বলব, ঈশ্বরের রাজ্য
কীসের মতো? অথবা তা বর্ণনা করার জন্য আমরা কোন
রূপক ব্যবহার করব? 31 এ যেন এক সর্ষে বীজের মতো;
তোমরা যতরকম বীজ জমিতে বোনো, তা সেগুলির মধ্যে
ক্ষুদ্রতম। 32 তবুও বোনা হলে তা বৃদ্ধি পায় ও বাগানের
অন্য সব গাছপালা থেকে বড়ো হয়ে ওঠে। এর শাখাগুলি
এত বিশাল হয় যে, আকাশের পাখিরা এসে এর ছায়ায়
বাসা বাঁধতে পারে।" 33 এ ধরনের আরও অনেক রূপকের
মাধ্যমে, যীশু তাদের বুঝবার সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের
কাছে বাক্য প্রচার করলেন। 34 রূপক ব্যবহার না করে
তিনি তাদের কাছে কোনো কথাই বললেন না। কিন্তু তিনি
তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে একান্তে থাকার সময়, তাঁদের কাছে
সবকিছুই ব্যাখ্যা করতেন। 35 সেদিন সন্ধ্যা হলে যীশু
তাঁর শিষ্যদের বললেন, "চলো আমরা ওপারে যাই।" 36
সকলকে পিছনে রেখে, যীশু যেভাবে নৌকায় ছিলেন,
সেভাবেই তাঁকে নিয়ে শিষ্যেরা নৌকায় যাত্রা করলেন।
তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকটি নৌকা ছিল। 37 ভয়ংকর এক
ঝড় এসে উপস্থিত হল। ঢেউ নৌকার উপরে এমনভাবে
আছড়ে পড়তে লাগল যে, নৌকা প্রায় জলে পূর্ণ হতে
লাগল। 38 যীশু নৌকার পিছন দিকে একটি বালিশে মাথা
রেখে ঘুমাচ্ছিলেন। শিষ্যেরা তাঁকে জাগিয়ে তুলে বললেন,
"গুরুমহাশয়, আমরা ডুবে যাচ্ছি, আপনার কি কোনও
চিন্তা নেই?" 39 তিনি উঠে ঝড়কে থেমে যাওয়ার আদেশ
দিলেন ও ঢেউগুলিকে বললেন, "শান্ত হও! স্থির হও!"
তখন ঝড় থেমে গেল ও সবকিছু সম্পূর্ণ শান্ত হল। 40
তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "তোমরা এত ভয় পেলে
কেন? তোমাদের কি এখনও কোনো বিশ্বাস নেই?" 41
আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন,
"ইনি তাহলে কে? ঝড় ও ঢেউ যে এঁর আদেশ পালন
করে!"

**5** তারা গালীল সাগর আড়াআড়ি পার হয়ে গেরাসেনী
অঞ্চলে পৌঁছালেন। 2 যীশু নৌকা থেকে নেমে এলে
এক মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তি কবরস্থান থেকে বের হয়ে তাঁর
সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল। 3 এই মানুষটি কবরস্থানে বাস
করত। কেউ তাকে আর বেঁধে রাখতে পারত না, এমনকি,
শিকল দিয়েও নয়। 4 কারণ তার হাত পা প্রায়ই শিকল
দিয়ে বাঁধা হত, কিন্তু সে ওই শিকল ছিঁড়ে ফেলত এবং
পায়ের লোহার বেড়িও ভেঙে ফেলত। তাকে বশ করার
মতো শক্তি কারও ছিল না। 5 সে দিনরাত কবরস্থানে
ও পাহাড়ে পাহাড়ে চিৎকার করে বেড়াত এবং পাথর
দিয়ে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করত। 6 সে দূর থেকে যীশুকে
দেখতে পেয়ে দৌড়ে এসে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম
করল। 7 তারপর সে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠল,
"হে পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র যীশু! আমাকে নিয়ে আপনি কী
করতে চান? আমি আপনাকে ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি,
আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না।" 8 কারণ যীশু তাকে ইতিমধ্যে
বলেছিলেন, "ওহে মন্দ-আত্মা, এই মানুষটির ভিতর থেকে
বেরিয়ে এসো!" 9 তারপর যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,
"তোমার নাম কী?" সে উত্তর দিল, "আমার নাম বাহিনী,
কারণ আমাদের সংখ্যা অনেক।" 10 আর সে বারবার
যীশুর কাছে অনুনয়-বিনয় করতে লাগল, যেন সেই এলাকা
থেকে তিনি তাদের তাড়িয়ে না দেন। 11 অদূরে পাহাড়ের
ঢালে বিশাল একপাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল। 12 ওই
ভূতেরা যীশুর কাছে মিনতি করতে লাগল, "আমাদের ওই
শূকরদের মধ্যে পাঠিয়ে দিন; ওদের ভিতরে প্রবেশ করার
অনুমতি আমাদের দিন।" 13 তিনি তাদের যাওয়ার অনুমতি
দিলেন। তখন মন্দ-আত্মারা বের হয়ে সেই শূকরদের
মধ্যে প্রবেশ করল। পালে প্রায় দুই হাজার শূকর ছিল।
সেই শূকরের পাল হ্রদের ঢালু পাড় বেয়ে ছুটে গেল এবং
হ্রদে ডুবে মরল। 14 যারা ওই শূকরদের চরাচ্ছিল, তারা
দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে নগরে ও গ্রামে-গঞ্জে এই বিষয়ের
সংবাদ দিল। আর কী ঘটেছে, তা দেখার জন্য লোকেরা
বেরিয়ে এল। 15 তারা যীশুর কাছে এসে দেখল, যে ব্যক্তির
উপরে ভূত বাহিনী ভর করেছিল, সে পোশাক পরে সুবোধ
হয়ে সেখানে বসে আছে। তারা সবাই ভয় পেয়ে গেল। 16
প্রত্যক্ষদর্শীরা সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিটির ও সেই শূকরপালের
পরিণতির কথা সকলকে বলতে লাগল। 17 তখন সেই
লোকেরা তাদের অঞ্চল ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য যীশুকে
অনুরোধ করল। 18 যীশু নৌকায় উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন
সময় সেই ব্যক্তি, যে ভূতগ্রস্ত ছিল, তাঁর সঙ্গে যাওয়ার
জন্য অনুরোধ করল। 19 যীশু তাকে সেই অনুমতি দিলেন
না, কিন্তু বললেন, "তুমি বাড়িতে তোমার পরিবারের কাছে
যাও ও তাদের বলো, প্রভু তোমার জন্য যে যে মহান কাজ
করেছেন এবং কেমন করে তিনি তোমার প্রতি দয়া প্রদর্শন
করেছেন।" 20 তখন সে চলে গেল এবং যীশু তার জন্য
যা করেছেন, সেকথা ডেকাপলিতে প্রচার করতে লাগল।
আর সব মানুষই এতে চমৎকৃত হল। 21 যীশু যখন আবার

নৌকায় উঠে আড়াআড়ি সাগরের অপর পারে গেলেন, সাগরের তীরে তখন তাঁর চারপাশে অনেক লোকের সমাবেশ হল। 22 সেই সময় যায়ীর নামে সমাজভবনের একজন অধ্যক্ষ সেখানে এলেন। যীশুকে দেখে তিনি তাঁর চরণে পতিত হলেন। 23 তিনি আকুলভাবে তাঁর কাছে অনুনয় করলেন, "আমার ছোটো মেয়েটি মরণাপন্ন। আপনি দয়া করে আসুন ও তার উপরে হাত রাখুন, যেন সে আরোগ্য লাভ করে বাঁচতে পারে।" 24 তাই যীশু তাঁর সঙ্গে চললেন। অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করছিল ও তারা চারপাশ থেকে ঠেলাঠেলি করে তাঁর উপরে প্রায় চেপে পড়তে লাগল। 25 সেখানে এক নারী ছিল, যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাবের ব্যাধিতে ভুগছিল। 26 বহু চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থেকে সে অনেক কষ্টভোগ করেছিল। সে তার সর্বস্ব ব্যয় করেছিল, কিন্তু ভালো হওয়ার পরিবর্তে তার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। 27 যীশুর কথা শুনে ভিড়ের মধ্যে সে পিছন দিকে এল এবং তাঁর পোশাক স্পর্শ করল। 28 কারণ সে ভেবেছিল, "আমি যদি কেবলমাত্র তাঁর পোশাকটি স্পর্শ করতে পারি, তাহলেই আমি সুস্থ হয়ে যাব।" 29 আর তক্ষুনি তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল এবং সে শরীরে অনুভব করল যে, সে তার কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়েছে। 30 সেই মুহূর্তে যীশু উপলব্ধি করলেন যে, তাঁর মধ্য থেকে শক্তি নির্গত হয়েছে। তিনি পিছনে লোকদের দিকে ঘুরে বললেন, "কে আমার পোশাক স্পর্শ করেছে?" 31 তাঁর শিষ্যেরা উত্তর দিলেন, "আপনি দেখতে পাচ্ছেন, লোকেরা আপনার উপর চাপাচাপি করে পড়ছে, তবুও আপনি জিজ্ঞাসা করছেন, 'কে আমাকে স্পর্শ করল'?" 32 কিন্তু যীশু চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন, কে এই কাজ করেছে। 33 তখন সেই নারী, তার প্রতি কী ঘটেছে জেনে, যীশুর কাছে এসে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল। সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সমস্ত সত্য তাঁকে জানাল। 34 যীশু তাকে বললেন, "কন্যা, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে। শান্তিতে ফিরে যাও ও তোমার কষ্ট থেকে মুক্তি পাও।" 35 যীশু তখনও কথা বলছেন, এমন সময় সমাজভবনের অধ্যক্ষ যায়ীরের বাড়ি থেকে কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হল। তারা বলল, "আপনার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। আর কেন গুরুমহাশয়কে বিব্রত করছেন?" 36 তাদের কথা অগ্রাহ্য করে যীশু সেই অধ্যক্ষকে বললেন, "ভয় পেয়ো না, শুধু বিশ্বাস করো।" 37 তিনি পিতর, যাকোব ও যাকোবের ভাই যোহন, এই তিনজন ছাড়া আর কাউকে তাঁর সঙ্গে যেতে দিলেন না। 38 তাঁরা সেই অধ্যক্ষের বাড়িতে এলে যীশু দেখলেন, সেখানে প্রচণ্ড হৈ হট্টগোল হচ্ছে, লোকেরা কাঁদছে ও তারস্বরে বিলাপ করছে। 39 তিনি ভিতরে প্রবেশ করে তাদের বললেন, "তোমরা এত হৈ হট্টগোল ও বিলাপ করছ কেন? মেয়েটি মরেনি, ও ঘুমিয়ে আছে।" 40 তারা কিন্তু তাঁকে উপহাস করল। তাদের সবাইকে বের করে দিয়ে তিনি মেয়েটির বাবা-মা ও তাঁর সঙ্গী শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে মেয়েটি ভিতরে যেখানে ছিল, সেখানে গেলেন। 41 তিনি তার হাত ধরে তাকে বললেন, "টালিথা কওম্!" (এর অর্থ, "খুকুমণি, আমি তোমাকে বলছি, ওঠো") 42 সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল ও চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল (তার বয়স ছিল বারো বছর)। এতে তারা সম্পূর্ণরূপে বিস্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়ল। 43 তিনি তাদের দৃঢ় আদেশ দিলেন, কেউ যেন এ বিষয়ে জানতে না পারে। তারপর তিনি মেয়েটিকে কিছু খাবার খেতে দিতে বললেন।

**6** যীশু সেই স্থান ত্যাগ করে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে নিজের নগরে গেলেন। 2 বিশ্রামদিন উপস্থিত হলে তিনি সমাজভবনে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর শ্রোতাদের অনেকেই এতে বিস্মিত হল। তারা প্রশ্ন করল, "এই লোকটি কোথা থেকে এমন জ্ঞান পেল? সে এসব অলৌকিক কাজ কীভাবে করছে? 3 এ কি সেই ছুতোরমিস্ত্রি নয়? এ কি মরিয়মের পুত্র নয় এবং যাকোব, যোষি, যিহূদা ও শিমোনের দাদা নয়? ওর বোনেরাও কি এখানে আমাদের মধ্যে নেই?" তারা তাঁর উপরে বিরূপ হয়ে উঠল। 4 যীশু তাদের বললেন, "নিজের নগরে আপনজনদের মধ্যে ও নিজের গৃহে ভাববাদী অসম্মানিত হন।" 5 তিনি সেখানে আর কোনো অলৌকিক কাজ করতে পারলেন না, কেবলমাত্র কয়েকজন অসুস্থ ব্যক্তির উপরে হাত রাখলেন ও তাদের সুস্থ করলেন। 6 তাদের বিশ্বাসের অভাব দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। তারপর যীশু গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 7 তিনি সেই বারোজনকে তাঁর কাছে ডেকে, দুজন দুজন করে তাঁদের পাঠালেন। তিনি তাঁদের অশুচি আত্মার উপরে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও প্রদান করলেন। 8 তাঁর নির্দেশগুলি ছিল এরকম: "যাত্রার উদ্দেশে একটি ছড়ি ছাড়া আর কিছুই সঙ্গে নিয়ো না—কোনো খাবার, কোনো থলি বা কোমরের বেল্টে কোনো অর্থও নয়। 9 চটিজুতো পরো, কিন্তু কোনো অতিরিক্ত পোশাক নিয়ো না। 10 কোনো বাড়িতে প্রবেশ করলে, সেই নগর পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমরা সেখানেই থেকো। 11 আর কোনো স্থানের মানুষ যদি তোমাদের স্বাগত না জানায়, বা তোমাদের

বাক্যে কর্ণপাত না করে, সেই স্থান ছেড়ে যাওয়ার সময় তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যস্বরূপ তোমাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলো।" 12 তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন ও প্রচার করতে লাগলেন, যেন লোকেরা মন পরিবর্তন করে। 13 তাঁরা বহু ভূত বিতাড়িত করলেন ও অনেক অসুস্থ মানুষকে তেল দিয়ে অভিষেক করে তাদের রোগনিরাময় করলেন। 14 রাজা হেরোদ এ সম্পর্কে শুনতে পেলেন, কারণ যীশুর নাম সুপরিচিত হয়ে উঠেছিল। কেউ কেউ বলছিল, "বাপ্তিষ্মদাতা যোহন মৃতলোক থেকে উত্থাপিত হয়েছেন, সেই কারণে এইসব অলৌকিক ক্ষমতা তাঁর মধ্যে সক্রিয় রয়েছে।" 15 অন্যেরা বলল, "তিনি এলিয়।" কিন্তু আরও অন্যেরা দাবি করল, "উনি একজন ভাববাদী, বা পুরাকালের ভাববাদীদের মতোই একজন।" 16 কিন্তু হেরোদ একথা শুনে বললেন, "যে যোহনের আমি মাথা কেটেছিলাম, তিনি মৃতলোক থেকে উত্থাপিত হয়েছেন!" 17 কারণ হেরোদ স্বয়ং যোহনকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁকে শিকলে বেঁধে কারাগারে বন্দি করেছিলেন। তাঁর ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য তিনি এ কাজ করেছিলেন, কারণ তিনি তাকে বিবাহ করেছিলেন। 18 এর কারণ হল, যোহন ক্রমাগত হেরোদকে বলতেন, "ভাইয়ের স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করা আপনার পক্ষে ন্যায়সংগত নয়।" 19 সেই কারণে, হেরোদিয়া যোহনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ পোষণ করছিল ও তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। 20 কারণ, হেরোদ যোহনকে ভয় করতেন এবং তিনি একজন ধার্মিক ও পবিত্র মানুষ জেনে তাঁকে সুরক্ষা দিতেন। হেরোদ যখন যোহনের কথা শুনলেন, তখন তিনি অত্যন্ত হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন, তবুও তিনি তাঁর কথা শুনতে ভালোবাসতেন। 21 অবশেষে এক সুযোগ এসে গেল। হেরোদ তাঁর জন্মদিনে তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সেনাধক্ষ্য ও গালীলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের জন্য এক ভোজসভার আয়োজন করলেন। 22 সেখানে হেরোদিয়ার মেয়ে এসে নৃত্য পরিবেশন করে হেরোদ ও ভোজে আগত অতিথিদের সন্তুষ্ট করল। রাজা সেই মেয়েকে বললেন, "তুমি যা খুশি আমার কাছে চাইতে পারো, আমি তা তোমাকে দেব।" 23 তিনি শপথ করে তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, "তুমি যা চাইবে, অর্ধেক রাজত্ব হলেও আমি তোমাকে তাই দেব।" 24 সে বাইরে গিয়ে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, "আমি কী চাইব?" তার মা উত্তর দিল, "বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের মাথা।" 25 মেয়েটি তখনই ভিতরে প্রবেশ করে রাজাকে তার অনুরোধ জানাল, "আমি চাই, আপনি একটি থালায় বাপ্তিষ্মদাতা যোহনের মাথা এনে এখনই আমাকে দিন।" 26 রাজা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন, কিন্তু তাঁর নিজের শপথের জন্য ও যাঁরা তাঁর সঙ্গে ভোজসভায় বসেছিলেন, তাঁদের জন্য তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলেন না। 27 তিনি তক্ষুনি যোহনের মাথা কেটে নিয়ে আসার আদেশ দিয়ে একজন ঘাতককে পাঠালেন। লোকটি কারাগারে গিয়ে যোহনের মাথা কাটল। 28 সে থালায় করে তাঁর কাঁটা মাথা নিয়ে এল। তিনি তা নিয়ে সেই মেয়েটিকে দিলেন ও সে তা নিয়ে তার মাকে দিল। 29 একথা শুনে যোহনের শিষ্যেরা এসে তাঁর শরীর নিয়ে গেল ও কবরে শুইয়ে দিল। 30 প্রেরিতশিষ্যেরা যীশুর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁদের সমস্ত কাজ ও শিক্ষাদানের বিবরণ দিলেন। 31 সেই সময় এত বেশি লোক সেখানে যাওয়া-আসা করছিল যে, তাঁরা খাবার খাওয়ারও সুযোগ পাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা আমার সঙ্গে কোনো নির্জন স্থানে চলো ও সেখানেই কিছু সময় বিশ্রাম করো।" 32 তাই তাঁরা নিজেরাই নৌকায় করে এক নির্জন স্থানে গেলেন। 33 কিন্তু সেই স্থান ত্যাগ করার সময় বহু মানুষ তাঁদের চিনতে পারল। লোকেরা সব নগর থেকে দৌড়ে গিয়ে তাঁদের আগেই সেখানে উপস্থিত হল। 34 তীরে নেমে যীশু যখন অনেক লোককে দেখতে পেলেন, তিনি তাদের প্রতি করুণায় পূর্ণ হলেন। কারণ তারা ছিল পালকহীন মেষপালের মতো। তাই তিনি তাদের বহু বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 35 এসময় দিনের প্রায় অবসান হয়ে এল। তাই শিষ্যেরা তাঁর কাছে এসে বললেন, "এ এক নির্জন এলাকা, আর ইতিমধ্যে অনেক দেরিও হয়ে গেছে। 36 লোকদের বিদায় দিন, যেন তারা কাছাকাছি গ্রাম বা পল্লিতে যেতে পারে ও নিজেদের জন্য কিছু খাবার কিনতে পারে।" 37 কিন্তু প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, "তোমরা তাদের কিছু খেতে দাও।" তাঁরা তাঁকে বললেন, "এর জন্য ছয় মাসের বেতনের সমান পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে। আমরা কি গিয়ে অত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে রুটি কিনে লোকদের খেতে দেব?" 38 তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কাছে কতগুলি রুটি আছে? যাও গিয়ে দেখো।" তারা খুঁজে দেখে বললেন, "পাঁচটি রুটি, আর দুটি মাছও আছে।" 39 তখন যীশু লোকদের সবুজ ঘাসে দলে দলে বসাবার জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দিলেন। 40 তারা এক-একটা সারিতে একশো জন ও পঞ্চাশ জন করে বসে গেল। 41 সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে যীশু স্বর্গের দিকে দৃষ্টি দিলেন, ধন্যবাদ দিলেন ও রুটিগুলিকে ভাঙলেন। তারপর তিনি সেগুলি লোকদের পরিবেশন করার জন্য তাঁর শিষ্যদের হাতে তুলে

দিলেন। তিনি সেই মাছ দুটিও সবার মধ্যে ভাগ করে
দিলেন। 42 তারা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। 43 আর
শিষ্যেরা অবশিষ্ট রুটি ও মাছের টুকরো সংগ্রহ করে বারো
ঝুড়ি পূর্ণ করলেন। 44 যতজন পুরুষ খাবার খেয়েছিল,
তাদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। 45 পর মুহূর্তেই যীশু তাঁর
শিষ্যদের নৌকায় তুলে দিয়ে তাঁর যাওয়ার আগেই তাঁদের
বেথসৈদায় যেতে বললেন, ইতিমধ্যে তিনি সকলকে
বিদায় দিলেন। 46 তাঁদের বিদায় করে তিনি প্রার্থনা করার
জন্য একটি পাহাড়ে উঠে গেলেন। 47 সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে।
নৌকা ছিল সাগরের মাঝখানে, কেবলমাত্র তিনি একা স্থলে
ছিলেন। 48 তিনি দেখলেন, প্রতিকূল বাতাসে শিষ্যেরা
অতিকষ্টে নৌকা বইছিল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরে তিনি সাগরে,
জলের উপরে হেঁটে শিষ্যদের কাছে চললেন। তিনি তাঁদের
পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলেন। 49 কিন্তু তাঁকে সাগরের
উপর দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে তাঁরা তাঁকে কোনও ভূত
মনে করলেন। 50 তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন, কারণ
তাঁরা সবাই তাঁকে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন।
তিনি তক্ষুনি তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি বললেন,
"সাহস করো! এ আমি! ভয় পেয়ো না।" 51 তারপর তিনি
তাঁদের কাছে নৌকায় উঠলেন। বাতাস থেমে গেল। তাঁরা
সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হলেন, 52 কারণ তাঁরা সেই রুটির
বিষয়ে কিছুই বুঝতে পারেননি, তাঁদের হৃদয় কঠিন হয়ে
পড়েছিল। 53 তাঁরা সাগরের অপর পারে গিয়ে গিনেষরৎ
প্রদেশে নৌকা থেকে নামলেন ও নৌকা নোঙর করলেন।
54 তাঁরা নৌকা থেকে নামা মাত্রই লোকেরা যীশুকে চিনতে
পারল। 55 তারা সেখানকার সমগ্র অঞ্চলে ছুটে গেল এবং
যেখানেই যীশু আছেন শুনতে পেল, তারা সেখানেই খাটে
করে পীড়িতদের বয়ে নিয়ে এল। 56 আর যেখানেই তিনি
গেলেন—গ্রামে, নগরে বা পল্লি-অঞ্চলে—সেখানেই তারা
পীড়িতদের বাজারের মধ্যে এনে রাখল। তারা মিনতি
করল, তিনি যেন তাঁর পোশাকের আঁচলও তাদের স্পর্শ
করতে দেন। আর যারাই তাঁকে স্পর্শ করল, তারা সবাই
সুস্থ হল।

**7** জেরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরিশী ও শাস্ত্রবিদ
এসে যীশুর চারপাশে জড়ো হল। 2 তারা দেখল,
তাঁর কয়েকজন শিষ্য অশুচি হাতে, অর্থাৎ হাত না ধুয়ে
খাবার গ্রহণ করছে। 3 (ফরিশীরা ও সমগ্র ইহুদি সমাজ
প্রাচীনদের নিয়ম অনুসারে সংস্কারগতভাবে হাত না ধুয়ে
খাবার গ্রহণ করত না। 4 হাটবাজার থেকে ফিরে এসে
তারা স্নান না করে খাবার খেতো না। আরও বহু প্রথা
তারা পালন করত, যেমন ঘটি, কলশি ও বিভিন্ন পাত্র
পরিষ্কার করা।) 5 সেই কারণে ফরিশীরা ও শাস্ত্রবিদরা
যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার শিষ্যেরা প্রাচীনদের
প্রথা অনুসরণ না করে অশুচি হাতেই খাবার খাচ্ছে কেন?"
6 তিনি উত্তর দিলেন, "ভণ্ডের দল! যিশাইয় তোমাদের
সম্পর্কে সঠিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন: যেমন লেখা আছে:
"'এই লোকেরা তাদের ওষ্ঠাধরে আমাকে সম্মান করে,
কিন্তু তাদের হৃদয় থাকে আমার থেকে বহুদূরে। 7 বৃথাই
তারা আমার উপাসনা করে, তাদের শিক্ষামালা বিভিন্ন
মানুষের শেখানো নিয়মবিধি মাত্র।' 8 তোমরা ঈশ্বরের
আদেশ উপেক্ষা করে মানুষের প্রথা আঁকড়ে আছ।" 9 তিনি
তাদের আরও বললেন, "তোমাদের নিজস্ব প্রথা পালন
করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের আদেশ এক পাশে সরিয়ে রাখার
এক সুন্দর উপায় তোমাদের আছে। 10 মোশি বলেছেন,
তোমার বাবা ও তোমার মাকে সম্মান কোরো, এবং 'যে
কেউ তার বাবা অথবা মাকে অভিশাপ দেয়, তার অবশ্যই
প্রাণদণ্ড হবে।' 11 কিন্তু তোমরা বলে থাকো, কেউ যদি তার
বাবা অথবা মাকে বলে, 'আমার কাছ থেকে যে সাহায্য
তোমরা পেতে পারতে, তা কর্বান,' (অর্থাৎ ঈশ্বরকে দেওয়া
হয়েছে)— 12 তাহলে তাকে তার বাবা অথবা মার জন্য
আর কিছুই করতে দাও না। 13 এইভাবে প্রথা অনুসরণ
করতে গিয়ে তোমরা ঈশ্বরের বাক্য নিষ্ফল করছ। এই
ধরনের আরও অনেক কাজ তোমরা করে থাকো।" 14 যীশু
আবার সব লোককে তাঁর কাছে ডেকে বললেন, "তোমরা
সকলে শোনো আর একথা বুঝে নাও, 15 বাইরে থেকে
কোনো কিছু মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে তাকে অশুচি
করতে পারে না। 16 বরং মানুষের ভিতর থেকে যা বের
হয়ে আসে, তাই তাকে অশুচি করে। যদি কারোর শোনার
কান থাকে, তবে সে শুনুক।" 17 লোকদের ছেড়ে দিয়ে
যীশু এসে ঘরে প্রবেশ করলে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে এই
রূপকটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। 18 তিনি প্রশ্ন করলেন,
"তোমরা কি এতই অবোধ? তোমরা কি বোঝো না যে,
বাইরে থেকে যা মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে, তা তাকে
অশুচি করতে পারে না? 19 কারণ সেটা তার অন্তরে প্রবেশ
করে না, কিন্তু পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তারপর তার
শরীর থেকে বের হয়ে যায়।" (একথা বলে যীশু ঘোষণা
করলেন যে, সব খাদ্যদ্রব্যই শুচিশুদ্ধ।) 20 তিনি আরও
বললেন, "মানুষের ভিতর থেকে যা বের হয়ে আসে, তাই
তাকে অশুচি করে। 21 কারণ ভিতর থেকে, সব মানুষের
হৃদয় থেকে নির্গত হয় কুচিন্তা, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার,
চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, 22 লোভ-লালসা, অপরের অনিষ্ট

কামনা, প্রতারণা, অশ্লীলতা, ঈর্ষা, কুৎসা-রটনা, ঔদ্ধত্য ও কাণ্ডজ্ঞানহীনতা। 23 এই সমস্ত মন্দ বিষয় ভিতর থেকে আসে ও মানুষকে অশুচি করে।" 24 যীশু সেই অঞ্চল ত্যাগ করে টায়ার ও সীদোনের কাছাকাছি স্থানে গেলেন। তিনি একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন, কিন্তু চাইলেন, কেউ যেন সেকথা জানতে না পারে। তবুও তিনি তাঁর উপস্থিতি গোপন রাখতে পারলেন না। 25 প্রকৃতপক্ষে একজন নারী, যেই তাঁর কথা শুনতে পেল, এসে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ল। তার মেয়ে ছিল ছোটো অথচ অশুচি-আত্মাগ্রস্ত ছিল। 26 সেই নারী ছিল জাতিতে গ্রিক, তার জন্ম সাইরো-ফিনিশিয়া অঞ্চলে। সে তার মেয়ের ভিতর থেকে ভূত বের করার জন্য যীশুর কাছে মিনতি করল। 27 তিনি তাকে বললেন, "প্রথমে ছেলেমেয়েরা পরিতৃপ্ত হোক, কারণ ছেলেমেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরদের দেওয়া সংগত নয়।" 28 সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ প্রভু, কিন্তু কুকুরও তো টেবিলের নিচে থেকে ছেলেমেয়েদের রুটির টুকরো খেতে পায়!" 29 তখন তিনি তাকে বললেন, "এ ধরনের উত্তর দিয়েছ বলে, তুমি চলে যাও, ভূত তোমার মেয়েকে ছেড়ে চলে গেছে।" 30 সে বাড়ি গিয়ে দেখল, তার মেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে ও ভূত তাকে ছেড়ে চলে গেছে। 31 এরপর যীশু টায়ারের সন্নিহিত সেই অঞ্চল ত্যাগ করে সীদোনের মধ্য দিয়ে গালীল সাগরের কাছে গেলেন। যাওয়ার সময় তিনি ডেকাপলি হয়েই গেলেন। 32 সেখানে কয়েকজন লোক এক কালা ও তোৎলা ব্যক্তিকে তাঁর কাছে নিয়ে এল। সে ভালো করে কথা বলতে পারত না। তারা তার উপর হাত রেখে প্রার্থনা করার জন্য যীশুকে মিনতি করল। 33 তখন তিনি সকলের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তিকে এক পাশে নিয়ে গেলেন। তিনি তার দুই কানে আঙুল রাখলেন, থুতু ফেললেন ও তার জিভ স্পর্শ করলেন। 34 আর তিনি স্বর্গের দিকে ঊর্ধ্বদৃষ্টি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "ইপফাথা!" (যার অর্থ, "খুলে যাক!")। 35 এতে সেই লোকটির দুই কান খুলে গেল, তার জিভ জড়তামুক্ত হল এবং সে স্পষ্টভাবে কথা বলতে লাগল। 36 সেকথা কাউকে না বলার জন্য যীশু তাদের আদেশ দিলেন। কিন্তু তিনি যতই নিষেধ করলেন, তারা ততই সেকথা প্রচার করতে লাগল। 37 লোকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলতে লাগল, "তিনি সবকিছুই সুন্দররূপে সম্পন্ন করেছেন, এমনকি, কালাকে শোনার শক্তি ও বোবাকে কথা বলার শক্তি দান করেছেন।"

**8** সেই দিনগুলিতে আবার অনেক লোকের ভিড় হল। কিন্তু তাদের কাছে খাওয়ার কিছু ছিল না। যীশু তাই তাঁর শিষ্যদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, 2 "এই লোকদের প্রতি আমার করুণা হচ্ছে; এরা তিন দিন ধরে আমার সঙ্গে আছে এবং এদের কাছে খাওয়ার জন্য কিছুই নেই। 3 আমি যদি এদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাড়ি পাঠিয়ে দিই, তাহলে এরা পথেই অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কারণ এদের মধ্যে কেউ কেউ বহুদূর থেকে এসেছে।" 4 তাঁর শিষ্যেরা উত্তর দিলেন, "কিন্তু এই জনহীন প্রান্তরে ওদের তৃপ্ত করার মতো কে এত রুটি জোগাড় করবে?" 5 যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের কাছে কতগুলি রুটি আছে?" তাঁরা উত্তর দিলেন, "সাতটি।" 6 তিনি সবাইকে মাটির উপরে বসার আদেশ দিলেন। তিনি সেই সাতটি রুটি নিলেন ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে সেগুলি ভাঙলেন ও লোকদের পরিবেশন করার জন্য শিষ্যদের দিতে লাগলেন। তাঁরা তাই করলেন। 7 তাঁদের কাছে কয়েকটি ছোটো মাছও ছিল। তিনি সেগুলির জন্যও ধন্যবাদ দিয়ে পরিবেশন করার জন্য শিষ্যদের বললেন। 8 লোকেরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। পরে শিষ্যেরা অবশিষ্ট রুটির টুকরো সংগ্রহ করে সাতটি ঝুড়ি পূর্ণ করলেন। 9 সেখানে উপস্থিত পুরুষদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। পরে তিনি তাঁদের বিদায় দিয়ে 10 তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে নৌকায় বসলেন ও দলমনুথা প্রদেশে চলে গেলেন। 11 ফরিশীরা এসে যীশুকে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগল। তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য তারা এক স্বর্গীয় নিদর্শন দেখতে চাইল। 12 তিনি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "এই প্রজন্মের লোকেরা কেন অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়? আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ওদের কোনো নিদর্শন দেখানো হবে না।" 13 তারপর তিনি তাদের ত্যাগ করে নৌকায় উঠলেন ও অপর পারে চলে গেলেন। 14 শিষ্যেরা রুটি নিতে ভুলে গিয়েছিলেন। নৌকায় তাঁদের সঙ্গে কেবলমাত্র একটি রুটি ছাড়া আর কোনো রুটি ছিল না। 15 যীশু তাঁদের সতর্ক করে দিলেন, "সাবধান, হেরোদ ও ফরিশীদের খামির থেকে সতর্ক থেকো।" 16 এ বিষয়ে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে বললেন, "এর কারণ হল, আমাদের কাছে কোনো রুটি নেই।" 17 তাঁদের আলোচনার বিষয় অবহিত ছিলেন বলে যীশু তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "রুটি নেই বলে তোমরা তর্কবিতর্ক করছ কেন? তোমরা কি এখনও কিছু দেখতে বা বুঝতে পারছ না? তোমাদের মন কি কঠোর হয়ে গেছে? 18 তোমরা কি চোখ থাকতেও দেখতে পাচ্ছ না, কান থাকতেও শুনতে পাচ্ছ না? 19 আমি যখন পাঁচ

হাজার লোকের জন্য পাঁচটি রুটি ভেঙেছিলাম, তোমরা কত ঝুড়ি রুটির টুকরো তুলে নিয়েছিলে?" তাঁরা উত্তর দিলেন, "বারো ঝুড়ি।" 20 "আর যখন আমি চার হাজার লোকের জন্য সাতটি রুটি ভেঙেছিলাম, তোমরা কত ঝুড়ি রুটির টুকরো তুলে নিয়েছিলে?" উত্তরে তাঁরা বললেন, "সাত ঝুড়ি।" 21 তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা কি এখনও বুঝতে পারছ না?" 22 তাঁরা বেথসৈদায় উপস্থিত হলে কয়েকজন লোক এক দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে নিয়ে এল ও তাকে স্পর্শ করার জন্য যীশুকে অনুরোধ করল। 23 তিনি সেই দৃষ্টিহীন ব্যক্তির হাত ধরে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেলেন। যীশু তার দুই চোখে থুতু দিয়ে তার উপর হাত রাখলেন। যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কিছু দেখতে পাচ্ছ কি?" 24 সে চোখ তুলে চাইল ও বলল, "আমি মানুষ দেখতে পাচ্ছি, তারা দেখতে গাছের মতো, ঘুরে বেড়াচ্ছে।" 25 যীশু আর একবার তার চোখে হাত রাখলেন। তখন তার দৃষ্টি স্থির হল। আরোগ্য লাভ করে সে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে লাগল। 26 যীশু তাকে সোজা বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন ও বললেন, "তুমি এই গ্রামে যেয়ো না।" 27 যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা কৈসরিয়া-ফিলিপী অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। পথে তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে, লোকেরা এ সম্পর্কে কী বলে?" 28 তাঁরা উত্তর দিলেন, "কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন, অন্যেরা বলে এলিয়, আর কেউ কেউ বলে, আপনি ভাববাদীদের মধ্যে কোনও একজন।" 29 "কিন্তু তোমরা কী বলো?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী বলো, আমি কে?" পিতর উত্তর দিলেন, "আপনি সেই খ্রীষ্ট।" 30 যীশু তাঁর সম্পর্কে কাউকে কিছু না বলার জন্য তাঁদের সতর্ক করে দিলেন। 31 তারপর তিনি তাঁদের শিক্ষা দিতে গিয়ে একথা বললেন যে, মনুষ্যপুত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে দুঃখভোগ করতে হবে; প্রাচীনবর্গ, মহাযাজকবৃন্দ ও শাস্ত্রবিদরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেন। তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তিন দিন পরে তাঁর পুনরুত্থান হবে। 32 তিনি এ বিষয়ে স্পষ্টরূপে কথা বললেন, কিন্তু পিতর তাঁকে এক পাশে নিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন। 33 কিন্তু যীশু যখন ফিরে শিষ্যদের দিকে তাকালেন, তিনি পিতরকে তিরস্কার করলেন। তিনি বললেন, "দূর হও শয়তান! তোমার মনে ঈশ্বরের বিষয়গুলি নেই, কেবল মানুষের বিষয়ই আছে।" 34 তারপর তিনি শিষ্যদের সঙ্গে অন্যান্য লোকদেরও তাঁর কাছে ডাকলেন ও বললেন, "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, সে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করবে, তার ক্রুশ তুলে নেবে ও আমাকে অনুসরণ করবে। 35 কারণ যে তার জীবন রক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে, কিন্তু যে তার জীবন আমার ও সুসমাচারের জন্য হারায়, সে তা রক্ষা করবে। 36 বস্তুত, কোনো মানুষ যদি সমস্ত জগতের অধিকার লাভ করে ও তার প্রাণ হারায়, তাহলে তার কী লাভ হবে? 37 কিংবা, নিজের প্রাণের পরিবর্তে মানুষ আর কী দিতে পারে? 38 এই ব্যভিচারী ও পাপিষ্ঠ প্রজন্মের মধ্যে কেউ যদি আমাকে ও আমার বাক্যকে লজ্জার বিষয় বলে মনে করে, মনুষ্যপুত্রও যখন পবিত্র দূতবাহিনীর সঙ্গে তাঁর পিতার মহিমায় আসবেন, তখন তিনিও তাকে লজ্জার পাত্র বলে মনে করবেন।"

**9** আবার তিনি তাঁদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যারা এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কেউ কেউ সপরাক্রমে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন না দেখা পর্যন্ত মৃত্যুর আস্বাদ লাভ করবে না।" 2 ছয় দিন পরে যীশু কেবলমাত্র পিতর, যাকোব ও যোহনকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে এক অতি উচ্চ পর্বতে গেলেন। সেখানে কেবলমাত্র তাঁরাই একান্তে ছিলেন। সেখানে তিনি তাঁদের সামনে রূপান্তরিত হলেন। 3 তাঁর পরনের পোশাক উজ্জ্বল ও ধবধবে সাদা হয়ে উঠল। পৃথিবীর কোনও রজক পোশাককে সেরকম সাদা করতে পারে না। 4 আর সেখানে এলিয় ও মোশি তাঁদের সামনে আবির্ভূত হয়ে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। 5 পিতর যীশুকে বললেন, "রব্বি, এখানে থাকা আমাদের পক্ষে ভালোই হবে। এখানে আমরা তিনটি তাঁবু স্থাপন করি, একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য ও একটি এলিয়ের জন্য।" 6 (তাঁরা এত ভয় পেয়েছিলেন যে, কী বলতে হবে, তিনি তা বুঝতে পারেননি।) 7 তখন এক টুকরো মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে ফেলল। সেই মেঘের ভিতর থেকে একটি স্বর ভেসে এল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, তোমরা এঁর কথা শোনো।" 8 হঠাৎই তাঁরা চারদিকে তাকিয়ে আর কোনো মানুষকে দেখতে পেলেন না। কেবলমাত্র যীশু তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। 9 পর্বত থেকে নেমে আসার সময় যীশু তাঁদের আদেশ দিলেন, মনুষ্যপুত্র মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত, তাঁদের এই দর্শন লাভের কথা তাঁরা যেন কাউকে না বলেন। 10 তাঁরা বিষয়টি নিজেদেরই মধ্যে গোপন রাখলেন, আলোচনা করতে লাগলেন, "মৃতদের মধ্য থেকে উত্থান" এর তাৎপর্য কী! 11 তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "শাস্ত্রবিদরা কেন বলেন যে, এলিয়কে অবশ্যই প্রথমে আসতে হবে?" 12 যীশু উত্তর দিলেন, "একথা ঠিক, এলিয় প্রথমে এসে সব বিষয় পুনঃস্থাপিত করবেন। তাহলে, একথাও কেন

লেখা আছে যে, মনুষ্যপুত্রকেও অনেক কষ্টভোগ করতে ও
অগ্রাহ্য হতে হবে? 13 কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, এলিয়
এসে গেছেন। আর তাঁর বিষয়ে যেমন লেখা আছে, তেমনই
লোকেরা তাঁর প্রতি তাদের ইচ্ছামতো দুর্ব্যবহার করেছে।"
14 তাঁরা যখন অন্য শিষ্যদের কাছে ফিরে এলেন তখন
দেখলেন, অনেক লোক তাঁদের ঘিরে আছে ও শাস্ত্রবিদরা
তাঁদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করছেন। 15 সমস্ত লোক যেই
যীশুকে দেখতে পেল, তারা বিস্ময়ে অভিভূত হল ও দৌড়ে
গিয়ে তাঁকে অভিবাদন জানাল। 16 তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,
"তোমরা কী নিয়ে ওদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করছ?" 17
লোকেদের মধ্য থেকে একজন উত্তর দিল, "গুরুমহাশয়,
আমি আমার ছেলেটিকে আপনার কাছে এনেছিলাম, ওকে
এক অশুচি আত্মা ভর করেছে, তাই ও কথা বলতে পারে
না। 18 সে যখনই তাকে ধরে, তাকে মাটিতে ফেলে
দেয়। তার মুখে ফেনা ওঠে, সে দাঁত কিড়মিড় করে,
আর আড়ষ্ট হয়ে যায়। আত্মাটিকে দূর করার জন্য আমি
আপনার শিষ্যদের অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তাঁরা তা
করতে পারেননি।" 19 যীশু উত্তর দিলেন, "ওহে অবিশ্বাসী
প্রজন্ম, আমি আর কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকব?
কত কাল তোমাদের জন্য ধৈর্য রাখতে হবে? ছেলেটিকে
আমার কাছে নিয়ে এসো।" 20 তারা তাকে নিয়ে এল।
অশুচি আত্মাটি যীশুকে দেখে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে খুব
জোরে মুচড়ে ধরল। সে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে
লাগল, ও তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে লাগল। 21 যীশু
ছেলেটির বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত দিন থেকে ওর
এরকম হচ্ছে?" সে উত্তর দিল, "ছোটোবেলা থেকেই।
22 এ তাকে মেরে ফেলার জন্য বহুবার জলে ও আগুনে
ফেলে দিয়েছে। কিন্তু আপনি যদি কিছু করতে পারেন,
আমাদের প্রতি সদয় হোন ও আমাদের সাহায্য করুন।"
23 যীশু বললেন, "যদি আপনি পারেন? যে বিশ্বাস করে,
তার পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।" 24 সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির
বাবা আর্তনাদ করে উঠল, "আমি বিশ্বাস করি, অবিশ্বাস
কাটিয়ে উঠতে আমাকে সাহায্য করুন।" 25 যীশু যখন
দেখলেন, অনেক লোক ঘটনাস্থলের দিকে একসঙ্গে দৌড়ে
আসছে, তিনি সেই অশুচি আত্মাকে ধমক দিলেন। তিনি
বললেন, "ওহে কালা ও বোবা আত্মা, আমি তোমাকে
আদেশ দিচ্ছি, ওর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসো এবং
আর কখনও ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।" 26 আত্মাটি
তীক্ষ্ণ চিৎকার করে তাকে প্রচণ্ডভাবে মুচড়ে দিয়ে তার
মধ্যে থেকে বের হয়ে গেল। ছেলেটিকে মড়ার মতো পড়ে
থাকতে দেখে অনেকে বলল, "ও মরে গেছে।" 27 কিন্তু
যীশু তাকে হাত দিয়ে ধরলেন ও তার পায়ে ভর দিয়ে
তাকে দাঁড় করালেন। এতে সে উঠে দাঁড়াল। 28 যীশু
বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলে, তাঁর শিষ্যেরা একান্তে তাঁকে
জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কেন ওটিকে তাড়াতে পারলাম
না?" 29 তিনি উত্তর দিলেন, "প্রার্থনা ছাড়া এই ধরনের
আত্মা বের হতে চায় না।" 30 তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করে
গালীলের মধ্য দিয়ে যাত্রা করলেন। যীশু চাইলেন না, যে
তাঁরা কোথায় আছেন, কেউ সেকথা জানুক। 31 কারণ
যীশু সেই সময় তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি
তাঁদের বললেন, "মনুষ্যপুত্র মানুষের হাতে সমর্পিত হতে
চলেছেন। তারা তাঁকে হত্যা করবে, আর তিন দিন পর
তিনি উত্থাপিত হবেন।" 32 কিন্তু শিষ্যেরা তাঁর একথার
অর্থ বুঝতে পারলেন না, আবার এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা
করতেও তাঁরা ভয় পেলেন। 33 পরে তাঁরা কফরনাহূমে
এলেন। বাড়ির মধ্যে গিয়ে তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন,
"পথে তোমরা কী নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিলে?" 34 তাঁরা
চুপ করে রইলেন, কারণ তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তাঁরা
এই নিয়ে পথে তর্কবিতর্ক করছিলেন। 35 সেখানে বসে,
যীশু সেই বারোজনকে ডেকে বললেন, "কেউ যদি প্রথম
হতে চায়, তাকে থাকতে হবে সকলের পিছনে, আর
তাকে সকলের দাস হতে হবে।" 36 পরে তিনি একটি
শিশুকে তাঁদের মাঝে দাঁড় করালেন। তাকে নিজের কোলে
নিয়ে তিনি তাঁদের বললেন, 37 "আমার নামে যে এই
শিশুদের একজনকেও গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ
করে। আর যে আমাকে গ্রহণ করে, সে আমাকে নয়,
কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকেই গ্রহণ করে।" 38
যোহন বললেন, "গুরুমহাশয়, আমরা একজনকে আপনার
নামে ভূত তাড়াতে দেখে, তাকে সে কাজ করতে বারণ
করেছিলাম, কারণ সে আমাদের দলের কেউ ছিল না।"
39 যীশু বললেন, "তাকে নিষেধ কোরো না। কেউ যদি
আমার নামে কোনো অলৌকিক কাজ করে, পর মুহূর্তেই
সে আমার নামে কোনও নিন্দা করতে পারবে না।" 40
কারণ যে আমাদের বিপক্ষে নয়, সে আমাদের সপক্ষে।
41 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, কেউ যদি খ্রীষ্টের
লোক বলে তোমাদের এক পেয়ালা জল খেতে দেয়, সে
কোনোভাবেই তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না। 42
"কিন্তু এই ছোটো শিশুরা যারা আমাকে বিশ্বাস করে,
তাদের কোনো একজনকে কেউ যদি পাপ করতে বাধ্য
করে, তাহলে তার গলায় বড়ো একটি জাঁতা বেঁধে সমুদ্রের
জলে ডুবিয়ে দেওয়া তার পক্ষে ভালো হবে। 43 যদি
তোমার হাত পাপের কারণ হয়, তা কেটে ফেলে দাও।

দু-হাত নিয়ে নরকের অনির্বাণ আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে অঙ্গহীন হয়ে জীবনে প্রবেশ করা ভালো। **(Geenna g1067)** **44** সেখানে, ‘তাদের কীট মরে না, আর আগুন নির্বাপিত হয় না।’ **45** যদি আর তোমার পা পাপের কারণ হয়, তা কেটে ফেলে দাও। দুই পা নিয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে পঙ্গু হয়ে জীবনে প্রবেশ করা ভালো। **(Geenna g1067)** **46** সেখানে, ‘তাদের কীট মরে না, আর আগুন নির্বাপিত হয় না।’ **47** আর তোমার চোখ যদি পাপের কারণ হয়, তা উপড়ে ফেলে দাও। কারণ দুই চোখ নিয়ে নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে, বরং এক চোখ নিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা ভালো। **(Geenna g1067)** **48** সেখানে, “‘তাদের কীট মরে না, আর আগুন নির্বাপিত হয় না।’ **49** প্রত্যেক ব্যক্তিকে আগুনে লবণাক্ত করা হবে। **50** “লবণ ভালো, কিন্তু লবণ যদি তার লবণত্ব হারায়, তাহলে তোমরা কীভাবে তা আবার লবণাক্ত করবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে লবণের গুণ বজায় রাখো ও পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে সহাবস্থান করো।”

**10** যীশু এরপর সেই স্থান ত্যাগ করে যিহূদিয়া অঞ্চলে ও জর্ডন নদীর অপর পারে গেলেন। আবার তাঁর কাছে লোকেরা ভিড় করতে লাগল, আর তিনি তাঁর রীতি অনুযায়ী তাদের শিক্ষা দিলেন। **2** কয়েকজন ফরিশী এসে তাঁকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল, “কোনো পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা কি বিধিসংগত?” **3** তিনি উত্তর দিলেন, “মোশি তোমাদের কি আদেশ দিয়েছেন?” **4** তারা বলল, “মোশি পুরুষকে একটি ত্যাগপত্র লিখে দিয়ে তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার অনুমতি দিয়েছেন।” **5** যীশু উত্তর দিলেন, “তোমাদের হৃদয় কঠোর বলেই মোশি এই বিধানের কথা লিখে গিয়েছেন। **6** কিন্তু সৃষ্টির সূচনায় ঈশ্বর তাদের পুরুষ ও নারী—এভাবেই সৃষ্টি করেছিলেন। **7** আর এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করবে, তার স্ত্রীর সাথে সংযুক্ত হবে **8** ও সেই দুজন একাঙ্গ হবে। তাই, তারা আর দুজন নয়, কিন্তু অভিন্নসত্তা। **9** সেই কারণে, ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, কোনো মানুষ তা বিচ্ছিন্ন না করুক।” **10** তাঁরা আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে তাঁর শিষ্যেরা যীশুকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। **11** তিনি উত্তর দিলেন, “যে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য নারীকে বিবাহ করে, সে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে। **12** আর নারী যদি তার স্বামীকে পরিত্যাগ করে অন্য পুরুষকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।” **13** লোকেরা ছোটো শিশুদের যীশুর কাছে নিয়ে আসছিল, যেন তিনি তাদের স্পর্শ করেন। কিন্তু শিষ্যেরা তাদের ধমক দিলেন। **14** যীশু তা দেখে রুষ্ট হলেন। তিনি তাঁদের বললেন, “ছোটো শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, ওদের বাধা দিয়ো না। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য এদের মতো মানুষদেরই। **15** আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, ছোটো শিশুর মতো যে ঈশ্বরের রাজ্যকে গ্রহণ করতে পারে না, সে কখনও তাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” **16** পরে তিনি সেই শিশুদের কোলে নিয়ে তাদের উপরে হাত রাখলেন ও তাদের আশীর্বাদ করলেন। **17** যীশু তাঁর পথ চলা শুরু করলে, একজন যুবক দৌড়ে তাঁর কাছে এল। সে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে জিজ্ঞাসা করল, “সৎ গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?” **(aiōnios g166)** **18** যীশু উত্তর দিলেন, “তুমি আমাকে সৎ বলছ কেন? একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ সৎ নয়। **19** তুমি আজ্ঞাগুলি নিশ্চয় জানো, ‘নরহত্যা কোরো না, ব্যভিচার কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না, প্রতারণা কোরো না, তোমার বাবাকে ও তোমার মাকে সম্মান কোরো।’” **20** সে ঘোষণা করল, “গুরুমহাশয়, এসবই আমি বাল্যকাল থেকে পালন করে আসছি।” **21** যীশু তার দিকে তাকালেন ও তাকে প্রেম করলেন। তিনি বললেন, “একটি বিষয়ে তোমার ঘাটতি আছে। তুমি যাও, গিয়ে তোমার যা কিছু আছে, সর্বস্ব বিক্রি করে দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাহলে তুমি স্বর্গে ধনসম্পত্তি লাভ করবে। তারপর এসে আমাকে অনুসরণ করো।” **22** এতে সেই লোকটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে দুঃখিত মনে চলে গেল, কারণ তার বিপুল ধনসম্পত্তি ছিল। **23** যীশু চারদিকে তাকিয়ে তাঁর শিষ্যদের বললেন, “ধনী মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কত কঠিন!” **24** শিষ্যেরা তাঁর কথা শুনে বিস্মিত হলেন। কিন্তু যীশু আবার বললেন, “বৎসেরা, যারা ধনসম্পদে নির্ভর করে, তাদের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কঠিন! **25** ধনী মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং সুচের ছিদ্রপথ দিয়ে উটের পার হওয়া সহজ।” **26** শিষ্যেরা তখন আরও বেশি বিস্মিত হয়ে পরস্পরকে বললেন, “তাহলে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?” **27** যীশু তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “মানুষের পক্ষে এ অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নয়। ঈশ্বরের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব।” **28** পিতর তাঁকে বললেন, “আপনাকে অনুসরণ করার জন্য আমরা সবকিছু ত্যাগ করেছি।” **29** যীশু উত্তর দিলেন, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এমন কেউ নেই, যে আমার ও সুসমাচারের জন্য নিজের বাড়িঘর, ভাইবোন, মা-বাবা, সন্তানসন্ততি, কি জমিজায়গা

ত্যাগ করেছে, অথচ বর্তমান কালে তার শতগুণ ফিরে
পাবে না। 30 সে এই জীবনেই বাড়িঘর, ভাইবোন, মা-
বাবা, সন্তানসন্ততি ও জমিজায়গা লাভ করবে ও সেই
সঙ্গে নির্যাতন ভোগ করবে। কিন্তু ভাবীকালে অনন্ত জীবন
লাভ করবে। (aiōn g165, aiōnios g166) 31 কিন্তু অনেকেই,
যারা প্রথমে আছে, তারা শেষে হবে, আর যারা পিছনে
আছে, তারা প্রথমে হবে।" 32 তাঁরা জেরুশালেমের পথে
যাচ্ছিলেন। যীশু ছিলেন সবার সামনে। শিষ্যেরা এতে
বিস্মিত হলেন ও যারা অনুসরণ করছিল, তারা ভয় পেল।
তিনি আবার সেই বারোজনকে এক পাশে ডেকে নিয়ে,
তাঁর প্রতি কী ঘটতে চলেছে তা বললেন। 33 তিনি বললেন,
"আমরা জেরুশালেম পর্যন্ত যাচ্ছি। আর মনুষ্যপুত্রকে প্রধান
যাজকদের ও শাস্ত্রবিদদের হাতে সমর্পণ করা হবে। তারা
তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করবে ও অইহুদিদের হাতে তুলে
দেবে। 34 তারা তাঁকে বিদ্রুপ করবে, তাঁর গায়ে থুতু দেবে,
চাবুক দিয়ে মারবে ও তাঁকে হত্যা করবে। তিন দিন পরে,
তিনি আবার মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবেন।" 35 তারপর,
সিবদিয়ের পুত্র যাকোব ও যোহন তাঁর কাছে এলেন। তাঁরা
বললেন, "গুরুমহাশয়, আমরা যা চাই, আপনি আমাদের
জন্য তা করুন।" 36 তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী
চাও? আমি তোমাদের জন্য কী করব?" 37 তাঁরা উত্তর
দিলেন, "আপনি মহিমা লাভ করলে আমাদের একজনকে
আপনার ডানদিকে, আর একজনকে আপনার বাঁদিকে
বসতে দেবেন।" 38 যীশু বললেন, "তোমরা কী চাইছ,
তা তোমরা জানো না। আমি যে পেয়ালায় পান করি,
তাতে তোমরা কি পান করতে পারো? অথবা যে বাপ্তিস্মে
আমি বাপ্তিস্ম লাভ করি, তাতে কি তোমরা বাপ্তিস্ম নিতে
পারো?" 39 তাঁরা উত্তর দিলেন, "আমরা পারি।" যীশু
তাঁদের বললেন, "আমি যে পেয়ালায় পান করি, তাতে
তোমরা পান করবে এবং আমি যে বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম লাভ
করি, তোমরাও সেই বাপ্তিস্মে বাপ্তিস্ম লাভ করবে। 40 কিন্তু,
আমার ডানদিকে বা বাঁদিকে বসতে দেওয়ার অধিকার
আমার নেই। এই স্থান তাদের জন্য, যাদের জন্য সেগুলি
প্রস্তুত করা হয়েছে।" 41 অন্য দশজন একথা শুনে যাকোব
ও যোহনের প্রতি রুষ্ট হলেন। 42 যীশু তাঁদের কাছে ডেকে
বললেন, "তোমরা জানো যে, যারা অন্য জাতির শাসক
বলে পরিচিত, তারা তাদের উপরে প্রভুত্ব করে। আবার
তাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সেই শাসকদের উপরে কর্তৃত্ব
করে। 43 তোমাদের ক্ষেত্রে সেরকম হবে না। বরং, কেউ
যদি তোমাদের মধ্যে মহান হতে চায়, তাকে অবশ্যই
তোমাদের দাস হতে হবে। 44 আর যে প্রধান হতে চায়,
সে অবশ্যই সকলের ক্রীতদাস হবে। 45 কারণ, এমনকি,
মনুষ্যপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে
ও অনেকের পরিবর্তে নিজের প্রাণ মুক্তিপণস্বরূপ দিতে
এসেছেন।" 46 এরপর তাঁরা যিরীহোতে এলেন। যীশু ও
তাঁর শিষ্যেরা যখন অনেক লোকের সঙ্গে নগর ত্যাগ করে
চলে যাচ্ছেন, তখন বরতীময় নামে এক ব্যক্তি পথের
ধারে বসে ভিক্ষা করছিল। সে ছিল তীময়ের পুত্র। 47
যখন সে শুনতে পেল, তিনি নাসরতের যীশু, সে চিৎকার
করে বলতে লাগল, "দাউদ-সন্তান যীশু, আমার প্রতি কৃপা
করুন।" 48 অনেকে তাকে ধমক দিল ও চুপ করতে বলল,
কিন্তু সে আরও বেশি চিৎকার করে বলতে লাগল, "হে
দাউদের সন্তান, আমার প্রতি কৃপা করুন।" 49 যীশু থেমে
বললেন, "ওকে ডাকো।" তাই তারা সেই অন্ধ লোকটিকে
ডেকে বলল, "ওহে, সাহস করো, ওঠো, তিনি তোমাকে
ডাকছেন!" 50 সে তার নিজের পোশাক একদিকে ছুঁড়ে
ফেলে তার পায়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও যীশুর কাছে
এল। 51 যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কী চাও,
আমি তোমার জন্য কী করব?" অন্ধ লোকটি বলল, "রব্বি,
আমি যেন দেখতে পাই।" 52 যীশু বললেন, "যাও, তোমার
বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে।" তখনই সে তার দৃষ্টিশক্তি
লাভ করল ও সেই পথে যীশুকে অনুসরণ করল।

**11** তাঁরা জেরুশালেমের কাছাকাছি এসে যখন জলপাই
পর্বতের ধারে বেথফাগ ও বেথানি গ্রামে উপস্থিত
হলেন, তখন যীশু তাঁর দুজন শিষ্যকে এই বলে পাঠালেন,
2 "তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও। সেখানে প্রবেশ করা
মাত্র দেখতে পাবে যে একটি গর্দভশাবক বাঁধা আছে,
যার উপরে কেউ কখনও বসেনি। সেটির বাঁধন খুলে
এখানে নিয়ে এসো। 3 কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা
করে, 'তোমরা কেন এরকম করছ?' তাকে বোলো,
'প্রভুর প্রয়োজন আছে, শীঘ্রই তিনি এটি ফেরত পাঠিয়ে
দেবেন।'" 4 তাঁরা গিয়ে দেখলেন, একটি দরজার কাছে,
বাইরের রাস্তায় একটি গর্দভশাবক বাঁধা আছে। তাঁরা
সেটি খোলা মাত্র, 5 সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন
লোক জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কী করছ? শাবকটির
বাঁধন খুলছ কেন?" 6 এতে যীশু যেমন বলেছিলেন, তাঁরা
সেভাবেই উত্তর দিলেন। আর সেই লোকেরা সেটিকে
নিয়ে যেতে দিল। 7 তাঁরা গর্দভশাবকটি যীশুর কাছে
নিয়ে এসে তার উপর তাদের পোশাক বিছিয়ে দিলেন।
তিনি তার উপরে বসলেন। 8 বহু মানুষ পথের উপরে
তাদের পোশাক বিছিয়ে দিল, অন্যেরা মাঠ থেকে গাছের

ডালপালা কেটে এনে রাস্তার উপরে ছড়িয়ে দিল। 9 যারা
সামনে যাচ্ছিল ও যারা পিছনে ছিল, তারা চিৎকার করে
বলতে লাগল, "হোশান্না!" "ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে
আসছেন!" 10 "ধন্য আমাদের পিতা দাউদের সন্নিকট
রাজ্য!" "ঊর্ধ্বলোকে হোশান্না!" 11 যীশু জেরুশালেমে
প্রবেশ করে মন্দিরে গেলেন। তিনি চারপাশের সবকিছু
লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক দেরি
হওয়াতে, তিনি সেই বারোজনের সঙ্গে বেথানিতে চলে
গেলেন। 12 পরদিন, তাঁরা বেথানি পরিত্যাগ করে যাওয়ার
সময়, যীশু ক্ষুধার্ত হলেন। 13 দূরে একটি পাতায় ভরা
ডুমুর গাছ দেখে, তাতে কোনো ফল আছে কি না, তিনি তা
খুঁজতে গেলেন। তিনি গাছটির কাছে গিয়ে পাতা ছাড়া আর
কিছুই দেখতে পেলেন না, কারণ তখন ডুমুরের মরশুম
ছিল না। 14 তখন তিনি সেই গাছটিকে বললেন, "তোমার
ফল কেউ যেন আর কখনও না খায়।" শিষ্যেরা তাঁকে
একথা বলতে শুনলেন। (aiōn g165) 15 জেরুশালেমে পৌঁছে
যীশু মন্দির চত্বরে প্রবেশ করলেন এবং যারা সেখানে
কেনাবেচা করছিল, তাদের তাড়িয়ে দিতে লাগলেন।
তিনি মুদ্রা-বিনিময়কারীদের টেবিল ও পায়রা-বিক্রেতাদের
বেঞ্চি উল্টে দিলেন। 16 মন্দির-প্রাঙ্গণ দিয়ে তিনি কাউকে
বিক্রি করার কোনো কিছু নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন
না। 17 তিনি তাদের বললেন, "একথা কি লেখা নেই,
'আমার গৃহ সর্বজাতির প্রার্থনা-গৃহরূপে আখ্যাত হবে'?
কিন্তু তোমরা একে 'দস্যুদের গহ্বরে পরিণত করেছ।'"
18 প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রবিদরা একথা শুনতে পেয়ে,
তাঁকে হত্যা করার পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু তারা তাঁকে
ভয় করত, কারণ লোকসকল তার উপদেশে চমৎকৃত
হয়েছিল। 19 সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে, যীশু ও তাঁর শিষ্যরা
নগরের বাইরে চলে গেলেন। 20 সকালবেলা, পথে যাওয়ার
সময় তাঁরা দেখলেন, সেই ডুমুর গাছটি সমূলে শুকিয়ে
গেছে। 21 সব কথা তখন পিতরের মনে পড়ল, আর তিনি
যীশুকে বললেন, "রব্বি দেখুন, যে ডুমুর গাছটিকে আপনি
অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেটি শুকিয়ে গেছে।" 22 যীশু উত্তর
দিলেন, "ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখো। 23 আমি তোমাদের সত্যিই
বলছি, কেউ যদি এই পর্বতটিকে বলে, 'যাও, উপড়ে গিয়ে
সমুদ্রে পড়ো,' কিন্তু তার মনে কোনো সন্দেহ পোষণ না
করে বিশ্বাস করে যে, সে যা বলেছে, তাই ঘটবে, তার
জন্য সেরকমই করা হবে। 24 সেই কারণে আমি তোমাদের
বলছি, তোমরা প্রার্থনায় যা কিছু চাও, বিশ্বাস করো যে
তোমরা তা পেয়ে গিয়েছ, তবে তোমাদের জন্য সেরকমই
হবে। 25 আর তোমরা যখন প্রার্থনা করার জন্য দাঁড়াও,
যদি কারও বিরুদ্ধে তোমাদের কোনও ক্ষোভ থাকে, তাকে
ক্ষমা করো, 26 যেন তোমাদের স্বর্গস্থ পিতাও তোমাদের
সকল পাপ ক্ষমা করেন।" 27 তাঁরা পুনরায় জেরুশালেমে
এলেন। যীশু যখন মন্দির চত্বরে হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন
প্রধান যাজকেরা, শাস্ত্রবিদরা ও লোকদের প্রাচীনবর্গ তাঁর
কাছে এল। 28 তারা প্রশ্ন করল, "তুমি কোন অধিকারে
এসব কাজ করছ? আর এসব করার অধিকারই বা কে
তোমাকে দিল?" 29 যীশু উত্তর দিলেন, "আমিও তোমাদের
একটি প্রশ্ন করব। আমাকে উত্তর দাও, তাহলে আমিও
তোমাদের বলব, আমি কোন অধিকারে এসব করছি।
30 আমাকে বলো, যোহনের বাপ্তিস্ম স্বর্গ থেকে হয়েছিল,
না মানুষের কাছ থেকে?" 31 তারা নিজেদের মধ্যে এ
বিষয়ে আলোচনা করে বলল, "যদি আমরা বলি, 'স্বর্গ
থেকে,' ও জিজ্ঞাসা করবে, 'তাহলে তোমরা তাকে বিশ্বাস
করোনি কেন?' 32 কিন্তু যদি আমরা বলি, 'মানুষের কাছ
থেকে'" (তারা জনসাধারণকে ভয় করত, কারণ প্রত্যেকে
যোহনকে প্রকৃত ভাববাদী বলেই মনে করত।) 33 তাই
তারা যীশুকে উত্তর দিল, "আমরা জানি না।" যীশু বললেন,
"তাহলে, আমিও কোন অধিকারে এসব কাজ করছি, তা
তোমাদের বলব না।"

**12** যীশু তখন বিভিন্ন রূপকের আশ্রয়ে তাদের সঙ্গে
কথা বলতে লাগলেন: "এক ব্যক্তি একটি দ্রাক্ষাক্ষেত
স্থাপন করলেন। তিনি তাঁর চারপাশে একটি প্রাচীর নির্মাণ
করলেন; দ্রাক্ষা পেষাই করার জন্য গর্ত খুঁড়লেন এবং
পাহারা দেওয়ার জন্য এক উঁচু মিনার নির্মাণ করলেন।
তারপর কয়েকজন ভাগচাষিকে দ্রাক্ষাক্ষেতটি ভাড়া দিয়ে
তিনি এক যাত্রাপথে চলে গেলেন। 2 পরে ফল কাটার
সময় উপস্থিত হলে, তিনি তাঁর এক দাসকে ফলের অংশ
সংগ্রহের জন্য দ্রাক্ষাক্ষেতে ভাগচাষিদের কাছে পাঠালেন।
3 কিন্তু তারা তাকে মারধর করল ও শূন্য হাতে তাকে
ফিরিয়ে দিল। 4 তারপর তিনি অন্য এক দাসকে তাদের
কাছে পাঠালেন; তারা সেই দাসের মাথায় আঘাত করল
ও তার সঙ্গে নির্লজ্জ আচরণ করল। 5 তিনি তবুও
আর একজনকে পাঠালেন, তারা তাকে হত্যা করল।
তিনি আরও অনেকজনকে পাঠালেন, তাদের কাউকে
কাউকে তারা মারধর করল, অন্যদের হত্যা করল। 6
"তখন তাঁর কাছে অবশিষ্ট ছিলেন আর একজন মাত্র
ব্যক্তি, তিনি তাঁর প্রিয়তম পুত্র। সকলের শেষে তিনি
একথা বলে তাঁকেই পাঠালেন, 'তারা আমার পুত্রকে
সম্মান করবে।' 7 "কিন্তু ভাগচাষিরা পরস্পরকে বলল,

‘এই হচ্ছে উত্তরাধিকারী! এসো, আমরা একে হত্যা
করি, তাহলে মালিকানা আমাদের হবে।’ 8 তাই তারা
তাঁকে ধরে হত্যা করল ও দ্রাক্ষাক্ষেতের বাইরে ছুঁড়ে
ফেলে দিল। 9 “দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক তখন কী করবেন?
তিনি এসে ওইসব ভাগচাষিদের হত্যা করবেন এবং
দ্রাক্ষাক্ষেতটি অন্যদের দেবেন। 10 তোমরা কি শাস্ত্রে
পাঠ করোনি, “‘গাঁথকেরা যে পাথর অগ্রাহ্য করেছিল,
তাই হয়ে উঠল কোণের প্রধান পাথর; 11 প্রভুই এরকম
করেছেন, আর তা আমাদের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য।’” 12
তখন প্রধান যাজকেরা, শাস্ত্রবিদরা ও প্রাচীনবর্গ যীশুকে
গ্রেপ্তার করার কোনো উপায় খুঁজতে লাগল, কারণ তারা
জানত, রূপক কাহিনিটি তিনি তাদের বিরুদ্ধেই বলেছেন।
কিন্তু তারা জনসাধারণকে ভয় পেত; তাই তারা তাঁকে
ছেড়ে চলে গেল। 13 এরপর তারা কয়েকজন ফরিশী ও
হেরোদীয়কে যীশুর কাছে পাঠাল, যেন তাঁর কথাতেই
তারা তাঁকে ধরার সূত্র খুঁজে পায়। 14 তারা তাঁর কাছে
এসে বলল, “গুরুমহাশয়, আমরা জানি, আপনি একজন
সত্যনিষ্ঠ মানুষ। কোনো মানুষের দ্বারা আপনি প্রভাবিত
হন না, তাদের কারও বিষয়ে আপনি কোনো ভ্রূক্ষেপ
করেন না। বরং আপনি সত্য অনুযায়ী ঈশ্বরের পথের
বিষয়ে শিক্ষা দেন। আপনার অভিমত কী, কৈসরকে কর
দেওয়া কি উচিত? 15 আমরা কি কর দেব না দেব না?”
যীশু কিন্তু তাদের ভণ্ডামির কথা বুঝতে পারলেন। তিনি
জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কেন আমাকে ফাঁদে ফেলার
চেষ্টা করছ? তোমরা আমার কাছে এক দিনার মুদ্রা নিয়ে
এসো ও আমাকে তা দেখতে দাও।” 16 তারা সেই মুদ্রা
নিয়ে এল। তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, “এটি কার
প্রতিকৃতি? খোদাই করা এই নাম কার?” তারা উত্তর দিল,
“কৈসরের।” 17 তখন যীশু তাদের বললেন, “যা কৈসরের,
তা কৈসরকে দাও, আর যা ঈশ্বরের, তা ঈশ্বরকে দাও।”
এতে তারা তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত বিস্মিত হল। 18 তখন
সদ্দূকীরা, যারা বলে পুনরুত্থান বলে কিছু নেই, একটি প্রশ্ন
নিয়ে তাঁর কাছে এল। 19 তারা বলল, “গুরুমহাশয়, মোশি
আমাদের জন্য লিখে গেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে
সন্তানহীন রেখে মারা যায়, তবে তার ভাই, তার বিধবা
পত্নীকে বিবাহ করবে এবং সে তার বড়ো ভাইয়ের জন্য
সন্তানের জন্ম দেবে। 20 মনে করুন, সাতজন ভাই ছিল।
প্রথমজন বিবাহ করল ও নিঃসন্তান অবস্থায় তার স্ত্রীকে
রেখে মারা গেল। 21 দ্বিতীয়জন সেই বিধবাকে বিবাহ
করল, কিন্তু সেও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেল। তৃতীয়
জনের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটল। 22 প্রকৃতপক্ষে, সেই
সাতজনের কেউই কোনো সন্তান রেখে যেতে পারল না।
অবশেষে সেই স্ত্রীরও মৃত্যু হল। 23 তাহলে, পুনরুত্থানে
সে কার স্ত্রী হবে, কারণ সাতজনই তো তাকে বিবাহ
করেছিল?” 24 যীশু উত্তর দিলেন, “এই কি তোমাদের
ভ্রান্তির কারণ নয়, কারণ তোমরা শাস্ত্র জানো না, ঈশ্বরের
পরাক্রমও জানো না? 25 মৃতেরা যখন উত্থিত হয়, তখন
তারা বিবাহ করে না, বা তাদের বিবাহ দেওয়াও হয় না।
তারা স্বর্গলোকের দূতগণের মতো হয়। 26 কিন্তু মৃতদের
উত্থান সম্পর্কে মোশির গ্রন্থে জ্বলন্ত ঝোপের বৃত্তান্তে কী
লেখা আছে, তা কি তোমরা পাঠ করোনি? ঈশ্বর কীভাবে
তাঁকে বলেছিলেন, ‘আমি অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের
ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর?’ 27 তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন,
তিনি জীবিতদের ঈশ্বর। তোমরা চরম বিভ্রান্তিতে আছ।”
28 শাস্ত্রবিদদের মধ্যে একজন এসে তাদের তর্কবিতর্ক
করতে শুনলেন। যীশু তাদের ভালো উত্তর দিয়েছেন
লক্ষ্য করে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সব আজ্ঞার
মধ্যে কোনটি সর্বাপেক্ষা মহৎ?” 29 যীশু উত্তর দিলেন,
“সব থেকে মহৎ আজ্ঞাটি হল এই, ‘হে ইস্রায়েল শোনো,
আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, একই প্রভু। 30 তুমি তোমার
সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও
তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম
করবে।’ 31 দ্বিতীয়টি হল, ‘তোমার প্রতিবেশীকে নিজের
মতোই প্রেম করবে।’ এগুলির থেকে আর বড়ো কোনও
আজ্ঞা নেই।” 32 “গুরুমহাশয়, আপনি বেশ বলেছেন,”
শাস্ত্রবিদ উত্তর দিলেন। “আপনি যথার্থই বলেছেন যে,
ঈশ্বর একই প্রভু এবং তিনি ছাড়া আর অন্য কেউ নেই। 33
সমস্ত হৃদয়, সমস্ত উপলব্ধি ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে
ভালোবাসা এবং তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম
করা, সমস্ত হোম ও বলিদানের চেয়েও বেশি মহত্ত্বপূর্ণ।”
34 যীশু দেখলেন, তিনি বিজ্ঞতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছেন,
তাই তিনি তাকে বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্য থেকে তুমি দূরে
নও।” সেই সময় থেকে কেউ তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন
করতে সাহস পেল না। 35 মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষা দেওয়ার
সময় যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, “শাস্ত্রবিদরা কী করে বলে যে,
খ্রীষ্ট দাউদের পুত্র? 36 দাউদ স্বয়ং পবিত্র আত্মার আবেশে
একথা ঘোষণা করেছেন, “‘প্রভু আমার প্রভুকে বললেন,
“তুমি আমার ডানদিকে বসো, যতক্ষণ না তোমার শত্রুদের
আমি তোমার পদানত করি।”’ 37 স্বয়ং দাউদ তাঁকে ‘প্রভু’
বলে অভিহিত করেছেন, তাহলে কীভাবে তিনি তাঁর সন্তান
হতে পারেন?” বিস্তর লোক আনন্দের সঙ্গে তাঁর কথা
শুনছিল। 38 শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু তাদের বললেন,

"শাস্ত্রবিদদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। তারা লম্বা লম্বা পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে ও হাটেবাজারে সম্ভাষিত হতে ভালোবাসে। 39 তারা সমাজভবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন পেতে ও ভোজসভায় সব থেকে সম্মানজনক আসন লাভ করতে ভালোবাসে। 40 তারা বিধবাদের বাড়িশুদ্ধ গ্রাস করে এবং লোক-দেখানো লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে। এই ধরনের লোকেরা কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।" 41 যেখানে দান সংগ্রহ করা হচ্ছিল, যীশু তার উল্টোদিকে বসে দেখছিলেন, লোকেরা কীভাবে মন্দিরের ভাণ্ডারে অর্থ দান করছে। বহু ধনী ব্যক্তি প্রচুর সব মুদ্রা সেখানে রাখছিল। 42 কিন্তু একজন দরিদ্র বিধবা এসে তার মধ্যে খুব ছোটো দুটি তামার পয়সা রাখল, যার মূল্য সিকি পয়সা মাত্র। 43 যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে ডেকে বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই দরিদ্র বিধবা, অন্য সবার চেয়ে বেশি অর্থ ভাণ্ডারে দিয়েছে। 44 তারা সবাই তাদের প্রাচুর্য থেকে দান করেছে, কিন্তু সে তার দরিদ্রতা সত্ত্বেও, তার বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু ছিল, তা থেকে সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছে।"

**13** তিনি যখন মন্দির ছেড়ে যাচ্ছেন, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁকে বললেন, "গুরুমহাশয়, দেখুন! পাথরগুলি কেমন বিশাল! কেমন অপরূপ সব ভবন!" 2 উত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা কি বিশাল এসব ভবন দেখছ? এদের একটি পাথরও অন্যটির উপরে থাকবে না, সবকটিকেই ভূমিসাৎ করা হবে।" 3 মন্দিরের বিপরীত দিকে যীশু যখন জলপাই পর্বতে বসেছিলেন, পিতর, যাকোব, যোহন ও আন্দ্রিয় তাঁকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 4 "কখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটবে, আমাদের বলুন। আর এগুলি পূর্ণ হওয়ার চিহ্নই বা কী হবে?" 5 যীশু তাঁদের বললেন, "সতর্ক থেকো, কেউ যেন তোমাদের সঙ্গে প্রতারণা না করে। 6 অনেকে এসে আমার নামে দাবি করবে, 'আমিই সেই,' আর এভাবে বহু মানুষকে ঠকাবে। 7 তোমরা যখন যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের সব জনরব শুনবে, তখন আতঙ্কগ্রস্ত হোয়ো না। এ সমস্ত বিষয় অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু তখনও অন্তিমলগ্ন উপস্থিত হয়নি। 8 এক জাতি অন্য জাতির বিপক্ষে, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিপক্ষে অভিযান করবে। বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প হবে ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। কিন্তু এসব প্রসব যন্ত্রণার সূচনা মাত্র। 9 "তোমরা অবশ্যই নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। তোমাদেরকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে ও সমাজভবনগুলিতে চাবুক মারা হবে। আমার কারণে তোমাদের বিভিন্ন প্রদেশপাল ও রাজাদের কাছে দাঁড়াতে হবে, তাদের কাছে তোমরা আমার সাক্ষীস্বরূপ হবে। 10 আর প্রথমে সমস্ত জাতির কাছে সুসমাচার প্রচারিত হবে। 11 যখনই তোমাদের গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য নিয়ে আসা হবে, কী বলবে, তা নিয়ে আগে থেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হোয়ো না। সেই সময়ে তোমাদের যা দেওয়া হবে, কেবলমাত্র তাই বোলো, কারণ তোমরা যে কথা বলবে, এমন নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মাই বলবেন। 12 "ভাই ভাইকে ও পিতা সন্তানকে প্রতারিত করবে; ছেলেমেয়েরা বাবা-মার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে তাদের মৃত্যুর উদ্দেশে সমর্পণ করবে। 13 আমার কারণে সব মানুষ তোমাদের ঘৃণা করবে, কিন্তু যে কেউ শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে। 14 "যখন তোমরা দেখবে, 'ধ্বংসের কারণস্বরূপ সেই ঘৃণ্য বস্তু' যেখানে তার দাঁড়াবার অধিকার নেই, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে, তখন যারা যিহূদিয়ায় থাকে, তারা পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যাক। 15 তখন ছাদের উপরে যে থাকবে, সে যেন কোনো জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য নিচে নেমে না আসে, বা ঘরে প্রবেশ না করে। 16 মাঠে যে থাকবে, সে যেন জামাকাপড় নেওয়ার জন্য ঘরে ফিরে না যায়। 17 সেই সময় গর্ভবতী নারীদের ও স্তন্যদাত্রী মায়েদের কতই না ভয়ংকর কষ্ট হবে! 18 প্রার্থনা কোরো, যেন এই ঘটনা শীতকালে না ঘটে। 19 কারণ সেইসব দিনের দুঃসহ যন্ত্রণার কোনও তুলনা হবে না, ঈশ্বরের জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে সেরকম কখনও হয়নি, বা আর কখনও হবেও না। 20 "প্রভু যদি সেই সমস্ত দিনের সংখ্যা কমিয়ে না দিতেন, তাহলে কোনো মানুষই রক্ষা পেত না। কিন্তু যাদের তিনি মনোনীত করেছেন ও বেছে নিয়েছেন, তাঁদের জন্য তিনি সেইসব দিনের সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছেন। 21 সেই সময় কেউ যদি তোমাদের বলে, 'দেখো, খ্রীষ্ট এখানে,' বা 'দেখো, তিনি ওখানে,' সেকথা তোমরা বিশ্বাস কোরো না। 22 কারণ ভণ্ড খ্রীষ্টেরা ও ভণ্ড ভাববাদীরা উপস্থিত হয়ে বহু চিহ্ন ও অলৌকিক কাজ করে দেখাবে, যেন সম্ভব হলে মনোনীতদেরও প্রতারিত করতে পারে। 23 তাই, সতর্ক থেকো, সময়ের আগেই আমি তোমাদের সবকিছু জানালাম। 24 "কিন্তু সেই সমস্ত দিনে, সেই বিপর্যয়ের শেষে, "'সূর্য অন্ধকারে ঢেকে যাবে, চাঁদ তার আলো দেবে না; 25 আকাশ থেকে নক্ষত্রসমূহের পতন হবে, আর জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রকম্পিত হবে।' 26 "সেই সময়ে লোকেরা মনুষ্যপুত্রকে মহাপরাক্রমে ও মহিমায় মেঘে করে আসতে দেখবে। 27 তিনি তাঁর দূতদের পাঠাবেন এবং তাঁরা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকে

তাঁর মনোনীতদের সংগ্রহ করবেন। 28 "এখন ডুমুর গাছ থেকে এই শিক্ষাগ্রহণ করো: যখনই এর শাখায় কোমল পল্লব ও পাতা বের হয়ে আসে, তোমরা বুঝতে পারো যে, গ্রীষ্মকাল কাছে এসেছে। 29 সেভাবে, তোমরা যখন এসব বিষয় ঘটতে দেখবে, তোমরা জানবে যে, সময় হয়ে এসেছে, এমনকি, তিনি দুয়ারে উপস্থিত হয়েছেন। 30 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই সমস্ত ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত বর্তমান প্রজন্ম লুপ্ত হবে না। 31 আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও লুপ্ত হবে না। 32 "কিন্তু সেই দিন বা ক্ষণের কথা কেউই জানে না, এমনকি স্বর্গদূতেরা বা পুত্রও জানেন না, কেবলমাত্র পিতা জানেন। 33 সতর্ক হও! তোমরা সজাগ থেকো! কারণ তোমরা জানো না সেই সময় কখন আসবে। 34 এ যেন কোনো ব্যক্তি বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছেন; তিনি তাঁর বাড়ি ত্যাগ করে তাঁর দাসদের উপরে সমস্ত দায়িত্ব দিলেন। তিনি প্রত্যেককে তার নির্দিষ্ট কাজ দিলেন এবং দ্বাররক্ষীকে সতর্ক পাহারা দিতে বললেন। 35 "সেই কারণে, সজাগ থেকো, কারণ তোমরা জানো না, বাড়ির কর্তা কখন ফিরে আসবেন—সন্ধ্যায়, না মধ্যরাত্রে, মোরগ ডাকার সময়, নাকি সকালবেলায়। 36 তিনি যদি হঠাৎ এসে উপস্থিত হন, তোমাদের যেন ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে না পান। 37 আমি তোমাদের যা কিছু বলি, তা সবাইকেই বলি: 'তোমরা সজাগ থেকো।'"

**14** নিস্তারপর্ব ও খামিরবিহীন রুটির পর্ব শুরু হতে আর মাত্র দু-দিন বাকি ছিল। প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রবিদরা সুকৌশলে যীশুকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করার জন্য সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। 2 তারা বলল, "কিন্তু পর্বের সময়ে নয়, তাতে লোকদের মধ্যে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে।" 3 যীশু যখন বেথানিতে কুষ্ঠরোগী শিমোন নামে পরিচিত এক ব্যক্তির বাড়িতে আসনে হেলান দিয়ে বসেছিলেন, তখন একজন নারী, একটি শ্বেতস্ফটিকের পাত্রে বিশুদ্ধ জটামাংসীর নির্যাসে তৈরি বহুমূল্য সুগন্ধি তেল নিয়ে এল। সে পাত্রটি ভেঙে তাঁর মাথায় সেই সুগন্ধি তেল ঢেলে দিল। 4 উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ বিরক্তির স্বরে বলল, "সুগন্ধিদ্রব্যের এই অপচয় কেন? 5 এটি বিক্রি করে তো তিনশো দিনারেরও বেশি অর্থ পাওয়া যেত ও দরিদ্রদের দান করা যেত।" তারা রূঢ়ভাবে তাকে তিরস্কার করল। 6 যীশু বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও। তোমরা কেন ওকে উত্যক্ত করছ? ও আমার প্রতি এক অপূর্ব কাজ করেছে। 7 দরিদ্রদের তোমরা সবসময়ই সঙ্গে পাবে, আর তোমরা চাইলে যে কোনো সময় তাদের সাহায্য করতে পারো। কিন্তু আমাকে তোমরা সবসময় পাবে না। 8 সে তার সাধ্যমতোই কাজ করেছে। সে আগে থেকেই আমার শরীরে সুগন্ধিদ্রব্য ঢেলে দিয়ে আমার দেহকে সমাধির জন্য প্রস্তুত করেছে। 9 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সমস্ত জগতে, যেখানেই সুসমাচার প্রচারিত হবে, সে যা করেছে, স্মৃতির উদ্দেশে তার সেই কাজের কথাও বলা হবে।" 10 তখন সেই বারোজনের একজন, যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ যীশুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য প্রধান যাজকদের কাছে গেল। 11 তারা একথা শুনে আনন্দিত হয়ে তাকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দিল। তাই সে তাঁকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল। 12 খামিরবিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে, যখন নিস্তারপর্বের মেষশাবক বলিদান করার প্রথা ছিল, যীশুর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা কোথায় গিয়ে আপনার জন্য নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করব? আপনার ইচ্ছা কী?" 13 তাই তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে এই বলে পাঠালেন, "তোমরা ওই নগরে যাও। সেখানে দেখবে, এক ব্যক্তি জলের একটি কলশি নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা তাকে অনুসরণ কোরো। 14 যে বাড়িতে সে প্রবেশ করবে, সেই গৃহকর্তাকে তোমরা বোলো, 'গুরুমহাশয় জানতে চান, অতিথিদের জন্য আমার সেই নির্দিষ্ট ঘরটি কোথায়, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের নিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ গ্রহণ করতে পারি?' 15 সে তোমাদের উপরতলায় একটি বড়ো ঘর দেখাবে। তা সুসজ্জিত ও প্রস্তুত অবস্থায় আছে। আমাদের জন্য সেখানেই সব আয়োজন কোরো।" 16 সেই শিষ্যেরা বেরিয়ে পড়লেন। নগরে প্রবেশ করে যীশু তাঁদের যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনই তাঁরা সবকিছু দেখতে পেলেন। তাই তাঁরা সেখানেই নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন। 17 সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে, যীশু সেই বারোজনের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হলেন। 18 আসনে হেলান দিয়ে তাঁরা যখন আহার করছিলেন, তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে—সে আমারই সঙ্গে আহার করছে।" 19 তাঁরা দুঃখিত হলেন এবং এক এক করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সে নিশ্চয়ই আমি নই?" 20 তিনি উত্তর দিলেন, "সে এই বারোজনের মধ্যেই একজন, যে আমার সঙ্গে খাবারের পাত্রে রুটি ডুবালো। 21 মনুষ্যপুত্রের বিষয়ে যে রকম লেখা আছে, তেমনই তিনি চলে যাবেন, কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যে মনুষ্যপুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে! তার জন্ম না হলেই বরং তার পক্ষে ভালো হত।" 22

তাঁরা যখন আহার করছিলেন, যীশু রুটি নিলেন, ধন্যবাদ দিলেন ও তা ভাঙলেন। আর তিনি তাঁর শিষ্যদের দিলেন ও বললেন, "তোমরা নাও; এ আমার শরীর।" 23 তারপর তিনি পানপাত্রটি নিলেন, ধন্যবাদ দিলেন ও তাঁদের সেটি দিলেন। তাঁরা সবাই তা থেকে পান করলেন। 24 তিনি তাঁদের বললেন, "এ আমার রক্ত, নতুন নিয়মের রক্ত, যা অনেকের জন্য পাতিত হয়েছে। 25 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে আমি নতুন করে পান না করা পর্যন্ত দ্রাক্ষারস আর কখনও পান করব না।" 26 পরে তাঁরা একটি গান করে সেখান থেকে বের হয়ে জলপাই পর্বতে গেলেন। 27 যীশু তাদের বললেন, "তোমরা সবাই আমাকে ছেড়ে যাবে, কারণ এরকম লেখা আছে: "'আমি মেষপালককে আঘাত করব, এতে মেষেরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে।' 28 কিন্তু আমি উত্থিত হলে পর, আমি তোমাদের আগেই গালীলে পৌঁছাব।" 29 পিতর তাঁকে বললেন, "সবাই আপনাকে ছেড়ে গেলেও, আমি যাব না।" 30 যীশু উত্তরে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই—হ্যাঁ, আজ রাত্রিবেলায়—দু-বার মোরগ ডাকার আগেই, তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।" 31 কিন্তু পিতর আরও জোরের সঙ্গে বললেন, "আপনার সঙ্গে যদি আমাকে মৃত্যুবরণও করতে হয়, তাহলেও আমি আপনাকে কখনোই অস্বীকার করব না।" আর বাকি সকলেও একই কথা বললেন। 32 পরে তাঁরা গেৎশিমানি নামে পরিচিত একটি স্থানে গেলেন। আর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "আমি যখন প্রার্থনা করি, তোমরা এখানে বসে থাকো।" 33 তিনি পিতর, যাকোব ও যোহনকে তাঁর সঙ্গে নিলেন এবং গভীর মর্মবেদনাগ্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন। 34 তিনি তাঁদের বললেন, "আমার প্রাণ মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখার্ত হয়েছে। তোমরা এখানে থাকো, এবং জেগে থাকো।" 35 আরও কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে, তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করলেন, যেন সম্ভব হলে সেই লগ্ন তাঁর কাছ থেকে দূর করা হয়। 36 তিনি বললেন, "আব্বা, পিতা, তোমার পক্ষে সবকিছুই করা সম্ভব। এই পানপাত্র আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তবুও আমার ইচ্ছা অনুযায়ী নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছা অনুযায়ী হোক।" 37 তারপর তিনি শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে দেখলেন, তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি পিতরকে বললেন, "শিমোন, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছ? তুমি এক ঘণ্টাও জেগে থাকতে পারলে না? 38 জেগে থাকো ও প্রার্থনা করো, যেন প্রলোভনে না পড়ো। আত্মা ইচ্ছুক, কিন্তু শরীর দুর্বল।" 39 আর একবার তিনি দূরে গিয়ে সেই একই প্রার্থনা করলেন। 40 যখন তিনি ফিরে এলেন, তিনি আবার তাঁদের ঘুমাতে দেখলেন, কারণ তাঁদের চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছিল। তাঁরা তাঁকে কী বলবেন, বুঝতে পারলেন না। 41 তৃতীয়বার তিনি ফিরে এসে তাঁদের বললেন, "তোমরা কি এখনও ঘুমিয়ে আছ ও বিশ্রাম করছ? যথেষ্ট হয়েছে! সময় হয়েছে। দেখো, মনুষ্যপুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 42 ওঠো! চলো আমরা যাই! দেখো, আমার বিশ্বাসঘাতক এসে পড়েছে।" 43 তিনি তখনও কথা বলছেন, সেই সময় বারোজনের অন্যতম যিহূদা এসে উপস্থিত হল। তার সঙ্গে ছিল একদল সশস্ত্র লোক, তাদের হাতে ছিল তরোয়াল ও লাঠিসোঁটা। প্রধান যাজকেরা, শাস্ত্রবিদরা ও লোকসমূহের প্রাচীনবর্গ তাদের পাঠিয়েছিল। 44 সেই বিশ্বাসঘাতক তাদের এই সংকেত দিয়ে রেখেছিল, "যাকে আমি চুম্বন করব, সেই ওই ব্যক্তি; তাকে গ্রেপ্তার কোরো ও সতর্ক পাহারা দিয়ে নিয়ে যেয়ো।" 45 সেই মুহূর্তেই যীশুর কাছে গিয়ে যিহূদা বলল, "রব্বি!" আর তাঁকে চুম্বন করল। 46 সেই লোকেরা যীশুকে ধরল ও তাঁকে গ্রেপ্তার করল। 47 যারা আশেপাশে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের মধ্যে একজন তার তরোয়াল বের করে মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে তার একটি কান কেটে ফেলল। 48 যীশু বললেন, "আমি কি কোনও বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছি যে, তোমরা তরোয়াল ও লাঠিসোঁটা নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছ? 49 প্রতিদিন আমি তোমাদের সঙ্গে থেকে মন্দির চত্বরে বসে শিক্ষা দিয়েছি, তখন তো তোমরা আমাকে গ্রেপ্তার করোনি। কিন্তু শাস্ত্রবাণী অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে।" 50 তখন সকলে তাঁকে ত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন। 51 আর একজন যুবক, কোনো কিছু না-পরে, কেবলমাত্র একটি মসিনার কাপড় গায়ে জড়িয়ে যীশুকে অনুসরণ করছিল। 52 তারা তাকে ধরলে, সে তার পোশাক ফেলে নগ্ন অবস্থাতেই পালিয়ে গেল। 53 তারা যীশুকে মহাযাজকের কাছে নিয়ে গেল। আর সব প্রধান যাজকেরা, লোকদের প্রাচীনবর্গ ও শাস্ত্রবিদরা সমবেত হয়েছিল। 54 পিতর দূর থেকে তাঁকে অনুসরণ করে মহাযাজকের উঠান পর্যন্ত চলে গেলেন। সেখানে তিনি প্রহরীদের সঙ্গে বসে আগুন পোহাতে লাগলেন। 55 প্রধান যাজকেরা ও সমস্ত মহাসভা যীশুকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ খুঁজছিল, কিন্তু তারা সেরকম কিছুই পেল না। 56 অনেকে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল ঠিকই, কিন্তু তাদের সাক্ষ্যের মধ্যে কোনও মিল ছিল না। 57 তখন কয়েকজন উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এই মিথ্যা সাক্ষ্য দিল: 58 "আমরা একে বলতে শুনেছি, 'মানুষের তৈরি এই মন্দির আমি ধ্বংস করতে ও তিনদিনের মধ্যে

আর একটি মন্দির নির্মাণ করতে পারি, যা মানুষের তৈরি নয়।'" 59 তবুও, এই সাক্ষ্যের মধ্যেও কোনো মিল খুঁজে পাওয়া গেল না। 60 তখন মহাযাজক তাদের সামনে উঠে দাঁড়ালেন ও যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি উত্তর দেবে না? তোমার বিরুদ্ধে এরা যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ এনেছে, সেগুলি কী?" 61 যীশু তবুও নীরব রইলেন, কোনও উত্তর দিলেন না। মহাযাজক তাঁকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমিই কি সেই খ্রীষ্ট, পরমধন্য ঈশ্বরের পুত্র?" 62 যীশু বললেন, "আমিই তিনি। আর তোমরা মনুষ্যপুত্রকে সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডানদিকে বসে থাকতে ও স্বর্গের মেঘে করে আসতে দেখবে।" 63 তখন মহাযাজক তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন। তিনি বললেন, "আমাদের আর সাক্ষ্য-প্রমাণের কী প্রয়োজন? 64 তোমরা তো ঈশ্বরনিন্দা শুনলে। তোমাদের অভিমত কী?" তারা সবাই যীশুকে অপরাধী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য বলে রায় দিল। 65 তখন কেউ কেউ তাঁর গায়ে থুতু দিল, তারা তাঁর চোখ বেঁধে তাঁকে ঘুসি মারল ও বলল, "ভাববাণী বল!" আর প্রহরীরা তাঁকে নিয়ে গিয়ে প্রহার করতে লাগল। 66 পিতর যখন নিচে উঠানে ছিলেন, মহাযাজকের একজন দাসী তাঁর কাছে এল। 67 পিতরকে আগুন পোহাতে দেখে সে তাঁকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। সে বলল, "তুমিও ওই নাসরতীয় যীশুর সঙ্গে ছিলে।" 68 কিন্তু তিনি সেই কথা অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, "তুমি কী বলছ, তা আমি জানি না, বুঝতেও পারছি না।" এরপর তিনি প্রবেশদ্বারের দিকে চলে গেলেন, আর তক্ষুনি মোরগ ডেকে উঠল। 69 সেই দাসী তাঁকে সেখানে দেখে তাঁর চারপাশের লোকদের আবার বলল, "এই লোকটিও ওদেরই একজন!" 70 তিনি আবার তা অস্বীকার করলেন। এর কিছুক্ষণ পরে, যারা পিতরের কাছে দাঁড়িয়েছিল, তারা বলল, "তুমি নিশ্চয় ওদেরই একজন, কারণ তুমি একজন গালীলীয়।" 71 তিনি নিজেকে অভিশাপ দিতে লাগলেন ও তাদের কাছে শপথ করে বললেন, "যাঁর সম্পর্কে আপনারা বলছেন, তাঁকে আমি চিনি না।" 72 সঙ্গে সঙ্গে মোরগ দ্বিতীয়বার ডেকে উঠল। তখন যীশু পিতরকে যে কথা বলেছিলেন, তাঁর তা মনে পড়ল: "মোরগ দু-বার ডাকার পূর্বে তুমি তিনবার আমাকে অস্বীকার করবে।" তখন তিনি অত্যন্ত কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

**15** খুব ভোরবেলায়, প্রধান যাজকেরা, লোকদের প্রাচীনবর্গ ও শাস্ত্রবিদরা সমস্ত মহাসভার সঙ্গে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হল। তারা যীশুকে বেঁধে পীলাতের কাছে নিয়ে গেল ও তাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ করল। 2 পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমিই কি ইহুদিদের রাজা?" যীশু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই, যেমন তুমি বললে।" 3 প্রধান যাজকেরা তাঁকে অনেক বিষয়ে অভিযুক্ত করল। 4 তাই পীলাত আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি উত্তর দেবে না? দেখো, ওরা তোমার বিরুদ্ধে কত অভিযোগ করছে।" 5 যীশু তবুও কোনো উত্তর দিলেন না দেখে পীলাত বিস্মিত হলেন। 6 লোকেদের পর্বের সময় সকলের অনুরোধে এক বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। 7 তখন বারাব্বা নামে এক ব্যক্তি অন্য কয়েকজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কারারুদ্ধ ছিল। তারা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সময় নরহত্যাও করেছিল। 8 লোকেরা সামনে এসে পীলাতকে অনুরোধ করল, তিনি সাধারণত যা করে থাকেন, তাদের জন্য যেন তাই করেন। 9 পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি চাও যে, 'ইহুদিদের রাজাকে' আমি তোমাদের জন্য মুক্ত করে দিই?" 10 কারণ তিনি জানতেন, প্রধান যাজকেরা ঈর্ষাবশত যীশুকে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল। 11 কিন্তু প্রধান যাজকেরা সকলকে উত্তেজিত করে পীলাতকে বলতে বলল যে তারা যেন বারাব্বার মুক্তি চায়। 12 পীলাত তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে, তোমরা যাকে ইহুদিদের রাজা বলো, তাকে নিয়ে আমি কী করব?" 13 তারা চিৎকার করে বলল, "ওকে ক্রুশে দিন!" 14 পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, ও কী অপরাধ করেছে?" কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে বলতে লাগল, "ওকে ক্রুশে দিন!" 15 লোকসকলকে সন্তুষ্ট করার জন্য পীলাত তাদের কাছে বারাব্বাকে মুক্ত করে দিলেন। তিনি যীশুকে চাবুক দিয়ে প্রহার করিয়ে ক্রুশার্পিত করার জন্য সমর্পণ করলেন। 16 সৈন্যরা যীশুকে প্রাঙ্গণে, অর্থাৎ শাসক-ভবনের ভিতরে নিয়ে গেল। তারা সৈন্যবাহিনীর সবাইকে ডেকে একত্র করল। 17 তারা তাঁর গায়ে বেগুনি রংয়ের এক পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর পাক দিয়ে একটি কাঁটার মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পরিয়ে দিল। 18 তারা তাঁকে অভিবাদন করে বলতে লাগল, "ইহুদি-রাজ, নমস্কার!" 19 একটি নলখাগড়া দিয়ে বারবার তারা তাঁর মাথায় আঘাত করল ও তাঁর গায়ে থুতু দিল। তারপর তারা নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করল। 20 তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপের পর্ব এভাবে শেষ হলে, তারা বেগুনি রংয়ের পোশাকটি খুলে নিল ও তাঁর নিজের পোশাক তাঁকে পরিয়ে দিল। তারপর তারা তাঁকে ক্রুশার্পিত করার জন্য নিয়ে গেল। 21 কুরীণ থেকে আগত শিমোন নামে জনৈক ব্যক্তি গ্রামাঞ্চল থেকে সেই পথে আসছিল। সে আলেকজান্ডার

ও রূফের পিতা। তারা ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে তাকে বাধ্য
করল। 22 তারা যীশুকে গলগথা নামে একটি স্থানে নিয়ে
এল (নামটির অর্থ, "মাথার খুলির স্থান")। 23 সেখানে
তারা যীশুকে গন্ধরস মেশানো দ্রাক্ষারস পান করতে দিল,
কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। 24 এরপর তারা তাঁকে
ক্রুশে দিল। তাঁর পোশাকগুলি ভাগ করে নিয়ে কে কোন
অংশ নেবে, তার জন্য তারা গুটিকাপাত করল। 25 সকাল
নয়টার সময় তারা তাঁকে ক্রুশে দিল। 26 তাঁর বিরুদ্ধে এই
অভিযোগপত্র টাঙিয়ে দেওয়া হল: ইহুদিদের রাজা। 27
তারা তাঁর সঙ্গে আরও দুজন দস্যুকে ক্রুশার্পিত করল,
একজনকে তাঁর ডানদিকে, অন্যজনকে তাঁর বাঁদিকে।
28 তখন এই শাস্ত্রীয় বাণী পূর্ণ হল, "তিনি অধর্মীদের
সঙ্গে গণিত হলেন।" 29 যারা সেই পথ দিয়ে যাতায়াত
করছিল, তারা মাথা নাড়তে নাড়তে তাঁকে অপমান করে
বলতে লাগল, "তাহলে তুমিই সেই লোক, যে মন্দির ধ্বংস
করে তিনদিনে তা পুনর্নির্মাণ করতে পারো! 30 এখন
ক্রুশ থেকে নেমে এসো ও নিজেকে রক্ষা করো।" 31
একইভাবে প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রবিদরাও তাঁকে বিদ্রুপ
করে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল; তারা বলল,
"ও অন্যদের বাঁচাত, কিন্তু নিজেকে বাঁচাতে পারে না।
32 এখন এই খ্রীষ্ট, ইস্রায়েলের রাজা, ক্রুশ থেকে নেমে
আসুক, যেন আমরাও তা দেখে বিশ্বাস করতে পারি।"
যারা তাঁর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিল, তারাও তাঁকে অনেক
অপমান করল। 33 বেলা বারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত
সমস্ত দেশে অন্ধকার ছেয়ে গেল। 34 আর বেলা তিনটের
সময়, যীশু উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, "এলী, এলী, লামা
শবক্তানী?" যার অর্থ, "ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার, কেন
তুমি আমাকে পরিত্যাগ করেছ?" 35 সেখানে দাঁড়িয়েছিল
এমন কয়েকজন যখন একথা শুনল, তারা বলল, "শোনো,
ও এলিয়কে ডাকছে।" 36 আর একজন লোক দৌড়ে
গিয়ে একটি স্পঞ্জ সিরকায় পূর্ণ করে, একটি নলখাগড়ার
সাহায্যে যীশুকে পান করতে দিল। সে বলল, "ওকে ছেড়ে
দাও, এসো দেখি, এলিয় ওকে নামাতে আসেন কি না।"
37 এরপর যীশু উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে তাঁর শেষনিশ্বাস
ত্যাগ করলেন। 38 মন্দিরের পর্দাটি উপর থেকে নিচ
পর্যন্ত চিরে দু-টুকরো হল। 39 আর যে শত-সেনাপতি
সেখানে যীশুর সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর চিৎকার শুনে
এবং তিনি কীভাবে মৃত্যুবরণ করলেন, তা দেখে বলে
উঠলেন, "নিশ্চিতরূপেই ইনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।" 40
কয়েকজন নারী দূর থেকে সব লক্ষ্য করছিলেন। তাঁদের
মধ্যে ছিলেন মাগ্দালাবাসী মরিয়ম, কনিষ্ঠ যাকোব ও
যোষির মা মরিয়ম ও শালোমি। 41 গালীলে এসব নারী
তাঁকে অনুসরণ করে তাঁর পরিচর্যা করতেন। আরও অনেক
নারী, যারা তাঁর সঙ্গে জেরুশালেমে এসেছিলেন, তাঁরাও
সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 42 সেদিন ছিল প্রস্তুতির দিন
(অর্থাৎ, বিশ্রামদিনের আগের দিন)। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে,
43 আরিমাথিয়ার যোষেফ, যিনি বিচার-পরিষদের একজন
বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন, তিনি সাহসের সঙ্গে পীলাতের কাছে
গিয়ে যীশুর দেহটি চাইলেন। ইনি নিজেও ঈশ্বরের রাজ্যের
প্রতীক্ষায় ছিলেন। 44 যীশু ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন শুনে
পীলাত বিস্মিত হলেন। শত-সেনাপতিকে তলব করে তিনি
তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সত্যিই এর মধ্যে যীশুর মৃত্যু
হয়েছে কি না। 45 শত-সেনাপতির কাছে সেকথার সত্যতা
জেনে তিনি যীশুর দেহটি যোষেফের হাতে তুলে দিলেন।
46 তাই যোষেফ কিছু লিনেন কাপড় কিনে আনলেন, দেহটি
নামিয়ে লিনেন কাপড়ে আবৃত করলেন। তারপরে বড়ো
পাথরে খোদিত এক সমাধিতে তা রাখলেন। পরে তিনি
সমাধির প্রবেশপথে বড়ো একটি পাথর গড়িয়ে দিলেন।
47 কোথায় তাঁকে রাখা হল, তা মগ্দলিনী মরিয়ম ও যোষির
মা মরিয়ম দেখতে পেলেন।

**16** বিশ্রামদিন অতিক্রান্ত হলে, মাগ্দালাবাসী মরিয়ম,
যাকোবের মা মরিয়ম ও শালোমি কিছু সুগন্ধিদ্রব্য
কিনে নিয়ে এলেন, যেন যীশুর দেহে তা লেপন করতে
পারেন। 2 সপ্তাহের প্রথম দিন, খুব ভোরবেলায়, সূর্যোদয়ের
অব্যবহিত পরেই তাঁরা সমাধির কাছে এলেন। 3 তাঁরা
পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সমাধির প্রবেশমুখ থেকে
কে পাথরখানা সরাবে?" 4 কিন্তু তাঁরা যখন চোখ তুলে
তাকালেন, তাঁরা দেখলেন যে, অতি বিশাল সেই পাথরটিকে
সরানো হয়েছে। 5 সমাধির মধ্যে প্রবেশ করা মাত্র, তাঁরা
দেখলেন, সাদা পোশাক পরে এক যুবক ডানদিকে বসে
আছেন। এতে তাঁরা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। 6 তিনি
বললেন, "তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমরা তো নাসরতীয়
যীশুর অন্বেষণ করছ, যিনি ক্রুশার্পিত হয়েছিলেন। তিনি
উত্থিত হয়েছেন! তিনি এখানে নেই। এই দেখো সেই
স্থান, যেখানে তাঁর দেহ রাখা হয়েছিল। 7 কিন্তু তোমরা
যাও, গিয়ে তাঁর শিষ্যদের ও পিতরকেও বলো, 'তিনি
তোমাদের আগেই গালীলে যাচ্ছেন। সেখানে তোমরা
তাঁর দর্শন পাবে, যেমন তিনি তোমাদের বলেছিলেন।'" 8
ভীতকম্পিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সেই মহিলারা বাইরে
গিয়ে সেই সমাধিস্থল থেকে পালিয়ে গেলেন। তাঁরা ভয়
পেয়েছিলেন বলে কাউকেই তাঁরা কিছু বললেন না। 9

**(note: The most reliable and earliest manuscripts do not include Mark 16:9-20.)** সপ্তাহের প্রথম দিনে ভোরবেলায় যীশু উত্থিত
হয়ে প্রথমে মাগ্দালাবাসী মরিয়মকে দর্শন দেন, যার
মধ্য থেকে তিনি সাতটি ভূত দূর করেছিলেন। 10 তিনি
গিয়ে যারা যীশুর সঙ্গে ছিলেন ও কান্নাকাটি এবং বিলাপ
করছিলেন, তাঁদের কাছে সেই সংবাদ দিলেন। 11 তাঁরা
যখন শুনলেন যে, যীশু জীবিত আছেন ও মরিয়ম তাঁকে
দর্শন করেছেন, তাঁরা সেকথা বিশ্বাস করলেন না। 12
এরপর যীশু ভিন্ন রূপে অপর দুজন শিষ্যকে দর্শন দিলেন।
তাঁরা পায়ে হেঁটে একটি গ্রামের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন। 13
তাঁরাও ফিরে এসে অন্য সবার কাছে সেকথা বললেন,
কিন্তু তাঁরা তাদের কথাও বিশ্বাস করলেন না। 14 পরে
এগারোজন শিষ্য যখন আহার করছিলেন, যীশু তাঁদের
কাছে আবির্ভূত হলেন, তাঁদের বিশ্বাসের অভাব দেখে ও
পুনরুত্থানের পরে যারা তাঁকে দেখেছিলেন, তাদের কথা
কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি না-হওয়াতে তিনি তাদের
তিরস্কার করলেন। 15 তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা
সমস্ত জগতে যাও ও সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার
করো। 16 যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ
পাবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, তার শাস্তি হবে। 17 আর
যারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাদের মধ্যে দেখতে
পাওয়া যাবে: তারা আমার নামে ভূত তাড়াবে, তারা নতুন
নতুন ভাষায় কথা বলবে, 18 তারা হাতে করে সাপ তুলে
ধরবে, আর তারা প্রাণনাশক বিষ পান করলেও তাদের
কোনো ক্ষতি হবে না; তারা পীড়িত ব্যক্তিদের উপরে হাত
রেখে প্রার্থনা করবে, আর তারা সুস্থ হবে।" 19 তাদের সঙ্গে
প্রভু যীশুর কথা বলা শেষ হওয়ার পর, তাঁকে স্বর্গে তুলে
নেওয়া হল, আর তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে গিয়ে উপবিষ্ট
হলেন। 20 তারপর শিষ্যেরা বেরিয়ে পড়ে সর্বত্র সুসমাচার
প্রচার করতে লাগলেন। আর প্রভু তাঁদের সঙ্গী হয়ে কাজ
করতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে বহু চিহ্নকর্মের মাধ্যমে
তাঁর বাক্যের সত্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন।

# লুক

1 যা কিছু ঘটে গেছে, আমাদের মধ্যে অনেকেই তার
একটি বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 2 যাঁরা প্রথম
থেকেই সবকিছু চাক্ষুষ দেখেছেন ও বাক্যের পরিচর্যা
করেছেন, তাঁরাই সে সমস্ত আমাদের কাছে সমর্পণ
করেছেন। 3 মহামান্য থিয়ফিল, সেইজন্য আমি প্রথম
থেকে সবকিছু সযত্নে অনুসন্ধান করে আপনার জন্য
একটি সুবিন্যস্ত বিবরণ রচনা করা সংগত বিবেচনা
করলাম, 4 যেন আপনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন, সে বিষয়ে
আপনার জ্ঞান সুনিশ্চিত হয়। 5 যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের
রাজত্বকালে সখরিয় নামে একজন যাজক ছিলেন। তিনি
ছিলেন অবিয়ের পুরোহিত অধীনস্থ যাজক-সম্প্রদায়ভুক্ত।
তাঁর স্ত্রী ইলিশাবেতও ছিলেন হারোণ বংশীয়। 6 তাঁরা
উভয়েই ছিলেন ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক। তাঁরা প্রভুর সমস্ত
আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম নির্দোষরূপে পালন করতেন। 7 কিন্তু
তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান, কারণ ইলিশাবেত বন্ধ্যা ছিলেন
এবং তাঁদের দুজনেরই বেশ বয়স হয়েছিল। 8 একদিন
সখরিয়ের দলের পালা ছিল এবং তিনি ঈশ্বরের সামনে
যাজকীয় পরিচর্যা করছিলেন। 9 যাজকীয় কাজের রীতি
অনুসারে, প্রভুর মন্দিরে গিয়ে ধূপ জ্বালাবার জন্য তিনিই
গুটিকাপাতের দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন। 10 সেই ধূপ
জ্বালাবার সময় যখন উপস্থিত হল, সমবেত উপাসকেরা
তখন বাইরে প্রার্থনা করছিলেন। 11 সেই সময় প্রভুর এক
দূত ধূপ জ্বালাবার বেদির ডানদিকে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে
আবির্ভূত হলেন। 12 তাঁকে দেখে সখরিয় বিস্ময়ে বিহ্বল ও
ভীত হলেন। 13 কিন্তু দূত তাঁকে বললেন, "সখরিয়, ভয়
পেয়ো না, ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন। তোমার স্ত্রী
ইলিশাবেত তোমার জন্য এক পুত্রসন্তানের জন্ম দেবেন।
তুমি তার নাম রাখবে, যোহন। 14 সে তোমার আনন্দ ও
উল্লাসের কারণ হবে এবং তার জন্মে অনেক মানুষ উল্লসিত
হবে, 15 কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে সে হবে মহান। সে কখনও
দ্রাক্ষারস, বা অন্য কোনো উত্তেজক পানীয় গ্রহণ করবে না
এবং জন্মমুহূর্ত থেকেই সে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হবে। 16
ইস্রায়েলের বহু মানুষকে সে তাদের প্রভু ঈশ্বরের কাছে
ফিরিয়ে আনবে। 17 ভাববাদী এলিয়ের আত্মা ও পরাক্রমে
সে প্রভুর অগ্রগামী হবে; সকল পিতৃহৃদয়কে তাদের
সন্তানের দিকে ফিরিয়ে আনবে, অবাধ্যদের ধার্মিকদের
প্রজ্ঞাপথে নিয়ে আসবে—প্রভুর জন্য এক প্রজাসমাজকে
প্রস্তুত করে তুলবে।" 18 সখরিয় দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন,
"আমি কী করে এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হব? কারণ আমি
বৃদ্ধ, আমার স্ত্রীরও অনেক বয়স হয়েছে।" 19 দূত উত্তর
দিলেন, "আমি গ্যাব্রিয়েল, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি।
এই শুভবার্তা ব্যক্ত করার জন্য ও তোমার সঙ্গে কথা
বলার জন্য আমাকে তোমার কাছে পাঠানো হয়েছে। 20
কিন্তু তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না, যদিও সেকথা
যথাসময়ে সত্য হয়ে উঠবে। এজন্য তুমি বোবা হয়ে যাবে
এবং যতদিন না এই ঘটনা ঘটে, তুমি কথা বলতে পারবে
না।" 21 এদিকে সখরিয়ের জন্য অপেক্ষায় লোকেরা অবাক
হয়ে ভাবছিল, তিনি মন্দিরে কেন এত দেরি করছেন।
22 বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি তাদের সঙ্গে কোনো কথা
বলতে পারলেন না। তারা উপলব্ধি করল, তিনি মন্দিরে
কোনো দর্শন লাভ করেছেন, কারণ তিনি ক্রমাগত ইঙ্গিতে
তাদের বোঝাচ্ছিলেন, কিন্তু কথা বলতে পারছিলেন না। 23
তাঁর পরিচর্যার কাজ সম্পূর্ণ হলে তিনি ঘরে ফিরে গেলেন।
24 এরপরে তাঁর স্ত্রী ইলিশাবেত অন্তঃসত্ত্বা হলেন এবং
পাঁচ মাস গোপনে অবস্থান করলেন। 25 তিনি বললেন,
"প্রভু আমার জন্য এ কাজ করেছেন। এই সময়ে তিনি
আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেছেন, লোকসমাজ থেকে
আমার অপবাদ দূর করেছেন।" 26 ছয় মাস পরে ঈশ্বর
তাঁর দূত গ্যাব্রিয়েলকে গালীল প্রদেশের নাসরৎ-নগরে
এক কুমারীর কাছে পাঠালেন। 27 তিনি দাউদ বংশের
যোষেফ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে বাগদত্তা হয়েছিলেন।
সেই কুমারী কন্যার নাম ছিল মরিয়ম। 28 দূত তাঁর কাছে
গিয়ে বললেন, "মহান অনুগ্রহের অধিকারিণী, তোমাকে
অভিনন্দন! প্রভু তোমার সঙ্গে আছেন।" 29 তাঁর কথা
শুনে মরিয়ম অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং অবাক হয়ে
ভাবলেন, এ কী ধরনের অভিবাদন হতে পারে! 30 কিন্তু
দূত তাঁকে বললেন, "মরিয়ম, ভয় পেয়ো না। তুমি ঈশ্বরের
অনুগ্রহ লাভ করেছ। 31 তুমি অন্তঃসত্ত্বা হয়ে এক পুত্রের
জন্ম দেবে, আর তুমি তাঁর নাম রাখবে যীশু। 32 তিনি
মহান হবেন ও পরাৎপরের পুত্র নামে আখ্যাত হবেন।
প্রভু ঈশ্বর তাঁর পিতা দাউদের সিংহাসন তাঁকে দেবেন 33
এবং তিনি যাকোব বংশে চিরকাল রাজত্ব করবেন। তাঁর
রাজত্বের কখনও অবসান হবে না।" (aiōn g165) 34 মরিয়ম
দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তা কী করে হবে? আমি যে
কুমারী!" 35 উত্তর দিয়ে দূত তাঁকে বললেন, "পবিত্র আত্মা
তোমার উপরে অবতরণ করবেন ও পরাৎপরের শক্তি
তোমাকে আবৃত করবে। তাই যে পবিত্র পুরুষ জন্মগ্রহণ
করবেন, তিনি ঈশ্বরের পুত্র বলে আখ্যাত হবেন। 36 আর
তোমার আত্মীয় ইলিশাবেতও বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের মা হতে
চলেছেন। যাকে সকলে বন্ধ্যা বলে জানত, এখন তাঁর ছয়

মাস চলছে। 37 কারণ ঈশ্বর যা বলেন তা সবসময় সত্যি
হয়।" 38 মরিয়ম উত্তর দিলেন, "আমি প্রভুর দাসী। আপনি
যে রকম বললেন, আমার প্রতি সেরকমই হোক।" এরপর
দূত তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। 39 তখন মরিয়ম যিহূদিয়ার
পার্বত্য অঞ্চলের এক নগরের দিকে দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন।
40 সেখানে এসে তিনি সখরিয়ের বাড়িতে প্রবেশ করে
ইলিশাবেতকে অভিনন্দন জানালেন। 41 ইলিশাবেত যখন
মরিয়মের অভিনন্দন শুনলেন, তাঁর গর্ভে শিশুটি লাফ
দিয়ে উঠল এবং ইলিশাবেত পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হলেন।
42 উচ্ছ্বসিত স্বরে তিনি বলে উঠলেন, "নারীকুলে তুমি ধন্য,
আর যে শিশুকে তুমি গর্ভে ধারণ করবে, সেও ধন্য। 43
আর আমার প্রতিই বা এত অনুগ্রহের কারণ কী যে, আমার
প্রভুর মা আমার কাছে এসেছেন? 44 তোমার অভিনন্দন
আমার কানে প্রবেশ করা মাত্র, আমার গর্ভের শিশুটি
আনন্দে নেচে উঠল। 45 ধন্য সেই নারী, যে বিশ্বাস করেছে,
প্রভুর প্রতিশ্রুতি তাঁর জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে।" 46 তখন
মরিয়ম বললেন, "আমার প্রাণ প্রভুর মহিমাকীর্তন করে,
47 আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরে আমার আত্মা উল্লাস করে।
48 কারণ তিনি তাঁর এই দীনদরিদ্র দাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত
করেছেন। এখন থেকে পুরুষ-পরম্পরা আমাকে ধন্য বলে
অভিহিত করবে। 49 কারণ যিনি পরাক্রমী, যিনি আমার
জন্য কত মহৎ কাজ সাধন করেছেন— তাঁর নাম পবিত্র।
50 যারা তাঁকে ভয় করে, তাদেরই জন্য পুরুষ-পরম্পরায়
তাঁর করুণার হাত প্রসারিত। 51 তাঁর বাহু সব পরাক্রম
কাজ সাধন করেছে; যারা অন্তরের গভীরতম ভাবনায়
গর্বিত, তিনি তাদের ছত্রভঙ্গ করেছেন। 52 শাসকদের তিনি
সিংহাসনচ্যুত করেছেন, কিন্তু বিনম্রদের উন্নত করেছেন।
53 তিনি উত্তম দ্রব্যে ক্ষুধার্তদের তৃপ্ত করেছেন, কিন্তু
ধনীদের রিক্ত হাতে বিদায় করেছেন। 54 আপন করুণার
কথা স্মরণ করে, তিনি তাঁর সেবক ইস্রায়েলকে সহায়তা
দান করেছেন। 55 যেমন আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে
বলেছিলেন, অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতি চিরতরে
করুণা প্রদান করেছেন।" (aiōn g165) 56 মরিয়ম প্রায় তিন
মাস ইলিশাবেতের কাছে রইলেন, তারপর তিনি বাড়িতে
ফিরে এলেন। 57 প্রসবের সময় পূর্ণ হলে, ইলিশাবেত
এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন। 58 তাঁর প্রতিবেশী এবং
আত্মীয়পরিজনেরা শুনল যে, প্রভু তাঁর প্রতি মহৎ করুণা
প্রদর্শন করেছেন, আর তারাও তাঁর আনন্দের অংশীদার
হল। 59 অষ্টম দিনে তারা শিশুটিকে সুন্নত করার জন্য
এসে তার পিতার নাম অনুসারে শিশুটির নাম সখরিয়
রাখতে চাইল। 60 কিন্তু তার মা বলে উঠলেন, "না, ওর
নাম হবে যোহন।" 61 তারা তাঁকে বলল, "কেন? আপনার
আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কারও তো এই নাম নেই!" 62
তখন তারা তার পিতার কাছে ইশারায় জানতে চাইল,
তিনি শিশুটির কী নাম রাখতে চান। 63 তিনি একটি
লিপিফলক চেয়ে নিলেন এবং সবাইকে অবাক করে দিয়ে
লিখলেন, "ওর নাম যোহন।" 64 সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ খুলে
গেল, জিভের জড়তা চলে গেল, আর তিনি কথা বলতে
লাগলেন ও ঈশ্বরের প্রশংসায় মুখর হলেন। 65 প্রতিবেশীরা
সবাই ভীত হল এবং যিহূদিয়ার সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের
লোকেরা এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। 66
যারা শুনল, তারা প্রত্যেকেই বিস্মিত হয়ে বলাবলি করল,
"এই শিশুটি তাহলে ভবিষ্যতে কী হবে?" কারণ প্রভুর
হাত ছিল তার সহায়। 67 তখন তার পিতা সখরিয় পবিত্র
আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে ভাববাণী করলেন। তিনি বললেন:
68 "প্রভু, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নাম প্রশংসিত হোক, কারণ
তিনি এসে তাঁর প্রজাদের মুক্ত করেছেন। 69 তিনি তাঁর
দাস দাউদের বংশে আমাদের জন্য এক ত্রাণশৃঙ্গ তুলে
ধরেছেন, 70 (বহুকাল আগে তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের
মাধ্যমে তিনি যেমন বলেছিলেন), (aiōn g165) 71 যেন
আমরা আমাদের সব শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার পাই,
যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের হাত থেকে রক্ষা পাই,
72 আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতি করুণা প্রদর্শন এবং
তাঁর পবিত্র নিয়ম স্মরণ করার জন্য, 73 আমাদের পিতা
অব্রাহামের কাছে তিনি যা শপথ করেছিলেন: 74 তিনি
আমাদের সব শত্রুর হাত থেকে আমাদের নিস্তার করবেন,
যেন নির্ভয়ে তাঁর সেবা করতে আমাদের সক্ষম করেন,
75 যেন তাঁর সামনে পবিত্রতায় ও ধার্মিকতায় আমরা
তাঁর সেবা করে যাই। 76 "আর তুমি, আমার শিশুসন্তান,
তুমি পরাৎপরের ভাববাদী বলে আখ্যাত হবে, কারণ
প্রভুর পথ প্রস্তুতির জন্য তুমি তাঁর অগ্রগামী হবে; 77 তাঁর
প্রজাবৃন্দকে, তাদের পাপসমূহ ক্ষমার মাধ্যমে পরিত্রাণের
জ্ঞান দেওয়ার জন্য। 78 আমাদের ঈশ্বরের স্নেহময় করুণার
গুণে, স্বর্গ থেকে আমাদের মাঝে স্বর্গীয় জ্যোতির উদয়
হবে। 79 যারা অন্ধকারে, মৃত্যুচ্ছায়ায় বসবাস করছে,
তাদের উপর আলো বিকীর্ণ করতে, আমাদের পা শান্তির
পথে চালিত করতে।" 80 আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই
শিশু আত্মাতে বলীয়ান হয়ে উঠলেন এবং ইস্রায়েলের
জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ না করা পর্যন্ত, তিনি মরুপ্রান্তরে
বসবাস করলেন।

**2** সেই সময়, সম্রাট অগাস্টাস, এক হুকুম জারি করলেন
যে, সমগ্র রোমীয় জগতে লোকগণনা করা হবে। 2
সিরিয়ার শাসনকর্তা কুরিণিয়ের সময় এটিই ছিল প্রথম
জনগণনা। 3 আর নাম তালিকাভুক্তির জন্য প্রত্যেকেই
নিজের নিজের নগরে গেল। 4 যোষেফও দাউদের কুল ও
বংশজাত পুরুষ হিসেবে, গালীলের নাসরৎ নগর থেকে
যিহূদিয়ার অন্তর্গত দাউদের নগর বেথলেহেমের উদ্দেশে
যাত্রা করলেন। 5 তিনি তাঁর বাগদত্তা স্ত্রী মরিয়মকে নিয়ে
সেখানে নাম তালিকাভুক্তির জন্য গেলেন। মরিয়ম তখন
সন্তানের জন্মের প্রতীক্ষায় ছিলেন। 6 তাঁরা যখন সেখানে
ছিলেন, তখন সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় ঘনিয়ে এল।
7 মরিয়ম তাঁর প্রথম সন্তান, এক পুত্রের জন্ম দিলেন এবং
শিশুটিকে কাপড়ে জড়িয়ে জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন,
কারণ পান্থশালায় তাদের জন্য কোনো স্থান ছিল না।
8 আশেপাশের মাঠে কয়েকজন মেষপালক অবস্থিতি
করছিল। তারা রাত্রিবেলা তাদের মেষপাল পাহারা দিচ্ছিল।
9 প্রভুর এক দূত তাদের সামনে আবির্ভূত হলেন, ও প্রভুর
প্রতাপ তাদের চারপাশে উজ্জ্বল হওয়ায় তারা ভীতচকিত
হয়ে উঠল। 10 কিন্তু দূত তাদের বললেন, "ভয় কোরো না,
আমি তোমাদের কাছে এক মহা আনন্দের সুসমাচার নিয়ে
এসেছি—এই আনন্দ হবে সব মানুষেরই জন্য। 11 আজ
দাউদের নগরে তোমাদের জন্য এক উদ্ধারকর্তা জন্মগ্রহণ
করেছেন, তিনি খ্রীষ্ট প্রভু। 12 তোমাদের কাছে এই হবে
চিহ্ন: তোমরা কাপড়ে জড়ানো এক শিশুকে জাবপাত্রে
শুইয়ে রাখা অবস্থায় দেখতে পাবে।" 13 হঠাৎই বিশাল
এক স্বর্গীয় দূতবাহিনী ওই দূতের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে
ঈশ্বরের বন্দনা করে বলতে লাগলেন, 14 "ঊর্ধ্বতমলোকে
ঈশ্বরের মহিমা, আর পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র সব
মানুষের মাঝে শান্তি।" 15 স্বর্গদূতেরা তাদের ছেড়ে স্বর্গে
ফিরে যাওয়ার পরে মেষপালকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি
করল, "চলো, প্রভু আমাদের যে ঘটনার কথা জানালেন,
আমরা বেথলেহেমে গিয়ে তা দেখে আসি।" 16 তারা দ্রুত
সেখানে গিয়ে মরিয়ম, যোষেফ ও জাবপাত্রে শুইয়ে রাখা
শিশুটিকে দেখতে পেল। 17 তারা শিশুটিকে দর্শন করার
পর তাঁর সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছিল, সেই কথা চারদিকে
ছড়িয়ে দিল। 18 যারা মেষপালকদের এই কথা শুনল,
তারা সবাই হতচকিত হল। 19 কিন্তু মরিয়ম এসব বিষয়
তাঁর হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখলেন, আর এ নিয়ে চিন্তা
করে গেলেন। 20 যেমন তাদের বলা হয়েছিল, তেমনই সব
দেখেশুনে মেষপালকেরা ঈশ্বরের গৌরব ও বন্দনা করতে
করতে ফিরে গেল। 21 আট দিন পরে, শিশুটির সুন্নত
অনুষ্ঠানের সময়ে, তাঁর নাম রাখা হল যীশু। শিশুটি মায়ের
গর্ভে আসার আগেই স্বর্গদূত তাঁর এই নাম দিয়েছিলেন।
22 মোশির বিধান অনুসারে তাঁদের শুদ্ধকরণের সময় পূর্ণ
হওয়ার পর, যোষেফ ও মরিয়ম যীশুকে জেরুশালেমের
মন্দিরে প্রভুর সান্নিধ্যে উপস্থিত করার জন্য নিয়ে গেলেন,
যেমন 23 প্রভুর বিধান লেখা আছে, "প্রত্যেক প্রথমজাত
পুরুষসন্তান প্রভুর কাছে উৎসর্গীকৃত হবে," এবং 24 প্রভুর
বিধান অনুযায়ী তারা যেন "এক জোড়া ঘুঘু পাখি বা
দুটি কপোতশাবক" বলির জন্য উৎসর্গ করেন। 25 সেই
সময় জেরুশালেমে শিমিয়োন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন।
তিনি ছিলেন ধার্মিক ও ভক্তিপরায়ণ। তিনি ইস্রায়েলের
সান্ত্বনাপ্রাপ্তির প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং পবিত্র আত্মা তাঁর
উপর অধিষ্ঠিত ছিলেন। 26 পবিত্র আত্মা তাঁর কাছে প্রকাশ
করেছিলেন যে, প্রভুর মশীহকে দর্শন না করা পর্যন্ত তাঁর
মৃত্যু হবে না। 27 আত্মার চালনায় তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণে
এসে উপস্থিত হলেন। বিধানের প্রথা অনুযায়ী সেই শিশু
যীশুর বাবা-মা যখন তাঁকে নিয়ে এলেন, 28 শিমিয়োন
তাঁকে দু-হাতে তুলে নিয়ে ঈশ্বরের স্তুতি করতে লাগলেন
এবং বললেন, 29 "সার্বভৌম প্রভু, তোমার প্রতিশ্রুতিমতো
এবার তুমি তোমার দাসকে শান্তিতে বিদায় দাও। 30
কারণ আমার দুই চোখ তোমার পরিত্রাণ দেখেছে, 31
যা তুমি সমস্ত জাতির দৃষ্টিগোচরে প্রস্তুত করেছ, 32
পরজাতিদের কাছে প্রকাশিত হওয়ার জন্য ইনিই সেই
জ্যোতি এবং তোমার প্রজা ইস্রায়েল জাতির জন্য গৌরব।"
33 যীশুর সম্পর্কে যে কথা বলা হল, তা শুনে তাঁর বাবা-মা
চমৎকৃত হলেন। 34 তখন শিমিয়োন তাঁদের আশীর্বাদ
করলেন এবং যীশুর মা মরিয়মকে বললেন, "এই শিশু
হবেন ইস্রায়েলের অনেকের পতন ও উত্থানের কারণ
এবং ইনি হবেন এক চিহ্নস্বরূপ, যার বিরুদ্ধতা করবে
অনেকে, 35 ফলে অনেকের হৃদয় হবে উদ্‌ঘাটিত; আর
একটি তরোয়াল তোমারও প্রাণকে বিদ্ধ করবে।" 36
সেখানে হান্না নামে এক মহিলা ভাববাদী ছিলেন। তিনি
ছিলেন আশের বংশীয় পনূয়েলের মেয়ে। তাঁর অনেক
বয়স হয়েছিল। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে সাত
বছর জীবনযাপন করেছিলেন। 37 পরে চুরাশি বছর পর্যন্ত
তিনি বিধবার জীবনযাপন করেন। তিনি কখনও মন্দির
পরিত্যাগ করে যাননি, বরং তিনি উপোস ও প্রার্থনার সঙ্গে
দিনরাত আরাধনা করতেন। 38 তিনি সেই মুহূর্তে তাদের
কাছে এগিয়ে এসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। আর যারা
জেরুশালেমের মুক্তির অপেক্ষায় ছিল, তাদের সকলের
কাছে শিশুটির বিষয়ে বলতে লাগলেন। 39 প্রভুর বিধান

অনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পাদন করে যোষেফ ও মরিয়ম নিজেদের নগর গালীল প্রদেশের নাসরতে ফিরে গেলেন। 40 আর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশু বলীয়ান হয়ে উঠলেন; তিনি বিজ্ঞতায় পূর্ণ হলেন এবং তাঁর উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ রইল। 41 যীশুর বাবা-মা প্রতি বছর নিস্তারপর্ব পালন করতে জেরুশালেমে যেতেন। 42 তাঁর যখন বারো বছর বয়স, প্রথানুসারে তাঁরা পর্বে যোগ দিতে গেলেন। 43 পর্ব শেষে তাঁর বাবা-মা যখন ঘরে ফিরে আসছিলেন, কিশোর যীশু জেরুশালেমে রয়ে গেলেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতে পারলেন না। 44 যীশু তাঁদের দলের সঙ্গেই আছেন, ভেবে নিয়ে তাঁরা একদিনের পথ অতিক্রম করলেন। তারপর তাঁরা তাদের আত্মীয়পরিজন ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে তাঁর খোঁজ করতে লাগলেন। 45 যীশুর সন্ধান না পেয়ে, তাঁকে খুঁজতে তাঁরা জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। 46 তিন দিন পর তাঁরা তাঁকে মন্দির-প্রাঙ্গণে খুঁজে পেলেন এবং দেখলেন, যীশু শাস্ত্রগুরুদের মাঝে বসে তাঁদের কথা শুনছেন, আর বহু প্রশ্ন করছেন। 47 তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও উত্তর দেওয়ার ক্ষমতায় প্রত্যেক শ্রোতাই বিস্মিত হচ্ছিলেন। 48 তাঁর বাবা-মা তাঁকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হলেন। তাঁর মা তাঁকে বললেন, "বৎস, তুমি আমাদের সঙ্গে এরকম আচরণ করলে কেন? তোমার বাবা আর আমি কত ব্যাকুল হয়ে তোমাকে খুঁজছিলাম!" 49 তিনি বললেন, "তোমরা আমার সন্ধান করছিলে কেন? তোমরা কি জানতে না যে, আমাকে আমার পিতার গৃহে থাকতে হবে?" 50 যীশু তাঁদের যে কী বলছিলেন, তা কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন না। 51 এরপর তিনি তাঁদের সঙ্গে নাসরতে ফিরে গেলেন ও তাঁদের বাধ্য হয়ে রইলেন। তাঁর মা কিন্তু এই সমস্ত কথা হৃদয়ে সঞ্চয় করে রাখলেন। 52 আর যীশু জ্ঞানে ও বয়সে বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং ঈশ্বর ও মানুষের অনুগ্রহে সমৃদ্ধ হতে থাকলেন।

**3** রোমান সম্রাট তিবিরীয় কৈসরের রাজত্বের পনেরোতম বছরে, যখন পন্তীয় পীলাত ছিলেন যিহূদিয়ার শাসনকর্তা, হেরোদ ছিলেন গালীল প্রদেশের সামন্ত-নৃপতি, তাঁর ভাই ফিলিপ ছিলেন ইতুরিয়া ও ত্রাখোনীতিয়া প্রদেশের সামন্ত-নৃপতি ও লুসানিয় ছিলেন অবিলিনীর সামন্ত-নৃপতি 2 এবং হানন ও কায়াফা ছিলেন মহাযাজক, সেই সময় সখরিয়ের পুত্র যোহনের কাছে মরুপ্রান্তরে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হল। 3 তিনি জর্ডন অঞ্চলের চতুর্দিক পরিভ্রমণ করে পাপক্ষমার জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করলেন। 4 ভাববাদী যিশাইয়ের বাক্য যেমন গ্রন্থে লেখা আছে: "মরুপ্রান্তরে একজনের কণ্ঠস্বর আহ্বান করছে, 'তোমরা প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করো, তাঁর জন্য রাজপথগুলি সরল করো। 5 প্রত্যেক উপত্যকা ভরিয়ে তোলা হবে, প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বতকে নিচু করা হবে। বক্র পথগুলি সরল হবে, অমসৃণ স্থানগুলি সমতল হবে। 6 আর সমস্ত মানুষ ঈশ্বরের পরিত্রাণ প্রত্যক্ষ করবে।'" 7 যে লোকেরা যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিতে এসেছিল, তিনি তাদের বললেন, "তোমরা বিষধর সাপের বংশ! সন্নিকট ক্রোধ থেকে পালিয়ে যেতে কে তোমাদের চেতনা দিল? 8 তোমরা এমন সব কাজ করো যেন তার দ্বারা বোঝা যায় যে তোমাদের মন পরিবর্তন হয়েছে। তোমরা মনে মনে এরকম বোলো না, 'অব্রাহাম আমাদের পিতা।' কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বর এই পাথরগুলি থেকেও অব্রাহামের জন্য সন্তান সৃষ্টি করতে পারেন। 9 গাছগুলির শিকড়ে ইতিমধ্যেই কুড়ুল লাগানো আছে। যে গাছে উৎকৃষ্ট ফল ধরে না, তা কেটে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।" 10 লোকেরা প্রশ্ন করল, "আমরা তাহলে কী করব?" 11 যোহন উত্তর দিলেন, "যার দুটি পোশাক আছে সে, যার একটিও নেই, তার সঙ্গে ভাগ করে নিক; আর যার কাছে কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে, সেও তাই করুক।" 12 কর আদায়কারীরাও এল বাপ্তিস্ম নিতে। তারা বলল, "গুরুমহাশয়, আমরা কী করব?" 13 তিনি তাদের বললেন, "তোমরা ন্যায্য পরিমাণের অতিরিক্ত কর আদায় কোরো না।" 14 তখন কয়েকজন সৈন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "আর আমরা কী করব?" তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরা বলপ্রয়োগ করে লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় কোরো না, মিথ্যা অভিযোগে কাউকে অভিযুক্ত কোরো না; যা বেতন পাও, তাতে সন্তুষ্ট থেকো।" 15 সকলে অধীর প্রতীক্ষায় ছিল এবং সবারই মনে প্রশ্ন জাগছিল, যোহনই হয়তো সেই খ্রীষ্ট। 16 যোহন তাদের সবাইকে উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিই; কিন্তু আমার চেয়েও পরাক্রমী একজন আসছেন। তাঁর চটিজুতোর বাঁধন খোলারও যোগ্যতা আমার নেই। তিনি তোমাদের পবিত্র আত্মায় ও আগুনে বাপ্তিস্ম দেবেন। 17 শস্য ঝাড়াই করার কুলো তাঁর হাতেই আছে, তিনি তা দিয়ে খামার পরিষ্কার করবেন ও তাঁর গম গোলাঘরে সংগ্রহ করবেন এবং তুষ অনির্বাণ আগুনে পুড়িয়ে দেবেন।" 18 যোহন লোকসমূহকে আরও অনেক শিক্ষা দিয়ে সতর্ক করলেন এবং তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করলেন। 19 কিন্তু যোহন যখন সামন্তরাজ হেরোদকে নিজের ভাইয়ের স্ত্রী হেরোদিয়াকে বিবাহ করার বিষয়ে এবং তাঁর সমস্ত দুষ্কর্মের জন্য তিরস্কার করলেন, 20 তখন

হেরোদ আরও একটি দুষ্কর্ম করলেন: তিনি যোহনকে
কারাগারে বন্দি করলেন। 21 অন্য সকলে যখন বাপ্তিস্ম
নিচ্ছিল, তখন যীশুও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন। তিনি যখন
প্রার্থনা করছিলেন, সেই সময়ে স্বর্গলোক খুলে গেল 22
এবং পবিত্র আত্মা কপোতের রূপ ধারণ করে তাঁর উপর
অবতীর্ণ হলেন। আর স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল,
"তুমি আমার প্রিয় পুত্র, যাঁকে আমি প্রেম করি, তোমার
উপরে আমি পরম প্রসন্ন।" 23 পরে যীশুর বয়স যখন
প্রায় ত্রিশ বছর, তিনি তাঁর পরিচর্যা কাজ শুরু করলেন।
লোকেরা যেমন মনে করত, যীশু ছিলেন যোষেফের পুত্র,
যোষেফ ছিলেন, এলির পুত্র, 24 এলি মত্ততের পুত্র, মত্তত
লেবির পুত্র, লেবি মল্কির পুত্র, মল্কি যান্নায়ের পুত্র, যান্নায়
যোষেফের পুত্র, 25 যোষেফ মত্তথিয়ের পুত্র, মত্তথিয়
আমোষের পুত্র, আমোষ নহূমের পুত্র, নহূম ইষলির পুত্র,
ইষলি নগির পুত্র, 26 নগি মাটের পুত্র, মাট মত্তথিয়ের পুত্র,
মত্তথিয় শিমিয়ির পুত্র, শিমিয়ি যোষেফের পুত্র, যোষেফ
জোদার পুত্র, 27 জোদা যোহানার পুত্র, যোহানা রীষার পুত্র,
রীষা সরুব্বাবিলের পুত্র, সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের পুত্র,
শল্টীয়েল নেরির পুত্র, 28 নেরি মল্কির পুত্র, মল্কি অদ্দীর পুত্র,
অদ্দী কোষণের পুত্র, কোষণ ইলমাদমের পুত্র, ইলমাদম
এরের পুত্র, 29 এর যিহোশূয়ের পুত্র, যিহোশূয় ইলীয়েষরের
পুত্র, ইলীয়েষর যোরীমের পুত্র, যোরীম মত্ততের পুত্র,
মত্তত লেবির পুত্র, 30 লেবি শিমিয়োনের পুত্র, শিমিয়োন
যিহূদার পুত্র, যিহূদা যোষেফের পুত্র, যোষেফ যোনমের
পুত্র, যোনম ইলিয়াকীমের পুত্র, 31 ইলিয়াকীম মিলেয়ার
পুত্র, মিলেয়া মিন্নার পুত্র, মিন্না মত্তথের পুত্র, মত্তথ নাথনের
পুত্র, নাথন দাউদের পুত্র, 32 দাউদ যিশয়ের পুত্র, যিশয়
ওবেদের পুত্র, ওবেদ বোয়সের পুত্র, বোয়স সলমনের
পুত্র, সলমন নহশোনের পুত্র, 33 নহশোন অম্মীনাদবের
পুত্র, অম্মীনাদব রামের পুত্র, রাম হিষ্রোণের পুত্র, হিষ্রোণ
পেরসের পুত্র, পেরস যিহূদার পুত্র, 34 যিহূদা যাকোবের
পুত্র, যাকোব ইস্হাকের পুত্র, ইস্হাক অব্রাহামের পুত্র,
অব্রাহাম তেরহের পুত্র, তেরহ নাহোরের পুত্র, 35 নাহোর
সরূগের পুত্র, সরূগ রিয়ূর পুত্র, রিয়ূ পেলগের পুত্র, পেলগ
এবরের পুত্র, এবর শেলহের পুত্র, 36 শেলহ কৈননের
পুত্র, কৈনন অর্ফকষদের পুত্র, অর্ফকষদ শেমের পুত্র, শেম
নোহের পুত্র, নোহ লেমকের পুত্র, 37 লেমক মথূশেলহের
পুত্র, মথূশেলহ হনোকের পুত্র, হনোক যেরদের পুত্র, যেরদ
মহললেলের পুত্র, মহললেল কৈননের পুত্র, 38 কৈনন
ইনোশের পুত্র, ইনোশ শেথের পুত্র, শেথ আদমের পুত্র,
আদম ঈশ্বরের পুত্র।

**4** যীশু পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে জর্ডন নদী থেকে
ফিরে এলেন এবং পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়ে
মরুপ্রান্তরে গেলেন। 2 সেখানে চল্লিশ দিন দিয়াবলের
দ্বারা প্রলোভিত হলেন। এই সমস্ত দিন তিনি কিছুই আহার
করেননি। সেইসব দিন শেষ হলে তিনি ক্ষুধার্ত হলেন।
3 দিয়াবল তাঁকে বলল, "যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্রই হও,
তবে পাথরগুলিকে রুটিতে পরিণত হতে বলো।" 4 যীশু
উত্তর দিলেন, "এরকম লেখা আছে: 'মানুষ কেবলমাত্র
রুটিতে বাঁচে না।'" 5 তখন দিয়াবল তাঁকে নিয়ে গেল
এক উচ্চ স্থানে; এক লহমায় সে তাঁকে বিশ্বের সমস্ত রাজ্য
দর্শন করাল। 6 আর সে তাঁকে বলল, "এসবই আমাকে
দেওয়া হয়েছে; আমি যাকে চাই, তাকে এগুলি দিতে
পারি। এসব অধিকার ও সমারোহ, আমি তোমাকে দিতে
চাই। 7 তাই, যদি তুমি আমার উপাসনা করো, তাহলে
তুমিই এ সবকিছুর অধিকারী হবে।" 8 যীশু উত্তর দিলেন,
"এরকম লেখা আছে, 'তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুরই আরাধনা
করবে, কেবলমাত্র তাঁরই সেবা করবে।'" 9 দিয়াবল তাঁকে
জেরুশালেমে নিয়ে গিয়ে মন্দিরের শীর্ষদেশে তাঁকে দাঁড়
করালো। সে বলল, "তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, তবে এখান
থেকে নিচে ঝাঁপ দাও। 10 কারণ এরকম লেখা আছে:
"'তিনি তাঁর দূতদের তোমার বিষয়ে আদেশ দেবেন, যেন
তাঁরা যত্নসহকারে তোমাকে রক্ষা করেন, 11 তাঁরা তোমাকে
তাঁদের হাতে তুলে নেবেন, যেন তোমার পায়ে পাথরের
আঘাত না লাগে।'" 12 যীশু উত্তর দিলেন, "একথাও লেখা
আছে, 'তোমার ঈশ্বর প্রভুকে পরীক্ষা কোরো না।'" 13
প্রলোভনের সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হলে দিয়াবল কিছুকালের
জন্য যীশুকে ছেড়ে চলে গেল, এবং পরবর্তী সুযোগের
অপেক্ষায় রইল। 14 পরে আত্মার পরাক্রমে যীশু গালীলে
প্রত্যাবর্তন করলেন। সমস্ত গ্রামাঞ্চলে তাঁর কথা ছড়িয়ে
পড়ল। 15 তিনি তাদের সমাজভবনগুলিতে শিক্ষা দিলেন
এবং সবাই তাঁর প্রশংসা করল। 16 আর তিনি যেখানে
বড়ো হয়েছিলেন, সেই নাসরতে উপস্থিত হলেন। তাঁর
রীতি অনুসারে তিনি বিশ্রামদিনে সমাজভবনে গেলেন এবং
শাস্ত্র থেকে পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। 17 ভাববাদী
যিশাইয়ের পুঁথি তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হল। পুঁথিটি খুলে
তিনি সেই অংশটি দেখতে পেলেন, যেখানে লেখা আছে,
18 "প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কারণ দীনহীনদের
কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য তিনি আমাকে অভিষিক্ত
করেছেন। তিনি আমাকে বন্দিদের কাছে মুক্তি প্রচার
করবার জন্য পাঠালেন, অন্ধদের কাছে দৃষ্টিপ্রাপ্তি প্রচার
করার জন্য, নিপীড়িতদের নিস্তার করে বিদায় করার জন্য,

19 প্রভুর প্রসন্নতার বছর ঘোষণা করার জন্য।” 20 তারপর
তিনি পুঁথিটি গুটিয়ে পরিচারকের হাতে ফেরত দিয়ে আসন
গ্রহণ করলেন। সমাজভবনে সকলের দৃষ্টি তাঁর উপরে
নিবদ্ধ হল। 21 তিনি তাদের প্রতি এই কথা বললেন,
“যে শাস্ত্রীয় বাণী তোমরা শুনলে আজ তা পূর্ণ হল।” 22
সকলেই তাঁর প্রশংসা করল। তাঁর মুখ থেকে বেরোনো
অমৃতবাণী শুনে তারা চমৎকৃত হল। তারা প্রশ্ন করল, “এ
কি যোষেফের পুত্র নয়?” 23 যীশু তাদের বললেন, “আমি
নিশ্চিত যে, তোমরা আমাকে এই প্রবাদ উল্লেখ করে
বলবে, ‘চিকিৎসক, তুমি নিজেকে সুস্থ করো। কফরনাহূমে
যে কাজ তুমি করেছ বলে শুনেছি, এখন তোমার নিজের
নগরে তা করে দেখাও।’” 24 তিনি আরও বললেন, “আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, কোনো ভাববাদীই স্বদেশে স্বীকৃতি
পান না। 25 আমি তোমাদের নিশ্চিতরূপে বলছি, এলিয়ের
সময়ে ইস্রায়েলে বহু বিধবা ছিল। সেই সময় সাড়ে তিন
বছর ধরে আকাশ থেকে বৃষ্টি হয়নি। ফলে সারা দেশে
ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। 26 তবুও এলিয় তাদের
কারও কাছে প্রেরিত হননি, কিন্তু সীদোন অঞ্চলে সারিফত-
নিবাসী এক বিধবার কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। 27 আর
ভাববাদী ইলীশায়ের কালে ইস্রায়েলে বহু কুষ্ঠরোগী ছিল,
তবুও সিরিয়া-নিবাসী নামান ছাড়া একজনও শুচিশুদ্ধ
হয়নি।” 28 একথা শুনে সমাজভবনের লোকেরা ক্রুদ্ধ হয়ে
উঠল। 29 তারা উঠে এসে তাঁকে নগরের বাইরে তাড়িয়ে
নিয়ে গেল। যে পাহাড়ের উপরে নগরটি স্থাপিত ছিল, তারা
তাঁকে সেই পাহাড়ের কিনারায় নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে
নিচে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইল। 30 কিন্তু তিনি সকলের
মধ্য দিয়ে নিজের পথ করে সোজা হেঁটে চলে গেলেন। 31
তারপর তিনি গালীল প্রদেশের একটি নগর কফরনাহূমে
ফিরে গেলেন। বিশ্রামদিনে তিনি লোকসকলকে শিক্ষা
দিতে লাগলেন। 32 তাঁর শিক্ষা শুনে সকলে চমৎকৃত হল,
কারণ তিনি ক্ষমতার সঙ্গে বাক্য প্রচার করতেন। 33 সেই
সমাজভবনে ছিল একটি ভূতগ্রস্ত, অশুচি আত্মাবিষ্ট লোক।
34 সে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, “আহা, নাসরতের
যীশু, আপনি আমাদের নিয়ে কী করতে চান? আপনি কি
আমাদের বিনাশ করতে এসেছেন? আমি জানি, আপনি
কে, আপনি ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি!” 35 যীশু কঠোর
স্বরে তাকে বললেন, “চুপ করো! ওর ভিতর থেকে বেরিয়ে
এসো!” তখন সেই ভূত সেই লোকটির কোনও ক্ষতি না
করে, সকলের সামনে তাকে আছড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে
এল। 36 লোকেরা চমৎকৃত হয়ে পরস্পর বলাবলি করল,
“এ কেমন শিক্ষা! কর্তৃত্ব ও পরাক্রমের সঙ্গে ইনি মন্দ-
আত্মাদের আদেশ দেন, আর তারা বেরিয়ে আসে!” 37
তখন সেই অঞ্চলের চারদিকে তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়ল। 38
সমাজভবন ত্যাগ করে যীশু শিমোনের বাড়িতে গেলেন।
শিমোনের শাশুড়ি তখন প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছিলেন। তাঁর
নিরাময়ের জন্য তাঁরা যীশুর কাছে অনুনয় করলেন। 39
যীশু তাই তাঁর উপরে ঝুঁকে পড়ে জ্বরকে ধমক দিলেন,
এবং তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল। তিনি তখনই উঠে তাঁদের
পরিচর্যা করতে লাগলেন। 40 পরে সূর্য যখন অস্ত গেল,
লোকেরা যীশুর কাছে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের
নিয়ে এল। তিনি তাদের প্রত্যেকের উপরে হাত রেখে
আরোগ্য দান করলেন। 41 এছাড়াও বহু জনের মধ্য থেকে
দুষ্টাত্মারা বেরিয়ে এসে চিৎকার করতে লাগল, “আপনিই
সেই ঈশ্বরের পুত্র!” কিন্তু তিনি তাদের ধমক দিলেন,
তাদের কথা বলার অনুমতি দিলেন না, কারণ তিনি যে
মশীহ, তা তারা জানত। 42 প্রত্যুষে যীশু এক নির্জন স্থানে
গেলেন। লোকেরা তাঁর সন্ধান করছিল। তিনি যেখানে
ছিলেন, তারা সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারা তাঁকে
নিরস্ত করতে চেষ্টা করল, যেন তিনি তাদের ছেড়ে না
যান। 43 কিন্তু তিনি বললেন, “আমাকে অন্যান্য নগরেও
ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে হবে, কারণ এই
জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।” 44 আর তিনি যিহূদিয়ার
সমাজভবনগুলিতে প্রচার করতে লাগলেন।

**5** একদিন যখন লোকসমূহ তাঁর উপরে চাপাচাপি করে
ঈশ্বরের বাক্য শুনছিল, তখন তিনি গিনেষরৎ হ্রদের
তীরে দাঁড়িয়েছিলেন, আর তিনি দেখলেন। 2 মৎস্যজীবীরা
জলের কিনারায় দুটি নৌকা রেখে দিয়ে তাদের জাল
পরিষ্কার করছিল। 3 তিনি দুটি নৌকার একটিতে,
শিমোনের নৌকায় উঠে তাঁকে কূল থেকে কিছুটা দূরে
নিয়ে যেতে বললেন। তারপর তিনি নৌকায় বসে সকলকে
শিক্ষা দিতে লাগলেন। 4 কথা শেষ করে তিনি শিমোনকে
বললেন, “নৌকা গভীর জলে নিয়ে গিয়ে মাছ ধরার জন্য
জাল ফেলো।” 5 শিমোন উত্তর দিলেন, “প্রভু, আমরা
সারারাত কঠোর পরিশ্রম করেও কিছু ধরতে পারিনি, কিন্তু
আপনার কথানুসারে আমি জাল ফেলব।” 6 তাঁরা সেইমতো
করলে এত মাছ ধরা পড়ল যে, তাঁদের জাল ছেঁড়ার
উপক্রম হল। 7 তখন অন্য নৌকায় তাঁদের যে সহযোগীরা
ছিলেন, তিনি তাঁদের ইশারা করলেন, যেন তাঁরা এসে
তাঁদের সাহায্য করেন। তাঁরা এলেন। দুটি নৌকায় মাছে
এমনভাবে ভর্তি হল যে, সেগুলি ডুবে যাওয়ার উপক্রম
হল। 8 তা দেখে শিমোন পিতর যীশুর দুই পায়ের উপর

লুটিয়ে পড়ে বললেন, “প্রভু, আমার কাছ থেকে চলে
যান, আমি পাপী!” 9 কারণ এত মাছ ধরা পড়তে দেখে
তিনি ও তাঁর সহযোগীরা আশ্চর্য হয়ে পড়েছিলেন। 10
শিমোনের সঙ্গী সিবদিয়ের দুই পুত্র যাকোব ও যোহনও
একইভাবে আশ্চর্য হয়েছিলেন। যীশু তখন শিমোনকে
বললেন, “ভয় কোরো না, এখন থেকে তুমি মানুষ ধরবে।”
11 তখন তাঁরা তাঁদের নৌকা দুটি তীরে টেনে নিয়ে এসে,
সবকিছু পরিত্যাগ করে তাঁকে অনুসরণ করলেন। 12
যীশু তখন কোনো এক নগরে ছিলেন। সেই সময়, এক
ব্যক্তি তাঁর কাছে এল, যার সর্বাঙ্গ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিল।
যীশুকে দেখে সে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে মিনতি করল,
“প্রভু, আপনি ইচ্ছা করলেই আমাকে শুচিশুদ্ধ করতে
পারেন।” 13 যীশু তাঁর হাত বাড়িয়ে সেই ব্যক্তিকে স্পর্শ
করলেন। তিনি বললেন, “আমার ইচ্ছা, তুমি শুচিশুদ্ধ
হও।” সেই মুহূর্তে সে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হল। 14 যীশু
তাকে আদেশ দিলেন, “কাউকে একথা বোলো না। কিন্তু
যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেকে দেখাও এবং তোমার
শুচিশুদ্ধ হওয়ার বিষয়ে তাদের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য
মোশির আদেশমতো নৈবেদ্য উৎসর্গ করো।” 15 তবুও
তাঁর কীর্তিকলাপের কথা আরও বেশি করে এমনভাবে
ছড়িয়ে পড়ল যে, দলে দলে বিস্তর লোক তাঁর শিক্ষা শুনতে
ও অসুস্থতা নিরাময়ের জন্য তাঁর কাছে আসতে লাগল। 16
কিন্তু যীশু কোনও না কোনও নির্জন স্থানে গিয়ে প্রার্থনা
করতেন। 17 একদিন যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন। গালীলের
প্রতিটি গ্রাম থেকে এবং যিহূদিয়া ও জেরুশালেম থেকে
আগত ফরিশী ও শাস্ত্রবিদরা সেখানে বসেছিল। এবং
রোগীদের সুস্থ করবার জন্য প্রভুর শক্তি যীশুর মধ্যে ছিল।
18 কয়েকজন লোক এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে খাটে
করে ঘরের ভিতরে যীশুর কাছে রাখার চেষ্টা করল। 19
ভিড়ের জন্য ভিতরে প্রবেশের পথ না পেয়ে তারা ছাদে
উঠল ও টালি সরিয়ে খাটশুদ্ধ লোকটিকে ভিড়ের মধ্যে
যীশুর সামনে নামিয়ে দিল। 20 তাদের এই ধরনের বিশ্বাস
দেখে যীশু বললেন, “বন্ধু, তোমার সব পাপ ক্ষমা করা
হল।” 21 ফরিশী ও শাস্ত্রবিদরা মনে মনে চিন্তা করতে
লাগল, “এই লোকটি কে, যে ঈশ্বরের নিন্দা করছে! ঈশ্বর
ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করতে পারে?” 22 যীশু তাদের
মনের কথা বুঝতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা মনে
মনে এসব কথা চিন্তা করছ কেন? 23 কোন কথাটি বলা
সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা করা হল,’ বলা না, ‘তুমি উঠে
হেঁটে বেড়াও’ বলা? 24 কিন্তু আমি চাই যেন তোমরা
জানতে পারো যে পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার অধিকার
মনুষ্যপুত্রের আছে” এই বলে তিনি সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত
ব্যক্তিকে বললেন, “ওঠো, তোমার খাট তুলে নিয়ে বাড়ি
চলে যাও।” 25 লোকটি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে উঠে
দাঁড়িয়ে, তার খাট তুলে নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে
করতে বাড়ি ফিরে গেল। 26 সবাই চমৎকৃত হয়ে ঈশ্বরের
প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল। তারা ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত
হয়ে বলল, “আজ আমরা এক অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ
করলাম।” 27 এরপর যীশু বেরিয়ে লেবি নামে এক কর
আদায়কারীকে তাঁর নিজের কর আদায়ের চালাঘরে বসে
থাকতে দেখলেন। যীশু তাঁকে বললেন, “আমাকে অনুসরণ
করো।” 28 লেবি তখনই উঠে পড়লেন, সবকিছু ত্যাগ
করলেন ও তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলেন। 29 পরে
লেবি তাঁর বাড়িতে যীশুর সম্মানে এক বিরাট ভোজসভার
আয়োজন করলেন। বহু কর আদায়কারী এবং আরও
অনেকে তাঁদের সঙ্গে আহার করছিল। 30 কিন্তু ফরিশীরা
ও তাঁদের দলভুক্ত শাস্ত্রবিদরা যীশুর শিষ্যদের কাছে
অভিযোগ করল, “কর আদায়কারী ও পাপীদের সঙ্গে
তোমরা কেন খাওয়াদাওয়া করছ?” 31 যীশু তাদের উত্তর
দিলেন, “পীড়িত ব্যক্তিরই চিকিৎসকের প্রয়োজন, সুস্থ
ব্যক্তির নয়। 32 আমি ধার্মিকদের নয়, কিন্তু পাপীদের
আহ্বান করতে এসেছি, যেন তারা মন পরিবর্তন করে।” 33
তাঁরা যীশুকে বললেন, “যোহনের শিষ্যেরা প্রায়ই উপোস
ও প্রার্থনা করে, ফরিশীদের শিষ্যেরাও তাই করে, কিন্তু
আপনার শিষ্যেরা নিয়মিত খাওয়াদাওয়া করে যায়।” 34
যীশু উত্তর দিলেন, “বর সঙ্গে থাকতে তোমরা কি বরের
অতিথিদের উপোস করাতে পারো? 35 কিন্তু সময় আসবে,
যখন বরকে তাদের মধ্য থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে, তখন
তারা উপোস করবে।” 36 তিনি তাদের এই রূপকটি
বললেন, “নতুন কাপড় থেকে টুকরো কেটে নিয়ে কেউ
পুরোনো কাপড়ে তালি দেয় না। কেউ তা করলে, নতুন
কাপড়টিও ছিঁড়বে, আর নতুন কাপড়ের তালিটিও পুরোনো
কাপড়ের সঙ্গে মিলবে না। 37 আবার পুরোনো চামড়ার
সুরাধারে কেউ নতুন দ্রাক্ষারস ঢালে না। তা করলে,
নতুন দ্রাক্ষারস চামড়ার সুরাধারটিকে ফাটিয়ে দেবে; ফলে
দ্রাক্ষারস পড়ে যাবে এবং চামড়ার সুরাধারটিও নষ্ট হয়ে
যাবে। 38 তাই, নতুন চামড়ার সুরাধারেই নতুন দ্রাক্ষারস
ঢালতে হবে। 39 আর পুরোনো দ্রাক্ষারস পান করার পর
কেউ নতুন দ্রাক্ষারস পান করতে চায় না, কারণ সে বলে,
‘পুরোনোটিই ভালো।’”

**6** এক বিশ্রামদিনে যীশু শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর শিষ্যেরা শস্যের শিষ ছিঁড়ে দু-হাতে ঘষে দানা বের করে খেতে লাগলেন। 2 কয়েকজন ফরিশী জিজ্ঞাসা করল, "বিশ্রামদিনে যা করা বিধিসংগত নয়, এমন কাজ তোমরা করছ কেন?" 3 যীশু তাদের উত্তর দিলেন, "দাউদ ও তাঁর সঙ্গীরা যখন ক্ষুধার্ত ছিলেন, তখন তাঁরা কী করেছিলেন, তা কি তোমরা কখনও পাঠ করোনি? 4 তিনি ঈশ্বরের গৃহে প্রবেশ করেছিলেন, এবং পবিত্র রুটি নিয়ে নিজে খেয়েছিলেন যা করা একমাত্র যাজকদের পক্ষেই বিধিসংগত ছিল। এমনকি তিনি তাঁর সঙ্গীদেরও দিয়েছিলেন।" 5 তারপর যীশু তাদের বললেন, "মনুষ্যপুত্রই হলেন বিশ্রামদিনের প্রভু।" 6 আর এক বিশ্রামদিনে তিনি সমাজভবনে গিয়ে শিক্ষাদান করছিলেন। সেখানে একটি লোক ছিল, তার ডান হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। 7 ফরিশী ও শাস্ত্রবিদরা যীশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য কোনো সূত্রের সন্ধানে ছিল। সেইজন্য যীশু বিশ্রামদিনে সুস্থ করেন কি না, সেদিকে ছিল তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। 8 কিন্তু যীশু তাদের চিন্তার কথা জেনে হাত শুকিয়ে যাওয়া লোকটিকে বললেন, "তুমি সকলের সামনে উঠে দাঁড়াও।" তাই সে সেখানে উঠে দাঁড়াল। 9 যীশু তখন তাদের বললেন, "আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামদিনে কী করা ন্যায়সংগত, ভালো কাজ করা, না মন্দ কাজ করা; জীবন রক্ষা করা, না তা ধ্বংস করা?" 10 তিনি তাদের সকলের প্রতি চারদিকে তাকালেন। তারপর লোকটিকে বললেন, "তোমার হাতটি বাড়িয়ে দাও।" সে তাই করল। তার হাত একেবারে সুস্থ হল। 11 তারা কিন্তু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এবং যীশুর বিরুদ্ধে আর কী করা যায়, তা নিয়ে পরস্পর আলোচনা শুরু করল। 12 সেই সময়, একদিন যীশু প্রার্থনা করার জন্য একটি পাহাড়ের ধারে গেলেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে সারারাত কাটালেন। 13 ভোরবেলায় তিনি তাঁর শিষ্যদের কাছে ডাকলেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে বারোজনকে মনোনীত করলেন। তিনি তাঁদের প্রেরিতশিষ্য নামে অভিহিত করলেন: 14 শিমোন (তিনি যাঁর নাম দিয়েছিলেন পিতর), তাঁর ভাই আন্দ্রিয়, যাকোব, যোহন, ফিলিপ, বর্থলময়, 15 মথি, থোমা, আলফেয়ের পুত্র যাকোব, জিলট নামে পরিচিত শিমোন, 16 যাকোবের পুত্র যিহূদা এবং যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ, যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। 17 তিনি তাঁদের সঙ্গে নেমে এসে এক সমভূমিতে দাঁড়ালেন। সেখানে তাঁর অনেক শিষ্য এবং যিহূদিয়া, জেরুশালেম, টায়ার ও সীদোনের উপকূল অঞ্চল থেকে আগত অনেক লোক সমবেত হয়েছিল। 18 তারা তাঁর শিক্ষা শুনতে ও তাদের সব রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এসেছিল। মন্দ-আত্মার দ্বারা উৎপীড়িতেরা সুস্থ হল। 19 লোকেরা তাঁকে স্পর্শ করার চেষ্টা করল, কারণ তাঁর ভিতর থেকে শক্তি নির্গত হয়ে সবাইকে রোগমুক্ত করছিল। 20 যীশু তাঁর শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ধন্য তোমরা, যারা দীনহীন কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই। 21 ধন্য তোমরা, যারা এখন ক্ষুধার্ত, কারণ তোমরা পরিতৃপ্ত হবে। ধন্য তোমরা, যারা এখন কান্নাকাটি করছ, কারণ তোমাদের মুখে হাসি ফুটবে। 22 ধন্য তোমরা, যখন মনুষ্যপুত্রের জন্য মানুষ তোমাদের ঘৃণা করে, তোমাদের বহিষ্কার করে ও তোমাদের অপমান করে, আবার মন্দ অপবাদ দিয়ে তোমাদের নাম অগ্রাহ্য করে। 23 "তখন তোমরা উল্লসিত হোয়ো, আনন্দে নাচ কোরো, কারণ স্বর্গে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর পুরস্কার। তাদের পূর্বপুরুষেরা ভাববাদীদের সঙ্গেও এরকম আচরণ করেছিল। 24 "কিন্তু তোমরা যারা ধনী, ধিক্ তোমাদের কারণ স্বাচ্ছন্দ্য তোমরা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছ। 25 খাদ্য প্রাচুর্যে পরিতৃপ্ত যারা, ধিক্ তোমাদের, কারণ তোমরা ক্ষুধার্ত হবে। যারা এখন হাসছ, ধিক্ তোমাদের, কারণ তোমরা বিলাপ ও কান্নাকাটি করবে। 26 যখন মানুষ তোমাদের প্রশংসা করে, ধিক্ তোমাদের, কারণ তাদের পূর্বপুরুষেরা ভণ্ড ভাববাদীদের সঙ্গে এরকমই আচরণ করত। 27 "কিন্তু তোমরা, যারা আমার কথা শুনছ, তাদের আমি বলছি, তোমরা শত্রুদের ভালোবেসো; যারা তোমাদের ঘৃণা করে, তাদের মঙ্গল কোরো। 28 যারা তোমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের আশীর্বাদ দিয়ো; যারা তোমাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, তাদের জন্য প্রার্থনা কোরো। 29 কেউ যদি তোমার এক গালে চড় মারে, অন্য গালও তার দিকে ফিরিয়ে দিয়ো। কেউ যদি তোমার গায়ের চাদর নিয়ে নেয়, তাকে তোমার জামাও নিতে বাধা দিয়ো না। 30 যারা তোমার কাছে চায়, তাদের তুমি দাও। আর কেউ যদি তোমার কাছ থেকে তোমার কোনো জিনিস নিয়ে নেয়, তা ফেরত চেয়ো না। 31 তোমরা অপরের কাছ থেকে যেরূপ ব্যবহার পেতে চাও, তাদের প্রতি তোমরাও সেরূপ ব্যবহার কোরো। 32 "যারা তোমাদের ভালোবাসে, তোমরা যদি তাদেরই ভালোবাসো, তাহলে তোমাদের কৃতিত্ব কোথায়? এমনকি, পাপীদের যারা ভালোবাসে, পাপীরা তাদেরই ভালোবাসে। 33 যারা তোমাদের উপকার করে, তোমরা যদি তাদেরই উপকার করো, তাহলে তোমাদের কৃতিত্ব কোথায়? পাপীরাও তো তাই করে। 34 যাদের কাছে ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা আছে, শুধুমাত্র

তাদেরই যদি তোমরা ঋণ দাও, তাহলে তোমাদের কৃতিত্ব কোথায়? পাপীরাও তো তাদের সমস্ত ঋণ ফেরত পাওয়ার আশায় পাপীদের ঋণ দেয়। 35 কিন্তু তোমরা শত্রুদেরও ভালোবেসো, তাদের মঙ্গল কোরো এবং কোনো কিছু ফেরত পাওয়ার প্রত্যাশা না করে, তাদের ঋণ দিয়ো। তাহলে তোমাদের পুরস্কার হবে প্রচুর। আর তোমরা হবে পরাৎপরের সন্তান, কারণ তিনি অকৃতজ্ঞ ও দুর্জনদের প্রতিও কৃপাবান। 36 অতএব, তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনই দয়ালু হও। 37 "বিচার কোরো না, তাহলে তোমাদের বিচার করা হবে না। কাউকে দোষী কোরো না, তাহলে তোমাদেরও দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। ক্ষমা কোরো, তাহলে তোমাদেরও ক্ষমা করা হবে। 38 দান কোরো, তোমাদেরও দেওয়া হবে। প্রচুর পরিমাণে, ঠেসে, ঝাঁকিয়ে তোমাদের পাত্র এমনভাবে তোমাদের কোলে ভরিয়ে দেওয়া হবে, যেন তা উপচে পড়ে। কারণ যে মানদণ্ডে তোমরা পরিমাপ করবে, সেই একই মানদণ্ডে পরিমাপ করে তোমাদের ফেরত দেওয়া হবে।" 39 পরে তিনি তাদের এই রূপকটি বললেন, "একজন অন্ধ কি আর একজন অন্ধকে পথ দেখাতে পারে? তারা দুজনেই কি কোনো গর্তে পড়বে না? 40 শিষ্য তার গুরুর ঊর্ধ্বে নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করলে প্রত্যেক শিষ্যও তার গুরুর সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে। 41 "তোমার ভাইয়ের চোখে যে কাঠের গুঁড়ো রয়েছে, কেবলমাত্র সেটিই দেখছ? অথচ তোমার নিজের চোখে যে কড়িকাঠ রয়েছে, তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছ না কেন? 42 তুমি কী করে তোমার ভাইকে বলতে পারো, 'এসো, তোমার চোখ থেকে কাঠের গুঁড়োটি বের করে দিই,' যখন তোমার নিজের চোখের কড়িকাঠ দেখতে পাচ্ছ না? ওহে ভণ্ড, প্রথমে নিজের চোখ থেকে কড়িকাঠটি বের করো, তাহলেই তোমার ভাইয়ের চোখ থেকে কাঠের গুঁড়োটি বের করার জন্য স্পষ্ট দেখতে পাবে। 43 "কোনো ভালো গাছে মন্দ ফল ধরে না, আবার মন্দ গাছেও ভালো ফল ধরে না। 44 তার ফলের দ্বারাই প্রত্যেক গাছের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকে কাঁটাঝোপ থেকে ডুমুর বা শেয়ালকাঁটা থেকে আঙুর সংগ্রহ করে না। 45 ভালো মানুষ তার অন্তরের সঞ্চিত ভালো ভাণ্ডার থেকে ভালো বিষয়ই বের করে, এবং মন্দ মানুষ তার অন্তরের সঞ্চিত মন্দ ভাণ্ডার থেকে মন্দ বিষয়ই বের করে। কারণ হৃদয় থেকে যা উপচে পড়ে মুখ সেকথাই ব্যক্ত করে। 46 "কেন তোমরা আমাকে 'প্রভু, প্রভু,' বলে সম্বোধন করো, অথচ আমি যা বলি, তা তোমরা করো না? 47 যে আমার কাছে এসে আমার কথা শুনে কাজ করে, সে যে কেমন লোক, তা আমি তোমাদের বলি। 48 সে এমন একজন লোক, যে বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে গভীর গর্ত খুঁড়ে শক্ত পাথরের উপর তার ভিত্তিমূল স্থাপন করল। যখন বন্যা এল, প্রবল স্রোত বাড়িতে এসে আঘাত করল, তাকে টলাতে পারল না, কারণ তা দৃঢ়ভাবে নির্মিত হয়েছিল। 49 কিন্তু যে আমার কথা শুনেও সেই অনুযায়ী কাজ করে না, সে এমন একজনের মতো, যে ভিত ছাড়াই জমিতে বাড়ি নির্মাণ করল। প্রবল স্রোত যে মুহূর্তে সেই বাড়িতে আঘাত হানল, বাড়িটি পড়ে গেল, আর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেল।"

**7** যীশু সকলের সামনে এই সমস্ত কথা বলার পর কফরনাহূমে ফিরে গেলেন। 2 সেখানে এক শত-সেনাপতির দাস, যে ছিল তাঁর প্রিয়পাত্র, রোগে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল। 3 শত-সেনাপতি যীশুর কথা শুনেছিলেন। তিনি ইহুদি সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রাচীনকে যীশুর কাছে পাঠিয়ে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন এসে তাঁর দাসকে সুস্থ করেন। 4 তাঁরা যীশুর কাছে এসে তাঁকে কাতর মিনতি জানালেন, "এই ব্যক্তি আপনার সাহায্য পাওয়ার যোগ্য, 5 কারণ তিনি আমাদের জাতিকে ভালোবাসেন, আর আমাদের সমাজভবনটি নির্মাণ করে দিয়েছেন।" 6 তাই যীশু তাঁদের সঙ্গে গেলেন। যীশু শত-সেনাপতির বাড়ির কাছাকাছি এলে, তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে যীশুর কাছে বলে পাঠালেন, "প্রভু, আপনি নিজে কষ্ট করবেন না। আপনি আমার বাড়িতে আসবেন আমি এমন যোগ্য নই। 7 তাই আমি নিজেকেও আপনার কাছে যাওয়ার যোগ্য মনে করিনি। আপনি কেবলমাত্র মুখে বলুন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হবে। 8 কারণ আমিও কর্তৃত্বের অধীন একজন মানুষ এবং সৈন্যরা আমার অধীন। আমি তাদের একজনকে 'যাও' বললে সে যায়, অপরজনকে 'এসো' বললে সে আসে, আবার আমার দাসকে 'এই কাজটি করো,' বললে সে তা করে।" 9 একথা শুনে যীশু তার সম্পর্কে চমৎকৃত হলেন। তাঁকে যারা অনুসরণ করছিলেন তাদের দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আমি তোমাদের বলছি, ইস্রায়েলের মধ্যেও আমি এমন প্রগাঢ় বিশ্বাস দেখতে পাইনি।" 10 তখন যে লোকদের তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখলেন, দাসটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। 11 এর কিছুকাল পরেই যীশু নায়িন নামে এক নগরে গেলেন। তাঁর শিষ্যেরা ও বিস্তর লোক তাঁর সঙ্গী হল। 12 তিনি নগরদ্বারের কাছে এসে পৌঁছালেন। তখন দেখলেন, লোকেরা এক মৃত ব্যক্তিকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার মা ছিল বিধবা এবং সে ছিল তার একমাত্র পুত্র। নগরের

বিস্তর লোক তাদের সঙ্গে ছিল। 13 তাকে দেখে প্রভুর হৃদয় তার প্রতি করুণায় ভরে উঠল। তিনি তাকে বললেন, "কেঁদো না।" 14 তারপর তিনি এগিয়ে গিয়ে শবদেহ রাখা খাট স্পর্শ করলেন। আর যারা বাহক তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। তিনি বললেন, "ওহে যুবক, আমি তোমাকে বলছি, তুমি ওঠো!" 15 মৃত মানুষটি উঠে বসে কথা বলতে লাগল। যীশু তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। 16 এই দেখে তারা সকলে ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত হল, ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল এবং তারা বলতে লাগল, "আমাদের মধ্যে এক মহান ভাববাদীর উদয় হয়েছে। ঈশ্বর তাঁর প্রজাদের সাহায্য করতে এসেছেন।" 17 যীশুর এই কীর্তির কথা যিহূদিয়ার সর্বত্র এবং সন্নিহিত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল। 18 যোহনের শিষ্যেরা এই সমস্ত কথা তাঁকে জানাল। 19 তিনি তাদের দুজনকে ডেকে প্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন, "যাঁর আসার কথা ছিল আপনিই কি তিনি না আমরা অন্য কারও প্রতীক্ষায় থাকব?" 20 তারা যখন যীশুর কাছে এল, তারা বলল, "বাপ্তিস্মদাতা যোহন আপনার কাছে আমাদের জিজ্ঞাসা করতে পাঠিয়েছেন, 'যে মশীহের আবির্ভাবের কথা ছিল, সে কি আপনি, না আমরা অন্য কারও প্রতীক্ষায় থাকব?'" 21 ঠিক সেই সময়ে যীশু বহু রোগগ্রস্ত, পীড়িত ও মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তিদের সুস্থ করছিলেন; বহু অন্ধকেও দৃষ্টিশক্তি দান করছিলেন। 22 তাই তিনি সেই বার্তাবহদের উত্তর দিলেন, "তোমরা যা দেখলে, যা শুনলে, ফিরে গিয়ে সেসব যোহনকে জানাও। যারা অন্ধ তারা দৃষ্টি পাচ্ছে, যারা খোঁড়া তারা চলতে পারছে, যারা কুষ্ঠরোগী তারা শুচিশুদ্ধ হচ্ছে, যারা কালা তারা শুনতে পাচ্ছে, যারা মৃত তারা উত্থাপিত হচ্ছে ও যারা দরিদ্র তাদের কাছে সুসমাচার প্রচারিত হচ্ছে। 23 আর ধন্য সেই ব্যক্তি যে আমার কারণে বাধা পায় না।" 24 যোহনের বার্তাবাহকেরা চলে গেলে, যীশু সকলের কাছে যোহনের সম্পর্কে বলতে লাগলেন, "তোমরা মরুপ্রান্তরে কী দেখতে গিয়েছিলে? বাতাসে দুলছে এমন কোনো নলখাগড়া? 25 তা না হলে, তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? মোলায়েম পোশাক পরা কোনো মানুষকে? তা নয়, যারা মূল্যবান পোশাক পরে, বিলাসবহুল জীবনযাপন করে, তারা তো রাজপ্রাসাদে থাকে। 26 কিন্তু তোমরা কী দেখতে গিয়েছিলে? কোনো ভাববাদীকে? হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলি, ভাববাদীর চেয়েও মহত্তর একজনকে। 27 ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে লেখা আছে: "'আমি আমার বার্তাবাহককে তোমার আগে পাঠাব, যে তোমার আগে তোমার জন্য পথ প্রস্তুত করবে।' 28 আমি তোমাদের বলছি, নারীর গর্ভে জন্মেছে এমন ব্যক্তিদের মধ্যে যোহনের চেয়ে মহান আর কেউই নেই; তবুও ঈশ্বরের রাজ্যে যে নগণ্যতম সেও তাঁর চেয়ে মহান।" 29 সব লোক, এমনকি, কর আদায়কারীরাও, যীশুর শিক্ষা শুনে ঈশ্বরের পথকে সঠিক বলে স্বীকার করল, কারণ তারা বুঝতে পারল, যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম নিয়ে তারা ভুল করেনি। 30 কিন্তু ফরিশীরা ও শাস্ত্রবিদরা তাদের বিষয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অগ্রাহ্য করল, কারণ তারা যোহনের কাছে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেনি। 31 "তাহলে, কার সঙ্গে আমি এই প্রজন্মের লোকদের তুলনা করতে পারি? তারা কাদের মতো? 32 তারা সেইসব ছেলেমেয়ের মতো, যারা হাটেবাজারে বসে পরস্পরকে সম্বোধন করে বলে, "'আমরা তোমাদের জন্য বাঁশি বাজালাম, কিন্তু তোমরা নৃত্য করলে না; আমরা শোকগাথা গাইলাম, কিন্তু তোমরা বিলাপ করলে না।' 33 বাপ্তিস্মদাতা যোহন এসে রুটি খেলেন না বা দ্রাক্ষারস পান করলেন না, কিন্তু তোমরা বললে, 'তিনি ভূতগ্রস্ত।' 34 মনুষ্যপুত্র এলেন, খাওয়াদাওয়া করলেন, কিন্তু তোমরা বললে, 'এই দেখো একজন পেটুক ও মদ্যপ, কর আদায়কারী ও পাপীদের বন্ধু।' 35 কিন্তু প্রজ্ঞা তার অনুসরণকারীদের আচরণের দ্বারাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়।" 36 আর একজন ফরিশী আহার করার জন্য যীশুকে নিমন্ত্রণ করল। যীশু তার বাড়িতে গেলেন এবং খাবারের সময় আসনে হেলান দিয়ে বসলেন। 37 সেই নগরে একজন পাপীষ্ঠা নারী ছিল। যীশু ফরিশীর বাড়িতে খাবার খাচ্ছেন শুনে, সে একটি শ্বেতস্ফটিকের পাত্রে সুগন্ধি তেল নিয়ে এল। 38 সে যীশুর পিছনে তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে চোখের জলে তাঁর পা-দুটি ভিজিয়ে দিতে লাগল। তারপর সে তার চুল দিয়ে তাঁর পা দুটিকে মুছিয়ে দিয়ে চুম্বন করল এবং সেই সুগন্ধি তেল ঢেলে দিল। 39 এই ঘটনা দেখে আমন্ত্রণকর্তা ফরিশী মনে মনে ভাবল, "এই লোকটি যদি ভাববাদী হত, তাহলে বুঝতে পারত, কে তাঁকে স্পর্শ করছে এবং সে কী প্রকৃতির নারী! সে তো এক পাপীষ্ঠা!" 40 যীশু তাকে উত্তর দিলেন, "শিমোন, তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।" শিমোন বলল, "গুরুমহাশয়, বলুন।" 41 "এক মহাজনের কাছে দুজন ব্যক্তি ঋণ নিয়েছিল। একজন নিয়েছিল পাঁচশো দিনার, অন্যজন পঞ্চাশ দিনার। 42 তাদের কারোরই সেই পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না, তাই তিনি দুজনেরই ঋণ মকুব করে দিলেন। এখন তাদের মধ্যে কে তাঁকে বেশি ভালোবাসবে?" 43 শিমোন উত্তর দিল, "আমার মনে হয়, যার বেশি ঋণ মকুব করা হয়েছিল,

সেই।” যীশু বললেন, “তুমি যথার্থ বিচার করেছ।” 44 তারপর তিনি সেই নারীর দিকে ফিরে শিমোনকে বললেন, “তুমি এই স্ত্রীলোককে দেখতে পাচ্ছ, আমি তোমার বাড়িতে প্রবেশ করলাম, অথচ তুমি আমাকে পা-ধোওয়ার জল দিলে না। কিন্তু ও তার চোখের জলে আমার পা ভিজিয়ে দিল, আর তার চুল দিয়ে তা মুছিয়ে দিল। 45 তুমি আমাকে একবারও চুম্বন করলে না, কিন্তু আমি এই বাড়িতে প্রবেশ করার সময় থেকেই এই নারী আমার পা-দুখানি চুম্বন করা থেকে বিরত হয়নি। 46 তুমি আমার মাথায় তেল দিয়ে অভিষেক করলে না, কিন্তু ও আমার পায়ে সুগন্ধি তেল ঢেলে অভিষেক করল। 47 তাই আমি তোমাকে বলছি, যেহেতু তার অজস্র পাপ ক্ষমা করা হয়েছে, সে আমাকে বেশি ভালোবেসেছে। কিন্তু যাকে অল্প ক্ষমা করা হয়, সে অল্পই ভালোবাসে।” 48 তারপর যীশু সেই নারীকে বললেন, “তোমার সব পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।” 49 অন্য অতিথিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল “ইনি কে, যে পাপও ক্ষমা করেন?” 50 যীশু সেই নারীকে বললেন, “তোমার বিশ্বাসই তোমাকে পরিত্রাণ দিয়েছে, শান্তিতে চলে যাও।”

**8** এরপর যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ঘোষণা করতে করতে বিভিন্ন গ্রাম ও নগর পরিক্রমা করতে লাগলেন। সেই বারোজন প্রেরিতশিষ্যও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। 2 মন্দ-আত্মা ও বিভিন্ন রোগ থেকে সুস্থতা লাভ করেছিলেন, এমন আরও কয়েকজন মহিলা তাদের সহযাত্রী হয়েছিলেন। তারা হলেন সেই মরিয়ম (মাগ্দালাবাসী নামে আখ্যাত), যার মধ্যে থেকে যীশু সাতটি ভূত তাড়িয়ে ছিলেন, 3 হেরোদের গৃহস্থালীর প্রধান ব্যবস্থাপক কূষের স্ত্রী যোহান্না, শোশন্না এবং আরও অনেকে। এই মহিলারা আপন আপন সম্পত্তি থেকে তাঁদের পরিচর্যা করতেন। 4 যখন অনেক লোক সমবেত হচ্ছিল এবং বিভিন্ন নগর থেকে লোকেরা যীশুর কাছে আসছিল, তিনি তাদের এই রূপক কাহিনিটি বললেন: 5 “একজন কৃষক তার বীজবপন করতে গেল। সে যখন বীজ ছড়াচ্ছিল, কিছু বীজ পথের ধারে পড়ল; সেগুলি পায়ের তলায় মাড়িয়ে গেল, আর পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেলল। 6 কতগুলি বীজ পড়ল পাথুরে জমিতে। সেগুলির অঙ্কুরোদগম হল, কিন্তু রস না থাকায় চারাগুলি শুকিয়ে গেল। 7 কিছু বীজ পড়ল কাঁটাঝোপের মধ্যে। কাঁটাঝোপ চারাগাছের সঙ্গেই বেড়ে উঠে তাদের ঢেকে ফেলল। 8 আবার কিছু বীজ পড়ল উৎকৃষ্ট জমিতে, সেখানে গাছগুলি বেড়ে উঠে যা বপন করা হয়েছিল, তার শতগুণ ফসল উৎপন্ন করল।” একথা বলার পর তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, “যার শোনবার কান আছে, সে শুনুক।” 9 তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে এই রূপকের অর্থ জিজ্ঞাসা করলেন। 10 তিনি বললেন, “ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব তোমাদেরই কাছে ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু অন্যদের কাছে আমি রূপকের আশ্রয়ে কথা বলি যেন, “‘দেখেও তারা দেখতে না পায়, আর শুনেও তারা বুঝতে না পায়।’ 11 “এই রূপকের অর্থ হল এরকম: সেই বীজ ঈশ্বরের বাক্য। 12 পথের উপর পতিত বীজ হল এমন কিছু লোক, যারা বাক্য শোনে, আর পরে দিয়াবল এসে তাদের অন্তর থেকে বাক্য হরণ করে, যেন তারা বিশ্বাস করতে না পারে ও পরিত্রাণ না পায়। 13 পাথুরে জমির উপরে পতিত বীজ হল তারাই, যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনামাত্র সানন্দে গ্রহণ করে, কিন্তু মূল না থাকায় তাদের বিশ্বাস ক্ষণস্থায়ী হয়, কিন্তু পরীক্ষার সময় তারা বিপথগামী হয়। 14 কাঁটাঝোপের মধ্যে পতিত বীজ তারা, যারা বাক্য শোনে, কিন্তু জীবনে চলার পথে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা, ধনসম্পত্তি ও বিলাসিতায় ব্যাহত হয়ে পরিপক্ক হতে পারে না। 15 কিন্তু উৎকৃষ্ট জমিতে পতিত বীজ তারাই, যারা উদার ও শুদ্ধচিত্ত, তারা বাক্য শুনে তা আঁকড়ে থাকে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করে। 16 “প্রদীপ জ্বেলে কেউ পাত্রের মধ্যে লুকিয়ে রাখে না, বা খাটের নিচেও রেখে দেয় না। বরং প্রদীপটিকে সে একটি বাতিদানের উপরেই রেখে দেয়, যেন যারা ভিতরে প্রবেশ করে, তারা আলো দেখতে পায়। 17 কারণ গুপ্ত এমন কিছুই নেই, যা জানা যাবে না, বা প্রকাশ্যে উদ্‌ঘাটিত হবে না। 18 কাজেই কীভাবে শুনছ, সে বিষয়ে সতর্ক থেকো। যার আছে, তাকে আরও দেওয়া হবে; যার নেই, এমনকি, কিছু আছে বলে যদি সে মনে করে, তাও তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে।” 19 এরপর যীশুর মা ও ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, কিন্তু ভিড়ের জন্য তাঁরা তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারলেন না। 20 এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, “আপনার মা ও ভাইয়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।” 21 তিনি উত্তর দিলেন, “যারা ঈশ্বরের বাক্য শুনে সেইমতো কাজ করে, তারাই আমার মা ও ভাই।” 22 একদিন যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, “চলো আমরা সাগরের ওপারে যাই।” এতে তারা একটি নৌকায় উঠে বসে যাত্রা করলেন। 23 তাঁরা নৌকা চালানো শুরু করলে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এমন সময় সাগরে প্রচণ্ড ঝড় উঠল, নৌকা জলে ভর্তি হতে লাগল। তাঁরা এক ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন হলেন। 24 শিষ্যেরা কাছে গিয়ে তাঁকে জাগালেন, “প্রভু, প্রভু, আমরা যে ডুবতে

বসেছি!" তিনি উঠে বাতাস ও উত্তাল জলরাশিকে ধমক
দিলেন, ঝড় থেমে গেল। সবকিছু শান্ত হল। 25 তিনি তাঁর
শিষ্যদের বললেন, "তোমাদের বিশ্বাস কোথায় গেল?"
ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁরা পরস্পর বলাবলি করলেন, "ইনি
তাহলে কে, যিনি বাতাস ও জলকে আদেশ দেন, ও তারা
তাঁর কথা মেনে চলে?" 26 পরে তাঁরা গেরাসেনী অঞ্চলে
পৌঁছালেন। সেই স্থানটি গালীল সাগরের অপর পারে
অবস্থিত। 27 যীশু তীরে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই নগরের এক
মন্দ-আত্মাগ্রস্ত ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন। বহুদিন ধরে এই
লোকটি বিনা কাপড়ে উলঙ্গ হয়ে থাকত, বাড়িতে বসবাস
করত না। সে থাকত কবরস্থানে। 28 সে যীশুকে দেখে
চিৎকার করে উঠল এবং তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে উচ্চস্বরে
বলল, "পরাৎপর ঈশ্বরের পুত্র যীশু, আপনি আমাকে
নিয়ে কী করতে চান? আমি আপনার কাছে মিনতি করি,
আমাকে যন্ত্রণা দেবেন না!" 29 কারণ লোকটির মধ্য
থেকে বেরিয়ে আসার জন্য যীশু সেই অশুচি আত্মাকে
আদেশ দিয়েছিলেন। বারবার সে তার উপর ভর করত।
লোকটির হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে সতর্ক পাহারা রাখা
হলেও, সে তার শিকল ছিঁড়ে ফেলত, আর ভূত তাকে
তাড়িয়ে নির্জন স্থানে নিয়ে যেত। 30 যীশু তাকে জিজ্ঞাসা
করলেন, "তোমার নাম কী?" "বাহিনী," সে উত্তর দিল,
কারণ বহু ভূত তার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। 31 তারা তাঁর
কাছে বারবার অনুরোধ করতে লাগল, তিনি যেন তাদের
রসাতলে না পাঠান। (Abyssos g12) 32 সেখানে পাহাড়ের
গায়ে বিশাল একপাল শূকর চরে বেড়াচ্ছিল। ভূতেরা
শূকরদের মধ্যে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করে যীশুকে
অনুনয় করল। তিনি তাদের অনুমতি দিলেন। 33 ভূতেরা
লোকটির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেই শূকরপালের
মধ্যে প্রবেশ করল। শূকরের পাল পাহাড়ের খাড়া ঢাল
বেয়ে ছুটে গিয়ে হ্রদে পড়ে ডুবে গেল। 34 যারা শূকর
চরাচ্ছিল, তারা এই ঘটনাটি দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল ও
নগরে ও গ্রামাঞ্চলে গিয়ে এই সংবাদ দিল। 35 কী ঘটেছে
দেখবার জন্য লোকেরা বাইরে এল। যীশুর কাছে উপস্থিত
হয়ে তারা দেখতে পেল, সেই লোকটি ভূতের কবলমুক্ত
হয়ে পোশাক পরে সুস্থ মনে যীশুর পায়ের কাছে বসে
আছে। এই দেখে তারা ভয় পেয়ে গেল। 36 প্রত্যক্ষদর্শীরা
সেই ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিটি কীভাবে সুস্থ হয়েছে, তা সকলকে
বলতে লাগল। 37 তখন গেরাসেনী অঞ্চলের লোকেরা ভয়
পেয়ে তাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য যীশুকে অনুরোধ
করল। যীশু তখন নৌকায় উঠে চলে গেলেন। 38 যে
লোকটির মধ্য থেকে ভূতেরা বেরিয়ে এসেছিল, সে তাঁর
সঙ্গী হওয়ার জন্য যীশুকে অনুনয় করতে লাগল। কিন্তু
যীশু তাকে ফিরিয়ে দিলেন, 39 বললেন, "তুমি বাড়ি ফিরে
যাও, আর লোকদের গিয়ে বলো, ঈশ্বর তোমার জন্য কী
করেছেন।" তাই লোকটি চলে গেল, আর যীশু তার জন্য
যা করেছেন, সেকথা নগরের সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগল।
40 যীশু ফিরে আসার পর লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানাল,
কারণ তারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। 41 সেই সময়,
যায়ীর নামে এক ব্যক্তি এসে যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন;
তিনি ছিলেন সমাজভবনের একজন অধ্যক্ষ। তাঁর বাড়িতে
আসার জন্য তিনি তাঁকে মিনতি করলেন। 42 কারণ তাঁর
একমাত্র মেয়ে তখন ছিল মৃত্যুশয্যায়, যার বয়স ছিল প্রায়
বারো বছর। যীশু যখন পথ চলছিলেন, মানুষের ভিড়ে
তাঁর চাপা পড়ার উপক্রম হল। 43 সেখানে এক নারী
ছিল, যে বারো বছর ধরে রক্তস্রাবের ব্যাধিতে ভুগছিল।
সে চিকিৎসকদের পিছনে তার সর্বস্ব ব্যয় করেছিল, কিন্তু
কেউ তাকে সুস্থ করতে পারেনি। 44 নারী ভিড়ের মধ্যে
যীশুর পিছনে এসে তাঁর পোশাকের আঁচল স্পর্শ করল
এবং সঙ্গে সঙ্গে তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেল। 45 যীশু
জিজ্ঞাসা করলেন, "কে আমাকে স্পর্শ করল?" তারা সবাই
অস্বীকার করলে, পিতর বললেন, "প্রভু, লোকেরা ভিড়
করে যে আপনার উপরে চেপে পড়ছে!" 46 কিন্তু যীশু
বললেন, "কেউ একজন আমাকে স্পর্শ করেছে, কারণ
আমি বুঝতে পেরেছি যে, আমার ভিতর থেকে শক্তি নির্গত
হয়েছে।" 47 সেই নারী যখন দেখল যে এই বিষয়টি গোপন
রাখা সম্ভব নয়, তখন সে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এসে
যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সে সমস্ত লোকের সাক্ষাতে
বলল, কেন সে তাঁকে স্পর্শ করেছিল এবং কীভাবে, সেই
মুহূর্তেই সে সুস্থ হয়েছিল। 48 তখন তিনি তাকে বললেন,
"কন্যা, তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে। শান্তিতে
ফিরে যাও।" 49 যীশু তখনও কথা বলছেন, এমন সময়
সমাজভবনের অধ্যক্ষ যায়ীরের বাড়ি থেকে একজন এসে
উপস্থিত হল। সে বলল, "আপনার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে।
আর গুরুমহাশয়কে বিব্রত করবেন না।" 50 একথা শুনে
যীশু যায়ীরকে বললেন, "ভয় পেয়ো না, শুধু বিশ্বাস করো,
সে সুস্থ হয়ে যাবে।" 51 তিনি যায়ীরের বাড়িতে উপস্থিত
হয়ে পিতর, যোহন ও যাকোব এবং মেয়েটির বাবা-মা
ছাড়া আর কাউকে তাঁর সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করতে দিলেন
না। 52 সেই সময়, সমস্ত লোক মেয়েটির জন্য শোক ও
বিলাপ করছিল। যীশু বললেন, "তোমাদের বিলাপ বন্ধ
করো। সে মারা যায়নি, ঘুমিয়ে আছে মাত্র।" 53 তারা
জানত, মেয়েটি মারা গেছে, তাই তারা যীশুকে উপহাস

করল। 54 কিন্তু যীশু মেয়েটির হাত ধরে বললেন, "খুকুমণি, ওঠো!" 55 তখন তার আত্মা ফিরে এল এবং সে তখনই উঠে দাঁড়াল। তখন যীশু তাদের বললেন মেয়েটিকে কিছু খেতে দিতে। 56 তার বাবা-মা ভীষণ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু তিনি এই ঘটনার বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে তাদের নিষেধ করে দিলেন।

**9** যীশু সেই বারোজনকে আহ্বান করে মন্দ-আত্মা তাড়ানোর এবং রোগনিরাময় করার ক্ষমতা ও অধিকার তাদের দিলেন। 2 তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার ও পীড়িতদের আরোগ্য দান করার জন্য তাঁদের পাঠালেন। 3 তিনি তাঁদের বললেন, "যাত্রার উদ্দেশে তোমরা সঙ্গে কিছুই নিয়ো না; ছড়ি, থলি, কোনো খাবার, টাকাপয়সা, অতিরিক্ত পোশাক, কোনো কিছুই না। 4 যে বাড়িতে তোমরা প্রবেশ করবে, সেই নগর পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমরা সেখানেই থেকো। 5 লোকে তোমাদের স্বাগত না জানালে, তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ, তাদের নগর পরিত্যাগ করার সময় তোমাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলো।" 6 সেইমতো তাঁরা যাত্রা করলেন এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করলেন, সর্বত্র লোকদের রোগনিরাময় করলেন। 7 সামন্তরাজ হেরোদ এসব ঘটনার কথা শুনতে পেলেন। তিনি খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন, কারণ কেউ কেউ বলছিল যে, যোহন মৃত্যুলোক থেকে উত্থিত হয়েছেন। 8 অন্যেরা বলছিল, এলিয় আবির্ভূত হয়েছেন; আবার কেউ কেউ বলছিল, প্রাচীনকালের কোনো ভাববাদী পুনর্জীবিত হয়েছেন। 9 কিন্তু হেরোদ বললেন, "আমিই তো যোহনের মাথা কেটেছিলাম, তাহলে কে এই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে আমি এত কথা শুনছি?" তিনি যীশুকে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। 10 প্রেরিতশিষ্যেরা ফিরে এসে যীশুকে তাঁদের কাজের বিবরণ দিলেন। তিনি তখন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে বেথসৈদা নগরের দিকে একান্তে যাত্রা করলেন। 11 কিন্তু লোকেরা সেকথা জানতে পেরে তাঁকে অনুসরণ করল। তিনি তাদের স্বাগত জানিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে কথা বললেন এবং যাদের সুস্থতা লাভের প্রয়োজন ছিল, তাদের সুস্থ করলেন। 12 পড়ন্ত বিকেলে সেই বারোজন তাঁর কাছে এসে বললেন, "লোকদের চলে যেতে বলুন, তারা যেন চারদিকের গ্রামে এবং পল্লিতে গিয়ে খাবার ও রাত্রিবাসের সন্ধান করতে পারে, কারণ আমরা এখানে এক প্রত্যন্ত স্থানে আছি।" 13 তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরাই ওদের কিছু খেতে দাও।" তাঁরা বললেন, "আমাদের কাছে কেবলমাত্র পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ আছে—সব লোককে খাওয়াতে হলে আমাদের গিয়ে খাবার কিনতে হবে।" 14 (সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।) তিনি কিন্তু শিষ্যদের বললেন, "প্রত্যেক সারিতে কমবেশি পঞ্চাশ জন করে ওদের বসিয়ে দাও।" 15 শিষ্যেরা তাই করলেন, এবং প্রত্যেকে বসে পড়ল। 16 সেই পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ নিয়ে যীশু স্বর্গের দিকে দৃষ্টি দিলেন, ধন্যবাদ দিলেন ও রুটিগুলিকে ভাঙলেন। তারপর তিনি সেগুলি লোকদের পরিবেশন করার জন্য শিষ্যদের হাতে তুলে দিলেন। 17 তারা সকলে খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। আর শিষ্যেরা অবশিষ্ট রুটির টুকরো সংগ্রহ করে বারো ঝুড়ি পূর্ণ করলেন। 18 একদিন যীশু একান্তে প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর শিষ্যেরাও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কে, এ বিষয়ে লোকেরা কী বলে?" 19 তাঁরা উত্তর দিলেন, "কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন, অন্যেরা বলে এলিয়, আর কেউ কেউ বলে, প্রাচীনকালের কোনও একজন ভাববাদী যিনি পুনর্জীবিত হয়েছেন।" 20 "কিন্তু তোমরা কী বলো?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী বলো, আমি কে?" পিতর উত্তর দিলেন, "আপনি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট।" 21 একথা কারও কাছে প্রকাশ না করার জন্য যীশু দৃঢ়ভাবে তাঁদের সতর্ক করে দিলেন। 22 তিনি বললেন, "মনুষ্যপুত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে দুঃখভোগ করতে হবে; প্রাচীনবর্গ, মহাযাজকবৃন্দ ও শাস্ত্রবিদরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে। তাঁকে হত্যা করা হবে এবং তৃতীয় দিনে তাঁর পুনরুত্থান হবে।" 23 তারপর তিনি তাঁদের সবাইকে বললেন, "কেউ যদি আমাকে অনুসরণ করতে চায়, সে অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করবে, প্রতিদিন তার ক্রুশ তুলে নেবে ও আমাকে অনুসরণ করবে। 24 কারণ কেউ যদি তার প্রাণরক্ষা করতে চায়, সে তা হারাবে, কিন্তু কেউ যদি আমার কারণে তার প্রাণ হারায়, সে তা লাভ করবে। 25 মানুষ যদি সমস্ত জগতের অধিকার লাভ করে ও তার নিজের প্রাণ হারায়, বা জীবন থেকে বঞ্চিত হয়, তাতে তার কী লাভ হবে? 26 কেউ যদি আমার ও আমার বাক্যের জন্য লজ্জাবোধ করে, মনুষ্যপুত্র যখন তাঁর নিজের মহিমায় ও তাঁর পিতা এবং পবিত্র স্বর্গদূতদের মহিমায় আসবেন, তিনিও তার জন্য লজ্জাবোধ করবেন। 27 "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শন না পাওয়া পর্যন্ত মৃত্যুর আস্বাদ লাভ করবে না।" 28 একথা বলার প্রায় আট দিন পরে যীশু পিতর, যোহন ও যাকোবকে সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনা করার জন্য এক পর্বতে উঠলেন। 29 প্রার্থনাকালে তাঁর

মুখের রূপের পরিবর্তন হল এবং তাঁর পোশাক বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 30 দুজন পুরুষ, মোশি ও এলিয়, হঠাৎই আবির্ভূত হয়ে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। 31 তাঁরা মহিমাময় রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়ে যীশুর সঙ্গে তাঁর আসন্ন প্রস্থানের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, যা তিনি জেরুশালেমে সম্পন্ন করতে চলেছিলেন। 32 পিতর ও তাঁর সঙ্গীরা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা সম্পূর্ণ জেগে উঠলেন, তাঁরা যীশুর মহিমান্বিত রূপ এবং তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা দুই ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। 33 যখন তাঁরা যীশুকে ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন, তখন পিতর যীশুকে বললেন, "প্রভু, এখানে থাকা আমাদের পক্ষে ভালোই হবে। এখানে আমরা তিনটি তাঁবু নির্মাণ করি, একটি আপনার জন্য, একটি মোশির জন্য, ও একটি এলিয়ের জন্য।" (তিনি কী বলছেন, তা নিজেই বুঝতে পারলেন না।) 34 তিনি একথা বলছেন, এমন সময় একখণ্ড মেঘ এসে তাঁদের ঢেকে ফেলল। যখন তাঁরা মেঘে ঢাকা পড়লেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত ভয়ভীত হলেন। 35 তখন মেঘের ভিতর থেকে একটি স্বর ধ্বনিত হল, "ইনিই আমার পুত্র, আমার মনোনীত, তোমরা এঁর কথা শোনো।" 36 সেই স্বর ধ্বনিত হওয়ার পর, তাঁরা দেখলেন যীশু একা দাঁড়িয়ে আছেন। শিষ্যেরা নিজেদের মধ্যেই সেকথা গোপন করে রাখলেন, তাঁরা কী দেখেছেন, সে সম্বন্ধে তাঁরা কারও কাছেই প্রকাশ করলেন না। 37 পরদিন তাঁরা পর্বত থেকে নেমে আসার পর একদল লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। 38 সকলের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে উচ্চকণ্ঠে বলল, "গুরুমহাশয়, মিনতি করছি, আপনি আমার ছেলেটির দিকে দয়া করে একবার দেখুন, সে আমার একমাত্র সন্তান। 39 একটি আত্মা তার উপর ভর করেছে। সে হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে। সেই আত্মা তাকে আছড়ে ফেলে এবং এমনভাবে মোচড় দেয় যে, তার মুখ দিয়ে ফেনা বের হতে থাকে। সে তাকে যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে, কিছুতেই তাকে ছেড়ে যায় না। 40 আমি আপনার শিষ্যদের কাছে মিনতি করেছিলাম যেন তাঁরা সেই আত্মাকে তাড়িয়ে দেন, কিন্তু তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।" 41 যীশু উত্তর দিলেন, "ওহে অবিশ্বাসী ও বিপথগামী প্রজন্ম, আমি আর কত কাল তোমাদের সঙ্গে থাকব ও তোমাদের সহ্য করব? তোমার ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এসো।" 42 ছেলেটি যখন আসছিল, এমন সময় সেই ভূত তাকে মাটিতে আছাড় দিয়ে মুচড়ে ধরল। কিন্তু যীশু মন্দ-আত্মাটিকে ধমক দিলেন, ছেলেটিকে সুস্থ করলেন এবং তাকে তার বাবার কাছে ফিরিয়ে দিলেন। 43 ঈশ্বরের এই মহিমা দেখে তারা সকলে অভিভূত হয়ে পড়ল। যীশুর কার্যকলাপ যখন সবাইকে বিস্মিত করে দিল, তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, 44 "আমি তোমাদের যা বলতে চলেছি, তা মন দিয়ে শোনো। মনুষ্যপুত্র মানুষদের হাতে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হতে চলেছেন।" 45 তাঁরা কিন্তু একথার অর্থ বুঝতে পারলেন না। বিষয়টি তাঁদের কাছে গুপ্ত রাখা হয়েছিল বলে, তাঁরা তা উপলব্ধি করতে পারলেন না। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেও তাঁরা ভয় পেলেন। 46 পরে শিষ্যদের মধ্যে এক বিতর্কের সূচনা হল, তাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? 47 যীশু তাঁদের মনোভাব জানতে পেরে একটি শিশুকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের পাশে দাঁড় করালেন। 48 তারপর তিনি তাঁদের বললেন, "যে আমার নামে এই শিশুটিকে স্বাগত জানায়, সে আমাকেই স্বাগত জানায়। যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। কারণ তোমাদের সকলের মধ্যে যে নগণ্য, সেই হল শ্রেষ্ঠ।" 49 যোহন বললেন, "প্রভু, আমরা একজনকে আপনার নামে ভূত তাড়াতে দেখে, তাকে সে কাজ করতে বারণ করেছিলাম, কারণ সে আমাদের কেউ নয়।" 50 যীশু বললেন, "তাকে নিষেধ কোরো না, কারণ যে তোমাদের বিপক্ষে নয়, সে তোমাদের সপক্ষে।" 51 স্বর্গে যাওয়ার কাল সন্নিকট হলে, যীশু স্থিরসংকল্প হয়ে জেরুশালেমের দিকে যাত্রা করলেন। 52 তিনি তাঁর বার্তাবহদের আগেই পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যীশুর জন্য সবকিছুর আয়োজন সম্পূর্ণ করতে শমরীয়দের এক গ্রামে প্রবেশ করলেন। 53 কিন্তু তিনি জেরুশালেম দিকে যাচ্ছিলেন বলে সেখানকার অধিবাসীরা কেউ তাঁকে স্বাগত জানাল না। 54 এই দেখে তাঁর দুজন শিষ্য, যাকোব ও যোহন জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কি চান যে, আমরা ওদের ধ্বংস করার জন্য আকাশ থেকে আগুন নেমে আসতে বলি, যেমন এলিয় করেছিলেন?" 55 কিন্তু যীশু তাঁদের দিকে ফিরে তিরস্কার করলেন। 56 এরপর তাঁরা অন্য গ্রামে চলে গেলেন। 57 তাঁরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় একজন তাঁকে বলল, "আপনি যেখানে যাবেন আমিও আপনার সঙ্গে সেখানে যাব।" 58 উত্তরে যীশু বললেন, "শিয়ালদের গর্ত আছে, আকাশের পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার কোনও স্থান নেই।" 59 তারপর তিনি অন্য একজনকে বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" কিন্তু সে উত্তর দিল, "প্রভু, প্রথমে আমাকে গিয়ে আমার পিতাকে সমাধি দিয়ে আসার অনুমতি দিন।" 60 যীশু তাকে বললেন, "মৃতরাই তাদের মৃতদের সমাধি দিক। কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা ঘোষণা করো।" 61

আরও একজন বলল, “প্রভু, আমি আপনাকে অনুসরণ করব। কিন্তু আমাকে ফিরে গিয়ে প্রথমে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে অনুমতি দিন।” 62 যীশু উত্তর দিলেন, “লাঙ্গলে হাত দিয়ে যে পিছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের সেবাকাজের উপযুক্ত নয়।”

**10** এরপর প্রভু আরও বাহাত্তর জনকে নিযুক্ত করলেন এবং যে সমস্ত নগরে ও স্থানে নিজে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন, তার আগেই তিনি দুজন দুজন করে তাঁদের সেইসব স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। 2 তিনি তাঁদের বললেন, “ফসল প্রচুর, কিন্তু কর্মী সংখ্যা অল্প। তোমরা ফসলের মালিকের কাছে প্রার্থনা করো, যেন তিনি তাঁর শস্যক্ষেত্রে কর্মচারীদের পাঠান।” 3 তোমরা যাও! আমি নেকড়েদের মধ্যে তোমাদের মেষের মতো পাঠাচ্ছি। 4 তোমাদের সঙ্গে টাকার থলি, ঝুলি, অথবা চটিজুতো নিয়ো না; পথে কাউকে অভিবাদন জানিয়ো না। 5 “কোনো বাড়িতে প্রবেশ করার সময়, প্রথমে তোমরা বোলো, ‘এই বাড়িতে শান্তি বিরাজ করুক।’ 6 সেখানে কোনো শান্তিপ্রিয় মানুষ থাকলে, তোমাদের শান্তি তার উপর বিরাজ করবে, না থাকলে তোমাদের কাছেই তা ফিরে আসবে। 7 তোমরা সেই বাড়িতে থেকো, তারা যা দেবেন, তাই খেয়ো ও পান কোরো, কারণ কর্মচারী তার বেতন পাওয়ার যোগ্য। তোমরা এক বাড়ি ছেড়ে অন্য কোনো বাড়িতে আশ্রয় নিয়ো না। 8 “তোমরা কোনো নগরে প্রবেশ করলে সেখানকার লোক যদি তোমাদের স্বাগত জানিয়ে কিছু খাবার খেতে দেয়, তবে সেই খাবার গ্রহণ কোরো। 9 সেখানকার পীড়িতদের সুস্থ কোরো। তাদের বোলো, ‘ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট।’ 10 কিন্তু কোনো নগরে প্রবেশ করার পর লোকে যদি তোমাদের স্বাগত না জানায়, তবে পথে বেরিয়ে পড়ে বোলো, 11 ‘তোমাদের নগরের যে ধুলো আমাদের পায়ে লেগেছিল, তাও আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে ঝেড়ে ফেললাম। তবুও তোমরা এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জেনো, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট।’ 12 আমি তোমাদের বলছি, বিচারদিনে সদোমের দশা, বরং সেই নগরের চেয়ে বেশি সহনীয় হবে। 13 “কোরাসীন, ধিক্ তোমাকে! বেথসৈদা, ধিক্ তোমাকে! তোমাদের মধ্যে যেসব অলৌকিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, সেসব যদি টায়ার ও সীদোনে করা হত, তারা অনেক আগেই চটবস্ত্র পরে ভস্মে বসে অনুতাপ করত। 14 কিন্তু বিচারদিনে টায়ার ও সীদোনের দশা, বরং তোমাদের চেয়ে বেশি সহনীয় হবে। 15 আর তুমি কফরনাহূম, তুমি কি না স্বর্গ পর্যন্ত উঁচুতে উঠবে? তা নয়, তুমি অধোলোক পর্যন্ত তলিয়ে যাবে। **(Hadēs g86)**
16 “যারা তোমাদের কথা শোনে, তারা আমারই কথা শোনে; যারা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করে, তারা আমাকেই প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে, সে প্রত্যাখ্যান করে তাঁকেই, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।” 17 সেই বাহাত্তর জন শিষ্য সানন্দে ফিরে এসে বললেন, “প্রভু, আপনার নামে ভূতেরাও আমাদের অধীনতা স্বীকার করে।” 18 তিনি উত্তর দিলেন, “আমি আকাশ থেকে বিদ্যুতের মতো শয়তানকে পতিত হতে দেখেছি। 19 আমি তোমাদের সাপ ও কাঁকড়াবিছে পায়ের তলায় পিষে মারার এবং শত্রুর সমস্ত ক্ষমতার উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দান করেছি। কোনো কিছুই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। 20 কিন্তু আত্মারা তোমাদের বশীভূত হয় বলে উল্লসিত হোয়ো না, বরং স্বর্গে তোমাদের নাম লেখা হয়েছে বলে উল্লসিত হও।” 21 সেই সময় যীশু পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে বললেন, “হে পিতা, তুমি স্বর্গ ও পৃথিবীর প্রভু, আমি তোমার প্রশংসা করি, কারণ তুমি এই সমস্ত বিষয় বিজ্ঞ ও শিক্ষিত মানুষদের কাছ থেকে গোপন রেখে ছোটো শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ। হ্যাঁ পিতা, কারণ এই ছিল তোমার ঈপ্সিত ইচ্ছা। 22 “আমার পিতা সবকিছুই আমার হাতে সমর্পণ করেছেন। পুত্রকে কেউ জানে না, কেবলমাত্র পিতা জানেন এবং পিতাকে কেউ জানে না, কেবলমাত্র পুত্র জানেন ও পুত্র যার কাছে তাঁকে প্রকাশ করে, সেই জানে।” 23 তারপর তিনি শিষ্যদের দিকে ফিরে একান্তে বললেন, “তোমরা যা দেখছ, যারা তা দেখতে পায় ধন্য তাদের চোখ। 24 কারণ আমি তোমাদের বলছি, বহু ভাববাদী ও রাজা তা দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা তা দেখতে পাননি এবং তোমরা যা শুনছ, তাঁরা তা শুনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শুনতে পাননি।” 25 একদিন এক শাস্ত্রবিদ যীশুকে পরীক্ষা করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, “গুরুমহাশয়, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?” **(aiōnios g166)** 26 তিনি উত্তর দিলেন, “বিধানশাস্ত্রে কী লেখা আছে? তুমি কি পাঠ করছ?” 27 সে উত্তরে বলল, “‘তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ, সমস্ত শক্তি ও সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করবে’; এবং, ‘তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতো প্রেম করবে।’” 28 যীশু উত্তরে বললেন, “তুমি যথার্থ উত্তর দিয়েছ। তাই করো এবং এতেই তুমি জীবন লাভ করবে।” 29 কিন্তু সে নিজের সততা প্রতিপন্ন করতে যীশুকে প্রশ্ন করল, “বেশ, আমার প্রতিবেশী কে?” 30 প্রত্যুত্তরে যীশু বললেন, “এক ইহুদি ব্যক্তি জেরুশালেম

থেকে যিরীহোতে নেমে যাচ্ছিল। পথে সে দস্যুদের কবলে পড়ল। তারা তার পোশাক খুলে নিয়ে এবং তাকে মেরে আধমরা করে ফেলে রেখে চলে গেল। 31 ঘটনাক্রমে একজন যাজক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। লোকটিকে দেখে সে রাস্তার অন্য প্রান্ত দিয়ে চলে গেল। 32 সেভাবে একজন লেবীয়ও সেখানে এসে তাকে দেখে অন্য দিক দিয়ে চলে গেল। 33 কিন্তু একজন শমরীয় পথ চলতে চলতে, সেই ব্যক্তি যেখানে ছিল, সেখানে এসে পৌঁছাল; তাকে দেখে সে তার প্রতি করুণাবিষ্ট হল। 34 সে তার কাছে গিয়ে ক্ষতস্থানে তেল ও দ্রাক্ষারস লাগিয়ে বেঁধে দিল। তারপর সেই ব্যক্তিকে তার নিজের গাধায় চাপিয়ে একটি পান্থশালায় নিয়ে এসে তার সেবাযত্ন করল। 35 পরদিন পান্থশালার মালিককে সে দুটি রুপোর মুদ্রা দিল। সে বলল, 'ওই ব্যক্তির সেবাযত্ন কোরো। এর অতিরিক্ত কিছু ব্যয় হলে, ফেরার পথে আমি পরিশোধ করে দেব।' 36 "এই তিনজনের মধ্যে কে দস্যুদের হাতে পড়া ওই লোকটির কাছে প্রতিবেশী হয়ে উঠল? তোমার কী মনে হয়?" 37 সেই শাস্ত্রবিদ উত্তর দিল, "লোকটির প্রতি যে করুণা দেখিয়েছিল, সেই।" যীশু তাকে বললেন, "যাও, ফিরে গিয়ে তুমিও সেরকম করো।" 38 যীশু শিষ্যদের নিয়ে পথ চলতে চলতে একটি গ্রামে এসে পৌঁছালেন। সেখানে মার্থা নামে এক স্ত্রীলোক তাঁর বাড়িতে তাঁকে স্বাগত জানালেন। 39 মরিয়ম নামে তাঁর এক বোন ছিলেন। প্রভুর মুখের বাক্য শোনার জন্য তিনি তাঁর পায়ের কাছে বসলেন। 40 কিন্তু মার্থা আপ্যায়নের আয়োজন করতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি যীশুর কাছে এসে বললেন, "প্রভু, আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, আমার বোন আমার একার উপর সমস্ত কাজের ভার ছেড়ে দিয়েছে? আপনি ওকে বলুন, আমাকে সাহায্য করতে।" 41 প্রভু উত্তর দিলেন, "মার্থা, মার্থা, তুমি অনেক বিষয়ে উদ্বিগ্ন, আর বিচলিত হয়ে পড়েছ। 42 কিন্তু প্রয়োজন একটিমাত্র বিষয়ের। মরিয়ম সেই উত্তম বিষয়টিই মনোনীত করেছে, যা তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হবে না।"

**11** একদিন যীশু কোনো এক স্থানে প্রার্থনা করছিলেন। যখন শেষ করলেন, তাঁর একজন শিষ্য তাঁকে বললেন, "প্রভু, যোহন যেমন তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমন আপনিও আমাদের প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিন।" 2 তিনি তাঁদের বললেন, "প্রার্থনা করার সময়, তোমরা বোলো: "'হে পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্য আসুক। 3 প্রতিদিন আমাদের দৈনিক আহার আমাদের দাও। 4 আর আমাদের সব পাপ ক্ষমা করো, যেমন আমরাও নিজেদের সব অপরাধীকে ক্ষমা করি। আর আমাদের প্রলোভনে পড়তে দিয়ো না।'" 5 তারপর তিনি তাঁদের বললেন, "মনে করো, তোমাদের কোনও একজনের বন্ধু যদি মাঝরাতে তার কাছে গিয়ে বলে, 6 'বন্ধু, আমাকে তিনটি রুটি ধার দাও। আমার এক বন্ধু এক জায়গায় যাওয়ার পথে আমার কাছে এসেছে। কিন্তু তাকে খেতে দেওয়ার মতো আমার কিছুই নেই।' 7 তখন ভিতর থেকে সে উত্তর দিল, 'আমাকে বিরক্ত কোরো না। দরজা বন্ধ করা হয়েছে, ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে শুয়ে আছে। আমি উঠে তোমাকে কিছু দিতে পারছি না।' 8 আমি তোমাদের বলছি, যদিও তার বন্ধু বলে সে উঠে তাকে রুটি দিতে পারবে না, কিন্তু লোকটির আকুলতার জন্য সে উঠে তার চাহিদামতো রুটি তাকে দেবে। 9 "তাই আমি তোমাদের বলছি, চাও, তোমাদের দেওয়া হবে; খোঁজ করো, তোমরা পাবে; কড়া নাড়ো, তোমাদের জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হবে। 10 কারণ যে চায়, সে গ্রহণ করে; যে খোঁজ করে, সে সন্ধান পায়; আর যে কড়া নাড়ে, তার জন্য দ্বার খুলে দেওয়া হয়। 11 "তোমাদের মধ্যে এমন বাবা কে আছে, ছেলে রুটি চাইলে যে তাকে পাথর দেবে, অথবা মাছ চাইলে তার পরিবর্তে সাপ দেবে? 12 অথবা সে ডিম চাইলে তাকে কাঁকড়াবিছে দেবে? 13 তোমরা মন্দ প্রকৃতির হয়েও যদি নিজেদের সন্তানদের ভালো ভালো উপহার দিতে জানো, তাহলে যারা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার কাছে চায়, তাদের তিনি আরও কত না নিশ্চিতরূপে পবিত্র আত্মা দান করবেন!" 14 যীশু ভূতগ্রস্ত এক বোবা ব্যক্তির মধ্য থেকে ভূত তাড়ালেন। ভূতটি চলে গেলে বোবা মানুষটি কথা বলতে লাগল। এ দেখে লোকেরা ভীষণ চমৎকৃত হয়ে গেল। 15 কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল, "ও ভূতদের অধিপতি বেলসবুলের সহায়তায় ভূতদের দূর করে।" 16 অন্যেরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য কোনও স্বর্গীয় চিহ্ন দেখতে চাইল। 17 যীশু তাদের মনের কথা জানতে পেরে তাদের বললেন, "কোনো রাজ্য যদি নিজেরই বিরুদ্ধে বিভাজিত হয়, তাহলে তার পতন হবে। কোনো পরিবার যদি নিজের বিরুদ্ধে বিভাজিত হয়, তাহলে তার পতন হবে। 18 শয়তান যদি নিজের বিরুদ্ধে বিভাজিত হয়ে পড়ে, কেমনভাবে তার সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারে? আমার একথা বলার কারণ, তোমরা বলে থাকো যে, আমি বেলসবুলের সহায়তায় ভূতদের তাড়িয়ে থাকি। 19 আমি যদি বেলসবুলের দ্বারা ভূত তাড়িয়ে থাকি, তাহলে তোমাদের অনুগামীরা কার সাহায্যে

তাদের তাড়ায়? সেই কারণে, তারাই তোমাদের বিচারক হবে। 20 কিন্তু যদি আমি ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা ভূত তাড়াই, তাহলে ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের উপরে এসে পড়েছে। 21 "কোনো শক্তিশালী ব্যক্তি যখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিজের প্রাসাদ পাহারা দেয়, তখন তার সম্পত্তি সুরক্ষিত থাকে। 22 কিন্তু তার চেয়েও বলিষ্ঠ কেউ যখন আক্রমণ করে তাকে পরাস্ত করেন, পরাজিত লোকটি যে অস্ত্রশস্ত্রের উপর নির্ভর করেছিল, সেসব তিনি কেড়ে নেন এবং সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে চলে যান। 23 "যে আমার পক্ষে নয়, সে আমার বিপক্ষে, আর যে আমার সঙ্গে সংগ্রহ করে না, সে ছড়িয়ে ফেলে। 24 "কোনো মানুষের ভিতর থেকে যখন কোনও দুষ্ট-আত্মা বের হয়ে যায় সে তখন বিশ্রামের খোঁজে শুষ্ক-ভূমিতে ঘুরে বেড়ায় কিন্তু তার সন্ধান পায় না। তখন সে বলে, 'আমি যে বাড়ি ছেড়ে এসেছি সেখানেই ফিরে যাব।' 25 যখন সে ফিরে আসে, তখন সেই বাড়ি পরিচ্ছন্ন ও সুশৃঙ্খল দেখতে পায়। 26 তখন সে গিয়ে তার থেকেও দুষ্ট আরও সাতটি আত্মাকে নিয়ে আসে, আর তারা ভিতরে প্রবেশ করে সেখানে বাস করতে থাকে। তখন সেই মানুষটির অন্তিমদশা আগের থেকে আরও বেশি শোচনীয় হয়ে পড়ে।" 27 যীশু যখন এসব কথা বলছিলেন, লোকদের মধ্য থেকে একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করে বলে উঠল, "ধন্য সেই গর্ভ, যা আপনাকে ধারণ করেছিল এবং সেই স্তন, যার দুধ আপনি পান করেছিলেন।" 28 তিনি উত্তর দিলেন, "বরং তারাই ধন্য, যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনে ও তা পালন করে।" 29 লোকের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। যীশু বললেন, "বর্তমান প্রজন্মের লোকেরা দুষ্ট প্রকৃতির। তারা অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায়, কিন্তু যোনার নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই তাদের দেওয়া হবে না। 30 যোনা নীনবীবাসীদের কাছে যেমন নিদর্শনস্বরূপ ছিলেন, মনুষ্যপুত্রও তেমনই এই প্রজন্মের কাছে নিদর্শনস্বরূপ হবেন। 31 বিচারের দিনে দক্ষিণ দেশের রানি এই প্রজন্মের লোকেদের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের অভিযুক্ত করবেন, কারণ শলোমনের প্রজ্ঞার বাণী শোনার জন্য তিনি পৃথিবীর সুদূর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন। কিন্তু শলোমনের চেয়েও মহান একজন এখানে উপস্থিত আছেন। 32 বিচারের দিনে নীনবী নগরের লোকেরা এই প্রজন্মের লোকদের সঙ্গে উঠে দাঁড়াবে ও এদের অভিযুক্ত করবে, কারণ তারা যোনার প্রচারে মন পরিবর্তন করেছিল; আর এখন যোনার চেয়েও মহান একজন এখানে উপস্থিত আছেন। 33 "প্রদীপ জ্বেলে কেউ গোপন স্থানে, বা পাত্রের নিচে রাখে না, বরং সে দীপাধারের উপরে রাখে, যেন যারা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে, তারা আলো দেখতে পায়। 34 তোমার চোখই তোমার শরীরের প্রদীপ। তোমার চোখ যদি সরল হয়, তাহলে তোমার সমস্ত শরীর আলোকময় হয়ে উঠবে। কিন্তু চোখদুটি যদি মন্দ হয়, তোমার শরীরও হয়ে উঠবে অন্ধকারময়। 35 সেই কারণে দেখো, তোমার মধ্যে যে আলো রয়েছে বলে তুমি মনে করছ, তা আসলে অন্ধকার যেন না হয়। 36 তাই তোমার সারা শরীর যদি আলোকময় হয়ে ওঠে ও তার কোনো অংশ যদি অন্ধকারময় না হয়, প্রদীপের আলো যেমন তোমার উপরে আলো দেয় তেমনই তোমার শরীরও সম্পূর্ণ আলোময় হয়ে উঠবে।" 37 যীশুর কথা বলা শেষ হওয়ার পর একজন ফরিশী তাঁকে তার সঙ্গে খাবারের জন্য নিমন্ত্রণ করল। তাই তিনি ভিতরে গিয়ে খেতে বসলেন। 38 কিন্তু খাওয়ার আগে যীশুকে প্রথামতো হাত পা ধুতে না দেখে, সেই ফরিশী অবাক হয়ে গেল। 39 তখন প্রভু তাকে বললেন, "তোমরা ফরিশীরা, থালাবাটির বাইরের অংশ পরিষ্কার করে থাকো, কিন্তু তোমাদের অন্তর লালসা ও দুষ্টতায় ভর্তি থাকে। 40 মূর্খের দল! বাইরের দিক যিনি তৈরি করেছেন, তিনি কি ভিতরের দিকও তৈরি করেননি? 41 কিন্তু পাত্রের ভিতরে যা আছে, তা দরিদ্রদের বিলিয়ে দাও, দেখবে, তোমাদের কাছে সবকিছুই শুচিশুদ্ধ হয়ে উঠবে। 42 "ফরিশীরা, ধিক্ তোমাদের! কারণ তোমরা খেতের পুদিনা, তেজপাতা ও অন্যান্য শাকের এক-দশমাংশ ঈশ্বরকে দিয়ে থাকো, কিন্তু ন্যায়বিচার ও ঈশ্বরের প্রেম অবহেলা করে থাকো। এক-দশমাংশ দান করেও, আরও গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়গুলি তোমাদের পালন করা উচিত ছিল। 43 "ফরিশীরা, ধিক্ তোমাদের! কারণ তোমরা সমাজভবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসনে বসতে এবং হাটেবাজারে লোকদের অভিবাদন পেতে ভালোবাসো। 44 "ধিক্ তোমাদের! কারণ তোমরা চিহ্নহীন কবরের মতো, যার উপর দিয়ে মানুষ অজান্তে হেঁটে যায়।" 45 একজন শাস্ত্রবিদ তাঁকে উত্তর দিল, "গুরুমহাশয়, এ সমস্ত কথায় আপনি আমাদেরও অপমান করছেন।" 46 যীশু প্রত্যুত্তরে বললেন, "শাস্ত্রবিদরা, ধিক্ তোমাদের! তোমরা সব মানুষের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দাও, যা তারা বইতে অক্ষম, কিন্তু তোমরা নিজেরা একটি আঙুল তুলেও তাদের সাহায্য করো না। 47 "ধিক্ তোমাদের! কারণ তোমরা ভাববাদীদের সমাধি নির্মাণ করে থাকো, কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষেরাই তাদের হত্যা করেছিল। 48 তোমাদের পূর্বপুরুষদের কাজ যে তোমরা সমর্থন করছ, তোমাদের কাজই তার প্রমাণ। তারা হত্যা করেছিল সেই ভাববাদীদের, আর তোমরা তাদের সমাধি

নির্মাণ করছ! 49 এজন্য ঈশ্বর তাঁর প্রজ্ঞায় বলেন, 'আমি
তাদের কাছে ভাববাদীদের ও প্রেরিতশিষ্যদের পাঠাব;
তাদের কয়েকজনকে তারা হত্যা করবে এবং অন্যদের
নিপীড়ন করবে।' 50 তাই জগতের উৎপত্তিকাল থেকে সব
ভাববাদীর রক্তপাতের জন্য এই প্রজন্মের মানুষেরাই দায়ী
হবে। 51 হ্যাঁ, আমি তোমাদের বলছি, হেবল থেকে শুরু
করে বেদি ও মন্দিরের মাঝখানে নিহত সখরিয় পর্যন্ত,
সকলেরই রক্তপাতের জন্য বর্তমান প্রজন্ম দায়ী হবে।
52 "শাস্ত্রবিদরা, ধিক্ তোমাদের! কারণ তোমরা জ্ঞান-
ভাণ্ডারের চাবি কেড়ে নিয়েছ। তোমরা নিজেরা তো প্রবেশ
করোইনি, যারা প্রবেশ করতে চেয়েছে, তাদেরও বাধা
দিয়েছ।" 53 যীশু সেই স্থান ছেড়ে যাওয়ার সময় ফরিশী ও
শাস্ত্রবিদরা তাঁর তীব্র বিরোধিতা করতে লাগল এবং তাঁকে
প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলল। 54 যীশুর কথা দিয়েই
তাঁকে ফাঁদে ফেলার জন্য তারা সুযোগের অপেক্ষায় রইল।

**12** ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষ সেখানে সমবেত
হলে এমন অবস্থা হল যে, একে অন্যের পা-মাড়াতে
লাগল। যীশু প্রথমে তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতে লাগলেন,
বললেন, "ফরিশীদের খামির, অর্থাৎ ভণ্ডামি থেকে তোমরা
নিজেদের সাবধানে রেখো। 2 গোপন এমন কিছুই নেই, যা
প্রকাশিত হবে না, লুকোনো এমন কিছুই নেই, যা অজানা
থেকে যাবে। 3 অন্ধকারে তোমরা যা উচ্চারণ করেছ তা
প্রকাশ্য দিবালোকে শোনা যাবে। আর ভিতরের ঘরে যে
কথা তুমি চুপিচুপি বলেছ, তা ছাদের উপর থেকে ঘোষণা
করা হবে। 4 "আমার বন্ধু সব, আমি তোমাদের বলছি,
শরীরকে হত্যা করার বেশি আর কিছু করার সাধ্য যাদের
নেই, তাদের তোমরা ভয় কোরো না। 5 কিন্তু কাকে ভয়
করতে হবে, তা আমি তোমাদের বলছি: শরীরকে হত্যা
করার পর যাঁর ক্ষমতা আছে তোমাদের নরকে নিক্ষেপ
করার তোমরা তাঁকেই ভয় কোরো। হ্যাঁ, আমি তোমাদের
বলছি, তোমরা তাঁকেই ভয় কোরো। (Geenna g1067) 6
দুই পয়সায় কি পাঁচটি চড়ুইপাখি বিক্রি হয় না? তবুও
তাদের একটিকেও ঈশ্বর ভোলেন না। 7 প্রকৃতপক্ষে,
তোমাদের মাথার চুলগুলিরও সংখ্যা গোনা আছে। ভয়
পেয়ো না কারণ চড়ুইপাখি থেকেও তোমরা অনেক বেশি
মূল্যবান। 8 "আমি তোমাদের বলছি, যে কেউ মানুষের
সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, মনুষ্যপুত্রও তাকে ঈশ্বরের
দূতদের সাক্ষাতে স্বীকার করবেন। 9 কিন্তু কেউ যদি
মানুষের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, ঈশ্বরের দূতদের
সাক্ষাতে তাকেও অস্বীকার করা হবে। 10 মনুষ্যপুত্রের
বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে, তাকে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু
পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কেউ যদি নিন্দা করে, তার ক্ষমা
হবে না। 11 "যখন সমাজভবনের শাসনকর্তা ও কর্তৃপক্ষের
সামনে তোমাদের টেনে আনা হয়, তখন তোমরা কীভাবে
আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, অথবা কী বলবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা
কোরো না। 12 কারণ সে সময়ে তোমাদের কী বলতে
হবে, পবিত্র আত্মা তা শিখিয়ে দেবেন।" 13 লোকদের
মধ্য থেকে কেউ একজন বলল, "গুরুমহাশয়, আমার
ভাইকে বলুন, সে যেন পৈত্রিক সম্পত্তি আমার সঙ্গে ভাগ
করে নেয়।" 14 যীশু উত্তর দিলেন, "ওহে, কে আমাকে
তোমাদের বিচার, অথবা মধ্যস্থতা করার জন্য নিযুক্ত
করেছে?" 15 তারপর তিনি তাদের বললেন, "সজাগ
থেকো! সমস্ত রকম লোভ থেকে নিজেদের রক্ষা কোরো;
সম্পদের প্রাচুর্যের উপরে মানুষের জীবনের অস্তিত্ব নির্ভর
করে না।" 16 আর তিনি তাদের এই রূপকটি বললেন:
"এক ধনবান ব্যক্তির জমিতে প্রচুর ফসল হয়েছিল। 17
সে চিন্তা করল, 'আমি কী করব? এত ফসল মজুত করার
মতো কোনো জায়গা আমার নেই।' 18 "তারপর সে বলল,
'আমি এক কাজ করব, আমার গোলাঘরগুলি ভেঙে আমি
বড়ো বড়ো গোলাঘর নির্মাণ করব। সেখানে আমার সমস্ত
ফসল আর অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী মজুত করব। 19 তারপর
নিজেকে বলব, "তুমি বহু বছরের জন্য অনেক ভালো
ভালো জিনিস মজুত করেছ। এবার জীবনকে সহজভাবে
নাও; খাওয়াদাওয়া ও আমোদ স্ফূর্তি করো।"' 20 "কিন্তু
ঈশ্বর তাকে বললেন, 'মূর্খ! আজ রাতেই তোমার প্রাণ
তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তাহলে, তোমার
নিজের জন্য যে আয়োজন করে রেখেছ, তখন কে তা
ভোগ করবে?' 21 "যে নিজের জন্য ধন সঞ্চয় করে, অথচ
ঈশ্বরের উদ্দেশে ধনী নয়, তার পরিণতি এরকমই হবে।"
22 এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "এই কারণে আমি
তোমাদের বলছি, তোমাদের জীবনের বিষয়ে দুশ্চিন্তা
কোরো না, তোমরা কী খাবে; বা শরীরের বিষয়ে, কী
পোশাক পড়বে। 23 কারণ খাবারের চেয়ে জীবন বড়ো
বিষয় এবং পোশাকের চেয়ে শরীর বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 24
কাকদের কথা ভেবে দেখো, তারা বীজবপন করে না,
ফসল কাটে না, তাদের কোনও গুদাম, বা গোলাঘরও
নেই, তবুও ঈশ্বর তাদের খাবার জুগিয়ে দেন। পাখিদের
চেয়ে তোমাদের মূল্য আরও কত না বেশি! 25 দুশ্চিন্তা
করে কে তার আয়ু এক ঘণ্টাও বৃদ্ধি করতে পারে? 26
অতএব, তোমরা যখন এই সামান্য কাজটুকু করতে পারো
না, তখন অন্য সব বিষয়ে দুশ্চিন্তা করো কেন? 27 "লিলি

ফুল কেমন বেড়ে ওঠে, ভেবে দেখো। তারা পরিশ্রম করে
না, সুতোও কাটে না। তবুও আমি তোমাদের বলছি,
রাজা শলোমনও তাঁর সমস্ত মহিমায় এদের একটিরও
মতো সুশোভিত ছিলেন না। 28 মাঠের যে ঘাস আজ
আছে, অথচ আগামীকাল আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হবে, ঈশ্বর
যদি সেগুলিকে এত সুশোভিত করে থাকেন, তাহলে
ওহে অল্পবিশ্বাসীরা, তিনি তোমাদের আরও কত বেশি
সুশোভিত করবেন! 29 আর কী খাবার খাবে বা কী পান
করবে, তা নিয়ে তোমাদের হৃদয়কে ব্যাকুল কোরো না;
এজন্য তোমরা দুশ্চিন্তা কোরো না। 30 কারণ জগতে ঈশ্বরে
অবিশ্বাসীরা এসব জিনিসের পিছনে ছুটে বেড়ায়; কিন্তু
তোমাদের পিতা জানেন, তোমাদের এগুলির প্রয়োজন
আছে। 31 কিন্তু তোমরা প্রথমে তাঁর রাজ্যের অন্বেষণ
করো, তাহলে এই সমস্ত বিষয়ও তোমাদের দেওয়া হবে।
32 "ক্ষুদ্র মেষপাল, তোমরা ভয় পেয়ো না, কারণ তোমাদের
পিতা এই রাজ্য তোমাদের দান করেই প্রীত হয়েছেন।
33 তোমাদের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে দীনদরিদ্রদের
মাঝে বিলিয়ে দাও। নিজেদের জন্য এমন টাকার থলি
তৈরি করো, যা কোনোদিন জীর্ণ হবে না; স্বর্গে এমন
ঐশ্বর্য সংগ্রহ করো, যা কোনোদিন নিঃশেষ হবে না,
সেখানে কোনো চোর কাছে আসে না, কোনো কীটপতঙ্গ
তা নষ্ট করে না। 34 কারণ যেখানে তোমাদের ধন থাকবে,
সেখানেই তোমাদের মন পড়ে থাকবে। 35 "সেবাকাজ
করার জন্য প্রস্তুত থাকো ও তোমাদের প্রদীপ জ্বেলে রাখো
36 যেন তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতীক্ষায় রয়েছ যে কখন
তিনি বিবাহ আসর থেকে ফিরে আসবেন। যে মুহূর্তে তিনি
ফিরে আসবেন ও দরজায় কড়া নাড়বেন সেই মুহূর্তেই যেন
দরজা খুলে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারো। 37 ফিরে
এসে প্রভু যাদের সজাগ দেখবেন, সেই দাসদের কাছে তা
মঙ্গলজনক হয়ে উঠবে। আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
তিনি নিজে পরিবেশন করার জন্য পোশাক পরে প্রস্তুত
হবেন, তাদের খাওয়াদাওয়া করতে টেবিলে বসাবেন,
এবং তাদের কাছে এসে তাদের পরিচর্যা করবেন। 38
রাতের দ্বিতীয়, বা তৃতীয় প্রহরে এসেও তিনি যাদের প্রস্তুত
থাকতে দেখবেন, তাদের পক্ষে তা হবে মঙ্গলজনক। 39
কিন্তু এ বিষয় বুঝে নাও; বাড়ির কর্তা যদি জানতে পারত,
কোন প্রহরে চোর আসছে, তাহলে সে তার বাড়িতে সিঁধ
কাটতে দিত না। 40 সেরকম, তোমরাও প্রস্তুত থেকো,
কারণ যখন তোমরা প্রত্যাশা করবে না, সেই মুহূর্তেই
মনুষ্যপুত্র আসবেন।" 41 পিতর জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু,
আপনি এই রূপকটি শুধুমাত্র আমাদেরই বলছেন, না
সবাইকেই বলছেন?" 42 প্রভু উত্তর দিলেন, "তাহলে সেই
বিশ্বস্ত ও বিজ্ঞ দেওয়ান কে, যাকে তার প্রভু বাড়ির অন্যান্য
সকল দাসকে যথাসময়ে খাবার দেওয়ার দায়িত্ব অর্পণ
করবেন? 43 তার প্রভু ফিরে এসে তাকে সেই কাজ করতে
দেখলে সেই দাসের পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে। 44 আমি
তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি তাকে তাঁর বিষয়সম্পত্তির
তত্ত্বাবধায়ক করবেন। 45 কিন্তু মনে করো, সেই দাস মনে
মনে ভাবল, 'আমার প্রভুর ফিরে আসতে এখনও অনেক
দেরি আছে,' তাই সে অন্য দাস-দাসীদের মারতে শুরু
করল, খাওয়াদাওয়া ও সুরাপান করে মত্ত হতে লাগল। 46
সেই দাসের প্রভু এমন এক সময়ে ফিরে আসবেন, যখন
সে তাঁর আগমনের প্রত্যাশা করেনি, বা এমন এক ক্ষণে,
যা সে জানতেও পারেনি। তিনি তাকে খণ্ডবিখণ্ড করবেন
এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে তাকে স্থান দেবেন। 47 "যে দাস
তার প্রভুর ইচ্ছা জেনেও প্রস্তুত হয়ে থাকে না বা প্রভুর ইচ্ছা
অনুযায়ী কাজ করে না, তাকে কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে। 48
কিন্তু যে না জেনেই শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তাকে কম
দণ্ড দেওয়া হবে। যাকে অনেক দেওয়া হয়েছে, তার কাছে
দাবিও করা হবে অনেক; যার উপর বহু বিষয়ের ভার
অর্পণ করা হয়েছে, তার কাছে আরও বেশি প্রত্যাশা করা
হবে। 49 "আমি পৃথিবীতে আগুন জ্বালাতে এসেছি; আর
আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, সেই আগুন ইতিমধ্যে জ্বলে
উঠছে! 50 কিন্তু আমাকে এক বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে হবে।
তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি কতই না যন্ত্রণাবিদ্ধ হচ্ছি!
51 তোমরা কি মনে করো যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে
এসেছি? তা নয়, আমি তোমাদের বলছি, আমি দিতে
এসেছি বিভেদ। 52 এখন থেকে পরিবারের পাঁচজনের
মধ্যে পারস্পরিক বিভেদ দেখা যাবে; তিনজন যাবে
দুজনের বিপক্ষে, আর দুজন যাবে তিনজনের বিপক্ষে। 53
তারা বিচ্ছিন্ন হবে; পিতা সন্তানের বিরুদ্ধে এবং সন্তান
পিতার বিরুদ্ধে, মা মেয়ের বিরুদ্ধে এবং মেয়ে মায়ের
বিরুদ্ধে, শাশুড়ি বউমার বিরুদ্ধে এবং বউমা শাশুড়ির
বিরুদ্ধে।" 54 তিনি সকলকে বললেন, "পশ্চিম আকাশে
মেঘের উদয় হলে তোমরা সঙ্গে সঙ্গে বলো, 'বৃষ্টি আসছে,'
আর তাই হয়। 55 যখন দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বইতে
থাকে, তোমরা বলো, 'এবার গরম পড়বে' এবং সত্যিই
গরম পড়ে। 56 ভণ্ডের দল! তোমরা পৃথিবী ও আকাশের
অবস্থা দেখে তার মর্মব্যাখ্যা করতে পারো, অথচ এই
বর্তমানকালের মর্মব্যাখ্যা করতে পারো না, এ কেমন
কথা? 57 "কোনটি ন্যায্য, তা তোমরা নিজেরাই বিচার
করো না কেন? 58 প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিচারকের কাছে

যাওয়ার সময় পথেই তার সঙ্গে বিবাদের মীমাংসা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করো, না হলে সে তোমাকে বিচারকের কাছে টেনে নিয়ে যাবে; বিচারক তোমাকে আধিকারিকের হাতে তুলে দেবে, আর আধিকারিক তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। 59 আমি তোমাকে বলছি, তোমার দেনা সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তুমি বাইরে আসতে পারবে না।"

**13** সেই সময় সেখানে উপস্থিত কয়েকজন যীশুকে সেই গালীলীয়দের সম্পর্কে সংবাদ দিল, যাদের রক্ত পীলাত তাদের বলির সঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন। 2 যীশু উত্তর দিলেন, "তোমরা কি মনে করো যে, এইভাবে তাড়িত হয়েছিল বলে তারা অন্যান্য গালীলীয়দের তুলনায় বেশি পাপী ছিল? 3 আমি তোমাদের বলছি, না! কিন্তু মন পরিবর্তন না করলে তোমরা সবাই সেরকমই বিনষ্ট হবে। 4 অথবা, সিলোয়ামের মিনার চাপা পড়ে যে আঠারো জনের মৃত্যু হয়েছিল, তোমরা কি মনে করো, অন্যান্য জেরুশালেমবাসীদের চেয়ে তারা বেশি অপরাধী ছিল? 5 আমি তোমাদের বলছি, না! কিন্তু মন পরিবর্তন না করলে তোমরা সেরকমই বিনষ্ট হবে।" 6 তারপর তিনি এই রূপকটি বললেন: "এক ব্যক্তি তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেতে একটি ডুমুর গাছ লাগিয়েছিলেন। তিনি ফলের আশায় গাছটির কাছে গেলেন কিন্তু একটি ফলও খুঁজে পেলেন না। 7 তাই দ্রাক্ষাক্ষেতের রক্ষককে তিনি বললেন, 'গত তিন বছর ধরে আমি এই গাছে ফলের আশায় আসছি, কিন্তু কোনো ফলই পাইনি। এটাকে কেটে ফেলো। কেন শুধু শুধু এ জমি জুড়ে থাকবে?' 8 "লোকটি উত্তর দিল, 'মহাশয়, আর শুধু এক বছর এটাকে থাকতে দিন। আমি এর চারপাশে গর্ত খুঁড়ে সার দেব। 9 এতে পরের বছর যদি ফল ধরে, ভালো! না হলে, এটাকে কেটে ফেলবেন।'" 10 বিশ্রামদিনে যীশু কোনও এক সমাজভবনে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। 11 সেখানে এক নারী মন্দ-আত্মার প্রভাবে আঠারো বছর ধরে পঙ্গু হয়েছিল। সে কুঁজো হয়ে পড়েছিল, কিছুতেই সোজা হতে পারত না। 12 যীশু তাকে দেখে সামনে ডেকে বললেন, "নারী, তুমি তোমার দুর্বলতা থেকে মুক্ত হলে।" 13 তারপর তিনি তাকে স্পর্শ করলে সে সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। 14 বিশ্রামদিনে যীশু সুস্থ করেছেন দেখে সমাজভবনের অধ্যক্ষ ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধে অন্যান্য লোকদের লক্ষ্য করে বলল, "কাজ করার জন্য অন্য ছয় দিন আছে। তাই, ওই দিনগুলিতে তোমরা সুস্থ হতে এসো, বিশ্রামদিনে নয়।" 15 প্রভু তাকে উত্তর দিলেন, "ওহে ভণ্ডের দল! তোমরা প্রত্যেক বিশ্রামদিনে বলদ অথবা গর্দভকে গোয়ালঘর থেকে বাঁধন খুলে জল খাওয়ানোর জন্য কি বাইরে নিয়ে যাও না? 16 তাহলে, অব্রাহামের কন্যা এই নারী, শয়তান যাকে দীর্ঘ আঠারো বছর বেঁধে রেখেছিল, বিশ্রামদিনে তাকে বাঁধন থেকে মুক্ত করা কি উচিত নয়?" 17 একথা শুনে তাঁর সমস্ত বিরোধী লজ্জিত হল। কিন্তু তাঁর বিস্ময়কর কাজগুলি দেখে সাধারণ লোকেরা আনন্দিত হল। 18 এরপর যীশু প্রশ্ন করলেন, "ঈশ্বরের রাজ্য কীসের মতো? কার সঙ্গে আমি এর তুলনা দেব? 19 এ হল এক সর্ষে বীজের মতো যা এক ব্যক্তি সেটাকে তার বাগানে রোপণ করল। তারপর সেটি বেড়ে উঠে গাছে পরিণত হল, আর আকাশের পাখিরা এসে তার শাখায় আশ্রয় নিল।" 20 তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ঈশ্বরের রাজ্যকে আমি কীসের সঙ্গে তুলনা করব? 21 এ এমন খামিরের মতো যা একজন স্ত্রীলোক তিন পাল্লা ময়দার সঙ্গে মেশালো, ফলে সমস্ত ময়দা ফেঁপে উঠল।" 22 তারপর যীশু নগরে ও গ্রামে শিক্ষা দিতে দিতে জেরুশালেমের দিকে চললেন। 23 তখন এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "প্রভু, শুধু কি অল্প সংখ্যক লোকই পরিত্রাণ পাবে?" 24 তিনি তাকে বললেন, "সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করো, কারণ আমি তোমাদের বলছি, বহু মানুষই প্রবেশ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু সফল হবে না। 25 বাড়ির কর্তা একবার উঠে দ্বার বন্ধ করে দিলে তোমরা বাইরে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়িয়ে মিনতি করতে থাকবে, 'মহাশয়, আমাদের জন্য দ্বার খুলে দিন।' কিন্তু তিনি উত্তর দেবেন, 'তোমরা কোথা থেকে এসেছ, আমি জানি না।' 26 "তখন তোমরা বলবে, 'আমরা আপনার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছি, আমাদের পথে পথে আপনি শিক্ষা দিয়েছেন।' 27 "কিন্তু তিনি উত্তর দেবেন, 'তোমরা কে বা কোথা থেকে এসেছ, আমি জানি না। হে অন্যায়কারীরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও!' 28 "সেখানে হবে রোদন ও দন্তঘর্ষণ; তখন তোমরা দেখবে, ঈশ্বরের রাজ্যে রয়েছেন অব্রাহাম, ইস্হাক, যাকোব ও সব ভাববাদী, কিন্তু তোমরা নিজেরা বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছ। 29 আর পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণ থেকে লোকেরা এসে ঈশ্বরের রাজ্যের ভোজসভায় আসন গ্রহণ করবে। 30 বাস্তবিক, যারা আছে, তারা কেউ কেউ প্রথমে স্থান পাবে এবং যারা প্রথমে আছে, তাদের কারোর কারোর স্থান সকলের শেষে হবে।" 31 সেই সময় কয়েকজন ফরিশী যীশুর কাছে এসে তাঁকে বলল, "এই স্থান ত্যাগ করে অন্য কোথাও চলে যান। হেরোদ

আপনাকে হত্যা করতে চাইছেন।” 32 তিনি উত্তর দিলেন, “সেই শিয়ালকে গিয়ে বলো, ‘আজ ও আগামীকাল, আমি ভূতদের তাড়াব, অসুস্থ মানুষদের সুস্থ করব এবং তৃতীয় দিনে আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হব।’ 33 যেভাবেই হোক, আজ, কাল ও তার পরের দিন আমাকে এগিয়ে চলতেই হবে—কারণ নিঃসন্দেহে, কোনো ভাববাদীই জেরুশালেমের বাইরে মৃত্যুবরণ করবেন না। 34 “হায়! জেরুশালেম, জেরুশালেম, তুমি ভাববাদীদের হত্যা করো ও তোমার কাছে যাদের পাঠানো হয়, তাদের পাথরের আঘাত করে থাকো। কতবার আমি তোমার সন্তানদের একত্র করতে চেয়েছি, যেমন মুরগি তার শাবকদের নিজের ডানার তলায় একত্র করে, কিন্তু তোমরা ইচ্ছুক হওনি! 35 দেখো, তোমাদের গৃহ তোমাদের জন্য পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রইল। আমি তোমাদের বলছি, যতক্ষণ না তোমরা বলবে, ‘ধন্য তিনি, যিনি প্রভুর নামে আসছেন’ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না।”

**14** এক বিশ্রামদিনে যীশু এক বিশিষ্ট ফরিশীর বাড়িতে খাবার খেতে গেলেন। লোকেরা তাঁর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিল। 2 সেখানে তাঁর সামনে ছিল এক ব্যক্তি যার শরীর রোগের কারণে অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছিল। 3 যীশু ফরিশী ও শাস্ত্রবিদদের প্রশ্ন করলেন, “বিশ্রামদিনে রোগনিরাময় করা বৈধ, না অবৈধ?” 4 তারা কিন্তু নিরুত্তর রইল। তাই যীশু তাকে ধরে সুস্থ করলেন ও তাকে বিদায় দিলেন। 5 তারপর তিনি তাদের প্রশ্ন করলেন, “তোমাদের কারও ছেলে বা বলদ যদি বিশ্রামদিনে কুয়োতে পড়ে যায়, তোমরা কি তখনই তাকে তুলবে না?” 6 প্রত্যুত্তরে তাদের কিছু বলার ছিল না। 7 আর নিমন্ত্রিত লোকেরা কীভাবে বিশিষ্ট আসন দখল করছিল তা লক্ষ্য করে তিনি তাদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে পরামর্শ দিলেন: 8 “কেউ যখন তোমাকে বিবাহভোজে নিমন্ত্রণ করে, তখন তুমি সম্মানিত ব্যক্তির আসন গ্রহণ কোরো না। কারণ তোমার চেয়ে বেশি সম্মানিত কোনো ব্যক্তি হয়তো নিমন্ত্রিত হয়ে থাকতে পারেন। 9 যদি তাই হয়, তাহলে যিনি তোমাদের দুজনকেই নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনি এসে তোমাকে বলবেন, ‘এই ভদ্রলোককে আপনার আসনটি ছেড়ে দিন।’ তখন লজ্জিত হয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ আসনে তোমাকে বসতে হবে। 10 কিন্তু তুমি নিমন্ত্রিত হলে, নিকৃষ্টতম আসনে গিয়ে বোসো, তাহলে তোমার নিমন্ত্রণকর্তা তোমাকে বলবেন, ‘বন্ধু, এর চেয়ে ভালো আসনে উঠে বসো।’ তখন অন্যান্য সহ নিমন্ত্রিতদের সামনে তুমি সম্মানিত হবে। 11 কারণ যে কেউ নিজেকে উন্নত করে, তাকে নত করা হবে, আর যে কেউ নিজেকে নত করে তাকে উন্নত করা হবে।” 12 যীশু তখন তাঁর নিমন্ত্রণকর্তাকে বললেন, “তুমি যখন দুপুরের, বা রাতের ভোজ আয়োজন করবে, তোমার বন্ধুবান্ধব, ভাইবোন অথবা আত্মীয়স্বজন, বা তোমার ধনী প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করবে না; তাহলে তারা তার প্রতিদানে আবার তোমাকে নিমন্ত্রণ করবে। আর তাই হবে তোমার কেবলমাত্র পুরস্কার। 13 পরিবর্তে, দীনদরিদ্র, পঙ্গু, খোঁড়া ও দৃষ্টিহীনদের নিমন্ত্রণ করো। 14 তখনই তুমি আশীর্বাদধন্য হবে। তারা তোমাকে প্রতিদান কিছু দিতে না পারলেও, ধার্মিকদের পুনরুত্থানকালে তুমি প্রতিদান লাভ করবে।” 15 তাঁর সঙ্গে ভোজে খাচ্ছিলেন এমন এক ব্যক্তি একথা শুনে যীশুকে বলল, “ধন্য সেই মানুষ, যে ঈশ্বরের রাজ্যের ভোজে আহার করবে।” 16 যীশু উত্তর দিলেন, “কোনো ব্যক্তি এক বিশাল ভোজের আয়োজন করে বহু অতিথিকে নিমন্ত্রণ করলেন। 17 ভোজের সময় তিনি তাঁর দাসের মারফত নিমন্ত্রিতদের বলে পাঠালেন, ‘সব আয়োজনই এখন সম্পূর্ণ, তোমরা এসো।’ 18 “কিন্তু তারা সবাই একইভাবে অজুহাত দেখাতে লাগল। প্রথম ব্যক্তি বলল, ‘আমি সবেমাত্র একটি জমি কিনেছি, আমাকে গিয়ে সেটি দেখতেই হবে। আমাকে মার্জনা করো।’ 19 “আর একজন বলল, ‘আমি এইমাত্র পাঁচজোড়া বলদ কিনেছি। সেগুলি পরখ করে দেখার জন্য আমি পথে বেরিয়ে পড়েছি। আমাকে মার্জনা করো।’ 20 “আর এক ব্যক্তি বলল, ‘আমি সবেমাত্র বিবাহ করেছি, তাই আমি যেতে পারছি না।’ 21 “পরে সেই দাস ফিরে এসে তার প্রভুকে এসব কথা জানাল। তখন সেই বাড়ির কর্তা ক্রুদ্ধ হয়ে তার দাসকে আদেশ দিলেন, ‘নগরের পথে পথে ও অলিগলিতে শীঘ্র বেরিয়ে পড়ো এবং কাঙাল, পঙ্গু, অন্ধ ও খোঁড়া—সবাইকে নিয়ে এসো।’ 22 “সেই দাস বলল, ‘প্রভু, আপনার আদেশমতোই কাজ হয়েছে, কিন্তু এখনও অনেক জায়গা খালি আছে।’ 23 “প্রভু তখন তার দাসকে বললেন, ‘বড়ো রাস্তায় ও গ্রামের অলিগলিতে যাও এবং যাদের পাও তাদের জোর করে নিয়ে এসো যেন আমার বাসভবন ভর্তি হয়ে ওঠে। 24 আমি তোমাকে বলছি, যাদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল তাদের কেউই আমার ভোজের স্বাদ পাবে না।’” 25 অনেক লোক যীশুর সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, 26 “কেউ যদি আমার কাছে আসে এবং তার বাবা ও মা, স্ত্রী ও সন্তান, ভাই ও বোন, এমনকি, নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না। 27 যে আমার অনুগামী হতে

চায় অথচ নিজের ক্রুশ বহন করে না, সে আমার শিষ্য
হতে পারে না। 28 "মনে করো, তোমাদের মধ্যে একজন
একটি মিনার তৈরি করতে চাইল। সে কি প্রথমেই খরচের
হিসেব করে দেখে নেবে না, যে তা শেষ করার মতো তার
যথেষ্ট আর্থিক সংগতি আছে, কি না? 29 কারণ ভিত স্থাপন
করে তা শেষ করতে না পারলে, যে দেখবে, সেই তাকে
বিদ্রূপ করে বলবে, 30 'এই লোকটি নির্মাণ করতে শুরু
করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারেনি।' 31 "অথবা, মনে
করো, এক রাজা অন্য এক রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভিযান
চালাতে উদ্যত হলেন। তিনি কি প্রথমেই বসে বিবেচনা
করে দেখবেন না, কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে যে রাজা তার
বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছেন, দশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি
তার প্রতিরোধ করতে পারবেন, কি না? 32 তিনি সক্ষম
না হলে, প্রতিপক্ষ অনেক দূরে থাকতে থাকতেই তিনি
এক প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে সন্ধির শর্ত জেনে নেবেন। 33
একইভাবে, তোমাদের মধ্যে কেউ তার সর্বস্ব পরিত্যাগ না
করলে আমার শিষ্য হতে পারে না। 34 "লবণ তো উত্তম,
কিন্তু লবণ যদি তার লবণত্ব হারায়, তাহলে কেমনভাবে
আবার তা লবণাক্ত করা যাবে? 35 সেগুলি জমি, অথবা
সারঢিবি, কোনো কিছুরই যোগ্য নয় বলে বাইরে ফেলে
দেওয়া হবে। "শোনবার মতো কান যার আছে, সে শুনুক।"

**15** আর কর আদায়কারী ও পাপীরা, তাঁর কথা শোনার
জন্য তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছিল। 2 কিন্তু
ফরিশী ও শাস্ত্রবিদরা ফিসফিস করে বলতে লাগল, "এই
মানুষটি পাপীদের গ্রহণ করে, তাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া
করে।" 3 যীশু তখন তাদের এই রূপকটি বললেন, 4
"মনে করো, তোমাদের কারও একশোটি মেষ আছে। তার
মধ্যে একটি হারিয়ে গেল। সে কি নিরানব্বইটি মেষকে
মাঠে রেখে হারানো মেষটি খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত তার
সন্ধান করবে না? 5 সেটি খুঁজে পেলে সে সানন্দে তাকে
কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। 6 পরে বন্ধুবান্ধব
ও প্রতিবেশীদের ডেকে সে বলবে, 'আমার সঙ্গে আনন্দ
করো; আমি আমার হারানো মেষটি খুঁজে পেয়েছি।' 7 আমি
তোমাদের বলছি, একইভাবে নিরানব্বইজন ধার্মিক ব্যক্তি,
যাদের মন পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, তাদের চেয়ে
একজন পাপী মন পরিবর্তন করলে স্বর্গে অনেক বেশি
আনন্দ হবে। 8 "আবার মনে করো, কোনো স্ত্রীলোকের
দশটি রুপোর মুদ্রা আছে, কিন্তু তার একটি হারিয়ে গেল।
সেটাকে না পাওয়া পর্যন্ত, সে কি প্রদীপ জ্বেলে, ঘর
ঝাঁট দিয়ে, তন্নতন্ন করে খুঁজবে না? 9 মুদ্রাটি খুঁজে
পেলে, সে তার বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের একসঙ্গে
ডেকে বলবে, 'আমার সঙ্গে আনন্দ করো, আমার হারিয়ে
যাওয়া মুদ্রাটি আমি খুঁজে পেয়েছি।' 10 একইভাবে, আমি
তোমাদের বলছি, একজন পাপী মন পরিবর্তন করলে
ঈশ্বরের দূতগণের সাক্ষাতে আনন্দ হয়।" 11 যীশু আরও
বললেন, "এক ব্যক্তির দুই ছেলে ছিল। 12 ছোটো পুত্র
তার বাবাকে বলল, 'বাবা, সম্পত্তির যে অংশ আমার, তা
আমাকে দিয়ে দাও।' তাই তিনি ছেলেদের মধ্যে তাঁর
সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন। 13 "অল্পদিন পরেই, ছোটো
ছেলে তার সবকিছু নিয়ে এক দূরবর্তী দেশের উদ্দেশে
যাত্রা করল। সেখানে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে, তার
নিজস্ব সম্পত্তি অপচয় করল। 14 তার সর্বস্ব শেষ হলে পর,
সেই দেশের সর্বত্র ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল; তাতে সে
অত্যন্ত অভাবের মধ্যে পড়ল। 15 তখন সে গিয়ে সেই
দেশের এক ব্যক্তির কাছে তার অধীনে কাজে নিযুক্ত হল।
সে তাকে শূকর চরানোর কাজে মাঠে পাঠিয়ে দিল। 16 সে
এতটাই ক্ষুধার্ত হয়ে উঠল যে শূকরেরা যে শুঁটি খেত তা
খেয়েই পেট ভরানো তার কাছে ভালো মনে হল, কিন্তু
কেউ তাকে কিছুই খেতে দিত না। 17 "কিন্তু যখন তার
চেতনার উদয় হল, সে মনে মনে বলল, 'আমার বাবার
কত মজুরই তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার পাচ্ছে, আর
আমি এখানে অনাহারে মৃত্যুর মুখে পড়ে আছি! 18 আমি
বাড়ি ফিরে আমার বাবার কাছে যাব; তাঁকে বলব, "বাবা,
আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, 19
তোমার ছেলে বলে পরিচয় দেওয়ার যোগ্যতা আর আমার
নেই; আমাকে তোমার এক মজুরের মতো করে নাও।"' 20
তাই সে উঠে তার বাবার কাছে ফিরে গেল। "সে তখনও
অনেক দূরে, তার বাবা তাকে দেখতে পেলেন। ছেলের
জন্য তাঁর অন্তর করুণায় ভরে উঠল। তিনি দৌড়ে তাঁর
ছেলের কাছে গেলেন, তার গলা জড়িয়ে ধরলেন ও তাকে
চুম্বন করলেন। 21 "সেই ছেলে তাঁকে বলল, 'বাবা, আমি
স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি। তোমার
ছেলে বলে পরিচয় দেওয়ার কোনো যোগ্যতা আমার
নেই।' 22 "কিন্তু তার বাবা তাঁর দাসদের বললেন, 'শীঘ্র,
সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পোশাক এনে ওকে পরিয়ে দাও। ওর
আঙুলে আংটি পরিয়ে দাও, পায়ে চটিজুতো দাও। 23 আর
ভোজের জন্য একটি হৃষ্টপুষ্ট বাছুর এনে মারো। এসো
আমরা ভোজ ও আনন্দ উৎসবের আয়োজন করি। 24
কারণ আমার এই ছেলেটি মারা গিয়েছিল, কিন্তু এখন সে
আবার বেঁচে উঠেছে। সে হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন
তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে।' তাই তারা আনন্দ উৎসবে

মেতে উঠল। 25 "এদিকে বড়ো ছেলেটি মাঠে ছিল। সে
বাড়ির কাছে এসে নাচ-গানের শব্দ শুনতে পেল। 26 তখন
সে একজন দাসকে ডেকে কি হচ্ছে জানতে চাইল? 27 সে
উত্তর দিল, 'আপনার ভাই ফিরে এসেছে এবং আপনার
বাবা তাকে নিরাপদে, সুস্থ শরীরে ফিরে পেয়েছেন বলে
একটি হৃষ্টপুষ্ট বাছুর মেরেছেন।' 28 "বড়ো ছেলে খুব
রেগে গেল ও ভিতরে প্রবেশ করতে রাজি হল না। তাই
তার বাবা বাইরে গিয়ে তাকে অনুনয়-বিনয় করলেন। 29
কিন্তু সে তার বাবাকে উত্তর দিল, 'দেখুন, এত বছর ধরে
আমি আপনার সেবা করছি, কখনও আপনার আদেশের
অবাধ্য হইনি। তবুও আমার বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ উৎসব
করার জন্য আপনি আমাকে কখনও একটি ছাগলছানাও
দেননি। 30 কিন্তু আপনার এই ছেলে, যে বেশ্যাদের পিছনে
আপনার সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছে, সে যখন বাড়ি ফিরে
এলে, আপনি তারই জন্য হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি মারলেন!' 31
"বাবা বললেন, 'ছেলে আমার, তুমি সবসময়ই আমার
সঙ্গে আছ। আর আমার যা কিছু আছে, সবই তো তোমার।
32 কিন্তু তোমার এই ভাই মরে গিয়েছিল, এখন সে আবার
বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিল, এখন খুঁজে পাওয়া
গেছে। তাই আমাদের উচিত আনন্দ উৎসব করা ও খুশি
হওয়া।'"

**16** যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "এক ধনী ব্যক্তি
ছিলেন। তাঁর দেওয়ান তাঁর ধনসম্পত্তি অপচয়
করার অপরাধে অভিযুক্ত হল। 2 তাই তিনি তাকে ডেকে
জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি তোমার সম্পর্কে এ কী কথা
শুনছি? তোমার হিসেব পত্র দাখিল করো, কারণ তুমি
আর কখনোই দেওয়ান থাকতে পারো না।' 3 "সেই
দেওয়ান মনে মনে ভাবল, 'আমি এখন কী করব? আমার
মনিব আমার কাজ কেড়ে নিয়েছেন। মাটি কাটার মতো
শারীরিক সামর্থ্য আমার নেই, ভিক্ষা করতেও আমার
লজ্জা হয়— 4 আমি এখানে কাজ হারালে লোকেরা যেন
আমাকে তাদের বাড়িতে স্বাগত জানায়, এজন্য আমি
জানি আমাকে কী করতে হবে।' 5 "তখন যারা যারা তার
মনিবের ঋণী তাদের প্রত্যেককে সে ডেকে পাঠাল। সে
প্রথমজনকে বলল, 'আমার মনিবের কাছে তোমার ঋণ
কত?' 6 "সে উত্তর দিল, 'তিন হাজার লিটার জলপাই
তেল।' "দেওয়ান তাকে বলল, 'তোমার ঋণপত্র নাও,
তাড়াতাড়ি বসো আর এখানে এক হাজার পাঁচশো লিটার
লেখো।' 7 "তারপর সে দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞাসা করল,
'আর তোমার ঋণ কত?' "'এক হাজার বস্তা গম,' সে উত্তর
দিল। "সে তাকে বলল, 'তোমার ঋণপত্র নাও আর আটশো
বস্তা লেখো।' 8 "সেই অসাধু দেওয়ান বিচক্ষণতার সঙ্গে
কাজ করেছিল বলে তাঁর মনিব তার প্রশংসা করলেন।
কারণ, এই যুগের জাগতিক মনোভাব সম্পন্ন লোকেরা
তাদের সমকালীন আলোকপ্রাপ্ত লোকেদের থেকে বেশি
বিচক্ষণ। (aiōn g165) 9 আমি তোমাদের বলছি, নিজেদের
জন্য বন্ধুত্ব গড়ে তোলার উদ্দেশে জাগতিক সম্পদ ব্যবহার
করো, যেন সব ধন নিঃশেষ হয়ে গেলে তোমাদের অনন্ত
আবাসে স্বাগত জানানো হয়। (aiōnios g166) 10 "অল্প
বিষয়ে যার উপরে নির্ভর করা যায়, বহু বিষয়েও তার
উপর নির্ভর করা যায়। আবার অতি অল্প বিষয়ে যে অসৎ,
বহু বিষয়েও সে অসৎ। 11 তাই, জাগতিক ধনসম্পদ
ব্যবহারের ক্ষেত্রে তোমরা যদি বিশ্বাসযোগ্য না হও, তাহলে
কে বিশ্বাস করে তোমাদের হাতে প্রকৃত সম্পদ গচ্ছিত
রাখবে? 12 আর অন্যের সম্পত্তি সম্পর্কে যদি তোমরা
বিশ্বস্ত না হও, তবে তোমাদের নিজেদের সম্পত্তির দায়িত্ব
তোমাদের হাতে কে ছেড়ে দেবে? 13 "কেউই দুজন
মনিবের সেবা করতে পারে না। সে হয় একজনকে ঘৃণা
করে অপরজনকে ভালোবাসবে, নয়তো সে একজনের
অনুগত হয়ে অপরজনকে অবজ্ঞা করবে। তোমরা ঈশ্বর
ও অর্থ, এই দুয়ের সেবা করতে পারো না।" 14 এই
সমস্ত কথা শুনে অর্থলোভী ফরিশীরা যীশুকে ব্যঙ্গ করতে
লাগল। 15 তিনি তাদের বললেন, "তোমরাই সেই লোক,
যারা মানুষের চোখে নিজেদের ন্যায়পরায়ণ বলে প্রতিপন্ন
করতে চাও, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের হৃদয় জানেন। মানুষের
কাছে যার মূল্য অপরিসীম, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তা ঘৃণ্য।
16 "যোহনের আমল পর্যন্ত বিধিবিধান ও ভাববাদীদের
বাণী ঘোষিত হয়েছিল। সেই সময় থেকে ঈশ্বরের রাজ্যের
সুসমাচার প্রচারিত হয়ে আসছে এবং প্রত্যেকেই সেখানে
সবলে প্রবেশ করছে। 17 কিন্তু বিধানের একটি আঁচড়ও
লোপ হওয়ার চেয়ে বরং আকাশ ও পৃথিবী বিলুপ্ত হওয়া
সহজ। 18 "যে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য নারীকে
বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে এবং যে পুরুষ কোনও
বিবাহবিচ্ছিন্ন নারীকে বিবাহ করে, সেও ব্যভিচার করে।
19 "এক ধনী ব্যক্তি ছিল। সে বেগুনি রংয়ের মিহি মসিনার
পোশাক পরত। প্রতিদিন সে বিলাসবহুল জীবনযাপন
করত। 20 তার বাড়ির প্রবেশপথে এক ভিখারি সর্বাঙ্গে
ক্ষত নিয়ে শুয়ে থাকত। তার নাম ছিল লাসার। 21 ধনী
ব্যক্তির টেবিল থেকে যা কিছু উচ্ছিষ্ট পড়ত, তাই সে
খেতে চাইত। এমনকি, কুকুরেরা এসেও তার ঘা চাটতো।
22 "কালক্রমে ভিখারিটির মৃত্যু হল। স্বর্গদূতেরা তাকে

নিয়ে এল অব্রাহামের পাশে। পরে ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হলে, তাকেও সমাধি দেওয়া হল। 23 সে পাতালে নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল। সেখান থেকে সে দৃষ্টি ঊর্ধ্বে তুলে দূরে অব্রাহামের পাশে লাসারকে দেখতে পেল। (Hadēs g86) 24 তাই সে তাঁকে ডাকল, 'পিতা অব্রাহাম, আমার প্রতি কৃপা করুন; লাসারকে পাঠিয়ে দিন, সে যেন আঙুলের ডগায় জল নিয়ে আমার জিভ ঠান্ডা করে দেয়। কারণ এই আগুনে আমি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছি।' 25 "কিন্তু অব্রাহাম উত্তর দিলেন, 'বৎস, স্মরণ করে দেখো, তোমার জীবনকালে তুমি সব উৎকৃষ্ট জিনিস পেয়েছ, লাসার পেয়েছে সব মন্দ জিনিস। কিন্তু এখন সে এখানে লাভ করছে সান্ত্বনা, আর তুমি পাচ্ছ যন্ত্রণা। 26 আর তা ছাড়া, তোমার ও আমাদের মধ্যে রয়েছে বিরাট এক ব্যবধান যাতে কেউ এখান থেকে তোমাদের কাছে যেতে চাইলেও যেতে পারে না বা কেউ ওখান থেকে পার হয়ে আমাদের কাছেও আসতে পারে না।' 27 "সে উত্তর দিল, 'তাহলে পিতা, আপনার কাছে অনুনয় করছি, লাসারকে আমার পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিন, 28 কারণ আমার পাঁচ ভাই আছে। সে গিয়ে তাদের সতর্ক করে দিক, যেন তারাও এই যন্ত্রণাময় স্থানে না এসে পড়ে।' 29 "অব্রাহাম উত্তর দিলেন, 'তাদের জন্য আছেন মোশি ও ভাববাদীরা। তাদেরই কথায় তারা কর্ণপাত করুক।' 30 "সে বলল, 'না, পিতা অব্রাহাম, মৃতলোক থেকে কেউ যদি তাদের কাছে যায়, তাহলেই তারা মন পরিবর্তন করবে।' 31 "তিনি তাকে বললেন, 'তারা যদি মোশি ও ভাববাদীদের কথায় কর্ণপাত না করে, তাহলে মৃত্যুলোক থেকে উঠে কেউ গেলেও তারা তাকে বিশ্বাস করবে না।'"

**17** যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "পাপের প্রলোভন নিশ্চিতভাবে আসবে, কিন্তু ধিক্ তাকে, যার মাধ্যমে সেসব আসবে। 2 যে এই ক্ষুদ্রজনেদের একজনকেও পাপে প্রলোভিত করে, তার গলায় জাঁতা বেঁধে তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করাই বরং তার পক্ষে ভালো। 3 তাই নিজেদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো। "তোমার ভাই পাপ করলে তাকে তিরস্কার কোরো এবং সে অনুতপ্ত হলে, তাকে ক্ষমা কোরো। 4 সে যদি দিনে সাতবার তোমার বিরুদ্ধে পাপ করে এবং সাতবারই ফিরে এসে বলে, 'আমি অনুতপ্ত,' তাহলেও তাকে ক্ষমা কোরো।" 5 প্রেরিতশিষ্যেরা প্রভুকে বললেন, "আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করুন।" 6 তিনি বললেন, "যদি তোমাদের সর্ষে বীজের মতো অতি সামান্য বিশ্বাস থাকে, তাহলে এই তুঁত গাছটিকে তোমরা বলতে পারো, 'যাও, সমূলে উপড়ে দিয়ে সমুদ্রে রোপিত হও,' তাহলে সেরকমই হবে। 7 "মনে করো, তোমাদের কোনো একজনের এক দাস আছে। সে চাষবাস বা মেষপালের তত্ত্বাবধান করে। সে মাঠ থেকে ফিরে এলে তার মনিব কি তাকে বলবে, 'এখন এসে খেতে বসো'? 8 বরং, সে কি তাকে বলবেন না, 'আমার খাবারের আয়োজন করো; আমি যতক্ষণ খাওয়াদাওয়া করব, আমার সেবাযত্ন করার জন্য প্রস্তুত থাকো, তারপর তুমি খাওয়াদাওয়া করতে পারো'? 9 তার কথামতো কাজ করার জন্য তিনি কি সেই দাসকে ধন্যবাদ দেবেন? 10 সেরকমই, তোমাদের যা করতে বলা হয়েছিল, তার সবকিছু পালন করার পর তোমরাও বোলো, 'আমরা অযোগ্য দাস, যা করতে বাধ্য ছিলাম শুধুমাত্র তাই করেছি।'" 11 জেরুশালেমের দিকে যাওয়ার সময় যীশু শমরিয়া ও গালীল প্রদেশের মধ্যবর্তী সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিলেন। 12 তিনি যখন একটি গ্রামে প্রবেশ করছেন, দশজন কুষ্ঠরোগী তাঁর কাছে এল। তারা দূরে দাঁড়িয়ে রইল 13 এবং উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, "যীশু, প্রভু, আমাদের প্রতি দয়া করুন!" 14 তাদের দেখে তিনি বললেন, "যাও, যাজকদের কাছে গিয়ে নিজেদের দেখাও।" আর যেতে যেতেই তারা শুচিশুদ্ধ হয়ে গেল। 15 তাদের মধ্যে একজন যখন দেখল, সে সুস্থ হয়ে গেছে, সে ফিরে এসে উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল। 16 সে যীশুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাল। সে ছিল একজন শমরীয়। 17 যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, "দশজনই কি শুচিশুদ্ধ হয়নি? অন্য নয়জন কোথায়? 18 ফিরে এসে ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য এই বিদেশি ছাড়া আর কাউকে কি পাওয়া গেল না?" 19 তারপর তিনি তাকে বললেন, "ওঠো, চলে যাও। তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে।" 20 এক সময় ফরিশীরা ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনকাল সম্বন্ধে জানতে চাইল। যীশু উত্তর দিলেন, "সতর্ক দৃষ্টি রাখলেই যে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন দেখতে পাওয়া যাবে, তেমন নয়। 21 লোকেরা বলবেও না, 'ঈশ্বরের রাজ্য এখানে' বা 'ওখানে,' কারণ ঈশ্বরের রাজ্য বিরাজ করছে তোমাদের মধ্যেই।" 22 তারপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "এমন এক সময় আসছে, যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রের রাজত্বের একটি দিন দেখার আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাবে না। 23 লোকেরা তোমাদের বলবে, 'ওই যে, তিনি ওখানে' অথবা 'এখানে!' তোমরা তাদের পিছনে ছুটে বেড়িয়ো না। 24 কারণ বিদ্যুৎ রেখা যেমন আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে উদ্ভাসিত হয়ে আকাশকে আলোকিত করে, তেমনই মনুষ্যপুত্রও

তাঁর দিনে হবেন। 25 কিন্তু প্রথমে তাঁকে অবশ্যই বহু
যন্ত্রণাভোগ করতে হবে এবং এই প্রজন্মের মানুষের দ্বারা
প্রত্যাখ্যাত হতে হবে। 26 "নোহের সময় যেমন ঘটেছিল,
মনুষ্যপুত্রের সময়েও সেরকম হবে। 27 নোহ জাহাজে
প্রবেশ করা পর্যন্ত লোকেরা খাওয়াদাওয়া করত, বিবাহ
করত ও তাদের বিবাহ দেওয়া হত। তারপর মহাপ্লাবন
এসে তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিল। 28 "লোটের
সময়েও একই ঘটনা ঘটেছিল। লোকেরা খাওয়াদাওয়া
করছিল, কেনাবেচা, কৃষিকাজ ও গৃহ নির্মাণে ব্যস্ত ছিল।
29 কিন্তু লোট যেদিন সদোম ত্যাগ করলেন, সেদিন আকাশ
থেকে আগুন ও গন্ধকের বৃষ্টি নেমে তাদের সবাইকে
ধ্বংস করে দিল। 30 "মনুষ্যপুত্র যেদিন প্রকাশিত হবেন,
সেদিনও ঠিক এরকমই হবে। 31 সেদিন ছাদের উপরে যে
থাকবে, সে যেন ঘরের ভিতরে জিনিসপত্র নেওয়ার জন্য
নিচে নেমে না আসে। সেরকমই, মাঠে যে থাকবে, সে
যেন কোনোকিছু নেওয়ার জন্য ফিরে না যায়। 32 লোটের
স্ত্রীর কথা মনে করো! 33 যে নিজের জীবন রক্ষা করতে
চায়, সে তা হারাবে; আবার যে তার জীবন হারায়, সে তা
রক্ষা করবে। 34 আমি তোমাদের বলছি, সেই রাত্রে একই
বিছানায় দুজন শুয়ে থাকবে; তাদের একজনকে নিয়ে
যাওয়া হবে, অন্যজনকে ছেড়ে যাওয়া হবে। 35 দুজন
মহিলা একসঙ্গে জাঁতা পেষণ করবে; একজনকে নিয়ে
যাওয়া হবে, অন্যজনকে ছেড়ে যাওয়া হবে। 36 দুজন
মাঠে থাকবে; একজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, অন্যজনকে
ছেড়ে যাওয়া হবে।" 37 তারা জিজ্ঞাসা করল, "কোথায়
প্রভু?" তিনি বললেন, "যেখানে মৃতদেহ, শকুনের ঝাঁক
সেখানেই জড়ো হবে।"

**18** তারপর যীশু এক রূপক কাহিনির মাধ্যমে তাঁর
শিষ্যদের বোঝাতে চাইলেন, তাঁরা যেন সব সবময়ই
প্রার্থনা করে, নিরাশ না হয়। 2 তিনি বললেন, "কোনো
এক নগরে একজন বিচারক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরকে ভয়
করতেন না, কোনো মানুষকেও গ্রাহ্য করতেন না। 3
সেই নগরে একজন বিধবা ছিল। সে বারবার এসে তাঁর
কাছে মিনতি করত, 'আমার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আমার
প্রতি ন্যায়বিচার করুন।' 4 "কিছুদিন তিনি সম্মত হলেন
না। কিন্তু শেষে চিন্তা করলেন, 'যদিও আমি ঈশ্বরকে ভয়
করি না, 5 তবুও, এই বিধবা যেহেতু আমাকে বারবার
জ্বালাতন করে চলেছে, তাই সে যেন ন্যায়বিচার পায়, তা
আমি দেখব যেন সে বারবার এসে আমাকে আর বিরক্ত না
করে।'" 6 প্রভু বললেন, "শোনো তোমরা, ওই ন্যায়হীন
বিচারক কী বলে। 7 তাহলে ঈশ্বরের যে মনোনীত জনেরা
তাঁর কাছে দিবারাত্রি কান্নাকাটি করে, তাদের বিষয়ে
তিনি কি ন্যায়বিচার করবেন না? তিনি কি তাদের দূরে
সরিয়ে রাখবেন? 8 আমি তোমাদের বলছি, তিনি দ্রুত
তাদের ন্যায়বিচারের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু মনুষ্যপুত্র
যখন আসবেন, তিনি কি পৃথিবীতে বিশ্বাস খুঁজে পাবেন?"
9 নিজেদের ধার্মিকতার প্রতি যাদের আস্থা ছিল ও অন্যদের
যারা হীনদৃষ্টিতে দেখত, যীশু এই রূপক কাহিনিটি তাদের
বললেন: 10 "দুই ব্যক্তি প্রার্থনার জন্য মন্দিরে গেল;
একজন ফরিশী ও অন্যজন কর আদায়কারী। 11 ফরিশী
দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে প্রার্থনা করল, 'হে ঈশ্বর, আমি
তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমি কোনো দস্যু, দুর্বৃত্ত,
ব্যভিচারী, এমনকি, ওই কর আদায়কারী, বা অন্য লোকের
মতো নই। 12 আমি সপ্তাহে দু-দিন উপোস করি এবং যা
আয় করি, তার এক-দশমাংশ দান করি।' 13 "কিন্তু কর
আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে রইল। এমনকি, সে স্বর্গের দিকে
তাকাতে পর্যন্ত পারল না। সে তার বুক চাপড়ে বলতে
লাগল, 'হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি কৃপা
করো।' 14 "আমি তোমাদের বলছি, এই ব্যক্তি ঈশ্বরের
কাছে ধার্মিক গণ্য হয়ে ঘরে ফিরে গেল, কিন্তু অন্যজন
নয়। কারণ যে কেউ নিজেকে উন্নত করে, তাকে নত
করা হবে, আর যে কেউ নিজেকে নত করে তাকে উন্নত
করা হবে।" 15 যীশুকে স্পর্শ করার জন্য লোকেরা শিশু
সন্তানদের তাঁর কাছে নিয়ে আসছিল। এই দেখে শিষ্যেরা
তাদের তিরস্কার করলেন। 16 কিন্তু যীশু শিষ্যদের তাঁর
কাছে ডাকলেন ও বললেন, "ছোটো শিশুদের আমার কাছে
আসতে দাও, ওদের বাধা দিয়ো না। কারণ ঈশ্বরের রাজ্য
এদের মতো মানুষদেরই। 17 আমি তোমাদের সত্যিই
বলছি, ছোটো শিশুর মতো যে ঈশ্বরের রাজ্যকে গ্রহণ
করতে পারে না, সে কখনও তাতে প্রবেশ করতে পারবে
না।" 18 একজন সমাজভবনের অধ্যক্ষ তাঁকে প্রশ্ন করল,
"সৎ গুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হওয়ার জন্য আমাকে
কী করতে হবে?" (aiōnios g166) 19 যীশু উত্তর দিলেন,
"আমাকে সৎ বলছ কেন? ঈশ্বর ছাড়া তো আর কেউ সৎ
নেই! 20 ঈশ্বরের আজ্ঞা তুমি নিশ্চয় জানো: 'ব্যভিচার
কোরো না, নরহত্যা কোরো না, চুরি কোরো না, মিথ্যা
সাক্ষ্য দিয়ো না, তোমার বাবাকে ও তোমার মাকে সম্মান
কোরো।'" 21 তিনি বললেন, "আমি ছোটোবেলা থেকে
এসব পালন করে আসছি।" 22 একথা শুনে যীশু তাকে
বললেন, "এখনও একটি বিষয়ে তোমার ঘাটতি আছে।
তুমি তোমার সর্বস্ব বিক্রি করে দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে

দাও, তাহলে স্বর্গে ঐশ্বর্য লাভ করবে। তারপর এসো, আমাকে অনুসরণ করো।" 23 একথা শুনে সে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠল, কারণ সে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী ছিল। 24 যীশু তার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, "ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কেমন কষ্টসাধ্য! 25 প্রকৃতপক্ষে, ধনী মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে বরং সুচের ছিদ্রপথ দিয়ে উটের পার হওয়া সহজ।" 26 একথা শুনে শ্রোতারা জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে কে পরিত্রাণ পেতে পারে?" 27 যীশু উত্তর দিলেন, "মানুষের পক্ষে যা অসম্ভব, ঈশ্বরের কাছে তা সম্ভবপর।" 28 পিতর তাঁকে বললেন, "আপনাকে অনুসরণ করার জন্য আমরা আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করেছি।" 29 যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এমন কেউ নেই, যে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য নিজের ঘরবাড়ি, অথবা স্ত্রী, ভাই, বাবা-মা, বা সন্তানসন্ততি ত্যাগ করেছে, 30 সে এই জীবনে তার বহুগুণ এবং আগামী যুগে অনন্ত জীবন লাভ করবে না।" (aiōn g165, aiōnios g166) 31 যীশু সেই বারোজনকে একান্তে ডেকে বললেন, "আমরা জেরুশালেম পর্যন্ত যাচ্ছি; আর মনুষ্যপুত্র সম্পর্কে ভাববাদীদের সমস্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী বাস্তবায়িত হবে। 32 তাঁকে অইহুদিদের হাতে সমর্পণ করা হবে। তারা তাঁকে বিদ্রুপ করবে, অপমান করবে, তাঁর গায়ে থুতু দেবে, তাঁকে চাবুক দিয়ে মারবে ও হত্যা করবে। 33 কিন্তু তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হবেন।" 34 শিষ্যেরা এসব কথার কিছুই উপলব্ধি করতে পারলেন না। তাদের কাছে এর অর্থ গুপ্ত ছিল এবং তিনি কোন বিষয়ে আলোচনা করছেন, তা তারা বুঝতে পারলেন না। 35 যীশু যখন যিরীহোর নিকটবর্তী হলেন, একজন দৃষ্টিহীন ব্যক্তি পথের পাশে বসে ভিক্ষা করছিল। 36 পথে চলা লোকদের কলরোল শুনে সে তার কারণ জানতে চাইল। 37 তারা তাকে বলল, "নাসরতের যীশু সেখান দিয়ে যাচ্ছেন।" 38 সে চিৎকার করে উঠল, "যীশু, দাউদ-সন্তান, আমার প্রতি দয়া করুন।" 39 সামনের লোকেরা তাকে ধমক দিল ও চুপ করতে বলল, কিন্তু সে আরও বেশি চিৎকার করে বলতে লাগল, "হে দাউদের সন্তান, আমার প্রতি কৃপা করুন।" 40 যীশু থেমে সেই মানুষটিকে তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন। সে কাছে এলে যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 41 "আমার কাছে তুমি কী চাও? তোমার জন্য আমি কী করব?" সে উত্তর দিল, "প্রভু, আমি যেন দেখতে পাই।" 42 যীশু তাকে বললেন, "তুমি দৃষ্টি লাভ করো; তোমার বিশ্বাসই তোমাকে সুস্থ করেছে।" 43 তখনই সে তার দৃষ্টিশক্তি লাভ করল ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে যীশুকে অনুসরণ করল। এই দেখে সমস্ত লোকও ঈশ্বরের বন্দনা করতে লাগল।

**19** যীশু যিরীহোয় প্রবেশ করে তার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। 2 সেখানে সক্কেয় নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে ছিল প্রধান কর আদায়কারী ও একজন ধনী ব্যক্তি। 3 কে যীশু, সে তা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু সে খাটো প্রকৃতির হওয়ার দরুন ও ভিড়ের জন্য, তাঁকে দেখতে পেল না। 4 তাই তাঁকে দেখার জন্য সে দৌড়ে গিয়ে সামনের একটি সিকামোর-ডুমুর গাছে উঠল। কারণ যীশু সেই পথ ধরেই আসছিলেন। 5 যীশু সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে উপর দিকে তাকালেন ও তাকে বললেন, "সক্কেয়, এখনই নেমে এসো, আজ আমাকে অবশ্যই তোমার ঘরে থাকতে হবে।" 6 তাই সে তখনই নেমে এসে সানন্দে তাঁকে স্বাগত জানাল। 7 এই দেখে লোকেরা গুঞ্জন করতে লাগল, "ইনি একজন 'পাপীর' ঘরে অতিথি হতে যাচ্ছেন।" 8 কিন্তু সক্কেয় দাঁড়িয়ে প্রভুকে বলল, "প্রভু দেখুন, আমি এখনই আমার সম্পত্তির অর্ধেক দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছি। আর কাউকে প্রতারণা করে যদি কিছু নিয়েছি, তাহলে তার চারগুণ অর্থ আমি তাকে ফিরিয়ে দেব।" 9 যীশু তাকে বললেন, "আজই এই পরিবারে পরিত্রাণ উপস্থিত হল, কারণ এই ব্যক্তিও অব্রাহামের সন্তান। 10 বস্তুত, যা হারিয়ে গিয়েছিল, তার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করতে মনুষ্যপুত্র উপস্থিত হয়েছেন।" 11 তারা যখন একথা শুনছিল, তিনি তাদের একটি রূপক কাহিনি বললেন, কারণ তিনি জেরুশালেমের নিকটে এসে পড়েছিলেন এবং লোকেরা মনে করছিল, ঈশ্বরের রাজ্যের আবির্ভাব তখনই হবে। 12 তিনি বললেন, "সম্ভ্রান্ত বংশের এক ব্যক্তি এই উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো এক সুদূর দেশে গেলেন যে রাজপদ লাভের পর স্বদেশে ফিরে আসবেন। 13 তাই তিনি তাঁর দশজন দাসকে ডেকে তাদের দশটি মিনা দিয়ে বললেন, 'আমি যতদিন ফিরে না-আসি, এই অর্থ ব্যবসায়ে নিয়োগ করো।' 14 "কিন্তু তার প্রজারা তাকে ঘৃণা করত। তারা তাই তার পিছনে এক প্রতিনিধি মারফত বলে পাঠাল, 'আমরা চাই না, এই লোকটি আমাদের উপর রাজত্ব করুক।' 15 "যাই হোক, তিনি রাজপদ লাভ করে স্বদেশে ফিরে এলেন। তারপর তিনি যে দাসদের অর্থ দিয়ে গিয়েছিলেন, তারা কী লাভ করেছে, জানবার জন্য তাদের ডেকে পাঠালেন। 16 "প্রথমজন এসে বলল, 'হুজুর, আপনার মুদ্রা দিয়ে আমি আরও দশটি মুদ্রা অর্জন করেছি।' 17 "তার মনিব উত্তর দিলেন, 'উত্তম দাস আমার, তুমি ভালোই করেছ।

যেহেতু অত্যন্ত সামান্য বিষয়ে তুমি বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছ, সেজন্য তুমি দশটি নগরের দায়িত্ব গ্রহণ করো।' 18 "দ্বিতীয়জন এসে বলল, 'হুজুর, আপনার মুদ্রা দিয়ে আমি আরও পাঁচটি মুদ্রা অর্জন করেছি।' 19 "তার মনিব উত্তর দিলেন, 'তুমি পাঁচটি নগরের দায়িত্ব গ্রহণ করো।' 20 "তখন অন্য একজন দাস এসে বলল, 'হুজুর, এই নিন আপনার মুদ্রা, আমি এটাকে কাপড়ে জড়িয়ে রেখে দিয়েছিলাম। 21 আমি আপনাকে ভয় করেছিলাম, কারণ আপনি কঠোর প্রকৃতির মানুষ। আপনি যা রাখেননি, তাই নিয়ে নেন, যা বোনেননি, তাও কাটেন।' 22 "তার মনিব উত্তর দিলেন, 'দুষ্ট দাস, তোমার নিজের কথা দিয়েই আমি তোমার বিচার করব! তুমি না জানতে, আমি কঠোর প্রকৃতির মানুষ, যা আমি রাখিনি, তা নিয়ে থাকি, আর যা বুনিনি, তা কেটে থাকি? 23 আমার অর্থ তুমি কেন মহাজনের কাছে রাখোনি, তাহলে ফিরে এসে আমি তা সুদসমেত আদায় করতে পারতাম?' 24 "তারপর তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সকলের উদ্দেশে বললেন, 'ওর কাছ থেকে মুদ্রাটি নিয়ে নাও, আর যার দশটি মুদ্রা আছে, তাকে দাও।' 25 "তারা বলল, 'মহাশয়, ওর তো দশটি মুদ্রা আছেই!' 26 "তিনি উত্তর দিলেন, 'আমি তোমাদের বলছি, যার আছে, তাকে আরও বেশি দেওয়া হবে; কিন্তু যার কিছু নেই, তার যেটুকু আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। 27 আর যারা চায়নি যে, আমি তাদের উপরে রাজত্ব করি, আমার সেইসব শত্রুকে এখানে নিয়ে এসে আমার সামনে বধ করো।'" 28 এসব কথা বলার পর যীশু সামনে, জেরুশালেমের দিকে এগিয়ে চললেন। 29 জলপাই পর্বত নামের পাহাড়ে, বেথফাগে ও বেথানি গ্রামের কাছে এসে তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে এই কথা বলে পাঠালেন, 30 "তোমরা সামনের ওই গ্রামে যাও। সেখানে প্রবেশ করা মাত্র দেখতে পাবে যে একটি গর্দভশাবক বাঁধা আছে, যার উপরে কেউ কখনও বসেনি। সেটির বাঁধন খুলে এখানে নিয়ে এসো। 31 কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'এর বাঁধন খুলছ কেন?' তাহলে তাকে বোলো, 'এতে প্রভুর প্রয়োজন আছে।'" 32 যাদের আগে পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা গিয়ে যীশু যেমন বলেছিলেন, ঠিক তেমনই দেখতে পেলেন। 33 তাঁরা যখন গর্দভ শাবকটির বাঁধন খুলছিলেন, শাবকটির মালিকেরা তাঁদের জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কেন এর বাঁধন খুলছ?" 34 তাঁরা উত্তর দিলেন, "এতে প্রভুর প্রয়োজন আছে।" 35 তাঁরা শাবকটিকে যীশুর কাছে নিয়ে এসে তার উপর তাঁদের পোশাক বিছিয়ে দিলেন, আর তার উপর যীশুকে বসালেন। 36 তাঁর যাওয়ার পথের উপর জনসাধারণ তাদের পোশাক বিছিয়ে দিতে লাগল। 37 পথ যেখানে জলপাই পর্বতের দিকে নেমে গেছে, যীশু সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর সমস্ত শিষ্যদল, যীশুর মাধ্যমে যেসব অলৌকিক কাজ দেখেছিলেন, সেগুলিকে উল্লেখ করে উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করে বলতে লাগলেন: 38 "ধন্য সেই রাজাধিরাজ, যিনি আসছেন প্রভুরই নামে।" "স্বর্গলোকে শান্তি, আর ঊর্ধ্বতমলোকে মহিমা হোক!" 39 লোকদের মধ্য থেকে কয়েকজন ফরিশী যীশুকে বলল, "গুরুমহাশয়, আপনার শিষ্যদের ধমক দিন!" 40 তিনি উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের বলছি, ওরা যদি চুপ করে থাকে, তাহলে এই পাথরগুলি চিৎকার করে উঠবে।" 41 জেরুশালেমের কাছাকাছি এসে নগরটিকে দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন, আর বললেন, 42 "তুমি, শুধুমাত্র তুমি যদি জানতে, আজকের দিনে শান্তির জন্য তোমার কী প্রয়োজন! কিন্তু এখন তা তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়ে রইল। 43 তোমার উপরে এমন একদিন ঘনিয়ে আসবে, যেদিন তোমার শত্রুরা তোমার বিরুদ্ধে অবরোধের প্রাচীর তুলবে, তোমাকে বেষ্টন করে সবদিক থেকে তোমাকে ঘিরে ধরবে। 44 তারা তোমাকে ও তোমার চার দেওয়ালের মধ্যবর্তী সন্তানদের ভূমিসাৎ করবে। তারা একটি পাথরের উপর অন্য পাথর রাখবে না। কারণ তোমার কাছে ঈশ্বরের আগমনকালকে তুমি চিনতে পারোনি।" 45 তারপর তিনি মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে যারা বিক্রি করছিল তাদের তিনি তাড়িয়ে দিতে লাগলেন। 46 তিনি তাদের বললেন, "এরকম লেখা আছে, 'আমার গৃহ হবে প্রার্থনার গৃহ,' কিন্তু তোমরা একে দস্যুদের গহ্বরে পরিণত করেছ।" 47 প্রতিদিন তিনি মন্দিরে শিক্ষা দিতেন। কিন্তু প্রধান যাজকেরা, শাস্ত্রবিদরা ও জননেতারা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। 48 তবুও তা কাজে পরিণত করার পথ তারা খুঁজে পাচ্ছিল না, কারণ জনসাধারণ মুগ্ধ হয়ে তাঁর বাক্য শুনত।

**20** একদিন যীশু মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং সুসমাচার প্রচার করছিলেন। সেই সময় প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রবিদরা, প্রাচীনদের সঙ্গে একযোগে তাঁর কাছে এল। 2 তারা বলল, "আমাদের বলো, কোন অধিকারে তুমি এসব কাজ করছ? কে তোমাকে এই অধিকার দিয়েছে?" 3 তিনি উত্তর দিলেন, "আমিও তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। তোমরা আমাকে বলো, 4 যোহনের বাপ্তিস্ম কোথা থেকে হয়েছিল? স্বর্গ থেকে, না মানুষের কাছ থেকে?" 5 তারা নিজেদের মধ্যে এ বিষয়ে

আলোচনা করে বলল, "যদি আমরা বলি, 'স্বর্গ থেকে,' ও
জিজ্ঞাসা করবে, 'তাহলে তোমরা তাকে বিশ্বাস করোনি
কেন?' 6 কিন্তু যদি আমরা বলি, 'মানুষের কাছ থেকে,'
তাহলে লোকেরা আমাদের পাথর ছুঁড়ে মারবে, কারণ
তারা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে যে, যোহন ছিলেন একজন
ভাববাদী।" 7 তাই তারা উত্তর দিল, "কোথা থেকে, আমরা
তা জানি না।" 8 যীশু বললেন, "আমিও কোন অধিকারে
এসব কাজ করছি, তোমাদের বলব না।" 9 তিনি সকলকে
এই রূপক আখ্যানটি বলতে লাগলেন: "এক ব্যক্তি একটি
দ্রাক্ষাক্ষেত তৈরি করে কয়েকজন ভাগচাষিকে ভাড়া দিয়ে
অনেক দিনের জন্য অন্যত্র চলে গেলেন। 10 ফল সংগ্রহের
সময় তিনি এক দাসকে ভাগচাষিদের কাছে পাঠালেন,
যেন তারা তাকে দ্রাক্ষাক্ষেতের ফলের কিছু অংশ দেয়।
কিন্তু ভাগচাষিরা তাকে মারধর করে খালি হাতে তাড়িয়ে
দিল। 11 তিনি আর একজন দাসকে পাঠালেন, কিন্তু
তাকেও তারা মারধর করল এবং অপমানজনক ব্যবহার
করে তাকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিল। 12 এবার তিনি তৃতীয়
জনকে পাঠালেন। তারা তাকে ক্ষতবিক্ষত করল এবং
ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। 13 "তখন দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক
বললেন, 'আমি কী করি? আমি আমার প্রিয় পুত্রকে পাঠাব,
তারা হয়তো তাঁকে সম্মান করবে।' 14 "কিন্তু ভাগচাষিরা
তাঁকে দেখে বিষয়টি নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা
করল। তারা বলল, 'এই হচ্ছে উত্তরাধিকারী। এসো আমরা
একে হত্যা করি, তাহলে মালিকানা আমাদের হবে।' 15
তাই তারা তাঁকে দ্রাক্ষাক্ষেতের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
হত্যা করল। "দ্রাক্ষাক্ষেতের মালিক তখন তাদের প্রতি
কী করবেন? 16 তিনি এসে ওইসব ভাগচাষিদের হত্যা
করবেন এবং দ্রাক্ষাক্ষেতটি অন্যদের দেবেন।" লোকেরা
এই কাহিনি শুনে বলল, "এরকম যেন কখনও না হয়।"
17 যীশু তাদের দিকে সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,
"তাহলে, এই লিখিত বাক্যের অর্থ কী? "'গাঁথকেরা যে
পাথর অগ্রাহ্য করেছিল, তাই হয়ে উঠল কোণের প্রধান
পাথর!' 18 সেই পাথরের উপরে যে পড়বে, সে খানখান
হবে, কিন্তু যার উপরে এই পাথর পড়বে, সে চূর্ণবিচূর্ণ
হবে।" 19 শাস্ত্রবিদরা ও প্রধান যাজকবর্গ আর দেরি না
করে তাঁকে গ্রেপ্তার করার পথ খুঁজতে লাগল। কারণ
তারা জানত, এই রূপক কাহিনিটি তিনি তাদের বিরুদ্ধেই
বলেছেন, কিন্তু তারা জনসাধারণকে ভয় পেত। 20 যীশুর
উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখে তারা কয়েকজন গুপ্তচর পাঠাল
যারা যীশুর সঙ্গে সততার ভান করল। তারা আশা করছিল,
যীশুর কথায় খুঁত ধরে তাঁকে দেশাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও
বিচারাধীনে আনতে পারবে। 21 তাই গুপ্তচরেরা তাঁকে
প্রশ্ন করল, "গুরুমহাশয়, আমরা জানি, আপনি ন্যায়সংগত
কথা বলেন ও শিক্ষা দেন, আপনি পক্ষপাতিত্ব করেন
না, কিন্তু ঈশ্বরের পথ সম্বন্ধে যথার্থ শিক্ষা দেন। 22
আপনার অভিমত কী, কৈসরকে কর দেওয়া কি উচিত?"
23 তিনি তাদের দুমুখো আচরণ বুঝতে পেরে বললেন, 24
"আমাকে একটি দিনার দেখাও। এর উপরে কার মূর্তি
আর কার নাম আছে?" তারা উত্তর দিল, "কৈসরের।"
25 তিনি তাদের বললেন, "তাহলে, যা কৈসরের প্রাপ্য,
তা কৈসরকে দাও, আর ঈশ্বরের যা প্রাপ্য, তা ঈশ্বরকে
দাও।" 26 তিনি সেখানে যে কথা প্রকাশ্যে বললেন, সেই
কথায় তারা তাঁকে ফাঁদে ফেলতে পারল না। তাঁর উত্তরে
তারা চমৎকৃত হয়ে নির্বাক হয়ে গেল। 27 যে সদ্দূকীরা
বলে, পুনরুত্থান বলে কিছু নেই, তাদের কয়েকজন একটি
প্রশ্ন নিয়ে যীশুর কাছে এল। 28 তারা বলল, "গুরুমহাশয়,
মোশি আমাদের জন্য লিখে গেছেন, কোনো ব্যক্তি যদি
স্ত্রীকে সন্তানহীন রেখে মারা যায়, তবে তার ভাই, তার
বিধবা পত্নীকে বিবাহ করবে এবং সে তার বড়ো ভাইয়ের
জন্য সন্তানের জন্ম দেবে। 29 মনে করুন, সাত ভাই ছিল।
প্রথমজন, এক নারীকে বিবাহ করে নিঃসন্তান অবস্থায়
মারা গেল। 30 দ্বিতীয়জন ও তৃতীয়জন তাকে বিবাহ করল
এবং 31 একইভাবে নিঃসন্তান অবস্থায় সেই সাতজনই
মারা গেল। 32 সবশেষে, সেই নারীরও মৃত্যু হল। 33
তাহলে, পুনরুত্থানে সে কার স্ত্রী হবে, কারণ সাতজনই
তো তাকে বিবাহ করেছিল?" 34 যীশু উত্তর দিলেন, "এই
জগতের সন্তানেরা বিবাহ করে এবং তাদের বিবাহ দেওয়া
হয়। (aiōn g165) 35 কিন্তু যারা সেই জগতের ও মৃতলোক
থেকে পুনরুত্থানে অংশীদার হওয়ার যোগ্যরূপে বিবেচিত
হয়েছে, তারা বিবাহ করবে না বা তাদের বিবাহও দেওয়া
হবে না। (aiōn g165) 36 তাদের কখনও মৃত্যু হবে না, কারণ
তারা হবে স্বর্গদূতের মতো। তাদের পুনরুত্থান বলে তারা
ঈশ্বরের সন্তান। 37 কিন্তু জ্বলন্ত ঝোপের বর্ণনায় মোশিও
দেখিয়েছেন যে মৃতেরা উত্থাপিত হয়, কারণ তিনি প্রভুকে
'অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর ও যাকোবের ঈশ্বর,'
বলে অভিহিত করেছেন। 38 তিনি মৃতদের ঈশ্বর নন, তিনি
জীবিতদের ঈশ্বর। কারণ তাঁর কাছে সকলেই জীবিত।"
39 তখন কয়েকজন শাস্ত্রবিদ উত্তর দিল, "গুরুমহাশয়,
আপনি বেশ ভালোই বলেছেন।" 40 সেই থেকে কেউ
তাঁকে আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেল
না। 41 এরপর যীশু তাদের বললেন, "লোকে বলে, 'খ্রীষ্ট
হল দাউদের পুত্র,' এ কেমন কথা? 42 গীতসংহিতা

পুস্তকে দাউদ স্বয়ং ঘোষণা করেছেন: "'প্রভু আমার প্রভুকে
বলেন, "তুমি আমার ডানদিকে বসো, 43 যতক্ষণ না
আমি তোমার শত্রুদের তোমার পাদপীঠে পরিণত করি।"'
44 সুতরাং, দাউদ তাঁকে 'প্রভু' বলে অভিহিত করেছেন,
তাহলে কীভাবে তিনি তাঁর সন্তান হতে পারেন?" 45 সমস্ত
লোকেরা যখন শুনছিল, যীশু তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন,
46 "শাস্ত্রবিদদের সম্পর্কে সতর্ক থেকো, তারা লম্বা লম্বা
পোশাক পরে ঘুরে বেড়াতে ও হাটেবাজারে সম্ভাষিত হতে
ভালোবাসে; সমাজভবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আসন পেতে
ও ভোজসভায় সব থেকে সম্মানজনক আসন লাভ করতে
ভালোবাসে। 47 তারা বিধবাদের বাড়িশুদ্ধ গ্রাস করে
এবং লোক-দেখানো লম্বা লম্বা প্রার্থনা করে। এই ধরনের
লোকেরা কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।"

**21** যীশু চোখ তুলে দেখলেন ধনী ব্যক্তিরা মন্দিরের
ভাণ্ডারে উপহার দান করছে। 2 তিনি এক দরিদ্র
বিধবাকেও খুব ছোটো দুটি তামার পয়সা রাখতে দেখলেন।
3 তিনি বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই
দরিদ্র বিধবা অন্য সবার চেয়ে বেশি দান করেছে। 4 কারণ
এসব লোক তাদের প্রাচুর্য থেকে দান করেছে, কিন্তু সে
তার দরিদ্রতা সত্ত্বেও, তার বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু ছিল,
তা থেকে সর্বস্ব দিয়ে দিয়েছে।" 5 তাঁর কয়েকজন শিষ্য
আলোচনা করে বলছিল যে, সুন্দর সুন্দর পাথর ও ঈশ্বরের
কাছে নিবেদিত সব বস্তুতে মন্দিরটি কেমন সুশোভিত!
কিন্তু যীশু বললেন, 6 "তোমরা এখানে যা দেখছ, এমন
এক সময় আসবে, যখন এদের একটি পাথরও অন্যটির
উপরে থাকবে না, সবকটিকেই ভূমিসাৎ করা হবে।"
7 তাঁরা জানতে চাইলেন, "গুরুমহাশয়, এ সমস্ত কখন
ঘটবে? তার লক্ষণই বা কী, যা দেখে আমরা বুঝব যে,
সে সমস্ত ঘটতে চলেছে?" 8 তিনি উত্তর দিলেন, "সতর্ক
থেকো, তোমরা যেন প্রতারিত না হও। কারণ আমার
নাম নিয়ে অনেকেই আসবে। তারা দাবি করে বলবে,
'আমিই তিনি,' আর 'সেই কাল সন্নিকট।' তোমরা তাদের
অনুগামী হোয়ো না। 9 যুদ্ধ ও বিপ্লবের কথা শুনে তোমরা
আতঙ্কিত হোয়ো না। প্রথমে এসব অবশ্যই ঘটবে, কিন্তু
তখনই সমাপ্তি হবে না।" 10 এরপর তিনি তাঁদের বললেন,
"এক জাতি অন্য জাতির বিপক্ষে, এক রাজ্য অন্য রাজ্যের
বিপক্ষে অভিযান করবে। 11 বিভিন্ন স্থানে প্রচণ্ড ভূমিকম্প,
দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হবে, মহাকাশে দেখা যাবে বহু ভীতিকর
দৃশ্য ও বড়ো বড়ো নিদর্শন। 12 "কিন্তু এসব ঘটার আগে
তারা তোমাদের গ্রেপ্তার করবে ও নির্যাতন করবে। তারা
তোমাদের সমাজভবনের কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করবে
ও কারাগারে নিক্ষেপ করবে। রাজা ও প্রদেশপালদের
দরবারে তোমাদের হাজির করানো হবে, আর আমার নাম
স্বীকার করার কারণেই সে সমস্ত ঘটবে। 13 এর পরিণামে,
তোমরা তাদের কাছে সাক্ষ্যদানের সুযোগ লাভ করবে।
14 কিন্তু কীভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করবে, সে বিষয়ে
আগেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হওয়ার জন্য মনস্থির করবে। 15
কারণ আমি তোমাদের এমন বাক্য ও জ্ঞান দান করব, যা
তোমাদের প্রতিপক্ষ প্রতিরোধ ও খণ্ডন করতে ব্যর্থ হবে।
16 এমনকি, তোমাদের বাবা-মা, ভাই, আত্মীয়পরিজন ও
বন্ধুবান্ধব তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তারা
তোমাদের কাউকে কাউকে মৃত্যুমুখে সমর্পণ করবে। 17
আর আমার কারণে তোমরা সকলের কাছে ঘৃণিত হবে।
18 কিন্তু তোমাদের মাথার একটি চুলও বিনষ্ট হবে না।
19 তোমরা যদি অবিচলিত থাকো, তাহলে জীবন লাভ
করবে। 20 "যখন তোমরা দেখবে সৈন্যসামন্ত জেরুশালেম
নগরীকে অবরোধ করেছে, তখন জানবে যে তার ধ্বংসের
দিন এগিয়ে এসেছে। 21 তখন যারা যিহূদিয়ায় থাকবে,
তারা যেন পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যায়, যারা নগরে থাকে,
তারা যেন বাইরে চলে যায়; আর যারা গ্রামাঞ্চলে থাকবে,
তারা যেন নগরের ভিতরে প্রবেশ না করে। 22 কারণ
সেসময় হবে প্রতিশোধের সময়, শাস্ত্রের সমস্ত বাক্য
পূর্ণ হওয়ার সময়। 23 সেই সময় গর্ভবতী নারীদের ও
স্তন্যদাত্রী মায়েদের কতই না ভয়ংকর কষ্ট হবে! দেশের
উপর ঘনিয়ে আসবে চরম দুর্গতি, এই জাতির উপরে নেমে
আসবে ঈশ্বরের ক্রোধ। 24 তরোয়ালের আঘাতে তাদের
মৃত্যু হবে, বন্দিরূপে অন্য সব জাতির কাছে নির্বাসিত
হবে। অইহুদিদের জন্য নিরূপিত সময় সম্পূর্ণ না হওয়া
পর্যন্ত জেরুশালেম অইহুদিদের দ্বারা পদদলিত হবে। 25
"আর সূর্য, চাঁদ ও তারার মধ্যে বিভিন্ন অদ্ভুত চিহ্ন দেখা
যাবে। উত্তাল সমুদ্রের গর্জনে ও অদ্ভুত ঢেউয়ের সামনে
পৃথিবীর সমস্ত জাতি যন্ত্রণাগ্রস্ত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে। 26
পৃথিবীতে যা কিছু ঘটবে, সেই কথা ভেবে মানুষ আতঙ্কে
মৃতপ্রায় হয়ে পড়বে, কারণ জ্যোতিষ্কমণ্ডল তখন প্রকম্পিত
হবে। 27 সেই সময়ে তারা দেখতে পাবে, মনুষ্যপুত্র
পরাক্রমে ও মহামহিমায় মেঘে করে আবির্ভূত হবেন। 28
এই সমস্ত ঘটনা যখন ঘটতে শুরু হবে, তখন তোমরা
ঊর্ধ্বদৃষ্টি কোরো ও মাথা উঁচু কোরো, কারণ তোমাদের
মুক্তি সন্নিকট।" 29 তিনি তাদের এই রূপকটিও বললেন:
"ডুমুর গাছ ও অন্য সব গাছের দিকে তাকিয়ে দেখো। 30
সেগুলি যখন নতুন পাতায় সজ্জিত হয়ে ওঠে, তা দেখে

তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো, গ্রীষ্মকাল সন্নিকট। 31 সেরকম, তোমরা যখন এই সমস্ত ঘটতে দেখবে, তখন জেনো যে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট। 32 "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এসব না ঘটা পর্যন্ত এই প্রজন্মের অবলুপ্তি কিছুতেই হবে না। 33 আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হবে, কিন্তু আমার বাক্য কখনও লুপ্ত হবে না। 34 "সতর্ক থেকো, নইলে উচ্ছৃঙ্খলতা, মত্ততা ও জীবনের দুশ্চিন্তা তোমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। 35 আর সেদিনটি ফাঁদের মতো অপ্রত্যাশিতভাবে সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক অধিবাসীর উপরেই ঘনিয়ে আসবে। 36 সবসময় সতর্ক দৃষ্টি রেখো ও প্রার্থনা কোরো, যেন সন্নিকট সব ঘটনা থেকে তোমরা অব্যাহতি পাও এবং মনুষ্যপুত্রের সামনে দাঁড়াবার সামর্থ্য লাভ করো।" 37 যীশু প্রতিদিন মন্দিরে গিয়ে শিক্ষা দিতেন এবং প্রতি সন্ধ্যায় রাত্রি কাটানোর জন্য জলপাই নামের পর্বতের অভিমুখে বেরিয়ে পড়তেন। 38 তাঁর বাণী শোনার জন্য লোকেরা খুব ভোরবেলাতেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হত।

**22** তখন, নিস্তারপর্ব নামে পরিচিত খামিরবিহীন রুটির পর্ব ক্রমশ এগিয়ে আসছিল। 2 আর প্রধান যাজকেরা ও শাস্ত্রবিদরা যীশুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ খুঁজছিল, কারণ তারা জনসাধারণকে ভয় করত। 3 শয়তান তখন সেই বারোজনের অন্যতম, ইষ্কারিয়োৎ নামে পরিচিত যিহূদার অন্তরে প্রবেশ করল। 4 যিহূদা প্রধান যাজকবর্গ ও মন্দিরের পাহারায় নিযুক্ত পদস্থ কর্মচারীদের কাছে গিয়ে, কীভাবে যীশুকে ধরিয়ে দেবে, তা নিয়ে আলোচনা করল। 5 তারা আনন্দিত হয়ে তাকে টাকা দিতে সম্মত হল। 6 সেও তাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে জনসাধারণের অগোচরে যীশুকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগল। 7 অবশেষে খামিরবিহীন রুটির পর্বের দিন উপস্থিত হল। সেদিন নিস্তারপর্বের মেষ বলি দিতে হত। 8 যীশু পিতর ও যোহনকে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "যাও, আমাদের জন্য নিস্তারপর্বের ভোজের আয়োজন করো।" 9 তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কী চান? আমরা কোথায় এর আয়োজন করব?" 10 তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরা নগরে প্রবেশ করেই দেখতে পাবে, এক ব্যক্তি জলের একটি কলশি নিয়ে যাচ্ছে। তোমরা তাকে অনুসরণ করে যে বাড়িতে সে প্রবেশ করবে, সেখানে যেয়ো। 11 তোমরা সেই বাড়ির কর্তাকে বোলো, 'গুরুমহাশয় জানতে চান, অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটি কোথায়, যেখানে আমি আমার শিষ্যদের নিয়ে নিস্তারপর্বের ভোজ গ্রহণ করতে পারি?' 12 সে তোমাদের উপরতলার একটি সুসজ্জিত বড়ো ঘর দেখাবে। সেখানেই সব আয়োজন কোরো।" 13 তাঁরা বেরিয়ে পড়ে যীশুর কথামতো সবকিছুই দেখতে পেলেন এবং নিস্তারপর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন। 14 পরে সময় উপস্থিত হলে যীশু ও প্রেরিতশিষ্যেরা আসনে হেলান দিয়ে বসলেন। 15 আর তিনি তাঁদের বললেন, "যন্ত্রণাভোগের আগে আমি তোমাদের সঙ্গে নিস্তারপর্বের ভোজ গ্রহণ করার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেছি। 16 কারণ আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে এই ভোজের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত, আমি আর এই ভোজ গ্রহণ করব না।" 17 পরে তিনি পানপাত্র তুলে নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর বললেন, "এটি নাও ও তোমাদের মধ্যে ভাগ করো। 18 আমি তোমাদের বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন না হওয়া পর্যন্ত আমি আর দ্রাক্ষারস পান করব না।" 19 তাপর তিনি রুটি নিলেন, ধন্যবাদ দিলেন ও ভেঙে তাঁদের দিলেন, আর বললেন, "এই হল আমার শরীর যা তোমাদের জন্য উৎসর্গীকৃত; আমার স্মরণার্থে তোমরা এরকম কোরো।" 20 একইভাবে, খাবারের পরে তিনি পানপাত্র নিয়ে বললেন, "এই পানপাত্র আমার রক্তে নতুন নিয়ম, যা তোমাদেরই জন্য পাতিত হয়েছে। 21 কিন্তু যে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তার হাত আমারই সঙ্গে টেবিলের উপরে আছে। 22 মনুষ্যপুত্র তাঁর নির্ধারিত পথেই এগিয়ে যাবেন, কিন্তু ধিক্ সেই ব্যক্তিকে, যে মনুষ্যপুত্রের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে!" 23 তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন যে, তাদের মধ্যে কে এমন কাজ করতে পারে! 24 আর তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এ নিয়েও একটি বিতর্ক দেখা দিল। 25 যীশু তাঁদের বললেন, "অন্য অন্য জাতির রাজা তাদের প্রজাদের উপরে প্রভুত্ব করে; আর যারা তাদের উপরে কর্তৃত্ব করে, তারা নিজেদের হিতার্থী বলে অভিহিত করে। 26 কিন্তু তোমরা সেরকম হোয়ো না। বরং, তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, তাকে হতে হবে যে সবচেয়ে ছোটো তার মতো, আর প্রশাসককে হতে হবে সেবকের মতো। 27 কারণ শ্রেষ্ঠ কে? যে খাবার খেতে বসে সে, না, যে পরিবেশন করে, সে? যে খাবার খেতে বসে, সেই নয় কি? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে সেবকের মতো আছি। 28 আমার পরীক্ষার দিনগুলিতে তোমরা বরাবর আমার সঙ্গে আছ। 29 আমার পিতা যেমন আমাকে একটি রাজ্য অর্পণ করেছেন, আমিও তেমনই তোমাদের জন্য একটি রাজ্য নিরূপণ করছি, 30 যেন তোমরা আমার রাজ্যে আমারই সঙ্গে

বসে খাওয়াদাওয়া করতে ও সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের
বারো গোষ্ঠীর বিচার করতে পারো। 31 "শিমোন, শিমোন,
শয়তান তোমাদেরকে গমের মতো ঝাড়াই করার জন্য
অনুমতি চেয়েছে। 32 কিন্তু শিমোন, আমি তোমার জন্য
প্রার্থনা করেছি, যেন তোমার বিশ্বাস ব্যর্থ না হয়। আর
তুমি যখন ফিরে আসবে, তখন তোমার ভাইদের মধ্যে
শক্তি সঞ্চার কোরো।" 33 কিন্তু পিতর উত্তর দিলেন,
"প্রভু, আমি আপনার সঙ্গে কারাগারে যেতে ও মৃত্যুবরণ
করতেও প্রস্তুত আছি।" 34 যীশু উত্তর দিলেন, "পিতর,
আমি তোমাকে বলছি, আজ মোরগ ডাকার আগেই তুমি
আমাকে চেনো না বলে তিনবার অস্বীকার করবে।" 35 যীশু
তারপর তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যখন তোমাদের
টাকার থলি, ঝুলি, বা চটিজুতো ছাড়াই পাঠিয়েছিলাম,
তখন তোমরা কি কোনো কিছুর অভাববোধ করেছিলে?"
তাঁরা উত্তর দিলেন, "না, কোনো কিছুরই নয়।" 36 তিনি
তাঁদের বললেন, "কিন্তু এখন তোমাদের কাছে টাকার থলি
থাকলে সঙ্গে নিয়ো, একটি ঝুলিও নিয়ো; যদি তোমাদের
তরোয়াল না থাকে, তাহলে পোশাক বিক্রি করে তা কিনে
নিয়ো। 37 কারণ লেখা আছে: 'আর তিনি অপরাধীদের
সঙ্গে গণিত হলেন'; আর আমি তোমাদের বলছি, যে লেখা
আছে তা আমার জীবনে অবশ্যই পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, আমার
সম্পর্কে যা লেখা আছে, তার পূর্ণ হতে চলেছে।" 38
শিষ্যেরা বললেন, "প্রভু দেখুন, এখানে দুটি তরোয়াল
আছে।" তিনি উত্তর দিলেন, "তাই যথেষ্ট।" 39 পরে যীশু
সেখান থেকে বেরিয়ে তাঁর অভ্যাসমতো জলপাই পর্বতে
গেলেন এবং তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে অনুসরণ করলেন। 40
সেই স্থানে উপস্থিত হয়ে তিনি তাঁদের বললেন, "প্রার্থনা
করো, যেন তোমরা প্রলোভনে না পড়ো।" 41 তিনি তাঁদের
কাছ থেকে এক-ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে গিয়ে নতজানু হয়ে
প্রার্থনা করলেন, 42 "পিতা, তোমার ইচ্ছা হলে আমার
কাছ থেকে এই পানপাত্র সরিয়ে নাও। তবুও আমার ইচ্ছা
নয়, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" 43 তখন স্বর্গের এক
দূত তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে শক্তি জোগালেন।
44 নিদারুণ যন্ত্রণায়, তিনি প্রার্থনায় আরও একাগ্র হলেন;
তাঁর ঘাম রক্তের বড়ো বড়ো ফোঁটার মতো মাটিতে ঝরে
পড়ছিল। 45 প্রার্থনা থেকে উঠে তিনি শিষ্যদের কাছে
ফিরে গিয়ে দেখলেন, তাঁরা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে
পড়েছেন। 46 তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা
ঘুমাচ্ছ কেন? ওঠো, প্রার্থনা করো, যেন তোমরা প্রলোভনে
না পড়ো।" 47 তিনি তখনও কথা বলছেন, এমন সময়
একদল লোক উঠে এল আর তাদের সঙ্গে এল সেই
বারোজনের অন্যতম যিহূদা। সে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল।
সে চুম্বন করার জন্য যীশুর কাছে এগিয়ে এল। 48 কিন্তু
যীশু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যিহূদা, তুমি কি চুম্বন করে
মনুষ্যপুত্রকে শত্রুদের হাতে সমর্পণ করছ?" 49 যীশুর
অনুগামীরা যখন দেখলেন কী ঘটতে যাচ্ছে, তাঁরা বললেন,
"প্রভু, আমাদের তরোয়াল দিয়ে কি আঘাত করব?" 50
তাঁদের মধ্যে একজন মহাযাজকের দাসকে আঘাত করে
তার ডানদিকের কান কেটে ফেললেন। 51 কিন্তু যীশু
উত্তর দিলেন, "এমন যেন আর না ঘটে!" আর তিনি সেই
লোকটির কান স্পর্শ করে তাকে সুস্থ করে দিলেন। 52 আর
যে প্রধান যাজকবর্গ, মন্দিরের প্রহরীদলের অধ্যক্ষেরা ও
প্রাচীনবর্গ যীশুর উদ্দেশে এসেছিল, তিনি তাদের বললেন,
"আমি কি বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছি যে, তোমরা তরোয়াল ও
লাঠিসোঁটা নিয়ে এসেছ? 53 আমি মন্দির চত্বরে প্রতিদিনই
তোমাদের মধ্যে ছিলাম। তখন তোমরা আমার উপরে
হস্তক্ষেপ করোনি। কিন্তু এই হল তোমাদের সুসময়,
কারণ এখন অন্ধকারেরই রাজত্ব।" 54 তারা তখন যীশুকে
বন্দি করল ও তাঁকে মহাযাজকের বাড়িতে নিয়ে গেল।
পিতর দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করলেন। 55 কিন্তু
উঠানের মাঝখানে তারা যখন আগুন জ্বেলে একসঙ্গে
বসল, পিতরও তাদের সঙ্গে বসলেন। 56 একজন দাসী
আগুনের আলোয় তাঁকে সেখানে বসে থাকতে দেখল।
সে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, "এই লোকটিও
ওর সঙ্গে ছিল।" 57 কিন্তু তিনি অস্বীকার করে বললেন,
"নারী, আমি ওঁকে চিনি না।" 58 অল্প কিছুক্ষণ পরে আর
একজন তাকে দেখে বলল, "তুমিও ওদের একজন।"
পিতর বললেন, "ওহে, আমি নই।" 59 প্রায় এক ঘণ্টা
পরে আরও একজন দৃঢ়ভাবে বলল, "নিঃসন্দেহে, এই
লোকটিও তাঁর সঙ্গে ছিল, কারণ এ একজন গালীলীয়।"
60 পিতর উত্তর দিলেন, "ওহে, তুমি কী বলছ, আমি বুঝতে
পারছি না।" তিনি কথা বলছিলেন, এমন সময় মোরগ
ডেকে উঠল। 61 প্রভু মুখ ফিরালেন ও সোজা পিতরের
দিকে তাকালেন। তখন প্রভু তাঁকে যে কথা বলেছিলেন,
পিতরের তা মনে পড়ল: "আজ মোরগ ডাকার আগেই
তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।" 62 তখন পিতর
বাইরে গিয়ে তীব্র কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 63 যারা যীশুর
পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তারা তাঁকে বিদ্রুপ ও মারধর করতে
লাগল। 64 তাঁর চোখ বেঁধে দিয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল,
"ভাববাণী বল দেখি! কে তোকে মারল?" 65 তারা তাঁকে
আরও অনেক অপমানসূচক কথা বলল। 66 সকাল হলে
সেই জাতির প্রাচীনবর্গ, দুই প্রধান যাজক ও শাস্ত্রবিদদের

মন্ত্রণা পরিষদ সমবেত হল। যীশুকে তাদের সামনে হাজির
করা হল। 67 তারা বলল, "তুমি যদি সেই খ্রীষ্ট হও, তাহলে
আমাদের বলো।" যীশু উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের
বললে তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে না। 68 আর আমি
যদি তোমাদের প্রশ্ন করি, তোমরাও উত্তর দেবে না।
69 কিন্তু এখন থেকে, মনুষ্যপুত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের
ডানদিকে উপবিষ্ট থাকবেন।" 70 তারা সবাই প্রশ্ন করল,
"তাহলে, তুমিই কি ঈশ্বরের পুত্র?" তিনি বললেন, "তোমরা
ঠিক কথাই বলছ, আমিই তিনি।" 71 তখন তারা বলল,
"আমাদের আর সাক্ষ্য-প্রমাণের কী প্রয়োজন? আমরা
নিজেরাই তো ওর মুখ থেকে একথা শুনলাম।"

**23** তখন সকলে দল বেঁধে উঠে তাঁকে পীলাতের কাছে
নিয়ে গেল। 2 তারা যীশুকে অভিযুক্ত করে বলল,
"আমরা দেখেছি, এই লোকটি আমাদের জাতিকে বিপথে
নিয়ে যাচ্ছে। সে কৈসরকে কর দিতে নিষেধ করে, আর
নিজেকে খ্রীষ্ট, একজন রাজা বলে দাবি করে।" 3 পীলাত
তাই যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি ইহুদিদের
রাজা?" যীশু উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই, যেমন তুমি
বললে।" 4 পীলাত তখন প্রধান যাজকবর্গ ও লোকদের
কাছে ঘোষণা করলেন, "এই মানুষটিকে অভিযুক্ত করার
মতো কোনো দোষ আমি খুঁজে পেলাম না।" 5 কিন্তু
তারা জোর দিয়ে বলল, "ও তার শিক্ষায় সমগ্র যিহূদিয়ার
লোকদের উত্তেজিত করে তুলেছে। গালীল থেকে শুরু
করে ও এখানেও এসে পৌঁছেছে।" 6 একথা শুনে পীলাত
জানতে চাইলেন, লোকটি গালীলীয় কি না। 7 তিনি
যখন জানতে পারলেন যে, যীশু হেরোদের শাসনাধীন,
তিনি তাঁকে হেরোদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সেই সময়
হেরোদও জেরুশালেমে ছিলেন। 8 যীশুকে দেখে হেরোদ
অত্যন্ত খুশি হলেন, কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি তাঁকে
দেখতে চাইছিলেন। তিনি যীশুর সম্পর্কে যা শুনেছিলেন,
সেইমতো আশা করছিলেন, তাঁকে কোনো অলৌকিক
চিহ্নকাজ করতে দেখবেন। 9 তিনি তাঁকে বহু প্রশ্ন করলেন,
কিন্তু যীশু তাঁকে কোনও উত্তর দিলেন না। 10 প্রধান
যাজকবৃন্দ ও শাস্ত্রবিদরা সেখানে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে তাঁর
বিরুদ্ধে দোষারোপ করতে লাগল। 11 তখন হেরোদ ও
তাঁর সেনারা তাঁকে তুচ্ছ ও ব্যঙ্গবিদ্রুপ করলেন। এক
জমকালো পোশাক পরিয়ে যীশুকে তারা পীলাতের কাছে
ফেরত পাঠালেন। 12 সেদিন হেরোদ ও পীলাত বন্ধু হয়ে
উঠলেন; কারণ এর আগে তাঁরা পরস্পরের শত্রু ছিলেন।
13 পীলাত প্রধান যাজকদের, সমাজভবনের অধ্যক্ষদের
ও জনসাধারণকে একসঙ্গে ডেকে তাদের বললেন, 14
"বিদ্রোহের জন্য লোকদের উত্তেজিত করার অভিযোগে
তোমরা এই লোকটিকে আমার কাছে নিয়ে এসেছ।
তোমাদের সাক্ষাতে আমি তাকে পরীক্ষা করেছি, কিন্তু তাঁর
বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগের কোনো ভিত্তি আমি খুঁজে
পাইনি। 15 আর হেরোদও কোনো দোষ পাননি, কারণ
তিনি তাঁকে আমার কাছে ফেরত পাঠিয়েছেন। তোমরা
দেখতেই পাচ্ছ, মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোনো অপরাধই সে
করেনি। 16 তাই, আমি তাকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।" 17
সেই পর্বের সময়ে একজন বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার প্রথা
ছিল। 18 কিন্তু তারা সকলে চিৎকার করে উঠল, "এই
লোকটিকে দূর করুন। আমরা বারাব্বার মুক্তি চাই।" 19
(নগরে বিদ্রোহের চেষ্টা ও হত্যার অপরাধে বারাব্বাকে
কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।) 20 যীশুকে মুক্ত করার অভিপ্রায়ে
পীলাত তাদের কাছে আবার অনুরোধ করলেন। 21 কিন্তু
তারা চিৎকার করতে লাগল, "ওকে ক্রুশে দিন! ওকে ক্রুশে
দিন!" 22 তিনি তৃতীয়বার তাদের কাছে বললেন, "কেন?
এই মানুষটি কী অপরাধ করেছে? মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মতো
কোনো কারণই আমি এর মধ্যে খুঁজে পাইনি। সেইজন্য
আমি ওকে শাস্তি দিয়ে ছেড়ে দেব।" 23 কিন্তু তাঁকে
ক্রুশবিদ্ধ করার অনড় দাবিতে তারা উচ্চকণ্ঠে চিৎকার
করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাদের চিৎকারেরই জয় হল। 24
তাই পীলাত তাদের দাবি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।
25 বিদ্রোহ ও হত্যার অভিযোগে যে লোকটি কারাগারে বন্দি
ছিল ও যাকে তারা চেয়েছিল, তিনি তাকে মুক্তি দিলেন
এবং তাদের ইচ্ছার কাছে তিনি যীশুকে সমর্পণ করলেন।
26 যীশুকে নিয়ে এগিয়ে চলার পথে কুরীণের অধিবাসী
শিমোনকে তারা ধরল। সে গ্রাম থেকে শহরে আসছিল।
তারা ক্রুশটি তার উপরে চাপিয়ে দিয়ে যীশুর পিছন পিছন
সেটি বয়ে নিয়ে যেতে তাকে বাধ্য করল। 27 বিস্তর লোক
তাঁকে অনুসরণ করছিল। সেই সঙ্গে ছিল অনেক নারী, যারা
তাঁর জন্য শোক ও বিলাপ করছিল। 28 যীশু ফিরে তাদের
উদ্দেশে বললেন, "ওগো জেরুশালেমের কন্যারা, আমার
জন্য তোমরা কেঁদো না, কিন্তু নিজেদের জন্য ও তোমাদের
ছেলেমেয়েদের জন্য কাঁদো। 29 কারণ এমন সময় আসবে,
যখন তোমরা বলবে, 'ধন্য সেই বন্ধ্যা নারীরা, যাদের গর্ভ
কোনোদিন সন্তানধারণ করেনি, যারা কোনোদিন বুকের
দুধ পান করায়নি।' 30 তখন "'তারা পর্বতসকলের উদ্দেশে
বলবে, "আমাদের উপরে পতিত হও!" আর পাহাড়গুলিকে
বলবে, "আমাদের ঢেকে ফেলো!"' 31 গাছ সতেজ থাকার
সময়ই মানুষ যদি এরকম আচরণ করে, তাহলে গাছ যখন

শুকিয়ে যাবে, তখন আরও কি না ঘটবে!" 32 আরও দুজন
দুষ্কৃতীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়া
হচ্ছিল। 33 মাথার খুলি নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে তারা
তাঁকে সেই দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ করল, একজনকে
তাঁর ডানদিকে, অন্যজনকে তাঁর বাঁদিকে। 34 তখন যীশু
বললেন, "পিতা, এদের ক্ষমা করো, কারণ এরা জানে
না, এরা কী করছে।" আর গুটিকাপাত করে তারা তাঁর
পোশাকগুলি ভাগ করে নিল। 35 লোকেরা দাঁড়িয়ে সবকিছু
লক্ষ্য করছিল। এমনকি, সমাজভবনের অধ্যক্ষরাও তাঁকে
ব্যঙ্গবিদ্রুপ করল। তারা বলল, "ও অন্যদের বাঁচাত; ও
যদি ঈশ্বরের সেই খ্রীষ্ট, সেই মনোনীত জন হয়, তাহলে
এখন নিজেকে বাঁচাক!" 36 সৈন্যেরাও উঠে এসে তাঁকে
বিদ্রুপ করল। তারা তাঁকে সিরকা দিয়ে বলল, 37 "তুমি
যদি ইহুদিদের রাজা হও, তাহলে নিজেকে বাঁচাও।" 38
তাঁর মাথার উপরে একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তি ছিল। তাতে
লেখা ছিল, "এই ব্যক্তি ইহুদিদের রাজা।" 39 ক্রুশার্পিত
দুষ্কৃতীদের একজন তাঁকে কটূক্তি করে বলল, "তুমিই
কি সেই খ্রীষ্ট নও? নিজেকে আর আমাদের বাঁচাও!" 40
কিন্তু অপর দুষ্কৃতী তাকে তিরস্কার করে বলল, "তুমি
কি ঈশ্বরকেও ভয় করো না? তুমিও তো সেই একই
দণ্ডভোগ করছ। 41 আমরা ন্যায়সংগত দণ্ডভোগ করছি,
আমরা যা করেছি, তারই সমুচিত ফলভোগ করছি। কিন্তু
এই মানুষটি কোনও অন্যায় করেননি।" 42 তারপর সে
বলল, "যীশু, আপনি যখন নিজের রাজ্যে আসবেন, তখন
আমাকে স্মরণ করবেন।" 43 যীশু তাকে উত্তর দিলেন,
"আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, আজই তুমি আমার সঙ্গে
পরমদেশে উপস্থিত হবে।" 44 তখন দুপুর প্রায় বারোটা।
সেই সময় থেকে বিকেল তিনটে পর্যন্ত সমস্ত দেশের উপরে
অন্ধকার ছেয়ে রইল। 45 সূর্যের আলো নিভে গেল। আর
মন্দিরের পর্দাটি চিরে দু-টুকরো হল। 46 যীশু উচ্চকণ্ঠে
বলে উঠলেন, "পিতা, তোমার হাতে আমি আমার আত্মা
সমর্পণ করি।" একথা বলে তিনি তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ
করলেন। 47 এই সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করে শত-সেনাপতি
ঈশ্বরের প্রশংসা করে বললেন, "এই মানুষটি নিঃসন্দেহে
ধার্মিক ছিলেন।" 48 এই দৃশ্য দেখার জন্য যারা সমবেত
হয়েছিল, তারা তা দেখে বুকে আঘাত করতে করতে ফিরে
গেল। 49 কিন্তু তাঁর পরিচিতজনেরা এবং গালীলের যে
মহিলারা তাঁকে অনুসরণ করছিলেন, তাঁরা দূরে দাঁড়িয়ে
এই সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করলেন। 50 এখন যোষেফ নামে
মহাসভার এক সদস্য সেখানে ছিলেন। তিনি ছিলেন সৎ ও
ন্যায়পরায়ণ। 51 তিনি তাদের সিদ্ধান্তে ও কাজকর্মে সহমত
ছিলেন না। তিনি ছিলেন যিহূদিয়ার আরিমাথিয়া নগরের
অধিবাসী। তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনের প্রতীক্ষায়
ছিলেন। 52 তিনি পীলাতের কাছে গিয়ে যীশুর দেহটি
চেয়ে নিলেন। 53 তিনি তাঁর দেহটি ক্রুশ থেকে নামিয়ে
একখণ্ড লিনেন কাপড়ে জড়িয়ে, পাহাড় কেটে তৈরি করা
একটি সমাধিতে রাখলেন। আগে কখনও কাউকে সেখানে
সমাধি দেওয়া হয়নি। 54 সেদিনটি ছিল প্রস্তুতির দিন,
বিশ্রামদিন শুরু হতে অল্প কিছুক্ষণ বাকি ছিল। 55 গালীল
থেকে যীশুর সঙ্গে আগত মহিলারা যোষেফকে অনুসরণ
করে সমাধি স্থানটি ও কীভাবে তাঁর দেহটি রাখা হল, তা
দেখলেন। 56 তারপর তাঁরা বাড়ি ফিরে বিভিন্ন রকম মশলা
ও সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত করলেন। কিন্তু বিধানের প্রতি বাধ্য
হয়ে তাঁরা বিশ্রামদিনে বিশ্রাম করলেন।

**24** সপ্তাহের প্রথম দিনে খুব ভোরবেলায়, সেই মহিলারা
তাঁদের প্রস্তুত করা মশলা নিয়ে সমাধিস্থানে গেলেন।
2 তাঁরা দেখলেন, সমাধির মুখ থেকে পাথরখানি সরিয়ে
দেওয়া হয়েছে। 3 কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে তাঁরা প্রভু
যীশুর দেহটি দেখতে পেলেন না। 4 তাঁরা এ বিষয়ে
যখন অবাক বিস্ময়ে ভাবছিলেন, তখন বিদ্যুতের মতো
উজ্জ্বল পোশাক পরা দুজন পুরুষ হঠাৎ তাঁদের পাশে এসে
দাঁড়ালেন। 5 আতঙ্কে মহিলারা মাটির দিকে মাথা নিচু
করে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিন্তু পুরুষ দুজন তাঁদের বললেন,
"তোমরা মৃতদের মধ্যে জীবিতের সন্ধান করছ কেন? 6
তিনি এখানে নেই, কিন্তু উত্থাপিত হয়েছেন। তোমাদের
সঙ্গে গালীলে থাকার সময়ে তিনি কী বলেছিলেন, মনে করে
দেখো। 7 তিনি বলেছিলেন, 'মনুষ্যপুত্রকে পাপী মানুষদের
হাতে অবশ্যই সমর্পিত হতে হবে, তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ ও
তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হতে হবে।'" 8 তখন তাঁর কথাগুলি
তাঁদের মনে পড়ে গেল। 9 সমাধিস্থান থেকে ফিরে এসে
তাঁরা এ সমস্ত বিষয় সেই এগারোজন ও অন্য সবাইকে
বললেন। 10 এরা হলেন মাগ্দালাবাসী মরিয়ম, যোহান্না
ও যাকোবের মা মরিয়ম। তাঁদের সঙ্গে আরও অনেকে
এই ঘটনার কথা প্রেরিতশিষ্যদের জানালেন। 11 কিন্তু
তাঁরা মহিলাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। কারণ তাঁদের
এই সমস্ত কথা তাঁরা আজগুবি বলে মনে করলেন। 12
কিন্তু পিতর উঠে সমাধিস্থানের দিকে দৌড়ে গেলেন।
তিনি নিচু হয়ে দেখলেন, লিনেন কাপড়ের খণ্ডগুলি পড়ে
রয়েছে। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে কী ঘটেছে ভাবতে ভাবতে
তিনি ফিরে গেলেন। 13 সেদিন, তাঁদের মধ্যে দুজন
জেরুশালেম থেকে এগারো কিলোমিটার দূরের ইম্মায়ুস

নামে একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন। 14 তাঁরা পরস্পর বিগত
ঘটনাবলি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলেন। 15 তাঁরা
যখন পরস্পরের মধ্যে এ সমস্ত আলোচনা করছিলেন,
তখন যীশু স্বয়ং উপস্থিত হয়ে তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলতে
লাগলেন; 16 কিন্তু দৃষ্টি রুদ্ধ থাকায় তাঁরা তাঁকে চিনতে
পারলেন না। 17 তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "পথ
চলতে চলতে তোমরা পরস্পর কী আলোচনা করছিলে?"
তাঁরা বিষণ্ণ মুখে থমকে দাঁড়ালেন। 18 তাঁদের মধ্যে যাঁর
নাম ক্লিয়োপা তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি
জেরুশালেমে একমাত্র প্রবাসী যে, এই কয় দিনে সেখানে
যা ঘটেছে তার কিছুই আপনি জানেন না?" 19 তিনি
জিজ্ঞাসা করলেন, "কী সব ঘটেছে?" তাঁরা উত্তর দিলেন,
"নাসরতের যীশু সম্পর্কিত ঘটনা। তিনি ছিলেন একজন
ভাববাদী, ঈশ্বর ও সব মানুষের সাক্ষাতে বাক্যে ও কাজে
এক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। 20 প্রধান যাজকেরা ও আমাদের
সমাজভবনের অধ্যক্ষরা তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার
উদ্দেশে সমর্পিত করল এবং তারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করল।
21 কিন্তু আমরা আশা করেছিলাম যে, তিনিই সেই ব্যক্তি,
যিনি ইস্রায়েলকে মুক্ত করতে চলেছেন। আর তিন দিন
হল এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। 22 এছাড়াও, আমাদের
কয়েকজন মহিলা আমাদের হতবাক করে দিয়েছেন।
তাঁরা আজ খুব ভোরবেলা সমাধিস্থলে গিয়েছিলেন, 23
কিন্তু তাঁর দেহের সন্ধান পাননি। তাঁরা এসে আমাদের
বললেন যে, তাঁরা স্বর্গদূতদের দর্শন লাভ করেছেন। তাঁরা
আরও বললেন যে, যীশু জীবিত আছেন। 24 তারপর
আমাদের কয়েকজন সঙ্গী সমাধিস্থলে গিয়ে মহিলারা
যেমন বলেছিলেন, ঠিক সেইমতো দেখলেন, কিন্তু তাঁকে
তাঁরা দেখতে পাননি।" 25 যীশু তাঁদের বললেন, "তোমরা
কত অবোধ! আর ভাববাদীরা যেসব কথা বলে গেছেন,
সেগুলি বিশ্বাস করতে তোমাদের মন কেমন শিথিল! 26
এই প্রকার দুঃখ বরণ করার পরই কি খ্রীষ্ট স্বমহিমায় প্রবেশ
করতেন না?" 27 এরপর মোশি ও সমস্ত ভাববাদী গ্রন্থ
থেকে শুরু করে সমগ্র শাস্ত্রে তাঁর সম্পর্কে যা লেখা আছে,
সে সমস্তই তিনি তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন। 28 যে
গ্রামে তারা যাচ্ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হলে যীশু আরও
দূরে এগিয়ে যাওয়ার ভাব দেখালেন। 29 কিন্তু তাঁরা তাঁকে
সাধাসাধি করে বললেন, "সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, দিনও প্রায়
শেষ হয়ে এল, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন।" তাই তিনি
তাঁদের সঙ্গে থাকার জন্য ভিতরে গেলেন। 30 তাঁদের সঙ্গে
আহারে বসে তিনি রুটি নিলেন, ধন্যবাদ দিলেন এবং তা
ভেঙে তাঁদের হাতে দিলেন। 31 সেই মুহূর্তে তাঁদের চোখ
খুলে গেল, আর তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন। কিন্তু যীশু
তাঁদের চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 32
তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাদের সঙ্গে পথ
চলতে চলতে তিনি যখন আমাদের কাছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা
করছিলেন, তখন কি আমাদের অন্তরে এক আবেগের
উত্তাপ অনুভব হচ্ছিল না?" 33 সেই মুহূর্তে তাঁরা উঠে
জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। সেখানে সেই এগারোজন
এবং তাঁদের সঙ্গীদের তাঁরা দেখতে পেলেন। 34 তাঁরা
এক স্থানে মিলিত হয়ে বলাবলি করছিলেন, "সত্যিই, প্রভু
পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং শিমোনকে দর্শন দিয়েছেন।" 35
তখন সেই দুজন, পথে কী ঘটেছিল এবং যীশু রুটি ভেঙে
দেওয়ার পর তাঁরা কেমনভাবে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন,
সেইসব কথা জানালেন। 36 তাঁরা তখনও এ বিষয়ে
আলোচনা করছিলেন, সেই সময় যীশু তাঁদের মধ্যে এসে
দাঁড়ালেন এবং তাঁদের বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।"
37 কোনও ভূত দেখছেন ভেবে তাঁরা ভয়ভীত হলেন ও
বিহ্বল হয়ে পড়লেন। 38 তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা
দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছো কেন? তোমাদের মনে সংশয়ই বা
জাগছে কেন? 39 আমার হাত ও পায়ের দিকে তাকিয়ে
দেখো! এ স্বয়ং আমি! আমাকে স্পর্শ করো, দেখো! ভূতের
এরকম হাড় মাংস নেই; তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমার তা
আছে।" 40 এই কথা বলার পর তিনি তাঁর দু-হাত ও পা
তাঁদের দেখালেন। 41 আনন্দে ও বিস্ময়ে তাঁরা তখনও
বিশ্বাস করতে পারছেন না দেখে, যীশু তাঁদের জিজ্ঞাসা
করলেন, "এখানে তোমাদের কাছে কিছু খাবার আছে?"
42 তাঁরা তাঁকে আগুনে ঝলসানো এক টুকরো মাছ দিলেন।
43 তিনি সেটি নিয়ে তাঁদের সামনেই আহার করলেন। 44
তিনি তাঁদের বললেন, "তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়েই
আমি এই কথা বলেছিলাম, মোশির বিধানে, ভাববাদীদের
গ্রন্থে ও গীতসংহিতায় আমার সম্পর্কে যা লেখা আছে,
তার সবকিছুই পূর্ণ হবে।" 45 তারপর তিনি তাঁদের মনের
দ্বার খুলে দিলেন, যেন তাঁরা শাস্ত্র বুঝতে পারেন। 46
তিনি তাঁদের বললেন, "একথা লেখা আছে, খ্রীষ্ট কষ্টভোগ
করবেন ও তৃতীয় দিনে মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত হবেন
47 এবং জেরুশালেম থেকে শুরু করে সমস্ত জাতির কাছে
তাঁরই নামে মন পরিবর্তন ও পাপক্ষমার কথা প্রচার
করা হবে। 48 আর তোমরাই এ সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী।
49 আর দেখো, পিতার প্রতিশ্রুত দান আমি তোমাদের
জন্য পাঠিয়ে দিতে যাচ্ছি; কিন্তু ঊর্ধ্বলোক থেকে আগত
শক্তি লাভ না করা পর্যন্ত তোমরা এই নগরেই অবস্থান
করো।" 50 তারপর তিনি তাঁদের বেথানির কাছাকাছি নিয়ে

গিয়ে, তাঁদের দিকে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। 51
আশীর্বাদরত অবস্থাতেই তিনি তাঁদের ছেড়ে গেলেন ও
স্বর্গে নীত হলেন। 52 তাঁরা তখন তাঁকে প্রণাম জানিয়ে
মহা আনন্দে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন 53 এবং মন্দিরে
নিরন্তর ঈশ্বরের বন্দনা করতে থাকলেন।

# যোহন

**1** আদিতে বাক্য ছিলেন, সেই বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন
এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন। **2** আদিতে তিনি ঈশ্বরের
সঙ্গে ছিলেন। **3** তাঁর মাধ্যমে সবকিছু সৃষ্ট হয়েছিল; সৃষ্ট
কোনো বস্তুই তিনি ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয়নি। **4** তাঁর মধ্যে
জীবন ছিল। সেই জীবন ছিল মানবজাতির জ্যোতি। **5** সেই
জ্যোতি অন্ধকারে আলো বিকিরণ করে, কিন্তু অন্ধকার
তা উপলব্ধি করতে পারেনি। **6** ঈশ্বর থেকে প্রেরিত এক
ব্যক্তির আবির্ভাব হল, তাঁর নাম যোহন। **7** সেই জ্যোতির
সাক্ষ্য দিতেই সাক্ষীরূপে তাঁর আগমন ঘটেছিল, যেন
তাঁর মাধ্যমে মানুষ বিশ্বাস করে। **8** তিনি স্বয়ং সেই
জ্যোতি ছিলেন না, কিন্তু সেই জ্যোতির সাক্ষ্য দিতেই
তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। **9** সেই প্রকৃত জ্যোতি, যিনি
প্রত্যেক মানুষকে আলো দান করেন, জগতে তাঁর আবির্ভাব
হচ্ছিল। **10** তিনি জগতে ছিলেন, জগৎ তাঁর দ্বারা সৃষ্ট
হলেও জগৎ তাঁকে চিনল না। **11** তিনি তাঁর আপনজনদের
মধ্যে এলেন, কিন্তু যারা তাঁর আপন, তারা তাঁকে গ্রহণ
করল না। **12** তবু যতজন তাঁকে গ্রহণ করল, যারা তাঁর
নামে বিশ্বাস করল, তাদের তিনি ঈশ্বরের সন্তান হওয়ার
অধিকার দিলেন। **13** তারা স্বাভাবিকভাবে জাত নয়,
মানবিক ইচ্ছা বা পুরুষের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে
জাত। **14** সেই বাক্য দেহ ধারণ করলেন এবং আমাদেরই
মধ্যে বসবাস করলেন। আমরা তাঁর মহিমা দেখেছি, ঠিক
যেমন পিতার নিকট থেকে আগত এক ও অদ্বিতীয় পুত্রের
মহিমা। তিনি অনুগ্রহ ও সত্যে পূর্ণ। **15** যোহন তাঁর বিষয়ে
সাক্ষ্য দিলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "ইনিই
সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আমি বলেছিলাম, 'আমার পরে
যিনি আসছেন তিনি আমার অগ্রগণ্য, কারণ আমার আগে
থেকেই তিনি বিদ্যমান।'" **16** তাঁর অনুগ্রহের পূর্ণতা থেকে
আমরা সকলেই একের পর এক আশীর্বাদ লাভ করেছি।
**17** মোশির মাধ্যমে বিধান দেওয়া হয়েছিল; যীশু খ্রীষ্টের
মাধ্যমে অনুগ্রহ ও সত্য উপস্থিত হয়েছে। **18** ঈশ্বরকে
কেউ কোনোদিন দেখেনি; কিন্তু এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর,
যিনি পিতার পাশে বিরাজ করেন, তিনিই তাঁকে প্রকাশ
করেছেন। **19** জেরুশালেমে ইহুদিরা যখন কয়েকজন
যাজক ও লেবীয়কে পাঠিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইল,
তখন যোহন এভাবে সাক্ষ্য দিলেন। **20** তিনি স্বীকার করতে
দ্বিধাবোধ করলেন না বরং মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন,
"আমি সেই খ্রীষ্ট নই।" **21** তারা তাঁকে প্রশ্ন করল, "তাহলে
আপনি কে? আপনি কি এলিয়?" তিনি বললেন, "না, আমি
নই।" "আপনি কি সেই ভাববাদী?" তিনি বললেন, "না।"
**22** শেষে তারা বলল, "তাহলে, কে আপনি? আমাদের
বলুন। যারা আমাদের পাঠিয়েছেন, তাদের কাছে উত্তর
নিয়ে যেতে হবে। নিজের সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?"
**23** ভাববাদী যিশাইয়ের ভাষায় যোহন উত্তর দিলেন, "আমি
মরুপ্রান্তরে এক কণ্ঠস্বর যা আহ্বান করছে, 'তোমরা প্রভুর
জন্য রাজপথগুলি সরল করো।'" **24** তখন ফরিশীদের
প্রেরিত কয়েকজন লোক **25** তাঁকে প্রশ্ন করল, "আপনি
যদি খ্রীষ্ট, এলিয়, বা সেই ভাববাদী না হন, তাহলে
বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন কেন?" **26** যোহন উত্তর দিলেন, "আমি
তোমাদের জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি ঠিকই, কিন্তু তোমাদেরই
মধ্যে এমন একজন দাঁড়িয়ে আছেন, যাঁকে তোমরা জানো
না। **27** তিনি আমার পরে আসছেন। তাঁর চটিজুতোর বাঁধন
খোলারও যোগ্যতা আমার নেই।" **28** এই সমস্ত ঘটল জর্ডন
নদীর অপর পারে বেথানিতে, যেখানে যোহন লোকেদের
বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলেন। **29** পরের দিন যোহন যীশুকে তাঁর
দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বললেন, "ওই দেখো ঈশ্বরের
মেষশাবক, যিনি জগতের সমস্ত পাপ দূর করেন। **30**
ইনিই সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে আমি বলেছিলাম 'আমার
পরে যিনি আসছেন তিনি আমার চেয়েও মহান, কারণ
আমার আগে থেকেই তিনি বিদ্যমান আছেন।' **31** আমি
নিজে তাঁকে জানতাম না, কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের
কাছে প্রকাশিত হন সেজন্যই আমি জলে বাপ্তিস্ম দিতে
এসেছি।" **32** তারপর যোহন এই সাক্ষ্য দিলেন: "আমি
পবিত্র আত্মাকে কপোতের মতো স্বর্গ থেকে নেমে আসতে
দেখলাম, তিনি তাঁর উপরে অধিষ্ঠান করলেন। **33** আমি
তাঁকে চিনতাম না কিন্তু যিনি আমাকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে
পাঠিয়েছেন তিনি বলেছিলেন, 'আত্মাকে যাঁর উপরে নেমে
এসে অধিষ্ঠান করতে দেখবে তিনিই পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম
দেবেন।' **34** আমি দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনিই
ঈশ্বরের পুত্র।" **35** পরের দিন যোহন তাঁর দুজন শিষ্যের
সঙ্গে আবার সেখানে উপস্থিত ছিলেন। **36** সেখান দিয়ে
যীশুকে যেতে দেখে তিনি বললেন, "ওই দেখো ঈশ্বরের
মেষশাবক।" **37** তাঁর একথা শুনে শিষ্য দুজন যীশুকে
অনুসরণ করলেন। **38** তাঁদের অনুসরণ করতে দেখে যীশু
ঘুরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী চাও?" তাঁরা
বললেন, "রব্বি, (এর অর্থ, গুরুমহাশয়) আপনি কোথায়
থাকেন?" **39** "এসো," তিনি উত্তর দিলেন, "আর তোমরা
দেখতে পাবে।" অতএব, তাঁরা গিয়ে দেখলেন তিনি
কোথায় থাকেন এবং তাঁরা সেদিন তাঁর সঙ্গেই থাকলেন।
তখন সময় ছিল বেলা প্রায় চারটা। **40** যোহনের কথা শুনে

যে দুজন যীশুকে অনুসরণ করেছিলেন, শিমোন পিতরের ভাই আন্দ্রিয় ছিলেন তাদের অন্যতম। 41 আন্দ্রিয় প্রথমে তাঁর ভাই শিমোনের খোঁজ করলেন এবং তাঁকে বললেন, "আমরা মশীহের (অর্থাৎ খ্রীষ্টের) সন্ধান পেয়েছি।" 42 তিনি তাঁকে যীশুর কাছে নিয়ে এলেন। যীশু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি যোহনের পুত্র শিমোন। তোমাকে কৈফা বলে ডাকা হবে।" (যার অনূদিত অর্থ, পিতর)। 43 পরের দিন যীশু গালীলের উদ্দেশে যাত্রার সিদ্ধান্ত নিলেন। ফিলিপকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" 44 আন্দ্রিয় ও পিতরের মতো ফিলিপও ছিলেন বেথসৈদা নগরের অধিবাসী। 45 ফিলিপ নথনেলকে দেখতে পেয়ে বললেন, "মোশি তার বিধানপুস্তকে ও ভাববাদীরাও যাঁর বিষয়ে লিখেছেন, আমরা তাঁর সন্ধান পেয়েছি। তিনি নাসরতের যীশু, যোষেফের পুত্র।" 46 নথনেল জিজ্ঞাসা করলেন, "নাসরৎ থেকে কি ভালো কিছু আসতে পারে?" ফিলিপ বললেন, "এসে দেখে যাও।" 47 যীশু নথনেলকে আসতে দেখে তাঁর সম্পর্কে বললেন, "ওই দেখো একজন প্রকৃত ইস্রায়েলী, যার মধ্যে কোনও ছলনা নেই।" 48 নথনেল জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কী করে আমাকে চিনলেন।" যীশু বললেন, "ফিলিপ তোমাকে ডাকার আগে তুমি যখন ডুমুর গাছের নিচে ছিলে, তখনই আমি তোমাকে দেখেছিলাম।" 49 তখন নথনেল বললেন, "রব্বি, আপনিই ঈশ্বরের পুত্র, আপনিই ইস্রায়েলের রাজা।" 50 যীশু বললেন, "তোমাকে ডুমুর গাছের তলায় দেখেছি একথা বলার জন্য কি তুমি বিশ্বাস করলে! তুমি এর চেয়েও অনেক মহৎ বিষয় দেখতে পাবে।" 51 তিনি আরও বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, তুমি দেখবে স্বর্গলোক উন্মুক্ত হয়েছে, আর ঈশ্বরের দূতেরা মনুষ্যপুত্রের উপর ওঠানামা করছেন।"

**2** তৃতীয় দিনে গালীলের কানা নগরে এক বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। যীশুর মা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। 2 যীশু এবং তাঁর শিষ্যেরাও সেই বিবাহ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিলেন। 3 দ্রাক্ষারস শেষ হয়ে গেলে, যীশুর মা তাঁকে বললেন, "ওদের দ্রাক্ষারস আর নেই।" 4 যীশু বললেন, "নারী! কেন তুমি এর সঙ্গে আমাকে জড়াচ্ছ? এখনও আমার সময় উপস্থিত হয়নি।" 5 তাঁর মা পরিচারকদের বললেন, "উনি যা বলেন, তোমরা সেইমতো করো।" 6 কাছেই জল রাখার জন্য ছয়টি পাথরের জালা ছিল। ইহুদিদের শুচিকরণ রীতি অনুযায়ী সেগুলিতে জল রাখা হত। প্রতিটি জালায় কুড়ি থেকে তিরিশ গ্যালন জল ধরত। 7 যীশু দাসদের বললেন, "জালাগুলি জলে পূর্ণ করো।" তারা কানায় কানায় সেগুলি ভর্তি করল। 8 তখন তিনি তাদের বললেন, "এবার এখান থেকে কিছুটা তুলে ভোজের কর্তার কাছে নিয়ে যাও।" তারা তাই করল। 9 ভোজের কর্তা দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত জলের স্বাদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না কোথা থেকে এই দ্রাক্ষারস এল। সেকথা দাসেরা জানত। তখন তিনি বরকে এক পাশে ডেকে বললেন, 10 "সবাই প্রথমে উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারসই পরিবেশন করে। অতিথিরা যথেষ্ট পান করার পর কমদামি দ্রাক্ষারস পরিবেশন করা হয়। কিন্তু তুমি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো জিনিসই বাঁচিয়ে রেখেছ!" 11 এ ছিল গালীলের কানা নগরে করা যীশুর প্রথম চিহ্নকাজ। এইভাবে তিনি তাঁর মহিমা প্রকাশ করলেন এবং তাঁর শিষ্যেরা তাঁর উপর বিশ্বাস করলেন। 12 এরপর তিনি তাঁর মা, ভাইদের ও শিষ্যদের নিয়ে কফরনাহূমে গেলেন। তাঁরা সেখানে কিছুদিন থাকলেন। 13 ইহুদিদের নিস্তারপর্ব প্রায় এসে গেলে যীশু জেরুশালেমে গেলেন। 14 তিনি দেখলেন মন্দির-প্রাঙ্গণে লোকেরা গবাদি পশু, মেষ ও পায়রা বিক্রি করছে আর অন্যেরা টেবিল সাজিয়ে মুদ্রা বিনিময় করছে। 15 তিনি দড়ি দিয়ে একটি চাবুক তৈরি করে গবাদি পশু ও মেষপালসহ সবাইকে মন্দির চত্বর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি মুদ্রা-বিনিময়কারীদের মুদ্রা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের টেবিল উল্টে দিলেন। 16 যারা পায়রা বিক্রি করছিল তাদের তিনি বললেন, "এখান থেকে এসব বের করে নিয়ে যাও! আমার পিতার গৃহকে ব্যবসার গৃহে পরিণত কোরো না!" 17 তাঁর শিষ্যদের মনে পড়ল, শাস্ত্রে লেখা আছে, "তোমার গৃহের জন্য আবেগ আমাকে গ্রাস করবে।" 18 ইহুদিরা তখন তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করল, "এই সমস্ত কাজ করার অধিকার যে তোমার আছে, তার প্রমাণস্বরূপ তুমি আমাদের কোন চিহ্ন দেখাতে পারো?" 19 প্রত্যুত্তরে তিনি তাদের বললেন, "তোমরা এই মন্দির ধ্বংস করে ফেলো, আমি তিনদিনে আবার এটি গড়ে তুলব।" 20 ইহুদিরা বলল, "এই মন্দির নির্মাণ করতে ছেচল্লিশ বছর লেগেছে, আর তুমি কি না সেটি তিনদিনে গড়ে তুলবে?" 21 কিন্তু যীশু মন্দির বলতে নিজের দেহের কথা বলেছিলেন। 22 তিনি মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর তাঁর শিষ্যদের মনে পড়েছিল, তিনি কী বলেছিলেন। তখন তাঁরা শাস্ত্র ও যীশুর কথিত বাক্যে বিশ্বাস করলেন। 23 নিস্তারপর্বের উৎসবের সময় জেরুশালেমে থাকাকালীন তিনি যে সমস্ত চিহ্নকাজ করছিলেন, তা দেখে তারা তাঁর নামে বিশ্বাস করল। 24 কিন্তু যীশু নিজে তাদের বিশ্বাস করতেন না,

কারণ তিনি সব মানুষকেই জানতেন। 25 মানুষের সম্পর্কে
কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন তাঁর ছিল না, কারণ
মানুষের অন্তরে কী আছে তা তিনি জানতেন।

**3** নীকদীম নামে ফরিশী সম্প্রদায়ভুক্ত এক ব্যক্তি ছিলেন।
তিনি ছিলেন ইহুদি মহাসভার এক সদস্য। 2 তিনি
রাত্রিবেলা যীশুর কাছে এসে বললেন, "রব্বি, আমরা জানি
আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একজন শিক্ষাগুরু
কারণ ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতীত কোনো মানুষ আপনার
মতো চিহ্নকাজ সম্পাদন করতে পারে না।" 3 উত্তরে যীশু
তাঁকে বললেন, "আমি তোমাকে সত্যি বলছি, নতুন জন্ম
লাভ না করলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শন পায় না।" 4
নীকদীম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বয়স্ক মানুষ কীভাবে
জন্মগ্রহণ করতে পারে? জন্মগ্রহণের জন্য সে নিশ্চয়ই
দ্বিতীয়বার তার মাতৃগর্ভে প্রবেশ করতে পারে না!" 5
যীশু উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, জল
ও পবিত্র আত্মা থেকে জন্মগ্রহণ না করলে কেউ ঈশ্বরের
রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না। 6 মাংস থেকে মাংসই জন্ম
নেয়, আর আত্মা থেকে আত্মাই জন্ম নেয়। 7 'তোমাদের
অবশ্যই নতুন জন্ম লাভ করতে হবে,' আমার একথায় তুমি
বিস্মিত হোয়ো না। 8 বাতাস আপন খেয়ালে যেদিকে খুশি
বয়ে চলে। তোমরা তার শব্দ শুনতে পাও, কিন্তু তার উৎস
কোথায়, কোথায়ই বা সে যায়, তা তোমরা বলতে পারো
না। পবিত্র আত্মা থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিও সেরূপ।" 9
নীকদীম জিজ্ঞাসা করলেন, "কীভাবে তা সম্ভব?" 10 যীশু
বললেন, "তুমি ইস্রায়েলের শিক্ষাগুরু, আর এই সমস্ত তুমি
উপলব্ধি করতে পারছ না? 11 আমি তোমাকে সত্যি বলছি,
আমরা যা জানি, তার কথাই বলি; আর যা দেখেছি, তারই
সাক্ষ্য দিই। তা সত্ত্বেও তোমরা আমাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো
না। 12 আমি তোমাদের পার্থিব বিষয়ের কথা বললেও
তোমরা তা বিশ্বাস করোনি, তাহলে স্বর্গীয় বিষয়ের কথা
কিছু বললে, তোমরা কী করে বিশ্বাস করবে? 13 স্বর্গলোক
থেকে আগত সেই একজন, অর্থাৎ, মনুষ্যপুত্র ব্যতীত
আর কেউ কখনও স্বর্গে প্রবেশ করেননি। 14 মরুপ্রান্তরে
মোশি যেমন সেই সাপকে উঁচুতে স্থাপন করেছিলেন,
মনুষ্যপুত্রকেও তেমনই উন্নত হতে হবে, 15 যেন যারা
তাঁকে বিশ্বাস করে তারা প্রত্যেকেই অনন্ত জীবন পায়।
(aiōnios g166) 16 "কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন
যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে
কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত
জীবন পায়। (aiōnios g166) 17 কারণ জগতের বিচার করতে
ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে জগতে পাঠাননি, কিন্তু তাঁর মাধ্যমে
জগৎকে উদ্ধার করতেই পাঠিয়েছিলেন। 18 যে ব্যক্তি
তাঁকে বিশ্বাস করে না, তার বিচার ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে,
কারণ ঈশ্বরের একজাত পুত্রের নামে সে বিশ্বাস করেনি।
19 এই হল দণ্ডাদেশ: জগতে জ্যোতির আগমন হয়েছে,
কিন্তু মানুষ জ্যোতির পরিবর্তে অন্ধকারকে ভালোবাসলো
কারণ তাদের সব কাজ ছিল মন্দ। 20 যে দুষ্কর্ম করে, সে
জ্যোতিকে ঘৃণা করে ও জ্যোতির সান্নিধ্যে আসতে ভয়
পায়, পাছে তার দুষ্কর্মগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে। 21 কিন্তু যে
সত্যে জীবনযাপন করে সে জ্যোতির সান্নিধ্যে আসে, যেন
তার সমস্ত কাজই ঈশ্বরে সাধিত বলে প্রকাশ পায়।" 22
এরপর যীশু শিষ্যদের সঙ্গে যিহূদিয়ার গ্রামাঞ্চলে গেলেন।
সেখানে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে কিছু সময় কাটালেন ও
বাপ্তিষ্ম দিলেন। 23 শালীমের নিকটবর্তী ঐনোনে যোহন
বাপ্তিষ্ম দিচ্ছিলেন, কারণ সেখানে প্রচুর পরিমাণে জল
ছিল এবং লোকেরা অনবরত এসে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করছিল।
24 (যোহন কারাগারে বন্দি হওয়ার আগে এই ঘটনা
ঘটেছিল।) 25 তখন আনুষ্ঠানিক শুদ্ধকরণ নিয়ে যোহনের
কয়েকজন শিষ্য ও কয়েকজন ইহুদির মধ্যে বিতর্ক দেখা
দিল। 26 তারা যোহনের কাছে এসে বলল, "রব্বি, জর্ডনের
অপর পারে, যিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন—যাঁর বিষয়ে
আপনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন—তিনি বাপ্তিষ্ম দিচ্ছেন, আর
সকলেই তাঁর কাছে যাচ্ছে।" 27 উত্তরে যোহন বললেন,
"ঊর্ধ্বলোক থেকে যা দেওয়া হয়েছে একজন মানুষ কেবল
তাই গ্রহণ করতে পারে। 28 তোমরা নিজেরাই সাক্ষ্য দিতে
পারো যে, আমি বলেছিলাম, 'আমি সেই খ্রীষ্ট নই, কিন্তু
আমি তাঁর আগে প্রেরিত হয়েছি।' 29 যে বধূকে পেয়েছে
সেই তো বর। যে বন্ধু বরের সঙ্গে থাকে, সে তার কথা
শোনার প্রতীক্ষায় থাকে ও বরের কণ্ঠস্বর শুনে আনন্দে পূর্ণ
হয়ে ওঠে। সেই আনন্দই আমার, তা এখন পূর্ণ হয়েছে।
30 তাঁকে অবশ্যই বৃদ্ধি পেতে হবে, আর আমাকে ক্ষুদ্র
হতে হবে। 31 "ঊর্ধ্বলোক থেকে যাঁর আগমন তিনি সবার
উপরে। যিনি মর্ত্য থেকে আসেন তিনি মর্ত্যেরই, আর
তিনি মর্ত্যের কথাই বলেন। স্বর্গলোক থেকে যাঁর আগমন
তিনি সবার ঊর্ধ্বে। 32 তিনি যা দেখেছেন ও শুনেছেন
তারই সাক্ষ্য দেন, কিন্তু তাঁর সাক্ষ্য কেউ গ্রহণ করে না।
33 যে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে সে বিবৃতি দিয়েছে যে ঈশ্বর
সত্য। 34 ঈশ্বর যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি ঈশ্বরের বাক্য
প্রকাশ করেন, কারণ ঈশ্বর সীমা ছাড়িয়ে পবিত্র আত্মা
দান করেন। 35 পিতা পুত্রকে প্রেম করেন এবং সবকিছু
তাঁরই হাতে সমর্পণ করেছেন। 36 পুত্রকে যে বিশ্বাস করে,

সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে; কিন্তু পুত্রকে যে অমান্য করে, সে জীবন দেখতে পাবে না, কারণ ঈশ্বরের ক্রোধ তার উপর নেমে আসে।" (aiōnios g166)

**4** যীশু জানতে পারলেন যে ফরিশীরা শুনেছে, যীশুর শিষ্যসংখ্যা যোহনের চেয়েও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তিনি
2 তাদের বাপ্তিস্ম দিচ্ছেন— অবশ্য যীশু নিজে বাপ্তিস্ম
3 দিতেন না, তাঁর শিষ্যেরাই দিতেন। তিনি যিহূদিয়া
4 ত্যাগ করে আর একবার গালীলে ফিরে গেলেন। কিন্তু
5 শমরিয়ার মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল। যেতে
যেতে তিনি শমরিয়ার শুখর নামক একটি গ্রামে এসে
উপস্থিত হলেন। যাকোব তাঁর পুত্র যোষেফকে যে জমি
6 দান করেছিলেন, সেই স্থানটি তারই নিকটবর্তী। সেই
স্থানে যাকোবের কুয়ো ছিল। পথশ্রান্ত যীশু কুয়োর পাশে
বসলেন। তখন প্রায় দুপুরবেলা। এক শমরীয় নারী
7 জল তুলতে এলে, যীশু তাকে বললেন, "আমাকে একটু
8 জল খেতে করতে দেবে?" (তাঁর শিষ্যেরা তখন খাবার
9 কিনতে নগরে গিয়েছিলেন।) শমরীয় নারী তাঁকে বলল,
"আপনি একজন ইহুদি, আর আমি এক শমরীয় নারী।
আপনি কী করে আমার কাছে খাওয়ার জন্য জল চাইছেন?"
(কারণ ইহুদিদের সঙ্গে শমরীয়দের সামাজিক সম্পর্ক ছিল
10 না।) উত্তরে যীশু তাকে বললেন, "তুমি যদি ঈশ্বরের
দানের কথা জানতে, আর জানতে, কে তোমার কাছে
খাওয়ার জন্য জল চাইছেন, তাহলে তুমিই তাঁর কাছে
চাইতে আর তিনি তোমাকে জীবন্ত জল দিতেন।"
11 সেই নারী তাঁকে বলল, "মহাশয়, আপনার কাছে জল
তোলার কোনো পাত্র নেই, কুয়োটিও গভীর। এই জীবন্ত
জল আপনি কোথায় পাবেন? আমাদের পিতৃপুরুষ
12 যাকোবের চেয়েও কি আপনি মহান? তিনি আমাদের এই
কুয়ো দান করেছিলেন। তিনি নিজেও এর থেকে জল
খেতেন, আর তার পুত্রেরা ও তার পশুপাল এই জলই
13 খেতো।" যীশু উত্তর দিলেন, "যে এই জল খাবে, সে
আবার তৃষ্ণার্ত হবে, 14 কিন্তু আমি যে জল দান করি, তা
যে খাবে, সে কোনোদিনই তৃষ্ণার্ত হবে না। প্রকৃতপক্ষে,
আমার দেওয়া জল তার অন্তরে এক জলের উৎসে পরিণত
হবে, যা অনন্ত জীবন পর্যন্ত উথলে উঠবে।" (aiōn g165,
aiōnios g166) 15 সেই নারী তাঁকে বলল, "মহাশয়, আমাকে
সেই জল দিন, যেন আমার পিপাসা না পায় এবং জল
তোলার জন্য আমাকে এখানে আর আসতে না হয়।"
16 তিনি তাকে বললেন, "যাও, তোমার স্বামীকে ডেকে নিয়ে
17 এসো।" সে উত্তর দিল, "আমার স্বামী নেই।" যীশু
তাকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ যে, তোমার স্বামী
18 নেই। প্রকৃত সত্য হল, তোমার পাঁচজন স্বামী ছিল আর
এখন যে পুরুষটি তোমার সঙ্গে আছে, সে তোমার স্বামী
নয়। তুমি যা বলেছ তা সম্পূর্ণ সত্য।" সেই নারী বলল,
19 "মহাশয়, আমি দেখছি, আপনি একজন ভাববাদী।
20 আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পর্বতে উপাসনা করতেন, কিন্তু
আপনারা, যাঁরা ইহুদি, দাবি করেন যে, জেরুশালেমেই
আমাদের উপাসনা করতে হবে।" যীশু তাকে বললেন,
21 "নারী, আমার কথায় বিশ্বাস করো, এমন সময় আসছে
যখন তোমরা এই পর্বতে অথবা জেরুশালেমে পিতার
22 উপাসনা করবে না। তোমরা শমরীয়েরা জানো না,
তোমরা কী উপাসনা করছ; আমরা জানি, আমরা কী
উপাসনা করি, কারণ ইহুদিদের মধ্য থেকেই পরিত্রাণ
23 উপলব্ধ হবে। কিন্তু এখন সময় আসছে বরং এসে
পড়েছে, যখন প্রকৃত উপাসকেরা আত্মায় ও সত্যে পিতার
উপাসনা করবে, কারণ পিতা এরকম উপাসকদেরই খোঁজ
24 করেন। ঈশ্বর আত্মা, তাই যারা তাঁর উপাসনা করে,
তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।"
25 তখন সেই নারী তাঁকে বলল, "আমি জানি মশীহ" (যাঁকে
খ্রীষ্ট বলা হয়), "আসছেন। তিনি এসে আমাদের কাছে
26 সবকিছু ব্যাখ্যা করবেন।" যীশু তাকে বললেন, "তোমার
সঙ্গে কথা বলছি যে আমি, আমিই সেই খ্রীষ্ট।"
27 ঠিক এসময় শিষ্যেরা ফিরে এসে যীশুকে এক নারীর সঙ্গে কথা
বলতে দেখে বিস্মিত হলেন। কিন্তু একথা কেউ জিজ্ঞাসা
করলেন না, "আপনি কী চাইছেন?" বা "আপনি ওর সঙ্গে
28 কেন কথা বলছেন?" তখন জলের পাত্র ফেলে রেখে
সেই নারী নগরে ফিরে গিয়ে লোকদের বলল, 29 "একজন
মানুষকে দেখবে এসো। আমি এতদিন যা করেছি, তিনি
সবকিছু বলে দিয়েছেন। তিনিই কি সেই খ্রীষ্ট নন?"
30 নগর থেকে বেরিয়ে তারা যীশুর কাছে আসতে লাগল।
31 এই অবসরে তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে মিনতি করলেন, "রব্বি,
32 কিছু খেয়ে নিন।" কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, "আমার
এমন খাবার আছে, যার কথা তোমরা কিছুই জানো না।"
33 তাঁর শিষ্যেরা তখন পরস্পর বলাবলি করলেন, "কেউ
কি তাঁকে কিছু খাবার এনে দিয়েছে?" 34 যীশু বললেন,
"যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা পালন করা ও তাঁর
কাজ শেষ করাই আমার খাবার। 35 তোমরা কি বলো
না, 'আর চার মাস পরেই ফসল কাটার সময় আসবে?'
আমি তোমাদের বলছি, তোমরা চোখ মেলে মাঠের দিকে
তাকিয়ে দেখো। ফসল কাটার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। 36
এমনকি, যে ফসল কাটছে, সে এখনই তার পারিশ্রমিক

পাচ্ছে এবং এখনই সে অনন্ত জীবনের ফসল সংগ্রহ করছে, যেন যে কাটছে, আর যে বুনছে—দুজনেই উল্লসিত হতে পারে। (aiōnios g166) 37 তাই 'একজন বোনে, অপরজন কাটে,' এই কথাটি সত্য। 38 আমি তোমাদের এমন ফসল সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছি, যার জন্য তোমরা পরিশ্রম করোনি। অন্যেরা কঠোর পরিশ্রম করেছে, আর তোমরা তাদের শ্রমের ফসল সংগ্রহ করেছ।" 39 "আমি এতদিন যা করেছি, তিনি তার সবকিছু বলে দিয়েছেন," নারীটির এই সাক্ষ্যের ফলে সেই নগরের বহু শমরীয় যীশুকে বিশ্বাস করল। 40 তাই শমরীয়েরা তাঁর কাছে এসে তাদের সঙ্গে থাকার জন্য তাঁকে মিনতি করলে, তিনি সেখানে দু-দিন থাকলেন। 41 তাঁর বাণী শুনে আরও অনেকেই তাঁকে বিশ্বাস করল। 42 তারা সেই নারীকে বলল, "শুধু তোমার কথা শুনে এখন আর আমরা বিশ্বাস করছি না, আমরা এখন নিজেরা শুনেছি এবং আমরা জানি যে, এই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে জগতের উদ্ধারকর্তা।" 43 দু-দিন পরে তিনি গালীলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। 44 (যীশু স্বয়ং উল্লেখ করেছিলেন যে, ভাববাদী তার নিজের নগরে সম্মানিত হন না।) 45 তিনি গালীলে উপস্থিত হলে গালীলীয়রা তাঁকে স্বাগত জানাল। নিস্তারপর্বের সময় তিনি জেরুশালেমে যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, তারা তা দেখেছিল, কারণ তারাও সেখানে গিয়েছিল। 46 গালীলের যে কানা নগরে তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে রূপান্তরিত করেছিলেন, তিনি আর একবার সেখানে গেলেন। সেখানে এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন, যাঁর পুত্র কফরনাহূমে অসুস্থ ছিল। 47 তিনি যখন শুনতে পেলেন, যীশু যিহূদিয়া থেকে গালীলে এসেছেন, তিনি যীশুর কাছে গিয়ে অনুনয় করলেন, যেন তিনি এসে তার মৃতপ্রায় পুত্রকে সুস্থ করেন। 48 যীশু তাকে বললেন, "তোমরা চিহ্ন ও বিস্ময়কর কিছু না দেখলে কি কখনোই বিশ্বাস করবে না।" 49 রাজকর্মচারী বললেন, "মহাশয়, আমার ছেলেটির মৃত্যুর পূর্বে আসুন।" 50 যীশু উত্তর দিলেন, "যাও, তোমার ছেলে বেঁচে থাকবে।" সেই ব্যক্তি যীশুর কথা বিশ্বাস করে চলে গেলেন। 51 তিনি তখনও পথে, এমন সময় তার পরিচারকেরা এসে তাকে সংবাদ দিল যে, তার ছেলেটি বেঁচে আছে। 52 "কখন থেকে ছেলেটির অবস্থার উন্নতি ঘটল," তার এই প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল, "গতকাল বেলা একটায় তার জ্বর ছেড়েছে।" 53 বালকটির পিতা তখন বুঝতে পারলেন, ঠিক ওই সময়েই যীশু তাকে বলেছিলেন, "তোমার ছেলে বেঁচে থাকবে।" এর ফলে তিনি ও তার সমস্ত পরিজন বিশ্বাস করলেন। 54 যিহূদিয়া থেকে গালীলে আগমনের পর যীশু এই দ্বিতীয় চিহ্নকাজটি সম্পন্ন করলেন।

**5** যীশু কিছুদিন পর ইহুদিদের একটি পর্ব উপলক্ষে জেরুশালেমে গেলেন। 2 সেখানে মেষদ্বারের কাছে একটি সরোবর আছে। অরামীয় ভাষায় একে বলা হয় বেথেসদা। পাঁচটি আচ্ছাদিত ঘাট সরোবরটিকে ঘিরে রেখেছিল। 3 সেখানে বহু প্রতিবন্ধী—অন্ধ, খোঁড়া, পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকেরা শুয়ে থাকত। 4 সময়ে সময়ে প্রভুর এক দূত সেখানে নেমে আসতেন এবং জল কাঁপাতেন। সেই সময় প্রথম যে ব্যক্তি প্রথমে সরোবরের জলে নামত, সে যে কোনো রকমের রোগ থেকে মুক্ত হত। 5 সেখানে আটত্রিশ বছরের এক পঙ্গু ব্যক্তি ছিল। 6 যীশু তাকে সেখানে শুয়ে থাকতে দেখে এবং দীর্ঘদিন ধরেই তার এরকম অবস্থা জেনে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি সুস্থ হতে চাও?" 7 পঙ্গু লোকটি উত্তর দিল, "মহাশয়, জল কেঁপে ওঠার সময় সরোবরের জলে নামতে আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। আমি জলে নামার চেষ্টা করতে করতেই অন্য কেউ আমার আগে নেমে পড়ে।" 8 যীশু তখন তাকে বললেন, "ওঠো, তোমার খাট তুলে নিয়ে চলে যাও।" 9 লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে গেল। সে তার খাট তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগল। যেদিন এই ঘটনা ঘটে, সেদিন ছিল বিশ্রামদিন। 10 তাই, যে লোকটি রোগ থেকে সুস্থ হয়েছিল, ইহুদিরা তাকে বলল, "আজ বিশ্রামদিন। বিধান অনুসারে আজ শয্যা বয়ে নেওয়া তোমার পক্ষে অনুচিত।" 11 কিন্তু সে উত্তর দিল, "যে ব্যক্তি আমাকে সুস্থ করেছেন, তিনিই আমাকে বললেন, 'তোমার বিছানা তুলে নিয়ে চলে যাও।'" 12 অতএব, তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "যে তোমাকে বিছানা তুলে নিয়ে চলে যেতে বলেছে, সে কে?" 13 যে লোকটি সুস্থ হয়েছিল, যীশুর বিষয়ে তার কোনো ধারণাই ছিল না, কারণ যীশু সেখানে উপস্থিত সকলের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন। 14 পরে যীশু তাকে মন্দিরে দেখতে পেয়ে বললেন, "দেখো, তুমি এবার সুস্থ হয়ে উঠেছ। আর পাপ কোরো না, না হলে তোমার জীবনে এর থেকেও বেশি অমঙ্গল ঘটতে পারে।" 15 লোকটি ফিরে গিয়ে ইহুদিদের বলল যে, যীশু তাকে সুস্থ করেছেন। 16 যীশু বিশ্রামদিনে এই সমস্ত কাজ করছিলেন বলে ইহুদিরা তাঁকে তাড়না করল এবং হত্যা করারও চেষ্টা করল। 17 যীশু তাদের বললেন, "আমার পিতা নিরন্তর কাজ করে চলেছেন, আর আমিও কাজ করে চলেছি।" 18 এই কারণে ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কারণ

তিনি যে শুধু বিশ্রামদিন লঙ্ঘন করছিলেন, তা নয়, তিনি ঈশ্বরকে তাঁর পিতা বলেও সম্বোধন করে নিজেকে ঈশ্বরের সমতুল্য করেছিলেন। 19 যীশু তাদের এই উত্তর দিলেন: "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, পুত্র নিজে থেকে কিছুই করেন না, কিন্তু পিতাকে যা করতে দেখেন, তিনি কেবল তাই করতে পারেন, কারণ পিতা যা করেন, পুত্রও তাই করেন। 20 পিতা পুত্রকে প্রেম করেন এবং তিনি যা করেন, তা পুত্রকে দেখান। হ্যাঁ, তোমরা অবাক বিস্ময়ে দেখবে, তিনি এর চেয়েও মহৎ মহৎ বিষয় তাঁকে দেখাচ্ছেন। 21 পিতা যেমন মৃতদের উত্থাপিত করে জীবন দান করেন, পুত্রও তেমনই যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন দান করেন। 22 আর পিতা কারও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারের ভার পুত্রের উপর দিয়েছেন, 23 যেন তারা যেমন পিতাকে সম্মান করে, তেমনই সকলে পুত্রকেও সম্মান করে। যে ব্যক্তি পুত্রকে সম্মান করে না, সে সেই পিতাকেও সম্মান করে না, যিনি তাঁকে পাঠিয়েছেন। 24 "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যে আমার বাক্য শোনে এবং যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে। সে বিচারে দোষী সাব্যস্ত হবে না, কারণ সে মৃত্যু থেকে জীবনে পার হয়েছে। (aiōnios g166) 25 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, সময় আসছে, বরং তা এসে গেছে, যখন মৃতেরা ঈশ্বর পুত্রের রব শুনতে পাবে; আর যারা শুনবে, তারা জীবিত হবে। 26 কারণ পিতার মধ্যে যেমন জীবন আছে, তেমনই তিনি পুত্রকেও তাঁর মধ্যে জীবন রাখার অধিকার দিয়েছেন। 27 পিতা পুত্রকে বিচার করার অধিকার দিয়েছেন, কারণ তিনি মনুষ্যপুত্র। 28 "তোমরা একথায় বিস্মিত হোয়ো না, কারণ এমন এক সময় আসছে, যখন কবরস্থ লোকেরা সকলে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনবে এবং 29 যারা সৎকাজ করেছে, তারা জীবনের পুনরুত্থানের জন্য, আর যারা দুষ্কর্ম করেছে, তারা বিচারের পুনরুত্থানের জন্য বের হয়ে আসবে। 30 আমি আমার ইচ্ছামতো কিছুই করতে পারি না। আমি যেমন শুনি, কেবল তেমনই বিচার করি। আর আমার বিচার ন্যায্য কারণ আমি নিজের নয়, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই ইচ্ছা পালনের চেষ্টা করি। 31 "আমি যদি নিজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিই, তাহলে আমার এই সাক্ষ্য সত্য নয়। 32 আর একজন আছেন, যিনি আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। আমি জানি, আমার বিষয়ে তাঁর সাক্ষ্য সত্য। 33 "তোমরা যোহনের কাছে লোক পাঠিয়েছিলে। তিনি সত্যের পক্ষেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। 34 আমি যে মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি তা নয়, কিন্তু তোমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করতে পারো, সেজন্য এর উল্লেখ করছি। 35 যোহন ছিলেন এক প্রদীপ যিনি জ্যোতি প্রদান করেছিলেন এবং কিছু সময় তোমরা তার জ্যোতি উপভোগ করতে চেয়েছিলে। 36 "সেই যোহনের সাক্ষ্যের চেয়েও এক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য আমার আছে। পিতা আমাকে যে কাজ সম্পাদন করতে দিয়েছেন এবং যে কাজ সম্পূর্ণ করতে আমি নিয়োজিত, সেই কাজই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, পিতা আমাকে পাঠিয়েছেন। 37 পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি স্বয়ং আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তোমরা কখনও তাঁর স্বর শোনোনি, তাঁর রূপও দেখোনি। 38 তোমাদের মধ্যে তাঁর বাক্য বিরাজ করে না। কারণ তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো না। 39 তোমরা মনোযোগ সহকারে শাস্ত্র পাঠ করে থাকো, কারণ তোমরা মনে করো যে, তার মাধ্যমেই তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করেছ। সেই শাস্ত্র আমারই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছে। (aiōnios g166) 40 তবু তোমরা জীবন পাওয়ার জন্য আমার কাছে আসতে চাও না। 41 "মানুষের প্রশংসা আমি গ্রহণ করি না। 42 কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। আমি জানি, তোমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেম নেই। 43 আমি আমার পিতার নামে এসেছি, কিন্তু তোমরা আমাকে গ্রহণ করলে না। অন্য কেউ যদি তার নিজের নামে আসে, তোমরা তাকে গ্রহণ করবে। 44 তোমরা যদি পরস্পরের কাছ থেকে গৌরবলাভের জন্য সচেষ্ট হও অথচ যে গৌরব কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া যায়, তা পাওয়ার জন্য যদি কোনো প্রয়াস না করো, তাহলে কীভাবে তোমরা বিশ্বাস করতে পারো? 45 "তোমরা মনে কোরো না যে, পিতার সামনে আমি তোমাদের অভিযুক্ত করব। যার উপর তোমাদের প্রত্যাশা, সেই মোশিই তোমাদের অভিযুক্ত করবেন। 46 তোমরা যদি মোশিকে বিশ্বাস করতে, তাহলে আমাকেও বিশ্বাস করতে, কারণ তিনি আমারই বিষয়ে লিখেছেন। 47 তার লিখিত বাণী তোমরা বিশ্বাস না করলে, আমার মুখের কথা তোমরা কীভাবে বিশ্বাস করবে?"

**6** এর কিছুদিন পর, যীশু গালীল সাগরের (অর্থাৎ, টাইবেরিয়াস সাগরের) দূরবর্তী তীরে, লম্বালম্বি ভাবে পার হলেন। 2 অসুস্থদের ক্ষেত্রে তিনি যে চিহ্নকাজ সাধন করেছিলেন, তার পরিচয় পেয়ে অনেক লোক তাঁকে অনুসরণ করল। 3 যীশু তখন শিষ্যদের নিয়ে এক পর্বতে উঠলেন ও তাঁদের নিয়ে সেখানে বসলেন। 4 তখন ইহুদিদের নিস্তারপর্ব উৎসবের সময় এসে গিয়েছিল। 5 যীশু চোখ তুলে অনেক লোককে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে ফিলিপকে বললেন, "এসব লোককে খাওয়াবার

জন্য আমরা কোথা থেকে রুটি কিনব।” 6 তিনি তাঁকে
শুধু পরীক্ষা করার জন্যই একথা জিজ্ঞাসা করলেন, কারণ
তিনি যে কি করবেন সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই মনস্থির করে
ফেলেছিলেন। 7 ফিলিপ তাঁকে উত্তর দিলেন, “প্রত্যেকের
মুখে কিছু খাবার দেওয়ার জন্য আট মাসের বেতনের
বিনিময়ে কেনা রুটিও পর্যাপ্ত হবে না।” 8 তাঁর অপর
একজন শিষ্য, শিমোন পিতরের ভাই, আন্দ্রিয়কে বললেন,
9 “এখানে একটি ছেলের কাছে যবের পাঁচটি ছোটো রুটি
ও দুটি ছোটো মাছ আছে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে ওতে
কী হবে?” 10 যীশু বললেন, “লোকদের বসিয়ে দাও।”
সেখানে প্রচুর ঘাস ছিল এবং প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ বসে
পড়ল। 11 তখন যীশু রুটিগুলি নিয়ে ধন্যবাদ দিলেন এবং
যারা বসেছিলেন তাদের মধ্যে চাহিদামতো ভাগ করে
দিলেন। মাছগুলি নিয়েও তিনি তাই করলেন। 12 সকলে
তৃপ্তি করে খাওয়ার পর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন,
“অবশিষ্ট রুটির টুকরোগুলি এক জায়গায় জড়ো করো।
কোনো কিছুই যেন নষ্ট না হয়।” 13 তাই তাঁরা সেই পাঁচটি
যবের রুটির অবশিষ্ট অংশ সংগ্রহ করলেন। লোকদের
খাওয়ার পর বেঁচে যাওয়া রুটির টুকরোগুলি দিয়ে তাঁরা
বারোটি ঝুড়ি পূর্ণ করলেন। 14 যীশুর করা এই চিহ্নকাজ
দেখে লোকেরা বলতে লাগল, “পৃথিবীতে যাঁর আসার কথা,
ইনি নিশ্চয়ই সেই ভাববাদী।” 15 যীশু বুঝতে পারলেন যে
লোকেরা তাঁকে জোর করে রাজা করতে চায়, তখন তিনি
নিজে একটি পাহাড়ে চলে গেলেন। 16 সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে
তাঁর শিষ্যেরা সাগরের তীরে নেমে গেলেন। 17 সেখানে
একটি নৌকায় উঠে তাঁরা সাগর পার হয়ে কফরনাহূমের
উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সেই সময় অন্ধকার নেমে এলেও
যীশু তখনও তাঁদের কাছে ফিরে আসেননি। 18 প্রবল
বাতাস বইছিল এবং জলরাশি উত্তাল হয়ে উঠেছিল। 19
তাঁরা নৌকা বেয়ে পাঁচ-ছয় কিলোমিটার এগিয়ে যাওয়ার
পর যীশুকে জলের উপর দিয়ে হেঁটে নৌকার দিকে আসতে
দেখলেন। তাঁরা ভয় পেলেন। 20 কিন্তু তিনি তাঁদের
বললেন, “এ আমি, ভয় পেয়ো না।” 21 তখন তাঁরা
যীশুকে নৌকায় তুলতে আগ্রহী হলেন এবং তাঁরা যেখানে
যাচ্ছিলেন নৌকা তাঁদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। 22
পরদিন, সাগরের অপর তীরে যারা থেকে গিয়েছিল, তারা
বুঝতে পারল যে, আগের দিন সেখানে একটি নৌকা ছাড়া
আর অন্য নৌকা ছিল না। যীশু শিষ্যদের সঙ্গে সেই নৌকায়
ওঠেননি, বরং শিষ্যেরা নিজেরাই চলে গিয়েছিলেন।
23 প্রভুর ধন্যবাদ দেওয়ার পর লোকেরা যেখানে রুটি
খেয়েছিল, টাইবেরিয়াস থেকে কয়েকটি নৌকা তখন
সেই স্থানে এসে পৌঁছাল। 24 যীশু বা তাঁর শিষ্যদের
কেউই সেখানে নেই বুঝতে পেরে সকলে নৌকায় উঠে
যীশুর সন্ধানে কফরনাহূমে গেল। 25 সাগরের অপর পারে
যীশুকে দেখতে পেয়ে তারা জিজ্ঞাসা করল, “রব্বি, আপনি
কখন এখানে এলেন?” 26 যীশু উত্তর দিলেন, “আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা চিহ্নকাজ দেখেছিলে
বলে যে আমার অন্বেষণ করছ, তা নয়, কিন্তু রুটি খেয়ে
তৃপ্ত হয়েছিলে বলেই তোমরা আমার অন্বেষণ করছ। 27 যে
খাদ্য নষ্ট হয়ে যায় তার জন্য নয়, বরং অনন্ত জীবনব্যাপী
স্থায়ী খাদ্যের জন্য তোমরা পরিশ্রম করো। মনুষ্যপুত্রই
তোমাদের সেই খাদ্য দান করবেন। পিতা ঈশ্বর তাঁকেই
মুদ্রাঙ্কিত করেছেন।” (aiōnios g166) 28 তারা তখন জিজ্ঞাসা
করল, “ঈশ্বরের কাজ করতে হলে আমাদের কী করতে
হবে?” 29 যীশু উত্তর দিলেন, “ঈশ্বরের কাজ হল এই:
তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন, তোমরা তাঁকে বিশ্বাস করো।” 30
অতএব, তারা জিজ্ঞাসা করল, “আপনাকে বিশ্বাস করতে
পারি, এমন কী অলৌকিক চিহ্নকাজ আপনি আমাদের
দেখাবেন? আপনি কী করবেন? 31 ‘তিনি খাবারের জন্য
স্বর্গ থেকে তাদের খাদ্য দিয়েছিলেন,’ শাস্ত্রে লিখিত এই
বচন অনুসারে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না
আহার করেছিলেন।” 32 যীশু তাদের বললেন, “আমি
তোমাদের সত্যিই বলছি, মোশি স্বর্গ থেকে তোমাদের সেই
খাদ্য দেননি, বরং আমার পিতাই স্বর্গ থেকে প্রকৃত খাদ্য
দান করেন। 33 কারণ যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসে জগৎকে
জীবন দান করেন, তিনিই ঈশ্বরীয় খাদ্য।” 34 তারা বলল,
“প্রভু, এখন থেকে সেই খাদ্যই আমাদের দিন।” 35 যীশু
তখন ঘোষণা করলেন, “আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে
আমার কাছে আসে, সে কখনও ক্ষুধার্ত হবে না এবং যে
আমাকে বিশ্বাস করে, সে কোনোদিনই পিপাসিত হবে
না। 36 কিন্তু আমি যেমন তোমাদের বলেছি, তোমরা
আমাকে দেখেছ অথচ এখনও পর্যন্ত আমাকে বিশ্বাস
করোনি। 37 পিতা যাদের আমাকে দেন, তাদের সবাই
আমার কাছে আসবে, আর যে আমার কাছে আসে, তাকে
আমি কখনও তাড়িয়ে দেব না। 38 কারণ আমার ইচ্ছা
পূরণের জন্য আমি স্বর্গ থেকে আসিনি, আমি এসেছি যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা পূরণের জন্য। 39 আর
যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর ইচ্ছা এই যে, তিনি যাদের
আমাকে দিয়েছেন, আমি যেন তাদের একজনকেও না
হারাই, কিন্তু শেষের দিনে তাদের মৃত্যু থেকে উত্থাপিত
করি। 40 কারণ আমার পিতার ইচ্ছা এই, পুত্রের দিকে
যে দৃষ্টিপাত করে তাঁকে বিশ্বাস করে, সে যেন অনন্ত

জীবন লাভ করে। আর শেষের দিনে আমি তাকে উত্থাপিত করব।" (aiōnios g166) 41 একথায় ইহুদিরা তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগল, কারণ তিনি বলেছিলেন, "আমিই সেই খাদ্য, যা স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে।" 42 তারা বলল, "এ কি যোষেফের পুত্র যীশু নয়, যার বাবা-মা আমাদের পরিচিত? তাহলে কী করে ও এখন বলছে, 'আমি স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছি'?" 43 প্রত্যুত্তরে যীশু বললেন, "তোমরা নিজেদের মধ্যে অসন্তোষ দেখিয়ো না। 44 পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আকর্ষণ না করলে কেউ আমার কাছে আসতে পারে না, আর শেষের দিনে আমি তাকে উত্থাপিত করব। 45 ভাববাদীদের গ্রন্থে লেখা আছে, 'তারা সবাই ঈশ্বরের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করবে।' পিতার কথায় যে কর্ণপাত করে এবং তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে, সে আমার কাছে আসে। 46 ঈশ্বরের কাছ থেকে যিনি এসেছেন, তিনি ব্যতীত আর কেউ পিতার দর্শন লাভ করেনি, একমাত্র তিনিই পিতাকে দর্শন করেছেন। 47 আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে। (aiōnios g166) 48 আমিই সেই জীবন-খাদ্য। 49 তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না আহার করেছিল, তবুও তাদের মৃত্যু হয়েছিল। 50 কিন্তু এখানে স্বর্গ থেকে আগত সেই খাদ্য রয়েছে, কোনো মানুষ তা গ্রহণ করলে তার মৃত্যু হবে না। 51 আমিই স্বর্গ থেকে নেমে আসা সেই জীবন-খাদ্য। যদি কেউ এই খাদ্যগ্রহণ করে, সে চিরজীবী হবে। আমার মাংসই এই খাদ্য, যা জগতের জীবন লাভের জন্য আমি দান করব।" (aiōn g165) 52 তখন ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ শুরু করল, "এই লোকটি কীভাবে আমাদের খাওয়ার জন্য তাঁর মাংস দান করতে পারে?" 53 যীশু তাদের বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যদি মনুষ্যপুত্রের মাংস ভোজন এবং তাঁর রক্ত পান না করো, তোমাদের মধ্যে জীবন নেই। 54 যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন লাভ করেছে এবং শেষের দিনে আমি তাকে উত্থাপিত করব। (aiōnios g166) 55 কারণ আমার মাংসই প্রকৃত খাদ্য এবং আমার রক্তই প্রকৃত পানীয়। 56 যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে আমার মধ্যে থাকে, আর আমি তার মধ্যে থাকি। 57 জীবন্ত পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন এবং আমি যেমন পিতারই জন্য জীবনধারণ করি, আমাকে যে ভোজন করে, সেও তেমনই আমার জন্য জীবনধারণ করবে। 58 এই সেই খাদ্য যা স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মান্না ভোজন করেছিল, তাদের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু যে এই খাদ্য ভোজন করে, সে চিরকাল জীবিত থাকবে।" (aiōn g165) 59 কফরনাহূমের সমাজভবনে শিক্ষা দেওয়ার সময় তিনি এসব কথা বললেন। 60 একথা শুনে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকে বললেন, "এ এক কঠিন শিক্ষা। এই শিক্ষা কে গ্রহণ করতে পারে?" 61 শিষ্যেরা এ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে, জানতে পেরে যীশু তাদের বললেন, "একথায় কি তোমরা আঘাত পেলে? 62 তাহলে, মনুষ্যপুত্র আগে যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানে উন্নীত হতে দেখলে কী বলবে? 63 পবিত্র আত্মাই জীবন দান করেন, মাংস কিছু উপকারী নয়। তোমাদের কাছে আমি যেসব কথা বলেছি সেই বাক্যই আত্মা এবং জীবন। 64 কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা বিশ্বাস করে না।" কারণ প্রথম থেকেই যীশু জানতেন, তাদের মধ্যে কে তাঁকে বিশ্বাস করবে না এবং কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে। 65 তিনি বলে চললেন, "এই জন্য আমি তোমাদের বলছি, পিতার কাছ থেকে সামর্থ্য লাভ না করলে, কেউ আমার কাছে আসতে পারে না।" 66 সেই সময় থেকে বহু শিষ্য ফিরে গেল এবং তারা আর তাঁকে অনুসরণ করল না। 67 তখন যীশু সেই বারোজন শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরাও কি আমাকে ছেড়ে যেতে চাও?" 68 শিমোন পিতর তাঁকে উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমরা কার কাছে যাব? আপনার কাছেই আছে অনন্ত জীবনের বাক্য। (aiōnios g166) 69 আমরা বিশ্বাস করি এবং জানি যে, আপনিই ঈশ্বরের সেই পবিত্র ব্যক্তি।" 70 যীশু তখন বললেন, "তোমাদের এই বারোজনকে কি আমি মনোনীত করিনি? তবুও তোমাদের মধ্যে একজন হচ্ছে এক দিয়াবল।" 71 (একথার দ্বারা তিনি শিমোন ইষ্কারিয়োৎ-এর পুত্র যিহূদার বিষয়ে ইঙ্গিত করলেন। সে বারোজন শিষ্যের অন্যতম হলেও পরবর্তীকালে যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।)

**7** এরপর যীশু গালীল প্রদেশের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, ইচ্ছাপূর্বক তিনি যিহূদিয়া থেকে দূরে রইলেন, কারণ সেখানে ইহুদিরা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল। 2 কিন্তু ইহুদিদের কুটিরবাস-পর্ব সন্নিকট হলে, 3 যীশুর ভাইয়েরা তাঁকে বলল, "এ স্থান ছেড়ে তোমার যিহূদিয়ায় যাওয়া উচিত, যেন তোমার শিষ্যেরা তোমার অলৌকিক কাজ দেখতে পায়। 4 প্রকাশ্যে পরিচিতি লাভ করতে চাইলে কেউ গোপনে কাজ করে না। তুমি যখন এই সমস্ত কাজ করছই, তখন নিজেকে জগতের সামনে প্রকাশ করো।" 5 এরকম বলার কারণ হল, এমনকি যীশুর

নিজের ভাইরাও তাঁকে বিশ্বাস করত না। 6 তখন যীশু তাদের বললেন, "আমার নিরূপিত সময় এখনও আসেনি, তোমাদের পক্ষে যে কোনো সময়ই উপযুক্ত। 7 জগৎ তোমাদের ঘৃণা করতে পারে না, কিন্তু আমাকে ঘৃণা করে। কারণ জগৎ যা করে, তা যে মন্দ, তা আমি প্রকাশ করে দিই। 8 তোমরাই পর্বে যোগদান করতে যাও। আমি এখনই পর্বে যাচ্ছি না, কারণ আমার উপযুক্ত সময় এখনও আসেনি।" 9 একথা বলে তিনি গালীলেই থেকে গেলেন। 10 কিন্তু তাঁর ভাইয়েরা পর্বে চলে গেলে, তিনিও সেখানে গেলেন, তবে প্রকাশ্যে নয়, কিন্তু গোপনে। 11 পর্বের সময় ইহুদিরা যীশুর সন্ধান করছিল এবং জিজ্ঞাসা করছিল, "সেই ব্যক্তি কোথায়?" 12 ভিড়ের মধ্যে তাঁকে নিয়ে প্রচুর গুঞ্জন চলছিল। কেউ কেউ বলল, "তিনি একজন সৎ মানুষ।" অন্যেরা বলল, "না, সে মানুষকে ভুল পথে চালনা করছে।" 13 কিন্তু ইহুদিদের ভয়ে কেউ তাঁর সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনো কথা বলল না। 14 পর্বের মাঝামাঝি সময়, যীশু মন্দির-প্রাঙ্গণে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। 15 ইহুদিরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "শিক্ষালাভ না করেও এই মানুষটি কী করে এত শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে উঠল?" 16 যীশু উত্তর দিলেন, "এই শিক্ষা আমার নিজস্ব নয়। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছ থেকেই আমি এই শিক্ষা পেয়েছি। 17 কেউ যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে মনস্থির করে, তাহলে সে উপলব্ধি করতে পারবে, আমার এই শিক্ষা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, না আমি নিজে থেকে বলেছি। 18 যে নিজের জ্ঞানের কথা বলে, সে তার গৌরবপ্রাপ্তির জন্যই তা করে, কিন্তু যে তার প্রেরণকর্তার গৌরবের জন্য কাজ করে, সে সত্যবাদী পুরুষ। তার মধ্যে কোনো মিথ্যাচার নেই। 19 মোশি কি তোমাদের বিধান দেননি? তবু তোমরা একজনও সেই বিধান পালন করো না। তোমরা কেন আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছ?" 20 সব লোক উত্তর দিল, "তোমাকে ভূতে পেয়েছে। কে তোমাকে হত্যার চেষ্টা করছে?" 21 যীশু তাদের বললেন, "আমি মাত্র একটি অলৌকিক কাজ করেছি, আর তা দেখেই তোমরা চমৎকৃত হয়েছিলে। 22 মোশি তোমাদের সুন্নত প্রথা দিয়েছিলেন বলে (যদিও প্রকৃতপক্ষে মোশি তা দেননি, কিন্তু পিতৃপুরুষদের সময় থেকে এই প্রথার প্রচলন ছিল), তোমরা বিশ্রামদিনে শিশুকে সুন্নত করে থাকো। 23 এখন, বিশ্রামদিনে কোনো শিশুকে সুন্নত করলে যদি মোশির বিধান ভাঙা না হয়, তাহলে বিশ্রামদিনে একটি মানুষকে সম্পূর্ণ সুস্থ করেছি বলে তোমরা আমার উপর ক্রুদ্ধ হচ্ছো কেন? 24 শুধু বাহ্যিক বিষয় দেখে বিচার কোরো না, ন্যায়সংগত বিচার করো।" 25 সেই সময় জেরুশালেমের কিছু লোক জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "এই লোকটিকেই কি তারা হত্যা করার চেষ্টা করছেন না? 26 ইনি তো এখানে প্রকাশ্যে কথা বলছেন, অথচ তারা তাঁকে একটিও কথা বলছেন না। কর্তৃপক্ষ কি সত্যিসত্যিই মেনে নিয়েছেন যে, উনিই সেই খ্রীষ্ট? 27 যাই হোক, এই ব্যক্তি কোথা থেকে এসেছেন তা আমরা জানি, কিন্তু খ্রীষ্ট এলে কেউ জানবে না যে কোথা থেকে তাঁর আগমন হয়েছে।" 28 তারপর মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু উচ্চকণ্ঠে বললেন, "এটা ঠিক যে, তোমরা আমাকে জানো এবং আমি কোথা থেকে এসেছি, তাও তোমরা জানো। আমি নিজের ইচ্ছানুসারে এখানে আসিনি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্যময়। তোমরা তাঁকে জানো না। 29 কিন্তু আমি তাঁকে জানি, কারণ আমি তাঁরই কাছ থেকে এসেছি এবং তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন।" 30 একথায় তারা তাঁকে বন্দি করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না, কারণ তাঁর সময় তখনও উপস্থিত হয়নি। 31 কিন্তু লোকদের মধ্যে অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল। তারা বলল, "খ্রীষ্টের আগমন হলে তিনি কি এই লোকটির চেয়ে আরও বেশি চিহ্নকাজ করে দেখাবেন?" 32 ফরিশীরা লোকদিগকে তাঁর সম্পর্কে এসব বিষয়ে কানাকানি করতে শুনল। তখন প্রধান যাজকবর্গ এবং ফরিশীরা তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য মন্দিরের রক্ষীদের পাঠাল। 33 যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সঙ্গে আর অল্পকাল আছি, তারপর যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমি তাঁর কাছে ফিরে যাব। 34 তোমরা আমার সন্ধান করবে, কিন্তু পাবে না। আর আমি যেখানে থাকব, তোমরা সেখানে আসতে পারো না।" 35 তখন ইহুদিরা পরস্পর বলাবলি করল, "এই লোকটি এমন কোথায় যেতে চায় যে আমরা তাঁর সন্ধান পাব না? যেখানে গ্রিকদের মধ্যে আমাদের লোকরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে, ও কি সেখানে গিয়ে গ্রিকদের শিক্ষা দিতে চায়? 36 'তোমরা আমাকে খুঁজবে, কিন্তু পাবে না,' আর, 'আমি যেখানে থাকব, তোমরা সেখানে আসতে পারো না,' একথার দ্বারা ও কী বলতে চায়?" 37 পর্বের শেষ ও প্রধান দিনটিতে যীশু দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক। 38 আমাকে যে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রের বচন অনুসারে, তার অন্তর থেকে জীবন্ত জলের স্রোতোধারা প্রবাহিত হবে।" 39 একথার দ্বারা তিনি সেই পবিত্র আত্মার কথাই বললেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, পরবর্তীকালে তারা সেই আত্মা লাভ করবে। যীশু তখনও

মহিমান্বিত হননি, তাই সেই সময় পর্যন্ত পবিত্র আত্মা প্রদান করা হয়নি। 40 তাঁর একথা শুনে কিছু লোক বলল, "নিশ্চয়ই, এই লোকটিই সেই ভাববাদী।" 41 অন্যেরা বলল, "ইনিই সেই খ্রীষ্ট।" আবার অনেকে জিজ্ঞাসা করল, "গালীল থেকে কি খ্রীষ্টের আগমন হতে পারে? 42 শাস্ত্র কি একথা বলে না যে, দাউদ যেখানে বসবাস করতেন, সেই বেথলেহেম নগরে, দাউদের বংশে খ্রীষ্টের আগমন হবে?" 43 এভাবে যীশুকে নিয়ে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। 44 কয়েকজন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে চাইলেও কেউ তাঁর গায়ে হাত দিল না। 45 মন্দিরের রক্ষীরা অবশেষে প্রধান যাজকদের ও ফরিশীদের কাছে ফিরে গেল। তারা তাদের জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা তাকে ধরে নিয়ে এলে না কেন?" 46 রক্ষীরা বলল, "এই লোকটি যেভাবে কথা বলেন, এ পর্যন্ত আর কেউ সেভাবে কথা বলেননি।" 47 প্রত্যুত্তরে ফরিশীরা ব্যঙ্গ করে বলল, "তোমরা বলতে চাইছ, লোকটি তোমাদেরও বিভ্রান্ত করেছে। 48 কোনো নেতা বা কোনো ফরিশী কি তাকে বিশ্বাস করেছে? 49 না! কিন্তু এই যেসব লোক, যারা বিধানের কিছুই জানে না, এরা সকলে অভিশপ্ত।" 50 তখন নীকদীম, যিনি আগে যীশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন এবং যিনি ছিলেন তাদেরই একজন, জিজ্ঞাসা করলেন, 51 "কোনো ব্যক্তির কথা প্রথমে না শুনে ও সে কী করে তা না জেনে, তাকে দোষী সাব্যস্ত করা কি আমাদের পক্ষে বিধানসংগত?" 52 তারা উত্তর দিল, "তুমিও কি গালীলের লোক? শাস্ত্র খুঁজে দেখো, দেখতে পাবে যে, গালীল থেকে কোনো ভাববাদীই আসতে পারেন না।" 53 তখন তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের ঘরে ফিরে গেল,

**8** কিন্তু যীশু জলপাই পর্বতে চলে গেলেন। 2 ভোরবেলায় যীশু আবার মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলেন। সেখানে সমস্ত লোক তাঁর চারপাশে সমবেত হলে তিনি বসলেন ও তাদের শিক্ষাদান করলেন। 3 তখন শাস্ত্রবিদ এবং ফরিশীরা ব্যভিচারের দায়ে অভিযুক্ত এক নারীকে নিয়ে এল। তারা সকলের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে 4 তারা যীশুকে বলল, "গুরুমহাশয়, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার মুহূর্তে ধরা পড়েছে। 5 মোশি তাঁর বিধানে এই ধরনের স্ত্রীলোককে পাথর মারার আদেশ দিয়েছেন। এখন এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?" 6 তারা এই প্রশ্নটি ফাঁদ হিসেবে প্রয়োগ করল, যেন যীশুকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো সূত্র পেতে পারে। কিন্তু যীশু নত হয়ে তাঁর আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। 7 কিন্তু তারা যখন তাঁকে বারবার প্রশ্ন করল, তিনি সোজা হয়ে তাদের বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিষ্পাপ থাকে, তাহলে প্রথমে সেই তাকে পাথর মারুক," 8 বলে তিনি আবার নত হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। 9 যারা একথা শুনল তারা, প্রবীণ থেকে শুরু করে শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত একে একে সরে পড়তে লাগল। সেখানে শুধু যীশু রইলেন, আর দাঁড়িয়ে থাকল সেই নারী। 10 যীশু সোজা হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারী, ওরা সব গেল কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করেনি?" 11 সে বলল, "একজনও নয়, প্রভু।" যীশু বললেন, "তাহলে আমিও তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করি না। এখন যাও, আর কখনও পাপ কোরো না।" 12 লোকদের আবার শিক্ষা দেওয়ার সময় যীশু বললেন, "আমি জগতের জ্যোতি। যে আমাকে অনুসরণ করে, সে কখনও অন্ধকারে পথ চলবে না, বরং সে জীবনের জ্যোতি লাভ করবে।" 13 ফরিশীরা তাঁর প্রতিবাদ করে বলল, "তুমি তো নিজের হয়ে নিজেই সাক্ষ্য দিচ্ছ, তোমার সাক্ষ্য বৈধ নয়।" 14 যীশু উত্তর দিলেন, "নিজের পক্ষে সাক্ষ্য দিলেও আমার সাক্ষ্য বৈধ, কারণ আমি কোথা থেকে এসেছি, আর কোথায় যাচ্ছি, তা আমি জানি। কিন্তু আমি কোথা থেকে এসেছি বা কোথায় যাচ্ছি, সে বিষয়ে তোমাদের কোনো ধারণা নেই। 15 তোমরা মানুষের মানদণ্ডে বিচার করো; আমি কারও বিচার করি না। 16 কিন্তু যদি আমি বিচার করি, আমার রায় যথার্থ, কারণ আমি একা নই। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সেই পিতা স্বয়ং আমার সঙ্গে আছেন। 17 তোমাদের নিজেদের বিধানশাস্ত্রে লেখা আছে যে, দুজন লোকের সাক্ষ্য বৈধ। 18 আমার সাক্ষী আমি স্বয়ং, অপর সাক্ষী হলেন পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" 19 তারা তখন যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার পিতা কোথায়?" যীশু উত্তর দিলেন, "তোমরা আমাকে বা আমার পিতাকে জানো না। যদি তোমরা আমাকে জানতে, তাহলে আমার পিতাকেও জানতে।" 20 যেখানে দান উৎসর্গ করা হত, সেই স্থানের কাছে মন্দির-প্রাঙ্গণে শিক্ষা দেওয়ার সময়, যীশু এই সমস্ত কথা বললেন। তবুও কেউ তাঁকে গ্রেপ্তার করল না, কারণ তাঁর সময় তখনও আসেনি। 21 যীশু আর একবার তাদের বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি, আর তোমরা আমাকে খুঁজে বেড়াবে, কিন্তু তোমাদের পাপেই তোমাদের মৃত্যু হবে। আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না?" 22 এর ফলে ইহুদিরা বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ও কি আত্মহত্যা করবে? সেই কারণেই ও কি বলছে, 'আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে তোমরা আসতে পারো না'?" 23 তিনি কিন্তু বলে চললেন, "তোমরা মর্তের

মানুষ কিন্তু আমি ঊর্ধ্বলোকের। তোমরা এই জগতের, আমি এই জগতের নই। 24 সেই কারণেই আমি তোমাদের বলেছি, তোমাদের পাপেই তোমাদের মৃত্যু হবে; আমি নিজের বিষয়ে যা দাবি করেছি, যে আমিই তিনি, তোমরা তা বিশ্বাস না করলে অবশ্যই তোমাদের পাপে তোমাদের মৃত্যু হবে।" 25 তারা জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে?" যীশু উত্তর দিলেন, "আমি প্রথম থেকে যা দাবি করে আসছি, আমিই সেই। 26 তোমাদের বিষয়ে বিচার করে আমার অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি সত্য। তাঁর কাছ থেকে আমি যা শুনেছি, জগৎকে সেকথাই বলি।" 27 তারা বুঝতে পারল না যে, যীশু তাদের কাছে তাঁর পিতার বিষয়ে বলছেন। 28 তাই যীশু বললেন, "যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উঁচুতে স্থাপন করবে, তখন জানতে পারবে যে, আমি নিজেকে যা বলে দাবি করি, আমিই সেই। আর আমি নিজে থেকে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যা শিক্ষা দেন, আমি শুধু তাই বলি। 29 যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমার সঙ্গেই আছেন। তিনি আমাকে একা ছেড়ে দেননি, কারণ আমি সর্বদা তাই করি যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে।" 30 তিনি যখন এসব কথা বললেন তখন অনেকেই তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করল। 31 যে ইহুদিরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল, যীশু তাদের বললেন, "যদি তোমরা আমার বাক্যে অবিচল থাকো, তাহলে তোমরা প্রকৃতই আমার শিষ্য। 32 তখন তোমরা সত্যকে জানবে, আর সেই সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।" 33 তারা তাঁকে বলল, "আমরা অব্রাহামের বংশধর, আমরা কখনও কারও দাসত্ব করিনি। তাহলে আপনি কী করে বলছেন, আমরা মুক্ত হব?" 34 যীশু তাদের উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, যে ব্যক্তি পাপ করে, সে পাপেরই দাসত্ব করে। 35 কোনও দাস পরিবারে স্থায়ী জায়গা পায় না, কিন্তু পরিবারে পুত্রের স্থান চিরদিনের। (aiōn g165) 36 তাই পুত্র যদি তোমাদের মুক্ত করেন, তাহলেই তোমরা প্রকৃত মুক্ত হবে। 37 আমি জানি, তোমরা অব্রাহামের বংশধর, তবু আমার বাক্য তোমাদের অন্তরে স্থান পায় না বলে তোমরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছ। 38 পিতার সান্নিধ্যে আমি যা দেখেছি, তোমাদের তাই বলছি। আর তোমাদের পিতার কাছে তোমরা যা শুনেছ, তোমরা তাই করে থাকো।" 39 তারা উত্তর দিল, "অব্রাহাম আমাদের পিতা।" যীশু তাদের বললেন, "তোমরা যদি অব্রাহামের সন্তান হতে, তাহলে অব্রাহাম যা করেছিলেন, তোমরাও তাই করতে। 40 অথচ, ঈশ্বরের কাছ থেকে আমি যে সত্য শুনেছি, তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করেছি বলে তোমরা আমাকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয়েছ। অব্রাহাম এমন সব কাজ করেননি। 41 তোমাদের পিতা যা করে, তোমরা সেসব কাজই করছ।" তারা প্রতিবাদ করে বলল, "আমরা অবৈধ সন্তান নই। আমাদের একমাত্র পিতা স্বয়ং ঈশ্বর।" 42 যীশু তাদের বললেন, "ঈশ্বর যদি তোমাদের পিতা হন তবে তোমরা আমাকে ভালোবাসতে, কারণ আমি ঈশ্বরের কাছ থেকেই এখানে এসেছি। আমি নিজের ইচ্ছানুসারে আসিনি, কিন্তু তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 43 আমার ভাষা তোমাদের বোধগম্য হচ্ছে না কেন? কারণ তোমরা আমার কথা শুনতে অক্ষম। 44 তোমরা তোমাদের পিতা দিয়াবলের আর তোমাদের পিতার সব অভিলাষ পূর্ণ করাই তোমাদের ইচ্ছা। প্রথম থেকেই সে এক হত্যাকারী। তার মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই, কারণ সে সত্যনিষ্ঠ নয়। সে তার নিজস্ব স্বভাববশেই মিথ্যা বলে, কারণ সে এক মিথ্যাবাদী এবং সব মিথ্যার জন্মদাতা। 45 কিন্তু আমি সত্যিকথা বললেও তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো না। 46 তোমরা কি কেউ আমাকে পাপের দোষী বলে প্রমাণ করতে পারো? আমি যদি সত্যি বলি, তাহলে কেন তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো না? 47 যে ঈশ্বরের আপনজন, সে ঈশ্বরের সব কথা শোনে। তোমরা যে শোনো না তার কারণ হল, তোমরা ঈশ্বরের আপনজন নও।" 48 উত্তরে ইহুদিরা যীশুকে বলল, "আমরা যে বলি, তুমি শমরীয় এবং একজন ভূতগ্রস্ত, তা কি যথার্থ নয়?" 49 যীশু বললেন, "আমি ভূতগ্রস্ত নই, কিন্তু আমি আমার পিতাকে সমাদর করি, আর তোমরা আমার অনাদর করো। 50 আমি নিজের গৌরবের খোঁজ করি না, কিন্তু একজন আছেন, যিনি তা খোঁজ করেন, তিনিই বিচার করবেন। 51 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, কেউ যদি আমার বাক্য পালন করে, সে কখনও মৃত্যু দেখবে না।" (aiōn g165) 52 কিন্তু একথা শুনে ইহুদিরা বলে উঠল, "এখন আমরা জানতে পারলাম যে, তুমি ভূতগ্রস্ত! অব্রাহাম এবং ভাববাদীদেরও মৃত্যু হয়েছে, তবু তুমি বলছ যে তোমার বাক্য পালন করে সে কখনও মৃত্যুর আস্বাদ পাবে না। (aiōn g165) 53 তুমি কি আমাদের পিতা অব্রাহামের চেয়েও মহান? তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, ভাববাদীরাও তাই। তুমি নিজের সম্পর্কে কী মনে করো?" 54 যীশু উত্তর দিলেন, "আমি যদি নিজের গৌরব নিজেই করতাম, তবে আমার গৌরব মূল্যহীন। আমার পিতা, যাঁকে তোমরা নিজেদের ঈশ্বর বলে দাবি করছ, তিনিই আমাকে গৌরব দান করেন। 55 তোমরা তাঁকে না জানলেও আমি তাঁকে জানি। আমি যদি বলতাম, আমি তাঁকে জানি না, তাহলে তোমাদেরই মতো আমি

মিথ্যাবাদী হতাম। কিন্তু আমি তাঁকে জানি, আর তাঁর
বাক্য পালন করি। 56 আমার দিন দেখার প্রত্যাশায়
তোমাদের পিতা অব্রাহাম উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন এবং
তা দর্শন করে তিনি আনন্দিত হয়েছেন।" 57 ইহুদিরা
তাঁকে বলল, "তোমার বয়স পঞ্চাশ বছরও হয়নি, আর
তুমি কি না অব্রাহামকে দেখেছ!" 58 যীশু উত্তর দিলেন,
"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব
থেকেই আমি আছি।" 59 একথা শুনে তারা তাঁকে আঘাত
করার জন্য পাথর তুলে নিল। কিন্তু যীশু লুকিয়ে পড়লেন
এবং সবার অলক্ষ্যে মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে চলে গেলেন।

**9** পথ চলতে চলতে যীশু এক জন্মান্ধ ব্যক্তিকে দেখতে
পেলেন। 2 তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,
"রব্বি, কার পাপের কারণে এ অন্ধ হয়ে জন্মেছে, নিজের
না এর বাবা-মার?" 3 যীশু বললেন, "এই ব্যক্তি বা এর
বাবা-মা যে পাপ করেছে, তা নয়, কিন্তু এর জীবনে যেন
ঈশ্বরের কাজ প্রকাশ পায়, তাই এরকম ঘটেছে। 4 যতক্ষণ
দিনের আলো আছে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁরই
কাজ আমাদের করতে হবে। রাত্রি ঘনিয়ে আসছে, তখন
কেউ আর কাজ করতে পারে না। 5 যতক্ষণ আমি জগতে
আছি, আমিই এই জগতের জ্যোতি হয়ে আছি।" 6 একথা
বলে, তিনি মাটিতে থুতু ফেললেন এবং সেই লালা দিয়ে
কাদা তৈরি করে সেই ব্যক্তির চোখে মাখিয়ে দিলেন। 7
তারপর তিনি তাকে বললেন, "যাও, সিলোয়াম সরোবরে
গিয়ে ধুয়ে ফেলো" (সিলোয়াম শব্দের অর্থ, প্রেরিত)।
তখন সেই ব্যক্তি সেখানে গিয়ে (চোখ) ধুয়ে ফেলল এবং
দৃষ্টিশক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে গেল। 8 তার প্রতিবেশীরা এবং
যারা তাকে আগে ভিক্ষা করতে দেখেছিল, তারা বলল, "যে
ব্যক্তি বসে ভিক্ষা করত, এ কি সেই একই ব্যক্তি নয়?" 9
কেউ কেউ বলল যে, সেই ব্যক্তিই তো! অন্যেরা বলল, "না,
সে তার মতো দেখতে।" সে বলল, "আমিই সেই ব্যক্তি।"
10 তারা জানতে চাইল, "তাহলে তোমার চোখ কীভাবে
খুলে গেল?" 11 উত্তরে সে বলল, "লোকে যাকে যীশু
বলে, তিনি কিছু কাদা তৈরি করে আমার দু-চোখে মাখিয়ে
দিলেন এবং আমাকে বললেন, 'যাও, সিলোয়াম সরোবরে
গিয়ে ধুয়ে ফেলো।' তাঁর নির্দেশমতো গিয়ে আমি তাই
ধুয়ে ফেললাম, আর তারপর থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি।"
12 তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "সেই ব্যক্তি কোথায়?" সে
বলল, "আমি জানি না।" 13 যে অন্ধ ছিল, সেই ব্যক্তিকে
তারা ফরিশীদের কাছে নিয়ে গেল। 14 যেদিন যীশু কাদা
তৈরি করে ব্যক্তির চোখ খুলে দিয়েছিলেন, সেই দিনটি
ছিল বিশ্রামদিন। 15 তাই ফরিশীরাও তাকে জিজ্ঞাসা
করল, কীভাবে সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। সে উত্তর দিল,
"তিনি আমার চোখদুটিতে কাদা মাখিয়ে দিলেন। আমি
ধুয়ে ফেললাম, আর এখন আমি দেখতে পাচ্ছি।" 16
ফরিশীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, "এই লোকটি ঈশ্বরের
কাছ থেকে আসেনি, কারণ সে বিশ্রামদিন পালন করে
না।" অন্য ফরিশীরা বলল, "যে পাপী, সে কী করে এমন
চিহ্নকাজ করতে পারে?" এইভাবে তাদের মধ্যে মতভেদ
দেখা দিল। 17 অবশেষে তারা অন্ধ ব্যক্তির দিকে ফিরে
তাকে আবার জিজ্ঞাসা করল, "যে তোমার চোখ খুলে
দিয়েছে তার বিষয়ে তোমার কী বলার আছে?" সে উত্তর
দিল, "তিনি একজন ভাববাদী।" 18 তার বাবা-মাকে ডেকে
না আনা পর্যন্ত ইহুদিরা বিশ্বাসই করতে পারল না যে,
সে অন্ধ ছিল এবং সে দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। 19 তারা
জিজ্ঞাসা করল, "এ কি তোমাদেরই ছেলে? এর বিষয়েই
কি তোমরা বলো যে, এ অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল?
তাহলে এখন কী করে ও দেখতে পাচ্ছে?" 20 তার বাবা-মা
উত্তর দিল, "আমরা জানি ও আমাদের ছেলে, আর আমরা
এও জানি যে, ও অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করেছিল। 21 কিন্তু
এখন ও কীভাবে দেখতে পাচ্ছে বা কে ওর চোখ খুলে
দিয়েছে, আমরা তা জানি না। আপনারা ওকেই জিজ্ঞাসা
করুন। ও সাবালক, তাই ওর কথা ও নিজেই বলবে।"
22 তার বাবা-মা ইহুদিদের ভয়ে একথা বলল, কারণ
ইহুদিরা ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যীশুকে যে খ্রীষ্ট
বলে স্বীকার করবে, সমাজভবন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া
হবে। 23 সেইজন্য তার বাবা-মা বলল, "ও সাবালক, তাই
ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।" 24 যে আগে অন্ধ ছিল, সেই
ব্যক্তিকে তারা দ্বিতীয়বার ডেকে এনে বলল, "ঈশ্বরকে
গৌরব প্রদান করো। আমরা জানি, সেই ব্যক্তি একজন
পাপী।" 25 সে উত্তর দিল, "তিনি পাপী, কি পাপী নন,
তা আমি জানি না। আমি একটি বিষয় জানি, আমি আগে
অন্ধ ছিলাম, কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি।" 26 তারা তখন
তাকে জিজ্ঞাসা করল, "সে তোমার প্রতি কী করেছিল?
সে কী করে তোমার চোখ খুলে দিল?" 27 সে উত্তর
দিল, "আমি এর আগেই সেকথা আপনাদের বলেছি, কিন্তু
আপনারা তা শোনেননি। আপনারা আবার তা শুনতে
চাইছেন কেন? আপনারাও কি তাঁর শিষ্য হতে চান?" 28
তারা তাকে গালাগাল দিয়ে অপমান করে বলল, "তুই
ওই লোকটির শিষ্য! আমরা মোশির শিষ্য। 29 আমরা
জানি, ঈশ্বর মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন, কিন্তু এই
লোকটির আগমন কোথা থেকে হল তা আমরা জানি না।"

30 সে উত্তর দিল, "সেটাই তো আশ্চর্যের কথা! আপনারা
জানেন না তিনি কোথা থেকে এলেন, অথচ তিনিই আমার
দু-চোখ খুলে দিলেন। 31 আমরা জানি, ঈশ্বর পাপীদের
কথা শোনেন না। যারা ঈশ্বরভক্ত ও তাঁর ইচ্ছা পালন
করে, তিনি তাদেরই কথা শোনেন। 32 জন্মান্ধ ব্যক্তির
চোখ কেউ খুলে দিয়েছে, একথা কেউ কখনও শোনেনি।
(aiōn g165) 33 সেই ব্যক্তির আগমন ঈশ্বরের কাছ থেকে
না হলে, কোনো কিছুই তিনি করতে পারতেন না।" 34
একথা শুনে তারা বলল, "তোর জন্ম পাপেই হয়েছে,
তুই কী করে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার সাহস পেলি?"
আর তারা তাকে সমাজ থেকে বের করে দিল। 35 যীশু
শুনতে পেলেন তারা লোকটিকে বের করে দিয়েছে। তিনি
তাকে যখন দেখতে পেলেন, তিনি বললেন, "তুমি কি
মনুষ্যপুত্রে বিশ্বাস করো?" 36 সেই ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল,
"প্রভু তিনি কে? আমাকে বলুন, আমি যেন তাঁকে বিশ্বাস
করতে পারি।" 37 যীশু বললেন, "তুমি তাঁকে দেখেছ।
প্রকৃতপক্ষে, তিনিই তোমার সঙ্গে কথা বলছেন।" 38 "প্রভু,
আমি বিশ্বাস করি," একথা বলে সে তাঁকে প্রণাম করল।
39 যীশু বললেন, "বিচার করতেই আমি এ জগতে এসেছি,
যেন দৃষ্টিহীনরা দেখতে পায় এবং যারা দেখতে পায়, তারা
দৃষ্টিহীন হয়।" 40 তাঁর সঙ্গী কয়েকজন ফরিশী তাঁকে
একথা বলতে শুনে জিজ্ঞাসা করল, "কী হল? আমরাও অন্ধ
নাকি?" 41 যীশু বললেন, "তোমরা অন্ধ হলে তোমাদের
পাপের জন্য অপরাধী হতে না; কিন্তু তোমরা নিজেদের
দেখতে পাও বলে দাবি করছ, তাই তোমাদের অপরাধ
রয়ে গেল।"

**10** "আমি তোমাদের সত্যি বলছি,
যে ব্যক্তি সদর দরজা দিয়ে মেষদের খোঁয়াড়ে
প্রবেশ না করে অন্য কোনো দিক দিয়ে ডিঙিয়ে আসে,
সে চোর ও দস্যু। 2 যে সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করে,
সেই তার মেষদের পালক। 3 পাহারাদার তার জন্য দরজা
খুলে দেয় এবং মেষ তার গলার স্বর শোনে। সে নিজের
মেষদের নাম ধরে ডেকে তাদের বাইরে নিয়ে যায়। 4
নিজের সব মেষকে বাইরে নিয়ে এসে সে তাদের সামনে
সামনে এগিয়ে চলে। তার মেষেরা তাকে অনুসরণ করে,
কারণ তারা তার কণ্ঠস্বর চেনে। 5 কিন্তু তারা কখনও
কোনো অপরিচিত ব্যক্তিকে অনুসরণ করবে না; বরং,
তারা তার কাছ থেকে ছুটে পালাবে, কারণ অপরিচিত
লোকের গলার স্বর তারা চেনে না।" 6 যীশু এই রূপকটি
ব্যবহার করলেন, কিন্তু তিনি তাদের কী বললেন, তারা তা
বুঝতে পারল না। 7 তাই যীশু তাদের আবার বললেন,
"আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমিই মেষদের দ্বার। 8
যারা আমার আগে এসেছিল, তারা সবাই ছিল চোর ও
দস্যু, তাই মেষেরা তাদের ডাকে কান দেয়নি। 9 আমিই
দ্বার, আমার মধ্য দিয়ে যে প্রবেশ করবে, সে রক্ষা পাবে।
সে ভিতরে আসবে ও বাইরে যাবে, আর চারণভূমির
সন্ধান পাবে। 10 চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস
করতে, কিন্তু আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় এবং তা
পূর্ণরূপেই পায়। 11 "আমিই উৎকৃষ্ট মেষপালক। উৎকৃষ্ট
মেষপালক মেষদের জন্য তাঁর প্রাণ সমর্পণ করেন। 12
বেতনজীবী লোক মেষপালক নয়, সে মেষপালের মালিকও
নয়। তাই সে নেকড়ে বাঘকে আসতে দেখে, মেষদের
ছেড়ে পালিয়ে যায়। নেকড়ে তখন মেষপালকে আক্রমণ
করে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। 13 বেতনজীবী বলেই সে পালিয়ে
যায়, মেষপালের জন্য কোনো চিন্তা করে না। 14 "আমিই
উৎকৃষ্ট মেষপালক, আমার মেষদের আমি জানি ও আমার
নিজেরা আমাকে জানে— 15 যেমন পিতা আমাকে জানেন
ও আমি পিতাকে জানি—আর মেষদের জন্য আমি আমার
প্রাণ সমর্পণ করি। 16 এই খোঁয়াড়ের বাইরেও আমার
অন্য মেষ আছে। তারা আমার কণ্ঠস্বর শুনবে। তখন
একটি পাল এবং একজন পালক হবে। 17 আমার পিতা
এজন্য আমাকে প্রেম করেন, কারণ আমি আমার প্রাণ
সমর্পণ করি, যেন আবার তা পুনরায় গ্রহণ করি। 18 কেউ
আমার কাছ থেকে তা কেড়ে নিতে পারে না। আমি স্বেচ্ছায়
আমার প্রাণ সমর্পণ করি। সমর্পণ করার অধিকার এবং তা
ফিরে পাওয়ারও অধিকার আমার আছে। আমার পিতার
কাছ থেকে আমি এই আদেশ লাভ করেছি।" 19 একথায়
ইহুদিদের মধ্যে আবার মতভেদ দেখা দিল। 20 তাদের
অনেকেই বলল, "ওকে ভূতে পেয়েছে; তাই ও পাগলের
মতো কথা বলছে। ওর কথা শুনছ কেন?" 21 কিন্তু অন্যেরা
বলল, "এসব কথা তো ভূতের পাওয়া লোকের নয়! ভূত কি
অন্ধদের চোখ খুলে দিতে পারে?" 22 এরপর জেরুশালেমে
মন্দির-উৎসর্গের পর্ব এসে গেল। তখন শীতকাল। 23 যীশু
মন্দির চত্বরে শলোমনের বারান্দায় হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন।
24 ইহুদিরা তাঁকে ঘিরে ধরে বলল, "আর কত দিন তুমি
আমাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখবে? তুমি যদি খ্রীষ্ট
হও, সেকথা আমাদের স্পষ্ট করে বলো!" 25 উত্তরে যীশু
বললেন, "আমি বলা সত্ত্বেও তোমরা বিশ্বাস করোনি।
আমার পিতার নামে সম্পাদিত অলৌকিক কাজই আমার
পরিচয় বহন করে। 26 কিন্তু তোমরা তা বিশ্বাস করো
না, কারণ তোমরা আমার পালের মেষ নও। 27 আমার

মেষেরা আমার কণ্ঠস্বর শোনে, আমি তাদের জানি, আর তারা আমাকে অনুসরণ করে। 28 আমি তাদের অনন্ত জীবন দান করি; তারা কোনোদিনই বিনষ্ট হবে না। আর কেউ তাদের আমার হাত থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। (aiōn g165, aiōnios g166) 29 আমার পিতা, যিনি তাদের আমাকে দিয়েছেন, তিনি সবার চেয়ে মহান। আমার পিতার হাত থেকে কেউ তাদের কেড়ে নিতে পারে না। 30 আমি ও পিতা, আমরা এক।" 31 ইহুদিরা তাঁকে আবার পাথর ছুঁড়ে মারার জন্য পাথর তুলে নিল। 32 কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "পিতার দেওয়া শক্তিতে আমি তোমাদের অনেক মহৎ অলৌকিক কাজ দেখিয়েছি। সেগুলির মধ্যে কোনটির জন্য তোমরা আমাকে পাথর মারতে চাইছ?" 33 ইহুদিরা বলল, "এসব কোনো কারণের জন্যই নয়, কিন্তু ঈশ্বরনিন্দার জন্য আমরা তোমাকে পাথর মারতে উদ্যত হয়েছি, কারণ তুমি একজন সামান্য মানুষ হয়েও নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করছ।" 34 যীশু তাদের বললেন, "তোমাদের বিধানপুস্তকে কি লেখা নেই, 'আমি বলেছি, তোমরা "ঈশ্বর"'? 35 যাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য প্রকাশিত হয়েছিল, তিনি যদি তাদের 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করে থাকেন—এবং শাস্ত্রের তো পরিবর্তন হতে পারে না— 36 তাহলে পিতা যাকে তাঁর আপনজনরূপে পৃথক করে জগতে পাঠিয়েছেন, তাঁর বিষয়ে কী বলবে? তবে 'আমি ঈশ্বরের পুত্র,' একথা বলার জন্য কেন তোমরা আমাকে ঈশ্বরনিন্দার অভিযোগে অভিযুক্ত করছ? 37 আমার পিতা যা করেন, আমি যদি সে কাজ না করি, তাহলে তোমরা আমাকে বিশ্বাস কোরো না। 38 কিন্তু আমি যদি তা করি, তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও, সেই অলৌকিক কাজগুলিকে বিশ্বাস করো, যেন তোমরা জানতে ও বুঝতে পারো যে, পিতা আমার মধ্যে ও আমি পিতার মধ্যে আছি।" 39 তারা আবার তাঁকে বন্দি করার চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি তাদের কবল এড়িয়ে গেলেন। 40 এরপর যীশু জর্ডন নদীর অপর পারে ফিরে গেলেন, যেখানে যোহন আগে লোকেদের বাপ্তিস্ম দিতেন। তিনি সেখানে থেকে গেলেন এবং বহু লোক তাঁর কাছে এল। 41 তারা বলল, "যোহন কখনও চিহ্নকাজ সম্পাদন না করলেও, এই মানুষটির বিষয়ে তিনি যথার্থ কথাই বলেছেন।" 42 সেখানে বহু মানুষ যীশুতে বিশ্বাস স্থাপন করল।

**11** লাসার নামে এক ব্যক্তি পীড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন বেথানি গ্রামের অধিবাসী, যেখানে মরিয়ম ও তার বোন মার্থা বসবাস করতেন। 2 এই মরিয়মই প্রভুর উপরে সুগন্ধিদ্রব্য ঢেলে তাঁর চুল দিয়ে প্রভুর পা-দুটি মুছিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরই ভাই লাসার সেই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। 3 দুই বোন তাই যীশুর কাছে সংবাদ পাঠালেন, "প্রভু আপনি যাকে প্রেম করেন, সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে।" 4 একথা শুনে যীশু বললেন, "এই অসুস্থতা মৃত্যুর জন্য হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের জন্য এরকম হয়েছে, যেন ঈশ্বরের পুত্র এর মাধ্যমে গৌরবান্বিত হন।" 5 মার্থা, তাঁর বোন ও লাসারকে যীশু প্রেম করতেন। 6 তবুও লাসারের অসুস্থতার কথা শুনে তিনি যেখানে ছিলেন, সেখানেই আরও দু-দিন রইলেন। 7 এরপর তিনি তাঁর শিষ্যদের বললেন, "চলো, আমরা যিহূদিয়ায় ফিরে যাই।" 8 তাঁর শিষ্যেরা বললেন, "কিন্তু রব্বি, কিছু সময় আগেই তো ইহুদিরা আপনাকে পাথর মারার চেষ্টা করেছিল, তবুও আপনি সেখানে ফিরে যেতে চাইছেন?" 9 যীশু উত্তর দিলেন, "দিনের আলোর স্থায়িত্ব কি বারো ঘণ্টা নয়? যে মানুষ দিনের আলোয় পথ চলে, সে হোঁচট খাবে না। কারণ এই জগতের আলোতেই সে দেখতে পায়। 10 কিন্তু রাতে যখন সে পথ চলে, তখন সে হোঁচট খায়, কারণ তার কাছে আলো থাকে না।" 11 একথা বলার পর তিনি তাঁদের বললেন, "আমাদের বন্ধু লাসার ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু তাকে জাগিয়ে তুলতে আমি সেখানে যাচ্ছি।" 12 তাঁর শিষ্যেরা বললেন, "প্রভু, সে যদি ঘুমিয়ে পড়েছে, তাহলে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।" 13 যীশু তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে বলছিলেন, কিন্তু তাঁর শিষ্যেরা ভাবলেন, তিনি স্বাভাবিক ঘুমের কথা বলছেন। 14 তাই তিনি তাঁদের স্পষ্টভাবে বললেন, "লাসারের মৃত্যু হয়েছে। 15 তোমাদের কথা ভেবে আমি আনন্দিত যে, আমি তখন সেখানে ছিলাম না, যেন তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। চলো, আমরা তার কাছে যাই।" 16 তখন থোমা, যিনি দিদুমঃ (যমজ) নামে আখ্যাত, অন্যান্য শিষ্যদের বললেন, "চলো, আমরাও যাই, যেন তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে পারি।" 17 সেখানে এসে যীশু দেখলেন যে, চারদিন যাবৎ লাসার সমাধির মধ্যে আছেন। 18 বেথানি থেকে জেরুশালেমের দূরত্ব প্রায় তিন কিলোমিটার। 19 আর মার্থা ও মরিয়মের ভাইয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য জেরুশালেম থেকে অনেক ইহুদি তাঁদের কাছে এসেছিল। 20 যীশুর আসার কথা শুনতে পেয়ে মার্থা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু মরিয়ম ঘরেই রইলেন। 21 মার্থা যীশুকে বললেন, "প্রভু, আপনি এখানে উপস্থিত থাকলে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হত না। 22 কিন্তু আমি জানি, আপনি ঈশ্বরের কাছে যা চাইবেন, তিনি আপনাকে এখনও তাই দেবেন।"

23 যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার ভাই আবার জীবিত
হবে।" 24 মার্থা উত্তর দিলেন, "আমি জানি, শেষের দিনে,
পুনরুত্থানের সময়, সে আবার জীবিত হবে।" 25 যীশু
তাঁকে বললেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে আমাকে
বিশ্বাস করে, তার মৃত্যু হলেও সে জীবিত থাকবে। 26
আর যে জীবিত এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তার মৃত্যু
কখনও হবে না। তুমি কি একথা বিশ্বাস করো?" (aiōn
g165) 27 তিনি তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ প্রভু, আমি বিশ্বাস করি
যে, জগতে যাঁর আগমনের সময় হয়েছিল, আপনিই সেই
মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র।" 28 একথা বলে তিনি ফিরে গিয়ে
তাঁর বোন মরিয়মকে একান্তে ডেকে বললেন, "গুরুমহাশয়
এখানে এসেছেন, তিনি তোমাকে ডাকছেন।" 29 একথা
শুনে মরিয়ম তাড়াতাড়ি উঠে তাঁর কাছে গেলেন। 30 যীশু
তখনও গ্রামে প্রবেশ করেননি, মার্থার সঙ্গে তাঁর যেখানে
দেখা হয়েছিল, তিনি তখনও সেখানেই ছিলেন। 31 যে
ইহুদিরা মরিয়মকে তাঁর বাড়িতে এসে সান্ত্বনা দিচ্ছিল,
তাঁকে তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে যেতে দেখে তারা মনে
করল, তিনি বোধহয় সমাধিস্থানে দুঃখে কাঁদতে যাচ্ছেন।
তাই তারা তাকে অনুসরণ করল। 32 যীশু যেখানে ছিলেন,
মরিয়ম সেখানে পৌঁছে তাঁকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর
পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন, "প্রভু, আপনি এখানে উপস্থিত
থাকলে আমার ভাইয়ের মৃত্যু হত না।" 33 মরিয়মকে এবং
তাঁর অনুসরণকারী ইহুদিদের কাঁদতে দেখে, যীশু আত্মায়
গভীরভাবে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা
করলেন, 34 "তোমরা তাকে কোথায় রেখেছ?" তাঁরা উত্তর
দিল, "প্রভু, দেখবেন আসুন।" 35 যীশু কাঁদলেন। 36 তখন
ইহুদিরা বলল, "দেখো, তিনি তাঁকে কত ভালোবাসতেন!"
37 কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল, "যিনি সেই অন্ধ
ব্যক্তির চোখ খুলে দিয়েছিলেন, তিনি কি সেই ব্যক্তিকে
মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারতেন না?" 38 যীশু আবার
গভীরভাবে বিচলিত হয়ে সমাধির কাছে উপস্থিত হলেন।
সেটি ছিল একটি গুহা, তার প্রবেশপথে একটি পাথর রাখা
ছিল। 39 তিনি বললেন, "পাথরটি সরিয়ে দাও।" মৃত
ব্যক্তির বোন মার্থা বললেন, "কিন্তু প্রভু, চারদিন হল সে
সেখানে আছে। এখন সেখানে দুর্গন্ধ হবে।" 40 যীশু তখন
বললেন, "আমি কি তোমাকে বলিনি যে, যদি তুমি বিশ্বাস
করো, তাহলে ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পাবে?" 41 তারা
তখন পাথরটি সরিয়ে দিল। যীশু তারপর আকাশের দিকে
দৃষ্টি দিয়ে বললেন, "পিতা, আমার প্রার্থনা শুনেছ বলে
তোমায় ধন্যবাদ দিই। 42 আমি জানতাম, তুমি নিয়ত
আমার কথা শোনো, কিন্তু এখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে,
তাদের উপকারের জন্য একথা বলছি। তারা যেন বিশ্বাস
করে যে তুমি আমাকে পাঠিয়েছ," 43 একথা বলে যীশু
উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, "লাসার, বেরিয়ে এসো!" 44 সেই
মৃত ব্যক্তি বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাত ও পা লিনেন কাপড়ের
ফালিতে জড়ানো ছিল, তার মুখ ছিল কাপড়ে ঢাকা। যীশু
তাদের বললেন, "ওর বাঁধন খুলে ওকে যেতে দাও।" 45
তখন ইহুদিদের অনেকে যারা মরিয়মের সঙ্গে দেখা করতে
এসেছিল, তারা যীশুকে এই কাজ করতে দেখে তাঁকে
বিশ্বাস করল। 46 কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন ফরিশীদের
কাছে গিয়ে যীশুর সেই অলৌকিক কাজের কথা জানাল।
47 তখন প্রধান যাজকবর্গ ও ফরিশীরা মহাসভার এক
অধিবেশন আহ্বান করল। তারা জিজ্ঞাসা করল, "আমরা
কী করছি? এই লোকটি তো বহু চিহ্নকাজ করে যাচ্ছে। 48
আমরা যদি ওকে এভাবে চলতে দিই, তাহলে প্রত্যেকেই
ওকে বিশ্বাস করবে। তখন রোমীয়রা এসে আমাদের স্থান
ও জাতি উভয়ই ধ্বংস করবে।" 49 তখন তাদের মধ্যে
কায়াফা নামে এক ব্যক্তি, যিনি সে বছরের মহাযাজক
ছিলেন, বললেন, "তোমরা কিছুই জানো না, 50 তোমরা
বুঝতে পারছ না যে, সমগ্র জাতি বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে
বরং প্রজাদের মধ্যে একজন মানুষের মৃত্যু শ্রেয়।" 51
তিনি নিজের থেকে একথা বলেননি, কিন্তু সেই বছরের
মহাযাজকরূপে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন যে, ইহুদি জাতির
জন্য যীশু মৃত্যুবরণ করবেন 52 এবং শুধুমাত্র সেই জাতির
জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের যেসব সন্তান ছিন্নভিন্ন হয়েছিল,
তাদের সংগ্রহ করে এক করার জন্যও তিনি মৃত্যুবরণ
করবেন। 53 তাই সেদিন থেকে তারা যীশুকে হত্যা করার
জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগল। 54 সেই কারণে যীশু এরপর
ইহুদিদের মধ্যে আর প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করলেন না।
পরিবর্তে, তিনি মরু-অঞ্চলের নিকটবর্তী ইফ্রয়িম নামক
এক গ্রামে চলে গেলেন। সেখানে তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে
থাকলেন। 55 ইহুদিদের নিস্তারপর্বের সময় প্রায় এসে
গেল; নিস্তারপর্বের আগে আনুষ্ঠানিক শুদ্ধকরণের জন্য
বহু লোক গ্রামাঞ্চল থেকে জেরুশালেমে গেল। 56 তারা
যীশুর সন্ধান করতে লাগল এবং মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে
পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "তোমাদের কী মনে
হয়, তিনি কি পর্বে আসবেন না?" 57 কিন্তু প্রধান যাজকবর্গ
ও ফরিশীরা আদেশ জারি করেছিল যে, কেউ যদি কোথাও
যীশুর সন্ধান পায়, তাহলে যেন সেই সংবাদ জানায়, যেন
তারা যীশুকে গ্রেপ্তার করতে পারে।

**12** নিস্তারপর্বের ছয় দিন আগে যীশু বেথানিতে উপস্থিত হলেন। যীশু যাকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছিলেন, সেই লাসারের বাড়ি সেখানে ছিল। **2** সেখানে যীশুর সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছিল। মার্থা পরিবেশন করছিলেন, আর লাসার ভোজের আসনে হেলান দিয়ে অনেকের সঙ্গে যীশুর কাছে বসেছিলেন। **3** তখন মরিয়ম আধলিটার বিশুদ্ধ বহুমূল্য জটামাংসীর সুগন্ধি তেল নিয়ে যীশুর চরণে ঢেলে দিলেন এবং তাঁর চুল দিয়ে তাঁর পা-দুখানি মুছিয়ে দিলেন। তেলের সুগন্ধে সেই ঘর ভরে গেল। **4** কিন্তু তাঁর এক শিষ্য যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ, যে পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, আপত্তি করল, **5** "এই সুগন্ধিদ্রব্য বিক্রি করে সেই অর্থ দরিদ্রদের দেওয়া হল না কেন? এর মূল্য তো এক বছরের বেতনের সমান!" **6** দরিদ্রদের জন্য চিন্তা ছিল বলে যে সে একথা বলেছিল, তা নয়; প্রকৃতপক্ষে সে ছিল চোর। টাকার থলি তার কাছে থাকায়, সেই অর্থ থেকে সে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করত। **7** যীশু উত্তর দিলেন, "ওকে ছেড়ে দাও। আমার সমাধি দিনের জন্য সে এই সুগন্ধিদ্রব্য বাঁচিয়ে রেখেছিল। **8** তোমরা তো তোমাদের মধ্যে দরিদ্রদের সবসময়ই পাবে, কিন্তু আমাকে তোমরা সবসময় পাবে না।" **9** ইতিমধ্যে ইহুদি সমাজের অনেক লোক যীশু সেখানে আছেন জানতে পেরে, শুধু যীশুকে নয়, লাসারকেও দেখতে এল, যাঁকে যীশু মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করেছিলেন। **10** প্রধান যাজকেরা তখন লাসারকেও হত্যা করার পরিকল্পনা করল, **11** কারণ তাঁর জন্য অনেক ইহুদি যীশুর কাছে যাচ্ছিল এবং তাঁকে বিশ্বাস করছিল। **12** পর্বের জন্য যে বিস্তর লোকের সমাগম ঘটেছিল, পরদিন তারা শুনতে পেল যে, যীশু জেরুশালেমের পথে এগিয়ে চলেছেন। **13** তারা খেজুর গাছের ডাল নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল, আর উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল, "হোশান্না!" "প্রভুর নামে যিনি আসছেন, তিনি ধন্য!" "ধন্য ইস্রায়েলের সেই রাজাধিরাজ!" **14** তখন একটি গর্দভশাবক দেখতে পেয়ে যীশু তার উপরে বসলেন, যেমন শাস্ত্রে লেখা আছে, **15** "হে সিয়োন-কন্যা, তুমি ভীত হোয়ো না, দেখো, তোমার রাজাধিরাজ আসছেন, গর্দভশাবকে চড়ে আসছেন।" **16** তাঁর শিষ্যেরা প্রথমে এ সমস্ত বুঝতে পারেননি। যীশু মহিমান্বিত হওয়ার পর তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, যীশুর সম্পর্কে শাস্ত্রে উল্লিখিত ঘটনা অনুসারেই তাঁরা তাঁর প্রতি এরূপ আচরণ করেছেন। **17** যীশু লাসারকে সমাধি থেকে ডেকে মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করার সময় যে সকল লোক তাঁর সঙ্গে ছিল, তারা এসব কথা প্রচার করে চলেছিল। **18** বহু মানুষ যীশুর করা এই চিহ্নকাজের কথা শুনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেল। **19** তাই ফরিশীরা পরস্পর বলাবলি করল, "দেখো, আমরা কিছুই করতে পারছি না। চেয়ে দেখো, সমস্ত জগৎ কেমন তাঁর পিছনে ছুটে চলেছে!" **20** পর্বের সময় যারা উপাসনা করতে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন গ্রিক ছিল। **21** তারা গালীলের বেথসৈদার অধিবাসী ফিলিপের কাছে এসে নিবেদন করল, "মহাশয়, আমরা যীশুকে দেখতে চাই!" **22** ফিলিপ আন্দ্রিয়র কাছে বলতে গেলেন। আন্দ্রিয় ও ফিলিপ গিয়ে সেকথা যীশুকে জানালেন। **23** কিন্তু যীশু তাদের বললেন, "মনুষ্যপুত্রের মহিমান্বিত হওয়ার মুহূর্ত এসে পড়েছে। **24** আমি তোমাদের সত্যি বলছি, গমের দানা যদি মাটিতে পড়ে না মরে, তবে তা শুধু একটি বীজ হয়েই থাকে। কিন্তু যদি মরে, তাহলে বহু বীজের উৎপন্ন হয়। **25** যে মানুষ নিজের প্রাণকে ভালোবাসে, সে তা হারাবে; কিন্তু এ জগতে যে নিজের প্রাণকে ঘৃণা করে, সে অনন্ত জীবনের জন্য তা রক্ষা করবে। **(aiōnios g166)** **26** যে আমার সেবা করতে চায়, তাকে অবশ্যই আমার অনুগামী হতে হবে, যেন আমি যেখানে থাকব, আমার সেবকও সেখানে থাকে। যে আমার সেবা করবে, আমার পিতা তাকে সমাদর করবেন। **27** "আমার হৃদয় এখন উৎকণ্ঠায় ভরে উঠেছে? আমি কি বলব, 'পিতা এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো?' না! সেজন্যই তো আমি এই মুহূর্ত পর্যন্ত এসেছি। **28** পিতা, তোমার নাম মহিমান্বিত করো।" তখন স্বর্গ থেকে এক বাণী উপস্থিত হল, "আমি তা মহিমান্বিত করেছি এবং আবার মহিমান্বিত করব।" **29** উপস্থিত সকলে সেই বাণী শুনে বলল, "এ বজ্রের ধ্বনি!" অন্যেরা বলল, "কোনো স্বর্গদূত এঁর সঙ্গে কথা বললেন।" **30** যীশু বললেন, "এই বাণী ছিল তোমাদের উপকারের জন্য, আমার জন্য নয়। **31** এখন এ জগতের বিচারের সময়। এ জগতের অধিপতিকে এখন তাড়িয়ে দেওয়া হবে। **32** কিন্তু, যখন আমি পৃথিবী থেকে আকাশে উত্তোলিত হব, তখন সব মানুষকে আমার দিকে আকর্ষণ করব।" **33** তিনি কীভাবে মৃত্যুবরণ করবেন, তা বোঝাবার জন্য তিনি একথা বললেন। **34** লোকেরা বলে উঠল, "আমরা বিধানশাস্ত্র থেকে শুনেছি যে, খ্রীষ্ট চিরকাল থাকবেন। তাহলে আপনি কী করে বলতে পারেন, 'মনুষ্যপুত্রকে অবশ্যই উত্তোলিত হতে হবে?' এই 'মনুষ্যপুত্র' কে?" **(aiōn g165)** **35** তখন যীশু তাদের বললেন, "আর অল্পকালমাত্র জ্যোতি তোমাদের মধ্যে আছেন। অন্ধকার তোমাদের গ্রাস করার আগেই জ্যোতির প্রভায় তোমরা পথ চলো। যে অন্ধকারে পথ চলে,

সে জানে না, কোথায় চলেছে। 36 তোমরা যতক্ষণ জ্যোতির
সহচর্যে আছ, তোমরা সেই জ্যোতির উপরেই বিশ্বাস
রেখো, যেন তোমরাও জ্যোতির সন্তান হতে পারো।" কথা
বলা শেষ করে যীশু সেখান থেকে চলে গেলেন এবং
তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রইলেন। 37 যীশু ইহুদিদের
সামনে এই সমস্ত চিহ্নকাজ সম্পাদন করলেন। তবুও তারা
তাঁকে বিশ্বাস করল না। 38 ভাববাদী যিশাইয়ের বাণী
এভাবেই সম্পূর্ণ হল: "প্রভু, আমাদের দেওয়া সংবাদ কে
বিশ্বাস করেছে? কার কাছেই বা প্রভুর পরাক্রম প্রকাশিত
হয়েছে?" 39 এই কারণেই তারা বিশ্বাস করতে পারেনি,
যেমন যিশাইয় অন্যত্র বলেছেন: 40 "তিনি তাদের চক্ষু
দৃষ্টিহীন করেছেন, তাদের হৃদয়কে কঠিন করেছেন। তাই
তারা নয়নে দেখতে পায় না, হৃদয়ে উপলব্ধি করে না,
অথবা ফিরে আসে না—যেন আমি তাদের সুস্থ করি।" 41
যিশাইয় একথা বলেছিলেন, কারণ তিনি যীশুর মহিমা
দর্শন করেছিলেন ও তাঁরই কথা বলেছিলেন। 42 তবু,
সেই একই সময়ে, নেতাদের মধ্যেও অনেকেই তাঁকে
বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ফরিশীদের ভয়ে তারা তাদের
বিশ্বাসের কথা স্বীকার করতে পারল না, কারণ আশঙ্কা
ছিল যে সমাজভবন থেকে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হতে
পারে; 43 কেননা ঈশ্বরের প্রশংসার চেয়ে তারা মানুষের
কাছ থেকে প্রশংসা পেতে বেশি ভালোবাসতো। 44 যীশু
তখন উচ্চকণ্ঠে বললেন, "কোনো মানুষ যখন আমাকে
বিশ্বাস করে তখন সে শুধু আমাকেই নয়, যিনি আমাকে
পাঠিয়েছেন তাঁকেও বিশ্বাস করে। 45 আমাকে দেখলে
সে তাঁকেই দেখে, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 46 এ
জগতে আমি জ্যোতিরূপে এসেছি, যেন আমাকে যে বিশ্বাস
করে, সে আর অন্ধকারে না থাকে। 47 "যে আমার বাণী
শুনেও তা পালন করে না, আমি তার বিচার করি না।
কারণ আমি জগতের বিচার করতে আসিনি, আমি এসেছি
জগৎকে উদ্ধার করতে। 48 যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করে
এবং আমার বাক্য গ্রহণ করে না, তার জন্য এক বিচারক
আছেন। আমার বলা বাক্যই শেষের দিনে তাকে দোষী
সাব্যস্ত করবে। 49 কারণ আমি নিজের ইচ্ছানুসারে বাক্য
প্রকাশ করিনি, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার
সেই পিতাই, কী বলতে হবে বা কেমনভাবে বলতে হবে,
আমাকে তার নির্দেশ দিয়েছেন। 50 আমি জানি, তাঁর
নির্দেশ অনন্ত জীবনের দিকে নিয়ে যায়। তাই আমার
পিতা আমাকে যা বলতে বলেছেন, আমি শুধু সেকথাই
বলি।" **(aiōnios g166)**

**13** নিস্তারপর্বের আগের ঘটনা। যীশু বুঝতে পেরেছিলেন
যে এই পৃথিবী থেকে তাঁর বিদায় নিয়ে পিতার কাছে
যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। জগতে তাঁর আপনজন
যাঁদের তিনি প্রেম করতেন, এখন তিনি তাঁদের শেষ পর্যন্ত
প্রেম করলেন। 2 সান্ধ্যভোজ পরিবেশন করা হচ্ছিল।
দিয়াবল ইতিমধ্যেই যীশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার
জন্য শিমোনের পুত্র যিহূদা ইষ্কারিয়োৎকে প্ররোচিত
করেছিল। 3 যীশু জানতেন যে, পিতা সবকিছু তাঁর ক্ষমতার
অধীন করেছেন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকেই তিনি এসেছেন
ও তিনি ঈশ্বরের কাছেই ফিরে যাচ্ছেন। 4 তাই তিনি ভোজ
থেকে উঠে তাঁর উপরের পোশাক খুলে কোমরে একটি
তোয়ালে জড়ালেন। 5 এরপর তিনি একটি গামলায় জল
নিয়ে তাঁর শিষ্যদের পা ধুয়ে, ও তাঁর কোমরে জড়ানো
তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে লাগলেন। 6 তিনি শিমোন
পিতরের কাছে এলে পিতর তাঁকে বললেন, "প্রভু, আপনি
কি আমার পা ধুয়ে দেবেন?" 7 যীশু উত্তর দিলেন, "আমি
কী করছি তা তুমি এখন বুঝতে পারছ না, কিন্তু পরে
বুঝবে।" 8 পিতর বললেন, "না, আপনি কখনোই আমার
পা ধুয়ে দেবেন না।" প্রত্যুত্তরে যীশু বললেন, "আমি
তোমার পা ধুয়ে না দিলে, আমার সাথে তোমার কোনো
অংশই থাকবে না।" **(aiōn g165)** 9 শিমোন পিতর বললেন,
"তাহলে প্রভু, শুধু আমার পা নয়, আমার হাত ও মাথাও
ধুয়ে দিন।" 10 যীশু উত্তর দিলেন, "যে স্নান করেছে,
তার শুধু পা ধোয়ার প্রয়োজন, কারণ তার সমস্ত শরীরই
শুচিশুদ্ধ। তুমিও শুচিশুদ্ধ, তবে তোমাদের প্রত্যেকে নও।"
11 কারণ কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তা তিনি
জানতেন। সেই কারণেই তিনি বললেন যে, সবাই শুচিশুদ্ধ
নয়। 12 তাঁদের পা ধুয়ে দেওয়া শেষ হলে যীশু তাঁর
পোশাক পরে নিজের আসনে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁদের
জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি তোমাদের প্রতি কী করলাম,
তা কি তোমরা বুঝতে পেরেছ? 13 তোমরা আমাকে
'গুরুমহাশয়' ও 'প্রভু' বলে থাকো এবং তা যথার্থই, কারণ
আমি সেই। 14 এখন তোমাদের প্রভু ও গুরুমহাশয় হয়েও
আমি তোমাদের পা ধুয়ে দিলাম, সুতরাং, তোমাদেরও
একে অপরের পা ধুয়ে দেওয়া উচিত। 15 আমি তোমাদের
কাছে এক আদর্শ স্থাপন করেছি, যেন আমি তোমাদের প্রতি
যা করলাম, তোমরাও তাই করো। 16 আমি তোমাদের
সত্যি বলছি, কোনো দাস তার প্রভুর চেয়ে মহান নয়,
কিংবা প্রেরিত ব্যক্তি তার প্রেরণকারীর চেয়ে মহান নয়।
17 তোমরা যেহেতু এখন এসব জেনেছ, তা পালন করলে
তোমরা ধন্য হবে। 18 "আমি তোমাদের সকলের কথা

বলছি না, কিন্তু যাদের আমি মনোনীত করেছি, তাদের আমি জানি। কিন্তু, 'যে আমার রুটি ভাগ করে খেয়েছে, সে আমারই বিপক্ষে গেছে' শাস্ত্রের এই বচন পূর্ণ হতে হবে। 19 "এরকম ঘটার আগেই আমি তোমাদের জানাচ্ছি, যখন তা ঘটবে, তোমরা যেন বিশ্বাস করতে পারো যে, আমিই তিনি। 20 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার প্রেরিত কোনো মানুষকে যে গ্রহণ করে, সে আমাকেই গ্রহণ করে এবং যে আমাকে গ্রহণ করে, সে তাঁকেই গ্রহণ করে যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন।" 21 একথা বলার পর যীশু আত্মায় উদ্বিগ্ন হয়ে সাক্ষ্য দিলেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।" 22 শিষ্যরা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে একে অপরের দিকে তাকালেন, তাঁরা বুঝতে পারলেন না যে যীশু তাঁদের মধ্যে কার সম্পর্কে এই ইঙ্গিত করলেন। 23 তাঁদের মধ্যে এক শিষ্য, যীশু যাঁকে প্রেম করতেন, তিনি যীশুর বুকে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। 24 শিমোন পিতর সেই শিষ্যকে ইশারায় বললেন, "ওঁকে জিজ্ঞাসা করো, কার সম্পর্কে তিনি একথা বলছেন।" 25 যীশুর বুকের দিকে পিছন ফিরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, সে কে?" 26 যীশু উত্তর দিলেন, "পাত্রে ডুবিয়ে রুটির টুকরোটি আমি যার হাতে তুলে দেব, সেই তা করবে।" এরপর, রুটির টুকরোটি ডুবিয়ে তিনি শিমোনের পুত্র যিহূদা ইষ্কারিয়োৎকে দিলেন। 27 যিহূদা রুটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান তার মধ্যে প্রবেশ করল। যীশু তাকে বললেন, "তুমি যা করতে উদ্যত, তা তাড়াতাড়ি করে ফেলো।" 28 কিন্তু যাঁরা খাবার খাচ্ছিলেন তাঁদের কেউই বুঝতে পারলেন না যে, যীশু একথা তাকে কেন বললেন। 29 যিহূদার হাতে টাকাপয়সার দায়িত্ব ছিল বলে কেউ কেউ মনে করলেন যে, যীশু তাকে পর্বের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার কথা, অথবা দরিদ্রদের কিছু দান করার বিষয়ে বলছেন। 30 রুটির টুকরোটি গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে যিহূদা বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে তখন ঘোর অন্ধকার। 31 যিহূদা বেরিয়ে গেলে যীশু বললেন, "এখন মনুষ্যপুত্র মহিমান্বিত হলেন এবং ঈশ্বর তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হলেন। 32 ঈশ্বর যখন তাঁর মধ্যে মহিমান্বিত হলেন, তিনিও পুত্রকে নিজের মধ্যেই মহিমান্বিত করবেন এবং তাঁকে শীঘ্রই মহিমান্বিত করবেন। 33 "বৎসেরা, আমি আর কিছুকাল তোমাদের সঙ্গে থাকব। তোমরা আমার সন্ধান করবে, আর ইহুদিদের যেমন বলেছি, এখন তোমাদেরও বলছি, আমি যেখানে যাচ্ছি, তোমরা সেখানে আসতে পারো না। 34 "আমি তোমাদের এক নতুন আজ্ঞা দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে প্রেম করো। আমি যেমন তোমাদের প্রেম করেছি, তোমাদেরও তেমন পরস্পরকে প্রেম করতে হবে। 35 তোমাদের এই পারস্পরিক প্রেমের দ্বারাই সব মানুষ জানতে পারবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।" 36 শিমোন পিতর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" যীশু উত্তর দিলেন, "আমি যেখানে যাচ্ছি, তুমি এখন সেখানে আমার সঙ্গে আসতে পারো না, কিন্তু পরে আমার সঙ্গে আসতে পারো।" 37 পিতর বললেন, "প্রভু, কেন এখন আপনার সঙ্গে যেতে পারি না? আপনার জন্য আমি আমার প্রাণও দেব।" 38 তখন যীশু উত্তর দিলেন, "তুমি কি সত্যিই আমার জন্য প্রাণ দেবে? আমি তোমাকে সত্যিই বলছি, মোরগ ডাকার আগেই তুমি আমাকে তিনবার অস্বীকার করবে।"

**14** "তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো, আমাকেও বিশ্বাস করো। 2 আমার পিতার গৃহে অনেক ঘর আছে, যদি না থাকত, আমি তোমাদের বলতাম। তোমাদের জন্য আমি সেখানে স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। 3 আর যখন আমি সেখানে যাই ও তোমাদের জন্য স্থানের ব্যবস্থা করি, আমি আবার ফিরে আসব এবং আমি যেখানে থাকি, সেখানে আমার সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের নিয়ে যাব। 4 আমি যেখানে যাচ্ছি, সেখানে যাওয়ার পথ তোমরা জানো।" 5 থোমা তাঁকে বললেন, "প্রভু, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমরা জানি না, তাহলে সেই পথ আমরা জানব কী করে?" 6 যীশু উত্তর দিলেন, "আমিই পথ ও সত্য ও জীবন। আমার মাধ্যমে না এলে, কোনো মানুষই পিতার কাছে আসতে পারে না। 7 তোমরা যদি আমাকে প্রকৃতই জানো, তাহলে আমার পিতাকেও জানবে। এখন থেকে তোমরা তাঁকে জেনেছ এবং দেখেছ।" 8 ফিলিপ বললেন, "প্রভু, পিতাকে আমাদের দেখান, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবে।" 9 যীশু বললেন, "ফিলিপ, এত কাল আমি তোমাদের মধ্যে আছি, তবুও কি তুমি আমাকে চেনো না? যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে। তাহলে 'পিতাকে আমাদের দেখান,' একথা তুমি কী করে বলছ? 10 তোমরা কি বিশ্বাস করো না যে, আমি পিতার মধ্যে আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন? আমি তোমাদের যা কিছু বলি, তা শুধু আমার নিজের কথা নয়, বরং পিতা, যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনি তাঁর কাজ সম্পাদন করছেন। 11 তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো যে, আমি পিতার মধ্যে আমি আছি এবং পিতা আমার মধ্যে আছেন, না হলে অন্তত অলৌকিক সব কাজ দেখে বিশ্বাস করো। 12 আমি

তোমাদের সত্যি বলছি, আমার উপর যার বিশ্বাস আছে, আমি যে কাজ করছি, সেও সেরকম কাজ করবে, এমনকি, এর চেয়েও মহৎ সব কাজ করবে, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি। 13 আর আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, আমি তাই পূরণ করব, যেন পুত্র পিতাকে মহিমান্বিত করেন। 14 আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, আমি তা পূরণ করব। 15 "তোমরা যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমার সব আদেশ পালন করবে। 16 আমি পিতার কাছে নিবেদন করব এবং তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকার জন্য তিনি আর এক সহায় তোমাদের দান করবেন। (aiōn g165) 17 তিনি সত্যের আত্মা। জগৎ তাঁকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণ জগৎ তাঁকে দেখে না, তাঁকে জানেও না। কিন্তু তোমরা তাঁকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং তিনি তোমাদের অন্তরে থাকবেন। 18 আমি তোমাদের অনাথ রেখে যাব না, আমি তোমাদের কাছে আসব। 19 অল্পকাল পরে জগৎ আর আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তোমরা আমাকে দেখতে পাবে। কারণ আমি জীবিত আছি, এই জন্য তোমরাও জীবিত থাকবে। 20 সেদিন তোমরা উপলব্ধি করবে যে, আমি পিতার মধ্যে আছি, আর তোমরা আমার মধ্যে এবং আমি তোমাদের মধ্যে আছি। 21 যে আমার আদেশ লাভ করে সেগুলি পালন করে, সেই আমাকে প্রেম করে। আমাকে যে প্রেম করে, আমার পিতাও তাকে প্রেম করবেন, আর আমিও তাকে প্রেম করব এবং নিজেকে তারই কাছে প্রকাশ করব।" 22 তখন যিহূদা (যিহূদা ইষ্কারিয়োৎ নয়) বললেন, "কিন্তু প্রভু, আপনি জগতের কাছে নিজেকে প্রকাশ না করে, শুধুমাত্র আমাদের কাছে প্রকাশ করতে চান কেন?" 23 যীশু উত্তর দিলেন, "কেউ যদি আমাকে প্রেম করে, সে আমার বাক্য পালন করবে। আমার পিতা তাকে প্রেম করবেন। আমরা তার কাছে আসব এবং তারই সঙ্গে বাস করব। 24 যে আমাকে প্রেম করে না, সে আমার শিক্ষাও পালন করে না। তোমরা আমার যেসব বাণী শুনছ, তা আমার নিজের নয়, সেগুলি পিতার, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। 25 "তোমাদের মধ্যে থাকার সময়ে আমি এ সমস্ত কথা বললাম, 26 কিন্তু সেই সহায়, সেই পবিত্র আত্মা, যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠাবেন, তিনি সমস্ত বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা দেবেন এবং তোমাদের কাছে আমার বলা সমস্ত বাক্য তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন। 27 আমি তোমাদের মধ্যে শান্তি রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি তোমাদের দিয়ে যাচ্ছি। জগৎ যেভাবে দেয়, আমি সেভাবে তোমাদের দান করি না। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয় এবং তোমরা ভীত হোয়ো না। 28 "তোমরা আমার কাছে শুনেছ, 'আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের কাছে আবার ফিরে আসছি।' তোমরা যদি আমাকে প্রেম করতে, আমি পিতার কাছে যাচ্ছি বলে তোমরা উল্লসিত হতে, কারণ পিতা আমার চেয়ে মহান। 29 এসব ঘটবার আগেই আমি এখন তোমাদের সেসব বলে দিলাম, যেন তা ঘটলে তোমরা বিশ্বাস করতে পারো। 30 আমি তোমাদের সঙ্গে আর বেশিক্ষণ কথা বলব না, কারণ এই জগতের অধিকর্তা আসছে। আমার উপর তার কোনো অধিকার নেই। 31 কিন্তু জগৎ যেন শিক্ষাগ্রহণ করে যে, আমি পিতাকে প্রেম করি এবং পিতা আমাকে যা আদেশ করেন, আমি ঠিক তাই পালন করি। "এখন চলো, আমরা এখান থেকে যাই।

**15** "আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা এবং আমার পিতা কৃষক। 2 আমার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি শাখায় ফল না ধরলে, তিনি তা কেটে ফেলেন, কিন্তু যে শাখায় ফল ধরে তাদের প্রত্যেকটিকে তিনি পরিষ্কার করেন, যেন সেই শাখায় আরও বেশি ফল ধরে। 3 আমার বলা বাক্যের দ্বারা তোমরা ইতিমধ্যেই শুচিশুদ্ধ হয়েছ। 4 তোমরা আমার মধ্যে থাকলে, আমিও তোমাদের মধ্যে থাকব। নিজে থেকে কোনো শাখা ফলধারণ করতে পারে না, দ্রাক্ষালতার সঙ্গে অবশ্যই সেটিকে যুক্ত থাকতে হবে। আমার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে, তোমরাও ফলবান হতে পারো না। 5 "আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা সবাই শাখা। যে আমার মধ্যে থাকে এবং আমি যার মধ্যে থাকি, সে প্রচুর ফলে ফলবান হবে; আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারো না। 6 কেউ যদি আমার মধ্যে না থাকে, সে সেই শাখার মতো, যেটিকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় ও সেটি শুকিয়ে যায়। সেই শাখাগুলিকে তুলে নিয়ে আগুনে ফেলা হয় ও সেগুলি পুড়ে যায়। 7 তোমরা যদি আমার মধ্যে থাকো এবং আমার বাক্য তোমাদের মধ্যে থাকে, তোমরা যা কিছুই প্রার্থনা করো, তা তোমাদের দেওয়া হবে। 8 এতেই আমার পিতা মহিমান্বিত হন যে, তোমরা প্রচুর ফলে ফলবান হও, আর এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তোমরা আমার শিষ্য। 9 "পিতা যেমন আমাকে ভালোবেসেছেন, আমিও তেমন তোমাদের ভালোবেসেছি। তোমরা এখন আমার প্রেমে অবস্থিতি করো। 10 তোমরা যদি আমার আদেশ পালন করো, তাহলে আমার প্রেমে অবস্থিতি করবে, যেমন আমি আমার পিতার আদেশ পালন করে তাঁর প্রেমে অবস্থিতি করছি। 11 আমি তোমাদের একথা বললাম, যেন আমার আনন্দ তোমাদের মধ্যে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ

হয়। 12 আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি, তোমরা
তেমনই পরস্পরকে ভালোবেসো, এই আমার আদেশ।
13 বন্ধুদের জন্য যে নিজের প্রাণ সমর্পণ করে, তার চেয়ে
মহত্তর প্রেম আর কিছু নেই। 14 তোমরা যদি আমার
আদেশ পালন করো, তাহলে তোমরা আমার বন্ধু। 15 আমি
তোমাদের আর দাস বলে ডাকি না, কারণ একজন প্রভু
কী করেন, দাস তা জানে না। বরং, আমি তোমাদের বন্ধু
বলে ডাকি, কারণ আমার পিতার কাছ থেকে আমি যা কিছু
জেনেছি, তা তোমাদের জানিয়েছি। 16 তোমরা আমাকে
মনোনীত করোনি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি
এবং ফলধারণ করবার জন্য নিযুক্ত করেছি—সেই ফল
যেন স্থায়ী হয়—তাতে আমার নামে পিতার কাছে তোমরা
যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা তিনি তোমাদের দান করবেন।
17 আমার আদেশ এই: তোমরা পরস্পরকে প্রেম করো।
18 "জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তাহলে মনে রেখো
যে, জগৎ প্রথমে আমাকেই ঘৃণা করেছে। 19 তোমরা যদি
জগতের হতে, তাহলে জগৎ তোমাদের তার আপনজনের
মতো ভালোবাসতো। তোমরা এ জগতের নও, বরং এ
জগতের মধ্য থেকে আমি তোমাদের মনোনীত করেছি।
তাই জগৎ তোমাদের ঘৃণা করে। 20 আমি তোমাদের
কাছে যেসব কথা বলেছি, তা মনে রাখো: 'কোনো দাস
তার প্রভুর চেয়ে মহান নয়।' তারা যখন আমাকে তাড়না
করেছে, তখন তোমাদেরও তাড়না করবে। তারা আমার
শিক্ষা মান্য করলে, তোমাদের শিক্ষাও মান্য করবে। 21
আমার নামের জন্য তোমাদের সঙ্গে তারা এরকম আচরণ
করবে, কারণ আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তারা তাঁকে
জানে না। 22 আমি যদি না আসতাম এবং তাদের সঙ্গে
কথা না বলতাম, তাহলে তাদের পাপ হত না। কিন্তু এখন
পাপের জন্য তাদের অজুহাত দেওয়ার উপায় নেই। 23 যে
আমাকে ঘৃণা করে, সে আমার পিতাকেও ঘৃণা করে। 24
যা কেউ করেনি, সেইসব কাজ যদি আমি তাদের মধ্যে না
করতাম, তবে তাদের পাপ হত না। কিন্তু তারা এখন এসব
অলৌকিক ঘটনা নিজেদের চোখে দেখেছে। তবুও তারা
আমাকে, ও আমার পিতাকে ঘৃণা করেছে। 25 'কিন্তু তারা
বিনা কারণে আমাকে ঘৃণা করেছে,' তাদের বিধানশাস্ত্রে
লিখিত এই বচন সফল করার জন্যই এসব ঘটেছে। 26
"যাঁকে আমি পিতার কাছ থেকে পাঠাব, সেই সহায় যখন
আসবেন, পিতার কাছ থেকে নির্গত সেই সত্যের আত্মা,
তিনি আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দেবেন। 27 আর তোমরাও
আমার সাক্ষ্য হবে, কারণ প্রথম থেকেই তোমরা আমার
সঙ্গে আছ।

**16** "আমি তোমাদের এ সমস্ত কথা বললাম, যেন
তোমরা বিপথে না যাও। 2 ওরা সমাজভবন থেকে
তোমাদের বহিষ্কার করবে; এমনকি সময় আসছে, যখন
তোমাদের যারা হত্যা করবে তারা ভাববে যে তারা ঈশ্বরের
উদ্দেশে এক নৈবেদ্য উৎসর্গ করছে। 3 ওরা পিতাকে বা
আমাকে জানে না বলেই, এই সমস্ত কাজ করবে। 4 একথা
আমি তোমাদের এজন্য বললাম যে, সময় উপস্থিত হলে
তোমরা মনে করতে পারো যে, আমি আগেই তোমাদের
সতর্ক করেছিলাম। আমি প্রথমে তোমাদের একথা বলিনি,
কারণ আমি এতদিন তোমাদের সঙ্গেই ছিলাম। 5 "যিনি
আমাকে পাঠিয়েছেন, এখন আমি তাঁরই কাছে যাচ্ছি, অথচ
তোমরা কেউই আমাকে জিজ্ঞাসা করছ না, 'আপনি কোথায়
যাচ্ছেন?' 6 এ সমস্ত কথা আমি বলেছি বলেই তোমাদের
হৃদয় দুঃখে ভরে গেছে। 7 কিন্তু আমি তোমাদের সত্যিই
বলছি, তোমাদের মঙ্গলের জন্যই আমি চলে যাচ্ছি। আমি
না গেলে সেই সহায় তোমাদের কাছে আসবেন না। আমি
গিয়ে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। 8 তিনি এসে
পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচার সম্বন্ধে জগৎকে অভিযুক্ত
করবেন: 9 পাপের সম্বন্ধে করবেন, কারণ মানুষ আমাকে
বিশ্বাস করে না; 10 ধার্মিকতার সম্বন্ধে করবেন, কারণ
আমি পিতার কাছে যাচ্ছি এবং তোমরা আমাকে আর
দেখতে পাবে না; 11 আর বিচার সম্বন্ধে করবেন, কারণ
এই জগতের অধিপতি এখন দোষী প্রমাণিত হয়েছে। 12
"তোমাদেরকে আমার আরও অনেক কিছু বলার আছে,
যা এখন তোমরা সহ্য করতে পারবে না। 13 কিন্তু যখন
তিনি, সেই সত্যের আত্মা আসবেন, তিনি তোমাদের
সমস্ত সত্যের পথে নিয়ে যাবেন। তিনি নিজে থেকে কিছুই
বলবেন না, তিনি যা শুনবেন, তিনি শুধু তাই বলবেন।
আর তিনি আগামী দিনের ঘটনার কথাও তোমাদের কাছে
প্রকাশ করবেন। 14 তিনি আমাকেই মহিমান্বিত করবেন,
কারণ তিনি আমার কাছ থেকে যা গ্রহণ করবেন তা তিনি
তোমাদের কাছে প্রকাশ করবেন। 15 যা কিছু পিতার
অধিকারভুক্ত, তা আমারই। সেজন্যই আমি বলছি পবিত্র
আত্মা আমার কাছ থেকে সেইসব গ্রহণ করে তোমাদের
কাছে প্রকাশ করবেন। 16 "কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে
আর দেখতে পাবে না, কিন্তু তার অল্পকাল পরে তোমরা
আমাকে আবার দেখতে পাবে, কারণ আমি পিতার কাছে
যাচ্ছি।" 17 তখন তাঁর কয়েকজন শিষ্য পরস্পর বলাবলি
করলেন, "'আর কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে
পাবে না, কিন্তু তার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে আবার
দেখতে পাবে,' আবার বলছেন, 'কারণ আমি পিতার কাছে

যাচ্ছি,' এসব কথার মাধ্যমে তিনি কী বলতে চাইছেন?" 18 তাঁরা আরও বললেন, "'অল্পকাল পরে' বলতে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? আমরা তাঁর কথার মানে বুঝতে পারছি না।" 19 যীশু বুঝতে পারলেন, তাঁরা এ সম্পর্কে তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চান। তাই তিনি বললেন, "'আর কিছুকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে না, কিন্তু তার অল্পকাল পরে তোমরা আমাকে দেখতে পাবে,' আমার একথার অর্থ কি তোমরা পরস্পরের কাছে জানতে চাইছ? 20 আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যখন কাঁদবে ও শোক করবে, জগৎ তখন আনন্দ করবে। তোমরা শোক করবে, কিন্তু তোমাদের শোক আনন্দে রূপান্তরিত হবে। 21 সন্তানের জন্ম দেওয়ার সময় নারী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে ওঠে, কারণ তার সময় পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সন্তানের জন্ম হলে, আনন্দে সে তার যন্ত্রণা ভুলে যায়, কারণ জগতে একটি শিশুর জন্ম হয়েছে। 22 তোমাদের ক্ষেত্রেও তাই। এখন তোমাদের শোকের সময়, কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করব এবং তোমরা আনন্দ করবে। তোমাদের সেই আনন্দ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। 23 সেদিন তোমরা আমার কাছে আর কিছু চাইবে না। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, আমার নামে, আমার পিতার কাছে, তোমরা যা কিছু প্রার্থনা করবে, তা তিনি তোমাদের দান করবেন। 24 এখনও পর্যন্ত তোমরা আমার নামে কোনো কিছুই চাওনি। চাও, তোমরা পাবে এবং তখন তোমাদের আনন্দ পূর্ণ হবে। 25 "আমি রূপকের মাধ্যমে কথা বললেও এমন এক সময় আসছে, যখন আমি আর এমন ভাষা প্রয়োগ করব না। আমার পিতার সম্পর্কে আমি স্পষ্টভাবে কথা বলব। 26 সেদিন তোমরা আমার নামে চাইবে। আমি বলছি না যে, তোমাদের পক্ষে আমি পিতার কাছে অনুরোধ করব, 27 কিন্তু পিতা স্বয়ং তোমাদের প্রেম করেন, কারণ তোমরা আমাকে ভালোবেসেছ এবং বিশ্বাস করেছ যে, আমি পিতার কাছ থেকে এসেছি। 28 আমি পিতার কাছ থেকে এসে এই জগতে প্রবেশ করেছি। এখন আমি জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে পিতার কাছে ফিরে যাচ্ছি।" 29 তাঁর শিষ্যেরা তখন বললেন, "এখন আপনি রূপকের সাহায্য না নিয়েই স্পষ্টভাবে কথা বলছেন। 30 এখন আমরা জানতে পারলাম যে, আপনি সবই জানেন এবং আপনাকে প্রশ্ন করার কারও কোনো প্রয়োজন নেই। এর দ্বারাই আমরা বিশ্বাস করছি যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে আপনি এসেছেন।" 31 যীশু উত্তর দিলেন, "অবশেষে তোমরা বিশ্বাস করলে! 32 কিন্তু সময় আসছে, বরং এসে পড়েছে, যখন তোমরা ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রত্যেকে আপন আপন ঘরের কোণে ফিরে যাবে। তোমরা আমাকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করবে। তবুও আমি নিঃসঙ্গ নই, কারণ আমার পিতা আমার সঙ্গে আছেন। 33 "আমি তোমাদের এসব কথা জানালাম, যেন আমার মধ্যে তোমরা শান্তি লাভ করো। এই জগতে তোমরা সংকটের সম্মুখীন হবে, কিন্তু সাহস করো! আমি এই জগৎকে জয় করেছি।"

**17** একথা বলে যীশু স্বর্গের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করলেন, "পিতা, সময় উপস্থিত হয়েছে, তোমার পুত্রকে মহিমান্বিত করো, যেন তোমার পুত্র তোমাকে মহিমান্বিত করতে পারেন। 2 কারণ সব মানুষের উপর তুমি তাঁকে কর্তৃত্ব দান করেছ, যেন তুমি তাঁর হাতে যাদের অর্পণ করেছ, তিনি তাদের অনন্ত জীবন দিতে পারেন। (aiōnios g166) 3 আর এই হল অনন্ত জীবন যে, তারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ, সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানতে পারে। (aiōnios g166) 4 তোমার দেওয়া কাজ সম্পূর্ণ করে, আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি। 5 তাই এখন পিতা, জগৎ সৃষ্টির আগে তোমার কাছে আমার যে মহিমা ছিল, তোমার সান্নিধ্যে আমাকে সেই মহিমায় ভূষিত করো। 6 "এই জগতের মধ্য থেকে যাদের তুমি আমায় দিয়েছিলে, তাদের কাছে আমি তোমাকে প্রকাশ করেছি। তারা তোমারই ছিল, তুমি তাদের আমাকে দিয়েছ। তারা তোমার বাক্য পালন করেছে। 7 এখন তারা জানে, যা কিছু তুমি আমাকে দিয়েছ, তা তোমারই দেওয়া। 8 আমাকে দেওয়া তোমার সব বাণী আমি তাদের দান করেছি। তারা তা গ্রহণ করেছে। তারা সত্যিই জানে যে, আমি তোমারই কাছ থেকে এসেছি, আর তারা বিশ্বাস করেছে যে, তুমি আমাকে পাঠিয়েছ। 9 তাদেরই জন্য আমি নিবেদন করছি। আমি জগতের জন্য নিবেদন করছি না, কিন্তু যাদের তুমি আমাকে দিয়েছ, তাদেরই জন্য করছি, কারণ তারা তোমারই। 10 আমার যা কিছু আছে সবই তোমার, আর তোমার সবকিছুই আমার। তাদেরই মধ্যে আমি মহিমান্বিত হয়েছি। 11 আমি জগতে আর থাকব না, কিন্তু ওরা এখনও জগতে আছে। আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। পবিত্র পিতা, যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার সেই নামের শক্তিতে তাদের রক্ষা করো। আমরা যেমন এক, তারাও যেন তেমনই এক হতে পারে। 12 তাদের সঙ্গে থাকার সময় যে নাম তুমি আমাকে দিয়েছ, সেই নামে আমি তাদের রক্ষা করে নিরাপদে রেখেছি। তাদের মধ্যে আর কেউই বিনষ্ট হয়নি কেবলমাত্র সেই বিনাশ-সন্তান ছাড়া, যেন শাস্ত্রবাক্য পূর্ণ হয়। 13 "আমি

এখন তোমার কাছে আসছি, কিন্তু জগতে থাকার সময়েই
আমি এ সমস্ত বিষয়ে বলছি, যেন আমার আনন্দ তাদের
হৃদয়ে সম্পূর্ণ হয়। 14 তোমার বাণী তাদের কাছে আমি
প্রকাশ করেছি, কিন্তু জগৎ তাদের ঘৃণা করেছে, কারণ
তারা আর জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। 15
আমি এই নিবেদন করছি না যে তুমি তাদের জগৎ থেকে
নিয়ে নাও কিন্তু সেই পাপাত্মা থেকে তাদের রক্ষা করো।
16 তারা জগতের নয়, যেমন আমিও জগতের নই। 17
সত্যের দ্বারা তুমি তাদের পবিত্র করো, তোমার বাক্যই
সত্য। 18 তুমি যেমন আমাকে জগতে পাঠিয়েছ, আমিও
তেমনই তাদের জগতে পাঠাচ্ছি। 19 তাদেরই জন্য আমি
নিজেকে পবিত্র করি, যেন তারাও সত্যের দ্বারা পবিত্র
হতে পারে। 20 "শুধু তাদেরই জন্য আমি নিবেদন করছি
না। তাদের বাক্য প্রচারের মাধ্যমে যারা আমাকে বিশ্বাস
করবে, আমি তাদের জন্যও নিবেদন করছি, যেন তারাও
সকলে এক হয়। 21 যেমন পিতা, তুমি আমার মধ্যে
এবং আমি তোমার মধ্যে আছি, যেন তারাও আমাদের
মধ্যে এক হয়, যেন জগৎ বিশ্বাস করে যে, তুমি আমাকে
পাঠিয়েছ। 22 তুমি আমাকে যে মহিমা দিয়েছিলে, তাদের
আমি তা দিয়েছি, যেন তারা এক হয়, যেমন আমরা
এক। 23 আমি তাদের মধ্যে এবং তুমি আমার মধ্যে
আছ। তারা যেন সম্পূর্ণ এক হয় এবং জগৎ যেন জানতে
পারে যে, তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ এবং তুমি যেমন
আমাকে ভালোবেসেছ, তেমনই তাদেরও ভালোবেসেছ।
24 "পিতা, তুমি যাদের আমাকে দিয়েছ, আমি চাই, আমি
যেখানে থাকি, তারাও যেন সেখানে আমার সঙ্গে থাকে
এবং তারাও যেন সেই মহিমা দেখতে পায় যে মহিমা তুমি
আমাকে দিয়েছ, কারণ জগৎ সৃষ্টির আগে থেকেই তুমি
আমাকে ভালোবেসেছ। 25 "ধর্মময় পিতা, জগৎ তোমাকে
না জানলেও আমি তোমাকে জানি, আর তারা জানে যে,
তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ। 26 তোমাকে আমি তাদের
কাছে প্রকাশ করেছি এবং তা প্রকাশ করতেই থাকব, যেন
আমার প্রতি তোমার যে প্রেম, তা তাদের মধ্যে থাকে এবং
আমি স্বয়ং যেন তাদের মধ্যে থাকি।"

**18** প্রার্থনা শেষ করে যীশু শিষ্যদের সঙ্গে সেই স্থান
ত্যাগ করলেন এবং কিদ্রোণ উপত্যকা পার হয়ে
গেলেন। অন্য পারে একটি বাগান ছিল। যীশু এবং তাঁর
শিষ্যরা সেখানে প্রবেশ করলেন। 2 যিহূদা, যে তাঁর সঙ্গে
বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, সেই স্থানটি সম্বন্ধে জানত,
কারণ যীশু প্রায়ই সেখানে তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে মিলিত
হতেন। 3 তাই যিহূদা সৈন্যদল, প্রধান যাজকদের ও
ফরিশীদের প্রেরিত কিছু কর্মচারীকে পথ দেখিয়ে সেই
বাগানে প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে ছিল মশাল, লণ্ঠন এবং
অস্ত্রশস্ত্র। 4 তাঁর প্রতি যা কিছু ঘটতে চলেছে জানতে পেরে,
যীশু এগিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা
কাকে খুঁজছ?" 5 তারা উত্তর দিল, "নাসরতের যীশুকে।"
যীশু বললেন, "আমিই তিনি।" বিশ্বাসঘাতক যিহূদাও
তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। 6 "আমিই তিনি," যীশুর এই
কথা শুনে তারা পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। 7
তিনি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কাকে
চাও?" তারা বলল, "নাসরতের যীশুকে।" 8 যীশু উত্তর
দিলেন, "আমি তো তোমাদের বললাম, আমিই তিনি।
যদি তোমরা আমারই সন্ধান করছ, তাহলে এদের যেতে
দাও।" 9 এরকম ঘটল, যেন তিনি যে কথা বলেছিলেন,
তা পূর্ণ হয়, "যাদের তুমি আমাকে দান করেছ, তাদের
একজনকেও আমি হারাইনি।" 10 তখন শিমোন পিতর
তার তরোয়াল বের করে মহাযাজকের দাসকে আঘাত
করলেন এবং তার ডানদিকের কান কেটে ফেললেন। সেই
দাসের নাম ছিল মল্ক। 11 যীশু পিতরকে আদেশ দিলেন,
"তোমার তরোয়াল কোষে রেখে দাও। পিতা আমাকে যে
পানপাত্র দিয়েছেন, আমি কি তা থেকে পান করব না?" 12
তখন সৈন্যদল, সেনাপতি এবং ইহুদি কর্মচারীরা যীশুকে
গ্রেপ্তার করে বেঁধে ফেলল। 13 প্রথমে তারা তাঁকে হাননের
কাছে নিয়ে এল। তিনি ছিলেন সেই বছরের মহাযাজক,
কায়াফার শ্বশুর। 14 এই কায়াফাই ইহুদিদের পরামর্শ
দিয়েছিলেন যে, সমগ্র জাতির জন্য বরং একজনের মৃত্যুই
ভালো। 15 শিমোন পিতর এবং আর এক শিষ্য যীশুকে
অনুসরণ করছিলেন। সেই শিষ্য মহাযাজকের পরিচিত
ছিলেন। তাই তিনি যীশুর সঙ্গে মহাযাজকের উঠানে প্রবেশ
করলেন। 16 কিন্তু পিতরকে দরজার বাইরে অপেক্ষা
করতে হল। মহাযাজকের পরিচিত অপর শিষ্যটি ফিরে
এলেন এবং সেখানে কর্তব্যরত দাসীকে বলে পিতরকে
ভিতরে নিয়ে গেলেন। 17 দ্বাররক্ষী সেই দাসী পিতরকে
জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি তাঁর শিষ্যদেরই একজন নও?"
তিনি উত্তর দিলেন, "না, আমি নই।" 18 তখন ছিল
শীতকাল। নিজেদের উষ্ণ করার জন্য পরিচারক এবং
কর্মচারীরা আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে দাঁড়িয়েছিল।
পিতরও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন। 19
মহাযাজক ইতিমধ্যে যীশুকে তাঁর শিষ্যদের এবং তাঁর
শিক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। 20 যীশু উত্তর
দিলেন, "জগতের সামনে আমি প্রকাশ্যে প্রচার করেছি।

ইহুদিরা সকলে যেখানে সমবেত হয়, সেই সমাজভবনে, অথবা মন্দিরে, আমি সবসময়ই শিক্ষা দিয়েছি, গোপনে কিছুই বলিনি। 21 আমাকে প্রশ্ন করছ কেন? আমার শিক্ষা যারা শুনেছে, তাদের জিজ্ঞাসা করো। আমি যা বলেছি, তারা নিশ্চয়ই তা জানে।" 22 যীশুর একথা শুনে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক কর্মচারী তাঁর মুখে চড় মারল। সে বলল, "মহাযাজকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কি এই রীতি?" 23 যীশু উত্তর দিলেন, "আমি যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তাহলে সেই অন্যায়ের বিপক্ষে সাক্ষ্য দাও। কিন্তু যদি আমি সত্যিকথা বলে থাকি, তাহলে তুমি আমাকে কেন আঘাত করলে?" 24 হানন তখনই তাঁকে বাঁধন সমেত মহাযাজক কায়াফার কাছে পাঠালেন। 25 শিমোন পিতর যখন দাঁড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছিলেন, একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমিও কি তাঁর শিষ্যদের একজন নও?" তিনি অস্বীকার করলেন, বললেন, "আমি নই।" 26 মহাযাজকের দাসেদের মধ্যে একজন, পিতর যার কান কেটে দিয়েছিলেন, তার এক আত্মীয় দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, "আমি কি বাগানে তোমাকে তাঁর সঙ্গে দেখিনি?" 27 পিতর আবার সেকথা অস্বীকার করলেন, আর সেই মুহূর্তে একটি মোরগ ডাকতে শুরু করল। 28 পরে ইহুদি নেতারা যীশুকে কায়াফার কাছ থেকে নিয়ে রোমীয় প্রদেশপালের প্রাসাদে গেল। তখন ভোর হয়ে আসছিল। ইহুদি নেতারা নিজেদের কলুষিত করতে চায়নি। তারা যেন নিস্তারপর্বের ভোজ গ্রহণ করতে পারে, এজন্য তারা প্রাসাদে প্রবেশ করল না। 29 তাই পীলাত তাদের কাছে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এই মানুষটির বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ কী?" 30 তারা উত্তর দিল, "সে অপরাধী না হলে, আমরা তাকে আপনার হাতে তুলে দিতাম না।" 31 পীলাত বললেন, "তোমরা নিজেরাই ওকে নিয়ে গিয়ে তোমাদের নিজস্ব বিধান অনুসারে ওর বিচার করো।" ইহুদিরা আপত্তি জানিয়ে বলল, "কিন্তু কাউকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই।" 32 তাঁর কীভাবে মৃত্যু হবে, সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে যীশু যে কথা বলেছিলেন, তা সফল হয়ে ওঠার জন্যই এরকম ঘটল। 33 পীলাত তখন প্রাসাদের অভ্যন্তরে ফিরে গিয়ে যীশুকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমিই কি ইহুদিদের রাজা?" 34 উত্তরে যীশু বললেন, "এ কি তোমার নিজের ধারণা, না অন্যেরা আমার সম্পর্কে তোমাকে বলেছে?" 35 পীলাত উত্তর দিলেন, "আমি কি ইহুদি? তোমারই স্বজাতিয়েরা এবং প্রধান যাজকেরা তোমাকে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। কী করেছ তুমি?" 36 যীশু বললেন, "আমার রাজ্য এ জগতের নয়। তা যদি হত, ইহুদিদের দ্বারা আমার গ্রেপ্তার আটকানোর জন্য আমার অনুচররা প্রাণপণ সংগ্রাম করত। কিন্তু আমার রাজ্য তো এখানকার নয়।" 37 পীলাত বললেন, "তাহলে, তুমি তো একজন রাজাই!" যীশু উত্তর দিলেন, "তুমি সংগত কথাই বলছ যে, আমি একজন রাজা। প্রকৃতপক্ষে, এজন্যই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, আর এই কারণেই, সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আমি জগতে এসেছি। যে সত্যের পক্ষে, সে আমার কথা শোনে।" 38 পীলাত জিজ্ঞাসা করলেন, "সত্য কী?" একথা বলে তিনি বাইরে ইহুদিদের কাছে আবার গেলেন। তিনি বললেন, "ওকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো কারণই আমি খুঁজে পাচ্ছি না। 39 কিন্তু তোমাদের প্রথা অনুসারে নিস্তারপর্বের সময় একজন বন্দিকে আমি কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে থাকি। তোমরা কি চাও যে, 'ইহুদিদের রাজাকে' আমি তোমাদের জন্য মুক্ত করে দিই?" 40 তারা চিৎকার করে উঠল, "না, ওকে নয়! বারাব্বাকে আমাদের দিন।" সেই বারাব্বা এক বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল।

**19** পীলাত তখন যীশুকে নিয়ে গিয়ে চাবুক দিয়ে প্রহার করালেন। 2 সৈন্যরা একটি কাঁটার মুকুট তৈরি করে তাঁর মাথায় পরালো। তারা তাঁকে বেগুনি রংয়ের পোশাক পরিয়ে দিল। 3 বারবার তাঁর কাছে গিয়ে তারা বলতে লাগল, "ইহুদি-রাজ নমস্কার!" আর তাঁর মুখে তারা চড় মারতে লাগল। 4 পীলাত আর একবার বাইরে এসে ইহুদিদের বললেন, "দেখো, ওকে অভিযুক্ত করার মতো আমি কোনো অপরাধ খুঁজে পাইনি, একথা জানানোর জন্য ওকে আমি তোমাদের কাছে বের করে নিয়ে এসেছি।" 5 কাঁটার মুকুট এবং বেগুনি পোশাক পরে যীশু বেরিয়ে এলে পীলাত তাদের বললেন, "এই দেখো, সেই ব্যক্তি!" 6 প্রধান যাজকবৃন্দ ও তাদের কর্মচারীরা তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "ওকে ক্রুশে দিন, ক্রুশে দিন!" পীলাত বললেন, "তোমরাই ওকে নিয়ে ক্রুশে দাও। যদি আমার কথা বলো, ওকে অভিযুক্ত করার মতো কোনো অপরাধ আমি পাইনি।" 7 ইহুদিরা জোর করতে লাগল, "আমাদের একটি বিধান আছে এবং সেই বিধান অনুসারে লোকটিকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে, কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে দাবি করেছে।" 8 একথা শুনে পীলাত আরও বেশি ভীত হয়ে পড়লেন 9 এবং প্রাসাদের ভিতরে ফিরে গিয়ে তিনি যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কোথা থেকে এসেছ?" কিন্তু যীশু তাঁকে কোনও উত্তর দিলেন না। 10 পীলাত বললেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও

না? তুমি কি বুঝতে পারছ না, তোমাকে মুক্তি দেওয়ার
বা ক্রুশবিদ্ধ করার ক্ষমতা আমার আছে?" 11 যীশু উত্তর
দিলেন, "ঈশ্বর তোমাকে এ ক্ষমতা না দিলে আমার উপর
তোমার কোনো অধিকার থাকত না, তাই যে আমাকে
তোমার হাতে সমর্পণ করেছে, তার অপরাধ আরও বেশি।"
12 সেই সময় থেকে পীলাত যীশুকে মুক্ত করার চেষ্টা
করলেন, কিন্তু ইহুদিরা চিৎকার করে বলতে লাগল, "এই
লোকটিকে মুক্তি দিলে আপনি কৈসরের বন্ধু নন। যে
নিজেকে রাজা বলে দাবি করে, সে কৈসরের বিরুদ্ধাচরণ
করে।" 13 একথা শুনে পীলাত যীশুকে বাইরে নিয়ে এলেন
এবং পাষাণ-বেদি নামে পরিচিত এক স্থানে বিচারের
আসনে বসলেন (অরামীয় ভাষায় স্থানটির নাম, গব্বথা)।
14 সেদিন ছিল নিস্তারপর্বের প্রস্তুতির দিন। তখন প্রায়
দুপুর। "এই দেখো, তোমাদের রাজা," পীলাত ইহুদিদের
বললেন। 15 কিন্তু তারা চিৎকার করে উঠল, "ওকে দূর
করুন, দূর করুন, ওকে ক্রুশে দিন!" পীলাত জিজ্ঞাসা
করলেন, "তোমাদের রাজাকে কি আমি ক্রুশে দেব?" প্রধান
যাজকেরা উত্তর দিলেন, "কৈসর ছাড়া আমাদের আর
কোনও রাজা নেই।" 16 অবশেষে পীলাত যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ
করার জন্য তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। তখন সৈন্যরা
যীশুর দায়িত্ব গ্রহণ করল। 17 যীশু নিজের ক্রুশ বহন করে
করোটি নামক স্থানে গেলেন (অরামীয় ভাষায় স্থানটির নাম
গলগথা)। 18 তারা সেখানে অন্য দুজনের সঙ্গে তাঁকে
ক্রুশার্পিত করল। দুই পাশে দুজন এবং মাঝখানে যীশু।
19 একটি বিজ্ঞপ্তি লিখিয়ে পীলাত ক্রুশে ঝুলিয়ে দিলেন।
তাতে লেখা ছিল: নাসরতের যীশু, ইহুদিদের রাজা। 20
যীশুকে যেখানে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, সেই স্থানটি ছিল
নগরের কাছেই। অনেক ইহুদি এই বিজ্ঞপ্তিটি পড়ল।
এটি লেখা হয়েছিল অরামীয়, লাতিন ও গ্রিক ভাষায়।
21 ইহুদিদের প্রধান যাজকেরা পীলাতের কাছে প্রতিবাদ
জানাল, "'ইহুদিদের রাজা,' একথা লিখবেন না, বরং
লিখুন যে এই লোকটি নিজেকে ইহুদিদের রাজা বলে
দাবি করেছিল।" 22 পীলাত উত্তর দিলেন, "আমি যা
লিখেছি, তা লিখেছি।" 23 সৈন্যরা যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার
পর তাঁর পোশাক চার ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকে একটি
করে অংশ নিল। রইল শুধু অন্তর্বাসটি। সেই পোশাকে
কোনো সেলাই ছিল না, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত বোনা
একটি অখণ্ড কাপড়ে সেটি তৈরি করা হয়েছিল। 24 তারা
পরস্পরকে বলল, "এটা আমরা ছিঁড়ব না, এসো, এটা কার
ভাগে পড়ে, তা নির্ধারণ করার জন্য গুটিকাপাত করি।"
শাস্ত্রের এই বাণী যেন পূর্ণ হয় তাঁর জন্য এ ঘটনা ঘটল:
"আমার পোশাক তারা তাদের মধ্যে ভাগ করে নিল, আর
আমার আচ্ছাদনের জন্য গুটিকাপাতের দান ফেলল।"
সুতরাং, সৈন্যরা তাই করল। 25 যীশুর ক্রুশের কাছেই
দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মা, তাঁর মাসিমা, ক্লোপার স্ত্রী মরিয়ম
এবং মাগ্দালাবাসী মরিয়ম। 26 যীশু সেখানে তাঁর মা এবং
কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা শিষ্যকে, যাঁকে তিনি প্রেম করতেন,
তাঁকে দেখে, তাঁর মাকে বললেন, "নারী, ওই দেখো,
তোমার পুত্র!" 27 এবং সেই শিষ্যকে বললেন, "ওই দেখো,
তোমার মা!" সেই সময় থেকে, সেই শিষ্য তাঁর মাকে
তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। 28 এরপর, সবকিছুই সম্পূর্ণ
হয়েছে জেনে, শাস্ত্রের বচন যেন পূর্ণ হয় সেইজন্য যীশু
বললেন, "আমার পিপাসা পেয়েছে।" 29 সেখানে রাখা
ছিল এক পাত্র অম্লরস। তারা সেই অম্লরসে এক টুকরো
স্পঞ্জ ভিজিয়ে, সেটিকে এসোব গাছের ডাঁটায় লাগিয়ে
যীশুর মুখের কাছে তুলে ধরল। 30 সেই পানীয় গ্রহণ করে
যীশু বললেন, "সমাপ্ত হল।" এই কথা বলে তিনি তাঁর মাথা
নত করে তাঁর আত্মা সমর্পণ করলেন। 31 সেদিন ছিল
প্রস্তুতির দিন এবং পরদিন ছিল বিশেষ এক বিশ্রামদিন।
ইহুদিরা চায়নি যে বিশ্রামদিনের সময় ওই দেহগুলি ক্রুশের
উপর থাকে, তাই পা ভেঙে দিয়ে দেহগুলি ক্রুশের উপর
থেকে নামাবার জন্য তারা পীলাতকে অনুরোধ করল।
32 সৈন্যরা সেই কারণে এসে যীশুর সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ প্রথম
ব্যক্তির এবং তারপর অন্য ব্যক্তির পা ভেঙে দিল। 33
কিন্তু তারা যীশুর কাছে এসে দেখল, ইতিমধ্যে তাঁর মৃত্যু
হয়েছে, তাই তারা তাঁর পা ভাঙল না। 34 বরং, সৈন্যদের
একজন বর্শা দিয়ে যীশুর বুকে বিদ্ধ করলে রক্ত ও জলের
ধারা নেমে এল। 35 যে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী, সেই
সাক্ষ্যদান করেছে এবং তার সাক্ষ্য সত্য। সে জানে যে,
সে সত্য কথা বলেছে এবং সে সাক্ষ্য দিচ্ছে যেন তোমরাও
বিশ্বাস করতে পারো। 36 শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হওয়ার জন্য
এই সমস্ত ঘটল, "তাঁর একটিও হাড় ভাঙা হবে না" এবং
37 শাস্ত্রের অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে, "তারা যাঁকে বিদ্ধ
করেছে, তাঁরই উপরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে তারা।" 38
পরে, আরিমাথিয়ার যোষেফ যীশুর দেহের জন্য পীলাতের
কাছে নিবেদন জানালেন। যোষেফ ছিলেন যীশুর একজন
শিষ্য, কিন্তু ইহুদি নেতাদের ভয়ে তাঁকে গোপনে অনুসরণ
করতেন। পীলাতের অনুমতি নিয়ে, তিনি এসে যীশুর
দেহ নিয়ে গেলেন। 39 তার সঙ্গে ছিলেন নীকদীম, যিনি
রাত্রিবেলা যীশুর সঙ্গে পূর্বে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।
নীকদীম প্রায় চৌত্রিশ কিলোগ্রাম গন্ধরস মিশ্রিত অগুরু
নিয়ে এলেন। 40 যীশুর দেহ নিয়ে তারা দুজনে সুগন্ধি

মশলা মাখিয়ে লিনেন কাপড়ের ফালি দিয়ে জড়ালেন। ইহুদিদের সমাধিদানের প্রথা অনুসারে তারা এ কাজ করলেন। 41 যীশু যেখানে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, সেখানে একটি বাগান ছিল। সেই বাগানে ছিল একটি নতুন সমাধি, কাউকে কখনও তার মধ্যে কবর দেওয়া হয়নি। 42 সেদিন ছিল ইহুদিদের প্রস্তুতির দিন এবং সমাধিটি কাছেই ছিল বলে তারা সেখানেই যীশুর দেহ শুইয়ে রাখলেন।

**20** সপ্তাহের প্রথম দিন ভোরবেলায়, অন্ধকার থাকতে থাকতেই, মাগ্দালাবাসী মরিয়ম সমাধির কাছে গিয়ে দেখলেন যে, প্রবেশমুখ থেকে পাথরটিকে সরানো হয়েছে। 2 তাই তিনি শিমোন পিতর এবং সেই অন্য শিষ্য, যীশু যাঁকে প্রেম করতেন, তাঁদের কাছে দৌড়ে গিয়ে বললেন, "ওরা সমাধি থেকে প্রভুকে নিয়ে গেছে, ওরা তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমরা জানি না!" 3 তাই পিতর এবং সেই অন্য শিষ্য সমাধিস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। 4 তাঁরা দুজনেই ছুটে যাচ্ছিলেন। কিন্তু অন্য শিষ্যটি পিতরকে অতিক্রম করে প্রথমে সমাধির কাছে পৌঁছালেন। 5 তিনি নত হয়ে ভিতরে পড়ে থাকা লিনেন কাপড়ের খণ্ডগুলি দেখতে পেলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করলেন না। 6 তাঁর পিছনে পিছনে শিমোন পিতর উপস্থিত হয়ে সমাধির ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন লিনেন কাপড়ের খণ্ডগুলি 7 এবং যীশুর মাথার চারপাশে যে সমাধিবস্ত্র জড়ানো ছিল, সেগুলি সেখানে পড়ে আছে। সমাধিবস্ত্রটি লিনেন কাপড় থেকে পৃথকভাবে গুটানো অবস্থায় রাখা ছিল। 8 অবশেষে, অপর যে শিষ্যটি প্রথমে সমাধিতে পৌঁছেছিলেন, তিনিও ভিতরে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন ও বিশ্বাস করলেন। 9 (তখনও তাঁরা শাস্ত্রের বাণী উপলব্ধি করতে পারেননি যে, যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হতে হবে।) 10 এরপর শিষ্যেরা তাঁদের ঘরে ফিরে গেলেন। 11 কিন্তু মরিয়ম সমাধির বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে সমাধির ভিতরে দেখার জন্য তিনি নিচু হলেন। 12 যীশুর দেহ যেখানে শোয়ানো ছিল, সেখানে তিনি সাদা পোশাক পরে দুজন স্বর্গদূতকে দেখতে পেলেন, একজন মাথার দিকে এবং অন্যজন পায়ের দিকে বসে আছেন। 13 তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারী, তুমি কাঁদছ কেন?" তিনি বললেন, "ওরা আমার প্রভুকে নিয়ে গেছে, তাঁকে কোথায় রেখেছে, আমি জানি না।" 14 এই বলে পিছনে ফিরতেই তিনি যীশুকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন, কিন্তু তিনি যে যীশু, মরিয়ম তা বুঝতে পারলেন না। 15 যীশু তাঁকে বললেন, "নারী, তুমি কাঁদছ কেন? কার সন্ধান করছ?" তাঁকে বাগানের মালি মনে করে মরিয়ম বললেন, "মহাশয়, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, আমাকে বলুন, কোথায় তাঁকে রেখেছেন, আমি তাঁকে নিয়ে যাব।" 16 যীশু তাঁকে বললেন, "মরিয়ম!" তাঁর দিকে ঘুরে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "রব্বুনি!" (শব্দটি অরামীয়, যার অর্থ, "গুরুমহাশয়")। 17 যীশু তাঁকে বললেন, "আমাকে ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনও পিতার কাছে ফিরে যাইনি। বরং, আমার ভাইদের কাছে গিয়ে তাঁদের বলো, 'যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, যিনি আমার ঈশ্বর এবং তোমাদের ঈশ্বর, আমি তাঁর কাছে ফিরে যাচ্ছি।'" 18 মাগ্দালাবাসী মরিয়ম শিষ্যদের কাছে গিয়ে এই সংবাদ দিলেন, "আমি প্রভুকে দেখেছি!" আর যে সমস্ত বিষয়ের কথা যীশু তাঁকে বলেছিলেন, তিনি তাঁদের সেসব কথা বললেন। 19 সপ্তাহের প্রথম দিন, সন্ধ্যা হলে, শিষ্যেরা ইহুদিদের ভয়ে দরজা বন্ধ করে একত্র হয়েছিলেন। সেই সময় যীশু তাঁদের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক।" 20 একথা বলার পর তিনি তাঁর দু-হাত ও বুকের পাঁজর তাঁদের দেখালেন। প্রভুকে দেখে শিষ্যেরা আনন্দিত হয়ে উঠলেন। 21 যীশু আবার বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক! পিতা যেমন আমাকে পাঠিয়েছেন, আমিও তেমন তোমাদের পাঠাচ্ছি।" 22 একথা বলে তিনি তাদের উপর ফুঁ দিয়ে বললেন, "পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করো। 23 তোমরা যাদের পাপ ক্ষমা করবে, তাদের ক্ষমা হবে, যাদের ক্ষমা করবে না, তাদের ক্ষমা হবে না।" 24 যীশু যখন এসেছিলেন, তখন বারোজন শিষ্যের অন্যতম, দিদুমঃ নামে আখ্যাত থোমা সেখানে ছিলেন না। 25 তাই অন্য শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, "আমরা প্রভুকে দেখেছি।" কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, "আমি যতক্ষণ না তাঁর হাতে পেরেকের চিহ্ন দেখছি এবং যেখানে পেরেকের চিহ্ন ছিল, সেখানে আঙুল রাখছি, আর তাঁর বুকের পাশে আমার হাত রাখছি, ততক্ষণ আমি বিশ্বাস করব না।" 26 এক সপ্তাহ পরে শিষ্যেরা আবার ঘরের মধ্যে ছিলেন। থোমা তাঁদের সঙ্গেই ছিলেন। দরজা বন্ধ করা থাকলেও যীশু এসে তাঁদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, "তোমাদের শান্তি হোক!" 27 তারপর তিনি থোমাকে বললেন, "এখানে তোমার আঙুল রাখো। আমার হাত দুটি দেখো। তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, আমার বুকের পাশে রাখো। সন্দেহ কোরো না ও বিশ্বাস করো।" 28 থোমা তাঁকে বললেন, "প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!" 29 যীশু তখন তাঁকে বললেন, "তুমি আমাকে দেখেছ বলে বিশ্বাস করেছ, কিন্তু ধন্য তারা, যারা আমাকে না দেখেও বিশ্বাস করেছে।" 30 যীশু

শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্নকাজ করেছিলেন, সে সমস্ত এই বইতে লিপিবদ্ধ হয়নি। 31 কিন্তু এ সমস্ত এজন্য লিখে রাখা হয়েছে, যেন তোমরা বিশ্বাস করো যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র এবং বিশ্বাস করে তোমরা তাঁর নামে জীবন লাভ করো।

**21** পরে, টাইবেরিয়াস সাগরের তীরে যীশু শিষ্যদের
সামনে আবার আবির্ভূত হলেন। এভাবে তিনি
নিজেকে প্রকাশ করছিলেন: 2 শিমোন পিতর, থোমা
(দিদুমঃ নামে আখ্যাত), গালীলের কানা নগরের নথনেল,
সিবদিয়ের দুই পুত্র এবং অন্য দুজন শিষ্য সমবেত
হয়েছিলেন। 3 শিমোন পিতর তাঁদের বললেন, "আমি
মাছ ধরতে যাচ্ছি।" তাঁরা বললেন, "আমরাও তোমার
সঙ্গে যাব।" তাই তাঁরা বের হয়ে নৌকায় উঠলেন, কিন্তু
সেই রাত্রে তাঁরা কিছুই ধরতে পারলেন না। 4 ভোরবেলা
যীশু তীরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু শিষ্যেরা বুঝতে পারলেন
না যে, তিনিই যীশু। 5 যীশু তাঁদের বললেন, "বৎসেরা,
তোমাদের কাছে কি কোনো মাছ নেই?" তাঁরা উত্তর
দিলেন, "না।" 6 তিনি বললেন, "নৌকার ডানদিকে
তোমাদের জাল ফেলো, পাবে।" তাঁর নির্দেশমতো জাল
ফেললে এত অসংখ্য মাছ ধরা পড়ল যে, তাঁরা জাল
টেনে তুলতে পারলেন না। 7 তখন যীশুর সেই শিষ্য,
যাঁকে তিনি প্রেম করতেন, তিনি পিতরকে বললেন, "উনি
প্রভু!" যেই না শিমোন পিতর শুনলেন যে "উনি প্রভু,"
তিনি তাঁর উপরের পোশাক শরীরে জড়িয়ে নিয়ে জলে
ঝাঁপ দিলেন (কারণ তিনি তা খুলে রেখেছিলেন)। 8 অন্য
শিষ্যেরা মাছ ভর্তি সেই জাল টানতে টানতে নৌকায় করে
এলেন, কারণ তাঁরা তীর থেকে খুব একটি দূরে ছিলেন
না, নব্বই মিটার মাত্র দূরে ছিলেন। 9 তীরে নেমে তাঁরা
দেখলেন, কয়লার আগুন জ্বলছে এবং তাঁর উপরে মাছ ও
কিছু রুটি রাখা আছে। 10 যীশু তাঁদের বললেন, "এইমাত্র
যে মাছ তোমরা ধরেছ, তা থেকে কিছু নিয়ে এসো।"
11 শিমোন পিতর নৌকায় উঠে জালটিকে টেনে তীরে
নিয়ে এলেন। সেটি একশো তিপ্পান্নটি বড়ো মাছে ভর্তি
ছিল, কিন্তু অত মাছেও জাল ছিঁড়ল না। 12 যীশু তাঁদের
বললেন, "এসো, খেয়ে নাও।" একজন শিষ্যও সাহস
করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে পারলেন না, "আপনি কে,"
কারণ তাঁরা জানতেন, তিনিই প্রভু। 13 যীশু এসে রুটি
নিয়ে তাঁদের দিলেন, সেভাবে মাছও দিলেন। 14 মৃতদের
মধ্য থেকে পুনরুত্থানের পর শিষ্যদের কাছে যীশুর এই
ছিল তৃতীয় আবির্ভাব। 15 খাবার শেষে যীশু শিমোন
পিতরকে বললেন, "যোহনের পুত্র শিমোন, তুমি কি
আমাকে এদের চেয়েও বেশি প্রেম করো?" তিনি বললেন,
"হ্যাঁ, প্রভু, আপনি জানেন, আমি আপনাকে ভালোবাসি।"
যীশু তাঁকে বললেন, "আমার মেষশাবকদের চরাও।" 16
যীশু দ্বিতীয়বার তাঁকে বললেন, "যোহনের পুত্র শিমোন,
তুমি কি আমাকে প্রেম করো?" তিনি তাঁকে বললেন, "হ্যাঁ,
প্রভু। আপনি জানেন যে, আমি আপনাকে ভালোবাসি।"
যীশু তাঁকে বললেন, "আমার মেষদের যত্ন করো।" 17
তৃতীয়বার তিনি তাঁকে বললেন, "যোহনের পুত্র শিমোন,
তুমি কি আমাকে প্রেম করো?" পিতর দুঃখিত হলেন,
কারণ তৃতীয়বার যীশু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি
আমাকে প্রেম করো?" তখন তিনি তাঁকে বললেন, "প্রভু,
আপনি সবই জানেন। আপনি জানেন, আমি আপনাকে
ভালোবাসি।" যীশু বললেন, "আমার মেষদের চরাও। 18
আমি তোমাকে সত্যি বলছি, যখন তুমি যুবক ছিলে তখন
নিজেই নিজের পোশাক পরতে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে
যেতে, কিন্তু বৃদ্ধ হলে তুমি তোমার হাত দুটিকে বাড়িয়ে
দেবে, আর অন্য কেউ তোমাকে পোশাক পরিয়ে দেবে
এবং যেখানে যেতে চাও না, সেখানে তোমাকে নিয়ে
যাবে।" 19 একথার দ্বারা যীশু ইঙ্গিত দিলেন পিতর কীভাবে
মৃত্যুবরণ করে ঈশ্বরের গৌরব করবেন। এরপর তিনি
তাঁকে বললেন, "আমাকে অনুসরণ করো।" 20 পিতর ফিরে
দেখলেন, যে শিষ্যকে যীশু প্রেম করতেন, তিনি তাঁদের
অনুসরণ করছেন (ইনিই সেই শিষ্য, যিনি সান্ধ্যভোজের
সময় যীশুর বুকের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "প্রভু,
কে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?") 21 পিতর
তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, ওর কী হবে?" 22
যীশু উত্তর দিলেন, "আমি যদি চাই যে আমার ফিরে আসা
পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে, তাতে তোমার কী? তুমি শুধু
আমাকে অনুসরণ করো।" 23 এই কারণে শিষ্যদের মধ্যে
গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে সেই শিষ্যের মৃত্যু হবে না, যদিও
যীশু বলেননি যে তাঁর মৃত্যু হবে না। তিনি শুধু বলেছিলেন,
"আমি যদি চাই যে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত সে জীবিত
থাকবে, তাতে তোমার কী?" 24 সেই শিষ্যই এই সমস্ত
বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং তিনিই এ সমস্ত লিপিবদ্ধ
করেছেন। আমরা জানি যে, তাঁর সাক্ষ্য সত্যি। 25 যীশু
আরও অনেক কাজ করেছিলেন। সেগুলির প্রত্যেকটি যদি
এক এক করে লেখা হত, আমার মনে হয়, এত বই লেখা
হত যে, সমগ্র বিশ্বেও সেগুলির জন্য স্থান যথেষ্ট হত না।

# প্রেরিত

**1** হে থিয়ফিল, আমার আগের বইতে আমি সেইসব বিষয় লিখেছি, যেগুলি যীশু সম্পন্ন করতে ও শিক্ষা দিতে শুরু করেছিলেন, **2** সেদিন পর্যন্ত, যখন তিনি তাঁর মনোনীত প্রেরিতশিষ্যদের পবিত্র আত্মার মাধ্যমে বিভিন্ন নির্দেশদান করার পর ঊর্ধ্বে নীত হন। **3** তাঁর কষ্টভোগের পর, তিনি এসব মানুষের কাছে নিজেকে দেখা দিলেন এবং বহু বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিলেন যে, তিনি জীবিত আছেন। চল্লিশ দিন অবধি তিনি তাঁদের কাছে দেখা দিলেন এবং ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন। **4** একবার, যখন তিনি তাদের সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁদের এই আদেশ দিলেন, "তোমরা জেরুশালেম ছেড়ে যেয়ো না, কিন্তু আমার পিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যে দানের কথা আমাকে বলতে শুনেছ, তাঁর অপেক্ষায় থেকো। **5** কারণ যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন ঠিকই, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম লাভ করবে।" **6** পরে তাঁরা যখন একত্র মিলিত হলেন, তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কি এই সময়ে ইস্রায়েলীদের কাছে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে চলেছেন?" **7** তিনি তাঁদের বললেন, "পিতা তাঁর নিজস্ব অধিকারে যে সময় ও দিন নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, সেসব তোমাদের জানার কথা নয়। **8** কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়ায় ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।" **9** একথা বলার পর তাঁকে তাঁদের চোখের সামনেই স্বর্গে তুলে নেওয়া হল ও একখণ্ড মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়াল করে দিল। **10** তিনি যখন যাচ্ছিলেন, তাঁরা অপলক দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন, তখন হঠাৎই সাদা পোশাক পরে দুজন পুরুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালেন। **11** তাঁরা বললেন, "হে গালীলীয়রা, তোমরা এখানে কেন আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছ? এই একই যীশু, যাঁকে তোমাদের মধ্য থেকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হল, তাঁকে যেভাবে স্বর্গে যেতে দেখলে, ঠিক সেভাবেই তিনি ফিরে আসবেন।" **12** এরপর তাঁরা "জলপাই পর্বত" নামক পাহাড় থেকে জেরুশালেমে ফিরে এলেন। নগর থেকে তা ছিল এক বিশ্রামদিনের হাঁটাপথ। **13** তাঁরা যখন নগরে পৌঁছালেন, তাঁরা উপরতলার সেই ঘরে গেলেন, যেখানে তাঁরা থাকতেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন: পিতর, যোহন, যাকোব ও আন্দ্রিয়, ফিলিপ ও থোমা, বর্থলময় ও মথি, আলফেয়ের ছেলে যাকোব এবং জিলট দলভুক্ত শিমোন ও যাকোবের ছেলে যিহূদা। **14** তাঁরা সকলে এবং কয়েকজন মহিলা, যীশুর মা মরিয়ম ও তাঁর ভাইরা একযোগে প্রার্থনায় ক্রমাগত লেগে রইলেন। **15** সেই সময় একদিন পিতর বিশ্বাসীদের (প্রায় একশো কুড়ি জনের একটি দল) মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন। **16** তিনি বললেন, "সকল ভাই ও বোন, যীশুকে যারা গ্রেপ্তার করেছিল, তাদের পথপ্রদর্শক যে যিহূদা, তার সম্পর্কে অনেক আগে দাউদের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা যে কথা বলেছিলেন, সেই শাস্ত্রবাণী পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল। **17** সে আমাদেরই একজন ছিল এবং আমাদের এই পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করেছিল।" **18** তার দুষ্টতার জন্য সে যে পুরস্কার পেয়েছিল, তা দিয়ে যিহূদা একটি জমি কিনেছিল। সেখানেই সে নিচের দিকে মাথা করে পড়ে গেল, তার শরীর ফেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল ও তার সমস্ত অন্ত্র বেরিয়ে পড়ল। **19** জেরুশালেমের সকলে একথা শুনতে পেল, তাই তারা তাদের ভাষায় সেই জমির নাম দিল হকলদামা, যার অর্থ, রক্তক্ষেত্র। **20** পিতর বললেন, "বস্তুত, গীতসংহিতায় লেখা আছে, "'তার বাসস্থান শূন্য হোক; সেখানে বসবাস করার জন্য যেন কেউ না থাকে,' আবার, "'অন্য কেউ যেন তার নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত হয়।' **21** অতএব, প্রভু যীশু যতদিন আমাদের সঙ্গে বাস করেছিলেন এবং সেই সময়ে আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদেরই একজনকে মনোনীত করা আবশ্যক, **22** অর্থাৎ, যোহনের বাপ্তিস্ম দেওয়ার সময় থেকে শুরু করে আমাদের মধ্য থেকে যীশুর স্বর্গে নীত হওয়ার সময় পর্যন্ত। কারণ এদেরই মধ্যে একজন ব্যক্তিকে আমাদের সঙ্গে তাঁর পুনরুত্থানের সাক্ষী হতে হবে।" **23** তখন তাঁরা দুজনের নাম প্রস্তাব করলেন: বার্শব্বা নামে আখ্যাত যোষেফ (ইনি যুষ্ট নামেও পরিচিত ছিলেন), ও মত্তথিয়। **24** তারপর তাঁরা প্রার্থনা করলেন, "প্রভু, তুমি সকলের অন্তর জানো। আমাদের দেখিয়ে দাও, এই দুজনের মধ্যে তুমি কাকে মনোনীত করেছ, **25** যে এই প্রৈরিতিক পরিচর্যার ভার গ্রহণ করবে, যা যিহূদা ত্যাগ করে তার যেখানে যাওয়া উচিত ছিল, সেখানে গিয়েছে।" **26** পরে তাঁরা গুটিকাপাত করলেন ও মত্তথিয়ের নামে গুটি উঠল। এইভাবে তিনি সেই এগারোজন প্রেরিতশিষ্যের সঙ্গে যুক্ত হলেন।

**2** যখন পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হল, তাঁরা সকলেই এক স্থানে সমবেত ছিলেন। **2** হঠাৎই আকাশ থেকে প্রবল বায়ুপ্রবাহের মতো একটি শব্দ ভেসে এল এবং তাঁরা যেখানে বসেছিলেন, সেই ঘরের সর্বত্র ব্যাপ্ত হল। **3** তাঁরা

দেখতে পেলেন, যেন জিভের মতো আগুনের শিখা, যা
ভাগ ভাগ হয়ে তাঁদের প্রত্যেকের উপরে অধিষ্ঠান করল।
4 আর তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং
আত্মা যেমন সক্ষমতা দিলেন, তাঁরা সেইরূপ অন্য অন্য
ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। 5 সেই সময় আকাশের
নিচে অবস্থিত সমস্ত দেশ থেকে ঈশ্বরভয়শীল ইহুদিরা
জেরুশালেমে বাস করছিলেন। 6 তারা যখন এই শব্দ
শুনল, তারা হতচকিত হয়ে সেই স্থানে এসে ভিড় করল,
কারণ তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজস্ব ভাষায় তাঁদের কথা
বলতে শুনল। 7 অত্যন্ত চমৎকৃত হয়ে তারা জিজ্ঞাসা
করল, "এই যে লোকেরা কথা বলছে, এরা সবাই কি
গালীলীয় নয়? 8 তাহলে কীভাবে আমরা প্রত্যেকেই তার
নিজস্ব জন্মদেশীয় ভাষায় তাঁদের কথা বলতে শুনছি? 9
পার্থীয়, মাদীয়, এলমীয় এবং মেসোপটেমিয়া, যিহূদিয়া ও
কাপ্পাদোকিয়া, পন্ত ও এশিয়ার অধিবাসীরা, 10 ফরুগিয়া
ও পাম্ফুলিয়া, মিশর ও কুরীণের কাছাকাছি লিবিয়ার
অংশবিশেষ, রোম থেকে আগত পরিদর্শকেরা, 11 (ইহুদি
ও ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত, উভয়ই); ক্রীটিয় ও আরবীয়েরা,
আমরা শুনতে পাচ্ছি, আমাদের নিজস্ব ভাষায় তাঁরা
ঈশ্বরের বিস্ময়কর কীর্তির কথা ঘোষণা করছেন!" 12
চমৎকৃত ও হতভম্ব হয়ে তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করল,
"এর অর্থ কী?" 13 কেউ কেউ অবশ্য তাদের পরিহাস
করে বলল, "এরা অত্যধিক সুরাপান করে ফেলেছে।"
14 তখন পিতর সেই এগারোজনের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে
উচ্চকণ্ঠে জনসাধারণকে সম্বোধন করলেন, "হে ইহুদি
জনমণ্ডলী ও জেরুশালেমে বসবাসকারী আপনারা সকলে,
আমাকে এই ঘটনার কথা আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে
দিন; আমি যা বলি, তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। 15 এই
লোকেরা নেশাগ্রস্ত নয়, যেমন আপনারা মনে করছেন।
এখন সকাল নয়টা মাত্র! 16 আসলে ভাববাদী যোয়েল
এই ঘটনার কথাই ব্যক্ত করেছিলেন: 17 "ঈশ্বর বলেন,
'অন্তিমকালে, আমি সমস্ত মানুষের উপরে আমার আত্মা
ঢেলে দেব। তোমাদের ছেলে ও মেয়েরা ভাববাণী বলবে,
তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে, তোমাদের যুবকেরা
দর্শন পাবে। 18 এমনকি, আমার দাস-দাসীদেরও উপরে,
সেইসব দিনে আমি আমার আত্মা ঢেলে দেব, আর
তারা ভবিষ্যদ্‌বাণী করবে। 19 ঊর্ধ্বাকাশে আমি দেখাব
বিস্ময়কর সব লক্ষণ এবং নিচে পৃথিবীতে বিভিন্ন নিদর্শন,
রক্ত ও আগুন এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী। 20 প্রভুর সেই মহৎ
ও মহিমাময় দিনের আগমনের পূর্বে, সূর্য অন্ধকার এবং
চাঁদ রক্তবর্ণ হয়ে যাবে। 21 আর যে কেউ প্রভুর নামে
ডাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে।' 22 "হে ইস্রায়েলবাসী,
একথা শুনুন, নাসরতীয় যীশু অনেক অলৌকিক কাজ,
বিস্ময়কর ঘটনা ও নিদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আপনাদের
কাছে ঈশ্বরের দ্বারা স্বীকৃত মানুষ ছিলেন। সেইসব কাজ
ঈশ্বর তাঁরই মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন, যেমন আপনারা
নিজেরাই অবগত আছেন। 23 সেই ব্যক্তিকে ঈশ্বর তাঁর
নিরূপিত পরিকল্পনা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে তোমাদের
হাতে সমর্পণ করেছিলেন, আর তোমরা দুর্জন ব্যক্তিদের
সহায়তায় তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছ। 24 কিন্তু
ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যুযন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে মৃত্যুর কবল থেকে
উত্থাপিত করেছেন, কারণ মৃত্যুর পক্ষে তাঁকে ধরে রাখা
অসম্ভব ছিল। 25 দাউদ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "'আমি
প্রভুকে নিয়ত, আমার সামনে দেখেছি। কারণ, তিনি তো
আমার ডানপাশে, আমি বিচলিত হব না। 26 তাই আমার
হৃদয় আনন্দিত এবং আমার জিভ উল্লাস করে; আমার
দেহ প্রত্যাশায় বিশ্রাম নেবে, 27 কারণ তুমি কখনও
আমাকে পাতালের গর্ভে পরিত্যাগ করবে না, তুমি তোমার
পবিত্রজনকে ক্ষয় দেখতে দেবে না। (Hadēs g86) 28 তুমি
আমার কাছে জীবনের পথ অবগত করেছ, তোমার সামনে
আমায় আনন্দে পূর্ণ করবে।' 29 "হে ইস্রায়েলবাসী, আমি
আপনাদের মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, পূর্বপুরুষ দাউদ
মৃত্যুবরণ করেছিলেন ও তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল; তাঁর
কবর আজও এখানে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। 30
কিন্তু তিনি একজন ভাববাদী ছিলেন, আর তিনি জানতেন
যে, ঈশ্বর শপথপূর্বক তাঁকে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন,
তিনি তাঁর এক সন্তানকে তাঁর সিংহাসনে স্থাপন করবেন।
31 ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা আগেই দেখতে পেয়ে তিনি
মশীহের পুনরুত্থান সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি পাতালের
গর্ভে পরিত্যক্ত হবেন না, কিংবা তাঁর শরীর ক্ষয় দেখবে
না। (Hadēs g86) 32 এই যীশুকেই ঈশ্বর মৃত্যু থেকে জীবনে
বাঁচিয়ে তুলেছেন এবং আমরা সকলেই এই ঘটনার সাক্ষী।
33 ঈশ্বরের ডানদিকে উন্নীত হয়ে তিনি পিতার কাছ থেকে
প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মা লাভ করেছেন এবং আমাদের
উপরে তাঁকে ঢেলে দিয়েছেন, যেমন আপনারা এখন
দেখছেন ও শুনছেন। 34 কিন্তু দাউদ নিজে স্বর্গে যাননি,
তবুও তিনি বলেছেন, "'প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, তুমি
আমার ডানদিকে বসো, 35 যতক্ষণ না আমি তোমার
শত্রুদের তোমার পাদপীঠ করি।' 36 "সেই কারণে, সমস্ত
ইস্রায়েল এ বিষয়ে নিশ্চিত হোক: যে যীশুকে তোমরা
ক্রুশে বিদ্ধ করেছ, ঈশ্বর তাঁকে প্রভু ও মশীহ, এই উভয়ই
করেছেন।" 37 সকলে যখন একথা শুনল, তাদের হৃদয়

ক্ষতবিক্ষত হল। তারা পিতর ও অন্য প্রেরিতশিষ্যদের
বলল, “ভাইরা, আমরা কী করব?” 38 পিতর উত্তর দিলেন,
“তোমরা প্রত্যেকে মন পরিবর্তন করো ও যীশু খ্রীষ্টের নামে
বাপ্তিস্ম গ্রহণ করো, যেন তোমাদের পাপ ক্ষমা হয়, তাহলে
তোমরা ঈশ্বরের দানস্বরূপ পবিত্র আত্মা লাভ করবে। 39
এই প্রতিশ্রুতি তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের জন্য
এবং যারা দূরে আছে তাদের সকলের জন্য—সকলের
জন্য যাদেরকে আমাদের ঈশ্বর প্রভু আহ্বান করবেন।” 40
আরও অনেক কথায় তিনি তাদের সতর্ক করে দিলেন
এবং তিনি তাদের উপদেশ দিয়ে বললেন, “এই কলুষিত
প্রজন্ম থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করো।” 41 যারা
তাঁর বাণী গ্রাহ্য করল, তারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল, আর
সেদিন প্রায় তিন হাজার লোক তাদের সঙ্গে যুক্ত হল।
42 আর তারা প্রেরিতশিষ্যদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়,
রুটি-ভাঙায় ও প্রার্থনায় একান্তভাবে অংশগ্রহণ করল। 43
প্রেরিতশিষ্যদের মাধ্যমে বহু আশ্চর্য ঘটনা ও অলৌকিক
নিদর্শন সম্পন্ন হতে দেখে প্রত্যেকে ভক্তিপূর্ণ ভয়ে পূর্ণ
হয়ে উঠল। 44 যারা বিশ্বাস করল তারা সকলেই একসঙ্গে
থাকত ও একই ভাণ্ডার থেকে তাদের প্রয়োজন মেটাতো।
45 তাদের বিষয়সম্পত্তি ও জিনিসপত্র বিক্রি করে তাদের
প্রত্যেকের প্রয়োজন অনুযায়ী তা ভাগ করে দিত। 46
প্রতিদিন তারা একসঙ্গে মন্দির-প্রাঙ্গণে মিলিত হত। তারা
নিজেদের ঘরে রুটি ভাঙত এবং আনন্দের সঙ্গে ও হৃদয়ের
সরলতায় একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করত। 47 তারা ঈশ্বরের
প্রশংসা করত এবং সব মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করত। আর
যারা পরিত্রাণ লাভ করল, প্রভু দিন-প্রতিদিন তাঁদের সঙ্গে
পরিত্রাণপ্রাপ্তদের যুক্ত করে তাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলেন।

**3** একদিন প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময়ে, বেলা তিনটের সময়,
পিতর ও যোহন একসঙ্গে মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন।
2 এমন সময়ে জন্ম থেকে খোঁড়া এক ব্যক্তিকে মন্দিরের
সুন্দর নামক দরজার দিকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যারা
মন্দির-প্রাঙ্গণে যেত, তাদের কাছে ভিক্ষা চাওয়ার জন্য
তাকে রোজ সেখানে বসিয়ে রাখা হত। 3 সে যখন পিতর
ও যোহনকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেখল, সে তাদের
কাছে টাকাপয়সা ভিক্ষা করল। 4 পিতর সোজা তার দিকে
তাকালেন, যোহনও তাই করলেন। তখন পিতর বললেন,
“আমাদের দিকে তাকাও!” 5 এতে সেই ব্যক্তি তাদের
দিকে তাকিয়ে দেখল। তাদের কাছ থেকে সে কিছু পাওয়ার
আশা করেছিল। 6 তখন পিতর বললেন, “সোনা কি রুপো
আমার কাছে নেই, কিন্তু আমার কাছে যা আছে, আমি
তাই তোমাকে দান করি। তুমি নাসরতের যীশু খ্রীষ্টের
নামে হেঁটে বেড়াও।” 7 তার ডান হাত ধরে তিনি তাকে
উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন, সঙ্গে সঙ্গে মানুষটির দু-পা
ও গোড়ালি সবল হয়ে উঠল। 8 সে তার পায়ে লাফ দিয়ে
উঠল ও চলে বেড়াতে লাগল। তারপর সে চলতে চলতে,
লাফ দিতে দিতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে তাঁদের
সঙ্গে মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। 9 সব লোক তাকে
যখন চলতে ও ঈশ্বরের প্রশংসা করতে দেখল, 10 তারা
তাকে চিনতে পারল যে, এ সেই ব্যক্তি, যে সুন্দর নামে
পরিচিত মন্দিরের দরজায় বসে ভিক্ষা চাইত। তার প্রতি
যা ঘটেছে, তা দেখে তারা চমৎকৃত ও বিস্ময়ে অভিভূত
হয়ে পড়ল। 11 আর সেই ব্যক্তি পিতর ও যোহনের
কাছে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে থাকাতে সব লোক বিস্মিত
হল। তারা সবাই শলোমনের বারান্দায় তাদের কাছে
দৌড়ে এল। 12 পিতর যখন তা দেখলেন, তিনি তাদের
বললেন, “হে ইস্রায়েলবাসী, এই ঘটনায় তোমরা কেন
বিস্মিত হচ্ছো? কেনই বা আমাদের দিকে এমন অপলক
দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছ, যেন আমরা নিজস্ব ক্ষমতায় বা
পুণ্যবলে এই ব্যক্তিকে চলার শক্তি দিয়েছি? 13 অব্রাহাম,
ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর, আমাদের পিতৃপুরুষদের
ঈশ্বর, তাঁর সেবক সেই যীশুকে গৌরবান্বিত করেছেন।
তোমরা তাঁকে হত্যা করার জন্য সমর্পণ করেছিলে এবং
পীলাতের বিচারালয়ের সামনে তাঁকে অস্বীকার করেছিলে,
যদিও তিনি তাঁকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। 14 তোমরা
সেই পবিত্র ও ধার্মিক জনকে অস্বীকার করে চেয়েছিলে
যেন এক হত্যাকারীকে তোমাদের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়।
15 যিনি জীবনের স্রষ্টা, তোমরা তাঁকে হত্যা করেছিলে,
কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করেছেন। আমরা
এই ঘটনার সাক্ষী। 16 তোমরা এই যে ব্যক্তিকে দেখছ
ও জানো, যীশুর নামে বিশ্বাস করেই সে সবল হয়েছে।
যীশুর নাম ও তাঁর মাধ্যমে যে বিশ্বাস দেওয়া হয়েছে, তার
দ্বারা সে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়েছে, যেমন তোমরা সবাই
দেখছ। 17 “হে ইস্রায়েলবাসী, আমি জানি, তোমাদের
নেতাদের মতো তোমরাও না জেনে এসব কাজ করেছিলে।
18 কিন্তু ঈশ্বর তা এভাবেই পূর্ণ করেছেন, যা তিনি তাঁর
সব ভাববাদীর দ্বারা অনেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন,
বলেছিলেন যে তাঁর মশীহ কষ্টভোগ করবেন। 19 সুতরাং,
এখন তোমরা মন পরিবর্তন করো ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরে
এসো, যেন তোমাদের সব পাপ মুছে ফেলা হয় ও
প্রভুর কাছ থেকে পুনরুজ্জীবনের সময় উপস্থিত হয়।
20 তখন তিনি সেই মশীহকে, অর্থাৎ যীশুকে, আবার

পাঠাবেন যাঁকে তিনি তোমাদের জন্য নিযুক্ত করেছেন। 21 তাঁকে সেই সময় পর্যন্ত স্বর্গে থাকতেই হবে, যতক্ষণ
না সবকিছু পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঈশ্বরের সময়
উপস্থিত হয়, যেমন তিনি তাঁর পবিত্র ভাববাদীদের মাধ্যমে
বহুকাল আগেই প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন। (aiōn g165) 22
কারণ মোশি বলেছেন, 'প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের
ভাইয়ের মধ্য থেকে আমার মতো একজন ভাববাদীর
উত্থান ঘটাবেন। তিনি তোমাদের যা বলেন, তোমরা
অবশ্যই সেইসব বিষয় মন দিয়ে শোনো। 23 কোনো ব্যক্তি
যদি তাঁর কথা না শোনে, সে তার আপনজনদের মধ্য
থেকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছিন্ন হবে।' 24 "প্রকৃতপক্ষে শমূয়েল
থেকে শুরু করে যতজন ভাববাদী বাণী প্রচার করেছেন,
তাঁরা এই সময়ের বিষয়েই আগে ঘোষণা করেছিলেন।
25 আর তোমরা হলে সেই ভাববাদীদের উত্তরাধিকারী
এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে স্থাপিত নিয়মের
উত্তরাধিকারী। ঈশ্বর অব্রাহামকে বলেছিলেন, 'তোমার
বংশের মাধ্যমে পৃথিবীর সমস্ত জাতি আশীর্বাদ লাভ
করবে।' 26 যখন ঈশ্বর তাঁর দাসকে মনোনীত করলেন,
তিনি তাঁকে প্রথমে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, যেন
তোমাদের প্রত্যেককে নিজেদের দুষ্টতার জীবনাচরণ থেকে
ফিরিয়ে আশীর্বাদ করতে পারেন।"

**4** পিতর ও যোহন যখন জনসাধারণের সঙ্গে কথা
বলছিলেন, সেই সময় যাজকেরা, মন্দিরের রক্ষী-প্রধান
ও সদ্দূকীরা তাদের কাছে এল। 2 তারা অত্যন্ত বিরক্ত
হয়েছিল, কারণ প্রেরিতশিষ্যেরা লোকদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন
এবং যীশুর মাধ্যমেই মৃতলোক থেকে পুনরুত্থানের কথা
প্রচার করছিলেন। 3 তারা পিতর ও যোহনকে গ্রেপ্তার
করল, আর সন্ধ্যা হয়েছিল বলে তারা পরদিন পর্যন্ত তাঁদের
কারাগার বন্দি করে রাখল। 4 কিন্তু যারা বাক্য শুনেছিল,
তাদের মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করল এবং পুরুষদের
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হল প্রায় পাঁচ হাজার। 5 পরের দিন
শাসকেরা, প্রাচীনবর্গ ও শাস্ত্রবিদরা জেরুশালেমে মিলিত
হল। 6 মহাযাজক হানন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আর
ছিলেন কায়াফা, যোহন, আলেকজান্ডার ও মহাযাজকের
পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরাও। 7 তাঁরা পিতর ও যোহনকে
তাঁদের কাছে তলব করে প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, "কোন
শক্তিতে বা কী নামে তোমরা এই কাজ করেছ?" 8
তখন পিতর, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে তাঁদের বললেন,
"শাসকেরা ও সমাজের প্রাচীনবর্গ! 9 একজন পঙ্গু মানুষের
প্রতি করুণা দেখানোর জন্য যদি আজ আমাদের জবাবদিহি
করতে বলা হচ্ছে এবং জিজ্ঞেস করা হচ্ছে যে, সে কীভাবে
সুস্থ হল, 10 তাহলে আপনারা ও ইস্রায়েলের সব মানুষ
একথা জেনে নিন: যাঁকে আপনারা ক্রুশার্পিত করেছিলেন,
কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত করেছেন,
নাসরতের সেই যীশু খ্রীষ্টের নামে এই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে
আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। 11 তিনিই "'সেই
পাথর যাঁকে গাঁথকেরা অগ্রাহ্য করেছিলেন, তিনিই হয়ে
উঠেছেন কোণের প্রধান পাথর।' 12 আর অন্য কারও
কাছে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, কারণ আকাশের নিচে,
মানুষের মধ্যে এমন আর কোনো নাম দেওয়া হয়নি, যার
দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি।" 13 তাঁরা যখন পিতর
ও যোহনের সাহসিকতা দেখলেন ও উপলব্ধি করলেন
যে তাঁরা ছিলেন অশিক্ষিত, সাধারণ মানুষ, তখন তাঁরা
বিস্মিত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে এঁরা যীশুর
সঙ্গে ছিলেন। 14 কিন্তু যে ব্যক্তি সুস্থ করেছিল, তাকে
তাঁদের সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, তাঁদের
বলার মতো আর কিছুই ছিল না। 15 সেই কারণে তাঁরা
তাঁদের মহাসভা থেকে বাইরে যেতে বললেন এবং তারপর
একত্রে শলাপরামর্শ করতে লাগলেন। 16 তাঁরা বলাবলি
করলেন, "এই লোকগুলিকে নিয়ে আমরা কী ব্যবস্থা গ্রহণ
করব? জেরুশালেমে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে
যে, তাঁরা এক নজিরবিহীন অলৌকিক চিহ্নকাজ সম্পন্ন
করেছে, আর আমরা তা অস্বীকার করতে পারি না। 17
কিন্তু এই বিষয় লোকদের মধ্যে যেন আর ছড়িয়ে না
পড়ে, সেজন্য আমরা অবশ্যই তাঁদের সতর্ক করে দেব,
যেন তাঁরা এই নামে আর কারও কাছে আর কোনো কথা
না বলে।" 18 তাঁরা তখন আবার তাঁদের ভিতরে ডেকে
পাঠালেন ও আদেশ দিলেন, যেন তাঁরা যীশুর নামে আদৌ
আর কোনো কথা না বলে, বা শিক্ষা না দেয়। 19 কিন্তু
পিতর ও যোহন উত্তর দিলেন, "আপনারা নিজেরাই বিচার
করুন, ঈশ্বরের কথা শোনার চেয়ে আপনাদের কথা শোনা
ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ন্যায়সংগত কি না। 20 কারণ আমরা যা
দেখেছি ও শুনেছি, তা না বলে থাকতে পারছি না।" 21
পরে আরও অনেকভাবে ভয় দেখানোর পর তাঁরা তাঁদের
যেতে দিলেন। তাঁরা ঠিক করতে পারলেন না, কীভাবে
তাঁদের শাস্তি দেবেন, কারণ যা ঘটেছিল, সেই কারণে
সব মানুষই ঈশ্বরের প্রশংসা-স্তব করছিল। 22 আর যে
মানুষটি অলৌকিকভাবে সুস্থ হয়েছিল, তার বয়স ছিল
চল্লিশ বছরের বেশি। 23 মুক্তিলাভের পর, পিতর ও যোহন,
তাঁদের নিজেদের লোকজনের কাছে ফিরে গেলেন এবং
প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ, যা কিছু তাঁদের বলেছিলেন,

সেই সংবাদ তাঁদের দিলেন। 24 তাঁরা যখন একথা
শুনলেন, তখন তাঁরা সম্মিলিতভাবে উচ্চকণ্ঠে প্রার্থনায়
ঈশ্বরের উদ্দেশে বলতে লাগলেন, "হে সার্বভৌম প্রভু,
তুমিই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ও সমুদ্র ও সেগুলির মধ্যে
যা কিছু আছে সেসব সৃষ্টি করেছ। 25 তুমি, তোমার দাস,
আমাদের পিতৃপুরুষ দাউদের মাধ্যমে, পবিত্র আত্মার দ্বারা
বলেছিলে, "'কেন জাতিগণ চক্রান্ত করে আর লোকেরা
কেন বৃথাই সংকল্প করে? 26 পৃথিবীর রাজারা উদিত হয়
এবং শাসকেরা সংঘবদ্ধ হয়, সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে ও তাঁর
অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে।' 27 সত্যিই হেরোদ ও পন্তীয়
পীলাত পরজাতিদের ও ইস্রায়েলী জনগণের সঙ্গে এই
নগরে মিলিত হয়ে তোমার সেই পবিত্র সেবক যীশু, যাঁকে
তুমি অভিষিক্ত করেছিলে, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।
28 তারা তাই করেছিল, যা তোমার পরাক্রম ও ইচ্ছা
অনুসারে অবশ্যই ঘটবে বলে অনেক আগে থেকে স্থির
করে রেখেছিল। 29 এখন হে প্রভু, ওদের ভয় দেখানোর
কথা বিবেচনা করো ও সম্পূর্ণ সাহসিকতার সঙ্গে তোমার
বাক্য বলার জন্য তোমার এই দাসেদের ক্ষমতা দাও। 30
তোমার পবিত্র সেবক যীশুর নামের মাধ্যমে রোগনিরাময়
ও অলৌকিক সব নিদর্শন এবং বিস্ময়কর কাজগুলি সম্পন্ন
করতে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।" 31 তাঁদের প্রার্থনা শেষ
হলে, তাঁরা যে স্থানে মিলিত হয়েছিলেন, সেই স্থান কেঁপে
উঠল। আর তাঁরা সকলেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন
এবং সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের বাক্য বলতে লাগলেন। 32
বিশ্বাসীরা সকলেই ছিল একচিত্ত ও একপ্রাণ। কেউই তাঁর
সম্পত্তির কোনো অংশ নিজের বলে দাবি করত না। কিন্তু
তাদের যা কিছু ছিল, তা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিত। 33
প্রেরিতশিষ্যেরা মহাপরাক্রমের সঙ্গে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান
সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে লাগলেন এবং প্রচুর অনুগ্রহ তাদের
সকলের উপরে ছিল। 34 তাদের মধ্যে কেউ অভাবগ্রস্ত
ছিল না। কারণ, সময়ে সময়ে, যাদের জমি বা বাড়িঘর
ছিল, তারা সেগুলি বিক্রি করে, সেই বিক্রি করা অর্থ
এনে 35 প্রেরিতশিষ্যদের চরণে রাখত। পরে যার যেমন
প্রয়োজন হত, তাকে সেই অনুযায়ী ভাগ করে দেওয়া হত।
36 আর যোষেফ নামে সাইপ্রাসের একজন লেবীয়, যাঁকে
প্রেরিতশিষ্যেরা বার্ণবা (নামটির অর্থ, উৎসাহের সন্তান)
নামে ডাকতেন, 37 তাঁর মালিকানাধীন একটি জমি তিনি
বিক্রি করে সেই অর্থ নিয়ে এলেন ও প্রেরিতশিষ্যদের
চরণে তা রাখলেন।

**5** এখন অননিয় নামে একজন ব্যক্তি, তার স্ত্রী সাফিরার
সঙ্গে সম্পত্তির এক অংশ বিক্রি করল। 2 তার স্ত্রীর
সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে, সে তার নিজের জন্য অর্থের কিছু অংশ
রেখে দিল, কিন্তু অবশিষ্ট অংশ এনে প্রেরিতশিষ্যদের
চরণে রাখল। 3 তখন পিতর বললেন, "অননিয়, এ কী
রকম হল, শয়তান তোমার অন্তরকে এমন পূর্ণ করল যে,
তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বললে এবং জমির বিক্রি
করা অর্থের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দিলে? 4 বিক্রি
করার আগে তা কি তোমারই ছিল না? আর বিক্রি করার
পরেও সেই অর্থ কি তোমারই অধিকারে ছিল না? এরকম
একটি কাজ করার কথা তুমি কী করে চিন্তা করলে? তুমি
মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা বললে।" 5
অননিয় একথা শোনামাত্র মাটিতে পড়ে গেল ও প্রাণত্যাগ
করল। ওই ঘটনার কথা যারা শুনল, তারা সকলেই মহা
আতঙ্কে কবলিত হল। 6 তখন যুবকেরা এগিয়ে এল, তার
শরীরে কাপড় জড়ালো এবং তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে
কবর দিল। 7 প্রায় তিন ঘণ্টা পরে তার স্ত্রী উপস্থিত হল। কী
ঘটনা ঘটেছে, সে তা জানত না। 8 পিতর তাকে জিজ্ঞাসা
করলেন, "আমাকে বলো তো, জমি বিক্রি করে তুমি ও
অননিয় কি এই পরিমাণ অর্থ পেয়েছিলে?" সে বলল,
"হ্যাঁ, এই তার দাম।" 9 পিতর তাকে বললেন, "প্রভুর
আত্মাকে পরীক্ষা করার জন্য কীভাবে তোমরা একমত
হলে? দেখো! যারা তোমার স্বামীকে কবর দিয়েছে, তারা
দুয়ারে এসে পড়েছে, তারা তোমাকেও বাইরে নিয়ে
যাবে।" 10 সেই মুহূর্তে সে তাঁর চরণে পড়ে প্রাণত্যাগ
করল। তখন যুবকেরা ভিতরে এসে দেখল সেও মারা
গেছে। তারা তাকে বাইরে বয়ে নিয়ে গেল ও তার স্বামীর
পাশে তাকে কবর দিল। 11 সমস্ত মণ্ডলী ও যারাই এই
ঘটনার কথা শুনল, সকলেই অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে উঠল।
12 প্রেরিতশিষ্যেরা জনসাধারণের মধ্যে অনেক অলৌকিক
নিদর্শন ও বিস্ময়কর কাজ সম্পন্ন করলেন। বিশ্বাসীরা
সকলে শলোমনের বারান্দায় একযোগে মিলিত হত। 13
অন্য কেউই তাদের সঙ্গে যোগ দিতে সাহস করত না,
যদিও লোকেরা তাদের অত্যন্ত সমাদর করত। 14 তা
সত্ত্বেও, বহু পুরুষ ও মহিলা, উত্তরোত্তর প্রভুতে বিশ্বাস
করে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করল। 15 শেষে এমন হল যে,
লোকেরা অসুস্থ মানুষদের রাস্তার ধারে বয়ে নিয়ে গিয়ে
তাদের বিছানা ও মাদুরে শুইয়ে রাখত, যেন পিতর রাস্তা
দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর ছায়া অন্তত কারও কারও উপরে
পড়ে। 16 জেরুশালেমের চারপাশের নগরগুলি থেকেও
জনতা ভিড় করতে লাগল। তারা তাদের অসুস্থ মানুষদের

ও যারা মন্দ-আত্মা দ্বারা যন্ত্রণা পাচ্ছিল, তাদের নিয়ে আসত এবং তারা সকলেই সুস্থ হয়ে উঠত। 17 এরপর মহাযাজক ও তাঁর সমস্ত সহযোগী, যারা সদ্দূকী সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন, তাঁরা ঈর্ষায় পূর্ণ হয়ে উঠলেন। 18 তাঁরা প্রেরিতশিষ্যদের গ্রেপ্তার করে সরকারি কারাগারে রেখে দিলেন। 19 কিন্তু রাত্রিবেলা প্রভুর এক দূত কারাগারের দরজাগুলি খুলে দিয়ে তাঁদের বাইরে নিয়ে এলেন। 20 তিনি বললেন, "তোমরা যাও, গিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াও এবং জনসাধারণের কাছে এই নতুন জীবনের পূর্ণ বার্তা প্রকাশ করো।" 21 তাঁদের যেমন বলা হয়েছিল, ভোরবেলা তাঁরা মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলেন এবং লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। মহাযাজক ও তাঁর সহযোগীরা যখন উপস্থিত হলেন, তাঁরা ইস্রায়েলীদের প্রাচীনবর্গের সমন্বয়ে গঠিত পূর্ণ জমায়েত বা মহাসভাকে একত্র করলেন ও প্রেরিতশিষ্যদের নিয়ে আসার জন্য কারাগারে লোক পাঠালেন। 22 কিন্তু কারাগারে উপস্থিত হয়ে কর্মচারীরা তাঁদের সেখানে খুঁজে পেল না। তাই তারা ফেরত গিয়ে সংবাদ দিল, 23 "আমরা গিয়ে দেখলাম, কারাগার সুদৃঢ়রূপে তালাবন্ধ, রক্ষীরাও দরজায় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমরা সেগুলি খুলে ভিতরে কাউকে দেখতে পেলাম না।" 24 এই সংবাদ শুনে মন্দিরের রক্ষী-প্রধান ও মহাযাজক বিস্ময়বিমূঢ় হলেন। তাঁরা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, এর পরিণাম কী হতে পারে। 25 তখন একজন ব্যক্তি এসে বলল, "দেখুন! যাঁদের আপনারা কারাগারে রেখেছিলেন, তাঁরা মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে লোকদের শিক্ষা দিচ্ছে।" 26 এতে রক্ষী-প্রধান তাঁর কর্মচারীদের সঙ্গে গিয়ে প্রেরিতশিষ্যদের নিয়ে এলেন। তাঁরা বলপ্রয়োগ করলেন না, কারণ লোকেরা তাঁদের উপর পাথর মারতে পারে ভেবে তাঁরা ভয় পেয়েছিলেন। 27 প্রেরিতশিষ্যদের নিয়ে এসে, তাঁরা তাঁদের মহাসভার সামনে উপস্থিত করলেন, যেন মহাযাজক তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। 28 তিনি বললেন, "আমরা তোমাদের এই নামে শিক্ষা না দেওয়ার জন্য কঠোর আদেশ দিয়েছিলাম, তবুও তোমরা তোমাদের উপদেশে জেরুশালেম পূর্ণ করেছ এবং সেই ব্যক্তির রক্তের জন্য আমাদেরই অপরাধী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্প হয়েছ।" 29 পিতর ও অন্য প্রেরিতশিষ্যেরা উত্তর দিলেন, "মানুষের চেয়ে আমরা বরং ঈশ্বরের আদেশই পালন করব! 30 আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সেই যীশুকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন—যাঁকে আপনারা একটি গাছের উপরে টাঙিয়ে হত্যা করেছিলেন। 31 ঈশ্বর তাঁকে অধিপতি ও উদ্ধারকর্তা করে তাঁর ডানদিকে উন্নীত করেছেন, যেন তিনি ইস্রায়েলকে মন পরিবর্তনের পথে চালনা করতে ও পাপের ক্ষমা দিতে পারেন। 32 আমরা এই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী, আর পবিত্র আত্মাও সাক্ষী, যাঁকে ঈশ্বর, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে, তাদের দান করেছেন।" 33 একথা শুনে তাঁরা ক্রোধে উন্মত্ত হলেন এবং তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দিতে চাইলেন। 34 কিন্তু গমলীয়েল নামে একজন ফরিশী, যিনি শাস্ত্রবিদ ও সর্বসাধারণের কাছে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়ালেন ও আদেশ দিলেন, যেন কিছুক্ষণের জন্য ওদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। 35 এরপর তিনি মহাসভাকে সম্বোধন করে বললেন, "হে ইস্রায়েলী জনগণ, এই লোকেদের নিয়ে আপনারা যা করতে চলেছেন, সে সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করুন। 36 কিছুদিন আগে, থুদা উপস্থিত হয়ে নিজেকে এক মহাপুরুষ বলে দাবি করেছিল এবং প্রায় চারশো মানুষ তার পাশে জড়ো হয়েছিল। সে নিহত হল ও তার অনুগামীরা ছত্রভঙ্গ হওয়ায় সবকিছুই ব্যর্থ হয়েছিল; কারো আর অস্তিত্ব রইল না। 37 তারপরে গালীলীয় যিহূদা জনগণনার সময়ে উপস্থিত হয়ে কিছু মানুষকে বিদ্রোহের পথে চালিত করল। সেও নিহত হল ও তার সমস্ত অনুগামী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল। 38 সেই কারণে, বর্তমান বিষয়টি সম্পর্কে আমি তোমাদের পরামর্শ দিই, এই লোকেরা যেমন আছে, থাকতে দাও! ওদের চলে যেতে দাও! কারণ ওদের অভিপ্রায় বা কাজকর্ম যদি মানুষ থেকে হয়, তবে তা ব্যর্থ হবে। 39 কিন্তু তা যদি ঈশ্বর থেকে হয়, তোমরা এদের আটকাতে পারবে না; তোমরা কেবলমাত্র দেখতে পাবে যে, তোমরা নিজেরাই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছ।" 40 তাঁরা তখন তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করল। তাঁরা প্রেরিতশিষ্যদের ভিতরে ডেকে এনে চাবুক মারলেন। তাঁরা তাঁদের আদেশ দিলেন, তাঁরা যেন যীশুর নামে কোনো কথা না বলেন। তারপর তাঁরা তাঁদের চলে যেতে দিলেন। 41 প্রেরিতশিষ্যেরা আনন্দ করতে করতে মহাসভা ত্যাগ করলেন, কারণ তাঁরা সেই নামের কারণে অপমান ভোগ করার জন্য যোগ্য বলে গণ্য হয়েছিলেন। 42 দিনের পর দিন, মন্দির-প্রাঙ্গণে ও ঘরে ঘরে, তাঁরা শিক্ষা দিতে এবং যীশুই যে সেই খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার ঘোষণা করতে কখনও ক্ষান্ত হতেন না।

**6** সেই সময় শিষ্যদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তাদের মধ্যে যারা গ্রিকভাষী ইহুদি ছিল তারা, হিব্রুভাষী ইহুদিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে লাগল, কারণ প্রতিদিনের খাবার ভাগ করার সময় তাদের বিধবারা

উপেক্ষিত হচ্ছিল। 2 তখন সেই বারোজন সব শিষ্যকে
একত্র আহ্বান করে বললেন, "খাবার পরিবেশনের জন্য
ঈশ্বরের বাক্যের পরিচর্যা অবহেলা করা আমাদের পক্ষে
ন্যায়সংগত হবে না। 3 ভাইয়েরা, তোমাদের মধ্য থেকে
এমন সাতজনকে বেছে নাও, যারা পবিত্র আত্মায় ও
বিজ্ঞতায় পূর্ণ বলে সুপরিচিত। আমরা এই দায়িত্বভার
তাদের উপরে দেবো 4 ও আমরা প্রার্থনায় ও বাক্যের
পরিচর্যায় মনোনিবেশ করব।" 5 এই প্রস্তাব সমস্ত
দলের কাছে সন্তোষজনক হল। তারা স্তিফানকে মনোনীত
করল, যিনি বিশ্বাসে ও পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ ছিলেন;
এবং ফিলিপ, প্রখোর, নিকানর, তিমোন, পার্মেনাস ও
আন্তিয়খের নিকোলাসকে, যিনি ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত
হয়েছিলেন। 6 তারা এই সাতজনকে প্রেরিতশিষ্যদের
কাছে উপস্থিত করল, যাঁরা প্রার্থনা করে তাঁদের উপরে
হাত রাখলেন। 7 এভাবে ঈশ্বরের বাক্য ছড়িয়ে পড়ল।
জেরুশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেল এবং
বহুসংখ্যক যাজক বিশ্বাসের প্রতি বাধ্য হলেন। 8 এরপর
স্তিফান, যিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শক্তিতে পূর্ণ ছিলেন,
তিনি জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত বিস্ময়কর ও অলৌকিক
চিহ্নকাজ সাধন করতে লাগলেন। 9 এতে মুক্ত-মানুষদের
(যেমন বলা হত) সমাজভবনের সদস্যরা প্রতিবাদ করল।
এরা ছিল, কুরীণ ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং সেই সঙ্গে
কিলিকিয়া ও এশিয়া প্রদেশের ইহুদিরা। এই লোকেরা
স্তিফানের সঙ্গে তর্ক শুরু করল। 10 কিন্তু তারা তাঁর
প্রজ্ঞা ও যে আত্মার শক্তিতে তিনি কথা বলছিলেন, তার
বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারল না। 11 তখন তারা গোপনে
কয়েকজন মানুষকে এই কথা বলতে প্ররোচিত করল,
"আমরা স্তিফানকে মোশির বিরুদ্ধে ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে
নিন্দার কথা বলতে শুনেছি।" 12 এভাবে তারা জনসাধারণ,
প্রাচীনবর্গ ও শাস্ত্রবিদদের উত্তেজিত করে তুলল। তারা
স্তিফানকে গ্রেপ্তার করে মহাসভার সামনে উপস্থিত করল।
13 তারা মিথ্যা সাক্ষীদের দাঁড় করালো, যারা সাক্ষ্য
দিল, "এই লোকটি এই পবিত্রস্থান ও বিধানের বিরুদ্ধে
কথা বলতে কখনও ক্ষান্ত হয় না। 14 কারণ আমরা
তাকে বলতে শুনেছি যে, নাসরতের যীশু এই স্থান ধ্বংস
করবে ও মোশি আমাদের কাছে যেসব রীতিনীতি সমর্পণ
করেছেন—সেগুলির পরিবর্তন করবে।" 15 যারা মহাসভায়
বসেছিল, তারা স্তিফানের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে দেখল, তাঁর
মুখমণ্ডল স্বর্গদূতের মুখমণ্ডলের মতো।

**7** তখন মহাযাজক স্তিফানকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এসব
অভিযোগ কি সত্যি?" 2 এর উত্তরে তিনি বললেন,
"হে আমার ভাইরা ও পিতৃতুল্য ব্যক্তিরা, আমার কথা
শুনুন। আমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম, হারণে বসবাস করার
পূর্বে তিনি যখন মেসোপটেমিয়ায় বাস করছিলেন, তখন
প্রতাপের ঈশ্বর তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন। 3 ঈশ্বর
বলেছিলেন, 'তুমি তোমার দেশ ও তোমার আত্মীয়স্বজন
ত্যাগ করো এবং আমি যে দেশ তোমাকে দেখাব, সেই
দেশে যাও।' 4 "তাই তিনি কলদীয়দের দেশ ত্যাগ
করে হারণে গিয়ে বসতি স্থাপন করলেন। তাঁর পিতার
মৃত্যুর পর ঈশ্বর তাঁকে এই দেশে পাঠালেন, যেখানে
এখন আপনারা বসবাস করছেন। 5 তিনি তাঁকে এখানে
কোনও অধিকার, এমনকি, পা রাখার মতো একখণ্ড জমিও
দান করেননি। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন
যে, তিনি ও তাঁর পরে তাঁর উত্তরপুরুষেরা সেই দেশের
অধিকারী হবেন, যদিও সেই সময় অব্রাহামের কোনো
সন্তান ছিল না। 6 ঈশ্বর তাঁর সঙ্গে এভাবে কথা বলেছিলেন,
'জেনে রাখো যে তোমার বংশধরেরা চারশো বছর এমন
একটি দেশে অপরিচিত হয়ে বসবাস করবে, যা তাদের
নিজস্ব নয়; তারা সেখানে ক্রীতদাসে পরিণত হবে এবং
তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে। 7 কিন্তু যে দেশে
তারা ক্রীতদাস হয়ে থাকবে, সেই দেশটিকে আমি শাস্তি
দেব।' ঈশ্বর বলেছিলেন, 'শেষ পর্যন্ত তারা সেই দেশ
থেকে বেরিয়ে আসবে ও এই স্থানে এসে আমার উপাসনা
করবে।' 8 তারপর তিনি অব্রাহামকে নিয়মের চিহ্নস্বরূপ
সুন্নতের সংস্কার দান করলেন। আর অব্রাহাম, তাঁর ছেলে
ইস্হাকের জন্ম দিলেন ও আট দিন পরে তাঁর সুন্নত
করলেন। পরে ইস্হাক যাকোবের জন্ম দিলেন ও যাকোব
সেই বারোজন পিতৃকুলপতির জন্ম দিলেন। 9 "যেহেতু
পিতৃকুলপতিরা যোষেফের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন,
তারা তাঁকে মিশরে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দিলেন।
কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সহবর্তী ছিলেন। 10 তিনি তাঁকে সমস্ত
সংকট থেকে উদ্ধার করলেন। তিনি যোষেফকে প্রজ্ঞা দান
করলেন এবং মিশরের রাজা ফরৌণের আনুকূল্য অর্জন
করতে সক্ষমতা দিলেন। সেই কারণে, ফরৌণ তাঁকে
মিশর ও তাঁর সমস্ত প্রাসাদের উপরে প্রশাসকরূপে নিযুক্ত
করলেন। 11 "তারপরে সমস্ত মিশরে ও কনানে এক দুর্ভিক্ষ
হল এবং ভীষণ কষ্ট উপস্থিত হল। আমাদের পিতৃপুরুষেরা
খাদ্যের সন্ধান পেলেন না। 12 যাকোব যখন শুনলেন যে
মিশরে শস্য সঞ্চিত আছে, তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের
প্রথমবার সেই যাত্রায় পাঠালেন। 13 তাদের দ্বিতীয় যাত্রায়

যোষেফ তাঁর ভাইদের কাছে আত্মপরিচয় দিলেন, আর ফরৌণ যোষেফের পরিবারের বিষয়ে জানতে পারলেন। 14 এরপরে যোষেফ নিজের পিতা যাকোব ও তাঁর সমগ্র পরিবারের সব মিলিয়ে পঁচাত্তর জনকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন। 15 তারপরে যাকোব মিশরে গেলেন। সেখানে তাঁর ও আমাদের পিতৃপুরুষদের মৃত্যু হল। 16 তাঁদের শবদেহ শিখিমে নিয়ে আসা হল এবং অব্রাহাম শিখিমে, হমোরের ছেলেদের কাছ থেকে কিছু অর্থের বিনিময়ে যে কবর কিনেছিলেন, সেখানে তাদের কবর দেওয়া হল। 17 "ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে প্রতিশ্রুতি করেছিলেন, তা পূর্ণ হওয়ার সময় সন্নিকট হলে, মিশরে আমাদের লোকদের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। 18 পরে 'এমন এক নতুন রাজা মিশরের ক্ষমতায় এলেন, যাঁর কাছে যোষেফের কোনও গুরুত্বই ছিল না।' 19 তিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণ করলেন এবং তিনি বলপ্রয়োগ করে তাদের নবজাত সন্তানদের বাইরে ফেলে দিতে বললেন, যেন তারা মারা যায়। এভাবে তারা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপরে অত্যাচার করলেন। 20 "সেই সময়ে মোশির জন্ম হয়। তিনি কোনো সাধারণ শিশু ছিলেন না। তিন মাস পর্যন্ত তিনি তাঁর বাবার বাড়িতে প্রতিপালিত হলেন। 21 তাঁকে যখন বাইরে রেখে দেওয়া হল, ফরৌণের মেয়ে তাঁকে তুলে নিলেন ও তাঁর নিজের ছেলের মতো তাঁকে প্রতিপালন করলেন। 22 মোশি মিশরীয় সমস্ত জ্ঞান-বিদ্যায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেন। কথায় ও কাজে তিনি পরাক্রমী ছিলেন। 23 "মোশির বয়স যখন চল্লিশ বছর, তিনি তাঁর সহ-ইস্রায়েলীদের খোঁজ করবেন বলে স্থির করলেন। 24 তিনি দেখলেন, তাদের একজনের প্রতি এক মিশরীয় অন্যায় আচরণ করছে। তাই তিনি তার প্রতিরক্ষায় গেলেন এবং সেই মিশরীয়কে হত্যা করে তার প্রতিশোধ নিলেন। 25 মোশি ভেবেছিলেন যে, তাঁর স্বজাতির লোকেরা উপলব্ধি করতে পারবে যে, তাদের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর তাঁকে ব্যবহার করছেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারল না। 26 পরের দিন, দুজন ইস্রায়েলী যখন পরস্পর মারামারি করছিল, মোশি তাদের কাছে এলেন। তিনি এই কথা বলে তাদের পুনর্মিলনের চেষ্টা করলেন, 'ওহে, তোমরা পরস্পর ভাই ভাই, কেন তোমাদের একজন অন্যজনকে আহত করতে চাইছ?' 27 "কিন্তু যে লোকটি অপরজনের প্রতি অন্যায় আচরণ করছিল, সে মোশিকে এক পাশে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলল, 'কে তোমাকে আমাদের উপরে শাসক ও বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছে? 28 গতকাল সেই মিশরীয়টিকে যেমন হত্যা করেছিলে, আমাকেও কি তেমনই হত্যা করতে চাও?' 29 মোশি যখন একথা শুনলেন, তিনি মিদিয়ন দেশে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি প্রবাসী হয়ে বসবাস করে দুই ছেলের জন্ম দিলেন। 30 "চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, সীনয় পর্বতের কাছে মরুপ্রান্তরে এক প্রজ্বলিত ঝোপের আগুনের শিখায় এক স্বর্গদূত মোশিকে চাক্ষুষ দর্শন দিলেন। 31 তিনি যখন তা দেখলেন, সেই দৃশ্যে তিনি চমৎকৃত হলেন। আরও নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করার জন্য যেই তিনি এগিয়ে গেলেন, তিনি প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন: 32 'আমি তোমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর, অব্রাহাম, ইস্হাক ও যাকোবের ঈশ্বর।' মোশি ভয়ে কাঁপতে লাগলেন, সেদিকে তাকানোর সাহস তাঁর রইল না। 33 "তখন প্রভু তাঁকে বললেন, 'তোমার চটিজুতো খুলে ফেলো, কারণ তুমি যে স্থানে দাঁড়িয়ে আছ সেটি পবিত্র ভূমি। 34 আমি প্রকৃতই মিশরে আমার প্রজাদের উপরে নির্যাতন লক্ষ্য করেছি। আমি তাদের আর্তনাদ শুনেছি ও তাদের মুক্ত করার জন্যই নেমে এসেছি। এখন এসো, আমি তোমাকে মিশরে ফেরত পাঠাই।' 35 "ইনিই সেই মোশি, যাঁকে তারা এই কথা বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল, 'কে তোমাকে শাসক ও বিচারকর্তা নিযুক্ত করেছে'? স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে তাদের শাসক ও উদ্ধারকারীরূপে পাঠিয়েছিলেন সেই স্বর্গদূতের মাধ্যমে, যিনি ঝোপের মধ্যে তাঁকে দর্শন দিয়েছিলেন। 36 তিনি তাদের মিশর থেকে বের করে আনলেন এবং মিশরে, লোহিত সাগরে ও চল্লিশ বছর যাবৎ মরুপ্রান্তরে বিভিন্ন বিস্ময়কর কাজ ও অলৌকিক চিহ্নকাজ সম্পন্ন করলেন। 37 "ইনিই সেই মোশি, যিনি ইস্রায়েলীদের বলেছিলেন, 'ঈশ্বর তোমাদের ভাইয়ের মধ্য থেকে আমার মতো একজন ভাববাদীর উত্থান ঘটাবেন।' 38 তিনি সেই মরুপ্রান্তরে জনমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন। তিনি ছিলেন সেই স্বর্গদূতের সঙ্গে, যিনি সীনয় পর্বতের উপরে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং যিনি আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গেও ছিলেন। তিনি জীবন্ত বাক্য আমাদের কাছে দেওয়ার জন্য গ্রহণ করেছিলেন। 39 "কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষেরা মোশির আদেশ পালন করতে চাইলেন না। পরিবর্তে, তাঁরা তাঁকে অগ্রাহ্য করলেন ও মনে মনে মিশরের প্রতি ফিরে গেলেন। 40 তাঁরা হারোণকে বললেন, 'আমাদের আগে আগে যাওয়ার উদ্দেশে আমাদের জন্য দেবতা নির্মাণ করো। এই যে মোশি, যিনি আমাদের মিশর থেকে বের করে এনেছিলেন, তাঁর কী হয়েছে, তা আমরা জানি না!' 41 সেই সময় তাঁরা বাছুরের আকৃতিবিশিষ্ট একটি মূর্তি নির্মাণ করলেন। তাঁরা তার কাছে বিভিন্ন নৈবেদ্য

নিয়ে এলেন এবং তাঁদের হাতে তৈরি মূর্তির সম্মানে এক আনন্দোৎসব পালন করলেন। 42 কিন্তু ঈশ্বর বিমুখ হলেন এবং আকাশের সূর্য, চাঁদ ও আকাশের তারা উপাসনা করার জন্য তাদের সমর্পণ করলেন। ভাববাদীদের গ্রন্থে যা লেখা আছে, এ তারই সঙ্গে সহমত পোষণ করে: "'হে ইস্রায়েলের কুল, তোমরা কি মরুভূমিতে চল্লিশ বছর, আমার কাছে বিভিন্ন বলিদান ও নৈবেদ্য নিয়ে এসেছিলে? 43 তোমরা তুলে ধরেছিলে মোলকের সেই সমাগম তাঁবু ও তোমাদের দেবতা রিফনের প্রতীক, তারকা— যে দুই মূর্তি তোমরা উপাসনার জন্য নির্মাণ করেছিলে। আমি তাই তোমাদের ব্যাবিলনের সীমানার ওপারে নির্বাসনে পাঠাব।' 44 "মরুপ্রান্তরে আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে ছিল সেই সাক্ষ্য-তাঁবু। মোশি যে নকশা দেখেছিলেন, সেই অনুযায়ী তাঁকে ঈশ্বরের দেওয়া নির্দেশমতো তা নির্মিত হয়েছিল। 45 পরবর্তীকালে যিহোশূয়ের আমলে আমাদের পিতৃপুরুষেরা যখন ঈশ্বর দ্বারা তাড়িয়ে দেওয়া জাতিকে উচ্ছেদ করে তাদের দেশ অধিকার করলেন, তখনও তাঁরা সেই সমাগম তাঁবুটি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। সেই তাঁবু দাউদের সময় পর্যন্ত সেখানেই ছিল। 46 তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করলেন এবং যাকোবের ঈশ্বরের জন্য একটি আবাসগৃহ নির্মাণ করার জন্য অনুমতি চাইলেন। 47 কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শলোমন তাঁর জন্য সেই আবাসগৃহ নির্মাণ করেন। 48 "যাই হোক, পরাৎপর মানুষের হাতে তৈরি গৃহে বসবাস করেন না। ভাববাদী যেমন বলেন: 49 "'স্বর্গ আমার সিংহাসন ও পৃথিবী আমার পাদপীঠ। প্রভু বলেন, তোমরা আমার জন্য কী ধরনের আবাস নির্মাণ করবে? অথবা, আমার বিশ্রামস্থানই বা হবে কোথায়? 50 আমার হাতই কি এই সমস্ত নির্মাণ করেনি?' 51 "একগুঁয়ে মানুষ তোমরা, অচ্ছিন্নত্বক তোমাদের হৃদয় ও কান! তোমরাও তোমাদের পিতৃপুরুষদের মতো; তোমরা সবসময়ই পবিত্র আত্মাকে প্রতিরোধ করে থাকো! 52 তোমাদের পিতৃপুরুষেরা নির্যাতন করেনি, এমন কোনও ভাববাদী কি আছেন? তারা এমনকি, তাঁদেরও হত্যা করেছিল, যাঁরা সেই ধর্মময় পুরুষের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছিলেন। আর এখন তোমরাও বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেছ— 53 তোমরা, বিধান গ্রহণ করেছিলে, যা স্বর্গদূতদের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তা পালন করোনি।" 54 মহাসভার সদস্যরা যখন একথা শুনল, তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তাঁর প্রতি দন্তঘর্ষণ করতে লাগল। 55 কিন্তু স্তিফান, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে স্বর্গের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। তিনি ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পেলেন। আরও দেখলেন যে যীশু ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন। 56 তিনি বললেন, "দেখো, আমি স্বর্গ খোলা দেখতে পাচ্ছি ও মনুষ্যপুত্র ঈশ্বরের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন।" 57 এতে তারা তাদের কান বন্ধ করল এবং উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে সকলে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। 58 তারা তাঁকে নগরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল ও তাঁকে পাথর দিয়ে আঘাত করতে লাগল। ইতিমধ্যে, সাক্ষীরা নিজের নিজের পোশাক খুলে শৌল নামে এক যুবকের পায়ের কাছে রাখল। 59 তারা যখন তাঁকে পাথর দিয়ে আঘাত করছিল, স্তিফান প্রার্থনা করলেন, "প্রভু যীশু, আমার আত্মাকে তুমি গ্রহণ করো।" 60 তারপর তিনি নতজানু হয়ে চিৎকার করে বললেন, "প্রভু, এদের বিরুদ্ধে তুমি এই পাপ গণ্য করো না।" একথা বলার পর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

**8** আর শৌল সেখানে তাঁর মৃত্যুর অনুমোদন করছিলেন।

সেদিন, জেরুশালেমের মণ্ডলীর বিরুদ্ধে ভীষণ নির্যাতন শুরু হল। প্রেরিতশিষ্যরা ছাড়া অন্য সকলে যিহূদিয়া ও শমরিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। 2 কয়েকজন ঈশ্বরভক্ত স্তিফানের কবর দিলেন এবং তাঁর জন্য গভীর শোকপ্রকাশ করলেন। 3 কিন্তু শৌল মণ্ডলী ধ্বংস করার কাজ শুরু করলেন। ঘরে ঘরে প্রবেশ করে তিনি নারী ও পুরুষ সবাইকে টেনে এনে তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। 4 যারা ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা যেখানেই গেল, সেখানেই বাক্য প্রচার করল। 5 ফিলিপ শমরিয়ার একটি নগরে গেলেন এবং খ্রীষ্টকে সেখানে প্রচার করতে লাগলেন। 6 সব লোক যখন ফিলিপের কথা শুনল ও তিনি যেসব অলৌকিক চিহ্নকাজ করছিলেন, তা দেখল, তারা তাঁর কথায় গভীর মনোনিবেশ করল। 7 বহু মানুষের মধ্য থেকে অশুচি আত্মারা তীক্ষ্ণ চিৎকার করতে করতে বেরিয়ে এল। বহু পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও পঙ্গু ব্যক্তিরা আরোগ্য লাভ করল। 8 সেই কারণে, সেই নগরে মহা আনন্দ উপস্থিত হল। 9 কিছুকাল যাবৎ সেই নগরে শিমোন নামে এক ব্যক্তি জাদুবিদ্যা অভ্যাস করত এবং শমরিয়ার সব মানুষকে চমৎকৃত করত। সে নিজেকে একজন মহাপুরুষরূপে জাহির করে গর্ববোধ করত 10 এবং উঁচু বা নীচ সবাই তাঁর কথা মন দিয়ে শুনত ও বলত, "এই ব্যক্তি সেই দিব্যশক্তি, যা 'মহাশক্তি' নামে পরিচিত।" 11 তারা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনত, কারণ সে তার জাদুবিদ্যার মাধ্যমে বহুদিন ধরে তাদের মুগ্ধ করে রেখেছিল। 12 কিন্তু ফিলিপ যখন ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ও যীশু

খ্রীষ্টের নাম প্রচার করলেন, তারা তাঁকে বিশ্বাস করল এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। 13 শিমোন নিজেও বিশ্বাস করে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। আর সে সর্বত্র ফিলিপকে অনুসরণ করতে থাকল; মহান সব চিহ্নকাজ ও অলৌকিক কাজ দেখে আশ্চর্যচকিত হল। 14 জেরুশালেমের প্রেরিতশিষ্যেরা যখন শুনলেন যে, শমরিয়া ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে পাঠালেন। 15 তাঁরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেন তারা পবিত্র আত্মা পায়, 16 কারণ তখনও পর্যন্ত পবিত্র আত্মা তাদের কারোরই উপরে আসেননি, তারা প্রভু যীশুর নামে কেবলমাত্র বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল। 17 তখন পিতর ও যোহন তাদের উপরে হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মা লাভ করল। 18 শিমোন যখন দেখল যে প্রেরিতশিষ্যদের হাত রাখার ফলে পবিত্র আত্মা দেওয়া হচ্ছেন, সে তাঁদের টাকা দেওয়ার প্রস্তাব দিল 19 ও বলল, "আমাকেও এই ক্ষমতা দিন, যেন আমিও যার উপরে হাত রাখি, সেও পবিত্র আত্মা পেতে পারে।" 20 পিতর উত্তর দিলেন, "তোমার অর্থ তোমার সঙ্গেই ধ্বংস হোক, কারণ তুমি ভেবেছ, অর্থ দিয়ে তুমি ঈশ্বরের দান কিনতে পারো! 21 এই পরিচর্যায় তোমার কোনও ভূমিকা বা ভাগ নেই, কারণ তোমার অন্তর ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সরল নয়। 22 এই দুষ্টতার জন্য অনুতাপ করো এবং প্রভুর কাছে প্রার্থনা করো। হয়তো তোমার অন্তরের এ ধরনের চিন্তার জন্য তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন, 23 কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি তিক্ততায় পূর্ণ ও পাপের কাছে এখনও বন্দি হয়ে আছ।" 24 তখন শিমোন উত্তর দিল, "আমার জন্য আপনারাই প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন, যেন আপনারা যা বললেন, তার কিছুই আমার প্রতি না ঘটে।" 25 যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার পর ও প্রভুর বাক্য প্রচার করার পর পিতর ও যোহন বিভিন্ন শমরীয় গ্রামে সুসমাচার প্রচার করলেন ও জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। 26 ইতিমধ্যে প্রভুর এক দূত ফিলিপকে বললেন, "দক্ষিণ দিকে, জেরুশালেম থেকে গাজার দিকে যে পথটি গেছে, মরুপ্রান্তরের সেই পথটিতে যাও।" 27 তিনি তখন যাত্রা শুরু করলেন। তাঁর যাওয়ার পথে তিনি এক ইথিয়োপীয় নপুংসক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি ইথিয়োপীয়দের কান্দাকি রানির সমস্ত কোষাগার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক ছিলেন। সেই ব্যক্তি উপাসনা করার জন্য জেরুশালেমে গিয়েছিলেন। 28 তাঁর বাড়ি ফেরার পথে, তিনি তাঁর রথে বসে ভাববাদী যিশাইয়ের পুস্তকটি পাঠ করছিলেন। 29 পবিত্র আত্মা ফিলিপকে বললেন, "তুমি ওই রথের কাছে গিয়ে তার কাছাকাছি থাকো।" 30 ফিলিপ তখন রথের দিকে দৌড়ে গেলেন এবং শুনলেন, সেই ব্যক্তি ভাববাদী যিশাইয়ের গ্রন্থ পাঠ করছেন। ফিলিপ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি যা পাঠ করছেন, তা কি বুঝতে পারছেন?" 31 তিনি বললেন, "কেউ আমাকে এর ব্যাখ্যা না করে দিলে, আমি কী করে বুঝতে পারব?" সেই কারণে তিনি ফিলিপকে তাঁর কাছে উঠে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। 32 সেই নপুংসক শাস্ত্রের এই অংশটি পাঠ করছিলেন:

"যেমন ঘাতকের কাছে নিয়ে যাওয়া মেষশাবককে, ও
লোমচ্ছেদকদের কাছে নিয়ে যাওয়া মেষ নীরব থাকে,
তেমনই তিনি তাঁর মুখ খোলেননি। 33 তাঁর অবমাননাকালে
তিনি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর বংশধরদের
কথা কে বলতে পারে? কারণ পৃথিবী থেকে তাঁর জীবন
উচ্ছিন্ন হল।"

34 নপুংসক ফিলিপকে জিজ্ঞাসা করলেন, "অনুগ্রহ করে আমাকে বলুন, ভাববাদী এখানে কার সম্পর্কে একথা বলেছেন, নিজের বিষয়ে, না অন্য কারও সম্পর্কে?" 35 তখন তাঁর কাছে ফিলিপ শাস্ত্রের সেই অংশ থেকে শুরু করে যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করলেন। 36 তাঁরা যখন পথে যাচ্ছিলেন, তাঁরা এক জলাশয়ের কাছে এসে পৌঁছালেন। নপুংসক বললেন, "দেখুন, এখানে জল আছে। আমার বাপ্তিস্ম গ্রহণের বাধা কোথায়?" 37 ফিলিপ বললেন, "আপনি যদি সম্পূর্ণ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, তাহলে নিতে পারেন।" প্রত্যুত্তরে নপুংসক বললেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, যীশু খ্রীষ্টই ঈশ্বরের পুত্র।" 38 তিনি তখন রথ থামানোর আদেশ দিলেন। পরে ফিলিপ ও নপুংসক, উভয়েই জলের মধ্যে নেমে গেলেন এবং ফিলিপ তাঁকে বাপ্তিস্ম দিলেন। 39 তাঁরা যখন জলের মধ্য থেকে বের হয়ে এলেন, প্রভুর আত্মা তখন হঠাৎই ফিলিপকে সেই স্থান থেকে সরিয়ে দিলেন। নপুংসক তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। তখন তিনি আনন্দ করতে করতে তাঁর পথে চলে গেলেন। 40 ফিলিপকে অবশ্য আজোতাস নগরে দেখতে পাওয়া গেল। তিনি যাওয়ার পথে সব নগরগুলিতে সুসমাচার প্রচার করতে করতে অবশেষ কৈসরিয়াতে গিয়ে পৌঁছালেন।

**9** এর মধ্যে শৌল তখনও তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে ভয় দেখাচ্ছিলেন ও প্রভুর শিষ্যদের হত্যা করতে উদ্যত ছিলেন। তিনি মহাযাজকের কাছে গিয়ে 2 দামাস্কাসের সমাজভবনগুলির উদ্দেশে তাঁর কাছে কয়েকটি পত্র লিখে দিতে অনুরোধ করলেন, যেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সেই

পথের অনুসারী যদি কাউকে দেখতে পান, তাদেরকে বন্দি করে জেরুশালেমে নিয়ে আসতে পারেন। 3 দামাস্কাসে যাওয়ার পথে, যখন তিনি সে নগরের কাছে পৌঁছালেন, হঠাৎই আকাশ থেকে এক আলো তাঁর চারপাশে দ্যুতিমান হয়ে উঠল। 4 তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন ও এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন তাঁকে বলছে, "শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকে নির্যাতন করছ?" 5 শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আপনি কে?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমি যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ। 6 এখন ওঠো, আর নগরের মধ্যে প্রবেশ করো। তোমাকে যা করতে হবে, তা তোমাকে জানিয়ে দেওয়া হবে।" 7 শৌলের সহযাত্রীরা নির্বাক হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। তারা সেই শব্দ শুনলেও কাউকে দেখতে পেল না। 8 শৌল মাটি থেকে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু তিনি চোখ খুললে পর কিছুই দেখতে পেলেন না। তাই তারা তাঁর হাত ধরে তাঁকে দামাস্কাসে নিয়ে গেল। 9 তিন দিন যাবৎ তিনি দৃষ্টিহীন রইলেন, খাবার বা পানীয় কিছুই গ্রহণ করলেন না। 10 দামাস্কাসে অননিয় নামে একজন শিষ্য ছিলেন। প্রভু এক দর্শনের মাধ্যমে তাঁকে ডাক দিলেন, "অননিয়!" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ প্রভু, দেখুন, এই আমি!" 11 প্রভু তাঁকে বললেন, "তুমি সরল নামক রাস্তায় অবস্থিত যিহূদার বাড়িতে যাও এবং তার্ষ নগরের শৌল নামে এক ব্যক্তির সন্ধান করো, কারণ সে প্রার্থনা করছে। 12 এক দর্শনে সে দেখেছে যে, অননিয় নামে এক ব্যক্তি এসে তার উপরে হাত রাখলেন, যেন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।" 13 অননিয় উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমি এই লোকটি সম্পর্কে বহু অভিযোগ এবং জেরুশালেমে তোমার পবিত্রগণের যে সমস্ত ক্ষতি করেছে, তা আমি শুনেছি। 14 আবার এখানেও যারা তোমার নামে ডাকে, তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করার জন্য সে প্রধান যাজকদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে এসেছে।" 15 কিন্তু প্রভু অননিয়কে বললেন, "তুমি যাও! অইহুদি সব জাতি ও তাদের রাজাদের কাছে এবং ইস্রায়েলী জনগণের কাছে আমার নাম প্রচার করার জন্য সে আমার মনোনীত পাত্র। 16 আমি তাকে দেখাব যে আমার নামের জন্য তাকে কত কষ্টভোগ করতে হবে।" 17 অননিয় তখন সেই বাড়ির উদ্দেশে চলে গেলেন এবং সেখানে প্রবেশ করলেন। শৌলের উপরে হাত রেখে তিনি বললেন, "ভাই শৌল, প্রভু যীশু, যিনি তোমার আসার সময় পথে তোমাকে দর্শন দিয়েছেন, তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, যেন তুমি দৃষ্টি ফিরে পাও ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হও।" 18 সঙ্গে সঙ্গে, আঁশের মতো কোনো বস্তু শৌলের দু-চোখ থেকে পড়ে গেল এবং তিনি আবার দেখতে লাগলেন। তিনি উঠে বাপ্তাইজিত হলেন, 19 এবং পরে কিছু খাবার খেয়ে তাঁর শক্তি ফিরে পেলেন। শৌল কয়েক দিন দামাস্কাসে শিষ্যদের সঙ্গে সময় কাটালেন। 20 দেরি না করে তিনি সমাজভবনগুলিতে প্রচার করতে লাগলেন যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। 21 যারা তাঁর কথা শুনল, তারা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "এ কি সেই ব্যক্তি নয় যে জেরুশালেমে তাদের সর্বনাশ করেছিল যারা যীশুর নামে ডাকে, এবং তাদের বন্দি করে প্রধান যাজকদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যই কি সে এখানে আসেনি?" 22 কিন্তু শৌল শক্তিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগলেন এবং যীশুই যে মশীহ, দামাস্কাসবাসী ইহুদিদের কাছে তা প্রমাণ করে তাদের হতবুদ্ধি করে দিলেন। 23 এভাবে অনেকদিন কেটে যাওয়ার পর ইহুদিরা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। 24 কিন্তু শৌল তাদের পরিকল্পনার কথা জানতে পারলেন। তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তারা দিনরাত নগরদ্বারগুলিতে সতর্ক পাহারা দিতে লাগল। 25 কিন্তু তাঁর অনুগামীরা একটি বড়ো ঝুড়িতে করে প্রাচীরের একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়ে রাত্রিবেলা তাঁকে নামিয়ে দিলেন। 26 তিনি যখন জেরুশালেমে এলেন, তিনি শিষ্যদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই তাঁর সম্পর্কে ভীত হলেন, বিশ্বাস করতে চাইলেন না যে, তিনি প্রকৃতই শিষ্য হয়েছেন। 27 কিন্তু বার্ণবা তাঁর হাত ধরে তাঁকে প্রেরিতশিষ্যদের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের বললেন, শৌল কীভাবে তাঁর যাত্রাপথে প্রভুর দর্শন লাভ করেছেন এবং প্রভু তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, আবার দামাস্কাসে তিনি কেমন সাহসের সঙ্গে যীশুর নামে প্রচার করেছেন। 28 এভাবে শৌল তাঁদের সঙ্গে থেকে গেলেন। তিনি স্বচ্ছন্দে জেরুশালেমে এদিক-ওদিক যাতায়াত করতে লাগলেন, প্রভুর নামে সাহসের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। 29 তিনি গ্রিকভাষী ইহুদিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও তর্কবিতর্কে যুক্ত হলেন, কিন্তু তারা তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করল। 30 বিশ্বাসী ভাইয়েরা যখন একথা জানতে পারলেন, তাঁরা তাঁকে কৈসরিয়ায় নিয়ে গেলেন এবং সেখান থেকে তার্ষে পাঠিয়ে দিলেন। 31 এরপরে যিহূদিয়া, গালীল ও শমরিয়ার সর্বত্র মণ্ডলীগুলি শান্তি উপভোগ করতে লাগল ও শক্তিশালী হতে লাগল। তারা প্রভুর ভয়ে দিন কাটিয়ে ও পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রেরণা লাভ করে সংখ্যায় বৃদ্ধিলাভ করল। 32 পিতর যখন দেশের সর্বত্র যাতায়াত করছিলেন, তিনি লুদ্দায় পবিত্রগণের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। 33 সেখানে তিনি ঐনিয় নামে এক ব্যক্তির সন্ধান পেলেন, সে ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত ও আট বছর

যাবৎ শয্যাশায়ী। 34 পিতর তাকে বললেন, "ঐনিয়, যীশু
খ্রীষ্ট তোমার সুস্থ করছেন। তুমি ওঠো ও তোমার বিছানা
গুটিয়ে নাও।" ঐনিয় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। 35 লুদ্দা
ও শারোণ-নিবাসী সব মানুষ তাকে সুস্থ দেখতে পেল ও
প্রভুকে গ্রহণ করল। 36 জোপ্পায় টাবিথা নামে এক মহিলা
শিষ্য ছিলেন (এই নামের অনূদিত অর্থ, দর্কা); তিনি
সবসময় সৎকর্ম করতেন ও দরিদ্রদের সাহায্য করতেন।
37 সেই সময় তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। তাঁর শরীর ধুয়ে
দিয়ে উপরতলার একটি ঘরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। 38
লুদ্দা জোপ্পার কাছেই ছিল, তাই শিষ্যেরা যখন শুনল যে,
পিতর লুদ্দায় আছেন, তারা তাঁর কাছে দুজন লোককে
পাঠিয়ে মিনতি করল, "অনুগ্রহ করে আপনি এখনই চলে
আসুন!" 39 পিতর তাদের সঙ্গে গেলেন। তিনি সেখানে
পৌঁছালে তাঁকে উপরতলার সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হল।
বিধবারা কাঁদতে কাঁদতে তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়েছিল, দর্কা
তাদের সঙ্গে থাকার সময় যে সমস্ত আলখাল্লা ও অন্যান্য
পোশাক তৈরি করেছিলেন, সেসব তাঁকে দেখাতে লাগল।
40 পিতর তাদের সবাইকে সেই ঘর থেকে বের করে
দিলেন। তারপর তিনি নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। মৃত
মহিলার দিকে ফিরে তিনি বললেন, "টাবিথা, ওঠো।" তিনি
তাঁর চোখ খুললেন এবং পিতরকে দেখে উঠে বসলেন। 41
তিনি তাঁর হাত ধরলেন ও তাঁর দু-পায়ে ভর দিয়ে তাঁকে
উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন। তারপর তিনি সব বিধবা
ও অন্য বিশ্বাসীদের ডেকে তাদের কাছে তাঁকে জীবিত
অবস্থায় উপস্থিত করলেন। 42 জোপ্পার সর্বত্র একথা প্রকাশ
পেল, আর বহু মানুষ প্রভুর উপরে বিশ্বাস করল। 43 পিতর
কিছুকাল জোপ্পায় শিমোন নামে এক চর্মকারের বাড়িতে
থাকলেন।

**10** কৈসরিয়াতে কর্ণীলিয় নামে এক ব্যক্তি ছিলেন,
তিনি ইতালীয় সৈন্যবাহিনী নামে পরিচিত এক
সৈন্যদলের শত-সেনাপতি ছিলেন। 2 তিনি ও তাঁর
পরিবারের সকলে ভক্তিপরায়ণ ও ঈশ্বরভয়শীল ছিলেন।
তিনি অভাবী লোকদের উদার হাতে দান করতেন এবং
নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। 3 একদিন
বিকালে, প্রায় তিনটের সময়, তিনি এক দর্শন লাভ
করলেন। তিনি ঈশ্বরের এক দূতকে স্পষ্ট দেখতে পেলেন।
তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন, "কর্ণীলিয়!" 4 কর্ণীলিয়
সভয়ে তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি
জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, কী হয়েছে?" দূত উত্তর দিলেন,
"তোমার সব প্রার্থনা ও দরিদ্রদের প্রতি সব দান, স্মরণীয়
নৈবেদ্যরূপে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়েছে। 5 এখন
জোপ্পায় লোক পাঠিয়ে শিমোন নামে এক ব্যক্তিকে নিয়ে
এসো, যাকে পিতর বলে ডাকা হয়। 6 সে শিমোন নামে
এক চর্মকারের বাড়িতে আছে, যার বাড়ি সমুদ্রের তীরে
অবস্থিত।" 7 তাঁর সঙ্গে যিনি কথা বলছিলেন, সেই দূত
চলে যাওয়ার পর, কর্ণীলিয় তাঁর দুজন দাস ও একজন
অনুগত সৈন্যকে ডেকে পাঠালেন, যে ছিল তাঁর ব্যক্তিগত
পরিচারক। 8 তিনি তাদের কাছে সব ঘটনার কথা বলে
তাদের জোপ্পায় পাঠিয়ে দিলেন। 9 পরের দিন, প্রায় দুপুর
বারোটায়, তারা যখন পথ চলতে চলতে সেই নগরের
কাছাকাছি উপস্থিত হল, সেই সময়, পিতর প্রার্থনা করার
জন্য ছাদের উপরে উঠলেন। 10 তাঁর খিদে পেল এবং
তিনি কিছু খাবার খেতে চাইলেন। যখন খাবার প্রস্তুত
হচ্ছে, তিনি ভাবাবিষ্ট হলেন। 11 তিনি দেখলেন, আকাশ
খুলে গেছে এবং বিশাল চাদরের মতো একটা কিছু,
তার চার প্রান্ত ধরে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 12
তার মধ্যে ছিল সব ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী, সেই সঙ্গে
পৃথিবীর যত সরীসৃপ ও আকাশের বিভিন্ন পাখি। 13
তখন একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে বলল, "পিতর ওঠো, মারো
ও খাও।" 14 পিতর উত্তর দিলেন, "কিছুতেই তা হয় না
প্রভু! অশুদ্ধ বা অশুচি কোনো কিছু আমি কখনও ভোজন
করিনি।" 15 সেই কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার তাঁকে বলল, "ঈশ্বর
যা শুচিশুদ্ধ করেছেন, তুমি তাকে অশুদ্ধ বোলো না।" 16
এরকম তিনবার হল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই চাদরখানা
আকাশে তুলে নেওয়া হল। 17 সেই দর্শনের কী অর্থ হতে
পারে, ভেবে পিতর যখন বিস্মিত হচ্ছিলেন, কর্ণীলিয়ের
প্রেরিত সেই লোকেরা শিমোনের বাড়ির সন্ধান পেল এবং
দুয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল। 18 তারা ডাকাডাকি করে
জিজ্ঞাসা করল, পিতর নামে পরিচিত শিমোন সেখানে
থাকেন কি না। 19 পিতর তখনও সেই দর্শনের বিষয়ে
চিন্তা করছিলেন পবিত্র আত্মা তাঁকে বললেন, "শিমোন,
তিনজন লোক তোমার খোঁজ করছে। 20 তাই ওঠো ও
নিচে নেমে যাও। তাদের সঙ্গে যেতে ইতস্তত বোধ কোরো
না, কারণ আমিই তাদের পাঠিয়েছি।" 21 পিতর নিচে
নেমে সেই লোকদের বললেন, "তোমরা যাঁর খোঁজ করছ,
আমিই সেই। তোমরা কেন এসেছ?" 22 সেই লোকেরা
উত্তর দিল, "আমরা শত-সেনাপতি কর্ণীলিয়ের কাছ থেকে
এসেছি। তিনি একজন ধার্মিক ও ঈশ্বরভয়শীল মানুষ।
সব ইহুদিই তাঁকে শ্রদ্ধা করে। এক পবিত্র দূত তাঁকে
বলেছেন, তিনি যেন আপনাকে তাঁর বাড়িতে ডাকেন ও
আপনি এসে যা বলতে চান, তিনি সেকথা শোনেন।" 23

তখন পিতর তাদের বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন ও তাদের আতিথ্য করলেন। পরের দিন পিতর তাদের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলেন। জোপ্পার কয়েকজন ভাইও তাদের সঙ্গে গেলেন। 24 তার পরদিন তিনি কৈসরিয়ায় পৌঁছালেন। কর্ণীলিয় তাদের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও ডেকে একত্র করেছিলেন। 25 পিতর বাড়িতে প্রবেশ করা মাত্র কর্ণীলিয় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ও সম্ভ্রমবশত তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। 26 কিন্তু পিতর তাঁকে তুলে ধরলেন ও বললেন, "উঠে দাঁড়ান, আমিও একজন মানুষমাত্র!" 27 তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে পিতর ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন অনেক লোক একত্র হয়েছে। 28 তিনি তাদের বললেন, "আপনারা ভালোভাবেই জানেন যে, অইহুদি কোনো মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা বা তাকে পরিদর্শন করা, কোনো ইহুদির পক্ষে বিধানবিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দেখিয়েছেন, আমি যেন কোনো মানুষকে অশুদ্ধ বা অশুচি না বলি। 29 তাই যখন আমাকে ডেকে পাঠানো হল, কোনোরকম আপত্তি না করে আমি চলে এলাম। আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, কেন আপনারা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?" 30 কর্ণীলিয় উত্তর দিলেন, "চারদিন আগে, এরকম সময়ে, বেলা তিনটের সময়, আমি আমার বাড়িতে প্রার্থনা করছিলাম। হঠাৎই উজ্জ্বল পোশাক পরে এক ব্যক্তি আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। 31 তিনি বললেন, 'কর্ণীলিয়, ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা শুনেছেন এবং দরিদ্রদের প্রতি তোমার সব দান স্মরণ করেছেন। 32 তুমি পিতর নামে পরিচিত শিমোনকে ডেকে আনার জন্য জোপ্পাতে লোক পাঠাও। সে শিমোন নামে এক চর্মকারের বাড়িতে অতিথি হয়ে আছে। তার বাড়ি সমুদ্রের তীরে।' 33 তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে লোক পাঠালাম, আর আপনি এসে ভালোই করেছেন। এখন আমরা সকলে এই স্থানে ঈশ্বরের সাক্ষাতে উপস্থিত হয়েছি। প্রভু আমাদের কাছে বলার জন্য আপনাকে যে আদেশ দিয়েছেন, সেই সমস্ত শোনার জন্য আমরা একত্র হয়েছি।" 34 তখন পিতর কথা বলা শুরু করলেন: "এখন আমি বুঝতে পারছি যে, একথা কেমন সত্যি যে ঈশ্বর পক্ষপাতিত্ব করেন না, 35 কিন্তু যারাই তাঁকে ভয় করে ও ন্যায়সংগত আচরণ করে, সেইসব জাতির মানুষকে তিনি গ্রহণ করেন। 36 ইস্রায়েল জাতির কাছে এই হল সুসমাচারের বার্তা যে যীশু খ্রীষ্ট, যিনি সকলের প্রভু, তাঁর মাধ্যমে, ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয়েছে। 37 যোহন বাপ্তিস্মের বিষয়ে প্রচার করার পর গালীল থেকে শুরু করে সমস্ত যিহূদিয়ায় যা যা ঘটেছে, তা আপনাদের অজানা নেই— 38 ঈশ্বর কীভাবে নাসরতের যীশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং কীভাবেই বা তিনি বিভিন্ন স্থানে সকলের কল্যাণ করে বেড়াতেন ও দিয়াবলের ক্ষমতাধীন ব্যক্তিদের সুস্থ করতেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সহবর্তী ছিলেন। 39 "ইহুদিদের দেশে ও জেরুশালেমে তিনি যা যা করেছিলেন, আমরা সেই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী। তারা তাঁকে ক্রুশে টাঙিয়ে হত্যা করেছিল। 40 কিন্তু ঈশ্বর তৃতীয় দিনে তাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছিলেন এবং তাঁকে প্রত্যক্ষ হতে দিয়েছিলেন। 41 সব মানুষ তাঁকে দেখতে পায়নি, কিন্তু ঈশ্বর যাদের আগে থেকেই সাক্ষীরূপে মনোনীত করে রেখেছিলেন, সেই আমরাই মৃতলোক থেকে তাঁর উত্থাপিত হওয়ার পর তাঁকে দেখেছি ও তাঁর সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেছি। 42 তিনি সব জাতির কাছে প্রচার করতে ও সাক্ষ্য দিতে আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন যে, তিনিই সেই ব্যক্তি, যাঁকে ঈশ্বর জীবিত ও মৃতদের বিচারক হওয়ার জন্য নিযুক্ত করেছেন। 43 ভাববাদীরা সকলে তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তাঁর নামের মাধ্যমে নিজের সব পাপের ক্ষমা লাভ করে।" 44 পিতর যখন এসব কথা বলছিলেন, সেই সময়, যত লোক সেই বাণী শুনছিল, তাদের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। 45 সুন্নতপ্রাপ্ত যে বিশ্বাসীরা পিতরের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা অইহুদিদের উপরে পবিত্র আত্মার বরদান নেমে আসতে দেখে বিস্মিত হলেন। 46 কারণ তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে ও ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করতে শুনলেন। তখন পিতর বললেন, 47 "আমাদেরই মতো এরাও পবিত্র আত্মা লাভ করেছে বলে কেউ কি এদের জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারে?" 48 তাই তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে তাদের বাপ্তাইজিত হওয়ার আদেশ দিলেন। পরে তাঁরা পিতরকে অনুনয় করলেন, যেন তিনি আরও কিছুদিন তাঁদের সঙ্গে থেকে যান।

**11** প্রেরিতশিষ্যেরা ও সমগ্র যিহূদিয়ার ভাইয়েরা শুনতে পেলেন যে, অইহুদিরাও ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে। 2 তাই পিতর যখন জেরুশালেমে গেলেন, সুন্নতপ্রাপ্ত বিশ্বাসীরা তাঁর সমালোচনা করল। 3 তারা বলল, "তুমি অচ্ছিন্নত্বক লোকদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে খাবার খেয়েছ।" 4 যা যা ঘটেছিল, প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত পিতর একের পর এক তাদের কাছে ব্যাখ্যা করলেন। 5 "আমি জোপ্পা নগরে প্রার্থনা করছিলাম। তখন ভাবাবিষ্ট হয়ে আমি এক দর্শন লাভ করলাম। আমি দেখলাম বিশাল

চাদরের মতো একটি বস্তুর চার প্রান্ত ধরে আকাশ থেকে নিচে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি যেখানে ছিলাম, সেটা আমার কাছে সেখানে নেমে এল। 6 আমি তার উপরে দৃষ্টিপাত করে পৃথিবীর সব ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী, বন্যপশু, বিভিন্ন সরীসৃপ ও আকাশের পাখি দেখতে পেলাম। 7 তারপর আমি শুনলাম, এক কণ্ঠস্বর আমাকে বলছেন, 'ওঠো পিতর, মারো ও খাও।' 8 "আমি উত্তর দিলাম, 'কিছুতেই নয়, প্রভু! কখনও কোনো অশুদ্ধ বা অশুচি কিছু আমার মুখে প্রবেশ করেনি।' 9 "দ্বিতীয়বার সেই কণ্ঠস্বর আকাশ থেকে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর যা শুচিশুদ্ধ করেছেন, তুমি তাকে অশুদ্ধ বোলো না।' 10 এরকম তিনবার হল। তারপর সেটাকে আবার আকাশে তুলে নেওয়া হল। 11 "ঠিক সেই সময়ে, যে তিনজন লোককে কৈসরিয়া থেকে আমার কাছে পাঠানো হয়েছিল, তারা সেই বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল, যেখানে আমি ছিলাম। 12 পবিত্র আত্মা আমাকে বললেন, তাদের সঙ্গে যেতে আমি যেন কোনো দ্বিধাবোধ না করি। এই ছ-জন ভাইও আমার সঙ্গে গিয়েছিলেন এবং আমরা সেই ব্যক্তির বাড়িতে প্রবেশ করলাম। 13 তিনি আমাদের বললেন, কীভাবে তিনি এক স্বর্গদূতের দর্শন পেয়েছেন, যিনি তাঁর বাড়িতে আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, 'পিতর নামে পরিচিত শিমোনকে আনার জন্য জোপ্পাতে লোক পাঠাও। 14 সে তোমাদের কাছে এক বার্তা নিয়ে আসবে, যার মাধ্যমে তুমি ও তোমার সমস্ত পরিজন পরিত্রাণ লাভ করবে।' 15 "আমি কথা বলা শুরু করলে, পবিত্র আত্মা তাঁদের উপরে নেমে এলেন, যেভাবে তিনি শুরুতে আমাদের উপরে নেমে এসেছিলেন। 16 তখন আমার মনে এল, যে কথা প্রভু বলেছিলেন, 'যোহন জলে বাপ্তিস্ম দিতেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম লাভ করবে।' 17 সুতরাং, আমরা যখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেছিলাম তখন ঈশ্বর যেমন আমাদেরকে বরদান দিয়েছিলেন তেমন যদি তাঁদেরও দিয়ে থাকেন, তাহলে আমি কে যে ঈশ্বরের পথে বাধা সৃষ্টি করব?" 18 তাঁরা যখন একথা শুনলেন, তাঁদের আর কোনো আপত্তি রইল না। তাঁরা এই বলে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল, "তাহলে তো ঈশ্বর অইহুদিদেরও জীবন পাওয়ার উদ্দেশ্যে মন পরিবর্তনের সুযোগ দিয়েছেন।" 19 এখন স্তিফানকে কেন্দ্র করে নির্যাতন শুরু হওয়ার ফলে যারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, তারা যাত্রা শুরু করে ফিনিসিয়া, সাইপ্রাস ও আন্তিয়খ পর্যন্ত গিয়ে কেবলমাত্র ইহুদিদের কাছে সেই বার্তা প্রচার করেছিল। 20 অবশ্য তাদের মধ্যে কেউ কেউ, যারা ছিল সাইপ্রাস ও কুরীণের মানুষ, তারা আন্তিয়খে গিয়ে গ্রিকভাষী ইহুদিদের কাছেও কথা বলল, তাদের কাছে প্রভু যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করল। 21 প্রভুর হাত তাদের সহবর্তী ছিল এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ বিশ্বাস করে প্রভুর প্রতি ফিরল। 22 এ বিষয়ের সংবাদ জেরুশালেমে স্থিত মণ্ডলীর কানে পৌঁছাল। তাঁরা বার্ণবাকে আন্তিয়খে পাঠিয়ে দিলেন। 23 তিনি সেখানে পৌঁছে যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রমাণ দেখতে পেলেন, তিনি আনন্দিত হলেন ও তাদের সকলকে সর্বান্তঃকরণে প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকার জন্য প্রেরণা দিলেন। 24 তিনি ছিলেন একজন সৎ ব্যক্তি, পবিত্র আত্মায় ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। আর বিপুল সংখ্যক মানুষকে সেখানে প্রভুর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল। 25 এরপরে বার্ণবা শৌলের সন্ধানে তার্ষ নগরে গেলেন। 26 তাঁর সন্ধান পেয়ে তিনি তাঁকে আন্তিয়খে নিয়ে এলেন। আর তাঁরা সম্পূর্ণ এক বছর মণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হলেন এবং অনেক লোককে শিক্ষা দিলেন। আর আন্তিয়খেই শিষ্যেরা সর্বপ্রথম খ্রীষ্টিয়ান নামে আখ্যাত হল। 27 এই সময়ে কয়েকজন ভাববাদী জেরুশালেম থেকে আন্তিয়খে এসে উপস্থিত হলেন। 28 তাঁদের মধ্যে আগাব নামে একজন উঠে দাঁড়ালেন এবং (পবিত্র) আত্মার মাধ্যমে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন যে, সমগ্র রোমীয় সাম্রাজ্য দারুণভাবে দুর্ভিক্ষকবলিত হবে। (এই ঘটনা ঘটেছিল ক্লডিয়াসের রাজত্বকালে।) 29 শিষ্যেরা, তাদের প্রত্যেকের সামর্থ্য অনুযায়ী, যিহূদিয়া প্রদেশে বসবাসকারী ভাইবোনদের কাছে সাহায্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। 30 সেই অনুযায়ী তাঁরা বার্ণবা ও শৌলের মারফত তাদের দান প্রাচীনদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

**12** প্রায় এরকম সময়ে রাজা হেরোদ মণ্ডলীর কয়েকজনকে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে গ্রেপ্তার করলেন। 2 তিনি যোহনের ভাই যাকোবকে তরোয়ালের আঘাতে হত্যা করলেন। 3 এতে ইহুদিরা সন্তুষ্ট হল দেখে তিনি পিতরকেও বন্দি করার আদেশ দিলেন। খামিরশূন্য রুটির পর্বের সময়ে এই ঘটনা ঘটল। 4 তাঁকে গ্রেপ্তার করে তিনি কারাগারে রাখলেন। এক-একটি দলে চারজন করে সৈন্য, এমন চারটি দলের উপরে তিনি তাঁর পাহারার ভার দিলেন। হেরোদের উদ্দেশ্য ছিল, নিস্তারপর্বের পরে তাঁকে নিয়ে এসে সবার সামনে তাঁর বিচার করবেন। 5 এভাবে পিতরকে কারাগারে রেখে দেওয়া হল, কিন্তু মণ্ডলী আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল। 6 হেরোদ সবার সামনে যেদিন তাঁর বিচারের দিন স্থির করেছিলেন, তার আগের রাতে পিতর দুজন সৈন্যের

মাঝখানে দুটি শিকলে বাঁধা অবস্থায় ঘুমিয়েছিলেন। প্রহরীরা প্রবেশপথে পাহারা দিচ্ছিল। 7 হঠাৎই প্রভুর এক দূত সেখানে আবির্ভূত হলেন এবং কারাগারে এক আলো প্রকাশ পেল। তিনি পিতরের বুকের পাশে আঘাত করে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন। তিনি বললেন, "তাড়াতাড়ি করো, উঠে পড়ো!" তখন পিতরের দু-হাতের কব্জি থেকে শিকল খসে পড়ল। 8 তারপর সেই দূত তাঁকে বললেন, "তুমি তোমার জামাকাপড় ও চটিজুতো পরে নাও।" পিতর তাই করলেন। দূত তাঁকে বললেন, "তোমার আলখাল্লা তোমার গায়ে জড়িয়ে নাও ও আমাকে অনুসরণ করো।" 9 পিতর তাঁকে অনুসরণ করে কারাগারের বাইরে এলেন, কিন্তু দূত যা করছেন, তা সত্যিই বাস্তবে ঘটছে কি না, সে বিষয়ে কোনও ধারণা করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন যে তিনি কোনো দর্শন দেখছেন। 10 তাঁরা প্রথম ও দ্বিতীয় প্রহরীদলকে অতিক্রম করে যেখান দিয়ে নগরে যাওয়া যায় সেই লোহার দরজার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। সেই দরজা তাঁদের জন্য আপনা-আপনি খুলে গেল, তাঁরা তার মধ্য দিয়ে পার হয়ে গেলেন। তাঁরা যখন একটি পথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত হেঁটে পার হলেন, হঠাৎই দূত তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। 11 তখন পিতর তাঁর চেতনা ফিরে পেলেন ও বললেন, "এখন আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারছি যে, প্রভুই তাঁর দূত পাঠিয়ে আমাকে হেরোদের কবল থেকে এবং ইহুদি জনসাধারণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ধার করেছেন।" 12 এই বিষয় তাঁর উপলব্ধি হওয়ার পর, তিনি মার্ক নামে পরিচিত সেই যোহনের মা মরিয়মের বাড়িতে গেলেন। সেখানে অনেকে একত্র হয়ে প্রার্থনা করছিল। 13 পিতর বাইরের দরজায় করাঘাত করলে রোদা নামে এক দাসী সাড়া দিতে দরজার কাছে এল। 14 সে যখন পিতরের কণ্ঠস্বর চিনতে পারল, আনন্দের আতিশয্যে দরজা না খুলেই দৌড়ে ফিরে গেল ও চিৎকার করে বলে উঠল, "পিতর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।" 15 তারা তাকে বলল, "তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।" কিন্তু যখন সে জোর দিয়ে বলতে লাগল যে তার কথাই সত্যি, তারা বলল, "উনি নিশ্চয়ই তাঁর দূত।" 16 পিতর কিন্তু ক্রমাগত দরজায় করাঘাত করে যাচ্ছিলেন। তারা দরজা খুলে যখন তাঁকে দেখতে পেল, তারা বিস্মিত হল। 17 পিতর হাতের ইশারায় তাদের শান্ত হতে বললেন। তারপর বর্ণনা করলেন, প্রভু কীভাবে তাঁকে কারাগার থেকে বাইরে এনেছেন। তিনি বললেন, "তোমরা এই ঘটনার কথা যাকোবকে ও সেই ভাইদের বলো," একথা বলে তিনি অন্য স্থানের উদ্দেশে চলে গেলেন। 18 সকালবেলা, পিতরের কী হল, ভেবে সৈন্যদের মধ্যে উত্তেজনার ঝড় বয়ে গেল। 19 তাঁর জন্য হেরোদ তন্নতন্ন অনুসন্ধান করার পরেও তাঁকে খুঁজে না পেয়ে তিনি প্রহরীদের জিজ্ঞাসাবাদ করলেন ও তাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। এরপরে হেরোদ যিহূদিয়া থেকে কৈসরিয়ায় চলে গেলেন ও সেখানে কিছুকাল থাকলেন। 20 টায়ার ও সীদোনের জনগণের সঙ্গে তাঁর বিরোধ চলছিল। তারা এসময় জোটবদ্ধ হয়ে তাঁর কাছে এল যেন তিনি তাদের কথা শোনেন। রাজার শয়নাগারের একজন দাস ব্লাস্ত-এর সমর্থন আদায় করে তারা সন্ধির প্রস্তাব করল, কারণ তাদের খাদ্যসামগ্রী সরবরাহের জন্য তারা রাজার দেশের উপরে নির্ভর করত। 21 পরে, এক নির্ধারিত দিনে হেরোদ, তাঁর রাজকীয় পোশাক পরে তাঁর সিংহাসনে বসলেন। তিনি প্রকাশ্যে জনগণের উদ্দেশে এক ভাষণ দিলেন। 22 তারা চিৎকার করে বলল, "এ তো এক দেবতার কণ্ঠস্বর, মানুষের নয়।" 23 হেরোদ ঈশ্বরকে গৌরব প্রদান না করায়, সেই মুহূর্তেই, প্রভুর এক দূত তাঁকে আঘাত করলেন, ফলে তাঁর সর্বাঙ্গ পোকায় ছেয়ে গেল। পোকায় তাঁকে খেয়ে ফেলল ও তাঁর মৃত্যু হল। 24 কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে ও প্রসার লাভ করতে লাগল। 25 যখন বার্ণবা ও শৌল তাঁদের পরিচর্যা কাজ শেষ করলেন, তাঁরা জেরুশালেম থেকে ফিরে এলেন। সঙ্গে তাঁরা যোহনকে নিয়ে এলেন যাকে মার্ক বলেও ডাকা হত।

**13** আন্তিয়খের মণ্ডলীতে কয়েকজন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন: বার্ণবা, নিগের নামে আখ্যাত শিমোন, কুরীণ প্রদেশের লুসিয়াস, মনায়েন (ইনি সামন্তরাজ হেরোদের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছিলেন) ও শৌল। 2 তাঁরা যখন প্রভুর উপাসনা ও উপোস করছিলেন, পবিত্র আত্মা বললেন, "বার্ণবা ও শৌলকে আমি যে কাজের জন্য আহ্বান করেছি, সেই কাজের জন্য আমার উদ্দেশ্যে তাদের পৃথক করে দাও।" 3 এভাবে তাঁরা উপোস ও প্রার্থনা শেষ করার পর, তাঁরা তাঁদের উপরে হাত রাখলেন ও তাঁদের বিদায় দিলেন। 4 এইভাবে তাঁরা দুজন পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রেরিত হয়ে সিলুকিয়াতে গেলেন এবং সেখান থেকে জাহাজে সাইপ্রাস গেলেন। 5 তাঁরা সালামিতে পৌঁছে ইহুদি সমাজভবনগুলিতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করলেন। যোহনও তাঁদের সঙ্গে সাহায্যকারীরূপে ছিলেন। 6 সম্পূর্ণ দ্বীপটির এদিক-ওদিক যাতায়াত করে তাঁরা পাফোতে পৌঁছালেন। সেখানে তাঁরা বর-যীশু নামে একজন ইহুদি জাদুকর ও ভণ্ড ভাববাদীর সাক্ষাৎ পেলেন। 7 সে ছিল প্রদেশপাল

সেগীয় পৌলের একজন পরিচারক। প্রদেশপাল ছিলেন একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনি বার্ণবা ও শৌলকে ডেকে পাঠালেন, কারণ তিনি ঈশ্বরের বাক্য শুনতে চাইছিলেন। 8 কিন্তু ইলুমা, সেই জাদুকর (কারণ সেই ছিল তার নামের অর্থ), তাদের বিরোধিতা করল এবং প্রদেশপালকে বিশ্বাস থেকে ফেরাতে চাইল। 9 তখন শৌল, যাঁকে পৌল নামেও অভিহিত করা হত, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হয়ে ইলুমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, 10 "তুমি দিয়াবলের সন্তান এবং সর্বপ্রকার ধার্মিকতার বিপক্ষ! তুমি সর্বপ্রকার ছলনা ও ধূর্ততায় পরিপূর্ণ। প্রভুর প্রকৃত পথকে বিকৃত করতে তুমি কি কখনোই ক্ষান্ত হবে না? 11 এখন প্রভুর হাত তোমার বিপক্ষে রয়েছে। তুমি দৃষ্টিহীন হবে এবং কিছু সময় পর্যন্ত তুমি সূর্যের আলো দেখতে পাবে না।" সঙ্গে সঙ্গে ঘন কুয়াশা ও অন্ধকার তাকে আচ্ছন্ন করল। সে হাতড়ে বেড়াতে লাগল, খুঁজতে লাগল, কেউ যেন তার হাত ধরে নিয়ে যায়। 12 যা ঘটেছে, প্রদেশপাল তা লক্ষ্য করে বিশ্বাস করলেন, কারণ তিনি প্রভুর সম্পর্কিত উপদেশে চমৎকৃত হয়েছিলেন। 13 পাফো থেকে পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা জাহাজে করে পাম্ফুলিয়ার পর্গা নগরে গেলেন। সেখানে যোহন তাঁদের ছেড়ে দিয়ে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন। 14 পর্গা থেকে তাঁরা গেলেন পিষিদিয়ার আন্তিয়খে। বিশ্রামদিনে তাঁরা সমাজভবনে প্রবেশ করে আসন গ্রহণ করলেন। 15 বিধানশাস্ত্র ও ভাববাদী গ্রন্থ পাঠ করা হলে পর, সমাজভবনের অধ্যক্ষেরা তাঁদের কাছে বলে পাঠালেন, "ভাইরা, জনগণের জন্য আপনাদের কাছে যদি কোনও উৎসাহ দেওয়ার বার্তা থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে বলুন।" 16 পৌল উঠে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন ও বললেন, "হে ইস্রায়েলবাসী ও ঈশ্বরের উপাসক অইহুদি জনগণ, আমার কথা শোনো। 17 ইস্রায়েল জাতির ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের মনোনীত করেছিলেন, মিশরে তাদের থাকার সময়ে তিনিই তাদের সমৃদ্ধ করেছিলেন। মহাপরাক্রমের সঙ্গে তিনি সেদেশ থেকে তাদের বের করেও এনেছিলেন। 18 চল্লিশ বছর পর্যন্ত মরুপ্রান্তরে তিনি তাদের আচরণ সহ্য করেছিলেন। 19 কনানে সাতটি জাতিকে উৎখাত করে তিনি অধিকাররূপে তাদের দেশ তাঁর প্রজাদের দান করেছিলেন। 20 এসব সম্পন্ন হতে প্রায় চারশো পঞ্চাশ বছর লেগেছিল। "এরপর, ভাববাদী শমূয়েলের আমল পর্যন্ত ঈশ্বর তাদের জন্য বিচারকর্তৃগণ দিলেন। 21 তারপর প্রজারা একজন রাজা চাইল। তিনি তাদের বিন্যামীন গোষ্ঠীভুক্ত কীশের ছেলে শৌলকে দিলেন। তিনি চল্লিশ বছর রাজত্ব করলেন। 22 শৌলকে পদচ্যুত করে, তিনি দাউদকে তাদের রাজা করলেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন: 'আমি আমার মনের মতো মানুষ, যিশয়ের ছেলে দাউদকে খুঁজে পেয়েছি। আমি যা চাই, সে আমার জন্য তাই করবে।' 23 "তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, ঈশ্বর তাঁরই বংশধরদের মধ্য থেকে পরিত্রাতা যীশুকে ইস্রায়েলের কাছে উপস্থিত করলেন। 24 যীশুর আগমনের পূর্বে যোহন ইস্রায়েলী প্রজাদের কাছে মন পরিবর্তন ও বাপ্তিস্মের কথা প্রচার করলেন। 25 যোহন তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করার সময় বলেছিলেন, 'তোমরা কী মনে করো, আমি কে? আমি সেই ব্যক্তি নই। না, কিন্তু তিনি আমার পরে আসছেন, যাঁর চটিজুতোর বাঁধন খোলারও যোগ্যতা আমার নেই।' 26 "ভাইরা, অব্রাহামের সন্তানেরা এবং ঈশ্বরভয়শীল অইহুদি তোমরা, আমাদেরই কাছে পরিত্রাণের এই বাণী পাঠানো হয়েছে। 27 জেরুশালেমের লোকেরা ও তাদের অধ্যক্ষেরা যীশুকে চিনতে পারেনি, তবুও তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে তারা ভাববাদীদের বাণী পূর্ণ করেছে, যা প্রতি বিশ্রামদিনে পড়া হয়। 28 যদিও তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়ার জন্য তারা কোনো যথাযথ কারণ খুঁজে পায়নি, তবুও তারা পীলাতের কাছে নিবেদন করেছিল যেন তাঁকে হত্যা করা হয়। 29 তাঁর সম্পর্কে লিখিত সব কথা তারা সম্পূর্ণ করলে, তারা তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে একটি কবরে সমাধি দিল। 30 কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করলেন। 31 যাঁরা তাঁর সঙ্গে গালীল থেকে জেরুশালেমে যাত্রা করেছিলেন, তিনি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁরা এখন জনসমক্ষে তাঁর সাক্ষী হয়েছেন। 32 "আমরা তোমাদের এই সুসমাচার বলি: ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 33 যীশুকে উত্থাপিত করে তিনি তাদের বংশধরদের, অর্থাৎ আমাদের কাছে তা পূর্ণ করেছেন। দ্বিতীয় গীতে যেমন লেখা আছে, "'তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমার পিতা হয়েছি।' 34 ঈশ্বর তাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন, কবরে পচে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেননি। এই সত্য এসব বচনে ব্যক্ত হয়েছে: "'আমি তোমাকে দাউদের কাছে প্রতিশ্রুত পবিত্র ও সুনিশ্চিত সব আশীর্বাদ দান করব।' 35 অন্যত্রও এই কথার এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: "'তুমি তোমার পবিত্রজনকে ক্ষয় দেখতে দেবে না।' 36 "কারণ দাউদ যখন তাঁর প্রজন্মে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন, তিনি নিদ্রাগত হলেন। তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে কবরপ্রাপ্ত হলেন ও তাঁর শরীর ক্ষয় পেল। 37 কিন্তু ঈশ্বর যাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন, তিনি ক্ষয় দেখেননি। 38 "সেই কারণে, আমার ভাইরা, আমি

চাই তোমরা অবগত হও যে যীশুর মাধ্যমে সব পাপের
ক্ষমা হয়, যা তোমাদের কাছে ঘোষণা করা হচ্ছে। মোশির
বিধান যে সমস্ত বিষয় থেকে তোমাদের নির্দোষ করতে
পারেনি, 39 যীশুর মাধ্যমে প্রত্যেকজন, যারা বিশ্বাস
করে, তারা সেইসব বিষয় থেকে নির্দোষ গণ্য হয়। 40
সাবধান হও, ভাববাদীরা যা বলে গেছেন, তোমাদের
ক্ষেত্রে যেন সেরকম না হয়: 41 "'ওহে বিদ্রুপকারীর
দল, তোমরা বিস্ময়চকিত হয়ে ধ্বংস হও, কারণ আমি
তোমাদের দিনে এমন কিছু করব, যা তোমাদের বলা
হলেও, তোমরা কখনও তা বিশ্বাস করবে না।'" 42 পৌল ও
বার্ণবা সমাজভবন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময়, লোকেরা
পরবর্তী বিশ্রামদিনে এ প্রসঙ্গে আরও কথা বলার জন্য
তাঁদের আমন্ত্রণ জানাল। 43 সভা শেষ হওয়ার পর বহু
ইহুদি ও ইহুদি ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা পৌল ও বার্ণবাকে
অনুসরণ করল। তাঁরা তাদের সঙ্গে কথা বললেন এবং
ঈশ্বরের অনুগ্রহে অবিচল থাকার জন্য তাদের উৎসাহিত
করলেন। 44 পরবর্তী বিশ্রামদিনে নগরের প্রায় সমস্ত
মানুষ প্রভুর বাক্য শোনার জন্য একত্র হল। 45 ইহুদিরা
সেই জনসমাগম দেখে ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হল। তারা পৌলের
বক্তব্যের বিরুদ্ধে কটূক্তি করতে লাগল। 46 তখন পৌল ও
বার্ণবা সাহসের সঙ্গে উত্তর দিলেন, "প্রথমে আপনাদের
কাছে আমাদের ঈশ্বরের বাক্য বলতে হয়েছে। আপনারা
যেহেতু তা অগ্রাহ্য করছেন ও নিজেদের অনন্ত জীবন
লাভের জন্য অযোগ্য বিবেচনা করছেন, আমরা এখন
অইহুদিদের কাছেই যাচ্ছি। (aiōnios g166) 47 কারণ প্রভু
আমাদের এই আদেশই দিয়েছেন: "'আমি তোমাকে
অইহুদিদের জন্য দীপ্তিস্বরূপ করেছি, যেন পৃথিবীর প্রান্ত
পর্যন্ত তুমি পরিত্রাণ নিয়ে যেতে পারো।'" 48 অইহুদিরা
একথা শুনে আনন্দিত হল। তারা প্রভুর বাক্যের সমাদর
করল। যারাই অনন্ত জীবনের জন্য নিরূপিত হয়েছিল, তারা
সকলে বিশ্বাস করল। (aiōnios g166) 49 প্রভুর বাক্য সেই
সমস্ত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। 50 কিন্তু ইহুদিরা সম্ভ্রান্ত
ঘরের ঈশ্বরভয়শীল মহিলাদের ও নগরের নেতৃস্থানীয়
লোকদের উত্তেজিত করে তুলল। তারা পৌল ও বার্ণবার
প্রতি নির্যাতন করা শুরু করল এবং তাদের এলাকা থেকে
তাঁদের বের করে দিল। 51 তাঁরা তখন তাদের বিরুদ্ধে
প্রতিবাদস্বরূপ তাঁদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ইকনিয়তে চলে
গেলেন। 52 আর শিষ্যরা আনন্দে ও পবিত্র আত্মায় পূর্ণ
হয়ে উঠল।

**14** ইকনিয়তে পৌল ও বার্ণবা যথারীতি ইহুদিদের
সমাজভবনে গেলেন। সেখানে তারা এমনভাবে কথা
বললেন যে, এক বিপুল সংখ্যক ইহুদি ও গ্রিক বিশ্বাস
করল। 2 কিন্তু যে ইহুদিরা বিশ্বাস করতে চাইল না, তারা
অইহুদিদের উত্তেজিত করে তুলল এবং ভাইদের বিরুদ্ধে
তাদের মন বিষিয়ে তুলল। 3 তাই পৌল ও বার্ণবা সেখানে
বেশ কিছুদিন কাটালেন। তাঁরা সাহসের সঙ্গে প্রভুর কথা
প্রচার করতে লাগলেন। আর প্রভুও তাঁদের মাধ্যমে বিভিন্ন
অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়ে ও বিস্ময়কর কাজ সম্পন্ন
করে তাঁর অনুগ্রহের বার্তার সত্যতা প্রমাণ করলেন। 4
সেই নগরের লোকেরা দুদলে ভাগ হয়ে গেল; কিছু লোক
ইহুদিদের, অন্যেরা প্রেরিতশিষ্যদের পক্ষসমর্থন করল। 5
অইহুদি ও ইহুদিরা, তাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক হয়ে
ষড়যন্ত্র করল যে তারা তাঁদের প্রতি দুর্ব্যবহার করবে ও
তাঁদের পাথর দিয়ে মারবে। 6 কিন্তু তাঁরা একথা জানতে
পেরে লুকায়োনিয়ার লুস্ত্রা ও ডার্বি নগরে এবং পারিপার্শ্বিক
অঞ্চলগুলিতে পালিয়ে গেলেন। 7 আর সেখানে তাঁরা
সুসমাচার প্রচার করতে থাকলেন। 8 লুস্ত্রায় একটি খোঁড়া
মানুষ বসে থাকত। সে ছিল জন্ম থেকেই খোঁড়া। সে
কখনও হাঁটেনি। 9 সে পৌলের প্রচার শুনছিল। পৌল
সরাসরি তার দিকে তাকালেন ও দেখলেন যে সুস্থ হওয়ার
জন্য তার বিশ্বাস আছে। 10 তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন,
"তোমার পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াও!" এতে সেই ব্যক্তি
লাফ দিয়ে উঠল ও হেঁটে বেড়াতে লাগল। 11 পৌলের
এই অলৌকিক কাজ দেখে জনতা লুকায়োনীয় ভাষায়
চিৎকার করে বলতে লাগল, "দেবতারা মানুষের রূপ
ধরে আমাদের মধ্যে নেমে এসেছেন!" 12 বার্ণবাকে
তারা বলল জুপিটর এবং পৌল প্রধান বক্তা ছিলেন বলে
তাঁর নাম দিল মার্কারি। 13 নগরের ঠিক বাইরেই ছিল
জিউসের মন্দির। সেখানকার পুরোহিত ষাঁড় ও ফুলের
মালা নগরের প্রবেশপথে নিয়ে এল, কারণ সে ও সমস্ত
লোক তাদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করতে চাইল। 14 কিন্তু
প্রেরিতশিষ্যেরা, বার্ণবা ও পৌল যখন একথা শুনলেন,
তাঁরা তাদের পোশাক ছিঁড়লেন। তাঁরা দ্রুত জনতার কাছে
ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, 15 "বন্ধুগণ, আপনারা
কেন এরকম করছেন? আমরাও মানুষ, আপনাদেরই মতো
মানুষমাত্র। আমরা আপনাদের কাছে এই সুসমাচার নিয়ে
এসেছি ও আপনাদের বলছি যে, এসব অসার বস্তু থেকে
জীবন্ত ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসতে যিনি আকাশমণ্ডল ও
পৃথিবী, সমুদ্র ও সেগুলির মধ্যে যা কিছু আছে সেসব
সৃষ্টি করেছেন। 16 অতীতে, তিনি সব জাতিকেই তাদের

ইচ্ছামতো জীবনাচরণ করতে দিয়েছেন। 17 তবুও তিনি
নিজেকে সাক্ষ্যবিহীন রাখেননি। তিনি আকাশ থেকে
বৃষ্টি ও বিভিন্ন ঋতুতে শস্য উৎপাদন করে তাঁর করুণা
দেখিয়েছেন। তিনি আপনাদের প্রচুর খাদ্যসামগ্রী দান
করেছেন ও আপনাদের অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ করেছেন।"
18 এসব কথা বলা সত্ত্বেও, তাঁদের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ
করা থেকে জনতাকে নিবৃত্ত করতে তাঁরা বেগ পেলেন।
19 এরপর আন্তিয়খ ও ইকনিয় থেকে কয়েকজন ইহুদি
এসে জনতাকে প্রভাবিত করল। তারা পৌলকে পাথর
দিয়ে আঘাত করল ও নগরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল,
ভাবল তিনি মারা গেছেন। 20 কিন্তু শিষ্যেরা তাঁর চারপাশে
একত্র হলে, তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নগরের মধ্যে ফিরে
গেলেন। পরের দিন তিনি ও বার্ণবা ডার্বির উদ্দেশে রওনা
হলেন। 21 তাঁরা সেই নগরে সুসমাচার প্রচার করলেন
এবং বিপুল সংখ্যক মানুষকে শিষ্য করলেন। তারপর
তারা লুস্ত্রা, ইকনিয় ও আন্তিয়খে ফিরে এলেন। 22 তাঁরা
শিষ্যদের শক্তি জোগালেন ও বিশ্বাসে স্থির থাকার জন্য
তাঁদের প্রেরণা দিলেন। তাঁরা বললেন, "ঈশ্বরের রাজ্যে
প্রবেশ করার জন্য আমাদের অবশ্যই বহু কষ্টভোগ করতে
হবে।" 23 পৌল ও বার্ণবা প্রত্যেকটি মণ্ডলীতে তাঁদের জন্য
প্রাচীনদের মনোনীত করলেন। যে প্রভুর উপরে তাঁরা আস্থা
স্থাপন করেছিলেন, প্রার্থনা ও উপোসের মাধ্যমে তাঁরই
কাছে তাঁদের সমর্পণ করলেন। 24 পিষিদিয়া অতিক্রম
করে তাঁরা গেলেন পাম্ফুলিয়ায়। 25 পরে পর্গায় বাক্য
প্রচার করে তাঁরা অত্তালিয়াতে চলে গেলেন। 26 অত্তালিয়া
থেকে তাঁরা সমুদ্রপথে আন্তিয়খে ফিরে এলেন। তাঁরা যে
প্রচারকাজ সম্পাদন করেছিলেন তার জন্য এখান থেকেই
ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীনে তাঁদের সমর্পণ করা হয়েছিল।
27 সেখানে পৌঁছে তাঁরা মণ্ডলীকে একত্রিত করলেন। ঈশ্বর
যা কিছু তাঁদের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছিলেন ও যেভাবে তিনি
অইহুদিদের কাছে বিশ্বাসের দরজা খুলে দিয়েছিলেন,
সেই সংবাদ তাঁদের কাছে পরিবেশন করলেন। 28 এরপর
তাঁরা সেখানে শিষ্যদের সঙ্গে অনেকদিন কাটালেন।

**15** যিহূদিয়া থেকে কয়েকজন ব্যক্তি আন্তিয়খে এসে
বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে লাগল যে, "মোশি যে প্রথার
বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন, সেই অনুযায়ী সুন্নত না করলে,
তোমরা পরিত্রাণ পাবে না।" 2 এই ঘটনায় পৌল ও বার্ণবার
সঙ্গে তাদের তুমুল মতবিরোধ ও তর্কবিতর্ক দেখা দিল।
সেই কারণে ঠিক হল, এই প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য পৌল
ও বার্ণবা আরও কয়েকজন বিশ্বাসীর সঙ্গে জেরুশালেমে
যাবেন এবং প্রেরিতশিষ্যবর্গ ও প্রাচীনদের সঙ্গে এ বিষয়ে
আলোচনা করবেন। 3 মণ্ডলী তাঁদের যাত্রাপথে পাঠিয়ে
দিলেন। ফিনিসিয়া ও শমরিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার
সময় কীভাবে অইহুদি মানুষেরা পরিবর্তিত হয়েছিল,
তাঁরা সেকথা বর্ণনা করলেন। এই সংবাদে সব ভাইয়েরা
আনন্দিত হলেন। 4 তাঁরা যখন জেরুশালেমে এলেন,
মণ্ডলী প্রেরিতশিষ্যবর্গ ও প্রাচীনদের সঙ্গে তাঁদের স্বাগত
জানালেন। ঈশ্বর তাঁদের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজ সাধন
করেছিলেন, তাঁরা সেকথা তাঁদের জানালেন। 5 তখন
ফরিশী-দলভুক্ত কয়েকজন বিশ্বাসী উঠে দাঁড়িয়ে বলল,
"অইহুদিদের অবশ্যই সুন্নত করতে হবে এবং তাদের
মোশির বিধানও পালন করা প্রয়োজন।" 6 প্রেরিতশিষ্যবর্গ
ও প্রাচীনেরা এই প্রশ্নের আলোচনার জন্য মিলিত হলেন। 7
বহু আলোচনার পর, পিতর উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁদের উদ্দেশে
বললেন, "ভাইরা, তোমরা জানো যে, কিছুদিন আগে ঈশ্বর
তোমাদের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছিলেন, যেন
অইহুদিরা আমার মুখ থেকে সুসমাচারের বার্তা শুনে বিশ্বাস
করে। 8 ঈশ্বর, যিনি অন্তর্যামী, তিনি তাদের গ্রহণ করেছেন
প্রমাণ করার জন্য, আমাদের ক্ষেত্রে যেমন করেছিলেন,
তেমনই তাদেরও পবিত্র আত্মা দান করলেন। 9 আমাদের
ও তাদের মধ্যে তিনি কোনও বিভেদ রাখেননি, কারণ
তিনি বিশ্বাসের দ্বারা তাদের হৃদয় শুচিশুদ্ধ করেছেন। 10
তাহলে এখন, কেন তোমরা শিষ্যদের কাঁধে সেই জোয়াল
চাপিয়ে দিয়ে ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করছ, যা আমরা
বা আমাদের পিতৃপুরুষেরাও বহন করতে পারিনি? 11
না! আমরা বিশ্বাস করি, প্রভু যীশুর অনুগ্রহের মাধ্যমেই
আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি, ঠিক যেমন তারাও পেয়েছে।"
12 সমস্ত মণ্ডলী নীরব হয়ে রইল; আর বার্ণবা ও পৌলের
মাধ্যমে ঈশ্বর অইহুদিদের মাঝে যেসব অলৌকিক নিদর্শন
ও বিস্ময়কর কাজ সম্পাদন করেছিলেন সেসব বর্ণনা তারা
শুনল। 13 তাঁদের কথা শেষ হলে, যাকোব বলে উঠলেন,
"ভাইয়েরা, আমার কথা শোনো। 14 শিমোন আমাদের
কাছে বর্ণনা করেছেন যে ঈশ্বর কীভাবে তাঁর নিজের
নামের গৌরবের জন্য অইহুদিদের পরিদর্শন করেছেন ও
তাদের মধ্য থেকে একদল লোক বেছে নিয়েছেন। 15
ভাববাদীদের বাণীর সঙ্গে এর মিল আছে, যেমন লেখা
আছে: 16 "'এরপর আমি ফিরে আসব ও দাউদের পতিত
হওয়া তাঁবু পুনরায় গাঁথব। এর ধ্বংসাবশেষকে আমি
পুনর্নির্মাণ করব এবং তা আমি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব, 17
যেন লোকেদের অবশিষ্টাংশ এবং আমার নাম বহনকারী
সমস্ত অইহুদি জাতি প্রভুর অন্বেষণ করতে পারে, একথা

বলেন প্রভু, যিনি এ সমস্ত সাধন করেন' 18 বহুকাল
আগে যা তিনি ব্যক্ত করেছেন। (aiōn g165) 19 "অতএব
আমার বিচার এই, যে সমস্ত অইহুদি ঈশ্বরের দিকে ফিরে
এসেছে, আমরা তাদের জন্য কোনো কিছু কঠিন করব না।
20 বরং আমরা পত্র লিখে তাদের জানিয়ে দেব, যেন তারা
প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার যা কলুষিত, অবৈধ
যৌন-সংসর্গ, শ্বাসরোধ করে মারা প্রাণীর মাংস এবং রক্ত
পান করা থেকে দূরে থাকে। 21 কারণ প্রাচীনকাল থেকে
প্রতিটি নগরেই মোশির বিধান প্রচার করা হয়েছে এবং
প্রতি বিশ্রামবারে তা সমাজভবনগুলিতে পড়া হয়েছে।" 22
তখন প্রেরিতশিষ্যবর্গ ও প্রাচীনেরা, সমস্ত মণ্ডলীর সঙ্গে
স্থির করলেন যে তাঁদের মধ্য থেকে নিজস্ব কয়েকজন
ব্যক্তিকে মনোনীত করে, পৌল ও বার্ণবার সঙ্গে তাঁদের
আন্তিয়খে পাঠাবেন। তারা ভাইদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়
দুজনকে মনোনীত করলেন যাদের নাম যিহূদা (বার্শব্বা
নামেও ডাকা হত) ও সীল। 23 তাদের মারফত তাঁরা
নিম্নলিখিত পত্র পাঠালেন: আন্তিয়খ, সিরিয়া ও কিলিকিয়ার
অইহুদি বিশ্বাসীদের প্রতি সব প্রেরিতশিষ্য, প্রাচীনগণ ও
আমরা ভাইয়েরা তোমাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। 24
"আমরা শুনলাম যে, আমাদের অনুমোদন ছাড়াই আমাদের
মধ্য থেকে কয়েকজন, তাদের কথাবার্তার দ্বারা তোমাদের
মনকে অস্থির ও বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। 25 তাই আমরা
সর্বসম্মতিক্রমে কয়েকজনকে মনোনীত করে আমাদের
প্রিয় বন্ধু বার্ণবা ও পৌলের সঙ্গে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি
26 যাঁরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামের জন্য তাঁদের
প্রাণের ঝুঁকি নিয়েছেন। 27 অতএব, আমরা যা লিখছি,
তা মুখে তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্য আমরা যিহূদা
ও সীলকে পাঠাচ্ছি। 28 পবিত্র আত্মা ও আমাদের কাছে
এ বিষয়ে বিহিত মনে হয়েছে যে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়
বিষয়গুলি ছাড়া আমরা আর কোনো বোঝা তোমাদের
উপর চাপাতে চাই না। 29 তোমরা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ
করা খাবার, রক্ত, শ্বাসরোধ করে মারা প্রাণীর মাংস
এবং অবৈধ যৌন-সংসর্গ থেকে দূরে থাকবে। এই সমস্ত
বিষয় এড়িয়ে চললে তোমাদের মঙ্গল হবে। বিদায়।"
30 তখন তাঁদের বিদায় দেওয়া হল ও তাঁরা আন্তিয়খে
উপস্থিত হলেন। তাঁরা সেখানে মণ্ডলীকে সমবেত করে
সেই পত্র দিলেন। 31 তা পাঠ করে তাঁরা সেই উৎসাহজনক
বার্তার জন্য আনন্দিত হল। 32 যিহূদা ও সীল, যাঁরা
নিজেরাও ভাববাদী ছিলেন, বিশ্বাসীদের উৎসাহ দান ও
শক্তি সঞ্চার করার জন্য অনেক কথা বললেন। 33 কিছুকাল
সেখানে কাটানোর পর, বিশ্বাসীরা শান্তি কামনা করে
আশীর্বাদ দিয়ে তাঁদের বিদায় দিলেন, যেন যাঁরা তাঁদের
পাঠিয়েছিলেন তাঁদের কাছে ফেরত যান। 34 কিন্তু সীল
সেখানেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। 35 কিন্তু পৌল ও
বার্ণবা আন্তিয়খে থেকে গেলেন, যেখানে তাঁরা এবং অন্য
আরও অনেকে প্রভুর বাক্য শিক্ষা দিলেন ও সুসমাচার
প্রচার করলেন। 36 কিছুদিন পর পৌল বার্ণবাকে বললেন,
"যে সমস্ত নগরে আমরা প্রভুর বাক্য প্রচার করেছি, চলো
সেখানে ফিরে গিয়ে সেই ভাইদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং
দেখি, তারা কেমন আছে।" 37 বার্ণবা চাইলেন যোহনকে
সঙ্গে নিতে, যাকে মার্ক বলেও ডাকা হত। 38 কিন্তু পৌল
তাঁকে নেওয়া উপযুক্ত হবে বলে মনে করলেন না, কারণ
তিনি পাম্ফুলিয়ায় তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল,
তাদের কাজে সহায়তা করেনি। 39 এতে তাঁদের মধ্যে
মতবিরোধ এমন তীব্র আকার ধারণ করল যে, তাঁরা
পৃথকভাবে যাত্রা করলেন। বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে নিয়ে
জাহাজে করে সাইপ্রাসের পথে যাত্রা করলেন, 40 কিন্তু
পৌল, সীলকে মনোনীত করে সেখানকার ভাইদের দ্বারা
প্রভুর অনুগ্রহে সমর্পিত হয়ে রওনা হলেন। 41 সিরিয়া ও
কিলিকিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি মণ্ডলীগুলিকে
আরও শক্তিশালী করে তুললেন।

**16** পৌল ডার্বিতে গেলেন ও পরে লুস্ত্রায় এলেন। সেখানে
তিমথি নামে একজন শিষ্য বসবাস করতেন। তাঁর
মা ছিলেন একজন বিশ্বাসী ইহুদি, কিন্তু পিতা ছিলেন
গ্রিক। 2 লুস্ত্রা ও ইকনিয়ের ভাইরা তাঁর সম্পর্কে সুখ্যাতি
করতেন। 3 পৌল চাইলেন যাত্রায় তাঁকেও সঙ্গে নিতে।
তাই সেই অঞ্চলে বসবাসকারী ইহুদিদের জন্য তিনি তাঁকে
সুন্নত করালেন, কারণ তারা সকলে জানত যে, তাঁর পিতা
ছিলেন একজন গ্রিক। 4 এক নগর থেকে অন্য নগরে
যাওয়ার সময়, তাঁরা জেরুশালেমের প্রেরিতশিষ্যবর্গ ও
প্রাচীনদের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি তাদের জানালেন, যেন
তারা সেসব পালন করে। 5 এভাবে মণ্ডলীগুলি বিশ্বাসে
বলীয়ান হতে ও প্রতিদিন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকল।
6 পবিত্র আত্মা তাঁদের এশিয়া প্রদেশে সুসমাচার প্রচার
করতে বাধা দেওয়ায়, পৌল ও তাঁর সঙ্গীরা ফরুগিয়া ও
গালাতিয়া অঞ্চলের সর্বত্র পরিভ্রমণ করলেন। 7 মুশিয়া
প্রদেশের সীমান্তে এসে তাঁরা বিথুনিয়ায় প্রবেশ করার
চেষ্টা করলেন, কিন্তু যীশুর আত্মা তাঁদের অনুমতি দিলেন
না। 8 তাই তাঁরা মুশিয়াকে পাশ কাটিয়ে ত্রোয়াতে গিয়ে
পৌঁছালেন। 9 রাত্রিবেলা পৌল এক দর্শন পেলেন, তিনি
দেখলেন ম্যাসিডোনিয়ার একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তাঁর

কাছে অনুনয় করছেন, "আপনি ম্যাসিডোনিয়ায় এসে
আমাদের সাহায্য করুন।" 10 পৌলের এই দর্শন পাওয়ার
পর আমরা তখনই ম্যাসিডোনিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করার
জন্য প্রস্তুত হলাম। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, তাদের
কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য ঈশ্বর আমাদের আহ্বান
করেছেন। 11 ত্রোয়া থেকে আমরা সরাসরি সামোথ্রেসের
উদ্দেশে সমুদ্রপথে পাড়ি দিলাম। পরের দিন সেখান
থেকে গেলাম নিয়াপলিতে। 12 সেখান থেকে আমরা
যাত্রা করলাম ফিলিপীতে। ফিলিপী নগরটি ছিল একটি
রোমীয় উপনিবেশ এবং ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের একটি
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগর। আমরা বেশ কিছুদিন সেখানে
থাকলাম। 13 বিশ্রামদিনে আমরা নগরদ্বারের বাইরে
নদীতীরে গেলাম। সেখানে প্রার্থনা করার কোনও উপযুক্ত
স্থান পাওয়া যাবে বলে আশা করেছিলাম। আমরা সেখানে
বসে পড়লাম ও সমবেত মহিলাদের সঙ্গে কথা বললাম। 14
যারা আমাদের কথা শুনছিলেন তাদের মধ্যে লিডিয়া নামে
এক মহিলা ছিলেন। থুয়াতীরা নগরের বেগুনি কাপড়ের
ব্যবসায়ী এই মহিলাটি ছিলেন ঈশ্বরের উপাসক। পৌলের
বার্তায় মনোনিবেশ করার জন্য প্রভু তাঁর হৃদয় খুলে
দিলেন। 15 যখন তিনি ও তাঁর পরিজনেরা বাপ্তিস্ম গ্রহণ
করলেন, তিনি আমাদের তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালেন।
তিনি বললেন, "আপনারা যদি আমাকে প্রভুতে বিশ্বাসী
বলে মনে করেন, তাহলে এসে আমার বাড়িতে থাকুন।"
তিনি আমাদের বুঝিয়ে রাজি করালেন। 16 একদিন যখন
আমরা প্রার্থনা-স্থানে যাচ্ছিলাম, এক ক্রীতদাসীর সঙ্গে
আমাদের সাক্ষাৎ হল। সে ভবিষ্যৎ বলতে পারে এমন
আত্মার প্রভাবে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারত। ভবিষ্যতের
কথা বলে সে তার মনিবদের জন্য প্রচুর অর্থ উপার্জন
করত। 17 সেই মেয়েটি পৌল ও আমাদের সকলকে
অনুসরণ করতে লাগল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল,
"এই লোকেরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, তোমাদের কাছে
পরিত্রাণের উপায়ের কথা বলছেন।" 18 বহুদিন যাবৎ
সে এরকম করতে থাকল। শেষে পৌল এত উত্যক্ত হয়ে
উঠলেন যে, তিনি ফিরে সেই আত্মার উদ্দেশে বললেন,
"আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, ওর
মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো।" সেই মুহূর্তেই সেই আত্মা
তাকে ছেড়ে চলে গেল। 19 সেই ক্রীতদাসীর মনিবেরা
যখন বুঝতে পারল যে, তাদের অর্থ উপার্জনের আশা
শেষ হয়েছে, তারা পৌল ও সীলকে ধরে টানতে টানতে
বাজারে কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত করল। 20 তারা
নগরের প্রশাসকদের সামনে তাঁদের নিয়ে এসে বলল,
"এই ব্যক্তিরা ইহুদি। এরা আমাদের নগরে গণ্ডগোলের
সৃষ্টি করেছে। 21 এরা এমন সব রীতিনীতির কথা বলছে,
যা আমাদের, রোমীয়দের পক্ষে গ্রহণ বা পালন করা
ন্যায়সংগত নয়।" 22 জনসাধারণ পৌল ও সীলের বিরুদ্ধে
আক্রমণে যোগ দিল। প্রশাসকেরা তাদের পোশাক খুলে
তাদের চাবুক মারার আদেশ দিলেন। 23 চাবুক দিয়ে
তাঁদের অনেক মারার পর কারাগারে বন্দি করা হল।
কারারক্ষককে আদেশ দেওয়া হল যেন তাঁদের সতর্কভাবে
পাহারা দেওয়া হয়। 24 এই ধরনের আদেশ পেয়ে, সে
তাঁদের কারাগারের ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল এবং কাঠের
বেড়ির মধ্যে তাঁদের পা আটকে দিল। 25 প্রায় মাঝরাতে
পৌল ও সীল প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে স্তবগান
করছিলেন। অন্য কারাবন্দিরা তা শুনছিল। 26 হঠাৎই
সেখানে এমন এক ভয়ংকর ভূমিকম্প হল যে, কারাগারের
ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কারাগারের সব
দরজা খুলে গেল এবং বন্দিদের শিকল খসে পড়ল। 27
কারারক্ষক জেগে উঠল। সে যখন কারাগারের দরজাগুলি
খোলা দেখল, তখন সে তার তরোয়াল কোষ থেকে বের
করে আত্মহত্যায় উদ্যত হল, কারণ সে ভেবেছিল যে
বন্দিরা পালিয়ে গেছে। 28 কিন্তু পৌল চিৎকার করে
বললেন, "তুমি নিজের ক্ষতি কোরো না! কারণ আমরা
সবাই এখানেই আছি!" 29 কারারক্ষক আলো আনতে
বলে দ্রুত ভিতরে প্রবেশ করল। সে কাঁপতে কাঁপতে
পৌল ও সীলের সামনে লুটিয়ে পড়ল। 30 তারপর সে
তাঁদের বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করল, "মহাশয়েরা, পরিত্রাণ
পাওয়ার জন্য আমাকে কী করতে হবে?" 31 তাঁরা উত্তর
দিলেন, "প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করো, তাহলে তুমি ও তোমার
পরিবার পরিত্রাণ পাবে।" 32 তারপর তাঁরা তার কাছে
ও তার বাড়ির অন্য সকলের কাছে প্রভুর বাক্য প্রচার
করলেন। 33 রাত্রির সেই প্রহরেই, কারারক্ষক তাঁদের
নিয়ে গিয়ে তাঁদের ক্ষত ধুয়ে দিল। তারপর দেরি না করে
সে ও তার সমস্ত পরিবার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল। 34 সেই
কারারক্ষক তার বাড়ির ভিতরে তাঁদের নিয়ে গেল ও তাদের
সামনে খাবার পরিবেশন করল। সে ও তার পরিবারের
সকলে আনন্দে পরিপূর্ণ হল, কারণ তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস
করেছিল। 35 দিনের আলো দেখা দিলে, প্রশাসকেরা
কারারক্ষকের কাছে তাঁদের কর্মচারীদের পাঠিয়ে দিয়ে
আদেশ দিলেন, "ওই লোকদের মুক্ত করে দাও।" 36
কারারক্ষক পৌলকে বললেন, "প্রশাসকেরা আপনাকে ও
সীলকে মুক্ত করার আদেশ দিয়েছেন। এখন আপনারা
চলে যেতে পারেন। শান্তিতে প্রস্থান করুন।" 37 কিন্তু

পৌল সেই কর্মচারীদের বললেন, “আমরা রোমীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা বিনা বিচারে সবার সামনে আমাদের মেরেছে ও কারাগারে বন্দি করেছে। এখন তাঁরা গোপনে আমাদের থেকে অব্যাহতি পেতে চাইছেন? না, তাঁরা নিজেরা এখানে এসে আমাদের বের করে নিয়ে যান।” 38 কর্মচারীরা একথা গিয়ে প্রশাসকদের জানাল। তাঁরা যখন শুনলেন যে, পৌল ও সীল রোমীয় নাগরিক, তাঁরা আতঙ্কিত হলেন। 39 তাঁরা এসে তাঁদের শান্ত করলেন এবং কারাগার থেকে সঙ্গে করে তাঁদের বের করে এনে অনুরোধ করলেন, তাঁরা যেন নগর ছেড়ে চলে যান। 40 পৌল ও সীল কারাগার থেকে বের হয়ে আসার পর, তাঁরা লিডিয়ার বাড়ি চলে গেলেন। সেখানে তাঁরা বিশ্বাসী ভাইদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের উৎসাহিত করলেন। তারপর তারা সেখান থেকে চলে গেলেন।

**17** তাঁরা পরে অ্যাম্ফিপলি ও অ্যাপল্লোনিয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রা করে থিষলনিকায় পৌঁছালেন। সেখানে একটি ইহুদি সমাজভবন ছিল। 2 পৌল তাঁর প্রথা অনুসারে সমাজভবনে গেলেন এবং তিনটি বিশ্রামদিনে যুক্তিসহ তাদের কাছে শাস্ত্রব্যাখ্যা করলেন। 3 তিনি তাদের কাছে প্রমাণ করে দেখালেন যে, খ্রীষ্টের কষ্টভোগ করা ও মৃতলোক থেকে উত্থাপিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তিনি বললেন, “এই যে যীশুর কথা আমি তোমাদের কাছে প্রচার করছি, তিনিই সেই মশীহ।” 4 এতে কয়েকজন ইহুদি বিশ্বাস করে পৌল ও সীলের সঙ্গে যোগ দিল। সেই সঙ্গে বহুসংখ্যক ঈশ্বরভয়শীল গ্রিক ও বেশ কিছু বিশিষ্ট মহিলাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন। 5 কিন্তু ইহুদিরা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল। তাই তাঁরা বাজার-চত্বর থেকে কিছু খারাপ চরিত্রের লোককে একত্র করে একটি দল গঠন করল এবং তারা নগরে দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু করে দিল। তারা পৌল ও সীলের সন্ধানে যাসোনের বাড়ির দিকে ছুটে গেল, যেন তাদের সেই জনসাধারণের সামনে নিয়ে আসা যায়। 6 কিন্তু তারা যখন তাঁদের খুঁজে পেল না, তারা যাসোন ও অন্য কয়েকজন বিশ্বাসীকে নগরের প্রশাসকদের কাছে টেনে নিয়ে গেল। তারা চিৎকার করে বলল, “এই লোকেরা সমস্ত জগৎ ওলট-পালট করে দিয়ে এখন এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে, 7 আর যাসোন তার বাড়িতে এদের আতিথ্য করেছে। এরা সবাই কৈসরের শাসন অস্বীকার করে, বলে যে যীশু নামে আর একজন রাজা আছেন।” 8 তারা যখন একথা শুনল, সেই জনসাধারণ ও নগর-প্রশাসকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। 9 তখন যাসোন ও অন্যান্যদের কাছে জামিন আদায় করে, তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হল। 10 রাত্রি নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসী ভাইয়েরা পৌল ও সীলকে বিরয়াতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁরা ইহুদিদের সমাজভবনে গেলেন। 11 বিরয়াবাসীরা থিষলনিকার ইহুদিদের চেয়ে উদার চরিত্রের মানুষ ছিল, কারণ তারা ভীষণ আগ্রহের সঙ্গে সুসমাচার গ্রহণ করেছিল। পৌল যা বলছিলেন, তা প্রকৃতই সত্য কি না, তা জানবার জন্য তারা প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করে দেখত। 12 অতএব, অনেক ইহুদি বিশ্বাস করল, বেশ কিছু বিশিষ্ট গ্রিক মহিলা ও অনেক গ্রিক পুরুষও বিশ্বাস করলেন। 13 থিষলনিকার ইহুদিরা যখন জানতে পারল যে, পৌল বিরয়াতে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করছেন, তারা সেখানেও গেল। তারা গিয়ে সবাইকে বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত করে তুলল। 14 বিশ্বাসী ভাইয়েরা তৎক্ষণাৎ পৌলকে সমুদ্র উপকূলের দিকে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু সীল ও তিমথি বিরয়াতে থেকে গেলেন। 15 পৌলের সঙ্গী যারা ছিল, তারা তাঁকে এথেন্সে নিয়ে এল এবং সীল ও তিমথিকে যত শীঘ্র সম্ভব পৌলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ নিয়ে ফিরে গেল। 16 পৌল যখন এথেন্সে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন নগরটি প্রতিমায় পরিপূর্ণ দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। 17 তাই তিনি সমাজভবনে ইহুদিদের ও ঈশ্বরভয়শীল গ্রিকদের সঙ্গে এবং বাজারে যাদের সঙ্গে তাঁর দিনের পর দিন সাক্ষাৎ হত, তাদের কাছে এ নিয়ে আলোচনা করতেন। 18 একদল এপিকুরীয় ও স্তোয়িকীয় দার্শনিক তাঁর সঙ্গে তর্কবিতর্কে করতে লাগল। তাদের মধ্যে কয়েকজন জিজ্ঞাসা করল, “এই বাচাল লোকটি কী বলতে চাইছে?” অন্যেরা মন্তব্য করল, “একে বিদেশি দেবতাদের প্রচারক বলে মনে হচ্ছে।” তাদের একথা বলার কারণ হল, পৌল যীশুর সুসমাচার ও পুনরুত্থানের কথা প্রচার করছিলেন। 19 তখন তারা তাঁকে ধরে আরেয়পাগের সভায় নিয়ে গেল। সেখানে তারা তাঁকে বলল, “আমরা কি জানতে পারি, আপনি যে নতুন শিক্ষা প্রচার করছেন, সেটি কী? 20 আপনি কতগুলি অদ্ভুত ধারণার কথা আমাদের কানে দিচ্ছেন, আমরা সেগুলির অর্থ জানতে চাই।” 21 (এথেন্সের অধিবাসীরা ও সেখানকার প্রবাসী বিদেশিরা কেবলমাত্র নতুন সব চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করা বা সেসব শোনা ছাড়া আর কোনো কিছুতে কালক্ষেপ করত না)। 22 পৌল তখন আরেয়পাগের সভায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “এথেন্সের জনগণ! আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা সর্বতোভাবে অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। 23 কারণ আমি যখন চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, তোমাদের আরাধনা করার

বস্তু সতর্কভাবে দেখছিলাম। তখন আমি এমন একটি
বেদি দেখতে পেলাম, যার উপরে লেখা আছে: এক অজ্ঞাত
দেবতার উদ্দেশে। এখন, তোমরা যাকে অজ্ঞাতরূপে
আরাধনা করো, তাঁরই কথা আমি তোমাদের কাছে বলতে
চাই। 24 "ঈশ্বর, যিনি এই জগৎ ও তার অন্তর্গত সমস্ত
বস্তু রচনা করেছেন, তিনিই স্বর্গ ও মর্ত্যের প্রভু। তিনি
হাত দিয়ে তৈরি দেবালয়ে বাস করেন না। 25 তাঁর কোনো
কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মানুষের হাতে তাঁর সেবা
গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কারণ তিনি স্বয়ং সমস্ত মানুষকে
জীবন ও শ্বাস এবং সবকিছুই দান করেন। 26 তিনি
একজন ব্যক্তি থেকে সব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, যেন
তারা সমস্ত পৃথিবীতে বসবাস করে। তিনি আগেই তাদের
নির্দিষ্ট কাল ও বসবাসের জন্য স্থান স্থির করে রেখেছিলেন।
27 ঈশ্বর এ কাজ করেছেন, যেন মানুষ তাঁর অন্বেষণ করে
এবং সম্ভব হলে অনুসন্ধান করে তাঁর সন্ধান পায়, যদিও
তিনি আমাদের কারও কাছ থেকে দূরে নেই। 28 কারণ
তাঁর মধ্যেই আছে আমাদের প্রাণ, আমাদের জীবনাচরণ
ও আমাদের অস্তিত্ব। যেমন তোমাদেরই কয়েকজন কবি
বলেছেন, 'আমরা তাঁর বংশ।' 29 "অতএব, আমরা যখন
ঈশ্বরের বংশ, তখন আমাদের এরকম চিন্তা করা উচিত
নয় যে ঈশ্বর মানুষের কলাকুশলতা ও কল্পনাপ্রসূত
সোনা, রুপো বা পাথরের তৈরি করা কোনো প্রতিমূর্তি।
30 অতীতকালে ঈশ্বর এই প্রকার অজ্ঞতাকে উপেক্ষা
করেছেন, কিন্তু এখন তিনি সর্বস্থানের সব মানুষকে মন
পরিবর্তনের আদেশ দিচ্ছেন। 31 কারণ তিনি একটি
দিন নির্ধারিত করেছেন, যখন তিনি তাঁর নিযুক্ত এক
ব্যক্তির দ্বারা ন্যায়ে জগতের বিচার করবেন। মৃত্যু থেকে
তাঁকে উত্থাপিত করে সব মানুষের কাছে তিনি তার প্রমাণ
দিয়েছেন।" 32 যখন তারা মৃতদের পুনরুত্থানের কথা
শুনল, তাদের মধ্যে কয়েকজন উপহাসসূচক মন্তব্য করল।
কিন্তু অন্যেরা বলল, "আমরা আপনার কাছ থেকে এ বিষয়ে
আবার শুনতে চাই।" 33 একথা শুনে পৌল সভা ত্যাগ
করে চলে গেলেন। 34 অল্প কয়েকজন ব্যক্তি পৌলের
অনুসারী হলেন ও বিশ্বাস করলেন। তাদের মধ্যে ছিলেন
আরেয়পাগের সদস্য দিয়নুষিয়, দামারি নামে এক মহিলা
এবং আরও অনেক ব্যক্তি।

**18** এরপরে পৌল এথেন্স ত্যাগ করে করিন্থে গেলেন।
2 সেখানে আক্বিলা নামে এক ইহুদির সঙ্গে তাঁর
সাক্ষাৎ হল। তিনি পন্তের অধিবাসী। ক্লডিয়াস সব ইহুদিকে
রোম পরিত্যাগ করার আদেশ জারি করায়, তিনি তাঁর
স্ত্রী প্রিষ্কিল্লাকে নিয়ে সম্প্রতি ইতালি থেকে এসেছিলেন।
পৌল তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। 3 তিনি যেহেতু
তাঁদের মতো তাঁবু-নির্মাতা ছিলেন, তিনি তাঁদেরই সঙ্গে
থেকে কাজ করতে লাগলেন। 4 প্রতি বিশ্রামবারে তিনি
সমাজভবনে গিয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন, ইহুদি ও
গ্রিকদের বিশ্বাসে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন। 5 যখন
সীল ও তিমথি ম্যাসিডোনিয়া থেকে উপস্থিত হলেন, পৌল
সম্পূর্ণরূপে নিজেকে প্রচারকাজে উৎসর্গ করলেন। তিনি
ইহুদিদের কাছে সাক্ষ্যদান করতে লাগলেন যে, যীশুই
ছিলেন মশীহ। 6 কিন্তু ইহুদিরা পৌলের বিরোধিতা ও
কটুভাষায় তাঁর নিন্দা করায়, তিনি প্রতিবাদস্বরূপ তাঁর
পোশাক ঝেড়ে তাদের বললেন, "তোমাদের রক্তের দায়
তোমাদেরই মাথায় থাকুক। আমি আমার দায়িত্ব থেকে
মুক্ত। এখন থেকে আমি অইহুদিদের কাছে যাব।" 7
পৌল তখন সমাজভবন ত্যাগ করে পাশেই তিতিয়-যুষ্টের
বাড়িতে গেলেন। তিনি ছিলেন ঈশ্বরের একজন উপাসক।
8 সমাজভবনের অধ্যক্ষ ক্রীষ্প ও তাঁর সমস্ত পরিজন
প্রভুকে বিশ্বাস করলেন। করিন্থীয়দের মধ্যেও বহু ব্যক্তি
তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস করল ও বাপ্তাইজিত হল। 9 এক
রাত্রে, প্রভু পৌলকে এক দর্শনের মাধ্যমে বললেন, "তুমি
ভয় পেয়ো না, প্রচার করতে থাকো, নীরব থেকো না।
10 কারণ আমি তোমার সঙ্গে আছি, কেউই তোমাকে
আক্রমণ বা তোমার ক্ষতি করবে না, কারণ এই নগরে
আমার অনেক প্রজা আছে।" 11 তাই পৌল সেখানে দেড়
বছর থেকে গেলেন এবং তাদের ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা
দিলেন। 12 গাল্লিয়ো যখন আখায়ার প্রদেশপাল ছিলেন,
ইহুদিরা একজোট হয়ে পৌলকে আক্রমণ করল এবং
তাঁকে বিচারালয়ে নিয়ে গেল। 13 তারা অভিযোগ করল,
"এই ব্যক্তি বিধানশাস্ত্রের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের আরাধনা করার
জন্য জনসাধারণকে প্ররোচিত করছে।" 14 পৌল কথা
বলতে উদ্যত হলে, গাল্লিয়ো ইহুদিদের বললেন, "তোমরা
ইহুদিরা, যদি কিছু অপকর্ম বা গুরুতর অপরাধ সম্পর্কে
অভিযোগ করতে, তাহলে তোমাদের কথা শোনা আমার
পক্ষে যুক্তিযুক্ত হত। 15 কিন্তু যেহেতু এর সঙ্গে জড়িয়ে
আছে কতগুলি শব্দ, নাম ও তোমাদের বিধানসম্পর্কিত
কয়েকটি প্রশ্ন, তোমরা নিজেরাই বিষয়টির নিষ্পত্তি করে
নাও, আমি এসব বিষয়ের বিচারক হতে চাই না।" 16 তাই
তিনি বিচারালয় থেকে তাদের বের করে দিলেন। 17 তখন
তারা সকলে সমাজভবনের অধ্যক্ষ সোস্থিনিকে আক্রমণ
করে বিচারালয়ের সামনেই তাঁকে মারতে লাগল। কিন্তু
গাল্লিয়ো এ বিষয়ে কোনোরকম ভ্রূক্ষেপ করলেন না। 18

পৌল আরও কিছু সময় করিন্থে থাকলেন। তারপর তিনি ভাইবোনেদের বিদায় জানিয়ে জাহাজে করে সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। সহযাত্রীরূপে তিনি নিলেন প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলাকে। তিনি মানত করেছিলেন বলে যাত্রার আগে কিংক্রিয়া নগরে তাঁর মাথা ন্যাড়া করলেন। 19 তাঁরা ইফিষে উপস্থিত হলেন। সেখানে পৌল প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলাকে রেখে দিলেন, কিন্তু তিনি নিজে সমাজভবনে গিয়ে ইহুদিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন। 20 তারা যখন তাঁকে আরও কিছু সময় তাদের সঙ্গে কাটাতে বললেন, তিনি রাজি হলেন না। 21 কিন্তু বিদায় নেওয়ার সময় তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, "ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি আবার ফিরে আসব।" তারপর তিনি ইফিষ থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করলেন। 22 যখন তিনি কৈসরিয়ায় পৌঁছালেন, তিনি জেরুশালেম গেলেন ও মণ্ডলীকে শুভেচ্ছা জানালেন ও সেখান থেকে আন্তিয়খে চলে গেলেন। 23 আন্তিয়খে কিছুকাল থাকার পর, পৌল সেখান থেকে পুনরায় যাত্রা শুরু করলেন। সমস্ত গালাতিয়া ও ফরুগিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে তিনি শিষ্যদের সুদৃঢ় করতে লাগলেন। 24 ইতিমধ্যে আপল্লো নামে এক ইহুদি ইফিষে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন, শাস্ত্র সম্পর্কে তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান ছিল। 25 তাঁকে প্রভুর পথ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তিনি আত্মার উদ্দীপনায় কথা বলতেন এবং যীশুর বিষয়ে নিখুঁতরূপে শিক্ষা দিতেন, যদিও তিনি কেবলমাত্র যোহনের বাপ্তিষ্মের কথা জানতেন। 26 তিনি সমাজভবনে সাহসের সঙ্গে প্রচার করতে লাগলেন। প্রিষ্কিল্লা ও আক্কিলা তাঁর প্রচার শুনে তাঁদের বাড়িতে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা ঈশ্বরের পথের বিষয়ে তাঁর কাছে আরও সঠিকরূপে ব্যাখ্যা করলেন। 27 আপল্লো যখন আখায়ায় যেতে চাইলেন, বিশ্বাসী ভাইয়েরা তাঁকে উৎসাহিত করলেন এবং তাঁকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশে সেখানকার শিষ্যদের পত্র লিখলেন। যখন তিনি সেখানে পৌঁছালেন তিনি তাদের, যারা অনুগ্রহ দ্বারা বিশ্বাস করেছিল, অনেক সাহায্য করলেন। 28 প্রকাশ্য বিতর্কে তিনি দৃঢ়ভাবে ইহুদিদের যুক্তি খণ্ডন করলেন, শাস্ত্র থেকে প্রমাণ দিতে লাগলেন যে, যীশুই ছিলেন সেই মশীহ।

**19** আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন, পৌল তখন দেশের ভিতরের পথ দিয়ে ইফিষে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি কয়েকজন শিষ্যের সন্ধান পেলেন। 2 তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা যখন বিশ্বাস করেছিলে, তখন কি পবিত্র আত্মা লাভ করেছিলে?" তারা উত্তর দিল, "না, এমনকি কোনো পবিত্র আত্মা যে আছেন, সেকথা, আমরা শুনিনি।" 3 তখন পৌল জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে তোমরা কোন বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করেছিলে?" তারা উত্তর দিল, "যোহনের বাপ্তিষ্ম।" 4 পৌল বললেন, "যোহনের বাপ্তিষ্ম ছিল মন পরিবর্তনের বাপ্তিষ্ম। তিনি লোকদের বলেছিলেন, যিনি তাঁর পরে আসছেন, সেই যীশুর উপরে তারা যেন বিশ্বাস করে।" 5 একথা শুনে তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিষ্ম গ্রহণ করল। 6 পৌল যখন তাদের উপরে হাত রাখলেন, পবিত্র আত্মা তাদের উপরে নেমে এলেন। তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা ও ভাববাণী বলতে লাগল। 7 সেখানে মোট বারোজন পুরুষ ছিল। 8 পরে পৌল সমাজভবনে প্রবেশ করে সেখানে তিন মাস যাবৎ সাহসের সঙ্গে প্রচার করলেন। তিনি যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে তাদের বিশ্বাস করতে অনুপ্রেরণা দিলেন। 9 কিন্তু তাদের মধ্যে কয়েকজন জেদি মনোভাবাপন্ন হল। তারা বিশ্বাস করতে চাইল না এবং সেই পথ সম্পর্কে প্রকাশ্যে নিন্দা করতে লাগল। তাই পৌল তাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে শিষ্যদের নিয়ে গেলেন এবং তুরান্নের বক্তৃতা দেওয়ার স্থানে প্রতিদিন আলোচনা করতে লাগলেন। 10 এভাবে দুই বছর অতিক্রান্ত হল। ফলে এশিয়া প্রদেশে বসবাসকারী ইহুদি ও গ্রিক সবাই প্রভুর বাক্য শুনতে পেল। 11 ঈশ্বর পৌলের মাধ্যমে অনন্যসাধারণ সব অলৌকিক কাজ সাধন করতেন। 12 এমনকি, তাঁর স্পর্শ করা রুমাল ও পোশাক অসুস্থ ব্যক্তিদের কাছে নিয়ে গেলে তারা সুস্থ হত এবং মন্দ-আত্মা তাদের ছেড়ে যেত। 13 কয়েকজন ইহুদি ওঝা, যারা এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে মন্দ-আত্মাদের তাড়ানোর কাজ করত, তারা মন্দ-আত্মাগ্রস্তদের উপরে প্রভু যীশুর নাম প্রয়োগ করতে চেষ্টা করল। তারা বলত, "পৌল যাঁকে প্রচার করেন, সেই যীশুর নামে আমরা তোমাদের বেরিয়ে আসার জন্য আদেশ করছি।" 14 স্কিবা নামে এক ইহুদি প্রধান যাজকের সাত ছেলে এই কাজ করে যাচ্ছিল। 15 তাতে সেই মন্দ-আত্মা তাদের উত্তর দিল, "আমি যীশুকে জানি, পৌলের বিষয়েও জানি, কিন্তু তোমরা কারা?" 16 তখন যে ব্যক্তির মধ্যে মন্দ-আত্মা ছিল, সে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সবাইকে পর্যুদস্ত করে তুলল। সে তাদের এমন মার দিল যে, তারা পোশাক ফেলে রক্তাক্ত ও নগ্ন দেহে সেই বাড়ি থেকে ছুটে পালিয়ে গেল। 17 ইফিষে বসবাসকারী ইহুদি ও গ্রিকেরা একথা জানতে পেরে সবাই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে পড়ল এবং প্রভু যীশুর নাম মহিমান্বিত

হয়ে উঠল। 18 যারা বিশ্বাস করেছিল, তাদের অনেকেই
তখন এসে প্রকাশ্যে তাদের সব অপকর্মের কথা স্বীকার
করল। 19 যারা জাদুবিদ্যার অনুশীলন করছিল, তাদের
মধ্যে অনেকে তাদের পুঁথিপত্র নিয়ে এসে একত্র করে
সেগুলি প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে দিল। পুঁথিগুলির মূল্য
নির্ধারণ করে তারা দেখল, সেগুলির মোট মূল্য পঞ্চাশ
হাজার দ্রাকমা। 20 এইভাবে প্রভুর বাক্য ব্যাপক আকারে
বিস্তার লাভ করল এবং পরাক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকল। 21
এই সমস্ত ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পৌল ম্যাসিডোনিয়া
ও আখায়া পরিক্রমা করে জেরুশালেম যাবেন বলে স্থির
করলেন। তিনি বললেন, "সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর
আমি অবশ্যই রোম-ও পরিদর্শন করতে যাব।" 22 তিনি
তাঁর দুই সাহায্যকারী, তিমথি ও ইরাস্তকে ম্যাসিডোনিয়ায়
পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং এশিয়া প্রদেশে আরও কিছুকাল
থেকে গেলেন। 23 প্রায় সেই সময়ে, সেই পথের বিষয়ে
এক মহা গোলযোগ দেখা দিল। 24 দিমিত্রীয় নামে
একজন রুপোর কারিগর, যে আর্তেমিসের মন্দিরের মতো
রুপোর ছোটো ছোটো মন্দির নির্মাণ করত ও শিল্পীদের
প্রচুর কাজের জোগান দিত, 25 সে তার সহকর্মীদের
ও একই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য শ্রমিকদের ডেকে
একত্র করল ও বলল, "জনগণ, আপনারা জানেন, এই
ব্যবসা থেকে আমরা ভালোরকম অর্থ উপার্জন করি। 26
আর আপনারা দেখছেন ও শুনতে পাচ্ছেন, এই পৌল
কেমনভাবে লোকদের প্রভাবিত করছে এবং এখানে
ইফিষের, বস্তুত সমগ্র এশিয়া প্রদেশের বিপুল সংখ্যক
মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাচ্ছে। সে বলে যে, মানুষের
হাতে তৈরি দেবতারা আদৌ কোনো দেবতা নয়। 27 এর
ফলে এই বিপদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, এতে কেবলমাত্র
আমাদের ব্যবসার সুনাম নষ্ট হবে তা নয়, মহাদেবী
আর্তেমিসের মন্দিরেরও অখ্যাতি হবে এবং যিনি সমগ্র
এশিয়া প্রদেশে, এমনকি সারা পৃথিবীতে পূজিত হন, তারও
অখ্যাতি হবে এবং তিনি তার মহিমা হারাবেন।" 28 একথা
শুনে তারা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল ও চিৎকার করতে
লাগল, "ইফিষীয়দের আর্তেমিস-ই মহাদেবী!" 29 এর
পরেই সমস্ত নগরে হট্টগোল ছড়িয়ে পড়ল। জনসাধারণ
ম্যাসিডোনিয়া থেকে আগত পৌলের দুই ভ্রমণের সঙ্গী
গায়ো ও আরিষ্টার্খকে ধরে একযোগে রঙ্গমঞ্চে নিয়ে গেল।
30 পৌল জনসাধারণের সম্মুখীন হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু
শিষ্যেরা তাঁকে যেতে দিলেন না। 31 এমনকি, পৌলের
বন্ধুস্থানীয় কয়েকজন প্রাদেশিক কর্মকর্তা তাঁর কাছে বার্তা
পাঠিয়ে অনুনয় করলেন, রঙ্গমঞ্চে গিয়ে তিনি যেন বিপদের
ঝুঁকি না নেন। 32 তখন সভার মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিল।
কিছু লোক এক বিষয়ে, আবার কিছু লোক অন্য বিষয়ে
চিৎকার করছিল। এমনকি, অধিকাংশ লোকই জানত
না, কেন তারা সেখানে সমবেত হয়েছে। 33 ইহুদিরা
আলেকজান্ডারকে সামনে এগিয়ে দিল। জনসাধারণের
একাংশ চিৎকার করে তাকে নির্দেশ দিতে লাগল। এতে
সে সকলের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য হাত নেড়ে
নীরব হওয়ার জন্য ইঙ্গিত করল। 34 কিন্তু যখন তারা তাকে
ইহুদি বলে জানতে পারল, তারা প্রায় দুঘণ্টা ধরে একস্বরে
চিৎকার করে গেল, "ইফিষীয়দের আর্তেমিস-ই মহাদেবী!"
35 নগরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী সবাইকে শান্ত করে বললেন,
"ইফিষের জনগণ, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ কি জানে না যে,
এই ইফিষ নগরই মহাদেবী আর্তেমিসের মন্দিরের ও তাঁর
প্রতিমার রক্ষক, যা আকাশ থেকে পতিত হয়েছিল? 36
সেই কারণে, যেহেতু এই বিষয়টি কেউ অস্বীকার করতে
পারে না, তোমাদের শান্ত থাকাই উচিত, হঠকারিতার বশে
কিছু করা উচিত নয়। 37 তোমরা এই লোকগুলিকে এখানে
নিয়ে এসেছ, এরা তো মন্দির লুট করেনি, আমাদের
দেবীরও অবমাননা করেনি। 38 তাহলে, যদি দিমিত্রীয়
ও তার সহযোগী শিল্পীদের কোনো অভিযোগ থাকে,
আদালতের দরজা খোলা আছে, সেখানে প্রদেশপালেরাও
আছেন। তারা সেখানে অভিযোগ দাখিল করতে পারে। 39
এছাড়া, আরও যদি অন্য কোনো বিষয় তোমাদের উত্থাপন
করার থাকে, তাহলে বৈধ সভায় অবশ্যই তা নিষ্পত্তি
করা হবে। 40 আজকের ঘটনার জন্য দাঙ্গা বাধানোর
অভিযোগে আমরা অভিযুক্ত হওয়ার বিপদে পড়তে পারি।
সেক্ষেত্রে, এই বিক্ষোভের পক্ষে আমরা কোনও যুক্তি
দেখাতে পারব না।" 41 এই কথা বলে তিনি সভা ভেঙে
দিলেন।

**20** হট্টগোল সমাপ্ত হলে পৌল শিষ্যদের ডেকে
পাঠালেন। তাদের উৎসাহিত করে তিনি
বিদায়সম্ভাষণ জানালেন ও ম্যাসিডোনিয়ার পথে যাত্রা
শুরু করলেন। 2 সেই অঞ্চল অতিক্রম করার সময়
তিনি লোকদের উৎসাহ দেওয়ার অনেক কথাবার্তা বলে
শেষে গ্রীসে উপস্থিত হলেন। 3 সেখানে তিনি তিন
মাস থাকলেন। তিনি জলপথে সিরিয়া যাওয়ার আগে
ইহুদিরা তাঁর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র রচনা করায়, তিনি
ম্যাসিডোনিয়ার মধ্য দিয়ে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।
4 তাঁর সহযাত্রী হলেন বিরয়া থেকে পুর্হের ছেলে সোপাত্র,
থিষলনিকা নিবাসী আরিষ্টার্খ ও সিকুন্দ, ডার্বি নগর থেকে

গায়ো, সেই সঙ্গে তিমথি, এশিয়া প্রদেশের তুখিক ও ত্রফিম। 5 এরা আমাদের আগেই যাত্রা করে ত্রোয়াতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করলেন। 6 কিন্তু খামিরশূন্য রুটির পর্বের পর আমরা ফিলিপী থেকে জলপথে যাত্রা করলাম এবং পাঁচদিন পরে অন্যান্যদের সঙ্গে ত্রোয়াতে মিলিত হলাম। সেখানে আমরা সাত দিন থাকলাম। 7 সপ্তাহের প্রথম দিনে আমরা রুটি-ভাঙার জন্য একত্র হলাম। পৌল লোকদের সঙ্গে কথা বললেন। পরদিন তিনি সেই স্থান ত্যাগ করার মনস্থ করেছিলেন বলে মাঝরাত পর্যন্ত তাদের সঙ্গে কথা বললেন। 8 উপরতলার যে ঘরে আমরা সমবেত হয়েছিলাম, সেখানে অনেক প্রদীপ জ্বলছিল। 9 উতুখ নামে একজন যুবক জানালায় বসেছিল। পৌল যখন ক্রমেই কথা বলে গেলেন, সে গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে পড়ল। সে যখন গভীর ঘুমে মগ্ন ছিল, সে তিনতলা থেকে নিচে, মাটিতে পড়ে গেল। লোকেরা তাকে তুলতে গিয়ে দেখল যে সে মারা গেছে। 10 পৌল নিচে গেলেন, নিচু হয়ে তিনি তাঁর দু-হাত দিয়ে যুবকটিকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি বললেন, "তোমরা আতঙ্কিত হোয়ো না, এর মধ্যে প্রাণ আছে!" 11 পরে তিনি আবার উপরতলায় গিয়ে রুটি ভেঙে ভোজন করলেন। তারপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত কথা বলে তিনি বিদায় নিলেন। 12 লোকেরা সেই যুবককে জীবিত অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে গেল ও দুশ্চিন্তামুক্ত হল। 13 আমরা আগেই গিয়ে জাহাজে উঠলাম এবং আসোস অভিমুখে যাত্রা করলাম। কথা ছিল যা সেখানে আমরা পৌলকে জাহাজে তুলে নেব। তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন কারণ তিনি সেখানে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। 14 তিনি যখন আসোসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন, আমরা তাঁকে জাহাজে তুলে নিলাম ও মিতুলিনীতে গেলাম। 15 পরের দিন আমরা সেখান থেকে জাহাজে যাত্রা করে খী-দ্বীপের তীরে পৌঁছালাম। তার পরদিন আমরা সমুদ্র অতিক্রম করে সামো দ্বীপে এবং পরের দিন মিলেতা পৌঁছালাম। 16 পৌল মনস্থির করেছিলেন জলপথে ইফিষ পাশ কাটিয়ে যাবেন, যেন এশিয়া প্রদেশে সময় নষ্ট না হয়। কারণ তিনি জেরুশালেমে ফিরে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছিলেন, যেন সম্ভব হলে পঞ্চাশত্তমীর দিনে জেরুশালেমে উপস্থিত থাকতে পারেন। 17 পৌল মিলেতা থেকে ইফিষে লোক পাঠিয়ে মণ্ডলীর প্রাচীনদের ডেকে পাঠালেন। 18 তাঁরা এসে পৌঁছালে তিনি তাঁদের বললেন, "তোমরা জানো, এশিয়া প্রদেশে আমি উপস্থিত হওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই তোমাদের মধ্যে থাকাকালীন আমি কীভাবে জীবনযাপন করেছি। 19 আমি অত্যন্ত নম্রতার সঙ্গে ও চোখের জলে প্রভুর সেবা করে গেছি, যদিও ইহুদিদের ষড়যন্ত্রের কারণে আমি অনেক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলাম। 20 তোমরা জানো যে আমি তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর কোনো কিছুই প্রচার করতে ইতস্তত করিনি, বরং প্রকাশ্যে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষা দিয়েছি। 21 ইহুদি ও গ্রিক, উভয়েরই কাছে আমি ঘোষণা করেছি যে, মন পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের অবশ্যই ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসতে হবে এবং আমাদের প্রভু যীশুর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। 22 "আর এখন পবিত্র আত্মার দ্বারা বাধ্য হয়ে আমি জেরুশালেমে যাচ্ছি, জানি না, সেখানে আমার প্রতি কী ঘটবে। 23 আমি শুধু জানি যে, পবিত্র আত্মা আমাকে সচেতন করছেন, প্রতিটি নগরে আমাকে বন্দিদশা ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। 24 কিন্তু, আমি আমার প্রাণকেও নিজের কাছে মূল্যবান বিবেচনা করি না, শুধু চাই যে আমি যেন সেই দৌড় শেষ করতে পারি এবং প্রভু যীশু যে কর্মভার আমাকে দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ করতে পারি—সেই কাজটি হল, ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচার সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। 25 "এখন আমি জানি, আমি যাদের মধ্যে সেই রাজ্যের কথা প্রচার করেছি, সেই তোমরা কেউই আর আমাকে দেখতে পাবে না। 26 সেই কারণে, আমি তোমাদের কাছে আজ ঘোষণা করছি যে, সব মানুষের রক্তের দায় থেকে আমি নির্দোষ। 27 কারণ তোমাদের কাছে ঈশ্বর যা চান, আমি সেইসব ইচ্ছা ঘোষণা করতে দ্বিধাবোধ করিনি। 28 তোমরা নিজেদের বিষয়ে সাবধান থাকো ও পবিত্র আত্মা যে মেষদের উপরে তোমাদের তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করেছেন, তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখো। ঈশ্বরের যে মণ্ডলীকে তিনি তাঁর রক্তের দ্বারা কিনেছেন, তার প্রতিপালন করো। 29 আমি জানি, আমার চলে যাওয়ার পর, তোমাদের মধ্যে হিংস্র নেকড়েদের আবির্ভাব হবে, তারা মেষপালকে নিষ্কৃতি দেবে না। 30 এমনকি, তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই তাদের উত্থান হবে। তারা সত্যকে বিকৃত করবে, যেন তাদের অনুগামী হওয়ার জন্য শিষ্যদের টেনে নিয়ে যেতে পারে। 31 তাই তোমরা সতর্ক থাকো! মনে রেখো যে, সেই তিন বছর আমি তোমাদের প্রত্যেকজনকে দিনরাত চোখের জলে সাবধান করে এসেছি, কখনও ক্ষান্ত হইনি। 32 "এখন আমি ঈশ্বর ও তাঁর অনুগ্রহের বাক্যের কাছে তোমাদের সমর্পণ করছি, যা তোমাদের গঠন করতে ও যারা পবিত্র তাঁদের মধ্যে অধিকার দান করতে সমর্থ। 33 আমি কোনো মানুষের রুপো, সোনা বা পোশাকের প্রতি লোভ করিনি। 34 তোমরা নিজেরা জানো যে, আমার এই দু-হাত আমার ও আমার সঙ্গীদের সব প্রয়োজন মিটিয়েছে। 35 আমার

সমস্ত কাজের মাধ্যমে আমি তোমাদের দেখিয়েছি যে, এই ধরনের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই দুর্বলদের সাহায্য করতে হবে। স্বয়ং প্রভু যীশুর বলা বাক্য আমাদের মনে রাখতে হবে, 'গ্রহণ করার চেয়ে দান করাতেই বেশি আশীর্বাদ।'" 36 একথা বলার পর তিনি তাদের সবার সঙ্গে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করলেন। 37 তাঁরা সবাই তাঁকে জড়িয়ে ধরল ও চুমু খেয়ে কাঁদতে লাগল। 38 তাঁরা আর কখনও তাঁর মুখ দেখতে পারবেন না—পৌলের এই কথায় তাঁরা সবচেয়ে দুঃখ পেলেন। এরপর তাঁরা সবাই জাহাজ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে গেলেন।

**21** তাদের কাছ থেকে আমরা বহুকষ্টে বিদায় নেওয়ার পর, সমুদ্রপথে সরাসরি কোস নামক দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করলাম। পরদিন আমরা রোডসে এবং সেখান থেকে পাতারায় গেলাম। 2 সেখানে আমরা ফিনিসিয়াগামী একটি জাহাজ পেলাম। আমরা সেই জাহাজে উঠে যাত্রা করলাম। 3 সাইপ্রাস দেখা দিলে আমরা তার দক্ষিণ দিক দিয়ে অতিক্রম করে সিরিয়ার দিকে চললাম। টায়ারে এসে আমরা নামলাম। সেখানে আমাদের জাহাজের মালপত্র নামানোর কথা ছিল। 4 সেখানে কয়েকজন শিষ্যের সন্ধান পেয়ে আমরা তাঁদের সঙ্গে সাত দিন থাকলাম। পবিত্র আত্মার মাধ্যমে তাঁরা পৌলকে জেরুশালেমে না যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। 5 কিন্তু আমাদের সময় হয়ে এলে, আমরা সেই স্থান ত্যাগ করে আমাদের পথে এগিয়ে চললাম। সব শিষ্য, তাদের স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিসহ আমাদের সঙ্গে নগরের বাইরে পর্যন্ত এল। সেখানে সমুদ্রতীরে আমরা নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলাম। 6 পরস্পরকে বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে আমরা জাহাজে উঠলাম, আর তাঁরা ঘরে ফিরে গেলেন। 7 টায়ার থেকে আমাদের সমুদ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে আমরা তলোমায়িতে নামলাম। সেখানে ভাইবোনেদের অভিনন্দন জানিয়ে আমরা একদিন তাদের সঙ্গে থাকলাম। 8 পরদিন সেই স্থান ছেড়ে আমরা কৈসরিয়ায় পৌঁছালাম ও সুসমাচার প্রচারক ফিলিপের বাড়িতে থাকলাম। তিনি ছিলেন জেরুশালেমে মনোনীত সাতজনের অন্যতম। 9 তাঁর ছিল চারজন অবিবাহিত মেয়ে, যাঁরা ভাববাণী বলতেন। 10 সেখানে আমরা বেশ কিছুদিন থাকার পর, যিহূদিয়া থেকে আগাব নামে এক ভাববাদী এসে পৌঁছালেন। 11 আমাদের কাছে এসে তিনি পৌলের বেল্ট নিয়ে নিজের হাত ও পা-দুটি বেঁধে বললেন, "পবিত্র আত্মা বলছেন, 'এই বেল্ট যে ব্যক্তির, জেরুশালেমের ইহুদিরা তাঁকে এভাবে বাঁধবে, আর তাঁকে পরজাতিদের হাতে তুলে দেবে।'" 12 যখন আমরা একথা শুনলাম, তখন আমরা ও সেখানে উপস্থিত সবাই পৌলকে জেরুশালেম পর্যন্ত না যাওয়ার জন্য অনুনয় করলাম। 13 তখন পৌল উত্তর দিলেন, "তোমরা কেন কাঁদছ ও আমার মনোবল ভেঙে দিচ্ছ? আমি যে শুধু বন্দি হওয়ার জন্যই তৈরি তা নয়, বরং প্রভু যীশুর নামের জন্য আমি জেরুশালেমে মৃত্যুবরণ করতেও প্রস্তুত।" 14 তিনি কিছুতেই সম্মত হবেন না দেখে, আমরা হাল ছেড়ে দিলাম ও বললাম, "প্রভুরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।" 15 এরপর আমরা প্রস্তুত হয়ে জেরুশালেমের দিকে যাত্রা করলাম। 16 কৈসরিয়া থেকে আসা কয়েকজন শিষ্য আমাদের সঙ্গী হলেন এবং আমাদের ম্নাসোনের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এখানেই আমাদের থাকার কথা ছিল। তিনি ছিলেন সাইপ্রাসের মানুষ ও প্রাথমিক শিষ্যদের অন্যতম। 17 আমরা জেরুশালেমে পৌঁছালে ভাইবোনেরা আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। 18 পরদিন পৌল ও আমরা সবাই যাকোবের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেখানে সব প্রাচীন উপস্থিত ছিলেন। 19 পৌল তাঁদের নমস্কার জানিয়ে, ঈশ্বর তাঁর পরিচর্যার মাধ্যমে অইহুদিদের মধ্যে কী কাজ করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। 20 একথা শুনে তাঁরা ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন। তারপর তারা পৌলকে বললেন, "দেখুন ভাই, কত সহস্র ইহুদি বিশ্বাস করেছে, তারা সকলেই শাস্ত্রের বিধান সম্পর্কে অত্যন্ত উদ্যমী। 21 তারা সংবাদ পেয়েছে যে, অইহুদি জাতিদের মধ্যে প্রবাসী সব ইহুদিকে তুমি মোশির পথ ত্যাগ করার শিক্ষা দাও, বলে থাকো, তারা যেন শিশুদের সুন্নত না করে বা আমাদের প্রথা অনুযায়ী না চলে। 22 আমরা কী করব? তারা নিশ্চয়ই তোমার আসার কথা শুনতে পাবে। 23 তাই তুমি আমাদের কথামতো কাজ করো। আমাদের মধ্যে চারজন ব্যক্তি আছে, যারা এক মানত করেছে। 24 তুমি এসব ব্যক্তিকে নিয়ে যাও, তাদের শুদ্ধকরণ-সংস্কারে যোগ দাও ও তাদের মাথা ন্যাড়া করার ব্যয়ভার বহন করো। তখন প্রত্যেকে জানতে পারবে যে, তোমার সম্পর্কিত এই সংবাদের কোনও সত্যতা নেই, বরং তুমিও নিজে বিধানের প্রতি অনুগত জীবনযাপন করছ। 25 কিন্তু অইহুদি বিশ্বাসীদের সম্পর্কে, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তের কথা তাদের লিখেছি, তারা যেন প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা খাবার, রক্ত, শ্বাসরোধ করে মারা প্রাণীর মাংস এবং অবৈধ যৌন-সংসর্গ থেকে নিজেদের দূরে রাখে।" 26 পরের দিন পৌল সেই ব্যক্তিদের তাঁর সঙ্গে নিলেন এবং তাদের সঙ্গে তিনি নিজেও শুচিশুদ্ধ হলেন। তারপর, শুদ্ধকরণ অনুষ্ঠানের সময় কখন শেষ হবে এবং তাদের

প্রত্যেকের জন্য কবে নৈবেদ্য উৎসর্গ করা হবে, সেকথা জানানোর জন্য তিনি মন্দিরে প্রবেশ করলেন। 27 সাত দিন যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে, সেই সময় এশিয়া প্রদেশ থেকে আসা কয়েকজন ইহুদি পৌলকে মন্দিরে দেখতে পেল। তারা সমস্ত জনতাকে উত্তেজিত করে পৌলকে পাকড়াও করল। 28 তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, "হে ইস্রায়েলবাসী, আমাদের সাহায্য করো। এই সেই লোক, যে সব স্থানের সব মানুষকে আমাদের জাতি, আমাদের বিধান ও এই স্থানের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এছাড়াও ও মন্দির এলাকায় গ্রিকদের নিয়ে এসে এই পবিত্র স্থানকে কলুষিত করেছে।" 29 (তারা ইফিষের ত্রফিমকে ইতিপূর্বে পৌলের সঙ্গে নগরে দেখে মনে করেছিল, পৌল হয়তো তাঁকে মন্দির অঞ্চলে নিয়ে এসেছেন।) 30 সমস্ত নগর উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং লোকেরা সবদিক থেকে ছুটে এল। পৌলকে পাকড়াও করে তারা মন্দির থেকে তাঁকে টেনে বের করল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। 31 তারা যখন তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত, সেই সময়ে রোমীয় সৈন্যদলের অধিনায়কের কাছে সংবাদ পৌঁছাল যে, সমস্ত জেরুশালেম নগরে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। 32 তিনি সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন শত-সেনাপতি ও সৈন্যকে নিয়ে দ্রুত জনতার কাছে ছুটে গেলেন। হাঙ্গামাকারীরা যখন সেনাপতি ও সৈন্যদের দেখতে পেল, তারা পৌলকে মারা বন্ধ করল। 33 সেনাপতি এগিয়ে এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন ও দুটি শিকল নিয়ে তাঁকে বাঁধার আদেশ দিলেন। তারপর তিনি তাঁর পরিচয় ও তিনি কী করেছেন, তা জিজ্ঞাসা করলেন। 34 জনতার মধ্য থেকে কেউ এক রকম, কেউ আবার অন্যরকম কথা বলে চিৎকার করতে লাগল। হট্টগোলের জন্য সেনাপতি প্রকৃত সত্য বুঝতে না পারায়, তিনি পৌলকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। 35 পৌল সিঁড়ির কাছে পৌঁছালে জনতা এত ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল যে, সৈন্যদের তাঁকে বয়ে নিয়ে যেতে হল। 36 অনুসরণকারী জনতা চিৎকার করতে লাগল, "ওকে দূর করে দাও!" 37 সৈন্যরা পৌলকে সেনানিবাসের ভিতরে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে, তিনি সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি কি আপনাকে কিছু বলতে পারি?" তিনি উত্তর দিলেন, "তুমি কি গ্রিক বলতে পারো? 38 তুমিই কি সেই মিশরীয় নও, যে একটি বিদ্রোহের সূচনা করেছিল এবং চার হাজার সন্ত্রাসবাদীকে কিছুকাল আগে মরুপ্রান্তরে নিয়ে গিয়েছিল?" 39 প্রত্যুত্তরে পৌল বললেন, "আমি একজন ইহুদি, কিলিকিয়া তার্ষ নগরের মানুষ, কোনও সাধারণ নগরের নাগরিক নই। দয়া করে আমাকে লোকদের সঙ্গে কথা বলতে দিন।" 40 সেনাপতির অনুমতি লাভ করে পৌল সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে জনতার দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা সকলে নীরব হলে তিনি হিব্রু ভাষায় বলতে শুরু করলেন:

**22** "হে ভাইয়েরা ও পিতৃতুল্য ব্যক্তিরা, আমার আত্মপক্ষ সমর্থনের কথা এখন আপনারা শুনুন।" 2 পৌলকে হিব্রু ভাষায় কথা বলতে শুনে তারা আরও শান্ত হয়ে গেল। তখন পৌল বললেন, 3 "আমি একজন ইহুদি, কিলিকিয়ার তার্ষ নগরে আমার জন্ম, কিন্তু এই নগরে বড়ো হয়েছি। গমলীয়েলের অধীনে আমি আমাদের পিতৃপুরুষদের বিধান সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ শিক্ষা লাভ করেছি। আজ আপনারা যেমন, একদিন আমিও আপনাদেরই একজনের মতো ঈশ্বরের পক্ষে উদ্যমী ছিলাম। 4 আমি এই পথের অনুসারীদের অত্যাচার করে অনেককে হত্যা করেছি, নারী ও পুরুষ সবাইকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্দি করেছি। 5 এ বিষয়ে মহাযাজক ও সমস্ত বিচার পরিষদ আমার সাক্ষী। এমনকি আমি তাদের কাছ থেকে কয়েকটি পত্র নিয়ে তাদের ইহুদি ভাইদের কাছে দামাস্কাসে যাচ্ছিলাম, যেন এই সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করে জেরুশালেমে নিয়ে এসে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করি। 6 "প্রায় দুপুরবেলায়, যেই আমি দামাস্কাসের কাছে পৌঁছালাম, হঠাৎই আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল আলো আমার চারপাশে ঝলসে উঠল। 7 আমি মাটিতে পড়ে গেলাম ও একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, আমাকে বলছে, 'শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকে নির্যাতন করছ?' 8 "'প্রভু, আপনি কে?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "'আমি নাসরতীয় যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ।' তিনি উত্তর দিলেন। 9 আমার সঙ্গীরা সেই আলো দেখতে পেল, কিন্তু যিনি আমার উদ্দেশে কথা বলছিলেন, তারা তাঁর সেই কণ্ঠস্বর বুঝতে পারল না। 10 "'প্রভু, আমি কী করব?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "'উঠে পড়ো,' প্রভু বললেন, 'ও দামাস্কাসে প্রবেশ করো। তোমাকে কী করতে হবে, সেখানে তোমাকে বলে দেওয়া হবে।' 11 আমার সঙ্গীরা হাত ধরে আমাকে দামাস্কাসে নিয়ে গেল, কারণ সেই আলোর তীব্র ঔজ্জ্বল্য আমাকে দৃষ্টিহীন করে দিয়েছিল। 12 "এরপর অননিয় নামে একজন ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বিধান পালন করতেন এবং সেখানকার অধিবাসী সব ইহুদির কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 13 তিনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভাই শৌল, তুমি দৃষ্টিশক্তি লাভ করো!' আর সেই মুহূর্তে আমি তাঁকে দেখতে পেলাম। 14 "তখন

তিনি বললেন, ‘আমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর তোমাকে
মনোনীত করেছেন, যেন তুমি তাঁর ইচ্ছা জানতে পারো ও
সেই ধর্মময় ব্যক্তির দর্শন লাভ করো এবং তাঁর মুখের বাণী
শুনতে পাও। 15 তুমি যা দেখেছ বা শুনেছ, সব মানুষের
কাছে সেইসব বিষয়ে তাঁর সাক্ষী হবে। 16 আর এখন
তুমি কীসের প্রতীক্ষা করছ? ওঠো, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করো ও
তাঁর নামে আহ্বান করে তোমার সব পাপ ধুয়ে ফেলো।’
17 “জেরুশালেমে ফিরে এসে আমি যখন মন্দিরে প্রার্থনা
করছিলাম, আমি ভাবাবিষ্ট হলাম। 18 আমি দেখলাম, প্রভু
কথা বলছেন, ‘তাড়াতাড়ি করো!’ তিনি আমাকে বললেন,
‘এই মুহূর্তে জেরুশালেম ছেড়ে চলে যাও, কারণ তারা
আমার বিষয়ে তোমার সাক্ষ্য গ্রাহ্য করবে না।’ 19 “আমি
উত্তর দিলাম, ‘প্রভু, এই লোকেরা জানে, যারা তোমাকে
বিশ্বাস করে তাদের মারধোর ও বন্দি করার জন্য আমি
এক সমাজভবন থেকে অন্য সমাজভবনে গিয়েছি। 20
আর তোমার শহিদ স্তিফানের যখন রক্তপাত করা হয়,
আমি সেখানে দাঁড়িয়ে আমার সমর্থন দিচ্ছিলাম ও যারা
তাঁকে হত্যা করছিল, তাদের পোশাক পাহারা দিচ্ছিলাম।’
21 “তারপর প্রভু আমাকে বললেন, ‘যাও, আমি তোমাকে
বহুদূরে, অইহুদিদের কাছে পাঠাব।’” 22 লোকেরা এই
পর্যন্ত পৌলের কথা শুনল। তারপর তারা চিৎকার করতে
লাগল, “ওকে পৃথিবী থেকে দূর করো! ও বেঁচে থাকার
যোগ্য নয়!” 23 তারা যখন চিৎকার করে তাদের পোশাক
খুলে ফেলছিল ও বাতাসে ধুলো ছড়াতে শুরু করেছিল,
24 তখন সেনাপতি পৌলকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়ার
আদেশ দিলেন। তিনি নির্দেশ দিলেন যেন তাঁকে চাবুক
মারা হয় এবং প্রশ্ন করে যেন জানতে পারা যায় কেন তাঁর
বিরুদ্ধে লোকেরা এরকম চিৎকার করছে। 25 তারা তাঁকে
টান-টান করে বেঁধে চাবুক মারতে উদ্যত হলে, সেখানে
দাঁড়িয়ে থাকা শত-সেনাপতিকে পৌল বললেন, “যার
অপরাধ সাব্যস্ত হয়নি, এমন কোনও রোমীয় নাগরিককে
চাবুক মারা কি আপনাদের পক্ষে আইনসংগত?” 26 শত-
সেনাপতি একথা শুনে সেনানায়কের কাছে গেলেন ও
এই সংবাদ দিলেন। তিনি বললেন, “আপনি কী করতে
চলেছেন? এই ব্যক্তি তো একজন রোমীয় নাগরিক!”
27 সেনানায়ক পৌলের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,
“আমাকে বলো, তুমি কি একজন রোমীয় নাগরিক?” তিনি
উত্তর দিলেন, “হ্যাঁ, আমি তাই।” 28 তখন সেনানায়ক তাঁকে
বললেন, “আমার নাগরিকত্ব লাভের জন্য আমাকে অনেক
টাকা খরচ করতে হয়েছে।” পৌল উত্তর দিলেন, “কিন্তু
আমি জন্মসূত্রেই নাগরিক।” 29 যারা তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ
করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তারা তক্ষুনি পিছিয়ে গেল।
সেনানায়ক যখন উপলব্ধি করলেন যে, যাঁকে তিনি শিকলে
বন্দি করেছেন, সেই পৌল একজন রোমীয় নাগরিক,
তিনি নিজেই আতঙ্কিত হলেন। 30 পরদিন, সেনানায়ক
অনুসন্ধান করতে চাইলেন, পৌলের বিরুদ্ধে ইহুদিদের
সুনির্দিষ্ট কী অভিযোগ আছে। তিনি তাঁকে মুক্ত করলেন ও
প্রধান যাজকদের এবং মহাসভার সমস্ত সদস্যকে একত্র
হওয়ার আদেশ দিলেন। তারপর তিনি পৌলকে এনে
তাঁদের সামনে দাঁড় করালেন।

**23** পৌল সরাসরি মহাসভার দিকে তাকিয়ে বললেন,
“আমার ভাইয়েরা, আজকের এই দিন পর্যন্ত আমি
সৎ বিবেকে ঈশ্বরের প্রতি আমার কর্তব্য পালন করেছি।” 2
এতে মহাযাজক অননিয়, যারা পৌলের কাছে দাঁড়িয়েছিল,
তাদের আদেশ দিলেন যেন তাঁর মুখে আঘাত করা হয়। 3
তখন পৌল তাঁকে বললেন, “চুনকাম করা দেওয়ালের মতো
তুমি, ঈশ্বর তোমাকেও আঘাত করবেন! বিধানসম্মতভাবে
আমার বিচার করার জন্য তুমি ওখানে বসেছ, কিন্তু তবুও
আমাকে আঘাত করার আদেশ দিয়ে তুমি স্বয়ং বিধান
লঙ্ঘন করছ!” 4 যারা পৌলের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল,
তারা বলল, “তুমি কি ঈশ্বরের মহাযাজককে অপমান করার
দুঃসাহস দেখাচ্ছ?” 5 পৌল উত্তর দিলেন, “ভাইয়েরা,
আমি বুঝতে পারিনি যে, উনিই মহাযাজক। আমি জানি
যে, এরকম লেখা আছে, ‘তোমার স্বজাতির অধ্যক্ষ সম্পর্কে
কটূক্তি কোরো না।’” 6 তারপর পৌল যখন বুঝতে পারলেন
যে, তাদের একাংশ সদ্দূকী ও একাংশ ফরিশী, তখন
মহাসভার মধ্যে চিৎকার করে বললেন, “আমার ভাইয়েরা,
আমি ফরিশী, একজন ফরিশীর সন্তান। মৃতদের পুনরুত্থান
সম্পর্কে আমার প্রত্যাশার জন্যই আমার বিচার করা হচ্ছে।”
7 তিনি একথা বলার পর ফরিশী ও সদ্দূকীদের মধ্যে বিতর্ক
বেধে গেল, সভা দুদলে ভাগ হয়ে গেল। 8 (সদ্দূকীরা
বলে যে পুনরুত্থান নেই, স্বর্গদূতেরা বা আত্মারাও নেই,
কিন্তু ফরিশীরা সেসব স্বীকার করে থাকে।) 9 তখন প্রচণ্ড
কোলাহল শুরু হল। কয়েকজন শাস্ত্রবিদ যারা ফরিশী-
দলভুক্ত ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে তীব্র বিতর্ক শুরু করল। তারা
বলল, “আমরা এই লোকটির কোনো অন্যায় খুঁজে পাচ্ছি
না। কোনো আত্মা বা স্বর্গদূত যদি এর সঙ্গে কথা বলে
থাকে, তাহলে তাতেই বা কী?” 10 বিতর্ক এমন হিংস্র
আকার ধারণ করল সেনানায়ক ভয় পেলেন যে তারা
হয়তো পৌলকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।
তিনি সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিলেন, নিচে নেমে গিয়ে

তাঁকে তাদের কাছ থেকে জোর করে নিয়ে আনতে ও সেনানিবাসে নিয়ে যেতে। 11 সেই দিনই রাত্রিবেলায় প্রভু পৌলের পাশে এসে দাঁড়ালেন ও বললেন, "সাহসী হও! তুমি যেমন জেরুশালেমে আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছ, তেমনই তুমি রোমেও সাক্ষ্য দেবে।" 12 পরের দিন সকালবেলা ইহুদিরা এক ষড়যন্ত্র করল এবং একটি শপথে নিজেদের আবদ্ধ করল যে, যতদিন পর্যন্ত তারা পৌলকে হত্যা না করে, ততদিন পর্যন্ত তারা খাওয়াদাওয়া বা পান করবে না। 13 চল্লিশজনেরও বেশি লোক এই ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। 14 তারা প্রধান যাজকদের ও প্রাচীনবর্গের কাছে গিয়ে বলল, "আমরা এক গুরু-অঙ্গীকার করেছি যে, পৌলকে হত্যা না করা পর্যন্ত আমরা কিছুই খাবো না। 15 তাহলে এখন, মহাসভাকে সঙ্গে নিয়ে আপনারা সেনানায়কের কাছে এই অজুহাতে আবেদন করুন যে, তার সম্পর্কে আরও সঠিক তথ্য অনুসন্ধানের জন্য তাকে যেন আপনাদের সামনে নিয়ে আসা হয়। সে এখানে আসার আগেই তাকে আমরা হত্যা করার জন্য প্রস্তুত আছি।" 16 কিন্তু পৌলের ভাগ্নে যখন এই ষড়যন্ত্রের কথা শুনতে পেল, সে সেনানিবাসে গিয়ে পৌলকে সেকথা বলল। 17 পৌল তখন একজন শত-সেনাপতিকে ডেকে বললেন, "এই যুবককে সেনানায়কের কাছে নিয়ে যান, সে তাঁকে কিছু বলতে চায়।" 18 তাই তিনি তাকে সেনানায়কের কাছে নিয়ে গেলেন। শত-সেনাপতি বললেন, "বন্দি পৌল আমাকে ডেকে এই যুবককে আপনার কাছে নিয়ে আসতে বলল, কারণ আপনার কাছে এর কিছু বক্তব্য আছে।" 19 সেনানায়ক যুবকটির হাত ধরে তাকে এক পাশে নিয়ে গেলেন ও জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি আমাকে কী বলতে চাও?" 20 সে বলল, "ইহুদিরা একমত হয়েছে, আগামীকাল পৌলের বিষয়ে আরও তথ্য অনুসন্ধান করবে, এই অজুহাতে তাঁকে মহাসভার কাছে হাজির করার জন্য তারা আপনার কাছে আবেদন জানাবে। 21 আপনি তাদের কথায় সম্মত হবেন না, কারণ তাদের চল্লিশজনেরও বেশি লোক তাঁর জন্য গোপনে ওত পেতে আছে। তারা শপথ করেছে যে, তাঁকে হত্যা না করা পর্যন্ত তারা খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করবে না। তারা এখনই প্রস্তুত আছে, তাদের অনুরোধের প্রত্যুত্তরে আপনার সম্মতির অপেক্ষা করছে।" 22 সেনানায়ক যুবকটিকে বিদায় করার সময় সতর্ক করে দিলেন, "তুমি যে এই সংবাদ আমাকে দিয়েছ, একথা কাউকে বোলো না।" 23 এরপর তিনি তাঁর দুজন শত-সেনাপতিকে ডেকে তাদের আদেশ দিলেন, "আজ রাত্রি নয়টার সময় দুশো জন সেনা, সত্তরজন অশ্বারোহী ও দুশো বর্শাধারী সেনা কৈসরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত থেকো। 24 পৌলের জন্য আরও কয়েকটি ঘোড়ার ব্যবস্থা কোরো, যেন তাকে নিরাপদে প্রদেশপাল ফীলিক্সের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।" 25 তিনি এভাবে একটি পত্র লিখলেন: 26 ক্লডিয়াস লিসিয়াসের তরফে, মহামান্য প্রদেশপাল ফীলিক্স সমীপেষু, শুভেচ্ছা। 27 ইহুদিরা এই ব্যক্তিকে পাকড়াও করে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু আমি আমার সৈন্যবাহিনীসহ গিয়ে একে উদ্ধার করি, কারণ আমি জানতে পেরেছিলাম যে, সে একজন রোমীয় নাগরিক। 28 আমি জানতে চেয়েছিলাম, কেন তারা এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে, তাই আমি একে তাদের মহাসভার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। 29 আমি দেখলাম যে, তাদের অভিযোগ ছিল তাদের বিধানসম্পর্কিত বিষয়ে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ডের যোগ্য কোনো অভিযোগ ছিল না। 30 এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তা যখন আমাকে জানানো হল, আমি তক্ষুনি একে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমি এর বিরুদ্ধে অভিযোগকারীদেরও আদেশ দিলাম, তারা যেন তাদের অভিযোগ আপনার কাছে উপস্থাপিত করে। 31 অতএব সৈন্যরা তাঁর আদেশ পালন করে রাত্রিবেলা পৌলকে সঙ্গে নিয়ে সুদূর আন্তিপাত্রিতে নিয়ে গেল। 32 পরের দিন অশ্বারোহী সেনাদের সঙ্গে তাঁকে পাঠিয়ে দিয়ে পদাতিকেরা সেনানিবাসে ফিরে গেল। 33 অশ্বারোহী সেনারা কৈসরিয়ায় পৌঁছে, তারা সেই পত্র প্রদেশপালকে দিল ও পৌলকে তাঁর হাতে সমর্পণ করল। 34 সেই পত্র পড়ে প্রদেশপাল জানতে চাইলেন, তিনি কোন প্রদেশের লোক। পৌল কিলিকিয়ার অধিবাসী জানতে পেরে, 35 তিনি বললেন, "তোমার অভিযোগকারীরা এখানে এসে উপস্থিত হলে আমি তোমার কথা শুনব।" এরপর তিনি পৌলকে হেরোদের প্রাসাদে পাহারাধীন রাখার আদেশ দিলেন।

**24** পাঁচদিন পরে মহাযাজক অননিয় কয়েকজন প্রাচীন ও তর্তুল্ল নামে এক উকিলকে সঙ্গে নিয়ে কৈসরিয়ায় পৌঁছালেন। তাঁরা প্রদেশপালের কাছে পৌলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন। 2 পৌলের ডাক পড়লে, তর্তুল্ল ফীলিক্সের কাছে তাঁর অভিযোগ উপস্থাপন করলেন, "আপনার অধীনে আমরা দীর্ঘকাল শান্তি উপভোগ করে আসছি; আপনার দূরদর্শিতার গুণে এই জাতির বিভিন্ন প্রকার সংস্কার সাধিত হয়েছে। 3 হে মহামান্য ফীলিক্স, সর্বত্র এবং সর্বতোভাবে আমরা এই সত্য গভীর কৃতজ্ঞতাসহ স্বীকার করছি। 4 কিন্তু বেশি কথা বলে আপনাকে বিরক্ত

করতে চাই না তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করি, অনুগ্রহ করে আপনি আমাদের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনুন। 5 "আমরা দেখেছি, এই ব্যক্তি গণ্ডগোল সৃষ্টি করে ও সমস্ত পৃথিবীতে ইহুদিদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর জন্য প্ররোচনা দেয়। সে নাসরতীয় দলের একজন হোতা। 6 সে এমনকি, মন্দিরও অপবিত্র করতে চেয়েছিল; তাই আমরা তাকে ধরে এনেছি, এবং আমাদের বিধান অনুসারে তার বিচার করতে চেয়েছিলাম। 7 কিন্তু সেনানায়ক লিসিয়াস এসে বলপ্রয়োগ করে আমাদের হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে নিলেন এবং 8 তার অভিযোগকারীদের কাছে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দিলেন। যেসব বিষয়ে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে, আপনি স্বয়ং একে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তার সত্যতা জানতে পারবেন।" 9 ইহুদিরাও এসব বিষয় সত্য বলে সেই অভিযোগ সমর্থন করল। 10 প্রদেশপাল পৌলকে তাঁর বক্তব্য জানানোর ইঙ্গিত করলে, পৌল উত্তর দিলেন: "বহু বছর যাবৎ আপনি এই জাতির বিচারক হয়ে আছেন জানতে পেরে আমি সানন্দে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি। 11 আপনি সহজেই যাচাই করতে পারেন যে, বারোদিনেরও বেশি হয়নি, আমি উপাসনা করার জন্য জেরুশালেমে গিয়েছিলাম। 12 আমার অভিযোগকারীরা আমাকে মন্দিরে কারও সঙ্গে তর্কবিতর্ক করতে বা সমাজভবনে, কিংবা নগরের অন্যত্র, কোথাও কোনো জনগণকে উত্তেজিত করতে দেখেনি। 13 আর তারা এখন আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ উত্থাপন করছে, সেগুলি আপনার কাছে প্রমাণ করতেও পারে না। 14 তবুও, আমি স্বীকার করছি, এরা যাকে 'দল' বলছে, সেই 'পথের' অনুসারীরূপে আমি আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের উপাসনা করি। যেসব বিষয় বিধানসম্মত এবং যা কিছু ভাববাদীদের গ্রন্থে লেখা আছে, আমি সে সমস্তই বিশ্বাস করি। 15 আর এসব লোকের মতোই আমারও ঈশ্বরে একই প্রত্যাশা আছে যে, ধার্মিক ও দুর্জন, উভয়েরই পুনরুত্থান হবে। 16 তাই ঈশ্বর ও মানুষের কাছে আমার বিবেক নির্মল রাখার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি। 17 "কয়েক বছর অনুপস্থিত থাকার পর, আমি স্বজাতীয় দরিদ্রদের জন্য কিছু দানসামগ্রী নিয়ে ও নৈবেদ্য উৎসর্গ করার জন্য জেরুশালেমে যাই। 18 যখন তারা আমাকে মন্দির-প্রাঙ্গণে এ কাজ করতে দেখেছিল আমি সংস্কারগতভাবে শুচিশুদ্ধ ছিলাম। আমার সঙ্গে কোনো লোকজন ছিল না, কোনো গণ্ডগোলের সঙ্গেও আমি জড়িত ছিলাম না। 19 কিন্তু এশিয়া প্রদেশ থেকে আগত কিছু ইহুদি সেখানে ছিল। আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে, তা নিয়ে এখানে আপনার কাছে তাদের উপস্থিত হওয়া উচিত ছিল। 20 অথবা, এখানে যারা উপস্থিত আছে, তারাই বলুক, যখন আমি মহাসভার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, তারা আমার মধ্যে কোন অপরাধ পেয়েছিল— 21 শুধু একটি ছাড়া? তাদের উপস্থিতিতে আমি দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলেছিলাম, 'মৃতদের পুনরুত্থান সম্পর্কে আজ আপনাদের সামনে আমার বিচার হচ্ছে।'" 22 তখন ফীলিক্স, সেই পথ সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন বলে, শুনানি মুলতুবি রাখলেন। তিনি বললেন, "যখন সেনানায়ক লিসিয়াস আসবেন, আমি তোমাদের বিচার নিষ্পত্তি করব।" 23 তিনি শত-সেনাপতিকে আদেশ দিলেন পৌলকে পাহারায় রাখার জন্য, কিন্তু তাঁকে যেন কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া হয় ও তাঁর বন্ধুদেরও যেন তাঁকে সেবা করার অনুমতি দেওয়া হয়। 24 বেশ কয়েক দিন পর ফীলিক্স, তাঁর ইহুদি স্ত্রী দ্রুষিল্লাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন। তিনি পৌলকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁর মুখ থেকে খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাস স্থাপনের কথা শুনলেন। 25 আলোচনাকালে পৌল ন্যায়পরায়ণতা, আত্মসংযম ও সন্নিকট বিচারের কথা বললে, ফীলিক্স ভীত হয়ে বললেন, "এখন এই যথেষ্ট। তুমি যেতে পারো। পরে সুবিধেমতো আমি তোমাকে ডেকে পাঠাব।" 26 একইসঙ্গে, তিনি পৌলের কাছে কিছু ঘুস পাওয়ারও আশা করেছিলেন, সেই কারণে, তিনি তাঁকে বারবার ডেকে পাঠাতেন ও তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন। 27 দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, পর্কীয় ফীষ্ট ফীলিক্সের পদে বসলেন। কিন্তু ফীলিক্স যেহেতু ইহুদিদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, তিনি পৌলকে কারাগারেই রেখে দিলেন।

**25** সেই প্রদেশে উপস্থিত হওয়ার তিন দিন পর ফীষ্ট কৈসরিয়া থেকে জেরুশালেমে গেলেন। 2 সেখানে প্রধান যাজকেরা ও ইহুদি নেতৃবৃন্দ তাঁর নিকটে উপস্থিত হয়ে পৌলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উপস্থাপন করলেন। 3 তাঁরা ফীষ্টের কাছে জরুরি অনুরোধ জানালেন যে, তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে পৌলকে যেন জেরুশালেমে স্থানান্তরিত করা হয় কারণ তাঁরা পথের মধ্যেই পৌলকে হত্যা করার জন্য ওত পাতার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। 4 ফীষ্ট উত্তর দিলেন, "পৌল কৈসরিয়াতে বন্দি আছে, আমিও স্বয়ং শীঘ্রই সেখানে যাচ্ছি। 5 তোমাদের কয়েকজন নেতা আমার সঙ্গে আসুক, সেই লোকটি কোনো অন্যায় করে থাকলে, তোমরা সেখানে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করবে।" 6 সেখানে তাঁদের সঙ্গে আট-দশদিন কাটিয়ে, তিনি কৈসরিয়ায় চলে গেলেন। পরের দিনই তিনি বিচারসভা আহ্বান করলেন এবং আদেশ দিলেন যেন

পৌলকে তাঁর সামনে নিয়ে আসা হয়। 7 পৌল উপস্থিত
হলে, জেরুশালেম থেকে আগত ইহুদিরা তাঁর চারপাশে
দাঁড়াল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন
করতে লাগল, কিন্তু কোনো প্রমাণ দিতে পারল না। 8
তখন পৌল আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন: "আমি ইহুদিদের
বিধানের বিরুদ্ধে বা মন্দিরের বিরুদ্ধে বা কৈসরের বিরুদ্ধে
কোনো অন্যায় করিনি।" 9 ফীষ্ট ইহুদিদের প্রতি সুবিধা
দেওয়ার উদ্দেশে পৌলকে বললেন, "তুমি কি জেরুশালেমে
গিয়ে এসব অভিযোগের জন্য আমার সামনে বিচারের
জন্য দাঁড়াতে চাও?" 10 পৌল উত্তর দিলেন, "আমি
এখন কৈসরের বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে আছি, আমার বিচার
এখানেই হওয়া উচিত। আপনি স্বয়ং ভালোভাবেই জানেন
যে, আমি ইহুদিদের প্রতি কোনও অন্যায় করিনি। 11 তা
সত্ত্বেও, যদি আমি মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোনো অপরাধ করে
থাকি, তাহলে মৃত্যুবরণ করতে অস্বীকার করি না। কিন্তু
ইহুদিদের দ্বারা নিয়ে আসা এসব অভিযোগ যদি সত্যি না
হয়, তাহলে আমাকে তাদের হাতে তুলে দেওয়ার অধিকার
কারও নেই। আমি কৈসরের কাছে আপিল করছি।" 12
ফীষ্ট তাঁর মন্ত্রণা-পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে এই রায়
ঘোষণা করলেন, "তুমি কৈসরের কাছে আপিল করেছ,
তুমি কৈসরের কাছেই যাবে।" 13 কয়েক দিন পর রাজা
আগ্রিপ্প ও বার্নিস, ফীষ্টকে তাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার
জন্য কৈসরিয়ায় উপস্থিত হলেন। 14 সেখানে তাঁরা বেশ
কিছুদিন কাটানোর সময়, ফীষ্ট রাজার সঙ্গে পৌলের
বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, "এখানে
এক ব্যক্তি আছে, যাকে ফীলিক্স বন্দি রেখে গেছেন।
15 আমি যখন জেরুশালেমে গেলাম, প্রধান যাজকেরা
ও ইহুদিদের প্রাচীনেরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন
করে তার শাস্তি চেয়েছিল। 16 "আমি তাদের বললাম
যে, কোনো মানুষকে সমর্পণ করা রোমীয়দের প্রথা নয়,
যতক্ষণ না সে তার অভিযোগকারীদের সম্মুখীন হয় ও
তাদের উত্থাপিত অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন
করে। 17 তারা যখন এখানে আমার সঙ্গে এল, আমি
মামলাটি নিয়ে দেরি করলাম না, পরের দিনই বিচারসভা
আহ্বান করে সেই ব্যক্তিকে নিয়ে আসার আদেশ দিলাম।
18 অভিযোগকারীরা কথা বলতে উঠে দাঁড়ালে, আমি
যে রকম আশা করেছিলাম, তারা সে ধরনের কোনও
অভিযোগ উত্থাপন করল না। 19 বরং, তারা তাদের
নিজস্ব ধর্ম-সংক্রান্ত বিষয় এবং যীশু নামে এক মৃত ব্যক্তি
যাকে পৌল জীবিত বলে দাবি করে, সেই নিয়ে তার
সঙ্গে তর্কবিতর্কের প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। 20 এ ধরনের
বিষয় কীভাবে অনুসন্ধান করতে হবে, তা বুঝতে না
পেরে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব অভিযোগের
বিচারের জন্য সে জেরুশালেম যেতে ইচ্ছুক কি না। 21
পৌল যখন সম্রাটের সিদ্ধান্ত লাভের জন্য আপিল করল,
কৈসরের কাছে না পাঠানো পর্যন্ত আমি তাকে বন্দি
করে রাখারই আদেশ দিলাম।" 22 তখন আগ্রিপ্প ফীষ্টকে
বললেন, "আমি নিজে এই লোকটির কথা শুনতে চাই।"
তিনি উত্তর দিলেন, "আগামীকালই আপনি তার কথা
শুনবেন।" 23 পরদিন আগ্রিপ্প ও বার্নিস, মহাসমারোহের
সঙ্গে সেখানে এলেন ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের ও
নগরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সভাকক্ষে প্রবেশ
করলেন। ফীষ্টের আদেশে পৌলকে সেখানে নিয়ে আসা
হল। 24 ফীষ্ট বললেন, "মহারাজ আগ্রিপ্প ও আমাদের
সঙ্গে উপস্থিত সকলে, আপনারা এই ব্যক্তিকে দেখতে
পাচ্ছেন! সমস্ত ইহুদি সম্প্রদায় জেরুশালেমে ও এখানে
এই কৈসরিয়ায় আমার কাছে এর বিরুদ্ধে আবেদন করেছে,
চিৎকার করে বলেছে যে এর আর বেঁচে থাকা উচিত
নয়। 25 আমি দেখেছি, এ মৃত্যুদণ্ড পেতে পারে এমন
কোনো অপরাধ করেনি, কিন্তু যেহেতু সে সম্রাটের কাছে
তার আপিল করেছে, আমি তাকে রোমে পাঠাবার সিদ্ধান্ত
নিয়েছি। 26 কিন্তু মাননীয় সম্রাটের কাছে তার সম্পর্কে
সুনির্দিষ্টভাবে লেখার কিছু নেই। সেই কারণে, তাকে আমি
আপনাদের সকলের কাছে, বিশেষভাবে মহারাজ আগ্রিপ্প,
আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, যেন এই তদন্তের ফলে
আমি তার বিষয়ে লেখার মতো কিছু পাই। 27 কারণ আমি
মনে করি, কোনো বন্দির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া
তাকে রোমে পাঠানো যুক্তিসম্মত নয়।"

**26** তখন আগ্রিপ্প পৌলকে বললেন, "তোমার স্বপক্ষে
বক্তব্য পেশ করার জন্য তোমাকে অনুমতি দেওয়া
হচ্ছে।" তখন পৌল তাঁর হাত প্রসারিত করে তাঁর আত্মপক্ষ
সমর্থন শুরু করলেন: 2 "মহারাজ আগ্রিপ্প, ইহুদিদের সমস্ত
অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থন করার উদ্দেশ্যে,
আজ আপনার সামনে দাঁড়াতে পেরে আমি নিজেকে
সৌভাগ্যবান মনে করছি। 3 আর বিশেষ করে এজন্য যে,
আপনি ইহুদিদের সমস্ত রীতিনীতি ও মতবিরোধগুলির
সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। সেই কারণে, ধৈর্যের সঙ্গে
আমার বক্তব্য শোনার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ
করছি। 4 "শৈশবকাল থেকে, আমার জীবনের প্রথমদিকে,
আমার নিজের নগরে ও জেরুশালেমে আমি কীভাবে
জীবনযাপন করেছি ইহুদিরা তা সকলেই জানে। 5

দীর্ঘকাল যাবৎ তারা আমাকে জানে ও ইচ্ছা করলে সাক্ষ্যও দিতে পারে যে, আমাদের ধর্মের মধ্যে পরম নিষ্ঠাবান সম্প্রদায়, একজন ফরিশীরূপে আমি জীবনযাপন করতাম। 6 আর এখন, ঈশ্বর আমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন, তারই উপর আমার প্রত্যাশার জন্য, আজ আমি বিচারের সম্মুখীন হয়েছি। 7 আমাদের বারো গোষ্ঠী সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হওয়ার প্রত্যাশায় আগ্রহভরে দিনরাত ঈশ্বরের সেবা করে আসছে। মহারাজ, এই প্রত্যাশার জন্যই ইহুদিরা আমাকে অভিযুক্ত করেছে। 8 ঈশ্বর মৃতজনকে উত্থাপিত করেন, কেন একথা বিশ্বাস করা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়? 9 "আমারও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এই যে, নাসরতের যীশুর নামের প্রতিরোধে যা কিছু করা সম্ভবপর, সে সবকিছু করাই আমার কর্তব্য। 10 আর জেরুশালেমে ঠিক সেই কাজই আমি করেছিলাম। প্রধান যাজকদের দেওয়া অধিকারবলে আমি অনেক পবিত্রগণকে কারাগারে বন্দি করেছি। যখন তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, তখন আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার মত দিয়েছি। 11 অনেক সময় আমি এক সমাজভবন থেকে অন্য সমাজভবনে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য গিয়েছি, তাদের উপরে বলপ্রয়োগ করেছি, যেন তারা ঈশ্বরনিন্দা করে। তাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে আমি তাদের অত্যাচার করার জন্য পরজাতীয় নগরগুলি পর্যন্তও গিয়েছিলাম। 12 "এরকমই এক যাত্রাকালে, আমি প্রধান যাজকদের কাছ থেকে অধিকার ও অনুমতিপত্র নিয়ে দামাস্কাসে যাচ্ছিলাম। 13 মহারাজ, প্রায় দুপুরবেলায়, যখন আমি মাঝপথে ছিলাম, আকাশ থেকে এক আলো দেখলাম। তা ছিল সূর্য থেকেও উজ্জ্বল, আমার ও আমার সঙ্গীদের চারপাশে তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। 14 আমরা সবাই মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি একটি কণ্ঠস্বর শুনলাম, যা হিব্রু ভাষায় আমাকে বলছিল, 'শৌল, শৌল, তুমি কেন আমাকে নির্যাতন করছ? কাঁটার মুখে লাথি মারা তোমার পক্ষে কঠিন।' 15 "তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রভু, আপনি কে?' "'আমি যীশু, যাঁকে তুমি নির্যাতন করছ,' প্রভু উত্তর দিলেন। 16 'এখন ওঠো ও তোমার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও। আমি তোমাকে আমার সেবক নিযুক্ত করার জন্য তোমাকে দর্শন দিয়েছি। আমার বিষয়ে তুমি যা দেখেছ ও আমি তোমাকে যা দেখাব, তুমি তার সাক্ষী হবে। 17 আমি তোমার স্বজাতি ও অইহুদিদের হাত থেকে তোমাকে উদ্ধার করব। আমি তোমাকে তাদের কাছে পাঠাচ্ছি, 18 তুমি তাদের চোখ খুলে দেবে, অন্ধকার থেকে তাদের আলোয় ফিরিয়ে আনবে, শয়তানের পরাক্রম থেকে নিয়ে আসবে ঈশ্বরের কাছে, যেন তারা সব পাপের ক্ষমা লাভ করে এবং আমার উপরে বিশ্বাসের মাধ্যমে যারা পবিত্র হয়েছে, তাদের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারে।' 19 "সেই কারণে, মহারাজ আগ্রিপ্প, আমি স্বর্গীয় এই দর্শনের অবাধ্য হইনি। 20 প্রথমে দামাস্কাসবাসীদের কাছে, পরে জেরুশালেম ও সমগ্র যিহূদিয়ার অধিবাসীদের কাছে এবং অইহুদিদের কাছেও আমি প্রচার করলাম, যেন তারা মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে ও তাদের কাজ দিয়ে তাদের অনুতাপের প্রমাণ দেয়। 21 এই কারণেই ইহুদিরা আমাকে মন্দির চত্বরে পাকড়াও করে ও আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। 22 কিন্তু আজ, এই দিন পর্যন্ত, আমি ঈশ্বরের সহায়তা লাভ করে এসেছি। সেই কারণেই আজ আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছোটো-বড়ো নির্বিশেষে সব মানুষের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি। ভাববাদীরা ও মোশি যা ঘটবার কথা বলে গেছেন, তার বাইরে আমি কোনো কথাই বলছি না— 23 মশীহকে কষ্টভোগ করতে হবে এবং মৃতলোক থেকে সর্বপ্রথম উত্থাপিত বলে, তিনি তাঁর স্বজাতি ও অইহুদিদেরও কাছে আলোর বার্তা ঘোষণা করবেন।" 24 এই সময়ে ফীষ্ট পৌলের আত্মপক্ষ সমর্থনে বাধা দিয়ে বললেন, "পৌল, তোমার বুদ্ধিভ্রম হয়েছে। তোমার অত্যধিক জ্ঞান তোমাকে পাগল করে তুলেছে।" 25 পৌল উত্তর দিলেন, "মহামান্য ফীষ্ট, আমি পাগল নই। আমি যা বলছি, তা সত্য ও যুক্তিগ্রাহ্য। 26 রাজা এসব বিষয়ে পরিচিত ও তাঁর কাছে আমি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারি। আমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করি, এর কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি, কারণ তা কোণে করা হয়নি। 27 মহারাজ আগ্রিপ্প, আপনি কি ভাববাদীদের বিশ্বাস করেন? আমি জানি, আপনি করেন।" 28 আগ্রিপ্প তখন পৌলকে বললেন, "তুমি কি মনে করো যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই তুমি আমাকে খ্রীষ্টিয়ান করে তুলবে?" 29 পৌল উত্তর দিলেন, "অল্প সময়ে হোক, বা বেশি—আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, শুধুমাত্র আপনি নন, কিন্তু যারা আজ আমার কথা শুনছেন, কেবলমাত্র এই শিকলটুকু ছাড়া তারা সবাই যেন আমারই মতো হতে পারেন।" 30 রাজা উঠে দাঁড়ালেন ও তাঁর সঙ্গে প্রদেশপাল, বার্নিস ও তাদের সঙ্গে বসে থাকা সকলে উঠলেন। 31 তাঁরা সেই ঘর ত্যাগ করলেন ও পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করার সময়ে বললেন, "এই ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা কারাগারে বন্দি হওয়ার যোগ্য কিছুই করেনি।" 32 আগ্রিপ্প ফীষ্টকে বললেন, "কৈসরের কাছে আপিল না করলে এই ব্যক্তিকে মুক্তি দেওয়া যেত।"

**27** যখন স্থির হল যে আমরা জাহাজে করে ইতালি
যাত্রা করব, পৌল ও আরও কয়েকজন বন্দিকে
সম্রাট অগাস্টাসের সৈন্যদলের একজন শত-সেনাপতি
জুলিয়াসের হাতে সমর্পণ করা হল। 2 আমরা
আদ্রামুত্তিয়ামের একটি জাহাজে উঠলাম, যেটা এশিয়া
প্রদেশের উপকূলবর্তী বিভিন্ন বন্দরে যাত্রা করার জন্য
প্রস্তুত ছিল। আমরা সমুদ্রযাত্রা শুরু করলাম। থিষলনিকা
থেকে আসা আরিষ্টার্খ নামে একজন ম্যাসিডোনিয়াবাসী
আমাদের সঙ্গে ছিলেন। 3 পরের দিন, আমরা সীদোনে
পৌঁছালাম। জুলিয়াস পৌলের প্রতি দয়া দেখিয়ে বন্ধুদের
কাছে তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন, যেন তারা তাঁর
সব প্রয়োজনীয় উপকরণ জোগাতে পারে। 4 সেখান
থেকে আমরা আবার সমুদ্রযাত্রা শুরু করলাম এবং বাতাস
যেহেতু আমাদের প্রতিকূলে বইছিল, আমরা সাইপ্রাস
দ্বীপের আড়ালে আড়ালে যেতে লাগলাম। 5 যখন আমরা
কিলিকিয়া ও পাম্ফুলিয়া উপকূলের সম্মুখবর্তী সমুদ্র
অতিক্রম করলাম, আমরা লুসিয়া প্রদেশের ম্যুরা নামক
স্থানে পৌঁছালাম। 6 সেখানে একটি আলেকজান্দ্রীয়
জাহাজকে ইতালির উদ্দেশে যাত্রা করতে দেখে শত-
সেনাপতি আমাদের সেই জাহাজে তুলে দিলেন। 7 বহুদিন
যাবৎ ধীর গতিতে চলার পর আমরা কষ্টের সঙ্গে ক্লীদের
কাছে এসে পৌঁছালাম। বাতাস যখন আমাদের নির্ধারিত
পথে যাত্রা করতে দিল না, আমরা সলমোনির বিপরীত
দিকে ক্রীট দ্বীপের আড়ালে আড়ালে পাড়ি দিলাম। 8
কষ্ট করে উপকূল বরাবর যেতে যেতে, আমরা লাসেয়া
নগরের কাছে সুন্দর পোতাশ্রয় নামে একটি স্থানে এসে
পৌঁছালাম। 9 এভাবে অনেক সময় নষ্ট হয়েছিল। উপবাস-
পর্ব শেষ হওয়ার পরে সমুদ্রযাত্রা বিপদসংকুল হয়ে
উঠেছিল। তাই পৌল তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন,
10 "মহাশয়েরা, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের সমুদ্রযাত্রা
দুর্দশাজনক হবে, জাহাজ ও মালপত্রের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি
হবে, আবার আমাদেরও প্রাণসংশয় হতে পারে।" 11 কিন্তু
শত-সেনাপতি, পৌলের কথায় কান না দিয়ে, নাবিকের ও
জাহাজের মালিকের পরামর্শ মেনে চললেন। 12 যেহেতু
বন্দরটি শীতকাল কাটানোর জন্য উপযুক্ত ছিল না তাই
অধিকাংশ লোকই সমুদ্রযাত্রায় এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত
নিল। তারা আশা করছিল যে ফিনিক্সে পৌঁছে সেখানে
শীতকাল কাটাবে। সেটা ছিল ক্রীটের একটি বন্দর, যার
দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দুই দিকই ছিল খোলা।
13 যখন দক্ষিণ দিক থেকে হালকা এক বাতাস বইতে
লাগল, তারা ভাবল যে তারা যা চেয়েছিল তাই হয়েছে।
ফলে তারা নোঙর তুলে ক্রীটের উপকূল বরাবর যাত্রা
করল। 14 কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উরাকুলো নামে
প্রচণ্ড এক ঘূর্ণিঝড় দ্বীপের দিক থেকে আছড়ে পড়ল। 15
জাহাজটি ঝড়ের মুখে পড়ল এবং বাতাসের মধ্য দিয়ে
যেতে পারল না। তাই আমরা তা ভেসে যেতে দিলাম। 16
যখন আমরা কৌদা নামের ছোটো একটি দ্বীপের আড়াল
দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমরা অনেক কষ্টে জাহাজের জীবন-
রক্ষাকারী নৌকাটি নিজেদের আয়ত্তে আনতে পারলাম। 17
মাঝিমাল্লারা যখন সেটাকে পাটাতনের উপরে তুলল, তারা
নিচ থেকে দড়ি দিয়ে সেটাকে জাহাজের সঙ্গে বাঁধল।
সূর্তির বালির চড়ায় আটকে পড়ার ভয়ে তারা সমুদ্রে
নোঙর নামিয়ে দিল এবং জাহাজটিকে ভেসে যেতে দিল।
18 আমরা ঝড়ের এমন প্রচণ্ড দাপটের মুখে পড়লাম যে
পরের দিন তারা জাহাজের মালপত্র ফেলে দিতে লাগল।
19 তৃতীয় দিনে তারা নিজের হাতে জাহাজের সাজসরঞ্জাম
জলে ফেলে দিল। 20 যখন অনেকদিন পর্যন্ত সূর্য বা
আকাশের তারা দেখা গেল না এবং ঝড়ের তাণ্ডব অব্যাহত
রইল, আমরা বেঁচে থাকার সব আশা ছেড়ে দিলাম। 21
লোকেরা অনেকদিন অনাহারে থাকার পর, পৌল তাদের
সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "মহাশয়েরা, আমার পরামর্শ
গ্রহণ করে ক্রীট থেকে আপনাদের যাত্রা না করাই উচিত
ছিল; তাহলে আপনাদের এই ক্ষয়ক্ষতি হত না। 22
কিন্তু এখন আমি আপনাদের অনুনয় করছি, আপনারা
সাহস রাখুন, কারণ আপনাদের কারও প্রাণহানি হবে না,
কেবলমাত্র জাহাজটি ধ্বংস হবে। 23 আমি যে ঈশ্বরের
দাস ও আমি যাঁর উপাসনা করি, তাঁর এক দূত গত রাত্রে
আমার পাশে দাঁড়িয়ে 24 বললেন, 'পৌল, তুমি ভয় পেয়ো
না। তোমাকে কৈসরের সামনে বিচারের জন্য উপস্থিত
হতেই হবে। আর ঈশ্বর দয়া করে যারা তোমার সঙ্গে
সমুদ্রযাত্রা করছে, তাদের সকলের জীবন তোমায় দান
করেছেন।' 25 সেই কারণে মহাশয়েরা সাহস রাখুন, কারণ
ঈশ্বরের উপরে আমার বিশ্বাস আছে যে, তিনি আমার
কাছে যেমন ব্যক্ত করেছেন, তেমনই ঘটবে। 26 তবুও,
আমাদের কোনো দ্বীপে গিয়ে উঠতেই হবে।" 27 চোদ্দো
দিন পরে রাত্রিবেলায়, আমরা তখনও আদ্রিয়া সমুদ্রের
উপর দিয়ে ভেসে চলেছি, এমন সময়ে, প্রায় মাঝরাতে,
নাবিকরা অনুমান করল যে তারা কোনও ডাঙার কাছাকাছি
এসে পড়েছে। 28 তারা মেপে দেখল যে, জলের গভীরতা
একশো কুড়ি ফুট। অল্প কিছুক্ষণ পরে তারা আবার মেপে
দেখল, জলের গভীরতা নব্বই ফুট। 29 পাথরের গায়ে
আছড়ে পরার ভয়ে তারা জাহাজের পিছন দিক থেকে

চারটি নোঙর ফেলে দিয়ে দিনের আলোর জন্য প্রার্থনা করতে লাগল। 30 আর জাহাজ থেকে পালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে নাবিকেরা জাহাজের সামনের দিকে কয়েকটি নোঙর নামিয়ে দেওয়ার ছল করল ও সমুদ্রে জীবন-রক্ষাকারী নৌকাটিকে নামিয়ে দিল। 31 পৌল তখন শত-সেনাপতি ও সৈন্যদের বললেন, "এই লোকেরা জাহাজে না থাকলে আপনারা কিছুতেই রক্ষা পাবেন না।" 32 তখন সৈন্যরা নৌকার দড়ি কেটে দিয়ে সেটাকে জলে পড়ে যেতে দিল। 33 ভোরের ঠিক আগে, পৌল তাদের সবাইকে কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্য অনুনয় করলেন। তিনি বললেন, "গত চোদ্দো দিন যাবৎ আপনারা ক্রমাগত উদ্বেগের মধ্যে আছেন এবং অনাহারে কাটিয়েছেন, আপনারা কিছুই আহার করেননি। 34 এখন কিছু খাওয়ার জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ করছি। বেঁচে থাকার জন্য আপনাদের খাবার প্রয়োজন আছে। আপনাদের একজনের মাথার একটি চুলও নষ্ট হবে না।" 35 একথা বলার পর, তিনি কিছু রুটি নিয়ে তাদের সকলের সামনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর তা ভেঙে তিনি খেতে লাগলেন। 36 এতে তারা সকলেই উৎসাহিত হয়ে কিছু কিছু খাবার গ্রহণ করল। 37 জাহাজে আমরা সর্বমোট দুশো ছিয়াত্তর জন ছিলাম। 38 তারা যখন নিজেদের ইচ্ছামতো পর্যাপ্ত খাবার গ্রহণ করল, তারা খাদ্যশস্য সমুদ্রে ফেলে দিয়ে জাহাজের ভার হালকা করল। 39 দিনের আলো ফুটে উঠলে তারা জায়গাটা চিনতে পারল না। কিন্তু তারা একটি উপসাগর দেখতে পেল, যার তীর বালিতে ভর্তি ছিল। তারা স্থির করল, সম্ভব হলে তারা জাহাজটিকে চড়ায় আটকে দেবে। 40 নোঙরগুলি কেটে দিয়ে তারা সেগুলি সমুদ্রে ফেলে দিল। সেই সঙ্গে তারা হালের সঙ্গে বাঁধা দড়িগুলিও খুলে দিল। এরপর তারা বাতাসের অনুকূলে পাল তুলে দিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে চলল। 41 কিন্তু জাহাজ একটি বালির চড়ায় ধাক্কা মারল এবং আটকে গেল। জাহাজের সামনের দিকটি জোরে ধাক্কা মারল ও তা অচল হয়ে গেল। কিন্তু পিছনের দিকটি ঢেউয়ের প্রবল আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। 42 বন্দিরা কেউ যেন সাঁতার কেটে পালিয়ে যেতে না পারে, সেজন্য সৈন্যরা তাদের হত্যা করার পরামর্শ করল। 43 কিন্তু শত-সেনাপতি পৌলের প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছায় তাদের সেই পরিকল্পনা কার্যকর হতে দিলেন না। তিনি আদেশ দিলেন, যারা সাঁতার জানে, প্রথমে তারাই যেন জলে ঝাঁপ দিয়ে তীরে ওঠে। 44 অবশিষ্ট সকলে যেন তক্তা বা জাহাজের ভাঙা অংশ নিয়ে সেখানে পৌঁছায়। এভাবে প্রত্যেকেই নিরাপদে তীরে পৌঁছে গেল।

**28** এভাবে নিরাপদে তীরে পৌঁছানোর পর, আমরা জানতে পারলাম যে সেই দ্বীপের নাম মাল্টা। 2 সেই দ্বীপের অধিবাসীরা আমাদের প্রতি অসাধারণ সহানুভূতি দেখাল। সেই সময় বৃষ্টি পড়ছিল এমনকি শীতও পড়েছিল, তাই তারা আগুন জ্বেলে আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানাল। 3 পৌল এক বোঝা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে ওই আগুনে দেওয়ামাত্র, আগুনের তাপে একটি বিষধর সাপ বেরিয়ে এসে তাঁর হাত শক্ত করে জড়িয়ে ধরল। 4 দ্বীপের অধিবাসীরা যখন দেখল যে সাপটি তাঁর হাতে ঝুলছে, তারা পরস্পরকে বলতে লাগল, "এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই একজন খুনি। কারণ সমুদ্রের কবল থেকে এ রক্ষা পেলেও দেবতার বিচারে ও প্রাণে বাঁচবে না।" 5 কিন্তু পৌল সাপটিকে আগুনে ঝেড়ে ফেলে দিলেন, আর তাঁর কোনো ক্ষতি হল না। 6 লোকেরা ভাবছিল, তিনি ফুলে উঠবেন বা হঠাৎই মারা গিয়ে মাটিতে পড়ে যাবেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করেও কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা তাঁর প্রতি ঘটতে না দেখে, তারা তাদের মত বদল করে বলল যে, তিনি একজন দেবতা। 7 কাছেই ছিল সেই দ্বীপের প্রধান কর্মকর্তা পুব্লিয়ের জমিজায়গা। তিনি আমাদের তাঁর বাড়িতে স্বাগত জানালেন এবং তিন দিন যাবৎ আমাদের অতিথি আপ্যায়ন করলেন। 8 তাঁর বাবা জ্বর ও আমাশয়রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। পৌল তাঁকে দেখতে ভিতরে গেলেন এবং প্রার্থনা করার পর তাঁর উপরে হাত রেখে তাঁকে সুস্থ করলেন। 9 এ ঘটনা ঘটার পর, সেই দ্বীপের অন্যান্য রোগীরাও এসে সুস্থতা লাভ করল। 10 তারা বিভিন্ন উপায়ে আমাদের সমাদর করল এবং যখন আমরা সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম, আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু তারা সরবরাহ করল। 11 তিন মাস পরে আমরা একটি জাহাজে করে যাত্রা শুরু করলাম। সেই জাহাজ ওই দ্বীপেই শীতকাল কাটাচ্ছিল। সেটা ছিল একটি আলেকজান্দ্রীয় জাহাজ, যার সামনে খোদাই করা ছিল ক্যাস্টর ও পোল্লাক্স, দুই যমজ দেবতার মূর্তি। 12 আমরা সুরাকুষে জাহাজ লাগিয়ে সেখানে তিন দিন থাকলাম। 13 সেখান থেকে আমরা সমুদ্রযাত্রা করে রিগিয়ামে পৌঁছালাম। পরের দিন দক্ষিণ দিক থেকে বাতাস বইতে লাগল এবং তার পরের দিন আমরা পুতিয়লিতে পৌঁছালাম। 14 সেখানে আমরা কয়েকজন বিশ্বাসীর সন্ধান পেলাম, তাঁরা তাঁদের সঙ্গে এক সপ্তাহ কাটানোর জন্য আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। এভাবে আমরা রোমে পৌঁছালাম। 15 সেখানকার ভাইবোনরা আমাদের আসার খবর শুনতে পেয়েছিলেন, তাই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

করার জন্য তাঁরা সুদূর আপ্পিয়ের হাট ও ত্রি-পান্থনিবাস পর্যন্ত এলেন। তাঁদের দেখে পৌল ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন ও উৎসাহিত হলেন। 16 যখন আমরা রোমে পৌঁছালাম, পৌলকে স্বতন্ত্রভাবে বাস করার অনুমতি দেওয়া হল যদিও একজন সৈন্য তাঁকে পাহারা দিত। 17 তিন দিন পরে তিনি ইহুদিদের নেতৃবৃন্দকে একত্র হওয়ার জন্য আহ্বান করলেন। তাঁরা সমবেত হলে পৌল তাঁদের বললেন, "হে আমার ভাইয়েরা, যদিও স্বজাতির বিরুদ্ধে বা আমাদের পিতৃপুরুষদের রীতিনীতির বিরুদ্ধে আমি কিছুই করিনি, তবুও আমাকে জেরুশালেমে গ্রেপ্তার করে রোমীয়দের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। 18 তারা আমাকে জেরা করার পর মুক্তি দিতে চেয়েছিল, কারণ মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য কোনো অপরাধই আমি করিনি। 19 কিন্তু ইহুদিরা যখন আপত্তি করল, আমি কৈসরের কাছে অনুরোধ জানাতে বাধ্য হলাম। এমন নয় যে স্বজাতির লোকদের দোষারোপ করার মতো আমার কোনও অভিযোগ ছিল। 20 এই কারণে, আমি আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও কথা বলতে চেয়েছি। ইস্রায়েলের প্রত্যাশার জন্যই আমি এই শিকলে বন্দি হয়েছি।" 21 তাঁরা উত্তর দিলেন, "আমরা আপনার সম্পর্কে যিহূদিয়া থেকে কোনও পত্র পাইনি। সেখান থেকে আসা কোনও ব্যক্তি আপনার বিষয়ে কোনো খারাপ সংবাদ দেয়নি বা কোনো খারাপ কথা বলেনি। 22 কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী প্রকার তা আমরা শুনতে চাই, কারণ আমরা জানি, সর্বত্র লোকেরা এই দলের বিরুদ্ধে কথা বলে।" 23 পৌলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তাঁরা একটি দিন স্থির করলেন। পৌল যেখানে বসবাস করছিলেন, তাঁরা আরও বেশি সংখ্যায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি তাঁদের কাছে ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও প্রচার করলেন। তিনি মোশির বিধান ও ভাববাদীদের গ্রন্থ থেকে যীশুর বিষয়ে তাঁদের মনে বিশ্বাস জাগানোর চেষ্টা করলেন। 24 তিনি যা বললেন, তা শুনে কেউ কেউ বিশ্বাস করলেন, কিন্তু অন্যরা বিশ্বাস করলেন না। 25 তাঁদের নিজেদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় তাঁরা সেই স্থান ত্যাগ করতে লাগলেন, যখন পৌল তাঁর সর্বশেষ মন্তব্য করলেন, "পবিত্র আত্মা আপনাদের পিতৃপুরুষদের কাছে সত্য ঘোষণা করেছিলেন, যখন তিনি ভাববাদী যিশাইয়র মাধ্যমে বলেছিলেন, 26 "'তুমি এই জাতির কাছে যাও ও বলো, "তোমরা সবসময়ই শুনতে থাকবে, কিন্তু কখনও বুঝতে পারবে না; তোমরা সবসময়ই দেখতে থাকবে, কিন্তু কখনও উপলব্ধি করবে না।" 27 কারণ এই লোকেদের হৃদয় অনুভূতিহীন হয়েছে, তারা কদাচিৎ তাদের কান দিয়ে শোনে, তারা তাদের চোখ মুদ্রিত করেছে। অন্যথায়, তারা হয়তো তাদের চোখ দিয়ে দেখবে, তাদের কান দিয়ে শুনবে, তাদের মন দিয়ে বুঝবে, ও ফিরে আসবে যেন আমি তাদের আরোগ্য দান করি।' 28 "সেই কারণে, আমি আপনাদের বলতে চাই যে, ঈশ্বরের পরিত্রাণ অইহুদিদের কাছে পাঠানো হয়েছে, আর তারা তা শুনবে।" 29 তিনি একথা বলার পর, ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক করতে করতে সেই স্থান ত্যাগ করল। 30 সম্পূর্ণ দু-বছর পৌল সেখানে তাঁর নিজস্ব ভাড়াবাড়িতে রইলেন। যারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসত, তাদের সকলকে তিনি স্বাগত জানাতেন। 31 সাহসের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে প্রচার করতেন এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কেউ তাঁকে বাধা দিত না।

# রোমীয়

**1** পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন ক্রীতদাস, প্রেরিতশিষ্যরূপে
আহূত ও ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য নিযুক্ত—
**2** পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর ভাববাদীদের দ্বারা পূর্ব থেকেই
তিনি যে সুসমাচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, **3** তা তাঁর
পুত্র-বিষয়ক, যিনি তাঁর মানব প্রকৃতির দিক থেকে ছিলেন
দাউদের একজন বংশধর। **4** কিন্তু যিনি পবিত্রতার আত্মার
মাধ্যমে মৃতলোক থেকে পুনরুত্থানের দ্বারা সপরাক্রমে
ঈশ্বরের পুত্ররূপে ঘোষিত হয়েছেন: তিনি যীশু খ্রীষ্ট,
আমাদের প্রভু। **5** তাঁর মাধ্যমে ও তাঁর নামের গুণে,
আমরা অনুগ্রহ পেয়েছি ও প্রেরিতশিষ্য হওয়ার আহ্বান
পেয়েছি, যেন বিশ্বাস থেকে যে বাধ্যতা আসে তার প্রতি
সব অইহুদি জাতির মধ্য থেকে লোকদের আহ্বান করি।
**6** আবার তোমরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত, যারা যীশু খ্রীষ্টের
আপনজন হওয়ার জন্য আহূত হয়েছ। **7** রোমে, ঈশ্বর
যাদের ভালোবেসেছেন ও যারা পবিত্রগণ হওয়ার জন্য
আহূত, তাদের সবার প্রতি: আমাদের পিতা ঈশ্বরের ও
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের
প্রতি বর্তুক। **8** সর্বপ্রথম, আমি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে,
তোমাদের সকলের জন্য আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই,
কারণ তোমাদের বিশ্বাসের কথা জগতের সর্বত্র শোনা
যাচ্ছে। **9** যে ঈশ্বরকে তাঁর পুত্রের সুসমাচারের জন্য আমি
সমস্ত অন্তর দিয়ে সেবা করি, তিনিই আমার সাক্ষী যে
আমি কীভাবে আমার প্রার্থনায় প্রতিনিয়ত তোমাদের স্মরণ
করি; **10** আবার, আমি প্রার্থনা করি যে ঈশ্বরের ইচ্ছায়
তোমাদের কাছে আমার আসার পথ যেন উন্মুক্ত হয়। **11**
আমি তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে
আছি, যেন আমি তোমাদের কাছে কোনো আত্মিক বরদান
প্রদান করে তোমাদের শক্তিশালী করে তুলতে পারি— **12**
অর্থাৎ, তোমাদের ও আমার বিশ্বাসের দ্বারা যেন আমরা
পারস্পরিক অনুপ্রাণিত হতে পারি। **13** ভাইবোনেরা,
আমি চাই না তোমাদের কাছে একথা অজানা থাকুক যে,
তোমাদের কাছে আসার জন্য আমি বহুবার পরিকল্পনা
করেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছু না কিছু আমার যাওয়ার
পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য অইহুদি জাতির মধ্যে
আমি যেমন ফল লাভ করেছি, তেমন তোমাদের মধ্যেও
যেন ফল লাভ করতে পারি। **14** গ্রিক ও যারা গ্রিক নয়,
জ্ঞানী অথবা মূর্খ, উভয়েরই কাছে আমি ঋণী। **15** এই
কারণেই তোমরা যারা রোম নগরে বাস করছ, তোমাদের
কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য আমি এত উৎসুক।
**16** আমি সুসমাচারের জন্য লজ্জাবোধ করি না, কারণ
যারা বিশ্বাস করে, তাদের সকলের পরিত্রাণ লাভের জন্য
এ হল ঈশ্বরের পরাক্রম: প্রথমত, ইহুদিদের জন্য, পরে
অইহুদিদের জন্যও। **17** কারণ সুসমাচারে ঈশ্বর থেকে
এক ধার্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত
বিশ্বাসের দ্বারা এক ধার্মিকতা, যেমন লেখা আছে, "ধার্মিক
ব্যক্তি বিশ্বাসের দ্বারাই জীবিত থাকবে।" **18** যেসব মানুষ
তাদের দুষ্টতার দ্বারা সত্যকে চেপে রাখছে, তাদের সমস্ত
ভক্তিহীনতা ও দুষ্টতার বিরুদ্ধে স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের ক্রোধ
প্রকাশিত হচ্ছে। **19** কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে যা জানা যেতে
পারে, তা তাদের কাছে সুস্পষ্ট, কারণ ঈশ্বর তা তাদের
কাছে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। **20** এর কারণ হল, জগৎ সৃষ্টি
হওয়ার সময় থেকে, ঈশ্বরের অদৃশ্য গুণাবলি—তাঁর অনন্ত
পরাক্রম ও ঐশী-চরিত্র—স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়েছে।
সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্য দিয়ে তা বোঝা যায়, যেন কোনো
মানুষ অজুহাত দিতে না পারে। **(aïdios g126)** **21** কারণ তারা
ঈশ্বরকে জানলেও, ঈশ্বর বলে তাঁর মহিমাকীর্তন করেনি,
তাঁকে ধন্যবাদও দেয়নি, কিন্তু তাদের ভাবনাচিন্তা অসার
হয়ে পড়েছে এবং তাদের মূর্খ হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েছে।
**22** যদিও তারা নিজেদের বিজ্ঞ বলে দাবি করে, কিন্তু তারা
মূর্খে পরিণত হয়েছে। **23** তারা নশ্বর মানুষ, পশুপাখি ও
সরীসৃপের মতো দেখতে প্রতিমূর্তির সঙ্গে অক্ষয় ঈশ্বরের
মহিমার পরিবর্তন করেছে। **24** সেই কারণে ঈশ্বর, অশুদ্ধ
যৌনাচারের প্রতি তাদের হৃদয়কে পাপপূর্ণ অভিলাষে
সমর্পণ করলেন, যেন পরস্পরের দ্বারা তাদের শরীরের
মর্যাদাহানি হয়। **25** তারা ঈশ্বরের সত্যের পরিবর্তে এক
মিথ্যাকে বেছে নিল। তারা স্রষ্টার উপাসনা না করে সৃষ্ট
বস্তুর উপাসনা ও সেবা করেছে—সেই স্রষ্টাই চিরতরে
প্রশংসিত হোন। আমেন। **(aiōn g165)** **26** এই কারণে,
ঈশ্বর তাদের ঘৃণ্য কামনাবাসনার সমর্পণ করেছেন।
এমনকি, তাদের নারীরাও স্বাভাবিক শারীরিক সম্পর্ক ত্যাগ
করে অস্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। **27** একইভাবে,
পুরুষেরাও নারীদের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ত্যাগ করে
পরস্পরের প্রতি সমকামী হওয়ার আগুনে জ্বলে উঠেছে।
পুরুষেরা অন্য পুরুষদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেছে
এবং তাদের বিকৃত আচরণের জন্য তারা যোগ্য শাস্তি
লাভ করেছে। **28** শুধু তাই নয়, তারা যেহেতু ঐশ্বরিক
জ্ঞানকে মান্য করার প্রয়োজন বোধ করেনি, তিনি তাদের
ভ্রষ্ট মানসিকতার কবলে সমর্পণ করেছেন, যেন তারা
অনৈতিক কাজ করে। **29** তারা সব ধরনের দুষ্টতা, মন্দতা,
লোভ ও বিকৃতরুচিতে পূর্ণ হয়েছে। তারা ঈর্ষা, নরহত্যা,

বিবাদ, প্রতারণা ও বিদ্বেষের মানসিকতায় পরিপূর্ণ। 30 তারা গুজব রটনাকারী, পরনিন্দুক, ঈশ্বরঘৃণাকারী, অশিষ্ট, উদ্ধত ও দাম্ভিক; তারা দুষ্কর্মের নতুন পন্থা খুঁজে বের করে, তারা তাদের বাবা-মার অবাধ্য হয়; 31 তারা নির্বোধ, বিশ্বাসহীন, হৃদয়হীন ও নির্মম। 32 যদিও তারা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার জানে যে, যারা এসব কাজ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য, তবুও তারা কেবলমাত্র যে সেরকম আচরণ করে শুধু তাই নয়, কিন্তু যারা সেই ধরনের আচরণ অভ্যাস করে, তাদেরও অনুমোদন করে।

**2** তোমাদের মনে হতে পারে যে তোমরা তাদের বিচার করতে পারো কিন্তু তোমাদের অজুহাত দেওয়ার মতো কিছু নেই, কারণ যে বিষয়ে তুমি অন্যদের বিচার করো সেই বিষয়ে তুমি নিজেকেই অপরাধী করে তুলছ, কারণ তোমরা যারা বিচার করো, তোমরাও একই কাজ করে থাকো। 2 এখন, আমরা জানি যে, যারা এই ধরনের আচরণে লিপ্ত থাকে, তাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের বিচার সত্যের উপরে ভিত্তি করে হয়। 3 তাহলে, তোমরা যখন নিছক মানুষ হয়ে তাদের উপরে শাস্তি ঘোষণা করো অথচ নিজেরাও একই কাজ করো, তখন কি মনে হয় যে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এড়াতে পারবে? 4 অথবা তোমরা কি তাঁর দয়া, সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের ঐশ্বর্যের প্রতি অবজ্ঞা করছ, একথা না বুঝে যে ঈশ্বরের করুণা তোমাদের অনুতাপের পথে নিয়ে যায়? 5 কিন্তু তোমাদের একগুঁয়ে ও অনুতাপহীন হৃদয়ের কারণে, তোমরা নিজেদেরই উপরে ঈশ্বরের সেই ক্রোধ প্রকাশ করার দিনের জন্য ঈশ্বরের ক্রোধ জমা করছ, যেদিন তাঁর ধর্মময় ন্যায়বিচার প্রকাশিত হবে। 6 ঈশ্বর "প্রত্যেক মানুষকে তার কাজ অনুযায়ী পুরস্কার দেবেন।" 7 যারা নিরবচ্ছিন্ন সৎকর্মের দ্বারা মহিমা, সমাদর ও অক্ষয়তা অনুসরণ করে তিনি তাদের অনন্ত জীবন দেবেন। (aiōnios g166) 8 কিন্তু যারা স্বার্থচেষ্টা করে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে এবং মন্দের অনুসারী হয়, তাদের উপরে ক্রোধ ও রোষ নেমে আসবে। 9 যারা দুষ্কর্ম করে তাদের প্রত্যেকের উপরে কষ্ট-সংকট ও দুঃখযন্ত্রণা হবে: প্রথমে ইহুদিদের, পরে অইহুদিদের; 10 কিন্তু যারাই সৎকর্ম করে, তাদের প্রত্যেকজন লাভ করবে গৌরব, সম্মান ও শান্তি: প্রথমে ইহুদিরা, পরে অইহুদিরাও। 11 কারণ ঈশ্বরের কাছে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই। 12 বিধান ছাড়া যতজন পাপ করে, বিধান ছাড়াই তারা ধ্বংস হবে। আবার বিধানের অধীনে থেকে যারা পাপ করে, তাদের বিচার বিধান অনুসারেই হবে। 13 কারণ, যারা বিধান শুধু শোনে, তারা যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক বলে গণ্য হয়, তা নয়, কিন্তু যারা বিধান পালন করে, তারাই ধার্মিক বলে ঘোষিত হবে। 14 বাস্তবিক ক্ষেত্রে অইহুদিদের কাছে বিধান না থাকলেও, তারা যখন স্বাভাবিকভাবে বিধানসম্মত আচরণ করে, তখন তাদের কাছে বিধান না থাকলেও তারা নিজেরাই নিজেদের বিধান হয়ে ওঠে, 15 তারা দেখায় যে, ঈশ্বরের বিধান তাদের হৃদয়ে লেখা আছে, কারণ তাদের বিবেকও সেই সাক্ষ্য বহন করে এবং তাদের চিন্তাভাবনা কখনও কখনও তাদের অভিযুক্ত করে আবার কখনও কখনও তাদের পক্ষসমর্থন করে। 16 আর আমি সুসমাচারের এই বার্তা প্রচার করি—সেইদিন আসছে যেদিন ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, মানুষের সব গুপ্ত বিষয় বিচার করবেন। 17 এখন তুমি, যদি নিজেকে ইহুদি বলে অভিহিত করে থাকো; তুমি যদি বিধানের উপরে আস্থা রেখে থাকো এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের কারণে দম্ভপ্রকাশ করো; 18 যদি তুমি তাঁর ইচ্ছা জেনে থাকো এবং যেহেতু বিধানের দ্বারা নির্দেশিত হয়েছ, তাই যা কিছু উৎকৃষ্ট, সেগুলির অনুমোদন করে থাকো; 19 যদি তুমি নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করেছ যে, তুমিই অন্ধের একজন পথপ্রদর্শক, যারা অন্ধকারে আছে, তাদের পক্ষে এক জ্যোতিস্বরূপ, 20 মূর্খদের জ্ঞানদাতা, শিশুদের শিক্ষাদাতা, কারণ বিধানের মাধ্যমে জ্ঞান ও সত্যের পূর্ণরূপ তুমি দেখেছ— 21 তুমি অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাকো তবে কেন নিজেকে শিক্ষা দিচ্ছ না? তুমি চুরি না করার শিক্ষা দাও, কিন্তু তুমি কি চুরি করো? 22 তুমি বলে থাকো, লোকেরা যেন ব্যভিচার না করে, অথচ তুমি নিজে কি ব্যভিচার করছ? তুমি যে প্রতিমাদের ঘৃণা করো, তুমি কি মন্দির লুট করছ? 23 তুমি বিধানের জন্য গর্ব করে থাকো, অথচ নিজে কি বিধান ভেঙে ঈশ্বরের অবমাননা করছ? 24 যেমন লেখা আছে, "তোমাদেরই কারণে অইহুদিদের মধ্যে ঈশ্বরের নাম নিন্দিত হচ্ছে।" 25 তুমি যদি বিধান পালন করো, তাহলে সুন্নত হয়ে লাভ আছে। কিন্তু তুমি যদি বিধান মান্য না করো, তাহলে তুমি এমন মানুষ হয়েছ, যেন তোমার সুন্নতই হয়নি। 26 যাদের সুন্নত হয়নি, তারা যদি বিধানের নির্দেশ পালন করে, তাহলে তারা কি সুন্নতপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে না? 27 যে ব্যক্তি শারীরিকরূপে সুন্নতপ্রাপ্ত নয় অথচ বিধান পালন করে, সে তোমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করবে, কারণ তোমার কাছে লিখিত বিধি থাকা ও সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও তুমি বিধান অমান্য করেছ। 28 কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকরূপে ইহুদি হলে সে ইহুদি নয়, আবার সুন্নতও নিছক বাহ্যিক ও শরীরে কৃত কোনও কাজ নয়। 29 না,

অন্তরে যে ইহুদি হয় সেই প্রকৃত ইহুদি; আবার প্রকৃত সুন্নত হল হৃদয়ের সুন্নত, তা আত্মার দ্বারা হয়, লিখিত বিধির দ্বারা নয়। এ ধরনের মানুষের প্রশংসা মানুষের কাছ থেকে নয়, কিন্তু ঈশ্বর থেকে হয়।

**3** তাহলে, একজন ইহুদি হওয়ার সুবিধা কী বা সুন্নত
হলেই বা কী লাভ? **2** সবদিক দিয়েই তা প্রচুর! ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য সর্বপ্রথম, তাদের কাছেই অর্পণ করা হয়েছিল। **3** কেউ কেউ যদি অবিশ্বাসী হয়, তো কী হয়েছে? তাদের অবিশ্বাস কি ঈশ্বরের বিশ্বস্ততাকে নাকচ করে দেবে? **4** আদৌ তা নয়! ঈশ্বরই সত্যময় থাকুন, প্রত্যেক মানুষ হোক মিথ্যাবাদী। যেমন লেখা আছে: "যেন, তুমি যখন কথা বলো, তুমি যেন সত্যময় প্রতিপন্ন হও ও বিচারকালে তুমি বিজয়ী হও।" **5** কিন্তু যদি আমাদের অধার্মিকতা ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে আরও স্পষ্ট করে প্রকাশ করে, তাহলে আমরা কী বলব? ঈশ্বর আমাদের উপরে তাঁর ক্রোধ নিয়ে এসে অন্যায় করেছেন? (আমি মানবিক যুক্তি প্রয়োগ করছি।) **6** নিশ্চিতরূপে তা নয়! যদি তাই হত, ঈশ্বর কীভাবে জগতের বিচার করতেন? **7** কেউ হয়তো তর্ক করতে পারে, "আমার মিথ্যাচার যদি ঈশ্বরের সত্যতা বৃদ্ধি করে ও এভাবে তাঁর মহিমা বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমি এখনও কেন পাপী বলে অভিযুক্ত হচ্ছি?" **8** কেউ কেউ এভাবে আমাদের বাক্য বিকৃত করে বলে যে আমরা নাকি বলি, "এসো, আমরা অপকর্ম করি, যেন পরিণামে মঙ্গল হয়?" তাদের শাস্তি যথাযোগ্য। **9** তাহলে আমাদের শেষ কথা কী হবে? আমরা কি কোনোভাবে অন্যদের চেয়ে ভালো? অবশ্যই নয়! আমরা ইতিপূর্বে অভিযোগ করেছি যে, ইহুদি, অইহুদি নির্বিশেষে সকলেই পাপের অধীন। **10** যেমন লেখা আছে: "ধার্মিক কেউই নেই, একজনও নেই; **11** বোঝে, এমন কেউই নেই, কেউই ঈশ্বরের অন্বেষণ করে না। **12** সকলেই বিপথগামী হয়েছে, তারা একসঙ্গে অকর্মণ্য হয়ে পড়েছে, সৎকর্ম করে এমন কেউই নেই, একজনও নেই।" **13** "তাদের কণ্ঠ উন্মুক্ত কবরস্বরূপ; তাদের জিভ প্রতারণার অনুশীলন করে।" "কালসাপের বিষ তাদের মুখে।" **14** "তাদের মুখ অভিশাপে ও তিক্ততায় পূর্ণ।" **15** "তাদের চরণ রক্তপাতের জন্য দ্রুত দৌড়ায়; **16** বিনাশ ও দুর্গতি তাদের সব পথ চিহ্নিত করে, **17** আর তারা শান্তির পথ জানে না," **18** "তাদের চোখে ঈশ্বরভয় নেই।" **19** এখন আমরা জানি যে, বিধান যা কিছু বলে, যারা বিধানের অধীনে আছে আসলে তাদেরই বলে, যেন প্রত্যেকের মুখ বন্ধ হয় ও সমস্ত জগৎ ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হয়। **20** সুতরাং, বিধান পালন করে কোনো ব্যক্তিই তাঁর দৃষ্টিতে ধার্মিক ঘোষিত হবে না, বরং, বিধানের মাধ্যমে আমরা পাপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। **21** কিন্তু এখন, বিধান ছাড়াই ঈশ্বর থেকে এক ধার্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে, যে বিষয়ে সেই বিধান ও ভাববাদীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন। **22** এই ধার্মিকতা, যারা বিশ্বাস করে, তাদের প্রতি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এখানে কোনও পার্থক্য-বিভেদ নেই, **23** কারণ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হয়েছে। **24** তারা বিনামূল্যে, তাঁরই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্ত মুক্তির দ্বারা নির্দোষ গণ্য হয়। **25** তাঁর রক্তে বিশ্বাসের মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁকেই প্রায়শ্চিত্ত-বলিরূপে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি তাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনের জন্য এরকম করেছেন, কারণ তাঁর সহনশীলতার গুণে তিনি অতীতে করা সকল পাপের শাস্তি দেননি। **26** বর্তমান যুগে তাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রদর্শনের জন্য তিনি এরকম করেছিলেন, যেন তিনি ন্যায়পরায়ণ থাকেন এবং যারা যীশুতে বিশ্বাস করে, তাদের নির্দোষ গণ্য করেন। **27** তাহলে গর্বের স্থান কোথায়? তা বর্জন করা হয়েছে। কোন নীতির দ্বারা? তা কি বিধান পালনের জন্য? না, কিন্তু বিশ্বাসের কারণে। **28** কারণ আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, একজন ব্যক্তি বিধান পালন না করে বিশ্বাসের মাধ্যমে নির্দোষ গণ্য হয়। **29** ঈশ্বর কি কেবলমাত্র ইহুদিদেরই ঈশ্বর? তিনি কি অইহুদিদেরও ঈশ্বর নন? হ্যাঁ, তিনি অইহুদিদেরও ঈশ্বর **30** যেহেতু ঈশ্বর একজনই, যিনি সুন্নত হওয়া লোকদের বিশ্বাসের মাধ্যমে ও সুন্নতবিহীন লোকদের সেই একই বিশ্বাসের মাধ্যমে নির্দোষ গণ্য করবেন। **31** তাহলে আমরা কি এই বিশ্বাসের দ্বারা বিধানকে বাতিল করি? না, আদৌ তা নয়! বরং, আমরা বিধানকে প্রতিষ্ঠা করছি।

**4** আমরা তাহলে কী বলব যে, আমাদের পূর্বপুরুষ
অব্রাহাম এই বিষয়ে কী লাভ করেছিলেন? **2** যদি, অব্রাহাম কাজের দ্বারা নির্দোষ গণিত হয়ে থাকতেন তবে তাঁর পক্ষে গর্ব করার কিছু থাকত, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নয়। **3** শাস্ত্র কী কথা বলে? "অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য হল।" **4** এখন, কোনো ব্যক্তি যখন কাজ করে, তার পারিশ্রমিক কিন্তু উপহার বলে গণ্য করা হয় না, কিন্তু তার প্রাপ্য বলেই গণ্য হয়। **5** কিন্তু, যে ব্যক্তি কাজ করে না—অথচ ঈশ্বরের উপরে আস্থা রাখে যিনি ভক্তিহীনকে নির্দোষ ঘোষণা করে থাকেন—তার বিশ্বাসই তার পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য

হয়। 6 দাউদও এই একই কথা বলেন, যখন তিনি সেই ব্যক্তির ধন্য হওয়া সম্পর্কে বলেছেন, যাকে ঈশ্বর কোনো কাজ ছাড়াই ধার্মিক গণ্য করেন: 7 "ধন্য তারা, যাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে, যাদের পাপ আচ্ছাদিত হয়েছে। 8 ধন্য সেই ব্যক্তি, যার পাপ প্রভু কখনও তার বিরুদ্ধে গণ্য করবেন না।" 9 এই আশীর্বাদ কি কেবলমাত্র সুন্নত হওয়া লোকদের জন্য, না যারা সুন্নতবিহীন, তাদেরও জন্য? আমরা বলে আসছি যে, অব্রাহামের বিশ্বাস তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য হয়েছিল। 10 কোন অবস্থায় তা গণ্য হয়েছিল? তা কি তাঁর সুন্নতের পরে, না আগেই? তা পরে নয়, কিন্তু আগে। 11 আর তিনি সুন্নতের চিহ্ন লাভ করলেন যা ধার্মিকতার এক সিলমোহর, যা তিনি সুন্নতহীন অবস্থায় থাকার সময়ই বিশ্বাসের দ্বারা পেয়েছিলেন। সেই কারণে, যারা বিশ্বাস করে, অথচ সুন্নতপ্রাপ্ত হয়নি, তিনি তাদের সকলের পিতা, যেন তাদের পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য করা হয়। 12 একইসঙ্গে, তিনি সুন্নতপ্রাপ্তদেরও পিতা, যারা কেবলমাত্র সুন্নতপ্রাপ্ত হয়েছে বলে নয় কিন্তু আমাদের পিতা অব্রাহামের সুন্নত হওয়ার আগে যে বিশ্বাস ছিল সেই বিশ্বাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে বলে। 13 অব্রাহাম ও তাঁর বংশ প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন, যে তিনি জগতের উত্তরাধিকারী হবেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বিধানের মাধ্যমে নয় বরং ধার্মিকতার মাধ্যমে আসে যা বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন হয়। 14 কারণ যারা বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করে, তারা যদি উত্তরাধিকারী হয় তাহলে বিশ্বাসের কোনো মূল্যই থাকে না এবং সেই প্রতিশ্রুতিও অর্থহীন হয়, 15 কারণ বিধান নিয়ে আসে ক্রোধ। আর যেখানে বিধান নেই, সেখানে বিধান অমান্য করার অপরাধও নেই। 16 অতএব, সেই প্রতিশ্রুতি আসে বিশ্বাসের দ্বারা, যেন তা অনুগ্রহ অনুসারে সম্ভব হয় এবং অব্রাহামের সকল বংশধরের জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়—কেবলমাত্র যারা বিধান মান্য করে তাদের প্রতি নয়, কিন্তু তাদেরও প্রতি যারা অব্রাহামের বিশ্বাস অবলম্বন করে। তিনি আমাদের সকলের পিতা। 17 যেমন লেখা আছে, "আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা করেছি।" যে ঈশ্বরে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিতে তিনি আমাদের পিতা—সেই ঈশ্বর, যিনি মৃতদের জীবন দান করেন ও যা নেই, তা আছে বলেন। 18 সব আশার প্রতিকূলে, অব্রাহাম প্রত্যাশাতেই বিশ্বাস করলেন এবং এভাবে বহু জাতির পিতা হয়ে উঠলেন, যেমন তাঁকে বলা হয়েছিল, "তোমার বংশ এরকমই হবে।" 19 তাঁর বিশ্বাসে দুর্বল না হয়েও, তিনি এই সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, তাঁর শরীর মৃত মানুষেরই সদৃশ ছিল—কারণ তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় একশো বছর—আবার সারার গর্ভও অসাড় হয়েছিল। 20 তবুও তিনি অবিশ্বাস করে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন না, কিন্তু তাঁর বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করলেন। 21 তিনি পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেছিলেন যে, ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সফল করার ক্ষমতা তাঁর আছে। 22 এই কারণেই "এটি তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য হয়েছিল।" 23 "তাঁর পক্ষে গণ্য হয়েছিল," এই কথাগুলি কেবলমাত্র তাঁরই জন্য লেখা হয়নি, 24 কিন্তু আমাদের জন্য, যারা তাঁকে বিশ্বাস করি, যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন। 25 আমাদের পাপের জন্য তাঁকে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করা হয়েছিল এবং আমাদের নির্দোষ গণ্য করার জন্য তাঁকে জীবনে উত্থাপিত করা হয়েছে।

**5** অতএব, বিশ্বাসের মাধ্যমে যেহেতু আমরা নির্দোষ গণ্য হয়েছি, তাই আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপিত হয়েছে। 2 তাঁরই মাধ্যমে বিশ্বাসে আমরা এই অনুগ্রহে প্রবেশের অধিকার অর্জন করেছি ও তার মধ্যেই এখন আমরা অবস্থান করছি। আর আমরা ঈশ্বরের মহিমার প্রত্যাশায় উল্লসিত হচ্ছি। 3 শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের দুঃখকষ্টেও আনন্দ করি, কারণ আমরা জানি, দুঃখকষ্ট সহিষ্ণুতাকে, 4 সহিষ্ণুতা অভিজ্ঞতাকে ও অভিজ্ঞতা প্রত্যাশার জন্ম দেয়। 5 সেই প্রত্যাশা আমাদের নিরাশ করে না, কারণ আমাদের প্রতি দেওয়া পবিত্র আত্মা দ্বারা ঈশ্বর তাঁর প্রেম আমাদের হৃদয়ে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন। 6 তাহলে বলা যায়, আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। 7 কোনো ধার্মিক ব্যক্তির জন্য প্রায় কেউই প্রাণ দেয় না, যদিও কোনো সৎ ব্যক্তির জন্য কেউ হয়তো প্রাণ দেওয়ার সাহস দেখাতেও পারে; 8 কিন্তু ঈশ্বর এভাবে তাঁর প্রেম আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন: আমরা যখন পাপী ছিলাম তখন খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন। 9 এখন যেহেতু আমরা তাঁর রক্তের দ্বারা নির্দোষ বলে গণ্য হয়েছি, তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে আমরা কত না বেশি নিষ্কৃতি পাব! 10 কারণ যখন আমরা ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম, তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছিলাম, তাহলে আমরা আরও কত বেশি সুনিশ্চিত যে, তাঁর জীবনের দ্বারা আমরা রক্ষা পাব! 11 কেবলমাত্র এই নয়, কিন্তু আমরা আমাদের

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরে আনন্দ উপভোগও করি,
যাঁর মাধ্যমে আমরা এখন পুনর্মিলন লাভ করেছি। 12
সুতরাং, যেমন একজন মানুষের মাধ্যমে পাপ ও পাপের
মাধ্যমে মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছিল এবং এভাবে সব
মানুষের কাছে মৃত্যু উপস্থিত হল কারণ সকলেই পাপ
করেছিল। 13 বিধান প্রবর্তিত হবার আগেও জগতে পাপ
ছিল। কিন্তু বিধান না থাকায় পাপ গণ্য করা হয়নি। 14
তবুও, আদমের সময় থেকে মোশির সময় পর্যন্ত মৃত্যু
কর্তৃত্ব করেছিল, এমনকি তাদের উপরেও করেছিল যারা
বিধান অমান্য করে কোনো পাপ করেনি, যেমন সেই
আদম করেছিলেন, যিনি ছিলেন ভবিষ্যতে আগত ব্যক্তির
প্রতিরূপ। 15 কিন্তু অনুগ্রহ-দান অপরাধের মতো নয়।
কারণ একজন ব্যক্তির অপরাধে যখন অনেকের মৃত্যু হল,
তখন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সেই অপর ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু
খ্রীষ্টের দ্বারা আগত অনুগ্রহ-দান, অনেকের উপরে কত
বেশি না উপচে পড়ল! 16 আবার, ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান
একজন ব্যক্তির পাপের পরিণামের মতো নয়: একটিমাত্র
পাপের পরিণামে হয়েছিল বিচার ও তা এনেছিল শাস্তি;
কিন্তু অনেক অপরাধের পরে এসেছিল অনুগ্রহ-দান, যা
নিয়ে এসেছিল নির্দোষিকরণ। 17 কারণ যদি একজন
ব্যক্তির অপরাধের কারণে মৃত্যু সেই ব্যক্তির মাধ্যমে
কর্তৃত্ব করল, তাহলে যারা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের
অনুগ্রহের প্রাচুর্য ও ধার্মিকতার অনুগ্রহ-দান লাভ করে,
তারা আরও কত না নিশ্চিতরূপে জীবনের উপরে কর্তৃত্ব
করবে! 18 সুতরাং, একটি পাপের পরিণামে যেমন সব
মানুষের উপর শাস্তি নেমে এসেছিল, তেমনই ধার্মিকতার
একটিমাত্র কাজের পরিণামে এল নির্দোষিকরণ, যা সব
মানুষের কাছে জীবন নিয়ে আসে। 19 কারণ একজন
মানুষের অবাধ্যতার মাধ্যমে যেমন অনেকে পাপী বলে
গণ্য হয়েছে, তেমনই সেই একজন ব্যক্তির বাধ্যতার ফলে
বহু মানুষকে ধার্মিক বলে গণ্য করা হবে। 20 বিধান দেওয়া
হল যেন অপরাধ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যেখানে পাপের বৃদ্ধি
হল, অনুগ্রহ আরও বেশি বৃদ্ধি পেল, 21 যেন পাপ যেমন
মৃত্যু দ্বারা কর্তৃত্ব করছে, তেমনই অনুগ্রহ যেন ধার্মিকতার
দ্বারা কর্তৃত্ব করে ও আমাদের প্রভু, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে
অনন্ত জীবন নিয়ে আসে। (aiōnios g166)

**6** তাহলে, আমরা কী বলব? আমরা কি পাপ করতেই
থাকব যেন অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়? 2 কোনোমতেই নয়!
আমরা পাপের পক্ষে মৃত, তাহলে কী করে আমরা আবার
পাপে জীবনযাপন করব? 3 অথবা, তোমরা কি জানো
না, আমরা যারা খ্রীষ্ট যীশুতে বাপ্তাইজিত হয়েছি, আমরা
সকলে তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হয়েছি? 4 সেই
কারণে আমরা মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁর
সঙ্গে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছি, যেন খ্রীষ্ট যেমন পিতার মহিমার
মাধ্যমে মৃতলোক থেকে উত্থিত হয়েছিলেন, তেমনই
আমরাও এক নতুন জীবন লাভ করি। 5 যদি আমরা
এভাবে তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে থাকি, আমরা
নিশ্চিতরূপে তাঁর পুনরুত্থানেও তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত হব।
6 কারণ আমরা জানি যে, আমাদের পুরোনো সত্তা তাঁর
সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে যেন আমাদের পাপদেহ শক্তিহীন
হয় এবং আমরা আর পাপের ক্রীতদাস না থাকি— 7
কারণ যার মৃত্যু হয়েছে, সে পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। 8
এখন যদি আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছি, আমরা
বিশ্বাস করি যে আমরা তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব। 9
কারণ আমরা জানি, খ্রীষ্টকে যেহেতু মৃতলোক থেকে
উত্থাপিত করা হয়েছিল, তিনি আর মরতে পারেন না;
তাঁর উপরে মৃত্যুর আর কোনও কর্তৃত্ব নেই। 10 যে
মৃত্যু তিনি বরণ করেছেন, পাপের সম্বন্ধে একবারেই
তিনি চিরকালের জন্য সেই মৃত্যুবরণ করেছেন; কিন্তু
তাঁর যে জীবন আছে তার দ্বারা তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যেই
জীবিত আছেন। 11 একইভাবে, নিজেদের তোমরা পাপের
ক্ষমতার প্রতি মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে
জীবিত বলে গণ্য করো। 12 অতএব, তোমাদের নশ্বর
দেহে পাপকে কর্তৃত্ব করতে দিয়ো না, তা না হলে, তোমরা
তার দৈহিক কামনাবাসনার আজ্ঞাবহ হয়ে পড়বে। 13
তোমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে দুষ্টতার উপকরণরূপে
পাপের কাছে সমর্পণ কোরো না, বরং মৃত্যু থেকে জীবিত
মানুষরূপে নিজেদের ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করো এবং
তাঁর কাছে তোমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ধার্মিকতার
উপকরণরূপে সমর্পণ করো। 14 কারণ পাপ তোমাদের
উপরে আর কর্তৃত্ব করবে না, কারণ তোমরা বিধানের
অধীন নও, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন। 15 তাহলে কী বলা
যায়? বিধানের অধীন নই, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন বলে
আমরা কি পাপ করেই যাব? কোনোভাবেই নয়! 16
তোমরা কি জানো না যে, ক্রীতদাসের মতো আদেশ
পালনের জন্য যখন তোমরা কারও কাছে নিজেদের
সমর্পণ করো, যার আদেশ তোমরা পালন করো, তোমরা
তারই ক্রীতদাস হও—হয় তোমরা পাপের ক্রীতদাস,
যা মৃত্যুর অভিমুখে নিয়ে যায়, অথবা বাধ্যতার দাস, যা
ধার্মিকতার পথে চালিত করে? 17 কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
দিই যে, তোমরা যদিও পাপের ক্রীতদাস ছিলে, শিক্ষার

যে আদর্শ তোমাদের কাছে রাখা হয়েছিল, তা তোমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে পালন করেছ। 18 তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং তোমরা ধার্মিকতার ক্রীতদাস হয়েছ। 19 তোমরা যেহেতু তোমাদের স্বাভাবিক সত্তায় দুর্বল তাই আমি একথা সাধারণ মানুষের মতোই বলছি। যেমন তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অশুদ্ধতা ও ক্রমবর্ধমান দুষ্টতার কাছে সমর্পণ করতে, তেমনই এখন সেগুলি ধার্মিকতার ক্রীতদাসত্বে সমর্পণ করো, যা পবিত্রতার অভিমুখে চালিত করে। 20 তোমরা যখন পাপের ক্রীতদাস ছিলে, তখন তোমরা ধার্মিকতার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত ছিলে। 21 যেসব বিষয়ের জন্য তোমরা এখন লজ্জাবোধ করছ, সেই সময় তোমরা তা থেকে কী ফল সংগ্রহ করেছিলে? সেই সমস্ত বিষয়ের পরিণাম মৃত্যু! 22 কিন্তু এখন, যেহেতু তোমাদের পাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছে এবং তোমরা ঈশ্বরের ক্রীতদাস হয়েছ, যে ফল তোমরা লাভ করছ, তা হল পবিত্রতা এবং তার পরিণাম হল অনন্ত জীবন। (aiōnios g166) 23 কারণ পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু, খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন। (aiōnios g166)

**7** ভাইবোনেরা, বিধান সম্বন্ধে যাদের কিছুটা জ্ঞান আছে আমি তাদের বলছি, তোমরা কি জানো না যে যতদিন কোনো মানুষ জীবিত থাকে, বিধান ততদিনই তার উপরে কর্তৃত্ব করে? 2 উদাহরণস্বরূপ, কোনো বিবাহিত নারী, যতদিন তার স্বামী জীবিত থাকে ততদিন সে তার সঙ্গে বিবাহের বাঁধনে যুক্ত থাকে; কিন্তু যদি তার স্বামী মারা যায়, সে বিবাহের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়। 3 সেই কারণে, তার স্বামী জীবিত থাকাকালীন সে যদি অপর পুরুষকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচারিণীরূপে গণ্য হবে। কিন্তু যদি তার স্বামী মারা যায়, সে বিধান থেকে মুক্ত হয়। ফলে সে অপর পুরুষকে বিবাহ করলেও আর ব্যভিচারিণী হয় না। 4 অতএব, আমার ভাইবোনেরা, তোমরাও খ্রীষ্টের শরীরের মাধ্যমে বিধানের কাছে মৃত্যুবরণ করেছ, যেন তোমরা অন্যের হও, যাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করা হয়েছিল, যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করতে পারি। 5 কারণ, যখন আমরা পাপ-প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতাম, তখন আমাদের শরীরে পাপপূর্ণ বাসনাগুলি বিধানের মাধ্যমে জাগৃত হয়ে সক্রিয় হত, যেন আমরা মৃত্যুর উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি। 6 কিন্তু এক সময় যে বিধান আমাদের আবদ্ধ করে রেখেছিল, এখন তার প্রতি মৃত্যুবরণ করার ফলে আমরা বিধানের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েছি, যেন আমরা লিখিত বিধানের পুরোনো পদ্ধতিতে নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার নতুন পথে ঈশ্বরের দাসত্ব করি। 7 তাহলে, আমরা কী বলব? বিধানই কি পাপ? নিশ্চিতরূপে তা নয়! প্রকৃতপক্ষে বিধান না থাকলে পাপ কী, আমি তা জানতেই পারতাম না, কারণ বিধান যদি না বলত, "লোভ কোরো না," তাহলে লোভ প্রকৃতপক্ষে কী, তা আমি জানতে পারতাম না। 8 কিন্তু পাপ, সেই বিধানের সুযোগ নিয়ে আমার মধ্যে সব ধরনের লোভের ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলল, কারণ বিধান ছাড়া পাপ মৃত। 9 এক সময় আমি বিধান ছাড়াই জীবিত ছিলাম, কিন্তু দশাজ্ঞা আসার পরে পাপ জীবিত হয়ে উঠল, আর আমার মৃত্যু হল। 10 আমি দেখলাম, যে আজ্ঞার জীবন নিয়ে আসার কথা ছিল, প্রকৃতপক্ষে তা মৃত্যু নিয়ে এল। 11 কারণ আজ্ঞার সুযোগ নিয়ে পাপ আমার সঙ্গে প্রতারণা করল এবং আজ্ঞার মাধ্যমে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিল। 12 তাহলে বিধান পবিত্র, সেই আজ্ঞাও পবিত্র, ন্যায়সংগত ও কল্যাণকর। 13 তাহলে, যা কল্যাণকর, তাই কি আমার পক্ষে মৃত্যুজনক হয়ে উঠল? কোনোভাবেই নয়! কিন্তু পাপকে যেন পাপরূপেই চিনতে পারা যায়, তাই যা কল্যাণকর ছিল তারই মধ্য দিয়ে পাপ আমার মধ্যে মৃত্যু নিয়ে এল, যেন আজ্ঞার মাধ্যমে সেই পাপ চরম পাপময় হয়ে ওঠে। 14 আমরা জানি যে বিধান আত্মিক, কিন্তু আমি অনাত্মিক, পাপের কাছে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত। 15 আমি যা করি, তা আমি বুঝি না, কারণ আমি যা করতে চাই, তা আমি করি না, কিন্তু যা আমি ঘৃণা করি, আমি তাই করি। 16 আবার আমি যা করতে চাই না, যদি তাই করি, তাহলে আমি মেনে নিই যে বিধান উৎকৃষ্ট। 17 তাই যদি হয়, আমি আর নিজে থেকে এ কাজ করি না, কিন্তু আমার মধ্যে যে পাপ বাস করে তাই করে। 18 আমি জানি যে আমার মধ্যে, অর্থাৎ আমার পাপময় প্রকৃতির মধ্যে ভালো কিছুই বাস করে না। কারণ যা কিছু কল্যাণকর, তা করার ইচ্ছা আমার আছে, কিন্তু আমি তা করে উঠতে পারি না। 19 কারণ আমি যা করতে চাই, সেই ভালো কাজ আমি করি না, কিন্তু যে দুষ্কর্ম আমি করতে চাই না, তা ক্রমাগত করেই যাই। 20 এখন, যা আমি করতে চাই না তা যদি আমি করি, সে কাজটি আর আমি নিজে করি না, কিন্তু আমার মধ্যে বাস করা পাপ-ই তা করে। 21 তাই আমি এই নিয়ম সক্রিয় দেখতে পাচ্ছি: যখন আমি সৎকর্ম করতে চাই, তখনই মন্দ আমার সঙ্গী হয়। 22 কারণ আমার আন্তরিক সত্তায় আমি ঈশ্বরের বিধানে আনন্দ করি, 23 কিন্তু আমার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অন্য এক বিধান কার্যকরী দেখতে

পাই; তা আমার মনের বিধানের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলে
এবং পাপের যে বিধান আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে
তার বন্দি করে রাখে। 24 কী দুর্ভাগ্যপূর্ণ মানুষ আমি!
মৃত্যুর এই শরীর থেকে কে আমাকে উদ্ধার করবে? 25
আমাদের প্রভু, খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
দিই। সুতরাং, মনে মনে আমি ঈশ্বরের বিধানের ক্রীতদাস,
কিন্তু পাপময় প্রকৃতিতে পাপের বিধানের দাসত্ব করি।

**8** অতএব, এখন যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে, তাদের প্রতি
কোনও শাস্তি নেই, 2 কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের
আত্মার যে বিধান, তা আমাকে পাপ ও মৃত্যুর বিধান থেকে
মুক্ত করেছে। 3 বিধান রক্তমাংসের দ্বারা দুর্বল হওয়াতে যা
করতে পারেনি, ঈশ্বর তা করেছেন। তিনি তাঁর নিজ পুত্রকে
পাপময় মানবদেহের সাদৃশ্যে পাপার্থক বলিরূপে উৎসর্গ
করার জন্য পাঠিয়ে তাই সম্পাদন করেছেন। এভাবে তিনি
পাপময় মানুষের রক্তমাংসে পাপের শাস্তি দিলেন, 4 যেন
বিধানের ধার্মিক দাবি আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়।
কারণ আমরা পাপময় প্রকৃতি অনুযায়ী জীবনযাপন করি না
কিন্তু আত্মার বশ্যতাধীন হয়ে করি। 5 যারা পাপময় প্রকৃতি
অনুযায়ী জীবনযাপন করে, সেই প্রকৃতি যা চায়, তার উপর
তারা তাদের মনোনিবেশ করে। কিন্তু যারা পবিত্র আত্মার
বশে জীবনযাপন করে, তাদের মন পবিত্র আত্মা যা চান,
তার প্রতিই নিবিষ্ট থাকে। 6 রক্তমাংসের উপরে নিবদ্ধ
মানসিকতার পরিণাম হল মৃত্যু, কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা
নিয়ন্ত্রিত মানিসকতা হল জীবন ও শান্তি। 7 রক্তমাংসের
মানসিকতা হল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা। তা ঈশ্বরের
বিধানের প্রতি বশীভূত থাকে না, আর তেমন করতেও
পারে না। 8 যারা রক্তমাংসের স্বভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত,
তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। 9 তোমরা অবশ্য
রক্তমাংসের দ্বারা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত,
যদি ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বাস করেন। আর যার
মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা নেই, সে খ্রীষ্টের নয়। 10 কিন্তু খ্রীষ্ট যদি
তোমাদের মধ্যে থাকেন, পাপের কারণে তোমাদের শরীর
মৃত হলেও ধার্মিকতার কারণে তোমাদের আত্মা জীবিত।
11 যিনি যীশুকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন,
তাঁর আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন, তাহলে
যিনি খ্রীষ্টকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন, তিনি
তোমাদের নশ্বর শরীরকেও তাঁর আত্মার মাধ্যমে সঞ্জীবিত
করবেন, যিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন। 12 অতএব
ভাইবোনেরা, আমাদের আইনগত এক বাধ্যবাধকতা
আছে—তা কিন্তু রক্তমাংসের বশে জীবনযাপন করার
জন্য নয়। 13 কারণ তোমরা যদি রক্তমাংসের বশ্যতাধীনে
জীবনযাপন করো, তোমাদের মৃত্যু হবে; কিন্তু পবিত্র
আত্মার দ্বারা যদি শরীরের অপকর্মগুলি ধ্বংস করো,
তোমরা জীবিত থাকবে। 14 কারণ যারা ঈশ্বরের আত্মা
দ্বারা চালিত হয়, তারাই ঈশ্বরের পুত্র। 15 প্রকৃতপক্ষে,
তোমরা যে আত্মাকে গ্রহণ করেছ, তিনি তোমাদের
ভয়ে জীবন কাটানোর জন্য ক্রীতদাস করেন না; কিন্তু
তোমরা দত্তকপুত্র হওয়ার আত্মা লাভ করেছ। তাঁরই দ্বারা
আমরা ডেকে উঠি "আব্বা! পিতা" বলে। 16 পবিত্র আত্মা
স্বয়ং আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা
ঈশ্বরের সন্তান। 17 এখন, যদি আমরা সন্তান হই, তাহলে
আমরা উত্তরাধিকারীও—ঈশ্বরের উত্তরাধিকারী ও খ্রীষ্টের
সঙ্গে সহ-উত্তরাধিকারী। কিন্তু যদি আমরা তাঁর মহিমার
অংশীদার হতে চাই তবে তাঁর কষ্টভোগেরও অংশীদার
হতে হবে। 18 আমি এরকম মনে করি যে, আমাদের
মধ্যে যে মহিমার প্রকাশ ঘটবে, আমাদের বর্তমানকালের
কষ্টভোগের সঙ্গে তার কোনো তুলনা হতে পারে না। 19
ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশ পাওয়ার প্রতীক্ষায় সমস্ত সৃষ্টি
সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। 20 কারণ সৃষ্টি অলীকতার
বশীভূত হয়েছিল, তার নিজের ইচ্ছায় নয়, কিন্তু যিনি
বশীভূত করেছিলেন, তাঁর ইচ্ছায়; 21 প্রত্যাশা ছিল এই
যে, সৃষ্টি স্বয়ং অবক্ষয়ের বাঁধন থেকে মুক্ত হবে এবং
ঈশ্বরের সন্তানদের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতায় অংশীদার
হবে। 22 আমরা জানি যে, সমস্ত সৃষ্টি বর্তমানকাল পর্যন্ত
সন্তান প্রসবের যন্ত্রণার মতো আর্তনাদ করছে। 23 শুধু
তাই নয়, কিন্তু আমরা নিজেরাও, যারা আত্মার প্রথম ফল
পেয়েছি, আমাদের দত্তকপুত্র হয়ে স্বীকৃতি পাওয়ার গভীর
প্রতীক্ষায় ও শরীরের মুক্তির জন্য অন্তরে আর্তনাদ করছি।
24 কারণ এই প্রত্যাশাতেই আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি।
কিন্তু যে প্রত্যাশা দৃষ্টিগোচর, তা আদৌ কোনো প্রত্যাশা
নয়। যার ইতিমধ্যে কিছু আছে, তার জন্য কেন সে প্রত্যাশা
করবে? 25 কিন্তু যা আমাদের নেই, তার জন্য যদি আমরা
প্রত্যাশা করি, তাহলে তার জন্য ধৈর্যসহ প্রতীক্ষা করি। 26
একইভাবে পবিত্র আত্মা আমাদের দুর্বলতায় আমাদের
সাহায্য করেন। সঠিক কী প্রার্থনা করতে হয়, তা আমরা
জানি না, কিন্তু পবিত্র আত্মা স্বয়ং আমাদের পক্ষে আর্তস্বরে
প্রার্থনা করেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। 27 যিনি
আমাদের সকলের হৃদয় অনুসন্ধান করেন, তিনি পবিত্র
আত্মার মানসিকতা জানেন, কারণ পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের
ইচ্ছা অনুযায়ীই পবিত্রগণের জন্য মিনতি করেন। 28
আর আমরা জানি যে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যারা

তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আহূত, তিনি সব বিষয়ে তাদের
মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করেন। 29 কারণ ঈশ্বর যাদের
পূর্ব থেকে জানতেন, তিনি তাদের তাঁর পুত্রের প্রতিমূর্তির
সাদৃশ্য দান করবেন বলে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন, যেন
তিনি অনেক ভাইয়ের মধ্যে প্রথমজাত হন। 30 আবার
যাদের তিনি পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করেছিলেন, তাদের তিনি
আহ্বানও করলেন, যাদের আহ্বান করলেন, তিনি তাদের
নির্দোষ প্রতিপন্ন করলেন, আর যাদের নির্দোষ প্রতিপন্ন
করলেন, তাদের মহিমান্বিতও করলেন। 31 এসবের
প্রত্যুত্তরে তাহলে আমরা কী বলব? ঈশ্বর যদি আমাদের
পক্ষে থাকেন, তাহলে কে আমাদের বিরোধী হতে পারে?
32 যিনি তাঁর নিজ পুত্রকেও নিষ্কৃতি দেননি, কিন্তু আমাদের
সকলের জন্য তাঁকে সমর্পণ করেছেন—তিনি কি তাঁর
সঙ্গে সবকিছুই অনুগ্রহপূর্বক আমাদের দান করবেন না?
33 ঈশ্বর যাদের মনোনীত করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে
কে অভিযোগ করবে? ঈশ্বরই তাদের নির্দোষ প্রতিপন্ন
করেন। 34 কে তাহলে দোষী সাব্যস্ত করবে? খ্রীষ্ট যীশু,
যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন—তার চেয়েও বড়ো কথা, যাঁকে
জীবনে উত্থাপিত করা হয়েছিল—তিনি ঈশ্বরের ডানদিকে
উপস্থিত আছেন এবং আমাদের জন্য অনুরোধও করছেন।
35 খ্রীষ্টের প্রেম থেকে কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করবে? কষ্ট-
সংকট, না দুর্দশা, না নির্যাতন, না দুর্ভিক্ষ, না নগ্নতা, না
বিপদ, না তরোয়াল—এর কোনোটিই নয়? 36 যেমন লেখা
আছে, "তোমার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি
হই, বলির মেষের মতো আমাদের গণ্য করা হয়।" 37
না, যিনি আমাদের প্রেম করেছেন, তাঁরই মাধ্যমে আমরা
এসব বিষয়ে বিজয়ীর থেকেও বেশি বিজয়ী হয়েছি। 38
কারণ আমি নিশ্চিতরূপে জানতে পেরেছি যে, মৃত্যু বা
জীবন, স্বর্গদূতেরা বা ভূতেরা, বর্তমান বা ভাবীকালের
কোনো বিষয়, না কোনো পরাক্রম, 39 ঊর্ধ্বলোক বা
অধোলোক বা সমস্ত সৃষ্টির অন্য কোনো বিষয়, কোনো
কিছুই আমাদের প্রভু, খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম
থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।

**9** খ্রীষ্টে আমি সত্যি কথাই বলছি—মিথ্যা বলছি না, পবিত্র
আত্মায় আমার বিবেক তা সমর্থন করছে যে— 2 আমার
গভীর দুঃখ আছে ও হৃদয়ে আমি নিরন্তর মর্মযন্ত্রণা অনুভব
করছি। 3 এমনকি, যারা আমার স্বজাতি, আমার সেই
ভাইবোনেদের জন্য আমি নিজে খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে
অভিশপ্ত হতেও রাজি হতাম! 4 তারা হল ইস্রায়েল জাতি।
দত্তকপুত্রের অধিকার তাদেরই, স্বর্গীয় মহিমাও তাদের,
বিভিন্ন নিয়ম, বিধানলাভ, মন্দির-কেন্দ্রিক উপাসনা ও
সব প্রতিশ্রুতি তাদেরই; 5 পিতৃপুরুষেরাও তাদের এবং
খ্রীষ্টের মানবীয় বংশপরিচয় তাদের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া
যায়, যিনি সর্বোপরি বিরাজমান ঈশ্বর, চির প্রশংসনীয়!
আমেন। (aiōn g165) 6 এরকম নয় যে, ঈশ্বরের বাক্য ব্যর্থ
হয়েছে। কারণ ইস্রায়েল বংশজাত সকলেই ইস্রায়েলী
নয়। 7 আবার অব্রাহামের বংশধর বলে তারা সকলেই যে
তাঁর সন্তান, তাও নয়। কিন্তু বলা হয়েছিল, "ইস্হাকের
মাধ্যমেই তোমার বংশ পরিচিত হবে।" 8 অন্যভাবে বলা
যায়, স্বাভাবিকভাবে জাত সন্তানেরা ঈশ্বরের সন্তান নয়,
কিন্তু প্রতিশ্রুতির সন্তানেরাই অব্রাহামের বংশধর বলে
বিবেচিত হয়। 9 কারণ এভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল:
"পূর্ব-নির্ধারিত সময়েই আমি ফিরে আসব, তখন সারার
এক পুত্র হবে।" 10 শুধু তাই নয়, রেবেকার সন্তানদেরও
একমাত্র ও একই পিতা ছিলেন, তিনি আমাদের পিতৃপুরুষ
ইস্হাক। 11 তবুও, সেই দুজন যমজের জন্ম হওয়ার
পূর্বে ও তাদের ভালোমন্দ কোনো কাজ করার পূর্বেই
মনোনয়নের ব্যাপারে ঈশ্বরের অভিপ্রায় যেন স্থির থাকে,
12 কাজের ফলস্বরূপ নয়, কিন্তু যিনি আহ্বান করেন তাঁর
ইচ্ছার দ্বারা—সারাকে বলা হয়েছিল, "বড়ো ছেলে ছোটো
ছেলের সেবা করবে।" 13 যেমন লেখা আছে: "যাকোবকে
আমি ভালোবেসেছি, কিন্তু এষৌকে আমি ঘৃণা করেছি।"
14 তাহলে, এখন আমরা কী বলব? ঈশ্বর কি অবিচার
করেছেন? তা কখনোই নয়! 15 কারণ তিনি মোশিকে
বলেছেন, "যার প্রতি আমি দয়া দেখাতে চাই, তার প্রতি
আমি দয়া দেখাব, এবং যার প্রতি আমি করুণা করতে
চাই, তার প্রতি আমি করুণা করব।" 16 সেই কারণে,
তা মানুষের ইচ্ছা বা চেষ্টার উপরে নির্ভর করে না, কিন্তু
ঈশ্বরের করুণার উপর তা নির্ভর করে। 17 কারণ শাস্ত্র
ফরৌণকে বলে, "আমি এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তোমাকে
উন্নত করেছি, যেন আমি তোমাকে আমার ক্ষমতা দেখাতে
পারি ও সমগ্র পৃথিবীতে আমার নাম প্রচারিত হয়।" 18
সেই কারণে, ঈশ্বর যার প্রতি দয়া করতে চান, তার প্রতি
তিনি দয়া করেন, কিন্তু যাকে কঠিন করতে চান, তাকে
কঠিন করেন। 19 তোমাদের মধ্যে কেউ হয়তো আমাকে
বলবে, "তাহলে কেন ঈশ্বর এসব সত্ত্বেও আমাদের প্রতি
দোষারোপ করেন? কারণ, কে তাঁর ইচ্ছার প্রতিরোধ
করতে পারে?" 20 কিন্তু ওহে মানুষ, তুমি কে যে ঈশ্বরের
প্রতিবাদ করো? "সৃষ্টবস্তু কি তার নির্মাতাকে একথা বলতে
পারে, 'তুমি কেন আমাকে এরকম গঠন করেছ?'" 21
একই মাটির তাল থেকে অভিজাত উদ্দেশে ব্যবহারের

জন্য কিছু পাত্র এবং সাধারণ ব্যবহারের জন্য কিছু পাত্র নির্মাণ করার অধিকার কি কুমোরের নেই? 22 কী হবে, যদি ঈশ্বর তাঁর ক্রোধ ও ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য ধ্বংসের উদ্দেশে নির্দিষ্ট তাঁর ক্রোধের পাত্রদের অসীম ধৈর্য সহকারে সহ্য করেন? 23 আর এতেই বা কী, তিনি যদি তাঁর করুণার পাত্রদের, যাদের মহিমাপ্রাপ্তির জন্য তিনি পূর্ব থেকেই প্রস্তুত করেছিলেন, তাদের কাছে তাঁর মহিমার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন— 24 এমনকি, আমাদের কাছেও, যাদের তিনি কেবলমাত্র ইহুদি জাতির মধ্য থেকে নয়, কিন্তু অইহুদিদের মধ্য থেকেও আহ্বান করেছেন? 25 হোশেয়ের গ্রন্থে যেমন তিনি বলেছেন: "যারা আমার প্রজা নয়, তাদের আমি 'আমার প্রজা' বলব; আর যে আমার প্রেমের পাত্রী নয়, তাকে আমি 'আমার প্রিয়তমা' বলে ডাকব।" 26 আবার, "এরকম ঘটবে, যে স্থানে তাদের বলা হত, 'তোমরা আমার প্রজা নও,' তাদের বলা হবে, 'জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র।'" 27 যিশাইয় ইস্রায়েল সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "ইস্রায়েলীদের জনসংখ্যা যদি সমুদ্রতীরের বালির মতোও হয়, কেবলমাত্র অবশিষ্টাংশই পরিত্রাণ পাবে। 28 কারণ প্রভু দ্রুতগতিতে ও চরমভাবে পৃথিবীতে তাঁর শাস্তি কার্যকর করবেন।" 29 যিশাইয় যেমন পূর্বেই একথা বলেছিলেন: "সর্বশক্তিমান প্রভু যদি আমাদের জন্য কয়েকজন বংশধর অবশিষ্ট না রাখতেন, আমাদের অবস্থা হত সদোমের মতো, আমরা হতাম ঘমোরার মতো।" 30 তাহলে আমরা কী বলব? অইহুদিরা, যারা ধার্মিকতা লাভের জন্য চেষ্টা করেনি কিন্তু তা পেয়েছে, তা এমন ধার্মিকতা, যা বিশ্বাসের দ্বারা পাওয়া যায়। 31 কিন্তু ইস্রায়েল, যারা ধার্মিকতার বিধান অনুসরণ করেছে, তা তারা অর্জন করতে পারেনি। 32 কেন পারেনি? কারণ তারা বিশ্বাসের দ্বারা তার অনুসরণ না করে বিভিন্ন কাজের দ্বারা তা করেছে। তারা সেই "প্রতিবন্ধকতার পাথরে" হোঁচট খেয়েছে। 33 যেমন লেখা আছে, "দেখো, আমি সিয়োনে এক পাথর রেখেছি, যাতে মানুষ হোঁচট খাবে, আর একটি শিলা স্থাপন করেছি, যার কারণে তাদের পতন হবে, আর যে কেউ তাঁর উপরে বিশ্বাস করবে, সে কখনও লজ্জিত হবে না।"

**10** ভাইবোনেরা, ইস্রায়েলীদের জন্য আমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এই যে তারা যেন পরিত্রাণ পায়। 2 কারণ তাদের বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, তারা ঈশ্বরের জন্য প্রবল উদ্যমী, কিন্তু তাদের উদ্যম জ্ঞানের উপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি। 3 তারা যেহেতু ঈশ্বর থেকে আগত ধার্মিকতার কথা জানত না এবং তারা নিজেদের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল তাই তারা ঈশ্বরের ধার্মিকতার বশীভূত হয়নি। 4 খ্রীষ্টই হচ্ছেন বিধানের পূর্ণতা, যেন যারা বিশ্বাস করে তাদের সকলে ধার্মিক বলে গণ্য হয়। 5 বিধানের দ্বারা যে ধার্মিকতা সে সম্পর্কে মোশি এভাবে বর্ণনা করেছেন: "যে ব্যক্তি এইসব পালন করবে, সে এগুলির দ্বারা জীবিত থাকবে।" 6 কিন্তু বিশ্বাস দ্বারা যে ধার্মিকতা, তা বলে, "তুমি তোমার মনে মনে বোলো না, 'কে স্বর্গে আরোহণ করবে?'" (অর্থাৎ, খ্রীষ্টকে নামিয়ে আনার জন্য), 7 "অথবা, 'কে অতলে নেমে যাবে?'" (অর্থাৎ, খ্রীষ্টকে মৃতলোক থেকে তুলে আনার জন্য)। (Abyssos g12) 8 কিন্তু এ কী কথা বলে? "সেই বাক্য তোমাদের খুব কাছেই আছে; তা তোমাদের মুখে ও তোমাদের হৃদয়ে রয়েছে," এর অর্থ, বিশ্বাসেরই এই বার্তা আমরা ঘোষণা করছি: 9 যদি তুমি "যীশুই প্রভু," বলে মুখে স্বীকার করো ও হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। 10 কারণ হৃদয়েই তুমি বিশ্বাস করো ও ধার্মিক বলে গণ্য হও এবং তোমার মুখে তা স্বীকার করো ও পরিত্রাণ পাও। 11 শাস্ত্র যেমন বলে, "যে কেউ তাঁর উপরে বিশ্বাস করে, সে কখনও লজ্জিত হবে না।" 12 কারণ ইহুদি ও অইহুদির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই; সেই একই প্রভু সকলের প্রভু এবং যতজন তাঁকে ডাকে, তাদের সকলকে তিনি পর্যাপ্ত আশীর্বাদ করেন। 13 কারণ, "যে কেউ প্রভুর নামে ডাকবে, সেই পরিত্রাণ পাবে।" 14 তাহলে, যাঁর উপরে তারা বিশ্বাস করেনি তারা কীভাবে তাঁকে ডাকবে? আর যাঁর কথাই তারা শোনেনি, কীভাবে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে? আবার কেউ তাদের কাছে প্রচার না করলে তারা কীভাবে শুনতে পাবে? 15 আর তারা প্রচারই বা কীভাবে করবে, যদি তারা প্রেরিত না হয়? যেমন লেখা আছে, "যারা সুসমাচার প্রচার করে, তাদের চরণ কতই না সুন্দর!" 16 কিন্তু ইস্রায়েলীরা সকলেই সেই সুসমাচার গ্রহণ করেনি। কারণ যিশাইয় বলেছেন, "হে প্রভু, আমাদের দেওয়া সংবাদ কে বিশ্বাস করেছে?" 17 সুতরাং, সুসমাচারের প্রচার শুনে বিশ্বাস উৎপন্ন হয় ও প্রচার হয় খ্রীষ্টের বাক্য দ্বারা। 18 কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, তারা কি শোনেনি? অবশ্যই তারা শুনেছিল: "তাদের কণ্ঠস্বর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের বাক্য পৃথিবীর প্রান্তসীমায় পৌঁছায়।" 19 আমি আবার জিজ্ঞাসা করি: ইস্রায়েল জাতি কি বুঝতে পারেনি? প্রথমত, মোশি বলেন, "যারা কোনো প্রজা নয় তাদের

দ্বারা আমি তোমাদের ঈর্ষাকাতর করে তুলব; যে জাতি কিছু বোঝে না তাদের দ্বারা আমি তাদের ক্রুদ্ধ করব।" 20 আবার যিশাইয় সাহসিকতার সঙ্গে বলেছেন, "যারা আমার অন্বেষণ করেনি, তারা আমাকে খুঁজে পেয়েছে, যারা কখনও আমার সন্ধান করেনি, তাদের কাছে আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।" 21 কিন্তু ইস্রায়েল জাতি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "এক অবাধ্য ও একগুঁয়ে জাতির প্রতি, সারাদিন আমি, আমার দু-হাত বাড়িয়ে রেখেছিলাম।"

**11** আমি তাই জিজ্ঞাসা করি: ঈশ্বর কি তাঁর প্রজাদের অগ্রাহ্য করেছেন? কোনোভাবেই নয়! আমি স্বয়ং একজন ইস্রায়েলী, বিন্যামীন গোষ্ঠীভুক্ত, অব্রাহামের এক বংশধর। 2 ঈশ্বর যাদের পূর্ব থেকেই জানতেন, তাঁর সেই প্রজাদের তিনি অগ্রাহ্য করেননি। এলিয়ের ইতিহাসে শাস্ত্র কী বলে, তা কি তোমরা জানো না যে কীভাবে তিনি ইস্রায়েল জাতির বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন: 3 "প্রভু, তারা তোমার ভাববাদীদের হত্যা করেছে ও তোমার যজ্ঞবেদি চূর্ণবিচূর্ণ করেছে, কেবলমাত্র আমি একা বেঁচে আছি, আর তারা আমাকেও হত্যা করতে চেষ্টা করছে?" 4 কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে কী উত্তর দিয়েছিলেন? "বায়াল-দেবতার সামনে যারা নতজানু হয়নি, এমন 7,000 লোককে আমি আমার জন্য সংরক্ষিত রেখেছি।" 5 একইভাবে, বর্তমান সময়েও অনুগ্রহের দ্বারা মনোনীত অবশিষ্টাংশ একদল আছে। 6 তারা যদি অনুগ্রহে মনোনীত হয়, তাহলে তা কাজের পরিণামে নয়; যদি তা হত, তাহলে অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ থাকত না। 7 তাহলে বিষয়টা কী দাঁড়াল? ইস্রায়েল যা এত আগ্রহভরে অন্বেষণ করল, তা তারা পেল না, কিন্তু যারা মনোনীত তারা পেল। অন্য সকলের মন কঠোর হয়েছিল, 8 যেমন লেখা আছে: "ঈশ্বর তাদের এক অচেতন আত্মা দিয়েছেন, চোখ দিয়েছেন, যেন তারা দেখতে না পায় ও কান, যেন তারা শুনতে না পায়, আজও পর্যন্ত।" 9 আর দাউদ বলেন, "তাদের টেবিলের খাবার হোক জাল ও ফাঁদস্বরূপ, তাদের পক্ষে এক প্রতিবন্ধক ও প্রতিফলস্বরূপ। 10 তাদের চোখ অন্ধকারে পূর্ণ হোক যেন তারা দেখতে না পায়, এবং তাদের পিঠ চিরকাল বেঁকে থাকুক।" 11 আমি আবার জিজ্ঞাসা করি, তারা কি এজন্যই হোঁচট খেয়েছে, যেন পতিত হয় ও আর কখনও উঠে দাঁড়াতে না পারে? আদৌ তা নয়! বরং, তাদের অপরাধের কারণেই অইহুদিরা পরিত্রাণ লাভ করেছে, যেন ইস্রায়েলীরা ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠে। 12 কিন্তু যদি তাদের অপরাধের ফলে জগতের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং তাদের ক্ষতি যদি অইহুদিদের সমৃদ্ধির কারণ হয়, তাহলে তাদের পূর্ণতা আরও কত না মহত্তর সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে! 13 হে অইহুদি লোকেরা, আমি তোমাদের বলছি, আমি অইহুদিদের কাছে সুসমাচার প্রচারের জন্য প্রেরিতশিষ্য। তাই ঈশ্বর ও অন্যদের প্রতি আমি যে কাজ করি তাতে আমি গর্ববোধ করছি। 14 আশা করি আমি যে কোনো উপায়ে যেন আমার স্বজাতীয়দের মধ্যে ঈর্ষা উৎপন্ন করতে পারি ও তাদের কয়েকজনের পরিত্রাণ সাধন করতে পারি। 15 কারণ তাদের প্রত্যাখ্যানের ফলে যদি জগতের পুনর্মিলন হয়, তাহলে তাদের গ্রহণ করার ফলে কী হবে? তার ফলে কি মৃত্যু থেকে জীবন লাভ হবে না? 16 ময়দার তালের প্রথম অংশ, যা নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করা হয়, তা যদি পবিত্র হয়, তাহলে সমস্ত তাল-ই পবিত্র; যদি গাছের মূল পবিত্র হয়, তাহলে তার শাখাগুলিও পবিত্র। 17 কিন্তু ইস্রায়েলীদের মধ্য থেকে কতগুলি শাখাপ্রশাখা ভেঙে ফেলা হয়েছে। আর অইহুদি তোমরা বন্য জলপাই গাছের শাখা না হলেও তাদের মধ্যে তোমাদের কলমরূপে লাগানো হয়েছে; তাই এখন তোমরা জলপাই গাছের মূলের পুষ্টিকর রসের অংশীদার হয়েছ। 18 সুতরাং, কেটে ফেলা শাখাপ্রশাখার বিরুদ্ধে গর্ব কোরো না। যদি তুমি করো, এ বিষয়ে বিবেচনা কোরো: তুমি মূলকে ধরে রাখোনি, বরং মূল-ই তোমাকে ধরে রেখেছে। 19 তুমি হয়তো বলবে, "সেইসব শাখাপ্রশাখাকে ভেঙে ফেলা হয়েছিল, যেন আমাকে কলমরূপে লাগানো হয়।" 20 ভালোই বলেছ! তুমি বিশ্বাসের উপরে দাঁড়িয়ে আছ, কিন্তু অবিশ্বাসের কারণে তাদের ভেঙে ফেলা হয়েছিল। তাই, উদ্ধত হোয়ো না, বরং ভীত হও। 21 কারণ ঈশ্বর যদি প্রকৃত শাখাপ্রশাখাকে রেহাই না দিয়ে থাকেন, তিনি তোমাকেও রেহাই দেবেন না! 22 সেই কারণে, ঈশ্বরের সদয়তা ও কঠোরতা, উভয়ই বিবেচনা করো: যারা পতিত হয়, তাদের প্রতি তিনি কঠোর, কিন্তু তোমার প্রতি সদয়, যদি তুমি তাঁর সদয়তার শরণাপন্ন থাকো। নতুবা, তোমাকেও কেটে ফেলা হবে। 23 আবার, তারা যদি অবিশ্বাস ত্যাগ করে বিশ্বাসী হয় তাহলে তাদেরও কলমরূপে লাগানো হবে, কারণ ঈশ্বর পুনরায় তাদের কলমরূপে জুড়ে দিতে সমর্থ। 24 সর্বোপরি, তোমাকে যদি কোনো বন্য জলপাই গাছ থেকে কেটে অস্বাভাবিকভাবে আসল গাছের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, তাহলে আরও কত না অনায়াসে গাছের আসল শাখাগুলিকে তাদের নিজস্ব জলপাই গাছের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যাবে! 25 ভাইবোনেরা, আমি চাই না যে এই গুপ্তরহস্য সম্পর্কে তোমরা অজ্ঞাত থাকো, যেন

তোমরা আত্মঅহংকারী না হও: যতক্ষণ না অইহুদিরা পূর্ণ সংখ্যায় মণ্ডলীতে প্রবেশলাভ করে ততক্ষণ ইস্রায়েল জাতি আংশিক কঠোর হয়েছে। 26 আর এভাবেই সমস্ত ইস্রায়েল পরিত্রাণ লাভ করবে, যেমন লেখা আছে, "সিয়োন থেকে মুক্তিদাতা আসবেন; তিনি যাকোব কুল থেকে ভক্তিহীনতা দূর করবেন। 27 আর এই হবে তাদের সঙ্গে আমার নিয়ম, যখন তাদের পাপসকল আমি হরণ করি।" 28 ইস্রায়েলের অনেকে এখন সুসমাচারের শত্রু, আর এর ফলে তোমরা অইহুদিরা লাভবান হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বর তাদের এখনও প্রেম করেন কারণ তিনি তাদের পিতৃপুরুষদের মনোনীত করেছিলেন। 29 কারণ ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দানসকল ও তাঁর আহ্বান তিনি কখনও প্রত্যাহার করেন না। 30 যেমন তোমরা এক সময় ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন তাদের অবাধ্যতার কারণে করুণা লাভ করেছ, 31 তেমনই তারাও এখন অবাধ্য হয়েছে, যেন তোমরা ঈশ্বরের করুণা লাভ করেছে বলে তারাও একদিন করুণা লাভ করবে। 32 কারণ ঈশ্বর সব মানুষকে অবাধ্যতার কাছে রুদ্ধ করেছেন, যেন তিনি তাদের সকলেরই প্রতি করুণা করতে পারেন। (eleēsē g1653) 33 আহা, ঈশ্বরের প্রজ্ঞার ঐশ্বর্য ও জ্ঞান কত গভীর! তাঁর বিচারসকল কেমন অন্বেষণের অতীত, তাঁর পথসকল অনুসন্ধান করা যায় না! 34 "প্রভুর মন কে জানতে পেরেছে? কিংবা কে তাঁর উপদেষ্টা হয়েছে?" 35 "কে কখন ঈশ্বরকে কিছু দিয়েছে, যে ঈশ্বর তা পরিশোধ করবেন?" 36 কারণ সকল বস্তুর উদ্ভব তাঁর থেকে, তাঁর মাধ্যমে ও তাঁরই জন্য, তাঁরই মহিমা হোক চিরকাল! আমেন। (aiōn g165)

**12** অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা তোমাদের শরীরকে জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে উৎসর্গ করো—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত আরাধনা। 2 আর তোমরা এই জগতের রীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করো না, কিন্তু তোমাদের মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও। তখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যাচাই ও অনুমোদন করতে পারবে, যা উৎকৃষ্ট, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ। (aiōn g165) 3 কারণ যে অনুগ্রহ আমাকে দেওয়া হয়েছে, তার গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: তোমরা নিজেদের সম্বন্ধে যেমন উপযুক্ত, তার থেকে আরও উচ্চ ধারণা পোষণ কোরো না, কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে যে পরিমাণ বিশ্বাস দান করেছেন, সেই অনুযায়ী, সংযমী বিচার দ্বারা নিজের বিষয়ে চিন্তা কোরো। 4 যেমন আমাদের প্রত্যেকের একই শরীরে বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, আর এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজ এক নয়, 5 তেমনই খ্রীষ্টে আমরা, যারা অনেকে, এক দেহ গঠন করি এবং প্রত্যেক সদস্য অপর সদস্যদের প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে যুক্ত। 6 আমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী আমাদের বিভিন্ন বরদান আছে। যদি কোনো মানুষের বরদান হয় ভাববাণী বলা, তাহলে সে তার বিশ্বাসের মাত্রা অনুযায়ী তা ব্যবহার করুক। 7 যদি তা হয় সেবাকাজ করার, তাহলে সে সেবাকাজ করুক; যদি তা হয় শিক্ষাদানের, তাহলে সে শিক্ষাদান করুক; 8 যদি তা হয় উৎসাহদানের, তবে সে উৎসাহ দান করুক। যদি তা হয় অন্যের প্রয়োজনে দান করার, সে উদারভাবে দান করুক; যদি তা হয় নেতৃত্বদানের, সে নিষ্ঠার সঙ্গে শাসন করুক; তা যদি হয় করুণা প্রদর্শনের, সে আনন্দের সঙ্গেই তা করুক। 9 প্রেম অকপট হোক। যা মন্দ, তা ঘৃণা করো, যা ভালো, তার প্রতি আসক্ত হও। 10 প্রেমে তোমরা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হও। নিজেদের থেকেও বেশি একে অপরকে সম্মান করো। 11 কর্ম উদ্যোগে শিথিল হোয়ো না, কিন্তু আত্মায় উদ্দীপিত থেকো ও প্রভুর সেবা করো। 12 প্রত্যাশায় আনন্দ করো, কষ্ট-সংকটে সহিষ্ণু হও, প্রার্থনায় বিশ্বস্ত থেকো। 13 ঈশ্বরভক্তদের অভাবে সাহায্য করো। আতিথেয়তার চর্চা করো। 14 যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের আশীর্বাদ করো; আশীর্বাদ করো, অভিশাপ দিয়ো না। 15 যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ করো; যারা শোক করে, তাদের সঙ্গে শোক করো। 16 পরস্পরের প্রতি তোমরা সমমনা হও। দাম্ভিক হোয়ো না, কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রতি সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক হও। নিজেকে বিজ্ঞ বলে মনে করো না। 17 মন্দের পরিশোধে কারও মন্দ করো না। সকলের দৃষ্টিতে যা ন্যায়সংগত, তা করতে যত্নবান হও। 18 যদি সম্ভব হয়, তোমার পক্ষে যতদূর সাধ্য, সকলের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করো। 19 হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ, তোমরা প্রতিশোধ নিয়ো না, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধের জন্য স্থান ছেড়ে দাও, কারণ একথা লেখা আছে: "প্রতিশোধ নেওয়া আমারই কাজ, আমি প্রতিফল দেব," একথা প্রভু বলেন। 20 বরং, "তোমার শত্রু যদি ক্ষুধার্ত হয়, তাকে খেতে দাও; যদি সে তৃষ্ণার্ত হয়, তাকে পান করার কিছু দাও। এরকম করলে, তুমি তার মাথায় জ্বলন্ত কয়লার স্তূপ চাপিয়ে দেবে।" 21 তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হোয়ো না, বরং উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাস্ত করো।

**13** প্রত্যেকেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের কাছে অবশ্যই বশ্যতাস্বীকার করুক, কারণ ঈশ্বর ব্যতিরেকে কোনও কর্তৃপক্ষের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। যে সমস্ত কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব আছে, সেগুলি ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 2 কাজেই, যে কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, সে ঈশ্বর যা স্থাপন করেছেন, তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, আর যারা তা করে, তারা নিজেদের উপরে শাস্তি নিয়ে আসে। 3 কারণ যারা ন্যায়সংগত কাজ করে, তাদের কাছে নয়, কিন্তু যারা অন্যায় করে, তাদের কাছে শাসকেরা ভীতির কারণস্বরূপ। কর্তৃত্বে যিনি আছেন, তাঁর কাছে তুমি কি নির্ভয় হতে চাও? তাহলে যা ন্যায়সংগত, তাই করো, তিনি তোমার প্রশংসা করবেন। 4 কারণ তোমাদের মঙ্গল করার জন্যই তিনি ঈশ্বরের পরিচারক। কিন্তু তুমি যদি অন্যায় করো, তাহলে ভীত হও, কারণ তিনি বিনা কারণে তরোয়াল ধারণ করেন না। তিনি ঈশ্বরের পরিচারক, দুষ্কৃতীকে শাস্তিদানের জন্য তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি। 5 সেই কারণে, কর্তৃপক্ষের বশ্যতাধীন থাকা আবশ্যিক, কেবলমাত্র সম্ভাব্য শাস্তির জন্য নয়, কিন্তু বিবেকের কারণেও। 6 এজন্যই তোমরা কর দিয়ে থাকো, কারণ কর্তৃপক্ষেরা ঈশ্বরের পরিচারক, যারা তাদের পূর্ণ সময় শাসনকর্মে প্রদান করেন। 7 প্রত্যেকের যা প্রাপ্য, তা তাকে দাও: যাঁকে কর দেওয়ার থাকে, তাঁকে কর দাও; যদি শুল্ক হয়, তাহলে শুল্ক দাও; যদি শ্রদ্ধা হয়, শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো; যদি সম্মান হয়, তাহলে সম্মান করো। 8 তোমরা কারও কাছে কোনো ঋণ কোরো না, কেবলমাত্র পরস্পরের কাছে ভালোবাসার ঋণ কোরো; কারণ যে তার অপরকে ভালোবাসে, সে বিধান পূর্ণরূপে পালন করেছে। 9 "ব্যভিচার কোরো না," "নরহত্যা কোরো না," "চুরি কোরো না," "লোভ কোরো না," এই আজ্ঞাগুলি এবং আরও যে কোনো আজ্ঞা থাকুক না কেন, এই একটি আজ্ঞায় সেসবই সংকলিত হয়েছে, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতোই প্রেম করো।" 10 ভালোবাসা প্রতিবেশীর কোনও অনিষ্ট করে না। সেই কারণে, প্রেম করাই বিধানের পূর্ণতা। 11 আর বর্তমানকাল সম্পর্কে সচেতন হয়ে তোমরা এরকম কোরো। তোমাদের তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠার সময় উপস্থিত হয়েছে, কারণ যখন আমরা প্রথম বিশ্বাস করেছিলাম, তখন থেকে আমাদের পরিত্রাণ আরও এগিয়ে এসেছে। 12 রাত্রি প্রায় অবসান হল, দিন এল বলে। তাই, এসো আমরা অন্ধকারের কাজকর্ম ত্যাগ করে আলোর রণসজ্জা পরিধান করি। 13 এসো, আমরা দিনের আলোর উপযুক্ত শোভন আচরণ করি, রঙ্গরস ও মত্ততায় নয়, যৌনাচার ও লাম্পট্যে নয়, মতবিরোধ ও ঈর্ষায় নয় 14 বরং, তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান করো, রক্তমাংসের অভিলাষ কীভাবে পূর্ণ করবে, সে সম্পর্কে চিন্তা কোরো না।

**14** বিশ্বাসে যে দুর্বল, বিতর্কিত বিষয়গুলিতে তার সমালোচনা না করেই তাকে গ্রহণ করো। 2 একজন ব্যক্তির বিশ্বাস, তাকে সবকিছুই আহার করার অনুমতি দেয়, কিন্তু অপর ব্যক্তি, যার বিশ্বাস দুর্বল, সে কেবলমাত্র শাকসবজি খায়। 3 যে ব্যক্তি সবকিছুই খায়, সে তাকে অবজ্ঞা না করুক যে সবকিছু খায় না, আবার যে সবকিছু খায় না, সে অপর ব্যক্তিকে দোষী না করুক যে সবকিছু খায়, কারণ ঈশ্বর তাকে গ্রহণ করেছেন। 4 তুমি কে, যে অন্য কোনো ব্যক্তির দাসের বিচার করো? সে তার মনিবের কাছে হয় স্থির থাকবে, নয়তো পতিত হবে। আর সে অবশ্য স্থির থাকবে, কারণ প্রভু তাকে স্থির রাখতে সমর্থ। 5 কোনো ব্যক্তি কোনো একটি দিনকে অন্য দিনের চেয়ে বেশি পবিত্র মনে করে। অন্য একজন সবদিনকেই সমান বলে মনে করে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনে দৃঢ়প্রত্যয়ী হোক। 6 কেউ যদি কোনো দিনকে বিশিষ্ট বলে মানে, প্রভুর উদ্দেশেই সে তা করে। যে মাংস খায়, সে প্রভুর উদ্দেশেই খায়, যেহেতু সে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়। 7 কারণ আমরা কেউই কেবলমাত্র নিজের জন্য জীবনধারণ করি না এবং কেউই শুধু নিজের জন্য মৃত্যুবরণ করি না। 8 আমরা যদি জীবিত থাকি, তাহলে প্রভুর উদ্দেশেই জীবিত থাকি; আবার যদি আমরা মৃত্যুবরণ করি, আমরা প্রভুর উদ্দেশেই মৃত্যুবরণ করি। তাই, আমরা জীবিত থাকি বা মৃত্যুবরণ করি, আমরা প্রভুরই থাকি। 9 এই বিশেষ কারণেই, খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন ও পুনর্জীবিত হলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত, উভয়েরই প্রভু হন। 10 তাহলে তুমি কেন অপর বিশ্বাসীর বিচার করো? কিংবা, কেনই বা অপর বিশ্বাসীকে ঘৃণা করো? কারণ আমরা তো সকলেই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াব! 11 এরকম লেখা আছে: "প্রভু বলেন, 'আমার অস্তিত্বের মতোই এ বিষয় নিশ্চিত, প্রত্যেকের জানু আমার সামনে পাতিত হবে, প্রত্যেক জিভ ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করবে।'" 12 সুতরাং, আমাদের প্রত্যেককেই ঈশ্বরের কাছে নিজের নিজের জবাবদিহি করতে হবে। 13 এই কারণে এসো, আমরা পরস্পরের বিচার যেন আর না করি। বরং অপর বিশ্বাসীর চলার পথে কোনো বাধা বা প্রতিবন্ধকতা স্থাপন না করার মানসিকতা গড়ে তোলো। 14 প্রভু যীশুর সঙ্গে

যুক্ত ব্যক্তিরূপে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, কোনো খাবারই স্বাভাবিকভাবে অশুচি নয়। কিন্তু কেউ যদি কোনো বস্তুকে অশুচি বলে মনে করে, তাহলে তার কাছে সেটা অশুচি। 15 তুমি যা খাও, সেই কারণে তোমার ভাই যদি অস্বস্তি বোধ করে, তাহলে তুমি আর প্রেমপূর্ণ আচরণ করছ না। তোমার খাওয়াদাওয়ার জন্য তোমার ভাইয়ের বিনাশের কারণ হোয়ো না, যার জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন। 16 তুমি যা ভালো মনে করো, সেই বিষয়ে তাকে মন্দ কথা বলার সুযোগ দিয়ো না। 17 কারণ ঈশ্বরের রাজ্য ভোজনপানের বিষয় নয়, কিন্তু ধার্মিকতার, শান্তির ও পবিত্র আত্মায় আনন্দের। 18 কারণ এভাবে যে খ্রীষ্টের সেবা করে, সে ঈশ্বরের প্রীতিপাত্র ও মানুষের কাছেও সমর্থনযোগ্য। 19 সেই কারণে, যা শান্তির পথে চালিত করে ও পরস্পরকে গেঁথে তোলে, তা করার জন্য এসো আমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করি। 20 খাদ্যের কারণে ঈশ্বরের কাজ ধ্বংস কোরো না। সমস্ত খাবারই শুচিশুদ্ধ, কিন্তু কেউ যদি এমন খাবার গ্রহণ করে যা অন্যের বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে সেই খাবার গ্রহণ করা অন্যায়। 21 মাংস খাওয়া বা মদ্যপান বা অন্য কোনও কৃতকর্ম, যা অপর বিশ্বাসীর পতনের কারণ হয়, তা না করাই ভালো। 22 তাই, এ সমস্ত বিষয়ে তুমি যা বিশ্বাস করো, তা তোমার ও ঈশ্বরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখো। ধন্য সেই ব্যক্তি, যে নিজে যা অনুমোদন করে, তার জন্য নিজের প্রতি দোষারোপ করে না। 23 কিন্তু যে ব্যক্তির সন্দেহ আছে, সে যদি আহার করে তাহলে সে দোষী সাব্যস্ত হয়, কারণ তার আহার করা বিশ্বাস থেকে হয় না; আর যা কিছু বিশ্বাস থেকে হয় না, তাই পাপ।

**15** আমরা যারা বলবান, আমাদের উচিত দুর্বলদের ব্যর্থতা বহন করা এবং নিজেদের সন্তুষ্ট না করা। 2 আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত প্রতিবেশীকে গঠন করার উদ্দেশে তার মঙ্গলের জন্য তাকে সন্তুষ্ট করা। 3 কারণ, এমনকি খ্রীষ্টও নিজেকে সন্তুষ্ট করলেন না, কিন্তু যেমন লেখা আছে, "যারা তোমাকে অপমান করে, তাদের করা সব অপমান আমার উপরে এসে পড়েছে।" 4 এই কারণে, অতীতে যা কিছু লেখা হয়েছিল, তা আমাদের শিক্ষার জন্যই লেখা হয়েছিল, যেন সহিষ্ণুতা ও শাস্ত্রবাণীর আশ্বাসের মাধ্যমে আমরা প্রত্যাশা লাভ করি। 5 যে ঈশ্বর সহিষ্ণুতা ও আশ্বাস দেন, তিনি তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্যের মনোভাব নিয়ে বাস করার ক্ষমতা প্রদান করুন যা খ্রীষ্ট যীশুর বিশ্বাসীদের পক্ষে মানানসই। 6 তখন তোমরা এক মনে ও একস্বরে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতার মহিমাকীর্তন করতে পারবে। 7 অতএব খ্রীষ্ট যেমন তোমাদের গ্রহণ করেছেন, তেমনই ঈশ্বরের প্রশংসার জন্য তোমরা একে অপরকে গ্রহণ করো। 8 কারণ আমি তোমাদের বলি, খ্রীষ্ট ইহুদিদের দাস হয়ে এসেছিলেন যেন পিতৃপুরুষদের প্রতি ঈশ্বরের দেওয়া প্রতিশ্রুতিসমূহকে প্রমাণ করেন। 9 তিনি এই কারণেও এসেছিলেন যেন অইহুদি জাতিরাও ঈশ্বরের করুণার জন্য তাঁর মহিমাকীর্তন করে, যেমন লেখা আছে: "অতএব, অইহুদি জাতিবৃন্দের মাঝে, আমি তোমার প্রশংসা করব; আমি তোমার নামের উদ্দেশে সংকীর্তন গাইব।" 10 আবার তা বলে, "ওহে অইহুদি জাতিরা, তাঁর প্রজাদের সঙ্গে উল্লসিত হও।" 11 আবারও, "তোমরা সব অইহুদি জাতি, প্রভুর প্রশংসা করো, আর সমস্ত প্রজাবৃন্দ, তোমরাও তাঁর সংকীর্তন করো।" 12 আবার যিশাইয় বলেন, "যিশয়ের মূল অঙ্কুরিত হবে, যিনি সব জাতির উপরে কর্তৃত্ব করতে উত্থিত হবেন, অইহুদিরা তাঁরই উপরে প্রত্যাশা রাখবে।" 13 প্রত্যাশার ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ করুন, যেমন তোমরা তাঁর উপরে বিশ্বাস করো, যেন তোমরা পবিত্র আত্মার পরাক্রমের দ্বারা প্রত্যাশায় উপচে পড়ো। 14 আমার ভাইবোনেরা, আমি নিজে নিশ্চিত যে, তোমরা নিজেরা সদগুণে পূর্ণ, পূর্ণজ্ঞানী ও পরস্পরকে শিক্ষা দেওয়ার যোগ্য। 15 আমি কতগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহসের সঙ্গে তোমাদের কাছে লিখেছি, যেন সেগুলি পুনরায় তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিই। এর কারণ হল, ঈশ্বর আমাকে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, 16 যেন আমি অইহুদিদের কাছে খ্রীষ্ট যীশুর একজন সেবক হই ও ঈশ্বরের সুসমাচার ঘোষণা করার জন্য যাজকীয় কর্তব্য পালন করি। এর পরিণামে, অইহুদিরা যেন পবিত্র আত্মা দ্বারা শুচিশুদ্ধ হয় এবং ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য নৈবেদ্যস্বরূপ হয়। 17 সেই কারণে, আমি ঈশ্বরের জন্য আমার পরিচর্যায় খ্রীষ্ট যীশুতে গর্বপ্রকাশ করি। 18 আমি অন্য কিছু বলার দুঃসাহস করি না, কেবলমাত্র এই বিষয় ছাড়া, যা আমার কথা ও কাজের দ্বারা অইহুদিদের ঈশ্বরের আজ্ঞবহ হওয়ার জন্য চালিত করতে খ্রীষ্ট আমার মাধ্যমে সাধন করেছেন। 19 তিনি তা করেছেন চিহ্নকাজ ও অলৌকিক নিদর্শনের ক্ষমতার দ্বারা ও পবিত্র আত্মার পরাক্রমের দ্বারা। তাই আমি জেরুশালেম থেকে ইল্লুরিকা পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে খ্রীষ্টের সুসমাচার পূর্ণরূপে ঘোষণা করেছি। 20 সবসময়ই এ আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল যে, খ্রীষ্টকে যেখানে প্রচার করা হয়নি, সেখানে সুসমাচার প্রচার করি, যেন আমি অন্য কারও ভিত্তিমূলের উপর নির্মাণ

না করি। 21 বরং, যেমন লেখা আছে: "তাঁর সম্পর্কে যাদের
কাছে বলা হয়নি, তারা দেখতে পাবে, আর যারা শুনতে
পায়নি, তারা বুঝতে পারবে।" 22 এই কারণেই, আমি
তোমাদের কাছে যেতে চেয়েও প্রায়ই বাধা পেয়েছি। 23
কিন্তু এখন, এই সমস্ত অঞ্চলে কাজ করার জন্য, আমার
আর কোনও স্থান নেই এবং যেহেতু আমি বহু বছর যাবৎ
তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আকুল হয়ে আছি,
24 আমি স্পেনে যাওয়ার সময় তা করার পরিকল্পনা
করেছি। ওই পথ অতিক্রম করার সময় আমি আশা করি
তোমাদের পরিদর্শন করব, যেন কিছু সময় তোমাদের
সান্নিধ্য উপভোগের পর তোমরা আমার সেখানে যাওয়ার
ব্যবস্থা করে দাও। 25 এখন, আমি অবশ্য জেরুশালেমের
পবিত্রগণের পরিচর্যা করার জন্য আমার যাত্রাপথে আছি।
26 কারণ জেরুশালেমের পবিত্রগণের মধ্যে যারা দীনদরিদ্র,
তাদের জন্য ম্যাসিডোনিয়া ও আখায়ার লোকেরা কিছু
অনুদান সংগ্রহ করেছিল। 27 তারা খুশি হয়েই এ কাজ
করেছে এবং বাস্তবিকই এই ব্যাপারে তারা ওদের কাছে
ঋণী। কারণ অইহুদিরা যদি ইহুদিদের আত্মিক সব
আশীর্বাদের অংশীদার হয়েছে, তাহলে তাদের পার্থিব
আশীর্বাদসমূহ ভাগ করে দেওয়ার জন্য তারা ইহুদিদের
কাছে ঋণী। 28 তাই, আমি এ কাজ সম্পূর্ণ করার পর এবং
তারা এই ফল প্রাপ্ত হয়েছে, এ বিষয়ে সুনিশ্চিত হওয়ার
পরই আমি স্পেন দেশে যাব ও যাত্রাপথে তোমাদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করব। 29 আমি জানি যে, আমি যখন যাব, তখন
আমি পূর্ণমাত্রায় খ্রীষ্টের আশীর্বাদের সঙ্গেই যাব। 30
ভাইবোনেরা, আমি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কারণে ও
পবিত্র আত্মার প্রেমের কারণে তোমাদের কাছে অনুনয়
করছি, তোমরা আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে
আমার সঙ্গে আমার সংগ্রামে যোগদান করো। 31 প্রার্থনা
করো, আমি যেন যিহূদিয়ার অবিশ্বাসীদের হাত থেকে
উদ্ধারলাভ করি এবং জেরুশালেমে আমার সেবাকাজ যেন
সেখানকার পবিত্রগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। 32 এর
পরিণামে, আমি যেন ঈশ্বরের ইচ্ছায় সানন্দে তোমাদের
কাছে যেতে পারি ও একত্র তোমাদের সঙ্গে প্রাণ জুড়াতে
পারি। 33 শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন।
আমেন।

**16** আমি তোমাদের কাছে কিংক্রিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর
পরিচারিকা, বোন ফৈবীর জন্য সুপারিশ করছি।
2 আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করি, পবিত্রগণের
পক্ষে যেমন উপযুক্ত, তোমরা তেমনই উপায়ে তাঁকে
গ্রহণ করো। তোমাদের কাছে তাঁর কোনও সাহায্যের
প্রয়োজন হলে, তোমরা তাঁকে তা দিয়ো, কারণ তিনি বহু
মানুষের, এমনকি আমারও অনেক উপকার করেছেন।
3 খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহকর্মী প্রিষ্কিল্লা ও আক্বিলাকে
অভিনন্দন জানাও। 4 তাঁরা আমার জন্য প্রাণের ঝুঁকি
নিয়েছিলেন। কেবলমাত্র আমিই নই, কিন্তু অইহুদিদের
সব মণ্ডলীই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। 5 তাঁদের বাড়িতে
সমবেত হওয়া মণ্ডলীকেও অভিনন্দন জানিয়ো। আমার
প্রিয় বন্ধু ইপেনিতকেও অভিবাদন জানিয়ো। তিনি এশিয়া
প্রদেশে সর্বপ্রথম খ্রীষ্টকে গ্রহণ করে পরিবর্তিত হন।
6 মরিয়মকে অভিবাদন জানাও। তিনি তোমাদের জন্য
কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। 7 আমার আত্মীয় আন্দ্রনিক
ও জুনিয়াকে অভিবাদন জানাও, যাঁরা আমারই সঙ্গে
কারাবন্দি ছিলেন। প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যে তাঁরা সুপরিচিত
এবং আমার পূর্বেই তাঁরা খ্রীষ্টের শরণাগত হয়েছেন। 8
আমপ্লিয়াতকে অভিবাদন জানিয়ো, যাঁকে আমি প্রভুতে
ভালোবাসি। 9 খ্রীষ্টে আমাদের সহকর্মী ঊর্বাণ ও আমার
প্রিয় বন্ধু স্তাখুকে অভিবাদন জানিয়ো। 10 আপিল্লিকে
অভিবাদন জানিয়ো। তিনি খ্রীষ্টে পরীক্ষিত হয়ে অনুমোদন
লাভ করেছেন। যারা আরিষ্টবুলের পরিজন, তাঁদেরও
অভিবাদন জানাও। 11 আমার আত্মীয় হেরোদিয়ানকে
অভিবাদন জানাও। যাঁরা প্রভুতে আছেন, সেই নার্কিসের
পরিজনদের অভিনন্দন জানাও। 12 ত্রুফেণা ও ত্রুফোষাকে
অভিবাদন জানাও। এই মহিলারা প্রভুতে কঠোর পরিশ্রম
করেন। অপর এক মহিলা প্রভুতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন,
আমার সেই প্রিয় বন্ধু পার্সিসকে অভিবাদন জানাও। 13
প্রভুতে মনোনীত রূফকে অভিবাদন জানাও, তাঁর মাকেও
জানাও, যিনি আমারও মা। 14 অসুংক্রিত, ফ্লেগন, হার্মি,
পাত্রোবা, হর্মা ও তাঁদের সঙ্গী ভাইবোনেদের অভিবাদন
জানাও। 15 ফিললগ, জুলিয়া, নীরিয় ও তাঁর বোনকে,
অলিম্পাস ও তাঁদের সঙ্গী সমস্ত পবিত্রগণকে অভিবাদন
জানাও। 16 তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে অভিবাদন
জানাও। খ্রীষ্টের সব মণ্ডলী তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
17 ভাইবোনেরা, আমি তোমাদের অনুনয় করছি, তোমরা
যে শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছ, তার বিরোধিতা করে যারা
বিভেদ সৃষ্টি করে ও তোমাদের পথে বাধার সৃষ্টি করে,
তোমরা তাদের চিনে নিয়ো। তাদের থেকে দূরে থেকো।
18 কারণ এই ধরনের লোকেরা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের
দাসত্ব করে না, কিন্তু নিজেদের পেটের দাসত্ব করে।
মধুর কথাবার্তা ও স্তাবকতার দ্বারা তারা সরল মানুষদের
প্রতারিত করে। 19 তোমাদের বাধ্যতার কথা প্রত্যেকেই

জানতে পেরেছে, সেই কারণে আমি তোমাদের জন্য আনন্দে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমি চাই, তোমরা যা ন্যায়সংগত, সে ব্যাপারে বিজ্ঞ এবং যা মন্দ, সে বিষয়ে অমায়িক থাকো। **20** শান্তির ঈশ্বর অচিরেই শয়তানকে তোমাদের পদতলে দলিত করবেন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্তী হোক। **21** আমার সহকর্মী তিমথিও তোমাদের অভিবাদন জানাচ্ছেন ও সেই সঙ্গে লুসিয়াস, যাসোন ও সোষিপাত্র, আমার স্বজনবর্গেরাও জানাচ্ছেন। **22** এই পত্রের লেখক, আমি তর্তিয়, তোমাদের প্রভুতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। **23** আমি ও এখানকার সব মণ্ডলী যাঁর আতিথেয়তা উপভোগ করে, সেই গায়ো তাঁর অভিবাদন জ্ঞাপন করছেন। এই নগরের সরকারি কর্মাধ্যক্ষ ইরাস্ত ও আমাদের ভাই ক্বার্ত, তোমাদের কাছে তাঁদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। **25** যিনি তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ, আমার সুসমাচারের দ্বারা ও যীশু খ্রীষ্ট-বিষয়ক ঘোষণার দ্বারা, অতীতে দীর্ঘকালব্যাপী যা অপ্রকাশিত ছিল, সেই গুপ্তরহস্যের প্রকাশ অনুসারে, **(aiōnios g166)** **26** কিন্তু সম্প্রতি সনাতন ঈশ্বরের আদেশের দ্বারা প্রকাশিত ও ভাববাণীমূলক রচনাসমূহের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে, যেন সব জাতি বিশ্বাস করে ও তাঁর আজ্ঞাবহ হয়— **(aiōnios g166)** **27** সেই একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের মহিমা চিরকাল ধরে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে কীর্তিত হোক! আমেন। **(aiōn g165)**

# ১ম করিন্থীয়

**1** পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর আহূত প্রেরিতশিষ্য
ও আমাদের ভাই সোস্থিনি, **2** করিন্থে অবস্থিত ঈশ্বরের
মণ্ডলীর প্রতি, খ্রীষ্ট যীশুতে যাদের শুচিশুদ্ধ ও পবিত্ররূপে
আহ্বান করা হয়েছে তাদের প্রতি, সেই সঙ্গে যারা সর্বত্র
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে, তাদের সকলের
প্রতি; তিনি তাদের ও আমাদেরও প্রভু। **3** আমাদের পিতা
ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের
প্রতি বর্তুক। **4** খ্রীষ্ট যীশুতে যে অনুগ্রহ তোমাদের দেওয়া
হয়েছে, সেজন্য আমি প্রতিনিয়ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।
**5** কারণ তাঁতেই তোমরা—তোমাদের সমস্ত কথাবার্তায়
ও তোমাদের সমস্ত জ্ঞানে—সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ হয়েছ।
**6** কারণ খ্রীষ্ট সম্পর্কে আমাদের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে
স্বীকৃত হয়েছে। **7** এই কারণে যখন তোমরা আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছ,
তোমাদের মধ্যে কোনও আত্মিক বরদানের অভাব ঘটেনি।
**8** তিনিই শেষ পর্যন্ত তোমাদের সবল রাখবেন, যেন
তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিনে অনিন্দনীয়
থাকতে পারো। **9** ঈশ্বর, যিনি তাঁর পুত্র, আমাদের প্রভু,
যীশু খ্রীষ্টের সহভাগিতায় তোমাদের আহ্বান করেছেন,
তিনি বিশ্বাসযোগ্য। **10** ভাইবোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের নামে তোমাদের কাছে নিবেদন করছি, তোমরা
সকলে পরস্পর অভিন্নমত হও, যেন তোমাদের মধ্যে
কোনোরকম দলাদলি না হয় এবং তোমরা যেন মনে ও
চিন্তায় সম্পূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকো। **11** আমার ভাইবোনরা,
ক্লোয়ীর পরিজনদের মধ্যে কয়েকজন আমাকে এই সংবাদ
দিয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ আছে। **12**
আমি যা বলতে চাই, তা হল এই: তোমাদের মধ্যে একজন
বলে, "আমি পৌলের অনুসারী," অন্য একজন বলে, "আমি
আপল্লোর অনুসারী," আরও একজন বলে, "আমি কৈফার
অনুসারী"; এছাড়াও অন্য একজন বলে, "আমি খ্রীষ্টের
অনুসারী।" **13** খ্রীষ্ট কি বিভাজিত হয়েছেন? পৌল কি
তোমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে? তোমরা কি পৌলের
নামে বাপ্তাইজিত হয়েছ? **14** আমি ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ
যে, ক্রীস্প ও গায়ো ছাড়া তোমাদের মধ্যে আমি কাউকে
বাপ্তিস্ম দিইনি, **15** তাই কেউই বলতে পারে না যে, তোমরা
আমার নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছ। **16** (হ্যাঁ, আমি স্তেফানার
পরিজনদেরও বাপ্তিস্ম দিয়েছি, এছাড়া আর কাউকে যে
আমি বাপ্তিস্ম দিয়েছি, তা আমার মনে পড়ে না।) **17**
কারণ খ্রীষ্ট আমাকে বাপ্তিস্ম দেওয়ার জন্য পাঠাননি, কিন্তু
সুসমাচার প্রচারের জন্য—কিন্তু তা মানবিক জ্ঞানের বাক্য
দিয়ে নয় কারণ এতে খ্রীষ্টের ক্রুশের পরাক্রম ক্ষুণ্ণ হয়।
**18** কারণ যারা ধ্বংস হচ্ছে সেই ক্রুশের বার্তা তাদের কাছে
মূর্খতা, কিন্তু আমরা যারা পরিত্রাণ লাভ করছি, এই বাক্য
হল ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ। **19** কারণ একথা লেখা আছে:
"আমি জ্ঞানীদের জ্ঞান নষ্ট করব, বুদ্ধিমানদের বুদ্ধি ব্যর্থ
করব।" **20** জ্ঞানবান মানুষ কোথায়? বিধানের শিক্ষকই
বা কোথায়? এই যুগের দার্শনিক কোথায়? ঈশ্বর কি
জগতের জ্ঞানকে মূর্খতায় পরিণত করেননি? **(aiōn g165)**
**21** কারণ, যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান অনুসারে জগৎ তার জ্ঞানে
তাঁকে জানতে পারেনি, তাই যা প্রচারিত হয়েছিল সেই
মূর্খতার মাধ্যমে যারা বিশ্বাস করে ঈশ্বর তাদের পরিত্রাণ
দিতে প্রীত হলেন। **22** ইহুদিরা অলৌকিক বিভিন্ন চিহ্ন
দাবি করে এবং গ্রিকেরা জ্ঞানের খোঁজ করে, **23** কিন্তু
আমরা ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি; তিনি ইহুদিদের কাছে
প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ ও অইহুদিদের কাছে মূর্খতাস্বরূপ।
**24** কিন্তু ইহুদি ও গ্রিক নির্বিশেষে, ঈশ্বর যাদের আহ্বান
করেছেন, তাদের কাছে খ্রীষ্টই হলেন ঈশ্বরের পরাক্রম ও
ঈশ্বরের জ্ঞান। **25** কারণ ঈশ্বরের মূর্খতা মানুষের জ্ঞান
থেকেও বেশি জ্ঞানসম্পন্ন এবং ঈশ্বরের দুর্বলতা মানুষের
শক্তি থেকেও বেশি শক্তিশালী। **26** ভাইবোনেরা, ভেবে
দেখো, যখন তোমাদের আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা
কী ছিলে? মানবিক মানদণ্ড অনুসারে, তোমরা অনেকেই
জ্ঞানী ছিলে না; অনেকেই প্রভাবশালী ছিলে না; অনেকেই
অভিজাত বংশীয় ছিলে না। **27** কিন্তু ঈশ্বর জগতের মূর্খ
বিষয়গুলি মনোনীত করলেন, যেন জ্ঞানীদের লজ্জা দেন;
ঈশ্বর জগতের দুর্বল বিষয়গুলি মনোনীত করলেন, যেন
শক্তিসম্পন্ন বিষয়গুলিকে লজ্জিত করেন। **28** তিনি জগতের
যা কিছু নিচুস্তরের, যা কিছু তুচ্ছ, আবার যেসব বিষয়
কিছুই নয়, সেইসব বিষয় মনোনীত করলেন, যেন যা কিছু
আছে সেগুলিকে নাকচ করেন, **29** যেন কোনো মানুষ তাঁর
সামনে গর্ব করতে না পারে। **30** তাঁরই কারণে তোমরা
খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি আমাদের জন্য হয়েছেন ঈশ্বর
থেকে জ্ঞান—অর্থাৎ, আমাদের ধার্মিকতা, পবিত্রতা ও
মুক্তি। **31** অতএব, যেমন লেখা আছে, "যে গর্ব করে, সে
প্রভুতেই গর্ব করুক।"

**2** ভাইবোনেরা, আমি যখন তোমাদের কাছে গিয়েছিলাম,
আমি কোনো বাক্যের অলংকার ব্যবহার বা জ্ঞানের
উৎকৃষ্টতায় তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সাক্ষ্য ঘোষণা করতে
যাইনি। **2** কারণ আমি মনস্থির করেছিলাম, তোমাদের

সঙ্গে থাকার সময়, আমি যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ
বলে জানা ছাড়া আর কিছুই জানতে চাইব না। 3 আমি
দুর্বলতায় ও ভয়ে এবং মহাকম্পিত হয়ে তোমাদের কাছে
গিয়েছিলাম। 4 আমার বার্তা ও আমার প্রচার কোনও
জ্ঞানের বা প্রেরণা দেওয়ার বাক্যযুক্ত ছিল না, কিন্তু ছিল
পবিত্র আত্মার পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত, 5 যেন তোমাদের
বিশ্বাস মানবীয় জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে ঈশ্বরের
পরাক্রমের উপরে হয়। 6 যারা পরিণত তাদের কাছে
আমরা জ্ঞানের কথা বলে থাকি, তা কিন্তু এই যুগের জ্ঞান
অনুযায়ী নয় বা এই যুগের শাসকদেরও নয়, যারা ক্রমেই
মূল্যহীন হয়ে পড়ছেন। (aiōn g165) 7 না, আমরা ঈশ্বরের
গোপন জ্ঞানের কথা বলি, যে নিগূঢ়তত্ত্ব গুপ্ত ছিল, যা সময়
শুরু হওয়ার আগেই ঈশ্বর আমাদের মহিমার জন্য নির্দিষ্ট
করে রেখেছিলেন। (aiōn g165) 8 এই যুগের শাসকদের
কেউই তা বুঝতে পারেননি, কারণ যদি পারতেন, তাহলে
তাঁরা মহিমার প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করতেন না। (aiōn g165)
9 কিন্তু, যেমন লেখা আছে, "কোনো চোখ যা দেখেনি,
কোনো কান যা শোনেনি, কোনো মানুষের মনে যা আসেনি,
যারা তাঁকে ভালোবাসে, ঈশ্বর তাদের জন্য তাই প্রস্তুত
করেছেন।" 10 কিন্তু ঈশ্বর, তাঁর আত্মার দ্বারা, সেসব
আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আত্মা সকল বিষয়ের,
এমনকি, ঈশ্বরের নিগূঢ় বিষয়গুলিও অনুসন্ধান করেন।
11 কারণ মানুষের অন্তরের আত্মা ছাড়া কোনো মানুষের
চিন্তা কে জানতে পারে? একইভাবে, ঈশ্বরের চিন্তাভাবনা
ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না। 12
আমরা জগতের আত্মাকে লাভ করিনি, কিন্তু লাভ করেছি
সেই আত্মাকে, যিনি ঈশ্বর থেকে নির্গত হয়েছেন, যেন
আমরা বুঝতে পারি, ঈশ্বর বিনামূল্যে আমাদের কী দান
করেছেন। 13 আমরা একথাই বলি, মানুষের জ্ঞান দ্বারা
আমাদের শেখানো ভাষায় নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা
শেখানো ভাষায়, যা আত্মিক বিভিন্ন সত্যকে আত্মিক
ভাষায় ব্যক্ত করে। 14 প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মা
থেকে আগত বিষয়গুলি গ্রহণ করতে পারে না, কারণ
সেসব তার কাছে মূর্খতা। সে সেগুলি বুঝতেও পারে না,
কারণ সেগুলিকে আত্মিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে
হয়। 15 আত্মিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ সব বিষয়েরই বিচার
করে, কিন্তু সে স্বয়ং কোনো মানুষের বিচারাধীন হয় না। 16
"কারণ প্রভুর মন কে জানতে পেরেছে, যে তাঁকে পরামর্শ
দান করতে পারে?" কিন্তু খ্রীষ্টের মন আমাদের আছে।

**3** ভাইবোনেরা, আমি তোমাদের আত্মিক চেতনা সম্পন্ন
মানুষরূপে সম্বোধন করতে পারিনি, কিন্তু করেছি
জাগতিক মানুষরূপে—খ্রীষ্টে নিতান্তই শিশুদের মতো। 2
আমি তোমাদের দুধ পান করতে দিয়েছি, কঠিন খাবার
নয়, কারণ তার জন্য তখনও তোমরা প্রস্তুত ছিলে না। 3
তোমরা এখনও জাগতিকমনা রয়েছ। কারণ তোমাদের
মধ্যে, যেহেতু ঈর্ষা ও কলহবিবাদ রয়েছে, তা কি প্রমাণ
করে না যে, তোমাদের মধ্যে এখনও জাগতিক প্রবৃত্তি
রয়েছে? তোমরা কি নিতান্তই জাগতিক মানুষের মতো
আচরণ করছ না? 4 কারণ যখন একজন বলে, "আমি
পৌলের অনুসারী," অন্যজন, "আমি আপল্লোর অনুসারী,"
তাহলে তোমরা কি নিতান্তই সাধারণ মানুষ নও? 5 তাহলে
আপল্লো কে? আর পৌল-ই বা কে? কেবল পরিচারক
মাত্র, যাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ—যেমন প্রভু
তাদের প্রত্যেকের উপরে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। 6
আমি বীজবপন করেছি, আপল্লো এতে জল দিয়েছেন,
কিন্তু ঈশ্বর তা বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছেন। 7 তাই, যে
বীজবপন করেছে সে কিছু নয়, যে জল দিয়েছে সেও
কিছু নয়, কিন্তু কেবলমাত্র ঈশ্বর, যিনি সবকিছু বৃদ্ধি পেতে
সাহায্য করেন। 8 যে বীজবপন করে এবং যে জল দেয়,
তাদের উদ্দেশ্য একই থাকে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি, যে
যেমন পরিশ্রম করে, সেই অনুযায়ী পুরস্কৃত হবে। 9 কারণ,
আমরা ঈশ্বরের সহকর্মী; তোমরা ঈশ্বরের জমি, ঈশ্বরেরই
ভবন। 10 ঈশ্বর আমাকে যে অনুগ্রহ-দান করেছেন, তার
দ্বারা এক দক্ষ স্থপতির মতো আমি এক ভিত্তিমূল স্থাপন
করেছি, আর অন্য কেউ তার উপর নির্মাণকাজ করছে।
কিন্তু প্রত্যেককে সতর্ক থাকবে হবে যে, সে কীভাবে নির্মাণ
করছে। 11 কারণ ইতিমধ্যেই যে ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়েছে,
তা ছাড়া অন্য কোনও ভিত্তিমূল আর কেউ স্থাপন করতে
পারে না। সেই ভিত্তিমূল হল যীশু খ্রীষ্ট। 12 কেউ যদি এই
ভিত্তিমূলের উপরে সোনা, রুপো, মণিমাণিক্য, কাঠ, খড়
বা নাড়া দিয়ে নির্মাণ করে, 13 তার কাজের যথার্থ রূপ
প্রকাশ করা হবে, কারণ সেদিনই তা আলোতে প্রকাশ
করবে। আগুনের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হবে এবং আগুন
প্রত্যেক মানুষের কাজের গুণমান যাচাই করবে। 14 সে যা
নির্মাণ করেছে, তা যদি থেকে যায়, সে তার পুরস্কার লাভ
করবে। 15 যদি তা আগুনে পুড়ে যায় তাহলে সে ক্ষতিগ্রস্ত
হবে। সে নিজে রক্ষা পাবে, কিন্তু কেবলমাত্র আগুনের
শিখা থেকে উত্তীর্ণ মানুষের মতো। 16 তোমরা কি জানো
না যে তোমরা নিজেরাই হলে ঈশ্বরের মন্দির এবং ঈশ্বরের
আত্মা তোমাদের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন? 17 কেউ যদি

ঈশ্বরের মন্দির ধ্বংস করে, ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন, কারণ ঈশ্বরের মন্দির শুচিশুদ্ধ এবং তোমরাই হলে সেই মন্দির। 18 তোমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা কোরো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এই যুগের মানদণ্ড অনুসারে নিজেকে জ্ঞানী বলে ভাবে, তাকে "মূর্খ" হতে হবে, যেন সে জ্ঞানী হতে পারে। (aiōn g165) 19 কারণ ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এই জগতের জ্ঞান মূর্খতামাত্র। যেমন লেখা আছে: "জ্ঞানীদের তিনি তাদের ধূর্ততায় ধরে ফেলেন," 20 আবার, "প্রভু জানেন যে, জ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা অসার।" 21 তাহলে, কোনো মানুষ সম্পর্কে কেউ যেন আর গর্ব না করে! সব বিষয়ই তোমাদের জন্য, 22 পৌল হোক বা আপল্লো বা কৈফা বা জগৎ বা জীবন বা মৃত্যু বা বর্তমানকাল বা ভাবীকাল—সবকিছুই তোমাদের, 23 আর তোমরা খ্রীষ্টের ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরের।

**4** তাহলে, লোকেরা আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টের পরিচারক ও ঈশ্বরের গোপন বিষয়সমূহের ধারক বলে মনে করুক। 2 এখন, যাকে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তার বিশ্বস্ততা প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। 3 তোমাদের কাছে, কিংবা মানুষের কোনও আদালতে যদি আমার বিচার হয়, আমি তা নগণ্য বিষয় বলেই মনে করি। প্রকৃতপক্ষে, আমি নিজেরও বিচার করি না। 4 আমার বিবেক পরিষ্কার, কিন্তু তা আমাকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে না। যিনি আমার বিচার করেন, তিনি প্রভু। 5 অতএব, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তোমরা কোনো কিছুরই বিচার কোরো না। প্রভুর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করো। অন্ধকারে যা গুপ্ত আছে, তা তিনি আলোয় নিয়ে আসবেন এবং সব মানুষের হৃদয়ের অভিপ্রায় উদ্‌ঘাটিত করবেন। সেই সময় প্রত্যেকে ঈশ্বর থেকে তার প্রশংসা লাভ করবে। 6 এখন ভাইবোনেরা, আমি তোমাদের উপকারের জন্য এ সমস্ত বিষয় নিজের ও আপল্লোর উপরে প্রয়োগ করেছি, যেন তোমরা আমাদের কাছ থেকে এই প্রবচনের অর্থ শিখতে পারো, "যা লেখা আছে, তা অতিক্রম কোরো না।" তখন তোমরা কোনো একজনের পক্ষে আর অন্য কারও বিপক্ষে গর্ব করতে পারবে না। 7 কারণ কে তোমাদের অন্য কারও চেয়ে বিশিষ্ট করেছে? তোমাদের এমন কী আছে যা ঈশ্বর তোমদের দান করেননি? আর যদি তা পেয়েছ, তাহলে নিজেরা তা অর্জন করেছ ভেবে গর্ব করো কেন? 8 তোমরা যা চাও, ইতিমধ্যে তা তোমাদের কাছে আছে। তোমরা এরই মধ্যে সম্পদশালী হয়েছ! তোমরা রাজা হয়েছ—তাও আমাদের বাদ দিয়েই! আমি কত না ইচ্ছা করি যে তোমরা সত্যিসত্যিই রাজা হয়ে ওঠো, যেন আমরাও তোমাদের সঙ্গে রাজা হতে পারি! 9 কিন্তু আমার মনে হয়, শোভাযাত্রার শেষে বধ্যভূমিতে মৃত্যুদণ্ড পাওয়া ব্যক্তিদের মতো, ঈশ্বর আমাদের, অর্থাৎ প্রেরিতশিষ্যদের দর্শনীয় বস্তুরূপে প্রদর্শন করছেন। আমরা সমস্ত বিশ্ব, স্বর্গদূত ও সেই সঙ্গে সব মানুষের কাছে উপহাসের পাত্র হয়েছি। 10 আমরা খ্রীষ্টের জন্য মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে কত বুদ্ধিমান! আমরা দুর্বল, কিন্তু তোমরা সবল! তোমরা সম্মানিত, আমরা অপমানিত! 11 এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে আছি, আমাদের পোশাক জীর্ণ, আমাদের প্রতি নির্মম ব্যবহার করা হয়েছে, আমরা গৃহহীন। 12 আমরা নিজেদের হাত দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করি। আমাদের অভিশাপ দেওয়া হলে, আমরা আশীর্বাদ করি, যখন আমাদের নির্যাতন করা হয়, আমরা সহ্য করি। 13 আমাদের যখন নিন্দা করা হয়, আমরা নম্রতায় তার উত্তর দিই। এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা সমাজের আবর্জনা, জগতের জঞ্জাল হয়ে আছি। 14 তোমাদের লজ্জা দেওয়ার জন্য আমি এই পত্র লিখছি না, কিন্তু আমার প্রিয় সন্তানতুল্য মনে করে তোমাদের সতর্ক করার জন্যই লিখছি। 15 খ্রীষ্টে যদিও তোমাদের দশ হাজার অভিভাবক থাকে কিন্তু তোমাদের অনেক পিতা থাকতে পারে না, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে সুসমাচারের মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্ম দিয়েছি। 16 সেই কারণে, আমি তোমাদের কাছে অনুনয় করি, তোমরা আমাকে অনুকরণ করো। 17 এই উদ্দেশ্যে আমি আমার পুত্রসম তিমথিকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, যাঁকে আমি ভালোবাসি; তিনি প্রভুতে বিশ্বস্ত। তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে আমার জীবনযাপনের কথা তোমাদের মনে করিয়ে দেবেন, যা আমি সর্বত্র প্রতিটি মণ্ডলীতে আমি যা শিক্ষা দিই তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। 18 তোমাদের কাছে আমি আসব না মনে করে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ উদ্ধত হয়ে উঠেছে। 19 কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা হলে, খুব শীঘ্রই আমি তোমাদের কাছে যাব। তখন এই উদ্ধত লোকেরা কীভাবে কথা বলছে, শুধু তাই নয়, তাদের ক্ষমতা কতটুকু, তাও আমি দেখব। 20 কারণ ঈশ্বরের রাজ্য কথা বলার বিষয় নয়, কিন্তু পরাক্রমের। 21 তোমরা কী চাও? তোমাদের কাছে আমি কি চাবুক নিয়ে যাব, না ভালোবাসায় ও কোমল মানসিকতার সঙ্গে যাব?

**5** আমাকে বাস্তবিকই এরকম সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে অনৈতিক যৌনাচার রয়েছে, আর তা এমনই ধরনের যা পরজাতীয়দের মধ্যেও দেখা যায় না। এক ব্যক্তি তার বিমাতার সঙ্গে সহবাস করছে। 2

আর তোমরা গর্ব করছ? তোমাদের কি দুঃখে ভারাক্রান্ত হওয়া এবং যে লোকটি এ কাজ করেছে, তাকে তোমাদের সহভাগিতা থেকে বহিষ্কার করা উচিত ছিল না? 3 আমি যদিও সশরীরে তোমাদের মধ্যে নেই, তবুও আত্মায় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আর আমি ইতিমধ্যে একজন উপস্থিত ব্যক্তির মতোই সেই ব্যক্তির বিচার করেছি যে এমন করেছে। 4 তোমরা যখন প্রভু যীশুর নামে সমবেত হও এবং আমিও আত্মায় তোমাদের সঙ্গে থাকি ও প্রভু যীশুর পরাক্রম উপস্থিত থাকে, 5 সেই ব্যক্তিকে শয়তানের হাতে সমর্পণ কোরো, যেন তার পাপময় চরিত্রের বিনাশ হয় ও তার আত্মা আমাদের প্রভু যীশুর দিনে রক্ষা পায়। 6 তোমাদের গর্ব করা ভালো নয়। তোমরা কি জানো না যে, সামান্য খামির ময়দার সমস্ত তালকেই খামিরময় করতে পারে? 7 তোমরা পুরোনো খামির দূর করে দাও, যেন এক নতুন তাল হতে পারো, যার মধ্যে খামির থাকবে না—প্রকৃতপক্ষে যেমন তোমরা আছ। কারণ খ্রীষ্ট, আমাদের নিস্তারপর্বীয় মেষশাবক বলিরূপে উৎসর্গীকৃত হয়েছেন। 8 তাই এসো, আমরা পুরোনো খামির দিয়ে নয়, যা হিংসা ও দুষ্টতার খামির, বরং খামিরশূন্য রুটি দিয়ে, যা সরলতা ও সত্যের খামির, তা দিয়ে পর্বটি পালন করি। 9 আমার পত্রে আমি লিখেছিলাম, তোমরা যেন অনৈতিক যৌন-সংসর্গকারীদের সঙ্গে যুক্ত না থাকো— 10 তার অর্থ এই নয় যে, এ জগতের সব লোক, যারা নীতিভ্রষ্ট বা লোভী বা প্রতারক কিংবা প্রতিমাপূজক, তাদের সংসর্গ ত্যাগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে তোমাদের এ জগৎ পরিত্যাগ করতে হবে। 11 কিন্তু এখন আমি তোমাদের লিখছি, বিশ্বাসী নামে পরিচয় দিয়ে যে ব্যক্তি বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গে লিপ্ত থাকে, অথবা লোভী, প্রতিমাপূজক বা পরনিন্দুক, মদ্যপ বা প্রতারক হয়, তার সঙ্গ অবশ্যই ত্যাগ করবে। এ ধরনের মানুষের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া পর্যন্ত করবে না। 12 মণ্ডলীর বাইরের লোকেদের বিচার করায় আমার কাজ কী? ভিতরের লোকদের বিচার করা কি তোমাদের দায়িত্ব নয়? 13 বাইরের লোকদের বিচার ঈশ্বর করবেন। "তোমরা ওই দুষ্ট ব্যক্তিকে তোমাদের মধ্য থেকে দূর করে দাও।"

**6** তোমাদের মধ্যে কারও যদি অন্যজনের সঙ্গে বিবাদ থাকে, সে কি তা বিচারের জন্য পবিত্রগণের কাছে না নিয়ে গিয়ে অবিশ্বাসীদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সাহস দেখায়? 2 তোমরা কি জানো না যে, পবিত্রগণেরা জগতের বিচার করবেন? আর যদি তোমরা জগতের বিচার করতে যাচ্ছ, তাহলে তোমরা কি এই সামান্য বিষয়গুলিও বিচার করার যোগ্য নও? 3 তোমরা কি জানো না যে, আমরা স্বর্গদূতদেরও বিচার করব? তাহলে, এই জীবন সংক্রান্ত বিষয়ের বিচার আরও কতই না বেশি করব! 4 অতএব, এই সমস্ত বিষয়ে যদি তোমাদের মধ্যে বিবাদ থাকে, তাহলে মণ্ডলীতে যারা কিছুরই মধ্যে গণ্য নয়, তাদেরই কি বিচারকের আসনে বসিয়ে থাকো? 5 তোমাদের লজ্জা দেওয়ার উদ্দেশে আমি একথা বলছি। বিশ্বাসীদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে নিষ্পত্তি করার মতো যথেষ্ট বিচক্ষণ ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে কেউ নেই, এও কি সম্ভব? 6 কিন্তু এর পরিবর্তে, এক ভাই অপর এক ভাইয়ের বিরুদ্ধে আইনের দ্বারস্থ হচ্ছে—তাও আবার অবিশ্বাসীদের সামনেই! 7 তোমাদের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমা থাকার অর্থ, তোমরা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছ। এর চেয়ে বরং অন্যায় সহ্য করো বা প্রতারিত হও। 8 কিন্তু তার পরিবর্তে, তোমরা নিজেরাই প্রতারণা ও অন্যায় করছ, আবার এসব তোমাদের সহ-বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধেই করছ। 9 তোমরা কি জানো না, যে যারা অধার্মিক, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার লাভ করবে না? তোমরা বিভ্রান্ত হোয়ো না। কারণ যারা বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গকারী, বা প্রতিমাপূজক, বা ব্যভিচারী, বা সমকামী 10 বা চোর বা লোভী বা মদ্যপ বা কুৎসা-রটনাকারী বা পরধনগ্রাহী, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার লাভ করবে না। 11 আর তোমরাও কেউ কেউ সেইরকমই ছিলে, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ধৌত হয়েছ, শুচিশুদ্ধ হয়েছ ও নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়েছ। 12 "সবকিছু করা আমার পক্ষে নিয়মসংগত," কিন্তু সবকিছুই আমার জন্য উপকারী নয়। "সবকিছু করা আমার পক্ষে নিয়মসংগত," কিন্তু কোনো কিছুই আমার উপরে কর্তৃত্ব করবে না। 13 "পেটের জন্য খাদ্য এবং খাদ্যের জন্য পেট," কিন্তু ঈশ্বর এই উভয়কেই ধ্বংস করবেন। দেহ অবৈধ সংসর্গের জন্য নয়, কিন্তু প্রভুর জন্য এবং প্রভু দেহের জন্য। 14 ঈশ্বর তাঁর পরাক্রমের দ্বারা প্রভুকে মৃত্যু থেকে উত্থাপিত করেছেন এবং তিনি আমাদেরও উত্থাপিত করবেন। 15 তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের দেহ স্বয়ং খ্রীষ্টেরই অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গগুলিকে নিয়ে কোনো বেশ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করব? কখনোই নয়! 16 তোমরা কি জানো না, যে নিজেকে বেশ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করে, সে তার সঙ্গে এক দেহ হয়? কারণ এরকম বলা হয়েছে, "সেই দুজন একাঙ্গ হবে।" 17 কিন্তু যে নিজেকে প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত করে, সে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়। 18 তোমরা অবৈধ সংসর্গ থেকে

পালিয়ে যাও। কোনো মানুষ অন্য যেসব পাপাচারে লিপ্ত হয়, তার সঙ্গে দেহের কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু যে যৌন-পাপ করে, সে তার নিজের দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে। 19 তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন, যাঁকে তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছ? 20 তোমরা আর তোমাদের নিজের নও, তোমাদের মূল্য দিয়ে কিনে নেওয়া হয়েছে। অতএব, তোমাদের দেহ দিয়ে তোমরা ঈশ্বরের গৌরব করো।

**7** এখন যেসব বিষয়ে তোমরা লিখেছ: "বিবাহ না করা পুরুষের পক্ষে মঙ্গলজনক।" 2 কিন্তু যৌনাচার এত বেশি যে, প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে তার নিজের স্ত্রী ও প্রত্যেক নারীর পক্ষে তার নিজের স্বামী থাকা উচিত। 3 স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পালন করুক ও একইভাবে স্ত্রীও তার স্বামীর প্রতি তা করুক। 4 স্ত্রীর দেহ কেবলমাত্র তার নিজের অধিকারভুক্ত নয়, কিন্তু তার স্বামীরও। একইভাবে, স্বামীর দেহ কেবলমাত্র তার অধিকারভুক্ত নয়, কিন্তু তার স্ত্রীরও। 5 পরস্পরের সম্মতি ছাড়া কেউ কাউকে বঞ্চিত কোরো না, কিন্তু প্রার্থনায় নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য কিছু সময় পৃথক থাকতে পারো। তারপর পুনরায় একত্র মিলিত হবে, যেন তোমাদের আত্মসংযমের অভাবে শয়তান তোমাদের প্রলোভনে ফেলতে না পারে। 6 আমি একথা আদেশরূপে নয়, কিন্তু কিছু সুবিধা দেওয়ার জন্য বলছি। 7 আমার ইচ্ছা, যদি সব মানুষই আমার মতো থাকতে পারত! কিন্তু প্রত্যেকজন ঈশ্বরের কাছ থেকে তার নিজস্ব বরদান লাভ করেছে, একজনের এক ধরনের বরদান, অপরজনের অন্য ধরনের। 8 এখন অবিবাহিত ও বিধবাদের সম্পর্কে আমি বলি, তারা যদি আমার মতো অবিবাহিত থাকে, তাহলে তাদেরই পক্ষে মঙ্গল। 9 কিন্তু যদি তারা নিজেদের সংযত রাখতে না পারে, তারা বিবাহ করুক, কারণ কামনার আগুনে দগ্ধ হওয়ার চেয়ে বরং বিবাহ করা ভালো। 10 বিবাহিতদের প্রতি আমি এই আদেশ দিই, আমি নই, বরং প্রভুই দিচ্ছেন, কোনো স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন না হোক। 11 কিন্তু যদি সে তা করে, সে অবশ্যই অবিবাহিত থাকবে, নয়তো সে তার স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হবে। আবার কোনো স্বামীও তার স্ত্রীকে অবশ্যই ত্যাগ করবে না। 12 বাকিদের সম্পর্কে আমি একথা বলি (আমি, প্রভু নন), কোনো ভাইয়ের যদি অবিশ্বাসী স্ত্রী থাকে ও সে তার সঙ্গে বসবাস করতে চায়, সেই ভাইয়ের পক্ষে তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। 13 আবার কোনো নারীর যদি অবিশ্বাসী স্বামী থাকে ও সে তার সঙ্গে বসবাস করতে চায়, সেই নারীর পক্ষেও তাকে ত্যাগ করা উচিত নয়। 14 কারণ সেই অবিশ্বাসী স্বামী, তার স্ত্রীর মাধ্যমে শুচিশুদ্ধ হয়েছে এবং সেই অবিশ্বাসী স্ত্রী, তার বিশ্বাসী স্বামীর মাধ্যমে শুচিশুদ্ধ হয়েছে। তা না হলে তোমাদের ছেলেমেয়েরা অশুচি বলে গণ্য হত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা পবিত্র। 15 কিন্তু অবিশ্বাসী যদি চলে যায়, তাকে তাই করতে দাও। কোনো বিশ্বাসী ভাই বা বোন, এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ নয়। ঈশ্বর আমাদের শান্তিতে বসবাস করার জন্য আহ্বান করেছেন। 16 হে স্ত্রী, তুমি জানো না যে, তোমার মাধ্যমেই তোমার স্বামী হয়তো পরিত্রাণ লাভ করবে অথবা হে স্বামী, তুমিও জানো না যে, তোমার মাধ্যমেই হয়তো তোমার স্ত্রী পরিত্রাণ পাবে! 17 তা সত্ত্বেও, প্রভু যার প্রতি যেমন কর্তব্যভার নির্দিষ্ট করেছেন ও যার জন্য ঈশ্বর তাকে আহ্বান করেছেন, প্রত্যেকে জীবনে সেই স্থান ধরে রাখুক। সমস্ত মণ্ডলীতে আমি এই নিয়মই স্থাপন করে থাকি। 18 সুন্নত হওয়ার পরে কি কাউকে আহ্বান করা হয়েছিল? তবে সে যেন সুন্নতহীন না হয়। সুন্নতহীন অবস্থায় কি কাউকে আহ্বান করা হয়েছিল? তবে সে যেন সুন্নত না হয়। 19 সুন্নত কিছু নয় এবং সুন্নতহীন হওয়াও কিছু নয়, ঈশ্বরের আদেশপালনই হল আসল বিষয়। 20 ঈশ্বরের আহ্বান পাওয়ার সময়ে কোনো ব্যক্তি যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থাতেই থাকুক। 21 তোমাকে যখন আহ্বান করা হয়, তখন তুমি কি ক্রীতদাস ছিলে? তা তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না করুক। অবশ্য যদি তুমি স্বাধীনতা অর্জন করতে পারো তবে তাই করো। 22 কারণ প্রভুর আহ্বান লাভের সময় যে ব্যক্তি ছিল দাস, সে প্রভুতে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি। একইভাবে, আহ্বান লাভের সময় যে ব্যক্তি স্বাধীন ছিল, সে খ্রীষ্টের ক্রীতদাস। 23 মূল্যের বিনিময়ে তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে, তোমরা মানুষদের ক্রীতদাস হোয়ো না। 24 ভাইবোনেরা, ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে যে অবস্থায় আহ্বান করেছেন, ঈশ্বরের প্রতি তার দায়বদ্ধতা অনুসারে সে সেই অবস্থাতেই জীবনযাপন করুক। 25 এবারে কুমারীদের প্রসঙ্গে বলি: আমি প্রভুর কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে কোনও আদেশ পাইনি, কিন্তু আমি এমন ব্যক্তির মতো অভিমত ব্যক্ত করছি, যে প্রভুর করুণায় এক বিশ্বস্ত ব্যক্তি। 26 বর্তমান সংকটের কারণে, আমি মনে করি, তোমরা যেমন আছ, তেমনই থাকা তোমাদের পক্ষে ভালো। 27 তুমি কি বিবাহিত? তাহলে বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ো না। তুমি কি অবিবাহিত? তাহলে বিবাহ করার চেষ্টা কোরো না। 28

কিন্তু যদি তুমি বিবাহ করো, তাহলে তোমার পাপ হবে না। আর কোনো কুমারী যদি বিবাহ করে, তারও পাপ হবে না; কিন্তু যারা বিবাহ করে, তারা জীবনে বহু কষ্ট-সংকটের সম্মুখীন হবে, কিন্তু আমি এ থেকে তোমাদের নিষ্কৃতি দিতে চাই। 29 ভাইবোনেরা, আমি যা বোঝাতে চাই, তা হল সময় সংক্ষিপ্ত। এখন থেকে যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে জীবনযাপন করুক, যেন তাদের স্ত্রী নেই। 30 যারা শোক করে, তারা মনে করুক তাদের শোকের কোনো কারণ নেই; যারা আনন্দিত, তারাও মনে করুক তাদের আনন্দিত হওয়ার কোনো কারণ নেই; যারা কিছু কেনে, তারা মনে করুক তাদের কেনা জিনিসগুলি তাদের নয়; 31 যারা সাংসারিক বিষয় ভোগ করছে, তারা মনে করুক তারা সংসারে আর জড়িত নয়। কারণ এই জগৎ তার বর্তমান রূপে শেষ হচ্ছে। 32 আমি চাই, তোমরা যেন দুশ্চিন্তামুক্ত থাকো। কোনো অবিবাহিত পুরুষ প্রভুরই বিষয়ে চিন্তা করে যে, কীভাবে সে প্রভুকে সন্তুষ্ট করবে। 33 কিন্তু একজন বিবাহিত পুরুষ এই জগতের সব বিষয়ে জড়িত থাকে, কীভাবে সে তার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবে, 34 তার স্বার্থ দ্বিধায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একজন অবিবাহিত নারী বা কুমারী, প্রভুর বিষয়ে মনোযোগী হয়। তার লক্ষ্য থাকে দেহে ও আত্মায় প্রভুর প্রতি সমর্পিত থাকা। কিন্তু একজন বিবাহিত নারী সাংসারিক বিষয়ে মনোযোগী থাকে—কীভাবে সে তার স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে। 35 আমি তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য একথা বলছি, তোমাদের বাধা সৃষ্টি করার জন্য নয়, কিন্তু যেন তোমরা প্রভুর প্রতি অখণ্ড আনুগত্য নিয়ে সঠিক পথে জীবনযাপন করতে পারো। 36 যদি কেউ মনে করে, সে তার বাগদত্তা কুমারীর প্রতি সঠিক আচরণ করছে না এবং যদি তার বয়স বেড়ে যেতে থাকে এবং সে মনে করে তার বিবাহ হওয়া উচিত, তাহলে সে যেমন চায়, তেমনই করুক। সে পাপ করছে না। তাদের বিবাহ হওয়া উচিত। 37 কিন্তু যে ব্যক্তি এ বিষয়ে তার মনে দৃঢ়সংকল্প, যে সে কোনো বাধ্যবাধকতার মধ্যে নেই কিন্তু তার নিজের ইচ্ছার উপরে তার নিয়ন্ত্রণ আছে এবং যে মনে স্থির করেছে যে সেই কুমারীকে বিবাহ করবে না—এই ব্যক্তিও যথার্থ কাজ করে। 38 তাহলে যে এক কুমারীকে বিবাহ করে, সে যথার্থ কাজই করে, কিন্তু যে তাকে বিবাহ না করে, সে আরও ভালো কাজ করে। 39 একজন নারী, যতদিন তার স্বামী বেঁচে থাকে ততদিন পর্যন্ত তার কাছে বাঁধনে যুক্ত থাকে। কিন্তু যদি তার স্বামীর মৃত্যু হয়, সে তার ইচ্ছামতো যে কাউকে বিবাহ করতে পারে। কিন্তু সেই পুরুষ প্রভুর অনুগত হবে। 40 আমার বিচারে, সে যদি বিবাহ না করে থাকে, সে আরও বেশি সুখী থাকবে—আর আমি মনে করি যে, আমারও মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা আছেন।

**8** এখন প্রতিমাদের কাছে উৎসর্গ করা খাবার সম্পর্কিত কথা। আমরা জানি যে, আমাদের সকলেরই জ্ঞান আছে। জ্ঞান গর্বিত করে, কিন্তু প্রেম গেঁথে তোলে। 2 যে মনে করে যে সে কিছু জানে, তার যেমন জানা উচিত, তা সে এখনও জানে না। 3 কিন্তু যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে, সেই ঈশ্বরের পরিচিত ব্যক্তি। 4 তাহলে, প্রতিমাদের কাছে উৎসর্গ করা খাবার গ্রহণ করা সম্পর্কে বলতে হয়: আমরা জানি যে, কোনো প্রতিমা জগতে কিছুই নয় এবং আর কোনো ঈশ্বর নেই, কেবলমাত্র একজন আছেন। 5 কারণ স্বর্গে, বা পৃথিবীতে, যদিও তথাকথিত কোনও দেবতারা থাকে (বাস্তবিক অনেক "দেবতা" ও অনেক "প্রভুর" কথা শোনা যায়), 6 তবুও আমাদের জন্য আছেন একমাত্র সেই পিতা ঈশ্বর, যাঁর কাছ থেকে সবকিছুরই উদ্ভব হয়েছে এবং যাঁর উদ্দেশ্যে আমরা জীবনধারণ করি; আবার একজনই প্রভুও আছেন, তিনি যীশু খ্রীষ্ট। তাঁরই মাধ্যমে সবকিছু উদ্ভূত হয়েছে এবং তাঁরই মাধ্যমে আমরা জীবনধারণ করি। 7 কিন্তু প্রত্যেকেই একথা জানে না। কিছু সংখ্যক মানুষ প্রতিমার বিষয়ে এমনই অভ্যস্ত, তারা যখন এ ধরনের খাবার গ্রহণ করে, তারা মনে করে যে, সেই খাবার যেন কোনো প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা হয়েছে, আর যেহেতু তাদের বিবেক দুর্বল, তাই তা কলুষিত হয়। 8 কিন্তু খাবার আমাদের ঈশ্বরের নিকটে নিয়ে আসে না; আমরা যদি সেই খাবার না খাই, আমাদের ক্ষতি হয় না; আবার তা গ্রহণ করলেও কোনো লাভ হয় না। 9 কিন্তু, তোমরা সতর্ক থেকো, তোমাদের এই অধিকার যেন কোনোভাবেই দুর্বল মানুষের কাছে বিঘ্নের কারণ না হয়। 10 কারণ দুর্বল বিবেকবিশিষ্ট যদি কেউ তোমাকে, অর্থাৎ তোমার মতো জ্ঞানবিশিষ্ট মানুষকে, প্রতিমার মন্দিরে খাবার গ্রহণ করতে দেখে, তাহলে সে কি প্রতিমাদের কাছে উৎসর্গ করা খাবার গ্রহণ করতে সাহস পাবে না? 11 তাই, তোমার জ্ঞানের জন্য এই দুর্বল বিশ্বাসী, যার জন্য খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে নষ্ট করা হয়। 12 তোমরা যখন তোমাদের ভাইবোনের বিরুদ্ধে পাপ করো ও তাদের দুর্বল বিবেককে আঘাত করো, তোমরা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে পাপ করো। 13 এই কারণে, আমি যে খাবার গ্রহণ করি, তা যদি অপর বিশ্বাসীর পাপে পতনের কারণ হয়, আমি আর কখনও সেই খাবার গ্রহণ করব না, যেন আমি তার পতনের কারণ না হই। (aiōn g165)

**9** আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিতশিষ্য নই? আমি কি আমাদের প্রভু, যীশুকে দেখিনি? তোমরা কি প্রভুতে আমার কাজের ফলস্বরূপ নও? 2 আমি যদিও অন্যদের কাছে প্রেরিতশিষ্যরূপে গণ্য না হই, তোমাদের কাছে নিশ্চিতরূপে আমি তো তাই! কারণ প্রভুতে তোমরাই আমার প্রেরিতশিষ্য হওয়ার সিলমোহর। 3 যারা আমার বিচার করে, তাদের কাছে এই হল আমার আত্মপক্ষ সমর্থন। 4 খাওয়াদাওয়া করার অধিকার কি আমাদের নেই? 5 অন্য সব প্রেরিতশিষ্য, প্রভুর ভাইয়েরা ও কৈফার মতো কোনো বিশ্বাসী স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? 6 অথবা, পরিশ্রম না করার অধিকার কি কেবলমাত্র আমার ও বার্ণবার নেই? 7 কে নিজের খরচে সৈনিকের কাজ করে? কে দ্রাক্ষাক্ষেত প্রস্তুত করে ও নিজে তার ফল গ্রহণ করে না? কে পশুপাল চরায় ও তার দুধ পান করে না? 8 আমি কি কেবলমাত্র মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা বলছি? বিধানও কি এই একই কথা বলে না? 9 কারণ মোশির বিধানে একথা লেখা আছে, "শস্য মাড়াই করার সময় বলদের মুখে জালতি বেঁধো না।" ঈশ্বর কি কেবলমাত্র বলদের বিষয়েই চিন্তা করেন? 10 নিশ্চিতরূপে, তিনি আমাদেরও বিষয়ে একথা বলেন, তাই নয় কি? হ্যাঁ, একথা আমাদের জন্য লেখা হয়েছে, কারণ যে চাষ করে, সেই প্রত্যাশাতেই তার চাষ করা উচিত এবং যে শস্য মাড়াই করে, ফসলের ভাগ পাওয়ার প্রত্যাশাতেই তার শস্য মাড়াই করা উচিত। 11 আমরা যদি তোমাদের মধ্যে আত্মিক বীজবপন করে থাকি, তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে যদি পার্থিব ফসলের প্রত্যাশা করি, তাহলে কি খুব বেশি চাওয়া হবে? 12 অন্যদের যদি তোমাদের কাছ থেকে সাহায্য লাভের অধিকার থাকে, তাহলে আমাদের এই প্রাপ্য কি আরও বেশি হওয়া উচিত নয়? কিন্তু আমরা এই অধিকার প্রয়োগ করিনি। কিন্তু তার পরিবর্তে, আমরা সবকিছু সহ্য করেছি, যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোনো বাধা সৃষ্টি না করি। 13 তোমরা কি জানো না যে, যারা মন্দিরের কাজ করে, তারা তাদের খাবার মন্দির থেকেই পায় এবং যারা যজ্ঞবেদিতে সেবাকাজ করে, যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ করা নৈবেদ্যের অংশ তারা পায়? 14 একইভাবে, প্রভু এরকম আদেশ দিয়েছেন যে, যারা সুসমাচার প্রচার করে, তাদের জীবিকা সুসমাচার থেকেই হবে। 15 কিন্তু আমি এ সমস্ত কোনো অধিকারই প্রয়োগ করিনি। আর আমি এসব এজন্য লিখছি না যে, তোমরা আমার জন্য এসব কিছু করবে। আমার এই গর্ব থেকে কেউ আমাকে বঞ্চিত করুক, তার থেকে বরং মৃত্যুবরণই আমি শ্রেয় মনে করব। 16 তবুও, আমি যখন সুসমাচার প্রচার করি, আমি গর্ব করতে পারি না, কারণ তা প্রচার করতে আমি বাধ্য। ধিক্ আমাকে, যদি আমি সুসমাচার প্রচার না করি! 17 আমি যদি স্বেচ্ছায় প্রচার করি, তাহলে আমার পুরস্কার আছে। যদি স্বেচ্ছায় না করি, তাহলে আমার উপর দেওয়া দায়িত্ব আমি শুধু পালন করে চলেছি মাত্র। 18 তাহলে আমার পুরস্কার কী? শুধু এই যে, আমি যেন বিনা পারিশ্রমিকে সুসমাচার প্রচার করি, এভাবে তা প্রচার করার জন্য আমার অধিকার যেন আমাকে প্রয়োগ করতে না হয়। 19 যদিও আমি মুক্ত ও কারও অধীন নই, আমি নিজেকে সকলের ক্রীতদাস করে তুলেছি, যেন যতজনকে সম্ভব, ততজনকে জয় করতে পারি। 20 ইহুদিদের কাছে আমি ইহুদির মতো হয়েছি, যেন ইহুদিদের জয় করতে পারি। যারা বিধানের অধীন, তাদের কাছে আমি বিধানের অধীন একজনের মতো হয়েছি (যদিও আমি স্বয়ং বিধানের অধীন নই), যেন বিধানের অধীন মানুষদের আমি জয় করতে পারি। 21 যারা বিধানের অধীন নয়, তাদের জন্য আমি বিধানবিহীন মানুষের মতো হয়েছি (যদিও আমি ঈশ্বরের বিধান থেকে মুক্ত নই, কিন্তু খ্রীষ্টের বিধানের অধীন), যেন যারা বিধানের অধীন নয়, তাদের জয় করতে পারি। 22 দুর্বলদের জন্য আমি দুর্বল হলাম, যেন দুর্বলদের জয় করতে পারি। সব মানুষের কাছে আমি সবকিছু হয়েছি, যেন সম্ভাব্য সমস্ত উপায়ে, আমি কিছু মানুষের পরিত্রাণ সাধন করতে পারি। 23 আমি সুসমাচারের কারণে এ সমস্ত করি, যেন আমি এর সমস্ত আশীর্বাদের অংশীদার হতে পারি। 24 তোমরা কি জানো না যে, দৌড়ের প্রতিযোগিতায় সব দৌড়বাজ দৌড়ায়, কিন্তু কেবলমাত্র একজনই পুরস্কার পায়। তোমরা এমনভাবে দৌড়াও, যেন পুরস্কার পেতে পারো। 25 যারা ক্রীড়া প্রতিযোগী, তারা সকলেই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যায়। তারা এক অস্থায়ী মুকুট পাওয়ার প্রত্যাশায় তা করে, কিন্তু আমরা তা করি এক অক্ষয় মুকুট পাওয়ার প্রত্যাশায়। 26 সেই কারণে, আমি কোনো লক্ষ্যহীন মানুষের মতো ছুটে চলি না; যে বাতাসে মুষ্টিযুদ্ধ করে, আমি তার মতো লড়াই করি না। 27 না, আমি আমার দেহকে প্রহার করে আমার দাসত্বে রাখি, যেন অপর মানুষদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার পর, আমি স্বয়ং যেন পুরস্কার লাভের অযোগ্য হয়ে না পড়ি।

**10** কারণ ভাইবোনেরা, আমি চাই না, তোমরা এ বিষয়ে অজ্ঞাত থাকো যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে

সেই মেঘের নিচে ছিলেন এবং তাঁরা সকলে সমুদ্রের মধ্য
দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। 2 তাঁরা সবাই মোশির উদ্দেশে
মেঘে ও সমুদ্রে বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন। 3 তাঁরা সকলে
একই আত্মিক খাদ্যগ্রহণ করেছিলেন এবং একই আত্মিক
পানীয় পান করেছিলেন। 4 কারণ তাঁরা তাঁদের সঙ্গে
পথ চলেছিলেন সেই আত্মিক শৈল থেকে পান করতেন
এবং সেই শৈল ছিলেন খ্রীষ্ট। 5 তবুও, ঈশ্বর তাঁদের
অধিকাংশদের প্রতিই সন্তুষ্ট ছিলেন না; তাই, তাঁদের দেহ
মরুপ্রান্তরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রইল। 6 এখন এ সমস্ত
বিষয় দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়েছিল, যেন তাঁদের মতো আমরাও
মন্দ বিষয়ে আসক্ত না হই। 7 তাঁদের মধ্যে যেমন কিছু
প্রতিমাপূজক ছিল, তোমরা তাঁদের মতো হোয়ো না, যেমন
লেখা আছে: "লোকেরা ভোজনপান করার জন্য বসে পড়ল,
তারপর উঠে পরজাতীয়দের মতো হুল্লোড়ে মত্ত হল।"
8 তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন অনৈতিক যৌনাচারে
মত্ত হয়েছিল এবং একদিনে তেইশ হাজার মানুষের মৃত্যু
হয়েছিল, আমরাও যেন তেমনই ব্যভিচার না করি। 9
তাঁদের কেউ কেউ যেমন মশীহের পরীক্ষা করেছিল ও
সাপের কামড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল, আমরাও যেন তেমন
না করি। 10 আবার তাদের কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ
করে যেমন মৃত্যুদূতের দ্বারা নিহত হয়েছিল, তোমরাও
তেমন কোরো না। 11 এসব বিষয় তাঁদের প্রতি দৃষ্টান্তস্বরূপ
ঘটেছিল এবং আমাদের সতর্ক করার জন্যই সেগুলি লেখা
হয়েছে—যাদের উপরে শেষ সময় এসে উপস্থিত হয়েছে।
(aiōn g165) 12 তাই, তোমরা যদি মনে করো যে, তোমরা
দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছ, সতর্ক থেকো, যেন তোমাদের
পতন না ঘটে। 13 মানুষের কাছে সাধারণভাবে যেমন
ঘটে থাকে, তা ছাড়া অন্য কোনো প্রলোভন তোমাদের
প্রতি ঘটেনি। আর ঈশ্বর বিশ্বস্ত। তোমরা যা সহ্য করতে
পারো, তার অতিরিক্ত কোনো প্রলোভনে তিনি তোমাদের
পড়তে দেবেন না। কিন্তু তোমরা যখন প্রলোভিত হও,
তিনিই তোমাদের রক্ষা পাওয়ার পথও করে দেবেন, যেন
তার মধ্যেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। 14 সেই
কারণে, আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা প্রতিমাপূজা থেকে
পালিয়ে যাও। 15 তোমাদের বিচক্ষণ মনে করেই আমি
একথা বলছি; আমি যা বলি, তা তোমরা নিজেরাই বিচার
করো। 16 ধন্যবাদ দেওয়ার যে পানপাত্রটি নিয়ে আমরা
ধন্যবাদ দিই, তা কি খ্রীষ্টের রক্তের সহভাগিতা নয়?
আবার, যে রুটি আমরা ভেঙে থাকি, তা কি খ্রীষ্টের দেহের
সহভাগিতা নয়? 17 কারণ, আমরা যারা অনেকে, আমরা
এক রুটি, একই দেহ, কারণ আমরা সকলেই এক রুটি
থেকে অংশগ্রহণ করে থাকি। 18 ইস্রায়েল জাতির বিষয়ে
বিবেচনা করে দেখো: যারা বিভিন্ন বলির মাংস আহার
করে, তারা কি যজ্ঞবেদিতে অংশগ্রহণকারী হয়ে ওঠে না?
19 তাহলে আমি একথাই বোঝাতে চাইছি যে, প্রতিমার
কাছে উৎসর্গ করা খাবারের কী মূল্য? বা কোনো প্রতিমারই
বা কী মূল্য? 20 কিছুই নয়, কিন্তু যারা প্রতিমাপূজা করে
তাদের নিবেদিত সব বলি ভূতদের উদ্দেশে নিবেদিত
হয়, ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়। আর আমি চাই না যে তোমরা
ভূতদের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী হও। 21 তোমরা একইসঙ্গে
প্রভুর পানপাত্র ও ভূতদের পানপাত্র থেকে অংশগ্রহণ
করতে পারো না। 22 আমরা কি প্রভুর ঈর্ষা জাগিয়ে
তোলার চেষ্টা করছি? আমরা কি তাঁর চেয়েও শক্তিমান?
23 "সব কিছুকেই অনুমোদন দেওয়া যায়," কিন্তু সবকিছু
উপকারী নয়। "সবকিছুই অনুমোদনযোগ্য," কিন্তু সবকিছু
গঠনমূলক নয়। 24 কোনো ব্যক্তিই যেন স্বার্থচেষ্টা না করে,
বরং অপরের মঙ্গল করার চেষ্টা করে। 25 বিবেকের প্রশ্ন না
তুলে মাংসের বাজারে যা বিক্রি হয়, তা ভোজন করো।
26 কারণ, "এই জগৎ ও তার মধ্যে থাকা সবকিছু, সব
প্রভুরই।" 27 যদি কোনো অবিশ্বাসী ব্যক্তি, কোনও ভোজে
তোমাদের আমন্ত্রণ করে ও তোমরা সেখানে যেতে চাও,
তাহলে বিবেকের প্রশ্ন না তুলে, তোমাদের সামনে যা রাখা
হয়, তাই ভোজন করো। 28 কিন্তু কেউ যদি তোমাদের
বলে, "এ প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা বলি," তাহলে যে
বলল, সেই ব্যক্তির জন্য ও বিবেকের কারণে তোমরা তা
ভোজন কোরো না। 29 আমি বলতে চাই, এই বিবেক
তোমাদের নয়, কিন্তু সেই ব্যক্তির। কারণ আমার স্বাধীনতা
কেন অপরের বিবেকের দ্বারা বিচারিত হবে? 30 ধন্যবাদ
জ্ঞাপন করে যদি আমি আহার গ্রহণ করি, তাহলে যার
জন্য আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, তার জন্য আমার নিন্দা
করা হবে কেন? 31 অতএব, তোমরা ভোজন, কি পান, বা
যা কিছুই করো, সবকিছুই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য করো।
32 ইহুদি, গ্রিক, কি ঈশ্বরের মণ্ডলী, কারও জন্য তোমরা
বিঘ্নের কারণ হোয়ো না, 33 যেমন আমিও সব উপায়ে
সব মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করি। কারণ আমি নিজের
মঙ্গলের চেষ্টা করি না, কিন্তু বহু মানুষের জন্য করি, যেন
তারা পরিত্রাণ লাভ করে।

**11** তোমরা আমার আদর্শ অনুকরণ করো, যেমন আমিও
খ্রীষ্টের আদর্শ অনুকরণ করি। 2 আমি তোমাদের
প্রশংসা করি, কারণ তোমরা সব বিষয়ে আমাকে স্মরণ
করে থাকো ও তোমাদের যে শিক্ষা আমি দিই, তা হুবহু

তোমরা মেনে চলো। 3 এখন আমি চাই, তোমরা যেন
উপলব্ধি করো যে, প্রত্যেক পুরুষের মস্তকস্বরূপ হলেন
খ্রীষ্ট এবং নারীর মস্তকস্বরূপ হল পুরুষ, আবার খ্রীষ্টের
মস্তকস্বরূপ হলেন ঈশ্বর। 4 যে পুরুষ তার মস্তক আবৃত
রেখে প্রার্থনা করে বা ভাববাণী বলে, সে তার মস্তকের
অবমাননা করে। 5 আবার, কোনো নারী যখন মস্তক
অনাবৃত রেখে প্রার্থনা করে বা ভাববাণী বলে, সে তার
মস্তকের অবমাননা করে—এ যেন তার মস্তক মুণ্ডন করা
হয়েছে, সেরকম। 6 কোনো নারী যদি তার মস্তক আবৃত
না করে, তাহলে তার চুল কেটে ফেলাই উচিত; কিন্তু চুল
কেটে ফেলা বা মুণ্ডন করা যদি নারীর কাছে অবমাননাকর
বলে মনে হয়, সে তার মস্তকে আবরণ দিক। 7 কোনো
পুরুষ অবশ্যই তার মস্তক আবৃত করবে না, কারণ সে
ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ও গৌরব; কিন্তু নারী পুরুষের গৌরব।
8 কারণ পুরুষের উদ্ভব নারী থেকে নয়, কিন্তু নারীর উদ্ভব
পুরুষ থেকে। 9 আবার, পুরুষের সৃষ্টি নারীর জন্য হয়নি,
কিন্তু নারীর সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের জন্য। 10 এই কারণে ও
স্বর্গদূতদের জন্য, নারী তার মস্তকে কর্তৃত্বের চিহ্ন রাখবে।
11 অবশ্য, প্রভুতে নারীও পুরুষ থেকে স্বতন্ত্র নয়, আবার
পুরুষও নারী থেকে স্বতন্ত্র নয়। 12 কারণ যেমন নারী
এসেছে পুরুষ থেকে, তেমনই পুরুষেরও জন্ম হয়েছে নারী
থেকে। কিন্তু ঈশ্বর থেকে সকলই উদ্ভূত হয়। 13 তোমরা
নিজেরাই বিচার করো: মস্তক অনাবৃত রেখে কোনো নারীর
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা কি যথাযথ? 14 স্বয়ং প্রকৃতিও
কি এই বিষয়ের শিক্ষা দেয় না যে, যদি কোনও পুরুষ লম্বা
চুল রাখে, তাহলে তা তার পক্ষে অসম্মানজনক বিষয়, 15
কিন্তু কোনো নারীর যদি লম্বা চুল থাকে, তাহলে, তা তার
গৌরবের বিষয়, কারণ লম্বা চুল তাকে আবরণের পরিবর্তে
দেওয়া হয়েছে। 16 কেউ যদি এ বিষয়ে বিবাদ করতে
চায়, তাহলে আমাদের অন্য কোনও আচরণ-বিধি নেই,
কিংবা ঈশ্বরের মণ্ডলীরও নেই। 17 পরবর্তী নির্দেশগুলি
দেওয়ার সময়, আমি তোমাদের প্রশংসা করি না, কারণ
তোমাদের সমবেত হওয়া ভালোর চেয়ে ক্ষতিই বেশি
করে। 18 প্রথমত, আমি শুনতে পাচ্ছি, তোমরা যখন
মণ্ডলীগতভাবে সমবেত হও, তোমাদের মধ্যে দলাদলি
হয়ে থাকে এবং এর কিছুটা আমি বিশ্বাসও করি। 19
কোনো সন্দেহ নেই, তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ হতেই
হবে, যেন তোমাদের মধ্যে যারা ঈশ্বরের অনুমোদন লাভ
করেছে, তাদের বুঝতে পারা যায়। 20 তোমরা যখন
একত্রে সমবেত হও, তোমরা যে প্রভুর ভোজ গ্রহণ করো,
তা নয়, 21 কারণ যখন তোমরা ভোজন করো, তখন
তোমাদের প্রত্যেকে অন্য কারও জন্য অপেক্ষা না করে,
নিজেরাই প্রথমে ভোজন করে থাকো। একজন থাকে
ক্ষুধার্ত, অপর একজন মত্ত হয়। 22 ভোজনপান করার
জন্য কি তোমাদের ঘরবাড়ি নেই? নাকি, তোমরা ঈশ্বরের
মণ্ডলীকে অবজ্ঞা করছ ও যাদের কিছু নেই, তাদের লজ্জা
দিচ্ছ? তোমাদের আমি কী বলব? এর জন্য আমি কি
তোমাদের প্রশংসা করব? কোনোমতেই নয়! 23 কারণ
প্রভু থেকে আমি যে শিক্ষা লাভ করেছি, তোমাদের কাছে
আমি তাই সমর্পণ করছি। যে রাত্রিতে প্রভু যীশুর প্রতি
বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়, তিনি রুটি নিলেন 24 এবং
ধন্যবাদ দিয়ে তা ভাঙলেন ও বললেন, "এ আমার দেহ,
এ তোমাদেরই জন্য; তোমরা আমার স্মরণার্থে এরকম
কোরো।" 25 একইভাবে, খাবারের পরে তিনি পানপাত্র
নিয়ে বললেন, "এই পানপাত্র আমার রক্তে নতুন নিয়ম,
তোমরা যখনই এটা পান করবে, আমার স্মরণার্থেই তা
করবে।" 26 কারণ যখনই তোমরা এই রুটি ভোজন করো
ও এই পানপাত্র থেকে পান করো, তোমরা প্রভুর মৃত্যু
ঘোষণা করে থাকো, যতদিন পর্যন্ত তিনি না আসেন। 27
অতএব, যে কেউ যদি অযোগ্যরূপে এই রুটি ভোজন
করে, বা প্রভুর পানপাত্র থেকে পান করে, সে প্রভুর দেহ
ও প্রভুর রক্তের বিরুদ্ধে পাপ করার জন্য দোষী সাব্যস্ত
হবে। 28 সেই রুটি ভোজন ও পানপাত্র থেকে পান করার
পূর্বে কোনো মানুষের অবশ্যই নিজেকে পরীক্ষা করে
দেখা উচিত, 29 কারণ কেউ যদি প্রভুর দেহ উপলব্ধি না
করে ভোজন ও পান করে, সে নিজেরই উপরে বিচারের
শাস্তি ভোজন ও পান করে। 30 এই কারণেই তোমাদের
মধ্যে অনেকে দুর্বল ও পীড়িত এবং বেশ কয়েকজন
নিদ্রাগত হয়েছে। 31 কিন্তু যদি আমরা নিজেদের বিচার
করতাম, তাহলে বিচারের দায়ে পড়তাম না। 32 যখন
আমরা প্রভুর দ্বারা বিচারিত হই, আমরা শাসিত হই,
যেন আমরা জগতের সঙ্গে শাস্তিপ্রাপ্ত না হই। 33 তাই,
আমার ভাইবোনেরা, তোমরা যখন প্রভুর ভোজের জন্য
সমবেত হও, পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করো। 34 কেউ ক্ষুধার্ত
থাকলে সে তার নিজের বাড়িতেই আহার করুক, যেন
তোমাদের সমবেত হওয়া বিচারের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়।
এরপর আমি উপস্থিত হলে তোমাদের আরও সব নির্দেশ
দেব।

**12** ভাইবোনেরা, এখন আত্মিক বরদানগুলির ব্যাপারে
তোমরা যে অজ্ঞ থাকো, তা আমি চাই না। 2
তোমরা জানো যে, যখন তোমরা পরজাতীয় ছিলে, তখন

যে কোনোভাবে হোক তোমরা প্রভাবিত হয়ে নির্বাক প্রতিমাদের দিকে চালিত হয়েছিলে। 3 সেই কারণে, আমি তোমাদের বলছি যে, ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা কথা বললে, "যীশু অভিশপ্ত হোক," কেউ বলতে পারে না এবং পবিত্র আত্মার আবেশ ছাড়া কেউ বলতে পারে না যে, "যীশুই প্রভু।" 4 বিভিন্ন ধরনের বরদান আছে, কিন্তু আত্মা সেই একই। 5 বিভিন্ন ধরনের সেবাকাজ আছে, কিন্তু প্রভু সেই একই। 6 বিভিন্ন ধরনের কাজ আছে, কিন্তু সেই একই ঈশ্বর সব মানুষের মধ্যে সেইসব কাজ করেন। 7 এখন সবার মঙ্গলের জন্য প্রত্যেকের কাছে আত্মার প্রকাশ দেওয়া হয়েছে। 8 একজনকে আত্মার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে জ্ঞানের বাণী, অপর একজনকে সেই একই আত্মার দ্বারা প্রজ্ঞার বাণী, 9 অপর একজনকে সেই আত্মার দ্বারা বিশ্বাস, অপর একজনকে সেই একই আত্মার দ্বারা সুস্থ করার বরদান, 10 অপর একজনকে অলৌকিক কাজ করার পরাক্রম, অপর একজনকে ভাববাণী, আর একজনকে আত্মার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা, অপর একজনকে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলার ক্ষমতা এবং আরও অপরজনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার তর্জমা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। 11 এসবই সেই এক ও অদ্বিতীয় আত্মার কাজ, তিনি প্রত্যেকের জন্য যেমন নির্ধারণ করেন, তেমনই বরদান দিয়ে থাকেন। 12 দেহ যেমন এক, যদিও তা বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত; আর যদিও এর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক, সেগুলি এক দেহ গঠন করে। খ্রীষ্টের ক্ষেত্রেও সেই কথা। 13 কারণ আমরা সবাই—ইহুদি বা গ্রিক, ক্রীতদাস বা স্বাধীন—এক আত্মার দ্বারা একই দেহে বাপ্তাইজিত হয়েছি, আবার আমাদের সবাইকে একই আত্মা পান করতে দেওয়া হয়েছিল। 14 এখন দেহ কেবলমাত্র একটি অঙ্গ দিয়ে নয়, কিন্তু বহু অঙ্গের দ্বারা গঠিত। 15 পা যদি বলে, "যেহেতু আমি হাত নই, তাই দেহের অংশ নই," সেই কারণে যে সে দেহের অংশ হবে না, তা নয়। 16 আবার, কান যদি বলে, "আমি যেহেতু চোখ নই, তাই আমি দেহের অংশ নই," এই কারণের জন্য তা যে দেহের অংশ হবে না, তা নয়। 17 সমস্ত দেহই যদি চোখ হত, তাহলে শোনার ক্ষমতা কোথায় থাকত? সমস্ত দেহই যদি কান হত, তাহলে গন্ধ পাওয়ার ক্ষমতা কোথায় থাকত? 18 কিন্তু ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির প্রত্যেকটিকে নিজের ইচ্ছামতো সাজিয়েছেন। 19 সবই যদি এক অঙ্গ হত, তাহলে দেহ কোথায় থাকত? 20 আসলে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক, কিন্তু দেহ একটাই। 21 চোখ হাতকে বলতে পারে না, "তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই!" আবার মাথা পা-কে বলতে পারে না, "তোমাকে আমার প্রয়োজন নেই!" 22 তার পরিবর্তে, দেহের যেসব অঙ্গকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল মনে হয়, সেগুলিই অপরিহার্য 23 এবং যে অঙ্গগুলিকে আমরা কম মর্যাদাপূর্ণ বলে মনে করি, সেগুলিকে আমরা বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকি। এছাড়া যেসব অঙ্গ সুশ্রী নয়, সেগুলি বিশেষ শালীনতার সঙ্গে যত্ন নিয়ে থাকি, 24 অথচ আমাদের সুশ্রী অঙ্গগুলির বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ঈশ্বর দেহের অঙ্গগুলিকে একত্র সংগঠিত করেছেন এবং যে অঙ্গগুলি শ্রীহীন, সেগুলিকে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন, 25 যেন দেহের মধ্যে কোনও বিভেদ সৃষ্টি না হয়, কিন্তু সব অঙ্গ পরস্পরের প্রতি সমান যত্নবান হয়। 26 যদি কোনো একটি অঙ্গ কষ্টভোগ করে, তাহলে তার সঙ্গে প্রত্যেকটি অঙ্গই কষ্টভোগ করে। কোনো একটি অঙ্গ মর্যাদা লাভ করলে, তার সঙ্গে প্রত্যেক অঙ্গই আনন্দ করে। 27 এখন তোমরা হলে খ্রীষ্টের দেহ এবং এক একজন সেই দেহের এক-একটি অঙ্গ। 28 আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে নিয়োগ করেছেন, প্রথমত প্রেরিতশিষ্যদের, দ্বিতীয়ত ভাববাদীদের, তৃতীয়ত শিক্ষকদের। তারপরে, অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সুস্থ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সাহায্য করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত, প্রশাসনিক বরদানপ্রাপ্ত, এবং বিভিন্ন ধরনের ভাষা বলার ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাদের নিয়োগ করেছেন। 29 সবাই কি প্রেরিতশিষ্য? সবাই কি ভাববাদী? সবাই কি শিক্ষক? সবাই কি অলৌকিক কাজ সম্পাদন করে? 30 সবারই কি সুস্থ করার বরদান আছে? সবাই কি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলে? সবাই কি অর্থ ব্যাখ্যা করে? 31 তোমরা বরং মহত্তর বরদান পাওয়ার জন্য আগ্রহভরে কামনা করো। তবে আমি এবার তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা দেখাতে চাই।

**13** আমি যদি সব মানুষের ও দূতদেরও ভাষায় কথা
বলি, কিন্তু আমার ভালোবাসা না থাকে, তাহলে আমি
শুধু এক অনুনাদী কাঁসরঘণ্টা বা ঝনঝনকারী করতাল।
2 যদি আমার ভাববাণী বলার বরদান আছে এবং আমি
সকল গুপ্তরহস্য ও সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী হই এবং আমার
যদি এমন বিশ্বাস থাকে, যা পাহাড়-পর্বতকে স্থানান্তরিত
করতে পারে, অথচ আমার ভালোবাসা না থাকে, তাহলে
আমি কিছুই নই। 3 যদি আমি আমার সর্বস্ব দরিদ্রদের
দান করি এবং আগুনে পুড়ে যাওয়ার জন্য আমার দেহ
সমর্পণ করি, কিন্তু ভালোবাসা না থাকে, আমার কোনোই
লাভ হয় না। 4 প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম সদয়। তা ঈর্ষা
করে না, আত্মঅহংকার করে না, গর্বিত হয় না। 5 তা রূঢ়

আচরণ করে না, স্বার্থ অন্বেষণ করে না, সহজে ক্রুদ্ধ হয় না, অন্যায় আচরণ মনে রাখে না। 6 প্রেম মন্দ কিছুতে আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যে উল্লসিত হয়। 7 তা সবসময় সুরক্ষা দেয়, সবসময়ই বিশ্বাস করে, সবসময়ই প্রত্যাশায় থাকে, সবসময়ই ধৈর্য ধরে। 8 প্রেম কখনও ব্যর্থ হয় না। কিন্তু যদি ভাববাণী থাকে, সেগুলির অবসান হবে। যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থাকে, সেগুলি স্তব্ধ হয়ে যাবে; যদি জ্ঞান থাকে, তা অবলুপ্ত হবে। 9 এখন, আমাদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণরূপে ভাববাণী বলি, 10 কিন্তু পূর্ণতা উপস্থিত হলে যা কিছু অসম্পূর্ণ, সেগুলি বিলীন হবে। 11 আমি যখন শিশু ছিলাম, আমি শিশুর মতো কথা বলতাম, শিশুর মতো চিন্তা করতাম, শিশুর মতো বিচার করতাম। যখন আমি পরিণত বয়স্ক হয়ে উঠলাম, আমি শিশুসুলভ সবকিছুই ত্যাগ করলাম। 12 কারণ এখন আমরা আয়নায় অস্পষ্ট প্রতিফলন দেখছি, কিন্তু তখন আমরা দেখব মুখোমুখি। এখন আমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ; কিন্তু তখন আমি সম্পূর্ণরূপে জানতে পারব যেমন আমি সম্পূর্ণ পরিচিত হয়েছি। 13 আর এখন এই তিনটি অবশিষ্ট আছে: বিশ্বাস, প্রত্যাশা ও প্রেম। কিন্তু এদের মধ্যে প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ।

**14** তোমরা ভালোবাসার পথ অনুসরণ করো এবং আগ্রহের সঙ্গে আত্মিক বরদানগুলি কামনা করো, বিশেষত ভাববাণী বলার বরদান। 2 কারণ কেউ যদি কোনো বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ তার কথা বুঝতে পারে না; সে তার আত্মায় গুপ্তরহস্য উচ্চারণ করে। 3 কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মানুষের উদ্দেশে বলে, তাদের শক্তিশালী, প্রেরণা ও আশ্বাস-দান করার জন্যই বলে। 4 যে বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে নিজেকে গেঁথে তোলে, কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে। 5 আমি ইচ্ছা করি, তোমরা প্রত্যেকেই যেন বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলতে পারো। কিন্তু আমি বেশি করে চাইব, তোমরা যেন ভাববাণী বলো। যে ভাববাণী বলে সে, যে বিশেষ সব ভাষায় কথা বলে, তার চেয়ে মহান, যদি না সে মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য সেই ভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করে দেয়। 6 এখন ভাইবোনেরা, আমি যদি তোমাদের কাছে এসে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলি, অথচ প্রত্যাদেশ, জ্ঞান বা ভাববাণী বা শিক্ষামূলক কোনো কথা না বলি, আমি তোমাদের কোন উপকারে লাগব? 7 এমনকি, বাঁশি বা বীণার মতো যেসব নিষ্প্রাণ বস্তু শব্দ সৃষ্টি করে, সেগুলির স্বরের মধ্যে তফাৎ সৃষ্টি না হলে, কেমন করে লোকে জানবে যে, কোন সুর বাজানো হচ্ছে? 8 আবার তূরীধ্বনির আহ্বান যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে যুদ্ধের জন্য কে প্রস্তুত হবে? 9 তোমাদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। তোমাদের জিভের দ্বারা যদি বোধগম্য বাক্য উচ্চারণ না করো, তাহলে তোমরা কী বলছ, কেউ তা কীভাবে জানতে পারবে? তোমরা যেন বাতাসের সঙ্গে কথা বলবে। 10 নিঃসন্দেহে, জগতে সব ধরনের ভাষা আছে, তবুও সেগুলির কোনোটিই অর্থহীন নয়। 11 তাহলে কারও কথার অর্থ আমি যদি উপলব্ধি করতে না পারি, তাহলে সেই বক্তার কাছে আমি হব বিদেশি, আর সেও আমার কাছে হবে বিদেশি। 12 তোমাদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্যি। তোমরা যেহেতু আত্মিক বরদান লাভের জন্য আগ্রহী, সেইসব বরদান লাভের চেষ্টা করো, যেগুলি মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে। 13 এই কারণে, যে ব্যক্তি কোনো বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তার প্রার্থনা করা উচিত, যেন সে যা বলে, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারে। 14 কারণ আমি যদি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তাহলে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে। 15 তাহলে আমি কী করব? আমি আমার আত্মাতে প্রার্থনা করব, কিন্তু আমি আমার বুদ্ধি-সহযোগেও প্রার্থনা করব। আমি আমার আত্মাতে গান গাইব, কিন্তু আমার বোধশক্তিতেও গান গাইব। 16 তা না হলে তুমি যখন তোমার আত্মায় ঈশ্বরের প্রশংসা করো তবে যে শ্রোতা তা বুঝতে পারে না, তোমার ধন্যবাদ দেওয়ায় সে কী করে "আমেন" বলবে? কারণ তুমি কী বলছ, সে তো তা বুঝবেই না! 17 তুমি হয়তো বেশ ভালোভাবেই ধন্যবাদ দিচ্ছ, কিন্তু অপর ব্যক্তিকে গেঁথে তোলা হল না। 18 আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, তোমাদের সবার চেয়ে আমি অনেক বেশি ভাষায় কথা বলতে পারি। 19 কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ ভাষায় দশ হাজার শব্দ উচ্চারণ করার চেয়ে, আমি বরং পাঁচটি সহজবোধ্য শব্দ বলব। 20 ভাইবোনেরা, তোমরা শিশুসুলভ চিন্তাভাবনা করা থেকে ক্ষান্ত হও। মন্দ বিষয়ে তোমরা দুধ খাওয়া শিশুর মতো হও, কিন্তু বোধবুদ্ধিতে পরিণত হও। 21 বিধানশাস্ত্রে একথা লেখা আছে: "ভিনদেশী ভাষাভাষী লোকদের এবং বিদেশিদের ওষ্ঠাধরের মাধ্যমে, আমি এই জাতির সঙ্গে কথা বলব, কিন্তু তবুও, তারা আমার কথা শুনতে চাইলো না," একথা প্রভু বলেন। 22 তাহলে, বিশেষ বিশেষ ভাষা বিশ্বাসীদের জন্য নয়, কিন্তু অবিশ্বাসীদের জন্য চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু ভাববাণী বিশ্বাসীদের জন্য, অবিশ্বাসীদের জন্য নয়। 23 তাই যদি সমস্ত মণ্ডলী একত্রে মিলিত হয় ও প্রত্যেকেই

বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে এবং কোনো ব্যক্তি, যে তা বোঝে না, বা কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়, তাহলে তারা কি বলবে না যে, তোমরা পাগল? 24 কিন্তু যদি কোনো অবিশ্বাসী বা অবোধ ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়, যখন সকলেই ভাববাণী বলে, সে তাদের সকলের দ্বারা বুঝতে পারবে যে সে একজন পাপী এবং সকলের দ্বারা সে বিচারিত হবে। 25 তখন তার হৃদয়ের গুপ্ত বিষয়গুলি প্রকাশ হয়ে যাবে। তাই সে মাটিতে পড়ে ঈশ্বরের উপাসনা করবে এবং পরম বিস্ময়ে বলে উঠবে, "সত্যিই, ঈশ্বর আপনাদের মধ্যে বিরাজমান!" 26 ভাইবোনেরা, তাহলে আমরা কী বলব? তোমরা যখন একত্রে মিলিত হও, তখন প্রত্যেকের কোনো গীত বা উপদেশবাণী, কোনো প্রত্যাদেশ, কোনো বিশেষ ভাষা বা কোনও অর্থ ব্যাখ্যা আছে। এসব অবশ্যই মণ্ডলীকে শক্তিশালী করার জন্য করতে হবে। 27 কেউ যদি কোনো বিশেষ ভাষায় কথা বলে, দুজন বা তিনজনের বেশি তা বলবে; একবারে একজন করে বলবে এবং অন্য কেউ অবশ্যই তার অর্থ ব্যাখ্যা করে দেবে। 28 সেখানে যদি কোনও অর্থব্যাখ্যাকারী না থাকে, সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে নীরব থাকবে এবং নিজের ও ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা বলবে। 29 ভাববাদীরা দুজন বা তিনজন কথা বলবে এবং অন্যরা সযত্নে বক্তব্যের গুরুত্ব বিবেচনা করবে। 30 আর উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ যদি প্রত্যাদেশ লাভ করে, তাহলে প্রথম বক্তা নীরব থাকবে। 31 কারণ তোমরা সকলে পর্যায়ক্রমে ভাববাণী বলতে পারো, যেন প্রত্যেকেই শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করতে পারে। 32 ভাববাদীদের আত্মা ভাববাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। 33 কারণ ঈশ্বর বিশৃঙ্খলার ঈশ্বর নন, কিন্তু শান্তির যেমন পবিত্রগণের সমস্ত মণ্ডলীতে হয়ে থাকে। 34 মণ্ডলীতে মহিলারা নীরব থাকবে। তাদের কথা বলার অনুমতি দেওয়া যায় না, বরং শাস্ত্রীয় বিধানও যেমন বলে, তারা অবশ্যই বশ্যতাধীন থাকবে। 35 তারা যদি কোনও বিষয়ে কিছু জানতে চায়, তারা বাড়িতে নিজের নিজের স্বামীর কাছে তা জিজ্ঞাসা করুক, কারণ মণ্ডলীতে কোনো মহিলার কথা বলা লজ্জাকর ব্যাপার। 36 ঈশ্বরের বাক্য কি তোমাদের মধ্য থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল? অথবা, তা কি কেবলমাত্র তোমাদেরই কাছে উপস্থিত হয়েছে? 37 কেউ যদি নিজেকে ভাববাদী বা আত্মিকভাবে বরদানপ্রাপ্ত বলে মনে করে, তাহলে সে স্বীকার করবে যে, তোমাদের কাছে আমি যা লিখছি, তা প্রভুরই আদেশ। 38 সে যদি তা উপেক্ষা করে, তাহলে সে নিজেই উপেক্ষিত হবে। 39 অতএব, আমার ভাইবোনেরা, তোমরা ভাববাণী বলার জন্য আগ্রহী হও এবং বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলতে নিষেধ কোরো না। 40 কিন্তু সবকিছুই যথাযথ ও সুশৃঙ্খলভাবে হওয়া উচিত।

**15** এখন ভাইবোনেরা, আমি যে সুসমাচার তোমাদের কাছে প্রচার করেছি, তা আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, যা তোমরা গ্রহণ করেছিলে এবং যার উপরে তোমরা প্রতিষ্ঠিত আছ। 2 এই সুসমাচারের দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পেয়েছ, যদি তোমরা তোমাদের কাছে আমার প্রচারিত বাক্য দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো। অন্যথায়, তোমরা বৃথাই বিশ্বাস করেছ। 3 কারণ আমি যে বিষয়ে শিখেছি তা গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রথমেই তোমাদের কাছে তা সমর্পণ করেছি যে, শাস্ত্র অনুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন, 4 তিনি সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছেন ও শাস্ত্র অনুসারেই তিনি তৃতীয় দিনে উত্থাপিত হয়েছেন 5 এবং পরে কৈফা ও সেই বারোজনকে দর্শন দিয়েছেন। 6 এরপরে তিনি ভাইদের মধ্যে পাঁচশোরও বেশিজনকে একবারে দর্শন দিয়েছেন, যাদের মধ্যে কয়েকজন নিদ্রাগত হলেও, অধিকাংশ জনই এখনও জীবিত আছেন। 7 তারপর তিনি যাকোবকে ও পরে সমস্ত প্রেরিতশিষ্যকে দর্শন দিয়েছেন; 8 সবশেষে, আমার মতো অকালজাতের কাছেও তিনি দর্শন দিয়েছেন। 9 কারণ, আমি প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যে নগণ্যতম, এমনকি, প্রেরিতশিষ্যরূপে অভিহিত হওয়ারও যোগ্যতা আমার নেই, কারণ আমি ঈশ্বরের মণ্ডলীকে নির্যাতন করতাম। 10 কিন্তু এখন আমি যা হয়েছি তা ঈশ্বরের অনুগ্রহেই হয়েছি এবং আমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ নিরর্থক হয়নি। বরং, আমি তাঁদের সকলের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেছি—তবুও আমি নই, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার সহবর্তী ছিল। 11 অতএব, আমি হই বা তাঁরা হন, একথাই আমরা প্রচার করি এবং তোমরা একথাই বিশ্বাস করেছ। 12 কিন্তু একথা যদি প্রচার করা হয়ে থাকে যে, খ্রীষ্টকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করা হয়েছে, তাহলে তোমাদের মধ্যে কেউ কীভাবে বলে যে, মৃতদের পুনরুত্থান নেই? 13 যদি মৃতদের পুনরুত্থান নেই, তাহলে তো খ্রীষ্টও উত্থাপিত হননি! 14 আবার খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হয়ে থাকেন তবে আমাদের প্রচার করা ও তোমাদের বিশ্বাস করা, সব অর্থহীন হয়েছে। 15 তার চেয়েও বড়ো কথা, আমরা তখন ঈশ্বর সম্পর্কে মিথ্যাসাক্ষী বলে প্রমাণিত হব, কারণ ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা এই সাক্ষ্য দিয়েছি যে, তিনি খ্রীষ্টকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন। 16 কারণ মৃতদের উত্থাপন যদি না হয়, তাহলে

খ্রীষ্টকেও উত্থাপিত করা হয়নি। 17 আর যদি খ্রীষ্ট উত্থাপিত
না হয়েছেন, তোমাদের বিশ্বাস নিরর্থক, তোমরা এখনও
তোমাদের পাপের মধ্যে রয়েছ। 18 সুতরাং, যারা খ্রীষ্টে
নিদ্রাগত হয়েছে, তারাও বিনষ্ট হয়েছে। 19 কেবলমাত্র এই
জীবনের জন্য যদি আমাদের খ্রীষ্টে প্রত্যাশা থাকে, তাহলে
সব মানুষের চেয়ে আমরাই বেশি দুর্ভাগ্যপূর্ণ। 20 কিন্তু
খ্রীষ্ট সত্যিই মৃতদের মধ্য থেকে উত্থাপিত হয়েছেন, যারা
নিদ্রাগত হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনিই প্রথম ফলস্বরূপ।
21 কারণ মৃত্যু যেহেতু একজন মানুষের মাধ্যমে এসেছিল,
মৃতদের পুনরুত্থানও তেমনই একজন মানুষের মাধ্যমেই
আসে। 22 কারণ আদমে যেমন সকলের মৃত্যু হয়, তেমনই
খ্রীষ্টে সকলেই পুনর্জীবিত হবে। 23 কিন্তু প্রত্যেকেই তার
নিজ নিজ পর্যায়ক্রমে: প্রথম ফসল খ্রীষ্ট, পরে যখন তিনি
আসবেন, তাঁর আপনজনেরা। 24 তারপর সবকিছুর শেষ
সময় উপস্থিত হবে যখন তিনি সমস্ত শাসনভার, কর্তৃত্ব ও
পরাক্রম ধ্বংস করার পর, পিতা ঈশ্বরের হাতে রাজ্যের
ভার হস্তান্তর করবেন। 25 কারণ যতক্ষণ না তিনি তাঁর
সমস্ত শত্রুকে তাঁর পদানত করেন, তাঁকে রাজত্ব করতেই
হবে। 26 সর্বশেষ শত্রু যে মৃত্যু, তাও ধ্বংস করা হবে। 27
কারণ, "তিনি সবকিছুই তাঁর পায়ের নিচে রেখেছেন।"
এখন, যখন বলা হচ্ছে, "সবকিছুই" তাঁর বশ্যতাধীন করা
হয়েছে, এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, এতে স্বয়ং ঈশ্বর অন্তর্ভুক্ত
নন, যিনি সবকিছুই খ্রীষ্টের অধীন করেছেন। 28 তিনি
যখন এরকম করবেন, তখন পুত্রও স্বয়ং তাঁর বশ্যতাধীন
হবেন, যিনি সবকিছুই তাঁর বশ্যতাধীন করেন, যেন ঈশ্বরই
সর্বেসর্বা হন। 29 এখন পুনরুত্থান যদি না থাকে, তাহলে
যারা মৃতদের জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে, তারা কী করবে?
মৃতেরা যদি আদৌ উত্থাপিত না হয়, লোকেরা কেন তাদের
জন্য বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে? 30 আর আমাদের প্রসঙ্গে বলতে
হলে, আমরাই বা কেন প্রতি মুহূর্তে নিজেদের বিপদগ্রস্ত
করে তুলি? 31 ভাইবোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে
তোমাদের বিষয়ে আমার যা গর্ব, তারই দোহাই দিয়ে
আমি বলছি যে আমি প্রতিদিনই মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি। 32
শুধুমাত্র মানবিক কারণেই যদি আমি ইফিষে বন্যপশুদের
সঙ্গে লড়াই করে থাকি, তাহলে আমি কী লাভ করেছি?
মৃতেরা যদি উত্থাপিত না হয়, তাহলে, "এসো আমরা
ভোজন ও পান করি, কারণ আগামীকাল আমরা মারা
যাব।" 33 তোমরা বিভ্রান্ত হোয়ো না। "অসৎ সঙ্গ ভালো
চরিত্রকে কলুষিত করে।" 34 তোমাদের যেমন হওয়া
উচিত, চেতনায় ফিরে এসো এবং পাপ করা থেকে ক্ষান্ত
হও; কারণ এমন কিছু লোক আছে, যাদের ঈশ্বরজ্ঞান নেই;
তোমাদের লজ্জা দেওয়ার জন্য আমি একথা বলছি। 35
কিন্তু, কেউ হয়তো প্রশ্ন করবে, "কীভাবে মৃতদের উত্থাপিত
করা হয়? কোন প্রকারের দেহ নিয়ে তারা উপস্থিত হবে?"
36 কী মূর্খতা! তোমরা যা বপন করো, তা না মরলে জীবিত
হয় না। 37 যখন তোমরা কিছু বপন করো, যে গাছ
উৎপন্ন হবে, তা কিন্তু তোমরা বপন করো না, কিন্তু একটি
বীজবপন করো; তা হয়তো গমের বা অন্য কিছুর। 38 কিন্তু
ঈশ্বর যেমন নির্ধারণ করেছেন, তেমনই তার দেহ দান
করেন এবং প্রত্যেক প্রকারের বীজকে তার নিজ নিজ দেহ
দান করেন। 39 সব মাংসই এক প্রকারের নয়: মানুষের
এক প্রকার মাংস আছে, পশুদের অন্য প্রকার; পাখিদের
এক প্রকার এবং মাছের আর এক প্রকার; 40 এছাড়াও
আছে স্বর্গীয় দেহ এবং আছে পার্থিব দেহ; কিন্তু স্বর্গীয়
দেহগুলির ঔজ্জ্বল্য এক প্রকার, পার্থিব দেহগুলির অন্য
প্রকার। 41 সূর্যের আছে এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য, চাঁদের আর
এক ধরনের ও তারার আর এক ধরনের; আর ঔজ্জ্বল্যের
দিক দিয়ে এক তারা অন্য তারার থেকে ভিন্ন। 42 মৃতদের
পুনরুত্থানের ক্ষেত্রেও এরকমই হবে। ক্ষয়ে বপন করা হয়,
কিন্তু অক্ষয়তায় উত্থাপিত করা হবে; 43 অনাদরে বপন করা
হয়, মহিমায় তা উত্থাপিত করা হবে; দুর্বলতায় তা বপন
করা হয়, পরাক্রমে তা উত্থাপিত হবে; 44 স্বাভাবিক দেহ
বপন করা হয়, আত্মিক দেহ উত্থাপিত হবে। যদি স্বাভাবিক
দেহ থাকে, তাহলে আত্মিক দেহও থাকে। 45 তাই এরকম
লেখা আছে: "প্রথম মানুষ আদম হলেন এক জীবিত প্রাণী";
শেষ আদম হলেন এক জীবনদায়ী আত্মা। 46 আত্মিক
প্রথমে আসেনি, কিন্তু এসেছে স্বাভাবিক, তারপর আত্মিক।
47 প্রথম মানুষ ছিলেন পৃথিবীর ধুলি থেকে, দ্বিতীয় মানুষ
স্বর্গ থেকে। 48 পার্থিব সব ব্যক্তি সেই পার্থিব ব্যক্তির মতো
এবং স্বর্গীয় সকলে সেই স্বর্গ থেকে আগত ব্যক্তির মতোই।
49 আর যেমন আমরা পার্থিব ব্যক্তির স্বরূপ ধারণ করেছি,
তেমনই আমরা স্বর্গ থেকে আগত ব্যক্তির রূপও ধারণ
করব। 50 ভাইবোনেরা, আমি তোমাদের কাছে ঘোষণা
করছি যে, রক্তমাংসের দেহ ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী
হতে পারে না, কিংবা ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ অক্ষয়তার অধিকারী
হয় না। 51 শোনো, আমি তোমাদের এক গুপ্তরহস্য বলি:
আমরা সকলে নিদ্রাগত হব না, কিন্তু আমরা সকলেই
রূপান্তরিত হব— 52 এক নিমেষে, চোখের পলকে, শেষ
তূরীধ্বনির সঙ্গে তা ঘটবে। কারণ তূরীধ্বনি হবে, মৃতেরা
অক্ষয়তায় উত্থাপিত হবে এবং আমরা রূপান্তরিত হব, 53
কারণ এই ক্ষয়প্রাপ্তকে অক্ষয়তা পরিধান করতে হবে এবং
এই মরদেহকে অমরতা পরিধান হতে হবে। 54 আর এই

ক্ষয়প্রাপ্ত যখন অক্ষয়তা পরিধান করবে ও এই মরদেহ
অমরতা পরিধান করবে, তখন এই যে কথা লেখা আছে,
তা সত্য প্রমাণিত হবে: "চিরকালের জন্য মৃত্যুকে গ্রাস
করা হয়েছে।" 55 "মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু,
তোমার হুল কোথায়?" (Hadēs g86) 56 মৃত্যুর হুল পাপ ও
পাপের পরাক্রম হল বিধান। 57 কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ
হোক! তিনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের বিজয়
দান করেন। 58 তাই, আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, সুস্থির
থাকো। কোনো কিছুই তোমাদের বিচলিত না করুক।
প্রভুর কাজে তোমরা সর্বদা নিজেদের সম্পূর্ণ উৎসর্গ করো,
কারণ তোমরা জানো যে, প্রভুতে তোমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ
হবে না।

**16** এখন ঈশ্বরের লোকদের জন্য দান সংগ্রহ প্রসঙ্গে
লিখছি: আমি গালাতিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীগুলিকে যা
করতে বলেছি, তোমরাও তাই করো। 2 প্রত্যেক সপ্তাহের
প্রথম দিনে, তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ উপার্জনের
সঙ্গে সংগতি রেখে কিছু অর্থ আলাদা করে সরিয়ে রাখো,
যেন আমি যখনই আসি, তখন কোনো অর্থ সংগ্রহ করতে
না হয়। 3 তারপর, আমি উপস্থিত হলে, তোমরা যাদের
উপযুক্ত মনে করবে, আমি তাদের পরিচয়-পত্র দিয়ে
তোমাদের সেই দান তাদের মাধ্যমে জেরুশালেমে পাঠিয়ে
দেব। 4 আর যদি আমার যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে
হয়, তবে তারা আমার সঙ্গে যাবে। 5 ম্যাসিডোনিয়া
দিয়ে আমার যাত্রা শেষ হলেই আমি তোমাদের ওখানে
যাব—কারণ আমাকে ম্যাসিডোনিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে
হবে। 6 আমি হয়তো কিছুকাল তোমাদের সঙ্গে থাকব,
কিংবা শীতকালও কাটাব, যেন আমি যেখানেই যাই,
তোমরা আমার যাত্রায় সাহায্য করতে পারো। 7 আমি
এখন তোমাদের সঙ্গে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য দেখাসাক্ষাৎ
করতে চাই না। প্রভুর অনুমতি পেলে, আমি তোমাদের
সঙ্গে কিছু সময় কাটানোর আশা করছি। 8 কিন্তু পঞ্চাশত্তমী
পর্যন্ত আমি ইফিষেই থাকব, 9 কারণ মহৎ কাজের
এক উন্মুক্ত দুয়ার আমার সামনে খুলে গিয়েছে, যদিও
এখানে অনেকেই আমার বিরোধিতা করে। 10 যদি তিমথি
আসেন, তবে দেখো, তোমাদের সঙ্গে থাকার সময় তাঁর
ভয় পাওয়ার যেন কিছু না থাকে, কারণ তিনি আমারই
মতো প্রভুর কাজ করে চলেছেন। 11 তাই, কেউই তাঁকে
যেন গ্রহণ করতে অস্বীকার না করে। তাঁকে শান্তিতে তাঁর
যাত্রাপথে পাঠিয়ে দিয়ো, যেন তিনি আমার কাছে ফিরে
আসতে পারেন। আমি ভাইদের সঙ্গে তাঁরও আগমনের
প্রতীক্ষায় আছি। 12 এখন আমাদের ভাই আপল্লো সম্পর্কে
বলছি, অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে তোমাদের কাছে যাওয়ার
জন্য আমি তাঁকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু
তিনি এখন একেবারেই যেতে ইচ্ছুক নন। পরে সুযোগ
পেলেই তিনি যাবেন। 13 তোমরা সতর্ক থেকো; বিশ্বাসে
অবিচলিত থেকো; সাহসী ও শক্তিমান হও। 14 তোমরা যা
কিছু করো সেসব ভালোবাসায় করো। 15 তোমরা জানো
যে স্তেফানার পরিজনেরা হলেন আখায়া প্রদেশের প্রথম
ফসল, তাঁরা পবিত্রগণের সেবাকাজে নিজেদের নিযুক্ত
করেছেন। ভাইবোনেরা, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি,
16 তোমরা এইসব লোকদের এবং যতজন কাজে যুক্ত
হয় ও পরিশ্রম করে, তাঁদের প্রত্যেকের বাধ্য হও। 17
স্তেফানা, ফর্তুনাত ও আখাইকার আগমনে আমি আনন্দিত
হয়েছিলাম, কারণ তোমাদের থেকে যা অপূর্ণ ছিল, তাঁরা
তা সরবরাহ করেছেন। 18 এর কারণ হল, তাঁরা আমার ও
সেই সঙ্গে তোমাদেরও আত্মাকে অনুপ্রাণিত করেছেন।
এই ধরনের লোকেরা স্বীকৃতি পাওয়ার যোগ্য। 19 এশিয়া
প্রদেশের সব মণ্ডলী তোমাদের অভিবাদন জানাচ্ছেন।
আক্বিলা ও প্রিষ্কিল্লা এবং তাঁদের বাড়িতে সমবেত
হওয়া মণ্ডলী, প্রভুতে তোমাদের উষ্ণ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন
করছেন। 20 এখানকার সমস্ত ভাইবোনেরা তোমাদের
শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে
প্রীতি-সম্ভাষণ জানাও। 21 আমি পৌল, নিজের হাতে
এই অভিনন্দনবাণী লিখছি। 22 কেউ যদি প্রভুকে না
ভালোবাসে, তবে তার উপরে অভিশাপ নেমে আসুক।
হে প্রভু, তুমি এসো! 23 প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের
সহবর্তী হোক। 24 খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের সকলকে আমার
ভালোবাসা জানাই। আমেন।

# ২য় করিন্থীয়

**1** পৌল, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী খ্রীষ্ট যীশুর একজন
প্রেরিতশিষ্য এবং আমাদের ভাই তিমথি, করিন্থে
অবস্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলী এবং সমস্ত আখায়া প্রদেশের
যত পবিত্রগণ আছেন, তাদের সবার প্রতি: **2** আমাদের
পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি
তোমাদের প্রতি বর্তুক। **3** আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
ঈশ্বর ও পিতার প্রশংসা হোক, যিনি করুণাময় পিতা ও
সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর, **4** যিনি আমাদের সকল কষ্টের
জন্য সান্ত্বনা প্রদান করেন, যেন আমরা স্বয়ং যে সান্ত্বনা
ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করেছি, যারা যে কোনো কষ্টভোগ
করছে, তাদের সেই সান্ত্বনা দ্বারা সান্ত্বনা প্রদান করতে
পারি। **5** কারণ যেমন খ্রীষ্টের কষ্টভোগ আমাদের জীবনে
প্রচুররূপে প্রবাহিত হয়েছে, তেমনই খ্রীষ্টের মাধ্যমে
আমাদের সান্ত্বনাও যেন প্রবলরূপে উপচে পড়ে। **6** আমরা
যদি যন্ত্রণাগ্রস্ত হই, তা তোমাদের সান্ত্বনা ও পরিত্রাণের
জন্য; যদি আমরা সান্ত্বনা লাভ করি, তা তোমাদের সান্ত্বনার
জন্য, যা তোমাদের মধ্যে ধৈর্যসহ, আমরা যে কষ্টভোগ
করি, সেই একই কষ্টভোগে সহ্যশক্তি উৎপন্ন করে। **7** আর
তোমাদের জন্য আমাদের প্রত্যাশা অবিচল, কারণ আমরা
জানি যে, যেমন তোমরা আমাদের কষ্টভোগের অংশীদার
হও, তেমনই তোমরা আমাদের সান্ত্বনারও সহভাগী হয়ে
থাকো। **8** ভাইবোনেরা, আমি চাই না, এশিয়া প্রদেশে যে
দুর্দশা আমরা ভোগ করেছিলাম, তা তোমাদের অজানা
থাকে। আমাদের সহ্যশক্তির থেকেও বহুগুণে বেশি আমরা
নিদারুণ চাপের মধ্যে ছিলাম, যার ফলে আমরা প্রাণের
আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। **9** প্রকৃতপক্ষে, আমরা আমাদের
অন্তরে মৃত্যুর শাস্তি অনুভব করেছিলাম। কিন্তু এরকম
ঘটল, যেন আমরা নিজের উপরে নির্ভর না করে ঈশ্বরের
উপরে করি, যিনি মৃতদের উত্থাপিত করেন। **10** তিনিই
আমাদের এরকম মৃত্যুজনক সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন
এবং তিনি আমাদের উদ্ধার করবেন। তাঁরই উপর আমরা
আশা রেখেছি যে, তিনি আমাদের পুনরায় উদ্ধার করবেন,
**11** যেমন তোমরা তোমাদের প্রার্থনা দ্বারা আমাদের সাহায্য
করে থাকো। এরপর অনেকের প্রার্থনার উত্তরে আমরা
যে মহা-অনুগ্রহ লাভ করেছি, সেই কারণে, অনেকেই
আমাদের পক্ষে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবে। **12** এখন
আমাদের গর্ব এই: আমাদের বিবেক সাক্ষ্য দেয় যে,
আমরা ঈশ্বরের দেওয়া পবিত্রতায় এবং সরলতায় জগতের
মধ্যে আচরণ করেছি, বিশেষত তোমাদের সঙ্গে আমাদের
সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এইসব গুণ ঈশ্বর থেকে লব্ধ। আমরা
জাগতিক প্রজ্ঞা অনুসারে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারা
এরকম করেছি। **13** আমরা শুধু তাই লিখছি, যা তোমরা
পড়তে ও বুঝতে পারবে। আমি এই আশাতেই আছি।
**14** এখন পর্যন্ত তোমরা আমাদের আংশিকরূপে বুঝতে
পেরেছ, যেন প্রভু যীশুর দিনে তোমরা আমাদের জন্য গর্ব
করতে পারো, যেমন আমরা তোমাদের জন্য গর্ব করব।
**15** আমি যেহেতু এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলাম, যাত্রার শুরুতে
আমি প্রথমে তোমাদের কাছে যাব, যেন তোমরা দু-বার
উপকৃত হতে পারো। **16** আমি ম্যাসিডোনিয়া যাওয়ার
পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করেছিলাম
এবং চেয়েছিলাম সেখান থেকে তোমাদের কাছে ফিরে
আসতে, তারপর তোমরা যেন আমাকে যিহূদিয়ার পথে
পাঠিয়ে দাও। **17** এই পরিকল্পনা করার সময় আমি কি তা
লঘুভাবে করেছিলাম? নাকি আমি আমার পরিকল্পনাগুলি
জাগতিক উপায়ে করি যে, একইসঙ্গে আমি "হ্যাঁ, হ্যাঁ"
ও "না, না" বলি? **18** কিন্তু ঈশ্বর যেমন নিশ্চিতরূপে
বিশ্বস্ত, তোমাদের কাছে আমাদের বার্তা তেমনই "হ্যাঁ"
বা "না" নয়। **19** কারণ ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খ্রীষ্ট, যাঁকে
আমি, সীল ও তিমথি তোমাদের কাছে প্রচার করেছিলাম,
তিনি "হ্যাঁ" ও "না" মেশানো ছিলেন না, কিন্তু তাঁর মধ্যে
সবসময়ই "ইতিবাচক" ব্যাপার ছিল। **20** কারণ ঈশ্বর যত
প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন, সেগুলি খ্রীষ্টের মধ্যে "ইতিবাচক"
হয়েছে। আর তাই, তাঁরই মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমার উদ্দেশে
আমরা "আমেন" বলি। **21** এখন ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে
আমাদের, উভয়কেই খ্রীষ্টে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করেছেন। তিনি
আমাদের অভিষিক্ত করেছেন, **22** আমাদের উপরে তাঁর
অধিকারের সিলমোহর দিয়েছেন এবং সন্নিকট সব বিষয়ের
নিশ্চয়তাস্বরূপ তাঁর আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে অগ্রিম
দানস্বরূপ স্থাপন করেছেন। **23** আমি আমার প্রাণের উপরে
ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, তোমাদেরকে কঠোর
তিরস্কার থেকে বাঁচানোর জন্যই আমি করিন্থে ফিরে
যাইনি। **24** তোমাদের বিশ্বাসের উপরে প্রভুত্ব করতে
চেয়েছি বলে নয়, কিন্তু তোমাদের আনন্দের জন্য আমরা
তোমাদের সহকর্মী হয়েছি, কারণ বিশ্বাস সম্পর্কে বলতে
গেলে, তোমরা তার উপরে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত আছ।

**2** তাই আমি আমার মনে স্থির করেছিলাম যে, পুনরায়
তোমাদের দুঃখ দেওয়ার জন্য আমি তোমাদের কাছে
যাব না। **2** কারণ, আমি যদি তোমাদের দুঃখ দিই,
তাহলে যাদের দুঃখ দিয়েছি, সেই তোমরা ছাড়া আমাকে

আনন্দিত জন্য আর কে থাকবে? 3 পত্র লেখার সময় আমি এরকমই লিখেছিলাম যে, আমি যখন আসব, তখন যাদের কাছ থেকে আমার আনন্দ পাওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকে যেন দুঃখ না পাই। তোমাদের সকলের প্রতি আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তোমরা সকলে আমার আনন্দে আনন্দিত হবে। 4 আমি নিদারুণ কষ্ট ও মর্মযন্ত্রণায় ও অনেক চোখের জলের সঙ্গে তোমাদের লিখেছিলাম, তোমাদের দুঃখ দেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু তোমাদের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা জানাবার জন্য। 5 কেউ যদি দুঃখের কারণ হয়ে থাকে, সে আমাকে তেমন দুঃখ দেয়নি, যেমন তোমাদের সবাইকে কিছু পরিমাণে দিয়েছে—কোনও অতিশয়োক্তি না করেই আমি একথা বলছি। 6 অধিকাংশ লোকই তাকে যে শাস্তি দিয়েছে, তাই তার পক্ষে যথেষ্ট। 7 বরং, এখন তোমাদের উচিত তাকে ক্ষমা করা ও সান্ত্বনা দেওয়া, যেন সে দুঃখের আতিশয্যে ভেঙে না পড়ে। 8 তাই, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা পুনরায় তার প্রতি তোমাদের ভালোবাসা প্রদর্শন করো। 9 তোমাদের কাছে আমার লেখার কারণ এই যে, আমি দেখতে চেয়েছিলাম, তোমরা সেই পরীক্ষা সহ্য করতে ও সর্ববিষয়ে অনুগত থাকতে পারো কি না। 10 তোমরা যদি কাউকে ক্ষমা করো, আমিও তাকে ক্ষমা করি। আর আমি যা ক্ষমা করেছি—যদি ক্ষমা করার মতো কিছু ছিল—আমি তোমাদেরই কারণে খ্রীষ্টের সাক্ষাতে তাকে ক্ষমা করেছি, 11 যেন শয়তান ধূর্ততায় আমাদের পরাস্ত করতে না পারে, কারণ তার কৌশল আমাদের অজানা নয়। 12 এখন খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের জন্য যখন আমি ত্রোয়াতে গেলাম, দেখলাম প্রভু আমার জন্য এক দুয়ার খুলে দিয়েছেন। 13 তবুও আমার মনে শান্তি ছিল না, কারণ সেখানে আমি আমার ভাই তীতের সন্ধান পাইনি। তাই তাদের বিদায় জানিয়ে আমি ম্যাসিডোনিয়ায় চলে গেলাম। 14 কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ হোক, তিনি সর্বদা আমাদের নিয়ে খ্রীষ্টে বিজয়যাত্রা করেন এবং আমাদের মাধ্যমে সর্বত্র তাঁর সম্পর্কীয় জ্ঞানের সৌরভ ছড়িয়ে দেন। 15 কারণ যারা পরিত্রাণ পাচ্ছে এবং যারা ধ্বংস হচ্ছে, উভয়েরই কাছে আমরা ঈশ্বরের পক্ষে খ্রীষ্টের সৌরভস্বরূপ। 16 এক পক্ষের কাছে আমরা মৃত্যুর ভীতিপ্রদ গন্ধস্বরূপ, অপর পক্ষের কাছে জীবনের সুগন্ধস্বরূপ। আর এ ধরনের কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি কে? 17 অনেকের মতো, আমরা লাভের জন্য ঈশ্বরের বাক্য ফেরি করে বেড়াই না। এর পরিবর্তে, ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত মানুষদের মতো আমরা সরলতার সঙ্গে ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টেই কথা বলি।

**3** আমরা কি আবার নিজেদের প্রশংসা করা শুরু করেছি? কিংবা, কিছু মানুষের মতো, তোমাদের কাছে আমাদেরও সুপারিশ-পত্রের প্রয়োজন বা তোমাদের কাছ থেকে তা নিতে হবে? 2 তোমরাই তো আমাদের পত্র, আমাদের হৃদয়ে লিখিত পত্র, যা প্রত্যেকেই জানে ও পড়ে। 3 তোমরা দেখাও যে, আমাদের পরিচর্যার ফলস্বরূপ তোমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে লিখিত পত্র, যা কালি দিয়ে নয়, কিন্তু জীবন্ত ঈশ্বরের আত্মা দিয়ে, পাথরের ফলকে নয়, কিন্তু মানুষের হৃদয়-ফলকে লেখা হয়েছে। 4 ঈশ্বরের প্রতি এ ধরনের বিশ্বাসই খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের আছে। 5 এরকম নয় যে, নিজেদের যোগ্যতায় আমরা কিছু করতে পারি বলে দাবি করি। আমাদের যোগ্যতা ঈশ্বর থেকেই আসে। 6 তিনিই আমাদের এক নতুন নিয়মের পরিচারকরূপে যোগ্য করে তুলেছেন—যা অক্ষরে নয়, কিন্তু আত্মায় লিখিত হয়েছে, কারণ অক্ষর মৃত্যুতে শেষ হয়, কিন্তু পবিত্র আত্মা জীবন প্রদান করেন। 7 যে পরিচর্যা মৃত্যু নিয়ে এসেছিল, যা পাথরের উপরে লিপিতে উৎকীর্ণ ছিল, তা যদি এমন মহিমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিল যে, ইস্রায়েলীরা স্থিরদৃষ্টিতে মোশির মুখমণ্ডলের দিকে তাঁর মহিমার জন্য তাকাতে পারছিল না, যদিও সেই মহিমা ক্রমেই নিষ্প্রভ হচ্ছিল, 8 তাহলে আত্মার পরিচর্যা কি আরও বেশি মহিমাদীপ্ত হবে না? 9 যে পরিচর্যা মানুষকে অভিযুক্ত করে, তা যদি এমন মহিমাদীপ্ত হয়, তাহলে যে পরিচর্যা ধার্মিকতা নিয়ে আসে, তা আরও কত না বেশি মহিমাদীপ্ত হবে! 10 প্রকৃতপক্ষে, যা ছিল মহিমাময়, তা বর্তমানের বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর মহিমার তুলনায় কোনো মহিমাই নয়। 11 আবার যা ক্রমশ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছিল, তা যদি মহিমার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিল, তাহলে যা স্থায়ী, তার মহিমা আরও কত না মহত্তর হবে! 12 সেই কারণে, আমাদের এরকম প্রত্যাশা আছে বলেই আমরা এরকম অতি সাহসী হয়েছি। 13 আমরা মোশির মতো নই; তিনি তাঁর মুখের উপরে আবরণ দিতেন যেন, যে মহিমার কিরণ ম্লান হয়ে আসছিল, ইস্রায়েল-সন্তানদের দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত তা থেকে সরিয়ে রাখতে পারেন। 14 কিন্তু তাদের মনকে কঠিন করা হয়েছিল, কারণ পুরোনো নিয়মের পাঠে আজও পর্যন্ত সেই আবরণ থেকেই গেছে। তা অপসারিত করা হয়নি, কারণ কেবলমাত্র খ্রীষ্টেই তা অপসারিত করা যায়। 15 এমনকি, আজও অবধি যখন মোশির বিধান পাঠ করা হয়, একটি আবরণ তাদের অন্তরকে আবৃত করে রাখে। 16 কিন্তু যখনই কেউ প্রভুর প্রতি ফিরে আসে, সেই আবরণ অপসারিত করা হয়। 17 এখন প্রভুই সেই আত্মা, আর

যেখানে প্রভুর আত্মা থাকেন সেখানেই স্বাধীনতা থাকে। 18 আর আমরা সকলে, যারা অনাবৃত মুখমণ্ডলে প্রভুর
মহিমা দর্পণের মতো প্রতিফলিত করছি, আমরা তাঁরই
প্রতিমূর্তিতে ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া মহিমায় রূপান্তরিত হচ্ছি,
যে মহিমা প্রভু, যিনি আত্মা, তাঁর কাছ থেকে আসে।

**4** এই কারণে, ঈশ্বরের করুণার মাধ্যমে আমাদের যেহেতু
এই পরিচর্যা আছে, আমরা নিরুৎসাহ হই না। 2
বরং, আমরা গোপনীয় ও লজ্জাজনক পথগুলি ত্যাগ
করেছি; আমরা ধূর্ততার আশ্রয় নিই না, কিংবা ঈশ্বরের
বাক্যকে বিকৃতও করি না। এর বিপরীতে, সহজসরলভাবে
সত্যকে প্রকাশ করে আমরা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সব মানুষের
বিবেকের কাছে নিজেদের যোগ্য করে তুলি। 3 আবার,
আমাদের সুসমাচার যদি আবৃত থাকে, তাহলে যারা ধ্বংস
হচ্ছে, তা তাদের কাছেই আবৃত থাকে। 4 এই যুগের
দেবতা অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করেছে, যেন তারা খ্রীষ্টের
মহিমার যে সুসমাচার তার আলো দেখতে না পায়। সেই
খ্রীষ্টই হলেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি। (aiōn g165) 5 কারণ
আমরা নিজেদের বিষয়ে প্রচার করি না, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টকে
প্রভুরূপে করি এবং যীশুর কারণে নিজেদের পরিচয় দিই
তোমাদের দাসরূপে। 6 কারণ যে ঈশ্বর বলেছিলেন,
"অন্ধকারের মধ্য থেকে জ্যোতি উদ্ভাসিত হোক," তিনি
তাঁর জ্যোতি আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপিত করলেন, যেন
খ্রীষ্টের মুখমণ্ডলে বিরাজিত ঈশ্বরের যে মহিমা, তার
জ্ঞানের আলো আমাদের প্রদান করেন। 7 কিন্তু এই সম্পদ
আমরা মাটির পাত্রে ধারণ করছি, যেন এরকম প্রত্যক্ষ
হয় যে সর্বগুণে উৎকৃষ্টতর এই পরাক্রম আমাদের থেকে
নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। 8 আমরা চতুর্দিক
থেকেই প্রবলরূপে নিষ্পেষিত হচ্ছি, কিন্তু চূর্ণ হচ্ছি না;
হতবুদ্ধি হচ্ছি, কিন্তু নিরাশ হচ্ছি না; 9 নির্যাতিত হচ্ছি, কিন্তু
পরিত্যক্ত হচ্ছি না; আঘাতে ধরাশায়ী হচ্ছি, কিন্তু বিধ্বস্ত
হচ্ছি না। 10 আমরা সবসময়ই, আমাদের শরীরে যীশুর
মৃত্যুকে বহন করে চলেছি, যেন আমাদের শরীরে যীশুর
জীবনও প্রকাশ পায়। 11 কারণ আমরা যারা জীবিত আছি,
তাদের সবসময়ই যীশুর কারণে মৃত্যুর কাছে সমর্পণ করা
হচ্ছে, যেন আমাদের এই মানবিক দেহে তাঁর জীবনও
প্রকাশিত হতে পারে। 12 তাহলে এখন, মৃত্যু আমাদের
শরীরে সক্রিয় ঠিকই, কিন্তু তোমাদের মধ্যে জীবন সক্রিয়
আছে। 13 বিশ্বাসের সেই একই আত্মা আমাদের আছে
বলে, যেমন লেখা আছে, "আমি বিশ্বাস করেছি, তাই
কথা বলেছি," সেই অনুযায়ী আমরাও বিশ্বাস করি ও
সেই কারণে কথা বলি। 14 কারণ আমরা জানি যে, যিনি
প্রভু যীশুকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন, তিনি
যীশুর সঙ্গে আমাদেরও উত্থাপিত করবেন এবং তোমাদের
সঙ্গে আমাদেরও তাঁর সান্নিধ্যে উপস্থিত করবেন। 15
এসবই তোমাদের কল্যাণের জন্য, যেন যে অনুগ্রহ আরও
বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে উপস্থিত হচ্ছে, তা ঈশ্বরের
মহিমার উদ্দেশে উপচে পড়া ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কারণ
হয়। 16 সেই কারণে, আমরা নিরুৎসাহ হই না। যদিও
বাহ্যিকভাবে আমরা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছি, তবুও অভ্যন্তরীণভাবে
দিন-প্রতিদিন আমরা নতুন হচ্ছি। 17 কারণ আমাদের তুচ্ছ
ও ক্ষণস্থায়ী কষ্টসমস্যাগুলি আমাদের জন্য যে চিরন্তন
মহিমা অর্জন করছে, তা সেইসব কষ্টসমস্যাকে বিপুলরূপে
অতিক্রম করে। (aiōnios g166) 18 তাই কোনো দৃশ্যমান
বস্তুর দিকে নয়, কিন্তু যা অদৃশ্য তার প্রতি আমরা দৃষ্টি
নিবদ্ধ করি। কারণ যা কিছু দৃশ্যমান, তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু
যা কিছু অদৃশ্য তাই চিরন্তন। (aiōnios g166)

**5** এখন আমরা জানি যে, যদি এই পার্থিব তাঁবু, যার মধ্যে
আমরা বসবাস করি, তা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে
আমাদের জন্য আছে এক ঈশ্বরের দেওয়া গৃহ, স্বর্গে এক
চিরন্তন আবাস, যা মানুষের হাতে তৈরি নয়। (aiōnios
g166) 2 এই সময়কালে আমরা আর্তনাদ করছি, আমাদের
স্বর্গীয় আবাস পরিহিত হওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা করছি,
3 কারণ যখন আমরা পোশাক পরিহিত হব, আমাদের
বস্ত্রহীন দেখা যাবে না। 4 কারণ আমরা যতক্ষণ এই তাঁবুর
মধ্যে আছি, আমরা আর্তনাদ করি ও ভারগ্রস্ত হই, কারণ
আমরা পোশাকহীন হতে চাই না, কিন্তু আমাদের স্বর্গীয়
আবাসের দ্বারা আবৃত হতে চাই, যেন যা কিছু নশ্বর, তা
জীবনের দ্বারা কবলিত হয়। 5 এখন ঈশ্বর আমাদের এই
উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন এবং আগামী সময়ে যা সন্নিকট,
তার নিশ্চয়তাস্বরূপ পবিত্র আত্মাকে আমাদের অগ্রিম দান
করেছেন। 6 অতএব, আমরা সবসময়ই সুনিশ্চিত এবং
জানি যে, যতক্ষণ আমরা এই শরীরে অবস্থান করছি,
আমরা প্রভু থেকে দূরে আছি। 7 আমরা বিশ্বাস দ্বারা
জীবনযাপন করি, দৃশ্য বস্তুর দ্বারা নয়। 8 আমরা সুনিশ্চিত,
তাই আমি বলি, আমরা বেশি করে চাইব, শরীর থেকে দূরে
থেকে প্রভুর সান্নিধ্যে গিয়ে বাস করি। 9 তাই আমরা এই
শরীরে বাস করি বা এর থেকে দূরে থাকি, আমাদের লক্ষ্য
হল তাঁকে সন্তুষ্ট করা। 10 কারণ আমরা সকলে খ্রীষ্টের
বিচারাসনের সামনে অবশ্যই উপস্থিত হব, যেন প্রত্যেকেই
শরীরে বসবাস করার কালে, সৎ বা অসৎ, যে কাজই

করেছে, তার প্রাপ্য ফল পায়। 11 তাহলে, প্রভুকে ভয় করার অর্থ কী, তা আমরা জানি; সেই কারণে আমরা সব মানুষকে তা বোঝানোর চেষ্টা করি। আমরা যে কী প্রকার, তা ঈশ্বরের কাছে স্পষ্ট। আমি আশা করি, তোমাদের বিবেকের কাছেও তা স্পষ্ট। 12 আমরা আবার তোমাদের কাছে নিজেদের প্রশংসা করার চেষ্টা করছি না, কিন্তু আমাদের জন্য তোমাদের গর্ব করার একটি সুযোগ দিচ্ছি, যেন যারা অন্তরের বিষয় নিয়ে গর্বিত না হয়ে বাহ্যিক প্রদর্শন নিয়ে গর্ব করে, তোমরা তাদের উত্তর দিতে পারো। 13 যদি আমরা উন্মাদ হয়েছি, তাহলে তা ঈশ্বরের জন্যই হয়েছি; যদি আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় আছি, তাহলে তা তোমাদেরই জন্য। 14 কারণ খ্রীষ্টের প্রেম আমাদের বাধ্য করেছে এবং আমরা নিশ্চিত যে, একজন যখন সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন, সেই কারণে সকলেরই মৃত্যু হল। 15 আর তিনি সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন, যেন যারা জীবিত আছে, তারা আর যেন নিজেদের জন্য জীবনধারণ না করে, কিন্তু তাঁর জন্য করে, যিনি তাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ও পুনরায় উত্থাপিত হয়েছেন। 16 তাই, এখন থেকে জাগতিক মানদণ্ড অনুসারে আমরা কাউকে জানি না। যদিও খ্রীষ্টকে আমরা জাগতিক মানদণ্ড অনুসারে জানতাম, কিন্তু এখন আর জানি না। 17 অতএব, কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে এক নতুন সৃষ্টি; পুরোনো বিষয় সব অতীত হয়েছে, দেখো সব নতুন হয়ে উঠেছে। 18 এসবই ঈশ্বর থেকে হয়েছে, যিনি খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর নিজের সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করেছেন এবং পুনর্মিলনের সেই পরিচর্যা আমাদের দিয়েছেন। 19 তা হল এই যে, ঈশ্বর জগৎকে খ্রীষ্টের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত করছিলেন, মানুষের পাপসকল আর তাদের বিরুদ্ধে গণ্য করেননি। আর সেই পুনর্মিলনের বার্তা ঘোষণা করা তিনি আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। 20 অতএব, আমরা খ্রীষ্টের রাজদূত, ঈশ্বর যেন আমাদের মাধ্যমে তাঁর আবেদন জানাচ্ছিলেন। আমরা খ্রীষ্টের পক্ষে তোমাদের কাছে এই মিনতি করছি, ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হও। 21 যিনি পাপ জানতেন না, ঈশ্বর তাঁকে আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হতে পারি।

**6** ঈশ্বরের সহকর্মীরূপে আমরা তোমাদের নিবেদন করছি, তোমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথা গ্রহণ কোরো না। 2 কারণ তিনি বলেন, "আমার অনুগ্রহ প্রদর্শনকালে, আমি তোমার কথা শুনেছি, আর পরিত্রাণের দিনে আমি তোমাকে সাহায্য প্রদান করেছি।" আমি তোমাদের বলি, এখনই ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহের সময়, আজই সেই পরিত্রাণের দিন। 3 আমরা কারও পথে কোনো বাধার সৃষ্টি করি না, যেন আমাদের পরিচর্যা কলঙ্কিত না হয়। 4 বরং, আমরা যেহেতু ঈশ্বরের পরিচারক, সবদিক দিয়ে নিজেদের যোগ্যপাত্ররূপে দেখাতে চাই: মহা ধৈর্যে, কষ্ট-সংকটে, কষ্টভোগ ও দুর্দশায়; 5 প্রহারে, কারাবাসে ও গণবিক্ষোভে, কঠোর পরিশ্রমে, নিদ্রাহীন রাত্রিযাপনে ও অনাহারে; 6 শুদ্ধতায়, জ্ঞানে, সহিষ্ণুতায় ও সদয়ভাবে, পবিত্র আত্মায় ও অকপট ভালোবাসায়; 7 সত্যভাষণে ও ঐশ্বরিক পরাক্রমে, ডান ও বাঁ হাতে ধার্মিকতার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে; 8 গৌরব ও অসম্মানের মধ্যে, অখ্যাতি ও সুখ্যাতিক্রমে; আমরা সত্যনিষ্ঠ, অথচ বিবেচিত হই প্রতারকরূপে; 9 পরিচিত, অথচ যেন অপরিচিতের মতো; মরণাপন্ন, তবুও বেঁচে আছি; প্রহারিত, তবুও নিহত নই; 10 দুঃখার্ত, তবু যেন সবসময়ই আনন্দ করছি; দরিদ্র, তবুও অনেককে সমৃদ্ধ করছি; আমাদের কিছুই নেই, তবুও সবকিছুর অধিকারী। 11 করিন্থের মানুষেরা, আমরা অবাধে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি এবং তোমাদের কাছে আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করেছি। 12 আমরা আমাদের ভালোবাসা তোমাদের দিতে অস্বীকার করিনি, কিন্তু তোমরা তোমাদের ভালোবাসা আমাদের দিতে অস্বীকার করছ। 13 শোভনীয় বিনিময়রূপে—আমি আমার সন্তানরূপে তোমাদের বলছি—তোমরাও তোমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করো। 14 তোমরা অবিশ্বাসীদের সঙ্গে অসম জোয়ালে আবদ্ধ হোয়ো না। কারণ ধার্মিকতা ও দুষ্টতার মধ্যে কী সাদৃশ্য আছে? অথবা, অন্ধকারের সঙ্গে আলোর কী সহভাগিতা থাকতে পারে? 15 খ্রীষ্ট ও বলিয়ালের মধ্যেই বা কী ঐক্য? কোনো বিশ্বাসীর সঙ্গে অবিশ্বাসীরই বা কী মিল? 16 ঈশ্বরের মন্দির ও প্রতিমার মধ্যেই বা কী সহযোগিতা থাকতে পারে? কারণ আমরাই তো জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির! ঈশ্বর যেমন বলেছেন, "আমি তাদের মধ্যে বসতি করব ও তাদের মধ্যে গমনাগমন করব, আর আমি তাদের ঈশ্বর হব ও তারা আমার প্রজা হবে।" 17 অতএব, "তোমরা তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসো ও পৃথক হও, একথা প্রভু বলেন। কোনো অশুচি বস্তু স্পর্শ কোরো না, তাহলে আমি তোমাদের গ্রহণ করব।" 18 "আমি তোমাদের পিতা হব, আর তোমরা হবে আমার পুত্রকন্যা, সর্বশক্তিমান প্রভু একথা বলেন।"

**7** প্রিয় বন্ধুরা, যেহেতু আমাদের কাছে এসব প্রতিশ্রুতি আছে, তাই যা কিছু আমাদের শরীর ও আত্মাকে কলুষিত করে, এসো আমরা সেসব থেকে নিজেদের

শুচিশুদ্ধ করি এবং ঈশ্বরের প্রতি সম্ভ্রমবশত পবিত্রতা সিদ্ধ করি। 2 তোমরা তোমাদের হৃদয়ে আমাদের জন্য স্থান দিয়ো। আমরা কারও প্রতি অন্যায় করিনি, আমরা কাউকে ভুল পথে নিয়ে যাইনি, আমরা কাউকে শোষণ করিনি। 3 তোমাদের অভিযুক্ত করার জন্য আমি একথা বলছি না। আমি পূর্বেই তোমাদের বলেছি যে, তোমরা আমাদের অন্তরে এমন স্থান জুড়ে আছ যে, আমরা মরি তো একসঙ্গে, আবার বাঁচি তো একসঙ্গে। 4 তোমাদের প্রতি আমার গভীর আস্থা আছে; তোমাদের নিয়ে আমার ভীষণ গর্ব। তাই আমি সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হয়েছি; আমাদের সমস্ত কষ্ট-সংকটের মধ্যেও আমার আনন্দের সীমা নেই। 5 কারণ, আমরা ম্যাসিডোনিয়ায় আসার পরেও, আমাদের এই শরীরের কোনো বিশ্রাম ছিল না, কিন্তু জীবনের প্রতিটি মোড়ে বিপর্যস্ত হচ্ছিলাম—বাইরে সংঘর্ষ, অন্তরে ভয়। 6 কিন্তু ঈশ্বর, যিনি দুঃখিত মানুষদের সান্ত্বনা প্রদান করেন, তিনি তীতের আগমনের মাধ্যমে আমাদের সান্ত্বনা দিলেন। 7 আর কেবলমাত্র তাঁর আগমনের মাধ্যমে নয়, কিন্তু তোমরা তাঁকে যে সান্ত্বনা দিয়েছ, তার মাধ্যমেও আশ্বস্ত করলেন। তিনি আমার জন্য তোমাদের আকাঙ্ক্ষা, তোমাদের গভীর দুঃখ, আমার জন্য তোমাদের প্রবল দুশ্চিন্তার কথাও ব্যক্ত করলেন, যেন আমার আনন্দ আগের থেকেও আরও বেশি হয়। 8 আমার পত্রের দ্বারা আমি তোমাদের দুঃখ দিলেও, আমি তার জন্য অনুশোচনা করি না। আমি অনুশোচনা করলেও—আমি দেখছি যে আমার পত্র তোমাদের আহত করেছে, কিন্তু তা মাত্র অল্প সময়ের জন্য— 9 এখন আমি আনন্দিত, তোমাদের দুঃখ দিয়েছিলাম বলে নয়, কিন্তু সেই দুঃখ তোমাদের অনুতাপের পথে চালিত করেছিল বলে। কারণ ঈশ্বর যেমন চেয়েছিলেন, তোমরা তেমনই দুঃখিত হয়েছিলে, অতএব, আমাদের দ্বারা তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। 10 ঐশ্বরিক দুঃখ নিয়ে আসে অনুতাপ, যা পরিত্রাণের পথে চালিত করে; সেখানে অনুশোচনার কোনও অবকাশ নেই; কিন্তু জাগতিক দুঃখ নিয়ে আসে মৃত্যু। 11 দেখো, ঈশ্বরের অভিমত অনুযায়ী তোমাদের মধ্যে কী সব বিষয় উৎপন্ন করেছে: কত আগ্রহ, নিজেদের শুদ্ধ দেখানোর জন্য কত আকুলতা, কত না ধিক্কার, কত আশঙ্কা, কত প্রতীক্ষা, কত উদ্বেগ, ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য কত না প্রস্তুতি। এই ব্যাপারে, প্রতি ক্ষেত্রেই তোমরা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করেছ। 12 তাই আমি যদিও তোমাদের লিখেছিলাম, যে অন্যায় করেছিল, এ তার বিরুদ্ধে, অথবা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের বিরুদ্ধে নয়, বরং ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তোমরা নিজেরাই দেখতে পাও যে, তোমরা আমাদের প্রতি কত অনুরক্ত। 13 এ সবকিছুর দ্বারা আমরা উৎসাহ লাভ করেছি। আমাদের নিজস্ব উৎসাহ ছাড়াও, তীতকে সুখী দেখে আমরাও বিশেষভবে আনন্দিত হয়েছিলাম, কারণ তোমাদের সকলের দ্বারা তাঁর আত্মা সঞ্জীবিত হয়েছে। 14 আমি তাঁর কাছে তোমাদের সম্পর্কে গর্বপ্রকাশ করেছিলাম, আর তোমরা আমাকে অপ্রস্তুত করোনি। কারণ যেমন তোমাদের কাছে আমাদের বলা সব কথাই ছিল সত্যি, তেমনই তীতের কাছে তোমাদের সম্পর্কে যে গর্বপ্রকাশ করেছিলাম, তাও সত্যি বলে প্রমাণিত হয়েছে। 15 আর তোমাদের জন্য তাঁর স্নেহ আরও বেশি প্রবল হয়েছে, যখন তিনি স্মরণ করেন যে, তোমরা কেমন আদেশ পালন করেছিলে, তাঁকে সভয়ে ও কম্পিত হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলে। 16 আমি আনন্দিত যে, আমি তোমাদের উপরে সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারি।

**8** এখন ভাইবোনেরা, ম্যাসিডোনিয়ার মণ্ডলীগুলিকে ঈশ্বর যে অনুগ্রহ প্রদান করেছেন, আমরা চাই, তোমরা সে সম্পর্কে অবহিত হও। 2 কষ্টের চরম পরীক্ষার মধ্যেও তাদের আনন্দের উচ্ছ্বাস ও নিদারুণ দারিদ্র্য, প্রচুর দানশীলতায় উপচে পড়েছে। 3 কারণ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তারা তাদের সাধ্যমতো, এমনকি, সাধ্যেরও অতিরিক্ত পরিমাণে, দান করেছে। তারা নিজেদের ইচ্ছায় 4 প্রবল আগ্রহের সঙ্গে, পবিত্রগণের এই সেবায় অংশগ্রহণের সুযোগ লাভের জন্য আমাদের মিনতি জানিয়েছে। 5 তারা আমাদের প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে কাজ করল। ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে তারা প্রথমে প্রভুর, পরে আমাদেরও কাছে নিজেদের প্রদান করল। 6 তাই আমরা তীতকে অনুরোধ করলাম, তোমাদের মধ্যে সেই অনুগ্রহের কাজ শেষ করার জন্য, যা তিনি আগেই শুরু করেছিলেন। 7 কিন্তু যেমন তোমরা সব বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করছ—বিশ্বাসে, বক্তৃতায়, জ্ঞানে, সম্পূর্ণ আন্তরিকতায় ও ভালোবাসায়, যা তোমাদের মধ্যে আমরা উদ্দীপিত করেছি—দেখো, দান দেওয়ার ক্ষেত্রে এই অনুগ্রহেও তোমরা যেন উৎকর্ষ লাভ করো। 8 আমি তোমাদের আদেশ করছি না, কিন্তু অপর মানুষদের আন্তরিকতার সঙ্গে তুলনা করে আমি তোমাদের ভালোবাসার সততাকে পরীক্ষা করতে চাই। 9 কারণ তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের কথা জানো যে, তিনি যদিও ধনী ছিলেন, তবুও তোমাদের কারণে তিনি দরিদ্র হলেন, যেন তোমরা তাঁর দারিদ্র্যের মাধ্যমে ধনী হতে পারো। 10 আর এ বিষয়ে তোমাদের পক্ষে যা সর্বোৎকৃষ্ট, সে সম্পর্কে আমার পরামর্শ এই: গত

বছর, তোমরা যে কেবলমাত্র প্রথমে দান করেছিলে, তা নয়, কিন্তু তা করার আগ্রহও প্রকাশ করেছিলে। 11 এখন সেই কাজ সম্পূর্ণ করো, যেন তা করার জন্য তোমাদের আগ্রহ তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তা সম্পন্ন করার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। 12 কারণ আগ্রহ যদি থাকে, তবে যার যা আছে, সেই অনুযায়ী দান গ্রহণযোগ্য হয়, তার যা নেই, সেই অনুযায়ী নয়। 13 আমাদের ইচ্ছা এই নয় যে অন্যেরা স্বস্তি বোধ করে এবং তোমরা প্রবল চাপ অনুভব করো, কিন্তু যেন সাম্যভাব বজায় থাকে। 14 বর্তমানে তোমাদের প্রাচুর্যে তাদের যা প্রয়োজন, তা পূরণ করবে, যেন তার পরিবর্তে, তাদের প্রাচুর্য সময়মতো তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করবে। তখনই সমতা বজায় থাকবে, 15 যেমন লেখা আছে, "যে বেশি পরিমাণে কুড়িয়েছিল তার কাছে খুব বেশি ছিল না, এবং যে কম পরিমাণে কুড়িয়েছিল তার কাছেও খুব কম ছিল না।" 16 আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, তিনি তীতের অন্তরে সেই একই প্রকার প্রবল আগ্রহ দিয়েছেন, যেমন তোমাদের প্রতি আমার আছে। 17 কারণ তীত আমাদের আবেদনকে কেবলমাত্র স্বাগতই জানাননি, কিন্তু ভীষণ উদ্যোগী হয়ে স্বেচ্ছায় তিনি তোমাদের কাছে যাচ্ছেন। 18 আর আমরা তাঁর সঙ্গে সেই ভাইকে পাঠাচ্ছি, যিনি সুসমাচারের প্রতি তাঁর সেবাকাজের জন্য মণ্ডলীগুলির দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন। 19 শুধু তাই নয়, আমরা যখন সেই দান বহন করে নিয়ে যাই, আমাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য তিনিও মণ্ডলীগুলির দ্বারা মনোনীত হয়েছেন। প্রভুর গৌরবের জন্য ও সহায়তা প্রদানে আমাদের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমরা এই পরিচর্যা সম্পন্ন করছি। 20 সুপ্রচুর এই দান আমরা যেভাবে তদারকি করছি, আমরা চাই না যে কেউ তার সমালোচনা করে। 21 কারণ কেবলমাত্র প্রভুর দৃষ্টিতে নয়, কিন্তু সব মানুষের দৃষ্টিতেও যা ন্যায়সংগত, আমরা তাই করার জন্য প্রাণপণ করছি। 22 সেই সঙ্গে তাঁদের সঙ্গী করে আমাদের আর একজন ভাইকে পাঠাচ্ছি, যিনি বিভিন্নভাবে বহুবার আমাদের কাছে তাঁর উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন, এমনকি, তোমাদের প্রতি তাঁর গভীর আস্থার জন্য তিনি এখন আরও অনেক বেশি উদ্যমী হয়েছেন। 23 তীতের বিষয়ে বলতে হলে, তিনি আমার অংশীদার ও তোমাদের মধ্যে আমার সহকর্মী। আর আমাদের ভাইদের সম্পর্কে বলি, তাঁরা মণ্ডলীগুলির দ্বারা প্রেরিত ও খ্রীষ্টের গৌরবস্বরূপ। 24 অতএব, তাঁদের কাছে তোমাদের ভালোবাসা ও তোমাদের সম্পর্কে আমাদের গর্ববোধের প্রমাণ প্রদর্শন করো, যেন সব মণ্ডলী তা দেখতে পায়।

**9** পবিত্রগণের প্রতি এই যে সেবাকাজ, সে সম্পর্কে তোমাদের কাছে আমার কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। 2 সাহায্যের জন্য তোমাদের আগ্রহের কথা আমি জানি। ম্যাসিডোনিয়ার লোকদের কাছে এ সম্পর্কে আমি গর্বও করে থাকি, তাদের বলি যে, আখায়া প্রদেশের মধ্যে তোমরা গত বছর থেকেই দান করার জন্য প্রস্তুত হয়েছ এবং তোমাদের উদ্যম তাদের অধিকাংশ লোককে এ বিষয়ে তৎপর করে তুলতে উৎসাহিত করেছে। 3 কিন্তু আমি এজন্যই এই ভাইদের পাঠাচ্ছি, যেন এ বিষয়ে তোমাদের সম্পর্কে আমাদের গর্ব মিথ্যা না হয়, বরং তোমরা যেন প্রস্তুত থাকো, যেমন তোমরা থাকবে বলে আমি বলেছিলাম। 4 কারণ ম্যাসিডোনিয়ার কোনো লোক আমার সঙ্গে এসে যদি দেখে যে, তোমরা প্রস্তুত নও, আমরা—তোমাদের সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না—এত আস্থাশীল বলে লজ্জিতই হব। 5 তাই আমি ভাবলাম, এই ভাইদের অনুরোধ করা আবশ্যক, যেন তাঁরা আগে তোমাদের পরিদর্শন করেন এবং যে মুক্তহস্ত দানের প্রতিশ্রুতি তোমরা দিয়েছিলে, সেই ব্যবস্থাপনা শেষ করতে পারেন। তখন তা মুক্তহস্তের দান বলে প্রস্তুত থাকবে, অনিচ্ছাকৃত দানরূপে নয়। 6 একথা স্মরণে রেখো: যে অল্প পরিমাণে বীজ বোনে, সে অল্প পরিমাণেই ফসল কাটবে এবং যে অনেক পরিমাণে বীজ বোনে, সে অনেক পরিমাণে ফসলও কাটবে। 7 প্রত্যেক ব্যক্তি তার মনে যা দেওয়ার সংকল্প করেছে, তার তাই দেওয়া উচিত, অনিচ্ছুকরূপে বা বাধ্যবাধকতা বলে নয়, কারণ ঈশ্বর উৎফুল্ল দাতাকে প্রেম করেন। 8 আর ঈশ্বর তোমাদের সমস্ত অনুগ্রহে সমৃদ্ধ করতে সমর্থ, যেন সকল বিষয়ে, সবসময়, সব ধরনের পর্যাপ্ততা থাকায়, তোমরা সব ধরনের সৎকর্মে উপচে পড়ো। 9 যেমন লেখা আছে: "সে অবাধে দরিদ্রদের মাঝে দান বিতরণ করেছে, তার ধার্মিকতা চিরস্থায়ী।" (aiōn g165) 10 এখন যিনি বপনকারীকে বীজ ও আহারের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দেন, তিনি তোমাদের জন্য বীজ যুগিয়ে দেবেন ও বৃদ্ধি করবেন, সেই সঙ্গে তোমাদের ধার্মিকতার ফসল প্রচুররূপে বৃদ্ধি করবেন। 11 তোমরা সর্বতোভাবে সমৃদ্ধিশালী হবে, যেন তোমরা সব উপলক্ষে মুক্তহস্ত হতে পারো এবং আমাদের মাধ্যমে তোমাদের মুক্তহস্তের সেই দান ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ-দানে পরিণত হবে। 12 তোমাদের সাধিত এই সেবাকাজ কেবলমাত্র যে ঈশ্বরের লোকদের অভাব দূর করেছে, তা নয়, কিন্তু তা বহু অভিব্যক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ-জ্ঞাপনে উপচে পড়ছে। 13 যে সেবাকাজের দ্বারা

তোমরা নিজেদের প্রমাণ করেছ, সেই কারণে খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতি তোমাদের স্বীকৃত বাধ্যতার জন্য এবং তাদের প্রতি ও অন্য সকলের প্রতি তোমাদের মুক্তহস্তের দানের জন্য লোকেরা ঈশ্বরের প্রশংসা করবে। 14 ঈশ্বর তোমাদের প্রতি যে অপার অনুগ্রহ-দান করেছেন, সেই কারণে তোমাদের জন্য তাদের প্রার্থনায়, তাদের হৃদয় তোমাদের প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে উঠবে। 15 বর্ণনার অতীত ঈশ্বরের দানের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

**10** খ্রীষ্টের মৃদুভাব ও সৌজন্যবোধের জন্য, আমি তোমাদের কাছে অনুরোধ করছি—তোমরা বলো, আমি পৌল নাকি তোমাদের সাক্ষাতে "ভীরু," কিন্তু অসাক্ষাতে "সাহসী!" 2 আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি যে, যখন আমি আসি, আমাকে যেন তেমন সাহসী হতে না হয়, যেমন কয়েকজন ব্যক্তির প্রতি সাহসী হওয়া আবশ্যক বলে আমি মনে করি, কারণ তারা মনে করে যে, আমরা এই জগতের মানদণ্ড অনুযায়ী জীবনযাপন করি। 3 কারণ যদিও আমরা এই জগতে বসবাস করি, আমরা এই জগতের মতো যুদ্ধের অভিযান করি না। 4 যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমরা সংগ্রাম করি, তা জাগতিক নয়, কিন্তু দুর্গসকল ধ্বংস করার জন্য সেগুলির মধ্যে আছে ঐশ্বরিক পরাক্রম। আমরা সব তর্কবিতর্ক ধ্বংস করে 5 এবং ঈশ্বরজ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত ভণিতা ও সমস্ত চিন্তাকে বন্দি করে খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করি। 6 আর একবার তোমাদের আজ্ঞাবহতা সম্পূর্ণ হলে, আমরা বাকিদের সমস্ত অবাধ্যতার শাস্তি দিতে প্রস্তুত আছি। 7 তোমরা সব বিষয়ের কেবলমাত্র উপরিভাগটা দেখছ। যদি কেউ দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে বলে যে সে খ্রীষ্টের, তাহলে তার একথাও বিবেচনা করা উচিত যে, সে যেমন খ্রীষ্টের, আমরাও তেমনই খ্রীষ্টের। 8 তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করার যে অধিকার প্রভু আমাকে দিয়েছেন, তা নিয়ে যদি আমি একটু বেশি গর্ব করেই থাকি, সেই কর্তৃত্ব তোমাদের ভেঙে ফেলার জন্য নয়, কিন্তু গঠন করার জন্য—সেজন্য আমি একটুও লজ্জিত হব না। 9 আমি চাই না যে তোমরা মনে করো, আমার পত্রগুলির দ্বারা আমি তোমাদের ভয় দেখাতে চাইছি। 10 কারণ কেউ কেউ বলে, "তাঁর পত্রগুলি তো গুরুভার ও শক্তিশালী, কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি প্রভাবহীন ও তাঁর কথাবার্তাও গুরুত্বহীন।" 11 এই ধরনের লোকদের বোঝা উচিত যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের পত্রগুলিতে আমরা যেমন, আমরা উপস্থিত হলে, আমাদের কাজেও একই প্রকার হবে। 12 যারা নিজেরাই নিজেদের প্রশংসা করে, তাদের কারও সঙ্গে আমরা নিজেদের সমপর্যায়ভুক্ত বা তুলনা করার সাহস করি না। তারা যখন নিজেরাই নিজেদের পরিমাণ করে ও নিজেদেরই সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে, তখন তারা বিজ্ঞ নয়। 13 আমরা অবশ্য যথাযথ সীমা অতিক্রম করে গর্ব করব না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের জন্য যে কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন, যা তোমাদের কাছ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে, সেই কর্মক্ষেত্র অবধি আমাদের গর্বকে সীমিত রাখব। 14 আমাদের গর্বে আমরা বহুদূর ছাড়িয়ে যাচ্ছি না। তোমাদের কাছে না এলে বরং তেমনই হত, কিন্তু খ্রীষ্টের সুসমাচার নিয়ে আমরা সমস্ত পথ অতিক্রম করে তোমাদের কাছ পর্যন্ত গিয়েছিলাম। 15 এছাড়াও, অপর ব্যক্তিদের দ্বারা সাধিত কর্মের জন্য আমরা গর্ব করি না এবং এভাবে আমাদের নির্ধারিত সীমা অতিক্রমও করি না। আমাদের আশা এই যে তোমাদের বিশ্বাস যেমন যেমন বৃদ্ধি পাবে, তোমাদের সাহায্যে আমাদের সুসমাচার প্রচারের কাজও বিস্তৃত হবে। 16 এর পরিণামে তোমাদের এলাকা ছাড়িয়েও আমরা সুসমাচার প্রচার করতে পারি। কারণ অপরের এলাকায় যে কাজ ইতিমধ্যে করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমরা গর্ব করতে চাই না। 17 তাই, "যে গর্ব করে, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।" 18 কারণ নিজের প্রশংসা যে করে সে নয়, কিন্তু প্রভু যার প্রশংসা করেন, সেই অনুমোদিত হয়।

**11** আমি আশা করি, তোমরা আমার সামান্য নির্বুদ্ধিতা সহ্য করবে; অবশ্য তা তোমরা আগে থেকেই করে আসছ। 2 আমি তোমাদের জন্য ঈর্ষান্বিত, তবে সেই ঈর্ষা ঐশ্বরিক। আমি তোমাদেরকে এক বর, খ্রীষ্টের কাছে সমর্পণ করার জন্য বাগদান করেছি, যেন শুচিশুদ্ধ কুমারীর মতো আমি তাঁর কাছে তোমাদের উপস্থাপিত করি। 3 কিন্তু আমার ভয় হয়, হবা যেমন সেই সাপের চতুরতায় প্রতারিত হয়েছিলেন, খ্রীষ্টের প্রতি তোমাদের আন্তরিক ও অমলিন ভক্তি থেকে তোমাদের মন যেন কোনোভাবে বিপথে চালিত না হয়। 4 কারণ কেউ যদি তোমাদের কাছে এসে যে যীশুকে আমরা প্রচার করেছি, তাঁকে ছাড়া এমন এক যীশুকে তোমাদের কাছে প্রচার করে বা যে পবিত্র আত্মা তোমরা পেয়েছ, তা ছাড়া অন্য কোনো আত্মাকে তোমরা গ্রহণ করো, কিংবা যে সুসমাচার তোমরা গ্রহণ করেছ, তা ছাড়া অন্য কোনো সুসমাচার পাও, তাহলে তো দেখছি তোমরা যথেষ্ট সহজেই সেসব সহ্য করছ। 5 প্রকৃতপক্ষে, আমি মনে করি না, ওইসব "প্রেরিতশিষ্য-শিরোমণির"

তুলনায় আমি কোনও অংশে নিকৃষ্ট। 6 হতে পারে, আমি কোনও প্রশিক্ষিত বক্তা নই, কিন্তু আমার জ্ঞানবুদ্ধি আছে। আমরা সর্বতোভাবে এ বিষয় তোমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট করে দিয়েছি। 7 তোমাদের উন্নত করার জন্য আমি নিজেকে অবনত করে বিনামূল্যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছি। এতে আমার কি পাপ হয়েছে? 8 তোমাদের সেবা করার জন্য অন্যান্য মণ্ডলী থেকে সাহায্য গ্রহণ করে আমি তাদের লুট করেছি। 9 আর তোমাদের সঙ্গে থাকার সময় আমার যখন কিছু প্রয়োজন হত, আমি কারও বোঝা হইনি, কারণ ম্যাসিডোনিয়া থেকে আগত ভাইয়েরা আমার সমস্ত প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন। কোনো দিক দিয়েই আমি যেন তোমাদের বোঝা না হই, তাই আমি নিজেকে রক্ষা করেছি এবং এভাবেই আমি করে যাব। 10 খ্রীষ্টের সত্য যেমন নিশ্চিতরূপে আমার মধ্যে বিদ্যমান, সমস্ত আখায়া প্রদেশে কোনো মানুষই আমার এই গর্ব করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে না। 11 কেন? আমি তোমাদের ভালোবাসি না বলে? ঈশ্বর জানেন, আমি ভালোবাসি! 12 আর তাই আমি যা করছি, তা করেই যাব, যেন যারা আমাদের সমকক্ষ হওয়ার সুযোগ পেতে চায়, যে বিষয়গুলি নিয়ে তারা গর্ব করে, সেগুলির সুযোগ আমি তাদের পেতেই দেব না। 13 কারণ এসব মানুষ হল ভণ্ড প্রেরিত, প্রতারক সব কর্মী, তারা খ্রীষ্টের প্রেরিতশিষ্যদের ছদ্মবেশ ধারণ করে। 14 বিস্ময়ের কিছু নেই, কারণ শয়তান স্বয়ং দীপ্তিময় স্বর্গদূতের ছদ্মবেশ ধারণ করে। 15 তাহলে এতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, তার পরিচারকেরা ধার্মিকতার পরিচারকদের ছদ্মবেশ ধারণ করবে। তাদের কাজের নিরিখেই তাদের যোগ্য পরিণতি হবে। 16 আমি আবার বলছি, কেউ যেন আমাকে নির্বোধ বলে মনে না করে। কিন্তু তোমরা যদি করো, তাহলে এক নির্বোধের মতোই আমাকে গ্রহণ করো, যেন আমিও কিছুটা গর্ব করতে পারি। 17 আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে এই যে গর্বপ্রকাশ, প্রভু যে রকম বলতেন, আমি সেরকম বলছি না, কিন্তু বলছি এক নির্বোধের মতো। 18 যেহেতু অনেকে যখন জাগতিক উপায়ে গর্ব করছে, আমিও সেভাবে গর্ব করব। 19 তোমরা সানন্দে মূর্খদের সহ্য করো, যেহেতু তোমরা কত জ্ঞানবান! 20 প্রকৃতপক্ষে, কেউ যদি তোমাদের দাসত্ব করায়, কিংবা শোষণ করে বা তোমাদের কাছ থেকে সুযোগ আদায় করে বা নিজে গর্ব করে বা তোমাদের গালে চড় মারে—তোমরা এদের যে কাউকে সহ্য করে থাকো। 21 আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, এ বিষয়ে আমরা খুবই দুর্বলচিত্ত ছিলাম! অপর কেউ যে বিষয়ে গর্ব করতে সাহস করে—আমি নির্বোধের মতোই বলছি—আমিও গর্ব করতে সাহস করি। 22 ওরা কি হিব্রু? আমিও তাই। ওরা কি ইস্রায়েলী? আমিও তাই। ওরা কি অব্রাহামের বংশধর? আমিও তাই। 23 ওরা কি খ্রীষ্টের সেবক? (আমি উন্মাদের মতো একথা বলছি।) আমি বেশিমাত্রায়। আমি অনেক কঠোর পরিশ্রম করেছি, ঘনঘন কারাগারে বন্দি হয়েছি, অনেক বেশি চাবুকের মার খেয়েছি, বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছি। 24 ইহুদিদের কাছ থেকে আমি পাঁচ দফায় ঊনচল্লিশ ঘা করে চাবুক খেয়েছি। 25 তিনবার আমাকে বেত দিয়ে মারা হয়েছে, একবার পাথর দিয়ে, তিনবার আমি জাহাজডুবিতে পড়েছি, অগাধ সমুদ্রের জলে আমি এক রাত ও একদিন কাটিয়েছি, 26 আমি অবিরত এক স্থান থেকে অন্যত্র গিয়েছি। আমি কতবার নদীতে বিপদে পড়েছি, দস্যুদের কাছে বিপদে, স্বদেশবাসীদের কাছে, অইহুদি জাতির কাছে বিপদে পড়েছি, নগরের মধ্যে, মরুপ্রান্তরে, সমুদ্রের মধ্যে ও ভণ্ড ভাইদের মধ্যে আমি বিপদে পড়েছি। 27 আমি পরিশ্রম ও কষ্ট করেছি এবং প্রায়ই অনিদ্রায় কাটিয়েছি, আমি ক্ষুধাতৃষ্ণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি ও কতবারই অনাহারে কাটিয়েছি, শীতে ও নগ্নতায় দিনযাপন করেছি। 28 এর সবকিছু ছাড়া, প্রতিদিন একটি বিষয় আমার উপর চাপ সৃষ্টি করে, তা হল, সব মণ্ডলীর চিন্তা। 29 কেউ দুর্বল হলে আমি দুর্বলতা অনুভব করি না? কেউ পাপপথে চালিত হলে আমার অন্তর রাগে জ্বলে ওঠে না? 30 আমাকে যদি গর্ব করতেই হয়, যেসব বিষয় আমার দুর্বলতাকে প্রকাশ করে, আমি সেসব বিষয় নিয়েই গর্ব করব। 31 প্রভু যীশুর ঈশ্বর ও পিতা, যিনি চিরতরে প্রশংসনীয়, তিনি জানেন যে, আমি মিথ্যা কথা বলছি না! (aiōn g165) 32 দামাস্কাসে রাজা আরিতা-র অধীনস্থ প্রশাসক আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য দামাস্কাসবাসীদের সেই নগরে পাহারা বসিয়েছিলেন। 33 কিন্তু প্রাচীরের একটি জানালা দিয়ে ঝুড়িতে করে আমাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এভাবে আমি তাঁর হাত এড়িয়েছিলাম।

**12** আমি অবশ্যই গর্ব করতে থাকব। যদিও লাভজনক কিছু না হলেও আমি প্রভুর কাছ থেকে উপলব্ধ বিভিন্ন দর্শন ও প্রত্যাদেশের কথা বলে যাব। 2 আমি খ্রীষ্টে আশ্রিত একজন মানুষকে জানি, চোদ্দো বছর আগে যিনি তৃতীয় স্বর্গে নীত হয়েছিলেন। তা সশরীরে, না অশরীরে, তা আমি জানি না—ঈশ্বরই জানেন। 3 আর আমি জানি যে এই ব্যক্তি—সশরীরে, না অশরীরে, তা আমি জানি না, ঈশ্বরই জানেন— 4 তাঁকে পরমদেশে তুলে নেওয়া

হয়েছিল। তিনি অবর্ণনীয় সব বিষয় শুনতে পেয়েছিলেন, যে বিষয়গুলি বলার অধিকার মানুষকে দেওয়া হয়নি। 5 এরকম ব্যক্তির জন্যই আমি গর্ব করব; কিন্তু আমার দুর্বলতাগুলি ছাড়া আমি নিজের সম্পর্কে কোনো গর্ব করব না। 6 যদিও আমি গর্ব করাকে বেছে নিই, আমি একজন নির্বোধ হব না, কারণ আমি সত্যি কথাই বলব। তবুও আমি সংযত থাকি, যেন আমার মধ্যে কেউ যা দেখে বা আমার কাছে যা শোনে, তার চেয়ে বেশি সে আমাকে কিছু মনে না করে। 7 এই সমস্ত অসাধারণ, মহৎ প্রত্যাদেশের কারণে, আমি যেন গর্বে ফুলেফেঁপে না উঠি, আমার শরীরে এক কাঁটা, শয়তানের এক দূত, দেওয়া হয়েছে যেন সে আমাকে কষ্ট দেয়। 8 আমার কাছ থেকে এটা সরিয়ে নেওয়ার জন্য তিনবার আমি প্রভুর কাছে মিনতি করেছিলাম। 9 কিন্তু তিনি আমাকে বলেছেন, "আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট, কারণ আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধিলাভ করে।" অতএব, আমার দুর্বলতা সম্পর্কে আমি সানন্দে আরও বেশি গর্ব করব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে। 10 এই কারণে, খ্রীষ্টের জন্য আমি বিভিন্ন দুর্বলতায়, অপমানে, অনটনে, ক্লেশভোগ ও কষ্ট-সংকটে আনন্দ করি, কারণ যখন আমি দুর্বল, তখনই আমি শক্তিমান। 11 আমি নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছি, কিন্তু তোমরাই তা করতে আমাকে বাধ্য করেছ। তোমাদের দ্বারা আমার প্রশংসা হওয়া উচিত ছিল, কারণ যদিও আমি কিছু নই, সেই "প্রেরিতশিষ্য-শিরোমণিদের" তুলনায় কিন্তু কোনো অংশে নিকৃষ্ট নই। 12 যেসব বিষয় কোনো প্রেরিতশিষ্যকে চিহ্নিত করে—চিহ্নকাজ, বিস্ময়কর ও অলৌকিক কর্মসকল—অত্যন্ত প্রযত্নের সঙ্গে আমি সেগুলি তোমাদের মধ্যে করেছি। 13 অন্যান্য সব মণ্ডলীর তুলনায় তোমরা কি নিকৃষ্ট হয়েছ? আমি কখনও তোমাদের কাছে বোঝা হইনি, কেবলমাত্র এই বিষয়টি ছাড়া? এই অন্যায়টির জন্য তোমরা আমাকে ক্ষমা করো। 14 এখন, এই তৃতীয়বার, আমি তোমাদের কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি। আমি তোমাদের পক্ষে বোঝা হব না, কারণ আমি যা চাই, তা তোমাদের ধনসম্পত্তি নয়, কিন্তু তোমাদেরই চাই। যাই হোক, বাবা-মার জন্য সঞ্চয় করা সন্তানদের উচিত নয়, কিন্তু বাবা-মা সন্তানদের জন্য তা করবে। 15 তাই, আমার যা কিছু আছে, সবই এবং নিজেকেও তোমাদের জন্য সানন্দে ব্যয় করব। আমি যদি তোমাদের বেশি ভালোবাসি, তোমরা কি আমাকে কম ভালোবাসবে? 16 যাই হোক, একথা ঠিক, আমি তোমাদের কাছে বোঝা হইনি। তবুও, চতুর ব্যক্তি আমি নাকি তোমাদের কৌশলে বশ করেছি! 17 যাদের আমি তোমাদের কাছে পাঠিয়েছিলাম, তাদের কারও মাধ্যমে আমি কি তোমাদের শোষণ করেছি? 18 তোমাদের কাছে যাওয়ার জন্য আমি তীতকে বিনীত অনুরোধ করেছিলাম এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সেই ভাইকে পাঠিয়েছিলাম। তীত তোমাদের শোষণ করেননি, তাই নয় কি? আমরা উভয়ই কি একই মানসিকতা নিয়ে কাজ করিনি ও একই পথ অনুসরণ করিনি? 19 তোমরা কি এ পর্যন্ত মনে ভাবছ যে, আমরা তোমাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থন করছি? ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আমরা খ্রীষ্টে আশ্রিত মানুষদের মতোই কথা বলছি। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা যা কিছু করি, তোমাদের শক্তি জোগানোর জন্যই তা করি। 20 কারণ আমার ভয় হয়, আমি যখন আসব, আমি তোমাদের যেমন দেখতে চাই, তেমন হয়তো দেখতে পাব না এবং তোমরা আমাকে যেমনভাবে দেখতে চাও, তেমন হয়তো দেখতে পাবে না। আমার ভয় হয়, হয়তো কলহবিবাদ, ঈর্ষা, ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ, দলাদলি, অপবাদ, কুৎসা-রটনা, ঔদ্ধত্য ও বিশৃঙ্খলা দেখা যাবে। 21 আমার আশঙ্কা, আমি যখন আবার আসব, আমার ঈশ্বর তোমাদের সামনে আমাকে নত করবেন। আগে যারা পাপ করেছে অথচ ঘৃণ্য কাজকর্ম, যৌন-পাপ ও লাম্পট্যে জড়িয়ে থাকার জন্য অনুতাপ করেনি, এমন অনেক মানুষের জন্য আমাকে দুঃখ পেতে হবে।

**13** তোমাদের কাছে এ হবে আমার তৃতীয় পরিদর্শন।

"দুই বা তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রমাণে কোনো বিষয় সত্যি বলে প্রমাণিত হবে।" 2 দ্বিতীয়বার তোমাদের সঙ্গে থাকার সময় ইতিমধ্যে আমি তোমাদের সতর্ক করে দিয়েছি। এখন আমি অনুপস্থিত থাকাকালীন তার পুনরাবৃত্তি করছি। আমি যখন ফিরে আসব তখন, ইতিপূর্বে যারা পাপ করেছে, অথবা অন্য কাউকেই আমি অব্যাহতি দেব না, 3 কারণ খ্রীষ্ট যে আমার মাধ্যমে কথা বলেন, তোমরা তার প্রমাণ দাবি করছ। তোমাদের সঙ্গে আচরণে তিনি দুর্বল নন, বরং তোমাদের মধ্যে তিনি পরাক্রমী। 4 কারণ নিশ্চিতরূপে বলতে গেলে, তিনি দুর্বলতায় ক্রুশার্পিত হয়েছিলেন, তবুও ঈশ্বরের পরাক্রমের দ্বারা তিনি জীবিত আছেন। একইভাবে, আমরা তাঁতে দুর্বল, তবুও তোমাদের প্রতি আচরণে, আমরা তাঁর সঙ্গে ঐশ্বরিক পরাক্রমে জীবিত থাকব। 5 নিজেদের পরীক্ষা করে দেখো, তোমরা বিশ্বাসে আছ, কি না; নিজেরাই পরীক্ষা করো। তোমরা কি উপলব্ধি করতে পারো না যে, যীশু খ্রীষ্ট তোমাদের

মধ্যে আছেন—যদি না তোমরা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হও? 6 যাই হোক, আমি আশা করি, তোমরা জানতে পারবে যে, আমরা পরীক্ষায় ব্যর্থ হইনি। 7 এখন আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যেন তোমরা আর কোনো অন্যায় না করো। এরকম নয় যে, লোকেরা দেখবে আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি, কিন্তু যা ন্যায়সংগত, তোমরা তা করবে, যদিও আমরা ব্যর্থ হয়েছি বলে মনে হয়। 8 কারণ সত্যের বিপক্ষে আমরা কিছুই করতে পারি না, কিন্তু কেবলমাত্র সত্যের পক্ষেই পারি। 9 তোমরা যদি সবল হও, আমরা দুর্বল হতেও আনন্দ বোধ করি। তোমাদের পরিপক্কতার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। 10 এজন্যই আমি অনুপস্থিত থাকার সময় এই সমস্ত বিষয় লিখছি, যেন আমি যখন আসি, কর্তৃত্বাধিকার প্রয়োগের জন্য আমাকে কঠোর হতে না হয়। এই কর্তৃত্বাধিকার প্রভু আমাকে দিয়েছেন তোমাদের গঠন করে তোলার জন্য, তোমাদের ভেঙে ফেলার জন্য নয়। 11 সবশেষে ভাইবোনরা, তোমরা আনন্দ করো। পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করার জন্য সচেষ্ট হও। পরস্পরকে সাহায্য করো ও তোমরা সমমনা হও। শান্তিতে বসবাস করো। আর প্রেম ও শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে থাকবেন। 12 তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাও। 13 ঈশ্বরের সব লোকজন তাদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছেন। 14 প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও ঈশ্বরের প্রেম এবং পবিত্র আত্মার সহভাগিতা, তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

# গালাতীয়

**1** পৌল, একজন প্রেরিতশিষ্য—মানুষের কাছ থেকে বা
কোনো মানুষের দ্বারা প্রেরিত নয়, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের
দ্বারা ও যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন,
সেই পিতা ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত— **2** এবং আমার সঙ্গী
সমস্ত ভাই, আমরা গালাতিয়ার সকল মণ্ডলীকে এই
পত্র লিখছি: **3** আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট
তোমাদের অনুগ্রহ ও শান্তি দান করুন। **4** তিনি আমাদের
সমস্ত পাপের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন যেন আমাদের
ঈশ্বর ও পিতার ইচ্ছা অনুযায়ী বর্তমান মন্দ যুগ থেকে
আমাদের উদ্ধার করতে পারেন। **(aiōn g165)** **5** চিরকাল
তাঁর মহিমা হোক। আমেন। **(aiōn g165)** **6** আমি আশ্চর্য
বোধ করছি যে, যিনি তোমাদের খ্রীষ্টের অনুগ্রহে আহ্বান
করেছেন, তাঁকে তোমরা এত শীঘ্র ছেড়ে দিয়ে, অন্য
এক সুসমাচারের দিকে ঝুঁকে পড়েছ— **7** যা আসলে
কোনো সুসমাচারই নয়। স্পষ্টত, কিছু লোক তোমাদের
বিভ্রান্ত করছে এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারকে বিকৃত করার
চেষ্টা করছে। **8** কিন্তু যে সুসমাচার আমরা তোমাদের
কাছে প্রচার করেছিলাম, তা ছাড়া অন্য কোনো সুসমাচার
যদি আমরা বা স্বর্গ থেকে আগত কোনো দূতও প্রচার
করে, তাহলে সে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হোক। **9**
যেমন আমরা এর আগে বলেছি, তেমনই আমি এখন
আবার বলছি, তোমরা যে সুসমাচার গ্রহণ করেছ, তা ছাড়া
অন্য কোনও সুসমাচার কেউ যদি প্রচার করে, তাহলে
সে চিরকালের জন্য অভিশপ্ত হোক। **10** আমি কি এখন
মানুষের সমর্থন পেতে চাইছি, না ঈশ্বরের? অথবা, আমি
কি মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছি? আমি যদি এখনও
মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম, আমি খ্রীষ্টের একজন
দাস হতাম না। **11** ভাইবোনেরা, আমি তোমাদের জানাতে
চাই, যে সুসমাচার আমি প্রচার করেছি, তা মানবসৃষ্ট
কোনো বিষয় নয়। **12** কোনো মানুষের কাছে আমি তা
পাইনি, কিংবা শিক্ষাও পাইনি; বরং যীশু খ্রীষ্ট নিজেই
আমার কাছে তা প্রকাশ করেছিলেন। **13** কারণ ইহুদি
ধর্মে আমার অতীত জীবনের কথা তোমরা তো শুনেছ।
ঈশ্বরের মণ্ডলীকে আমি কী মারাত্মকরূপে অত্যাচার ও
ধ্বংস করার চেষ্টা করতাম। **14** আমি ইহুদি ধর্মশিক্ষায়
আমার সমবয়সি অনেক ইহুদিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলাম
এবং আমার পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি পালন করায় আমি
ছিলাম খুব আগ্রহী। **15** কিন্তু ঈশ্বর, যিনি মাতৃগর্ভ থেকে
আমাকে পৃথক করেছেন এবং তাঁর অনুগ্রহে আমাকে
আহ্বান করেছেন, **16** তিনি যখন তাঁর পুত্রকে আমার মধ্যে
প্রকাশ করতে ইচ্ছা করলেন, যেন আমি অইহুদি জাতিদের
কাছে তাঁকে প্রচার করি, তখন আমি এক মুহূর্তের জন্যও
কোনো মানুষের সঙ্গে পরামর্শ করিনি, **17** এমনকি যাঁরা
আমার আগে প্রেরিত হয়েছিলেন আমি তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
করার জন্য জেরুশালেমেও গেলাম না, কিন্তু আমি সঙ্গে
সঙ্গে আরবে চলে গেলাম ও পরে দামাস্কাসে ফিরে এলাম।
**18** এরপর, তিন বছর পরে, পিতরের সঙ্গে দেখা করার
জন্য আমি জেরুশালেমে গেলাম ও পনেরো দিন তাঁর
সঙ্গে কাটালাম। **19** সেখানে অন্য প্রেরিতশিষ্যদের মধ্যে
আর কাউকে দেখতে পেলাম না, কেবলমাত্র প্রভুর ভাই
যাকোব ছিলেন। **20** ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমি তোমাদের
আশ্বস্ত করে বলছি, আমি তোমাদের কাছে যা লিখছি, তা
মিথ্যা নয়। **21** তারপর আমি সিরিয়া ও কিলিকিয়া প্রদেশে
গেলাম। **22** আমি খ্রীষ্টে স্থিত যিহূদিয়ার মণ্ডলীগুলির কাছে
ব্যক্তিগতভাবে অপরিচিত ছিলাম। **23** তারা কেবলমাত্র
এই সংবাদ পেয়েছিল, "আগে যে লোকটি আমাদের উপর
অত্যাচার করত, সে এখন সেই বিশ্বাসের কথা প্রচার
করছে, যা সে আগে ধ্বংস করতে চেয়েছিল।" **24** আর
তারা আমার কারণে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে লাগল।

**2** চোদ্দো বছর পরে, আমি আবার জেরুশালেমে গেলাম;
এসময় সঙ্গে ছিলেন বার্ণবা। আমি তীতকেও সঙ্গে
নিলাম। **2** ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়ার আগে আমি
সেখানে গিয়েছিলাম ও যে সুসমাচার আমি অইহুদি
জাতিদের কাছে প্রচার করি, তা তাঁদের সামনে বললাম।
কিন্তু এ কাজ আমি গোপনে, যাঁদের নেতৃস্থানীয় বলে আমার
মনে হয়েছিল, তাঁদের কাছে করলাম, কারণ ভয় হচ্ছিল,
আমি হয়তো অনর্থক পরিশ্রম করেছি বা করছি। **3** এমনকি,
আমার সঙ্গী তীত, যিনি জাতিতে গ্রিক ছিলেন, তাঁকেও
সুন্নত করতে বাধ্য করা হয়নি। **4** কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে আমরা
যে স্বাধীনতা ভোগ করি, তার উপরে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য
ও আমাদের ক্রীতদাসে পরিণত করার জন্য কয়েকজন
ভণ্ড ভাই আমাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিল। **5** আমরা
এক মুহূর্তের জন্যও তাদের বশ্যতাস্বীকার করলাম না,
যেন সুসমাচারের সত্য তোমাদের জন্য রক্ষা করতে
পারি। **6** আর যাদের গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল—তারা
যেই হোন না কেন, আমার কিছু আসে-যায় না; ঈশ্বর
বাহ্যিক রূপ দেখে বিচার করেন না—সেই ব্যক্তিরা
আমার বার্তার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছুই যোগ করেননি।
**7** এর বিপরীতে, তারা দেখলেন যে, পিতরকে যেমন

ইহুদিদের কাছে, তেমনই আমাকে অইহুদি জাতিদের
কাছে সুসমাচার প্রচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
8 কারণ ঈশ্বর, যিনি ইহুদিদের কাছে প্রেরিতশিষ্যরূপে
কাজ করার জন্য পিতরের পরিচর্যায় সক্রিয় ছিলেন, তিনি
অইহুদি জাতিদের কাছে প্রেরিতশিষ্যরূপে কাজ করার জন্য
আমার পরিচর্যাতেও সক্রিয় ছিলেন। 9 যাকোব, পিতর
ও যোহন—যাঁরা মণ্ডলীর স্তম্ভরূপে খ্যাত ছিলেন—তাঁরা
আমাকে দেওয়া এই অনুগ্রহ উপলব্ধি করে আমার ও
বার্ণবার হাতে হাত মিলিয়ে সহকর্মীরূপে আমাদের গ্রহণ
করলেন। তাঁরা সম্মত হলেন যে, অইহুদিদের কাছে
আমাদের যাওয়া উচিত ও তাঁদের উচিত ইহুদিদের
কাছে যাওয়া। 10 তাঁরা শুধু চাইলেন, আমরা যেন নিয়ত
দরিদ্রদের কথা স্মরণে রাখি, যে কাজ করার জন্য আমিও
আগ্রহী ছিলাম। 11 পিতর যখন আন্তিয়খে এলেন, আমি
মুখের উপর তাঁর প্রতিবাদ করলাম, কারণ স্পষ্টতই তিনি
উচিত কাজ করেননি। 12 যাকোবের কাছ থেকে কিছু লোক
আসার আগে তিনি অইহুদিদের সঙ্গে আহার করতেন; কিন্তু
তারা উপস্থিত হলে তিনি পিছিয়ে গেলেন ও অইহুদিদের
কাছ থেকে নিজেকে পৃথক করতে লাগলেন, কারণ যারা
সুন্নতপ্রাপ্ত ছিল, তিনি তাদের ভয় পেতেন। 13 অন্য সব
ইহুদিরাও তাঁর এই ভণ্ডামিতে যোগ দিল, এমনকি, তাঁদের
ভণ্ড আচরণে বার্ণবাও ভুল পথে পা বাড়িয়েছিলেন। 14
আমি যখন দেখলাম, তাঁরা সুসমাচারের সত্য অনুযায়ী
কাজ করছেন না, আমি তাঁদের সকলের সামনে পিতরকে
বললাম, "তুমি একজন ইহুদি, তবুও তুমি ইহুদির মতো
নয় বরং একজন অইহুদির মতো জীবনযাপন করছ।
তাহলে, এ কী রকম যে, তুমি অইহুদিদের বাধ্য করছ
ইহুদি রীতিনীতি পালন করতে? 15 "আমরা, যারা জন্মসূত্রে
ইহুদি, কিন্তু 'অইহুদি পাপী' নই, 16 আমরা জানি যে,
বিধান পালন করে কোনো মানুষ নির্দোষ প্রতিপন্ন হয় না,
কিন্তু হয় যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস দ্বারা। তাই আমরাও
খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছি, যেন আমরা
খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস দ্বারা নির্দোষ প্রতিপন্ন হতে পারি,
বিধান পালনের দ্বারা নয়, কারণ বিধান পালনের দ্বারা
কেউই নির্দোষ প্রতিপন্ন হবে না। 17 "যদি খ্রীষ্টে নির্দোষ
বলে গণ্য হওয়ার প্রচেষ্টায় আমরাও যদি পাপী বলে
প্রতিপন্ন হয়ে থাকি, তবে কি ধরে নিতে হবে যে খ্রীষ্ট পাপের
সহায়ক? অবশ্যই নয়! 18 যদি আমি যা ধ্বংস করেছি,
তাই আবার তৈরি করি, আমি নিজেকে আইনভঙ্গকারী
বলেই প্রমাণ করি। 19 "কারণ বিধানের মাধ্যমে বিধানের
প্রতি আমি মৃত্যুবরণ করেছি, যেন আমি ঈশ্বরের জন্য বেঁচে
থাকতে পারি। আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি। 20
আমি আর জীবিত নেই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমার মধ্যে জীবিত
আছেন। আর এই শরীরে আমি যে জীবনযাপন করছি, তা
আমি ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস দ্বারাই যাপন করছি;
তিনি আমাকে প্রেম করেছেন ও আমার জন্য নিজেকে
প্রদান করেছেন। 21 আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করতে
পারি না, কারণ যদি বিধান দ্বারা ধার্মিকতা লাভ করা যায়,
তাহলে বৃথাই খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন!"

**3** ওহে অবুঝ গালাতীয়রা! কে তোমাদের জাদু করেছে?
তোমাদেরই চোখের সামনে ক্রুশবিদ্ধ যীশু খ্রীষ্টের
রূপ স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। 2 আমি তোমাদের কাছে
থেকে কেবলমাত্র একটি বিষয় জানতে চাই। তোমরা কি
বিধান পালন করে পবিত্র আত্মা লাভ করেছিলে, নাকি যা
শুনেছিলে তা বিশ্বাস করে? 3 তোমরা কি এতই নির্বোধ?
সেই আত্মায় শুরু করে, এখন কি তোমরা মানবিক প্রচেষ্টায়
লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছ? 4 তোমরা কি বৃথাই এত
কষ্টভোগ করেছ—যদি তা প্রকৃতই বৃথা হয়ে থাকে? 5
ঈশ্বর তোমাদের তাঁর আত্মা দান করেন ও তোমাদের মধ্যে
অলৌকিক সব কাজ করেন, কারণ তোমরা বিধান পালন
করো বলে নাকি যা শুনেছিলে, তা বিশ্বাস করেছ বলে? 6
অব্রাহামের কথা বিবেচনা করো। তিনি "ঈশ্বরকে বিশ্বাস
করলেন, তিনি তা অব্রাহামের পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য
করলেন।" 7 তাহলে বুঝে নাও, যারা বিশ্বাস করে, তারাই
অব্রাহামের সন্তান। 8 শাস্ত্র আগেই দেখেছিল যে, ঈশ্বর
অইহুদি জাতিদের বিশ্বাসের দ্বারা নির্দোষ প্রতিপন্ন করবেন
এবং সেই সুসমাচার অব্রাহামের কাছে আগেই ঘোষণা
করেছিলেন। "সমস্ত জাতি তোমার মাধ্যমে আশীর্বাদ
লাভ করবে।" 9 তাই যাদের বিশ্বাস আছে, তারা বিশ্বাসী
অব্রাহামের সঙ্গেই আশীর্বাদ লাভ করেছে। 10 যারা বিধান
পালনের উপরে আস্থাশীল, তারা সকলে এক অভিশাপের
অধীন, কারণ লেখা আছে, "প্রতিটি লোক অভিশপ্ত যে
বিধানের সব কথাগুলি পালন করে না।" 11 স্পষ্টত, কোনো
মানুষই বিধানের দ্বারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে নির্দোষ প্রতিপন্ন
হয় না, কারণ, "ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাসের দ্বারাই জীবিত
থাকবে।" 12 বিধান বিশ্বাসভিত্তিক নয়; এর পরিবর্তে,
"যে ব্যক্তি এইসব পালন করবে, সে এগুলির দ্বারা জীবিত
থাকবে।" 13 খ্রীষ্টই মূল্য দিয়ে বিধানের অভিশাপ থেকে
আমাদের মুক্ত করেছেন, কারণ তিনি আমাদের জন্য
অভিশাপস্বরূপ হলেন, কারণ এরকম লেখা আছে, "যে
ব্যক্তিকে গাছে টাঙানো হয়, সে অভিশাপগ্রস্ত।" 14 তিনি

আমাদের মুক্ত করলেন, যেন যে আশীর্বাদ অব্রাহামকে দেওয়া হয়েছিল, তা খ্রীষ্ট যীশুর মাধ্যমে অইহুদিদের কাছে পৌঁছায়, যেন বিশ্বাসের দ্বারা আমরা পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি লাভ করি। 15 সকল ভাই ও বোন, প্রতিদিনের জীবন থেকে আমি একটি উদাহরণ দিতে চাই। যে দুজনের মধ্যে চুক্তিপত্র ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাতে যেমন কেউ কিছু বাদ দিতে পারে না বা তাতে কিছু যোগ করতে পারে না, তেমনই এক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। 16 সেই প্রতিশ্রুতিগুলি অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরের কাছে বলা হয়েছিল। শাস্ত্র এরকম বলেনি, "বংশধরদের কাছে," যার অর্থ, অনেকের কাছে, কিন্তু "তোমার বংশের কাছে," যার অর্থ, একজন ব্যক্তি অর্থাৎ খ্রীষ্টের কাছে। 17 আমি যা বলতে চাই, তা হল, যে বিধান 430 বছর পরে প্রবর্তিত হল, তা পূর্বে ঈশ্বরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নিয়মকে বাতিল করতে পারে না এবং এভাবে সেই প্রতিশ্রুতি বিফল হতে পারে না। 18 কারণ উত্তরাধিকার যদি বিধানের উপরে নির্ভরশীল হয়, তাহলে তা আর কোনো প্রতিশ্রুতির উপরে নির্ভরশীল হয় না; কিন্তু ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহে এক প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে অব্রাহামকে তা দান করেছিলেন। 19 তাহলে, বিধানের উদ্দেশ্য কী ছিল? এই শাস্ত্রীয় বিধান অপরাধের কারণে যুক্ত হয়েছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত যে বংশধরের উদ্দেশে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তাঁর আগমন হয়। স্বর্গদূতদের মাধ্যমে এক মধ্যস্থতাকারীর দ্বারা সেই বিধান কার্যকরী হয়েছিল। 20 যেখানে একটি পক্ষ, সেখানে কোনো মধ্যস্থতাকারী প্রতিনিধিত্ব করে না; কিন্তু ঈশ্বর এক। 21 তাহলে বিধান কি ঈশ্বরের সব প্রতিশ্রুতির বিরোধিতা করেছিল? একেবারেই নয়! কারণ জীবনদানের জন্য যদি কোনো বিধান দেওয়া হত, তাহলে বিধানের দ্বারা অবশ্যই ধার্মিকতা উপলব্ধ হত। 22 কিন্তু শাস্ত্র ঘোষণা করে যে, সমস্ত জগৎ পাপের কাছে বন্দি হয়ে আছে, যেন যা প্রতিশ্রুত হয়েছিল, তা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে দেওয়া যায় ও যারা বিশ্বাস করে, তাদের প্রতি দেওয়া হয়। 23 এই বিশ্বাস আসার পূর্বে, আমরা বিধানের দ্বারা বন্দি হয়ে অবরুদ্ধ ছিলাম, যতক্ষণ না বিশ্বাস প্রকাশিত হল। 24 তাই আমাদের খ্রীষ্টের উদ্দেশে চালিত করার জন্য বিধানকে দায়িত্ব দেওয়া হল, যেন আমরা বিশ্বাসের দ্বারা নির্দোষ প্রতিপন্ন হই। 25 এখন সেই বিশ্বাসের আগমন হওয়ায়, আমরা আর বিধানের তত্ত্বাবধানে নেই। 26 তোমরা সকলেই খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের পুত্রকন্যা হয়েছ, 27 কারণ তোমরা সকলে যারা খ্রীষ্টে বাপ্তাইজিত হয়েছ, তারা সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করেছ। 28 ইহুদি কি গ্রিক, ক্রীতদাস কি স্বাধীন, পুরুষ কি স্ত্রী, তোমরা সকলেই খ্রীষ্ট যীশুতে এক। 29 আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তাহলে তোমরা অব্রাহামের বংশ, সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উত্তরাধিকারী।

**4** যা আমি বলতে চাইছি, তা হল, উত্তরাধিকারী যতদিন শিশু থাকে, সে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হলেও, ক্রীতদাসের সঙ্গে তার কোনও পার্থক্য থাকে না। 2 তার বাবা যে সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, সেই সময় পর্যন্ত সে অভিভাবক ও প্রতিপালকদের তত্ত্বাবধানে থাকে। 3 একইভাবে, আমরা যখন শিশু ছিলাম, আমরা জগতের বিভিন্ন রীতিনীতির অধীনে ক্রীতদাস ছিলাম। 4 কিন্তু সময় যখন সম্পূর্ণ হল, ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠালেন; তিনি এক নারী থেকে জন্ম নিলেন, বিধানের অধীনে জন্মগ্রহণ করলেন, 5 যেন যারা বিধানের অধীন তাদের মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করেন এবং আমরা পুত্র হওয়ার পূর্ণ অধিকার লাভ করি। 6 যেহেতু আমরা পুত্র, তাই ঈশ্বর তাঁর পুত্রের আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে পাঠালেন, যে আত্মা "আব্বা, পিতা" বলে ডেকে ওঠেন। 7 তাই তোমরা আর ক্রীতদাস নও, কিন্তু পুত্র; আর যেহেতু তোমরা পুত্র, ঈশ্বর তোমাদের উত্তরাধিকারীও করেছেন। 8 আগে তোমরা যখন ঈশ্বরকে জানতে না, তোমরা তাদেরই দাসত্ব করতে, যারা প্রকৃতপক্ষে দেবতা নয়। 9 কিন্তু এখন, যেহেতু তোমরা ঈশ্বরকে জানো—বা সঠিক বলতে গেলে, তোমরাই ঈশ্বরের দ্বারা পরিচিত হয়েছ—তাহলে, কী করে তোমরা ওইসব দুর্বল ও ঘৃণ্য নীতিগুলির প্রতি ফিরে যাচ্ছ? তোমরা কি আবার ফিরে গিয়ে সেসবের দ্বারা দাসত্বে আবদ্ধ হতে চাও? 10 তোমরা বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু ও বছর পালন করছ! 11 তোমাদের জন্য আমার ভয় হয়, হয়তো আমি তোমাদের মধ্যে ব্যর্থ পরিশ্রম করেছি। 12 ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা আমার মতো হও, কারণ আমি তোমাদের মতো হয়েছি। তোমরা আমার প্রতি কোনো অন্যায় করোনি। 13 যেমন তোমরা জানো, আমি অসুস্থ ছিলাম, যখন প্রথমবার তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। 14 যদিও আমার অসুস্থতা তোমাদের কাছে পরীক্ষার কারণস্বরূপ ছিল, তোমরা আমার সঙ্গে ঘৃণ্য ও অবজ্ঞাসুলভ আচরণ করোনি। বরং তোমরা আমাকে যেন ঈশ্বরের এক দূতের মতো, স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশুর মতো মনে করে স্বাগত জানিয়েছিলে। 15 তোমাদের সেইসব আনন্দের কী হল? আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, সম্ভব হলে,

তোমরা নিজের নিজের চোখদুটি উপড়ে নিয়ে আমাকে দিতে! 16 সত্যিকথা বলার জন্য আমি কি এখন তোমাদের শত্রু হয়েছি? 17 ওইসব লোক তোমাদের জয় করার জন্য আগ্রহী হয়েছে, কিন্তু কোনো ভালো উদ্দেশ্যে নয়। তারা যা চায় তা হল আমাদের কাছ থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে দিতে, যেন তোমরা ওদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠো। 18 কেবলমাত্র তোমাদের মধ্যে যখন উপস্থিত থাকি তখন নয়, কিন্তু সব সময়ের জন্য সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে আগ্রহী হওয়া ভালো। 19 আমার প্রিয় সন্তানেরা তোমাদের জন্য আমি আবার প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি, যতক্ষণ না তোমরা খ্রীষ্টের মতো হও। 20 আমার এমন ইচ্ছা হচ্ছে যে, আমি যদি এখনই তোমাদের কাছে যেতে ও অন্য স্বরে কথা বলতে পারতাম! কারণ আমি তোমাদের নিয়ে যে কী করব তা বুঝতে পারছি না! 21 তোমরা যারা বিধানের অধীনে থাকতে চাও, আমাকে বলো তো, বিধান যা বলে, তা কি তোমরা জানো না? 22 কারণ লেখা আছে, অব্রাহামের দুই পুত্র ছিল, একজন ক্রীতদাসীর, অন্যজন স্বাধীন নারীর। 23 ক্রীতদাসী নারীর দ্বারা তাঁর পুত্রের জন্ম হয়েছিল স্বাভাবিক উপায়ে, কিন্তু স্বাধীন নারীর দ্বারা তাঁর পুত্রের জন্ম হয়েছিল এক প্রতিশ্রুতির ফলস্বরূপে। 24 এসব বিষয় রূপক অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ ওই দুজন নারী দুটি চুক্তির প্রতীকস্বরূপ। একটি চুক্তি সীনয় পর্বত থেকে, তা ক্রীতদাস হওয়ার জন্য সন্তানদের জন্ম দেয়। এ হল হাগার। 25 এখন হাগার হল আরবে স্থিত সীনয় পর্বতের প্রতীক এবং বর্তমানের জেরুশালেম নগরীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, কারণ সে তার সন্তানদের নিয়ে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ আছে। 26 কিন্তু ঊর্ধ্বে স্থিত জেরুশালেম স্বাধীন, সে আমাদের প্রকৃত মা। 27 কারণ লেখা আছে, "ওহে বন্ধ্যা নারী, যে কখনও সন্তান প্রসব করোনি, আনন্দিত হও; তোমরা কখনও প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করোনি, আনন্দোল্লাসে ফেটে পড়ো; কারণ যার স্বামী আছে, সেই নারীর চেয়ে, যে নারী পরিত্যক্তা, তার সন্তান বেশি।" 28 এখন ভাইবোনেরা, তোমরা ইস্হাকের মতো প্রতিশ্রুতির সন্তান। 29 সেই সময়, স্বাভাবিক উপায়ে জাত পুত্র, ঈশ্বরের আত্মার পরাক্রমে জাত পুত্রকে নির্যাতন করত। তেমনই এখনও হচ্ছে। 30 কিন্তু শাস্ত্র কী বলে? "সেই ক্রীতদাসী ও তার ছেলেকে তাড়িয়ে দাও, কারণ সেই স্বাধীন নারীর সম্পত্তির অধিকারে ওই মহিলার ছেলে কখনোই ভাগ বসাবে না।" 31 অতএব ভাইবোনেরা, আমরা ক্রীতদাসীর সন্তান নই, কিন্তু সেই স্বাধীন নারীর সন্তান।

**5** স্বাধীনতা ভোগ করার জন্যই খ্রীষ্ট আমাদের স্বাধীন করেছেন। অতএব, তোমরা অবিচল থাকো এবং দাসত্বের জোয়ালে নিজেদের পুনরায় বন্দি কোরো না। 2 আমার কথা লক্ষ্য করো। আমি পৌল তোমাদের বলছি যে, তোমরা যদি নিজেদের সুন্নত করো, তাহলে তোমাদের কাছে খ্রীষ্টের কোনো মূল্যই থাকবে না। 3 যারা নিজেদের সুন্নত করতে চায়, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি আবার ঘোষণা করছি যে, সে সমস্ত বিধান পালন করতে বাধ্য। 4 তোমরা যারা বিধানের দ্বারা নির্দোষ প্রতিপন্ন হতে চাইছ, তারা খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছ; তোমরা অনুগ্রহ থেকে বিচ্যুত হয়েছ। 5 কিন্তু যে ধার্মিকতার আমরা প্রত্যাশা করি, তার জন্য আমরা বিশ্বাসের দ্বারা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে সাদর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। 6 কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে সুন্নত বা অত্বকছেদ, উভয়ই মূল্যহীন। কেবলমাত্র বিষয় যা গণ্য করা হয়, তা হল বিশ্বাস, যা ভালোবাসার মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। 7 তোমরা তো ভালোভাবেই দৌড়াচ্ছিলে। কে তোমাদের বাধা দিল এবং সত্য পালন করতে দিল না? 8 যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এই ধরনের চাপ আসে না। 9 অল্প একটু খামির সমস্ত ময়দার তালকে তাড়িময় করে তোলে। 10 প্রভুতে আমি আত্মবিশ্বাসী যে, তোমরা আর কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করবে না। যে তোমাদের বিভ্রান্ত করছে, সে যেই হোক না কেন, সে তার শাস্তি ভোগ করবে। 11 ভাইবোনেরা, আমি যদি এখনও সুন্নতের বিষয় প্রচার করে থাকি, তাহলে কেন এখনও আমি নির্যাতিত হচ্ছি? তাহলে তো ক্রুশের কথা প্রচারের বাধা দূর হয়ে যেত। 12 যারা তোমাদের কাছে অশান্তি সৃষ্টি করে আমার ইচ্ছা এই যে তারা সম্পূর্ণ পথ অতিক্রম করে নিজেদের নপুংসক করে ফেলুক। 13 আমার ভাইবোনেরা, তোমরা স্বাধীনতার জন্য আহূত হয়েছ, কিন্তু তোমাদের স্বাধীনতাকে শারীরিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য প্রশ্রয় দিয়ো না; বরং প্রেমে পরস্পরের সেবা করো। 14 সমস্ত বিধান এই একটিমাত্র আজ্ঞায় সারসংক্ষিপ্ত হয়েছে: "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতোই ভালোবেসো।" 15 যদি তোমরা পরস্পরকে দংশন ও গ্রাস করো, সতর্ক হও, অন্যথায় তোমরা পরস্পরের দ্বারা ধ্বংস হবে। 16 তাই আমি বলি, তোমরা পবিত্র আত্মার বশে জীবনযাপন করো, তাহলে তোমরা শারীরিক লালসার অভিলাষ চরিতার্থ করবে না। 17 কারণ শারীরিক লালসা পবিত্র আত্মার অভিলাষের বিপরীত এবং পবিত্র আত্মা শারীরিক লালসার অভিলাষের বিপরীত। সেগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করে, যেন তোমরা যা চাও, তা

করতে না পারো। 18 কিন্তু তোমরা যদি পবিত্র আত্মার
দ্বারা চালিত হও, তাহলে তোমরা বিধানের অধীন নও। 19
শারীরিক লালসার সব কাজ সুস্পষ্ট: ব্যভিচার, বিবাহ-
বহির্ভূত যৌনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা; 20 প্রতিমাপূজা ও
ডাকিনীবিদ্যা; ঘৃণা, ঈর্ষা, ক্রোধের উত্তেজনা, স্বার্থকেন্দ্রিক
উচ্চাকাঙ্ক্ষা, মতবিরোধ, দলাদলি ও 21 হিংসা; মত্ততা,
রঙ্গরস ও এ ধরনের আরও অনেক বিষয়। আগের মতোই
আমি আবার তোমাদের সতর্ক করছি, যারা এ ধরনের
জীবনযাপন করে, তারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাবে
না। 22 কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হল প্রেম, আনন্দ,
শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, পরোপকারিতা, বিশ্বস্ততা, 23
বিনম্রতা ও আত্মসংযম। এসব বিষয়ের বিরুদ্ধে কোনও
বিধান নেই। 24 আর যারা খ্রীষ্ট যীশুর, তারা শারীরিক
লালসার সমস্ত আসক্তি ও অভিলাষকে ক্রুশার্পিত করেছে।
25 আমরা যেহেতু পবিত্র আত্মার বশে জীবনযাপন করি,
এসো আমরা আত্মার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলি। 26 এসো,
আমরা অহংকারী না হই, পরস্পরকে উত্তেজিত না করি ও
এক অপরের প্রতি হিংসা না করি।

**6** ভাইবোনেরা, কেউ যদি কোনো পাপকাজে ধরা পড়ে,
তাহলে তোমরা যারা আত্মিক, তোমরা কোমল মনোভাব
নিয়ে তাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনো। কিন্তু নিজেদের
সম্পর্কে সতর্ক থেকো, নইলে তোমরাও প্রলোভিত হতে
পারো। 2 প্রত্যেকে একে অপরের ভারবহন করো, এভাবে
তোমরা খ্রীষ্টের বিধান পূর্ণ করবে। 3 কেউ যদি কিছু
না হয়েও নিজেকে বিশিষ্ট মনে করে, সে নিজের সঙ্গে
প্রতারণা করে। 4 প্রত্যেকেই তার নিজের কাজ যাচাই
করে দেখবে। তাহলেই সে অপর কারও সঙ্গে নিজের
তুলনা না করেই নিজের বিষয়ে গর্ব করতে পারবে। 5
কারণ প্রত্যেকেরই উচিত, তার নিজের ভারবহন করা।
6 যে ব্যক্তি ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে, সে
তার শিক্ষককে অবশ্যই সমস্ত উৎকৃষ্ট বিষয়ের সহভাগী
করবে। 7 তোমরা বিভ্রান্ত হোয়ো না, ঈশ্বরকে উপহাস
করা যায় না। কোনো মানুষ যা বোনে, তাই কাটে। 8
যে তার শারীরিক লালসা নিবৃত্তির উদ্দেশে বীজ বোনে,
সেই শরীর থেকেই সে বিনাশরূপ শস্য সংগ্রহ করবে। যে
পবিত্র আত্মাকে প্রীত করার জন্য বীজ বোনে, তা থেকেই
অনন্ত জীবনের ফসল আসবে। **(aiōnios g166)** 9 এসো,
সৎকর্ম করতে করতে আমরা যেন ক্লান্তিবোধ না করি,
কারণ হাল ছেড়ে না দিলে আমরা যথাসময়ে ফসল তুলব।
10 তাই, আমরা যখন সুযোগ পেয়েছি, এসো, আমরা
সব মানুষের প্রতি সৎকর্ম করি, বিশেষত তাদের প্রতি
যারা বিশ্বাসীদের পরিজন। 11 দেখো, আমি কত বড়ো
বড়ো অক্ষরে নিজের হাতে তোমাদের কাছে লিখলাম!
12 যারা ব্যহ্যিকরূপে এক সুন্দর ভাবমূর্তি গড়তে চায়,
তারা তোমাদের সুন্নত পালনে বাধ্য করতে চেষ্টা করছে।
কেবলমাত্র যে কারণের জন্য তারা এ কাজ করতে চাইছে,
তা খ্রীষ্টের ক্রুশের কারণে নির্যাতিত হওয়া থেকে অব্যাহতি
পাওয়ার জন্য। 13 যারা সুন্নতপ্রাপ্ত তারাও বিধান পালন
করে না, তবুও তারা চায় তোমরা সুন্নত-সংস্কার পালন
করো, যেন তারা তোমাদের শরীরের বিষয়ে গর্ব করতে
পারে। 14 কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া আমি
আর যে কোনো বিষয়ে গর্ব করি, তা দূরে থাকুক, কারণ
তাঁরই দ্বারা জগৎ আমার কাছে ও আমি জগতের কাছে
ক্রুশার্পিত। 15 সুন্নত বা অত্বকছেদ, উভয়ই মূল্যহীন, নতুন
সৃষ্টিই হল মূলকথা। 16 এই নীতি যারা অনুসরণ করে
তাদের উপর, এমনকি ঈশ্বরের ইস্রায়েলের উপর শান্তি
ও করুণা বিরাজ করুক। 17 সবশেষে বলি, কেউ যেন
আমাকে কষ্ট না দেয়, কারণ আমার শরীরে আমি যীশুর
ক্ষতচিহ্ন বহন করছি। 18 ভাইবোনেরা, আমাদের প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সঙ্গে থাকুক। আমেন।

# ইফিষীয়

**1** ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিতশিষ্য, আমি
পৌল, ইফিষ নগরীর সব পবিত্রগণ ও খ্রীষ্ট যীশুতে
বিশ্বস্তজনদের প্রতি, **2** আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু
খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে বর্ষিত হোক।
**3** ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি খ্রীষ্টে
স্বর্গীয় স্থানে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে আমাদের আশীর্বাদ
করেছেন। **4** কারণ জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই তিনি আমাদের
খ্রীষ্টে মনোনীত করেছিলেন, যেন তাঁর দৃষ্টিতে আমরা প্রেমে
পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হতে পারি। **5** প্রেমে, তিনি তাঁর মঙ্গল
সংকল্প ও ইচ্ছায়, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের পুত্ররূপে
দত্তক নেওয়ার জন্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত করেছিলেন—
**6** এসব তিনি করেছেন তাঁর গৌরবময় অনুগ্রহের প্রশংসার
জন্য, যাঁকে তিনি প্রেম করেন, তাঁর মাধ্যমে, যা তিনি
বিনামূল্যে আমাদের দান করেছেন। **7** তাঁর দ্বারাই আমরা
তাঁর রক্তে মুক্তি, অর্থাৎ সব পাপের ক্ষমা পেয়েছি। এসব
ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রাচুর্যর কারণে হয়েছে, **8** যা তিনি
সমস্ত প্রজ্ঞা ও বোধশক্তির সঙ্গে আমাদের উপরে পর্যাপ্ত
পরিমাণে ঢেলে দিয়েছেন। **9** তিনি তাঁর সেই হিতসংকল্প
অনুযায়ী সেই গুপ্তরহস্য আমাদের জানতে দিয়েছেন, যা
তিনি খ্রীষ্টে পূর্বসংকল্প করেছিলেন, **10** যা কালের পূর্ণতার
সঙ্গে সঙ্গে রূপায়িত করার সংকল্প করেছিলেন, যেন স্বর্গে
ও পৃথিবীতে সবকিছুই, এক মস্তক, অর্থাৎ খ্রীষ্টের অধীনে
একত্র করেন। **11** যিনি তাঁর সংকল্প অনুসারে সমস্ত কিছু
সাধন করেন, তাঁরই পরিকল্পনামতো পূর্ব-নির্ধারিত হয়ে
তাঁর মাধ্যমে আমরা মনোনীতও হয়েছি, **12** যেন আমরা
যারা খ্রীষ্টের উপরে প্রথমে প্রত্যাশা রেখেছিলাম, সেই
আমাদেরই মাধ্যমে তাঁর মহিমার গুণগান হতে পারে। **13**
আর তোমরা যখন সত্যের বাণী, তোমাদের পরিত্রাণের
সুসমাচার শুনেছ, তখনই তোমরা খ্রীষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।
বিশ্বাস করে তোমরা তাঁর মাধ্যমে প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মার
মুদ্রাঙ্কণে চিহ্নিত হয়েছ, **14** যিনি আমাদের উত্তরাধিকার
সুনিশ্চিত করার জন্য অগ্রিম বায়নাস্বরূপ, যতক্ষণ না
তিনি নিজের মহিমার প্রশস্তির জন্য তাঁর আপনজনদের
মুক্ত করেন। **15** এই কারণে, প্রভু যীশুর প্রতি তোমাদের
বিশ্বাসের ও পবিত্রগণের প্রতি তোমাদের ভালোবাসার কথা
যখন শুনেছি, **16** তখন থেকেই আমার প্রার্থনায় তোমাদের
স্মরণ করে তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে
বিরত হইনি। **17** আমি অবিরত মিনতি করি, আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, গৌরবময় পিতা, তোমাদের প্রজ্ঞা ও
প্রত্যাদেশের আত্মা দান করুন, যেন তোমরা তাঁর পরিচয়
অনেক বেশি জানতে পারো। **18** আমি আরও প্রার্থনা
করি যে, তোমাদের অন্তর্দৃষ্টি আলোকিত হয়ে উঠুক, যেন
তাঁর আহ্বানের প্রত্যাশা, পবিত্রগণের মধ্যে তাঁর গৌরবময়
উত্তরাধিকারের ঐশ্বর্য **19** এবং আমাদের মতো বিশ্বাসীদের
জন্য তাঁর অতুলনীয় মহান শক্তি তোমরা জানতে পারো।
সেই শক্তি তাঁর প্রবল পরাক্রমের সঙ্গে কৃতকর্মের মতো
সক্রিয়। **20** তিনি সেই শক্তি খ্রীষ্টে প্রয়োগ করেছেন, যখন
তিনি তাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থাপন করেছেন এবং স্বর্গীয়
স্থানে তাঁর ডানদিকে তাঁকে বসিয়েছেন, **21** শুধু বর্তমান
কালে নয়, কিন্তু আগামী দিনেও যে সমস্ত শাসন ও কর্তৃত্ব,
ক্ষমতা ও আধিপত্য এবং পদাধিকার দেওয়া যেতে পারে,
তারও ঊর্ধ্বে তিনি তাঁকে স্থাপন করেছেন। **(aiōn g165)**
**22** আর ঈশ্বর সমস্তই খ্রীষ্টের পদানত করেছেন, তাঁকেই
মণ্ডলীর সবকিছুর উপরে মস্তকরূপে প্রতিষ্ঠা করলেন, **23**
সেই মণ্ডলীই তাঁর দেহ, তাঁরই পূর্ণতাস্বরূপ, যিনি সব
বিষয় সমস্ত উপায়ে পূর্ণ করেন।

**2** তোমাদের কথা বলতে হলে, তোমরা নিজের নিজের
অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, **2** যেগুলির মধ্যে তোমরা
জীবনযাপন করতে। তখন তোমরা এই জগতের ও
আকাশের রাজ্যশাসকের পথ অনুসরণ করতে, যে আত্মা
এখন যারা অবাধ্য, তাদের মধ্যে কার্যকরী রয়েছে।
**(aiōn g165)** **3** আমরাও সকলে এক সময় তাদেরই মধ্যে
জীবনযাপন করতাম। আমাদের পাপময় প্রকৃতির বাসনাকে
চরিতার্থ করার জন্য আমরা তার কামনা ও ভাবনার বশে
চলতাম। অন্য সকলের মতো, স্বভাবগতভাবে আমরা
ছিলাম (ঈশ্বরের) ক্রোধের পাত্র। **4** কিন্তু আমাদের প্রতি
মহাপ্রেমের জন্য ঈশ্বর, যিনি অপার করুণাময়, **5** আমরা
যখন অপরাধের ফলে মৃত হয়েছিলাম, তখনই তিনি
খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের জীবিত করলেন। আর তোমরা
অনুগ্রহেই পরিত্রাণ লাভ করেছ। **6** ঈশ্বর খ্রীষ্টের সঙ্গে
আমাদের পুনরুত্থিত করে তাঁরই সঙ্গে আমাদের স্বর্গীয়
স্থানে বসিয়েছেন, **7** যেন খ্রীষ্ট যীশুতে আমাদের প্রতি তাঁর
যে করুণা প্রকাশ পেয়েছে, আগামী দিনেও তিনি তাঁর
সেই অতুলনীয় অনুগ্রহের ঐশ্বর্য প্রদর্শন করতে পারেন।
**(aiōn g165)** **8** কারণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারাই
তোমরা পরিত্রাণ লাভ করেছ। তা তোমাদের থেকে হয়নি,
কিন্তু ঈশ্বরেরই দান। **9** তা কোনো কাজের ফল নয় যে
তা নিয়ে কেউ গর্ববোধ করবে। **10** কারণ আমরা ঈশ্বরের
রচনা, সৎকর্ম করার জন্য খ্রীষ্ট যীশুতে সৃষ্ট, যা তিনি পূর্ব

থেকেই আমাদের করার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। 11 অতএব স্মরণ করো, এক সময় তোমরা, যারা জন্মসূত্রে অইহুদি ছিলে, মানুষের হাতে করা "সুন্নতপ্রাপ্ত" ব্যক্তিরা তোমাদের "সুন্নতহীন" বলে অভিহিত করত। 12 স্মরণ করো, সেই সময় তোমরা খ্রীষ্টের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলে, ইস্রায়েলের নাগরিকত্বের সঙ্গে তোমরা ছিলে সম্পর্কহীন এবং প্রতিশ্রুতির নিয়মের কাছে ছিলে অসম্পর্কিত। তোমাদের কোনও আশা ছিল না এবং পৃথিবীতে তোমরা ছিলে ঈশ্বরবিহীন। 13 কিন্তু তোমরা যারা এক সময় বহু দূরবর্তী ছিলে, এখন খ্রীষ্ট যীশুতে তাঁর রক্তের মাধ্যমে নিকটবর্তী হয়েছ। 14 কারণ তিনি স্বয়ং আমাদের শান্তি। তিনি উভয়কে এক করেছেন এবং প্রতিবন্ধকতাকে ধ্বংস করেছেন, বিদ্বেষের প্রাচীর ভেঙে ফেলেছেন, 15 বিধান ও তার নির্দেশমালা, নিয়ন্ত্রণবিধি, সব নিজের শরীরে বিলোপ করেই তা করেছেন। উভয়কে নিয়ে নিজের মধ্যে এক নতুন মানুষ গড়ে তোলা এবং এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। 16 আর এই এক দেহে, ক্রুশের মাধ্যমে তিনি উভয়কে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করেছেন, যার দ্বারা তিনি দু-পক্ষের শত্রুতার অবসান ঘটিয়েছেন। 17 তোমরা যারা ছিলে বহুদূরে, আর যারা ছিলে কাছে, তোমাদের সকলের কাছে তিনি এসে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। 18 কারণ তাঁরই মাধ্যমে আমরা দু-পক্ষ একই আত্মার দ্বারা পিতার সান্নিধ্যে আসার অধিকার লাভ করেছি। 19 অতএব, তোমরা আর অসম্পর্কিত ও বহিরাগত নও, তোমরা এখন ঈশ্বরের প্রজাদের সহনাগরিক এবং ঈশ্বরের পরিবারের সদস্য। 20 প্রেরিতশিষ্যবর্গ ও ভাববাদীদের ভিত্তিমূলের উপর তোমাদের গেঁথে তোলা হয়েছে, স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু যার কোণের প্রধান পাথর। 21 তাঁরই মধ্যে সমগ্র কাঠামো একত্রে সন্নিবদ্ধ এবং প্রভুতে তা এক পবিত্র মন্দিররূপে গড়ে উঠছে। 22 তাঁতে তোমাদেরও একসঙ্গে একটি আবাসরূপে গঠন করা হচ্ছে, যেখানে ঈশ্বর তাঁর আত্মায় অধিষ্ঠান করেন।

**3** এই কারণে, তোমরা যারা ইহুদি নও, তাদের জন্য খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি আমি, পৌল— 2 তোমাদের জন্য ঈশ্বর তাঁর যে অনুগ্রহের পরিচালনা আমাকে প্রদান করেছেন, তোমরা সেকথা নিশ্চয় শুনেছ। 3 অর্থাৎ, ঈশ্বরের যে গুপ্তরহস্য আমাকে জ্ঞাপন করা হয়েছে, সেকথা আমি সংক্ষেপে আগেই লিখেছি। 4 এই লিপি পাঠ করলে খ্রীষ্টের গুপ্তরহস্যে আমার অন্তর্দৃষ্টির কথা তোমরা বুঝতে পারবে। 5 অন্য প্রজন্মের মানুষের কাছে এই সত্য ব্যক্ত হয়নি, যেমন বর্তমান প্রজন্মে ঈশ্বরের পবিত্র প্রেরিতশিষ্যদের এবং ভাববাদীদের কাছে পবিত্র আত্মা তা প্রকাশ করেছেন। 6 এই গুপ্তরহস্য হল, সুসমাচারের মাধ্যমে অইহুদিরা ইস্রায়েলীদের সঙ্গে একই উত্তরাধিকারের শরিক, একত্রে একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ এবং খ্রীষ্ট যীশুতে একই প্রতিশ্রুতির যৌথ অংশীদার। 7 ঈশ্বরের পরাক্রমের সক্রিয়তায়, তাঁরই অনুগ্রহ দানের দ্বারা আমি এই সুসমাচারের পরিচারক হয়েছি। 8 ঈশ্বরের সকল পবিত্রগণের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা তুচ্ছ হলেও এই অনুগ্রহ আমাকে দেওয়া হয়েছিল, যেন খ্রীষ্টের অতুল ঐশ্বর্যের সুসমাচার অইহুদিদের কাছে প্রচার করি; 9 এবং এই গুপ্তরহস্যের প্রয়োগ প্রত্যেকের কাছে স্পষ্ট করে দিই, যা অতীতকালে সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে গুপ্ত রাখা ছিল। (aiōn g165) 10 তাঁর অভিপ্রায় ছিল এই যে, এখন মণ্ডলীর মাধ্যমে যেন ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা, স্বর্গীয় স্থানের আধিপত্য ও কর্তৃত্বসকলের কাছে প্রকাশ করা যায়। 11 এ ছিল তাঁর চিরকালীন অভিপ্রায়, যা তিনি আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে সাধন করেছেন। (aiōn g165) 12 তাঁতে এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা স্বাধীনভাবে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারি। 13 তাই, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমাদের জন্য আমার যে কষ্টভোগ, তা দেখে তোমরা নিরাশ হোয়ো না; কারণ এসব তোমাদের গৌরব। 14 এই কারণের জন্য আমি পিতার কাছে নতজানু হই, 15 যাঁর কাছ থেকে স্বর্গে ও পৃথিবীতে তাঁর সমগ্র পরিবার এই নাম প্রাপ্ত হয়েছে। 16 আমি প্রার্থনা করি, যেন তাঁর গৌরবময় ঐশ্বর্য থেকে তিনি তাঁর আত্মার মাধ্যমে তোমাদেরকে আন্তরিক সত্তায় ও শক্তিতে সবল করে তোলেন, 17 যেন বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে অধিষ্ঠান করেন। আমি প্রার্থনা করি, তোমরা প্রেমে দৃঢ়মূল ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে, 18 সকল পবিত্রগণের সঙ্গে যেন পরাক্রমের অধিকারী হতে পারো এবং খ্রীষ্টের প্রেমের বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে পারো, আর 19 জ্ঞানের অতীত খ্রীষ্টের এই প্রেম অবগত হয়ে তোমরা যেন ঈশ্বরের সকল পূর্ণতায় ভরপুর হয়ে ওঠো। 20 এখন আমাদের অন্তরে যিনি তাঁর সক্রিয় ক্ষমতা অনুসারে আমাদের সকল চাহিদা পূর্ণ করতে অথবা কল্পনারও অতীত কাজ করতে সমর্থ, 21 মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে, যুগ যুগ ধরে সকল প্রজন্মে চিরকাল তাঁর গৌরব কীর্তিত হোক! আমেন। (aiōn g165)

**4** অতএব, প্রভুতে বন্দি আমি তোমাদের কাছে মিনতি
করছি, যে আহ্বান তোমরা লাভ করেছ, তার যোগ্য হয়ে
জীবনযাপন করো। 2 সম্পূর্ণ নম্র ও অমায়িক হও, ধৈর্যশীল
হয়ে প্রেমে পরস্পরের প্রতি সহনশীল হও। 3 শান্তির
যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে
সচেষ্ট হও। 4 দেহ এক এবং আত্মা এক, তেমনই
তোমাদের প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশার উদ্দেশে তোমরা
আহূত হয়েছিলে। 5 প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক,
6 সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে,
সকলের কাছে এবং সকলের অন্তরে আছেন। 7 কিন্তু খ্রীষ্ট
যেভাবে বণ্টন করেছেন, সেই অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকে
অনুগ্রহ-দান পেয়েছি। 8 সেজন্যই বলা হয়েছে: "তিনি যখন
ঊর্ধ্বে আরোহণ করলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন বহু বন্দিকে
এবং মানুষকে দিলেন বিবিধ উপহার।" 9 "তিনি ঊর্ধ্বে
আরোহণ করলেন," একথার অর্থ কি এই নয় যে, তিনি
পৃথিবীর নিম্নলোকেও অবতরণ করেছিলেন? 10 সমগ্র বিশ্বে
পরিব্যাপ্ত হওয়ার জন্য যিনি সব স্বর্গের ঊর্ধ্বে আরোহণ
করেছিলেন, সেই তিনিই নিম্নে অবতরণ করেছিলেন। 11
তিনিই কয়েকজনকে প্রেরিতশিষ্য, কয়েকজনকে ভাববাদী,
কয়েকজনকে সুসমাচার প্রচারক, কয়েকজনকে পালক
ও শিক্ষকরূপে দান করেছেন, 12 পবিত্রগণকে পরিপক্ক
করার জন্য করেছেন, যেন পরিচর্যার কাজ সাধিত হয়,
খ্রীষ্টের দেহ যেন গঠন করে তোলা হয়, 13 যতদিন না
আমরা সবাই ঈশ্বরের পুত্রের জ্ঞান ও বিশ্বাসের ঐক্যে
উপনীত হতে পারি ও পরিণত হই এবং খ্রীষ্টের সকল
পূর্ণতা অর্জন করতে পারি। 14 তখন আমরা আর নাবালক
থাকব না। যে কোনো মতবাদের হাওয়ায় বিচলিত হব না
বা বাতাসে ভেসে যাব না। আমরা প্রভাবিত হব না যখন
লোকেরা মিথ্যার সাহায্য নিয়ে, যা শুনে মনে হয় সত্য,
আমাদের ঠকানোর চেষ্টা করবে। 15 এর পরিবর্তে আমরা
প্রেমে সত্য প্রকাশ করব এবং সব বিষয়ে খ্রীষ্টের মতো
হয়ে উঠব, যিনি তাঁর দেহের মস্তক; আর সেই দেহ হল
মণ্ডলী। 16 তিনি সমগ্র দেহকে সুন্দরভাবে সন্নিবদ্ধ করেন।
প্রতিটি অঙ্গ নিজের নিজের বিশেষ কাজ করে, যার ফলে
অন্যান্য অংশ বৃদ্ধিলাভ করে। এই কারণে সমগ্র দেহ সুস্থ,
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও প্রেমে পূর্ণতা লাভ করে। 17 অতএব, আমি
তোমাদের এই কথা বলি এবং প্রভুর নামে অনুনয় করি,
তোমরা অইহুদিদের মতো আর অসার চিন্তায় জীবনযাপন
কোরো না। 18 তাদের বুদ্ধি হয়েছে অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং
ঐশ্বরিক-জীবন থেকে তারা হয়েছে বিচ্ছিন্ন। তাদের কঠিন
হৃদয়ের অজ্ঞতাই তার কারণ। 19 সমস্ত চেতনা হারিয়ে
তারা কামনাবাসনায় নিজেদের সমর্পণ করেছে, যেন সকল
প্রকার কলুষতা ও ইন্দ্রিয়লালসায় তারা বেশি আসক্ত হয়ে
পড়ে। 20 খ্রীষ্টের সম্বন্ধে তোমরা অবশ্য সেরকম শিক্ষা
লাভ করোনি। 21 নিঃসন্দেহে, তোমরা তাঁর বিষয়ে শুনেছ
এবং যীশুর মধ্যে যে সত্য আছে, সেই অনুযায়ী শিক্ষা
পেয়েছ। 22 তোমাদের অতীত জীবনধারা সম্বন্ধে তোমরা
শিক্ষা পেয়েছ যে, তোমাদের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করতে
হবে, যা তার বহুবিধ ছলনাময় অভিলাষের দ্বারা কলুষিত
হয়ে উঠেছে। 23 তোমাদের মানসিকতাকে নতুন করতে
হবে; 24 প্রকৃত ধার্মিকতা এবং পবিত্রতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে
সৃষ্ট নতুন সত্তাকে পরিধান করতে হবে। 25 অতএব,
তোমাদের প্রত্যেকে মিথ্যাচার ত্যাগ করে প্রতিবেশীর
সঙ্গে সত্য কথা বলো, কারণ আমরা সকলে একই দেহের
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। 26 "ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পাপ কোরো না।"
সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই তোমাদের ক্রোধ প্রশমিত হোক।
27 দিয়াবলকে প্রশ্রয় দিয়ো না। 28 যে চুরি করতে অভ্যস্ত,
সে যেন আর চুরি না করে, বরং নিজের হাতে পরিশ্রমের
দ্বারা সৎ উপায়ে উপার্জন করে; দুস্থদের সাহায্য করার
মতো তার হাতে যেন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। 29 তোমরা কোনো
অশালীন কথা বোলো না, প্রয়োজন অনুসারে যা অপরকে
গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়ক, যা শ্রোতার পক্ষে কল্যাণকর,
তোমাদের মুখ থেকে শুধু এমন কথাই বের হোক। 30
ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখার্ত কোরো না, তাঁরই দ্বারা
তোমরা মুক্তিদিনের জন্য মোহরাঙ্কিত হয়েছ। 31 সব
রকমের তিক্ততা, রোষ ও ক্রোধ, কলহ ও নিন্দা, সেই সঙ্গে
সব ধরনের হিংসা ত্যাগ করো। 32 পরস্পরের প্রতি দয়ালু
ও সহানুভূতিশীল হও। ঈশ্বর যেমন খ্রীষ্টে তোমাদের ক্ষমা
করেছেন, তেমনই তোমরাও পরস্পরকে ক্ষমা করো।

**5** অতএব, যেহেতু তোমরা ঈশ্বরের প্রিয় সন্তান, তোমরা
ঈশ্বরেরই অনুকরণ করো 2 এবং প্রেমে জীবনযাপন
করো, যেমন খ্রীষ্ট আমাদের ভালোবেসেছেন এবং নিজেকে
সুরভিত নৈবেদ্য ও বলিরূপে ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ
করেছেন। 3 কিন্তু, তোমাদের মধ্যে যেন বিবাহ-বহির্ভূত
যৌনাচার, কোনও ধরনের কলুষতা বা লোভের লেশমাত্র
না থাকে। কারণ ঈশ্বরের পবিত্রগণের পক্ষে এ সমস্ত
আচরণ অনুচিত। 4 কোনও রকম অশ্লীলতা, নির্বোধের
মতো কথাবার্তা বা স্থূল রসিকতা যেন শোনা না যায়,
কারণ এসবই অসংগত; বরং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো।
5 কারণ এ ব্যাপারে তোমরা নিশ্চিত হতে পারো যে,
ব্যভিচারী, অশুদ্ধাচারী বা লোভী ব্যক্তি—সে তো এক

প্রতিমাপূজক—খ্রীষ্টের ও ঈশ্বরের রাজ্যে তাদের কোনো অধিকার নেই। 6 অসার বাক্যের দ্বারা কেউ যেন তোমাদের প্রতারিত না করে, কারণ এসব বিষয়ের জন্যই অবাধ্য ব্যক্তিদের উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে আসে। 7 অতএব, তাদের সঙ্গে তোমরা অংশীদার হোয়ো না। 8 এক সময়ে তোমরা ছিলে অন্ধকার, কিন্তু এখন তোমরা প্রভুতে আলো হয়ে উঠেছ। আলোর সন্তানদের মতো চলো। 9 কারণ এই আলো তোমাদের মধ্যে কেবলমাত্র উত্তম ও নৈতিক ও সত্য বিষয় উৎপন্ন করে। 10 প্রভু কোন কাজে সন্তুষ্ট হন, তা বোঝার চেষ্টা করো। 11 অন্ধকারের নিষ্ফল কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হোয়ো না, বরং সেগুলিকে আলোতে প্রকাশ করো। 12 কারণ যারা অবাধ্য, তারা গোপনে যা করে, তা উল্লেখ করাও লজ্জাজনক। 13 কিন্তু আলোকে প্রকাশিত সবকিছুই দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, 14 কারণ আলোই সবকিছু দৃশ্যমান করে। এজন্যই লেখা আছে: "ওহে নিদ্রামগ্ন ব্যক্তি, জাগো, মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হও, তাহলে খ্রীষ্ট তোমার উপর আলোক বিকিরণ করবেন।" 15 তাই, কীভাবে জীবনযাপন করবে সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক থেকো। জ্ঞানবানের মতো চলো, মূর্খের মতো নয়। 16 সব সুযোগের সর্বাধিক সদব্যবহার করো, কারণ এই যুগ মন্দ। 17 এই জন্য নির্বোধ হোয়ো না, প্রভুর ইচ্ছা কী, তা উপলব্ধি করো। 18 সুরা পান করে মত্ত হোয়ো না, তা ভ্রষ্টাচারের পথে নিয়ে যায়; তার পরিবর্তে আত্মায় পরিপূর্ণ হও। 19 গীত, স্তুতি ও আত্মিক সংকীর্তনে পরস্পর ভাব বিনিময় করো। প্রভুর উদ্দেশে গীত গাও, হৃদয়ে সুরের ঝংকার তোলো। 20 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে সব বিষয়ের জন্য সবসময় পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। 21 খ্রীষ্টের জন্য সম্ভ্রমবশত একে অপরের বশীভূত হও। 22 স্ত্রীরা, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনই স্বামীর বশ্যতাধীন হও। 23 কারণ স্বামী হল স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর মস্তক, যে মণ্ডলী তাঁর দেহ, যার তিনি পরিত্রাতা। 24 মণ্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশ্যতাধীন থাকে, স্ত্রীরাও তেমনই সমস্ত বিষয়ে নিজের নিজের স্বামীর বশ্যতাধীন থাকুক। 25 স্বামীরা, তোমরা নিজের নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসো, যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালোবেসেছেন এবং তার জন্য আত্মত্যাগ করেছেন, 26 যেন তাকে পবিত্র করেন, বাক্যের মাধ্যমে জলে স্নান করিয়ে তাকে শুচি করেন, 27 এবং তাকে সব রকম কলঙ্ক, বিকৃতি এবং কলুষতা থেকে মুক্ত করে পবিত্র ও অনিন্দনীয়ভাবে এক প্রদীপ্ত মণ্ডলী করে নিজের কাছে উপস্থিত করেন। 28 স্বামীদেরও সেভাবে নিজের নিজের দেহের মতোই স্ত্রীদের ভালোবাসা উচিত। যে তার স্ত্রীকে ভালোবাসে, সে নিজেকেই ভালোবাসে। 29 সর্বোপরি, কেউ কখনও তার নিজের দেহকে ঘৃণা করে না, বরং সে তার ভরণ-পোষণ ও তত্ত্বাবধান করে, যেমন খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর প্রতি করেন, 30 কারণ আমরা তো তাঁরই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। 31 "এই কারণে একজন পুরুষ তার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করবে, তার স্ত্রীর সাথে সংযুক্ত হবে ও সেই দুজন একাঙ্গ হবে।" 32 এ এক বিশাল রহস্য, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও তাঁর মণ্ডলী সম্বন্ধে একথা বলছি। 33 যাই হোক, তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে যেমন নিজেকে ভালোবাসে, তেমনই স্ত্রীকে অবশ্যই ভালোবাসবে এবং স্ত্রী অবশ্যই তার স্বামীকে শ্রদ্ধা করবে।

**6** সন্তানেরা, তোমরা প্রভুতে বাবা-মার বাধ্য হও, কারণ তাই হবে ন্যায়সংগত। 2 "তোমার বাবাকে ও তোমার মাকে সম্মান কোরো," এই হল প্রথম আদেশ, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি প্রতিশ্রুতি, 3 "যেন তোমার মঙ্গল হয় এবং পৃথিবীতে তুমি দীর্ঘ জীবন উপভোগ করো।" 4 তোমরা যারা বাবা, তোমরা সন্তানদের ক্রুদ্ধ কোরো না, বরং প্রভুর শিক্ষা ও নির্দেশ অনুযায়ী তাদের গড়ে তোলো। 5 ক্রীতদাসেরা, তোমরা শ্রদ্ধায় ও ভয়ে, হৃদয়ের সরলতার সঙ্গে তোমাদের জাগতিক প্রভুদের আদেশ মেনে চলো, যেমন তোমরা খ্রীষ্টের আদেশ মেনে থাকো। 6 তাদের আদেশ পালন করো, কেবলমাত্র তাদের দৃষ্টি যখন তোমাদের প্রতি থাকে, তখন তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের ক্রীতদাসদের মতো, অন্তর দিয়ে যেন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করছ, সেভাবে। 7 তোমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে তাদের সেবা করো, যেন তোমরা মানুষের নয়, কিন্তু প্রভুরই সেবা করছ। 8 কারণ তোমরা জানো যে, ক্রীতদাস হোক, বা স্বাধীন হোক, প্রভু তাদের সকলকেই সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করবেন। 9 আর গৃহস্বামীরা, তোমরাও ক্রীতদাসদের প্রতি অনুরূপ আচরণ করো। তাদের ভয় দেখিয়ো না, কারণ তোমরা জানো, যিনি স্বর্গে আছেন, তিনি তাদের এবং তোমাদের, উভয়েরই প্রভু। তিনি কারও পক্ষপাতিত্ব করেন না। 10 পরিশেষে, তোমরা প্রভুতে এবং তাঁর প্রবল পরাক্রমে বলীয়ান হও। 11 ঈশ্বরের সম্পূর্ণ রণসাজ পরে নাও, যেন দিয়াবলের বিভিন্ন চাতুরী প্রতিহত করতে পারো। 12 কারণ আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু আধিপত্য ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন এই জগতের শক্তির বিরুদ্ধে এবং স্বর্গীয় স্থানের মন্দ আত্মিক শক্তির বিরুদ্ধে। (aiōn g165) 13 তাই, ঈশ্বরের সম্পূর্ণ রণসাজ পরে নাও,

যেন সেই মন্দ দিন উপস্থিত হলে তোমরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারো এবং সমস্ত বিষয় সম্পন্ন করে স্থির থাকতে পারো। 14 সুতরাং সত্যের বেল্ট কোমরে বেঁধে, ধার্মিকতার বুকপাটা পরে নিয়ে এবং 15 শান্তির সুসমাচার প্রচারের তৎপরতায় চটিজুতো পরে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো। 16 এসব ছাড়া তুলে নাও বিশ্বাসের ঢাল; তা দিয়েই সেই পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ তোমরা নির্বাপিত করতে পারবে। 17 আর ধারণ করো পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার তরোয়াল, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য। 18 সব উপলক্ষে, সব ধরনের মিনতি ও অনুরোধের সঙ্গে আত্মায় প্রার্থনা করো। এসব স্মরণে রেখে সতর্ক থেকো এবং সকল পবিত্রগণের জন্য সবসময়ই প্রার্থনায় রত থেকো। 19 তোমরা আমার জন্য প্রার্থনা কোরো, যেন আমি যখনই মুখ খুলি, সুসমাচারের গুপ্তরহস্য নির্ভীকভাবে প্রচার করতে আমাকে বাক্য দান করা হয়। 20 এরই জন্য কারাগারে বন্দি হয়েও আমি রাজদূতের কাজ করছি। প্রার্থনা কোরো, যেমন করা উচিত তেমনই আমি সাহসের সঙ্গে সেই ঘোষণা করতে পারি। 21 আমি কেমন আছি এবং কী করছি, তোমরাও যেন তা জানতে পারো, সেজন্য প্রিয় ভাই ও প্রভুতে বিশ্বস্ত সেবক তুখিক তোমাদের সবকিছু জানাবেন। 22 শুধু এই উদ্দেশ্যেই আমি তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, যেন আমরা কেমন আছি তা তোমরা জানাতে পারো এবং তিনি তোমাদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন। 23 পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে শান্তি, বিশ্বাসে পূর্ণ প্রেম, ভাইবোনদের উপরে বর্ষিত হোক। 24 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি যাদের ভালোবাসা অমর, অনুগ্রহ তাদের সহায় হোক।

# ফিলিপীয়

**1** খ্রীষ্ট যীশুর দাস পৌল ও তিমথি, খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত
ফিলিপীর সমস্ত সন্ত, অধ্যক্ষগণ ও পরিচারকবর্গের
প্রতি, **2** আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে
অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। **3** আমি
যখনই তোমাদের কথা স্মরণ করি, আমি আমার ঈশ্বরকে
ধন্যবাদ দিই। **4** প্রার্থনার সময়ে আমি তোমাদের সকলের
জন্য সর্বদা সানন্দে প্রার্থনা করি, **5** কারণ প্রথম দিন থেকে,
আজ পর্যন্ত সুসমাচার প্রচারের কাজে তোমরা আমাকে
সহযোগিতা করেছ। **6** এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত যে,
যিনি তোমাদের অন্তরে শুভকর্মের সূচনা করেছেন, খ্রীষ্ট
যীশুর দিন পর্যন্ত তিনি তা সুসম্পন্ন করবেন। **7** তোমাদের
সকলের বিষয়ে এই মনোভাব পোষণ করাই আমার পক্ষে
সংগত, কারণ তোমরা আমার হৃদয় জুড়ে আছ। আমি
বন্দিদশায় থাকি, অথবা সুসমাচারের পক্ষসমর্থনে বা
প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যাপৃত থাকি, তোমরা সকলেই আমার
সঙ্গে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সহভাগী। **8** ঈশ্বরই আমার সাক্ষী,
খ্রীষ্ট যীশুর স্নেহে আমি তোমাদের সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য
কতই না ব্যাকুল! **9** এখন, আমার প্রার্থনা এই: তোমাদের
ভালোবাসা যেন জ্ঞান ও গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে দিনের পর
দিন সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, **10** যেন কোনটি উৎকৃষ্ট, তা তোমরা
উপলব্ধি করতে পারো এবং খ্রীষ্টের পুনরাগমনের দিন
পর্যন্ত পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে থাকতে পারো; **11** ঈশ্বরের
গৌরব ও প্রশংসার জন্য তোমরা ধার্মিকতার সেই ফলে
পরিপূর্ণ হয়ে ওঠো, যা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাওয়া যায়।
**12** ভাই ও বোনেরা, আমি চাই, তোমরা যেন জানতে পারো
যে, আমার প্রতি যা ঘটেছে, তা প্রকৃতপক্ষে সুসমাচার
প্রচারের কাজ আরও এগিয়ে দিয়েছে। **13** ফলস্বরূপ, সমস্ত
প্রাসাদরক্ষী এবং অন্য সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে
যে, খ্রীষ্টের জন্যই আমি কারাগারে বন্দি হয়েছি। **14** আমার
বন্দিদশার জন্যই প্রভুতে অধিকাংশ ভাই আরও সাহসের
সঙ্গে ও আরও নির্ভীকভাবে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করতে
অনুপ্রেরণা লাভ করেছে। **15** একথা সত্যি যে, কেউ কেউ
ঈর্ষা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব নিয়ে খ্রীষ্টকে প্রচার করে,
কিন্তু অন্যেরা করে সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে। **16** এই ব্যক্তিরা
ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রচার করে কারণ তারা জানে যে
সুসমাচারের পক্ষ সমর্থনের জন্যই আমাকে এখানে রাখা
হয়েছে। **17** কিন্তু অন্যরা আন্তরিকতায় নয়, স্বার্থসিদ্ধির
উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টকে প্রচার করে। তারা মনে করে, আমার
বন্দিদশায় তারা আমার কষ্ট আরও বেশি বাড়িয়ে তুলতে
পারবে। **18** কিন্তু তাতেই বা কী? গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল,
ছলনা বা সত্য, যেভাবেই হোক, খ্রীষ্টকে প্রচার করা হচ্ছে।
আর সেই কারণেই আমি আনন্দিত। হ্যাঁ, আমার এই
আনন্দ অব্যাহত থাকবে, **19** কারণ আমি জানি, আমার
জীবনে যা ঘটেছে, তোমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে এবং যীশু
খ্রীষ্টের আত্মা দ্বারা যে সহায়তা দেওয়া হয়েছে, সেসব
আমার মুক্তির কারণ হবে। **20** আমার আকুল আকাঙ্ক্ষা
ও প্রত্যাশা এই যে, আমি কোনোভাবেই লজ্জিত হব না,
বরং পর্যাপ্ত সাহসের সঙ্গে চলব, যেন সবসময় যেমন
করে এসেছি আজও তেমনি—জীবনে হোক বা মৃত্যুতে
হোক—আমার এই শরীরে খ্রীষ্ট মহিমান্বিত হবেন। **21**
কারণ আমার কাছে খ্রীষ্টই জীবন, আর মৃত্যু লাভজনক। **22**
যদি এই শরীরে আমাকে বেঁচে থাকতে হয়, তাহলে আমার
পরিশ্রম ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে করব। তবুও কোনটা
আমি বেছে নেব, তা জানি না! **23** এই দুই আকাঙ্ক্ষার
মধ্যে আমি বিদীর্ণ হচ্ছি: আমার আকাঙ্ক্ষা এই, বিদায়
নিয়ে আমি খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, যা অনেক বেশি শ্রেয়।
**24** কিন্তু তোমাদেরই জন্য আমার শরীরে বেঁচে থাকার
প্রয়োজন অনেক বেশি। **25** এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে,
আমি জীবিত থাকব এবং বিশ্বাসে তোমাদের উন্নতি ও
আনন্দের জন্য আমি তোমাদের সকলের সঙ্গেই থাকব, **26**
যেন তোমাদের মধ্যে আমার পুনরায় অবস্থিতির জন্য খ্রীষ্ট
যীশুতে তোমাদের আনন্দ, আমার কারণে উপচে পড়তে
পারে। **27** যাই ঘটুক না কেন, তোমরা খ্রীষ্টের সুসমাচারের
যোগ্য আচরণ করো। তাহলে আমি কাছে এসে তোমাদের
সঙ্গে সাক্ষাৎ করি বা আমার অনুপস্থিতিতে তোমাদের কথা
শুধু শুনেই থাকি, আমি জানব যে তোমরা এক আত্মায়
অবিচল আছ, এবং এক মন হয়ে সুসমাচারে তোমাদের
স্থির বিশ্বাসের জন্য সংগ্রাম করছ, **28** যারা তোমাদের
বিপক্ষতা করে, কোনোভাবেই তাদের ভয় পাওনি। এই
হবে তাদের বিনাশের প্রমাণ, কিন্তু তোমরা লাভ করবে
মুক্তি—ঈশ্বরই তা দান করবেন। **29** কারণ খ্রীষ্টের পক্ষে
তোমাদের এই অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র তাঁর
উপর বিশ্বাস করো, তা নয়, কিন্তু তাঁর জন্য যেন কষ্টভোগও
করো, **30** কারণ আমাকে যে রকম দেখেছ ও শুনতে পাচ্ছ
এবং এখনও যেমন হচ্ছে, তোমরাও সেই একই সংগ্রাম
করে চলেছ।

**2** খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার জন্য তোমরা যদি কোনো
অনুপ্রেরণা, তাঁর প্রেমে যদি কোনো সান্ত্বনা, যদি
আত্মায় কোনো সহভাগিতা, যদি কোনো কোমলতা ও

সহমর্মিতা লাভ করে থাকো, 2 তাহলে তোমরা এক
চিত্ত, এক প্রেম, এক আত্মা এবং একই ভাববিশিষ্ট হয়ে
আমার আনন্দকে পূর্ণ করো। 3 স্বার্থযুক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা
ভ্রান্ত দম্ভের বশবর্তী হয়ে কিছু কোরো না, কিন্তু নম্রতা
সহকারে অন্যকে নিজেদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করো।
4 নিজেদেরই বিষয়ে নয়, কিন্তু তোমরা অন্যদের বিষয়েও
চিন্তা করো। 5 খ্রীষ্ট যীশুর যে মনোভাব ছিল, তোমাদেরও
ঠিক তেমনই হওয়া উচিত: 6 তিনি স্বভাবগতভাবে ঈশ্বর
হয়েও ঈশ্বরের সমকক্ষ হওয়ার অবস্থান আঁকড়ে ধরে
রাখার কথা ভাবেননি, 7 কিন্তু নিজেকে শূন্য করে দিয়ে,
ক্রীতদাসের রূপ ধারণ করলেন, মানব-সদৃশ হয়ে জন্ম
নিলেন ও 8 মানব দেহ ধারণ করে নিজেকে অবনত
করলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশে মৃত্যু পর্যন্ত, অনুগত
থাকলেন। 9 সেই কারণে, ঈশ্বর তাঁকে সর্বোচ্চ স্থানে উন্নীত
করলেন এবং সব নাম থেকে শ্রেষ্ঠ সেই নাম তাঁকে দান
করলেন, 10 যেন যীশুর নামে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালনিবাসী
সকলে নতজানু হয় 11 এবং পিতা ঈশ্বরের মহিমার জন্য
প্রত্যেক জিভ স্বীকার করে যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু। 12
সুতরাং, আমার প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা সবসময় যেমন বাধ্য
থেকেছ—কেবলমাত্র আমার উপস্থিতিতে নয়, কিন্তু এখন
আমার অনুপস্থিতিতে আরও বেশি করে সভয়ে ও কম্পিত
হৃদয়ে, কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা তোমাদের পরিত্রাণ সম্পন্ন
করো। 13 কারণ ঈশ্বর তাঁর শুভ-সংকল্পের জন্য তোমাদের
অন্তরে ইচ্ছা উৎপন্ন ও কাজ করার জন্য সক্রিয় আছেন। 14
তোমরা অভিযোগ ও তর্কবিতর্ক না করে সব কাজ করো,
15 যেন তোমরা এই কুটিল ও অবক্ষয়ের যুগে "ঈশ্বরের
নিষ্কলঙ্ক ও শুচিশুদ্ধ সন্তান হতে পারো।" তোমরা তখন
তাদের মধ্যে আকাশের তারার মতো এই জগতে উজ্জ্বল
হয়ে উঠবে, 16 কারণ তোমরা সেই জীবনের বাক্য ধারণ
করে আছ। এর ফলে যেন খ্রীষ্টের দিনে আমি গর্ব করতে
পারি যে, আমি বৃথা দৌড়াইনি বা পরিশ্রম করিনি। 17
যেমন তোমাদের বিশ্বস্ত সেবা ঈশ্বরের কাছে এক নৈবেদ্য,
তেমন যদি আমাকে পেয়-নৈবেদ্যের মতো ঢেলে দেওয়া
হয় ও তার ফলে আমি জীবন হারাই, তবুও আমি আনন্দ
করব। আর আমি চাই যে তোমরাও আমার সেই আনন্দের
ভাগীদার হও। 18 সুতরাং তোমরাও আনন্দিত হও এবং
আমার সঙ্গে আনন্দ করো। 19 আমি প্রভু যীশুতে আশা
করি, তিমথিকে অচিরেই তোমাদের কাছে পাঠাতে পারব,
তাহলে তোমাদের সংবাদ পেয়ে আমিও আশ্বস্ত হব। 20
সে ছাড়া আমার কাছে এমন আর একজনও নেই, যে
তোমাদের মঙ্গলের জন্য আন্তরিক আগ্রহ দেখাবে। 21
প্রত্যেকেই যীশু খ্রীষ্টের নয়, কিন্তু নিজের স্বার্থই দেখে। 22
কিন্তু তোমরা জানো, তিমথি নিজেকে যোগ্য বলে প্রমাণ
করেছে, কারণ সুসমাচারের কাজে সে বাবার সঙ্গে ছেলের
মতো আমার সেবা করেছে। 23 তাই আশা করছি, আমার
পরিস্থিতি কী হয়, সেকথা জানার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে
পাঠিয়ে দিতে পারব। 24 আমি প্রভুতে নিশ্চিত যে, আমি
নিজেও খুব শীঘ্রই উপস্থিত হব। 25 কিন্তু আমার মনে
হয়, আমার ভাই, সহকর্মী ও সংগ্রামী-সঙ্গী ইপাফ্রদীত,
যিনি তোমাদেরও সংবাদবাহক এবং আমার প্রয়োজনের
দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যাঁকে তোমরা পাঠিয়েছিলে, তাঁকে
তোমাদের কাছে ফেরত পাঠানো প্রয়োজন। 26 কারণ তিনি
তোমাদের সকলের জন্যই অত্যন্ত ব্যাকুল এবং তোমরা
তাঁর অসুস্থতার সংবাদ শুনেছিলে বলে তিনি উৎকণ্ঠিত। 27
সত্যিই তিনি অসুস্থ হয়ে মরণাপন্ন হয়েছিলেন, কিন্তু ঈশ্বর
তাঁর উপর করুণা করেছেন; শুধু তাঁর উপর নয়, আমার
উপরেও করুণা করেছেন, যেন দুঃখের উপর আমার আর
দুঃখ না হয়। 28 সেইজন্য, আমি আরও আগ্রহ সহকারে
তাঁকে পাঠাচ্ছি, যেন আবার তাঁর দেখা পেয়ে তোমরা
আনন্দ করতে পারো এবং আমারও দুঃখ হালকা হয়। 29
প্রভুতে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানিয়ো এবং
তাঁর মতো লোকদের সমাদর কোরো। 30 কারণ খ্রীষ্টের
কাজের জন্য তিনি মরণাপন্ন হয়েছিলেন, যে সাহায্য দূর
থেকে তোমরা আমাকে দিতে অপারগ ছিলে, তার জন্য
তিনি তাঁর জীবন বিপন্ন করেছিলেন।

**3** পরিশেষে আমার ভাইবোনেরা, প্রভুতে আনন্দ করো।
তোমাদের কাছে একই বিষয়ে বারবার লিখতে আমি
বিরক্তি বোধ করি না এবং তা তোমাদের পক্ষে নিরাপদও
বটে। 2 যারা দুষ্কর্ম করে, যারা অঙ্গচ্ছেদ ঘটায়, সেইসব
কুকুর থেকে সাবধান থেকো। তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হও।
3 কারণ আমরা যারা ঈশ্বরের আত্মায় উপাসনা করি,
যারা খ্রীষ্ট যীশুতে গৌরববোধ করি, শরীরের বিষয়ে
যাদের কোনো আস্থা নেই, সেই আমরাই তো প্রকৃত
সুন্নতপ্রাপ্ত— 4 যদিও এরকম আস্থাশীল হওয়ার যথেষ্ট
কারণ আমার নিজের উপরে আছে। অন্য কেউ যদি
মনে করে যে, শারীরিক সংস্কারের ব্যাপারে সে নির্ভর
করতে পারে, আমার আরও অনেক বিষয়ে নির্ভর করার
আছে: 5 অষ্টম দিনে আমার সুন্নত হয়েছে, জাতিতে
আমি ইস্রায়েলী, বিন্যামীন গোষ্ঠীভুক্ত, হিব্রু বংশজাত
একজন হিব্রু, বিধানসংক্রান্ত বিষয়ে একজন ফরিশী;
6 উদ্যমের ব্যাপারে আমি মণ্ডলীর নির্যাতনকারী এবং

বিধানগত ধার্মিকতায় আমি ছিলাম নির্দোষ। 7 কিন্তু, যা
ছিল আমার কাছে লাভজনক, খ্রীষ্টের জন্য আজ সেই
সবকিছুকে আমি লোকসান বলে মনে করছি। 8 তার
চেয়েও বেশি, আমার প্রভু, খ্রীষ্ট যীশুকে জানার বহুগুণে
শ্রেষ্ঠতর মহত্ত্বের তুলনায়, বাকি সবকিছুকে আমি লোকসান
মনে করি, যাঁর জন্য আমি সবকিছু হারিয়েছি। খ্রীষ্টকে
লাভ করার প্রচেষ্টায় আমি সে সমস্তকে আবর্জনাতুল্য
মনে করি এবং 9 তাঁরই মধ্যে যেন আমাকে খুঁজে পাওয়া
যায়। যে ধার্মিকতা বিধান থেকে পাওয়া যায় তা আজ
আর আমার মধ্যে নেই; কিন্তু সেই ধার্মিকতা আছে যা
খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্য—যে ধার্মিকতা ঈশ্বর থেকে
বিশ্বাসের মাধ্যমে আসে। 10 আমি খ্রীষ্টকে এবং তাঁর
পুনরুত্থানের পরাক্রমকে জানতে চাই; তাঁর কষ্টভোগের
সহভাগীও হতে চাই; এভাবেই তাঁর মৃত্যুতে যেন তাঁরই
মতো হই। 11 আর তাই, যেভাবেই হোক, যেন আমি মৃত্যু
থেকে পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। 12 আমি
যে ইতিমধ্যেই এসব পেয়েছি, বা সিদ্ধিলাভ করেছি, তা
নয়, কিন্তু যে জন্য খ্রীষ্ট যীশুর দ্বারা আমি ধৃত হয়েছি,
আমিও তা ধারণ করার জন্য প্রাণপণ ছুটে চলেছি। 13
ভাইবোনেরা, আমি নিজে যে ধরে ফেলেছি, এমন কথা
বলতে পারি না, কিন্তু একটি কাজ আমি করি: পিছনের
সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে সামনে যা আছে, তারই দিকে
আমি প্রাণপণ প্রয়াসে, 14 লক্ষ্যের অভিমুখে দৌড়াই,
যেন ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশুতে স্বর্গীয় যে আহ্বান দিয়েছেন, সেই
পুরস্কার লাভ করতে পারি। 15 আমাদের মধ্যে যারা
পরিপক্ক, তাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গি যেন এরকমই হয়। যদি
কোনো ক্ষেত্রে তোমরা ভিন্নমত পোষণ করো, ঈশ্বর সে
বিষয়ও তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলবেন। 16 আমরা
যা পেয়েছি, কেবলমাত্র সেই অনুযায়ী যেন জীবনযাপন
করি। 17 ভাইবোনেরা, তোমরা সবাই মিলে আমার আদর্শ
অনুসরণ করো। যে আদর্শ আমরা স্থাপন করেছি, সেই
অনুযায়ী যারা জীবনযাপন করে, তাদের লক্ষ্য করো। 18
কারণ, আমি আগেই যেমন বারবার তোমাদের বলেছি,
আর এখন আবার চোখের জলে বলছি, অনেকেই এমন
জীবনযাপন করে, যেন তারা খ্রীষ্টের ক্রুশের শত্রু। 19
ধ্বংসই তাদের শেষগতি, পেটপূজাই তাদের দেবতা, নিজ
লজ্জাতেই তাদের গৌরব। জাগতিক বিষয়ই তারা ভাবে।
20 কিন্তু আমরা স্বর্গের নাগরিক। আমরা আগ্রহ সহকারে
সেখান থেকে এক পরিত্রাতার প্রতীক্ষা করছি—অর্থাৎ, প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের, যিনি তাঁর যে ক্ষমতাবলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণে
রাখতে সমর্থ, 21 তারই দ্বারা আমাদের দীনতার দেহকে
রূপান্তরিত করে, তাঁর গৌরবজ্জ্বল দেহের মতো করবেন।

**4** অতএব, আমার প্রিয় ভাইবোন, তোমাদের, যাদের
আমি ভালোবাসি ও যাদের একান্তভাবে পেতে চাই,
তোমরাই আমার আনন্দ ও মুকুট। প্রিয় বন্ধুরা, প্রভুতে
তোমরা এভাবেই অবিচল থাকো। 2 আমি ইবদিয়াকে
অনুনয় করছি এবং সুন্তুখীকেও অনুনয় করছি, তারা যেন
প্রভুতে সহমত হয়। 3 আর আমার অনুগত সহকর্মী,
আমি তোমাকেও বলছি, এই মহিলাদের সাহায্য করো।
সুসমাচারের জন্য তারা ক্লীমেন্ত এবং আমার অন্যান্য
সহকর্মীদের পাশে থেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে। তাদের
নাম জীবনপুস্তকে লেখা আছে। 4 তোমরা প্রভুতে সবসময়
আনন্দ করো। আমি আবার বলব, আনন্দ করো। 5
তোমাদের শান্তভাব সবার কাছে প্রত্যক্ষ হোক। প্রভু
শীঘ্রই আসছেন। 6 কোনো বিষয়েই উৎকণ্ঠিত হোয়ো
না, কিন্তু সব বিষয়ে প্রার্থনা ও মিনতি দ্বারা ধন্যবাদের
সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে তোমাদের সব অনুরোধ জানাও। 7
এতে সব বোধবুদ্ধির অতীত ঈশ্বরের শান্তি, খ্রীষ্ট যীশুতে
তোমাদের অন্তর ও মন রক্ষা করবে। 8 অবশেষে বলি,
ভাইবোনেরা, যা কিছু সত্য, যা কিছু মহান, যা কিছু
যথার্থ, যা কিছু বিশুদ্ধ, যা কিছু আদরণীয়, যা কিছু
আকর্ষণীয়—যদি কোনো কিছু উৎকৃষ্ট বা প্রশংসার যোগ্য
হয়—তোমরা সেই সমস্ত বিষয়ের চিন্তা করো। 9 তোমরা
আমার কাছ থেকে যা শিক্ষা পেয়েছ, যা কিছু পেয়েছ, যা
কিছু শুনেছ বা আমার মধ্যে দেখেছ, সেসব অনুশীলন
করো। তাহলে শান্তির ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে অবস্থিতি
করবেন। 10 প্রভুতে আমি পরম আনন্দ করি যে, অবশেষে
তোমরা আমার সম্বন্ধে চিন্তা করতে নতুন উৎসাহ পেয়েছ।
সত্যিই, তোমাদের চিন্তা ছিল, কিন্তু তা দেখানোর সুযোগ
তোমাদের ছিল না। 11 আমি অভাবগ্রস্ত বলেই যে একথা
তোমাদের বলছি, তা নয়। কারণ যে কোনো পরিস্থিতিতেই
আমি সন্তুষ্ট থাকার শিক্ষা লাভ করেছি। 12 অভাব কী,
তা আমি জানি এবং প্রাচুর্য কী, তাও আমি জানি। যে
কোনো এবং প্রত্যেকটি পরিস্থিতিতে আমি সন্তুষ্ট থাকার
গোপন রহস্য শিখেছি—ভালোভাবে উদরপূর্তি করার বা
ক্ষুধার্ত থাকার, প্রাচুর্যের মধ্যে থাকার, কিংবা অনটনে
থাকার। 13 যিনি আমাকে শক্তি দান করেন, তাঁর মাধ্যমে
আমি সবকিছুই করতে পারি। 14 তবুও তোমরা আমার
দুঃখকষ্টের অংশীদার হয়ে ভালোই করেছ। 15 তা ছাড়াও,
তোমরা ফিলিপীয়েরা তো জানো, তোমাদের সুসমাচার-

পরিচিতি লাভের প্রাথমিক পর্বে আমি যখন ম্যাসিডোনিয়া
ছেড়ে যাত্রা করেছিলাম, তখন তোমরা ছাড়া আর কোনো
মণ্ডলী দেওয়া-নেওয়ার বিষয়ে আমার সহভাগী হয়নি। 16
এমনকি, থিষলনিকায় থাকার সময়ে আমার অভাব পূরণের
জন্য তোমরা বারবার আমাকে সাহায্য পাঠিয়েছিলে। 17
আমি যে দান গ্রহণের জন্য আগ্রহী, তা নয়, বরং আমার দৃষ্টি
তোমাদের ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের দিকে। 18 আমি পূর্ণমাত্রায়
সবকিছু পেয়েছি, এমনকি, তার চেয়েও বেশি পেয়েছি;
বর্তমানে ইপাফ্রদীতের মাধ্যমে পাঠানো তোমাদের দান
পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাকে দেওয়া হয়েছে। সেই দান
সুরভিত অর্ঘ্যস্বরূপ, ঈশ্বরের প্রীতিজনক গ্রহণযোগ্য বলি।
19 আর আমার ঈশ্বর খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত তাঁর গৌরবময় ধন
অনুযায়ী তোমাদের সব প্রয়োজন পূর্ণরূপে মিটিয়ে দেবেন।
20 আমাদের ঈশ্বর ও পিতার প্রতি মহিমা যুগে যুগে
চিরকাল হোক। আমেন। (aiōn g165) 21 খ্রীষ্ট যীশুতে সমস্ত
পবিত্রগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ো। আমার সঙ্গী ভাইয়েরা
তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 22 সমস্ত পবিত্রগণ, বিশেষ
করে কৈসরের পরিজনেরা, তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
23 প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের আত্মার সহবর্তী
হোক। আমেন।

# কলসীয়

**1** ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী, খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিতশিষ্য আমি
পৌল এবং আমাদের ভাই তিমথি, **2** কলসী নগরে খ্রীষ্টে
পবিত্র ও বিশ্বস্ত ভাইবোনেদের প্রতি: আমাদের পিতা ঈশ্বর
থেকে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং শান্তি বর্ষিত হোক।
**3** তোমাদের জন্য প্রার্থনা করার সময় আমরা সবসময়
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। **4**
কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তোমাদের বিশ্বাস এবং পবিত্রগণের
প্রতি তোমাদের ভালোবাসার কথা আমরা শুনেছি। **5** যে
বিশ্বাস ও প্রেম প্রত্যাশা থেকে উৎসারিত হয়, যা স্বর্গে
তোমাদের জন্য সঞ্চিত রয়েছে, তা সত্যবাণীর মাধ্যমে
তোমরা আগেই শুনেছ। **6** সেই সুসমাচার তোমাদের
কাছে উপস্থিত হয়েছে। সুসমাচার শোনার ও ঈশ্বরের
অনুগ্রহের নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করার দিন থেকে তা
যেমন তোমাদের মধ্যে সক্রিয়, তেমনই সারা জগতে
এই সুসমাচার ফলপ্রসূ হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। **7** একথা
তোমরা আমাদের প্রিয় সহ-সেবক ইপাফ্রার কাছে শিক্ষা
পেয়েছ, যিনি আমাদের পক্ষে খ্রীষ্টের একজন বিশ্বস্ত
পরিচারক। **8** আত্মাতে তোমাদের ভালোবাসার কথা
তিনিও আমাদের জানিয়েছেন। **9** এই কারণে আমরাও,
যেদিন থেকে তোমাদের কথা শুনেছি সেইদিন থেকে
তোমাদের জন্য প্রার্থনা করা থেকে বিরত হইনি। আমরা
ঈশ্বরের কাছে প্রতিনিয়ত নিবেদন করি, যেন তোমরা সমস্ত
আত্মিক জ্ঞানে ও বোধশক্তিতে তাঁর ইচ্ছার তত্ত্বজ্ঞানে পূর্ণ
হও। **10** আমরা এজন্য এই প্রার্থনা করছি যে, তোমরা
যেন প্রভুর যোগ্যরূপে জীবনযাপন করো, জীবনের প্রতি
ক্ষেত্রেই তোমাদের আচরণ দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করে তোলো,
সমস্ত শুভকাজে সফল হয়ে ওঠো ও ঐশ্বরিক জ্ঞানে
বৃদ্ধিলাভ করো। **11** ঈশ্বরের গৌরবময় শক্তিতে তোমরা
পরাক্রান্ত হয়ে যেন অসীম সহিষ্ণুতা ও ধৈর্যের অধিকারী
হও এবং **12** সানন্দে পিতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো, যিনি
জ্যোতির রাজ্যে পবিত্রগণের যে অধিকার তার অংশীদার
হওয়ার জন্য তোমাদের যোগ্য করে তুলেছেন। **13** কারণ
অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে তিনি আমাদের উদ্ধার করে তাঁর
পুত্রের রাজ্যে নিয়ে এসেছেন, যাঁকে তিনি প্রেম করেন। **14**
তাঁর দ্বারাই আমরা মুক্তি এবং সব পাপের ক্ষমা পেয়েছি।
**15** তিনি অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সমগ্র সৃষ্টির প্রথমজাত।
**16** কারণ তাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট হয়েছে, স্বর্গ কি মর্ত্য,
দৃশ্য কি অদৃশ্য, সিংহাসন কি আধিপত্য, আধিপত্য কি
কর্তৃত্ব, সমস্ত বস্তু তাঁরই দ্বারা ও তাঁরই জন্য সৃষ্ট হয়েছে।
**17** সব বিষয়ের পূর্ব থেকেই তিনি বিরাজমান। তাঁরই
মধ্যে সমস্ত বস্তু সন্নিবদ্ধ। **18** তিনি দেহের, অর্থাৎ মণ্ডলীর
মস্তক; তিনিই সূচনা, তিনিই মৃতগণের মধ্য থেকে উত্থিত
প্রথমজাত, যেন সমস্ত কিছুর উপরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত
হয়। **19** কারণ ঈশ্বর এতেই প্রীত হলেন যে, তাঁর সমস্ত
পূর্ণতা খ্রীষ্টের মধ্যে অধিষ্ঠান করে এবং **20** ক্রুশে পাতিত
তাঁর রক্তের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন করে, তাঁর দ্বারা স্বর্গ কি
মর্ত্যের সবকিছুকে তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত করেন। **21** এক
সময় তোমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলে
এবং তোমাদের মন্দ আচরণের জন্য অন্তরে ঈশ্বরের
শত্রু হয়েছিলে; **22** কিন্তু ঈশ্বর এখন খ্রীষ্টের মানবদেহে
মৃত্যুবরণের দ্বারা তোমাদের সম্মিলিত করেছেন, যেন তাঁর
সাক্ষাতে তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয়রূপে
উপস্থিত করেন, **23** যদি তোমরা বিশ্বাসে অবিচল থাকো,
প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় থেকে সুসমাচারের মধ্যে যে প্রত্যাশা
আছে, তা থেকে বিচ্যুত না হও। তোমরা এই সুসমাচারই
শুনেছ, যা আকাশমণ্ডলের নিচে সব সৃষ্টির কাছে প্রচার
করা হয়েছে, আমি পৌল যার পরিচারক হয়েছি। **24**
তোমাদের জন্য আমি আমার দেহে যে দুঃখকষ্ট আমি ভোগ
করেছি তার জন্য এখন আমি আনন্দ বোধ করছি কারণ
এভাবে আমি খ্রীষ্টের কষ্টভোগে অংশগ্রহণ করছি যা তাঁর
দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর ক্ষেত্রে বজায় রয়েছে। **25** তোমাদের
কাছে ঈশ্বরের বাক্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্য
ঈশ্বর আমার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, সেজন্য
আমি মণ্ডলীর দাসত্ব বরণ করেছি। **26** যুগযুগান্ত এবং
বহু প্রজন্ম ধরে এই গুপ্তরহস্য গোপন রাখা হয়েছিল,
কিন্তু এখন তা পবিত্রগণের কাছে প্রকাশ করা হয়েছে।
**(aiōn g165)** **27** কারণ ঈশ্বর চেয়েছিলেন, তাঁরা জানবে যে
খ্রীষ্টের ঐশ্বর্য ও গৌরব অইহুদিদের জন্যও। আর এই হল
সেই গুপ্তরহস্য: খ্রীষ্ট তোমাদের মধ্যে বাস করেন; এই
সত্য তোমাদের আশ্বাস দেয় যে তোমরাও তাঁর গৌরবের
ভাগীদার হবে। **28** আমরা তাঁকেই প্রচার করি। প্রত্যেককে
আমরা পূর্ণরূপে সতর্ক করে তুলি এবং শিক্ষা দিই যেন
প্রত্যেককে খ্রীষ্টে নিখুঁতরূপে উপস্থিত করতে পারি। **29**
এই উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টের যেসব শক্তি আমার মধ্যে প্রবলভাবে
সক্রিয়, তাঁরই সহায়তায় আমি পরিশ্রম ও সংগ্রাম করে
চলেছি।

**2** লায়োদেকিয়ার অধিবাসীদের ও যাদের সঙ্গে আমার
ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ হয়নি, তাদের এবং তোমাদের
জন্য আমি কত সংগ্রাম করে চলেছি, তোমাদের তা

অবগত করতে চাই। 2 তাদের অন্তরকে অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও ভালোবাসায় একতাবদ্ধ করে তোলাই আমার অভিপ্রায়। তারা যেন পূর্ণ বোধশক্তির ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে এবং ঈশ্বরের গুপ্তরহস্য, অর্থাৎ খ্রীষ্টকে জানতে পারে। 3 তাঁরই মধ্যে আছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ঐশ্বর্য। 4 আমি তোমাদের একথা বলছি যেন, কোনো মানুষ শ্রুতিসুখকর যুক্তিজাল বিস্তার করে তোমাদের প্রতারিত না করে। 5 কারণ শারীরিকভাবে আমি তোমাদের কাছে অনুপস্থিত থাকলেও, আত্মায় আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত আছি। তোমাদের সুশৃঙ্খল জীবন এবং খ্রীষ্টে তোমাদের বিশ্বাস দেখে আমি আনন্দিত। 6 সুতরাং, খ্রীষ্ট যীশুকে যেমন প্রভুরূপে গ্রহণ করেছ, তেমনই তাঁর মধ্যেই জীবনযাপন করতে থাকো। 7 তাঁর মধ্যেই তোমাদের বিশ্বাসের মূল গভীর হোক ও গড়ে ওঠো। তোমরা যে শিক্ষা পেয়েছ তা অনুযায়ী বিশ্বাসে দৃঢ় হও ও ধন্যবাদ অর্পণে উচ্ছ্বসিত হও। 8 দেখো, কেউ যেন অসার ও বিভ্রান্তিকর দর্শনের দ্বারা তোমাদের বন্দি না করে, যা কেবল মানবিক ঐতিহ্য এবং জাগতিক মূলনীতির উপর নির্ভরশীল, খ্রীষ্টের উপর নয়। 9 কারণ ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা, খ্রীষ্টের মধ্যেই দৈহিকরূপে অধিষ্ঠিত 10 এবং যিনি সমস্ত পরাক্রম ও কর্তৃত্বের মস্তকস্বরূপ, সেই খ্রীষ্টে তোমরা পূর্ণতা লাভ করেছ। 11 পাপময় স্বভাব পরিত্যাগ করে, তাঁর মধ্যেই তোমরা সুন্নতপ্রাপ্ত হয়েছ। সেই সুন্নত-সংস্কার মানুষের হাতে নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের দ্বারা সাধিত হয়েছে। 12 এর ফলে, বাপ্তিস্মে খ্রীষ্টের সঙ্গে তোমরা সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছ এবং মৃতদের মধ্য থেকে যিনি তাঁকে উত্থাপিত করেছিলেন, সেই ঈশ্বরের পরাক্রমে বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁরই সঙ্গে তোমরা উত্থাপিত হয়েছ। 13 তোমাদের সকল পাপে এবং পাপময় স্বভাবে সুন্নতহীন অবস্থায় তোমরা যখন মৃত ছিলে, তখন ঈশ্বর তোমাদের খ্রীষ্টে জীবিত করেছেন। 14 বিধানের যেসব লিখিত নির্দেশনামা আমাদের বিরুদ্ধে ও প্রতিকূলে ছিল, তা তিনি বাতিল করেছেন; ক্রুশে বিদ্ধ করে তিনি তা দূর করেছেন। 15 আর পরাক্রম এবং কর্তৃত্বকে পরাস্ত করে ক্রুশের মাধ্যমে তাদের উপরে বিজয়ী হয়েছেন এবং তাদের প্রকাশ্যে দৃশ্যমান করেছেন। 16 অতএব আহার, পানীয়, ধর্মীয় উৎসব, অমাবস্যা বা বিশ্রামদিন পালন নিয়ে কেউ তোমাদের বিচার না করুক। 17 এগুলি ছিল ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার ছায়ামাত্র, প্রকৃত বিষয় কিন্তু খ্রীষ্টের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। 18 যারা ভ্রান্ত নম্রতায় সুখবোধ করে ও স্বর্গদূতদের আরাধনা করে, পুরস্কারের জন্য তারা যেন তোমাদের অযোগ্য প্রতিপন্ন না করতে পারে। এই ধরনের লোক নিজের দর্শনের কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করে; তার জাগতিক মন তাকে অনর্থক মানসিক কল্পনায় দাম্ভিক করে তোলে। 19 সে সেই মস্তকের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে, যা থেকে সমগ্র দেহ পরিপুষ্ট হয়, পেশী ও গ্রন্থি-বন্ধনীর দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে সন্নিবদ্ধ থাকে এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী বৃদ্ধিলাভ করে। 20 খ্রীষ্টের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে তোমরা জগতের রীতিনীতি থেকে মুক্ত হয়েছ, তাহলে, কেন তোমরা এখনও সেইসব রীতিনীতির অধীনে জীবনযাপন করছ? 21 "এটা কোরো না! ওটা খেয়ো না! সেটা ছুঁয়ো না!"? 22 প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই তো এসব রীতিনীতির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়, কারণ মানুষের তৈরি বিধিনিষেধ এবং শিক্ষার উপর ভিত্তি করেই এগুলি গড়ে উঠেছে। 23 তাদের স্ব-আরোপিত আরাধনা, ভ্রান্ত নম্রতা এবং শরীরের প্রতি নির্দয় ব্যবহার দেখে জ্ঞানের পরিচয় আছে বলে মনে হলেও শারীরিক কামনাবাসনা নিবৃত্তির ক্ষেত্রে এসব মূল্যহীন।

**3** তাহলে, তোমরা যেহেতু খ্রীষ্টের সঙ্গে উত্থাপিত হয়েছ, তাই ঈশ্বরের ডানদিকে, যেখানে খ্রীষ্ট উপবিষ্ট আছেন, সেই স্বর্গীয় বিষয়সমূহে মনোনিবেশ করো। 2 তোমরা পার্থিব বিষয়সমূহে নয়, স্বর্গীয় বিষয়ে মনোযোগী হও। 3 কারণ তোমাদের মৃত্যু হয়েছে এবং এখন তোমাদের জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত আছে। 4 তোমাদের জীবনস্বরূপ খ্রীষ্ট যখন প্রকাশিত হবেন, তখন তোমরাও তাঁর সঙ্গে মহিমায় প্রকাশিত হবে। 5 তাই তোমাদের সমস্ত পার্থিব প্রবৃত্তিকে নাশ করো—অনৈতিক যৌনাচার, অশুদ্ধতা, ব্যভিচার, কামনাবাসনা এবং লোভ যা হল প্রতিমাপূজা। 6 এসব কারণেই যারা অবাধ্য, তাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ নেমে এসেছে। 7 বিগত জীবনে, এক সময় তোমরা এসব কিছুতেই অভ্যস্ত ছিলে। 8 কিন্তু এখন তোমরা এসব বিষয় পরিত্যাগ করো: ক্রোধ, রোষ, বিদ্বেষ ও পরনিন্দা, এবং মুখে অশ্লীল ভাষা উচ্চারণ করা। 9 পরস্পরের কাছে মিথ্যা কথা বোলো না, কারণ তোমরা তোমাদের পুরোনো সত্তাকে তার কার্যকলাপসহ পরিত্যাগ করে 10 নতুন সত্তাকে পরিধান করেছ, যা তার স্রষ্টার প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বরের জ্ঞানে নতুন হয়ে উঠছে। 11 এখানে গ্রিক বা ইহুদি, সুন্নত হওয়া বা সুন্নতবিহীন, বর্বর, স্কুথীয়, ক্রীতদাস বা স্বাধীন বলে কিছু নেই, খ্রীষ্টই সব এবং তিনি সকলের মধ্যে আছেন। 12 অতএব, ঈশ্বরের মনোনীত, পবিত্র ও প্রিয়জনরূপে সহানুভূতি, দয়া, নম্রতা, সৌজন্যবোধ এবং সহিষ্ণুতায় নিজেদের আবৃত করো। 13

পরস্পরের প্রতি সহনশীল হও। একের বিরুদ্ধে অপরের কোনো ক্ষোভ থাকলে, পরস্পরকে ক্ষমা করো। প্রভু যেমন তোমাদের ক্ষমা করেছেন, তোমরাও তেমনই করো। 14 এসব গুণের ঊর্ধ্বে ভালোবাসাকে পরিধান করো, যা সেইসব গুণকে পূর্ণ ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ করে। 15 খ্রীষ্টের শান্তি তোমাদের হৃদয়ে কর্তৃত্ব করুক, কারণ একই দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে তোমরা শান্তির উদ্দেশে আহূত হয়েছ। আর তোমরা কৃতজ্ঞ হও। 16 তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্টের বাক্য প্রচুর পরিমাণে অবস্থিতি করুক; তোমরা সমস্ত বিজ্ঞতায় বিভূষিত হয়ে পরস্পরকে শিক্ষাদান ও সচেতন করো এবং গীত, স্তুতি ও আত্মিক সংকীর্তনে মুখর হয়ে ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় তা করো। 17 আর কথায় ও কাজে, তোমরা যা কিছুই করো, সবই প্রভু যীশুর নামে করো, তাঁরই মাধ্যমে পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তা করো। 18 স্ত্রীরা, স্বামীর বশ্যতাধীন হও। প্রভুতে এরকম আচরণই সংগত। 19 স্বামীরা, তোমরা নিজের নিজের স্ত্রীকে ভালোবেসো। তাদের প্রতি রূঢ় আচরণ কোরো না। 20 সন্তানেরা, সব বিষয়ে বাবা-মার বাধ্য হও, কারণ এরকম আচরণই প্রভুর প্রীতিজনক। 21 পিতারা, সন্তানদের উত্যক্ত কোরো না, করলে তারা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। 22 ক্রীতদাসেরা, তোমরা সব বিষয়ে জগতের মনিবদের আজ্ঞা পালন করো; তাদের অনুগ্রহ লাভের জন্য বা তারা যখন তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখে, তখনই শুধু নয়, কিন্তু অকপট হৃদয়ে প্রভুর প্রতি সম্ভ্রমবশত তা করো। 23 মানুষের জন্য নয়, প্রভুরই জন্য করছ মনে করে, যা কিছুই করো, মনপ্রাণ দিয়ে করো, 24 কারণ তোমাদের জানা আছে, প্রভুর কাছ থেকে তোমরা পুরস্কাররূপে এক অধিকার লাভ করবে। তোমরা প্রভু খ্রীষ্টেরই সেবায় রত আছ। 25 অন্যায়কারী তার অন্যায়ের প্রতিফল পাবে, কারণ ঈশ্বরের কাছে কোনও পক্ষপাতিত্ব নেই।

**4** মনিবেরা, তোমরা তোমাদের দাসদের সঙ্গে ন্যায়সংগত ও শোভনীয় আচরণ করো, কারণ তোমরা জানো, স্বর্গে তোমাদেরও এক প্রভু আছেন। 2 তোমরা সচেতনভাবে ও ধন্যবাদের সঙ্গে প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকো। 3 আমাদের জন্যও প্রার্থনা করো, যেন ঈশ্বর আমাদের জন্য বাক্যের দরজা উন্মুক্ত করে দেন এবং আমরা খ্রীষ্টের গুপ্তরহস্য ঘোষণা করতে পারি, যে কারণে আমি শিকলে বন্দি আছি। 4 প্রার্থনা করো, যেন যেমন উচিত, আমি তা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করতে পারি। 5 বাইরের লোকদের সঙ্গে আচরণে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ো, সব সুযোগের সর্বাধিক সদব্যবহার করো। 6 তোমাদের আলাপ-আলোচনা যেন সবসময় অনুগ্রহে ভরপুর ও লবণে আস্বাদযুক্ত হয় এবং কাকে কীভাবে উত্তর দিতে হবে, তা যেন তোমরা জানতে পারো। 7 আমার সব খবর তুখিক তোমাদের জানাবেন। তিনি একজন প্রিয় ভাই, বিশ্বস্ত পরিচারক এবং প্রভুতে আমার সহদাস। 8 তাঁর কাছ থেকে তোমরা যেন আমাদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে পারো এবং তিনি যেন তোমাদের হৃদয়ে উৎসাহ সঞ্চার করতে পারেন, এই বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁকে আমি তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। 9 তাঁর সঙ্গে আছেন আমাদের বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাই ওনীষিম। তিনি তোমাদেরই একজন। এখানকার সব কথা তাঁরা তোমাদের জানাবেন। 10 আমার কারাগারের সঙ্গী আরিষ্টার্খ এবং বার্ণবার জ্ঞাতিভাই মার্ক-ও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। (তোমরা তাঁর সম্বন্ধে নির্দেশ পেয়েছ, তিনি যদি তোমাদের কাছে যান তবে তাঁকে স্বাগত জানিয়ো।) 11 যীশু নামে আখ্যাত যুষ্ট তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আমার সহকর্মীদের মধ্যে শুধু এরাই ইহুদি। তাঁরা আমার সান্ত্বনার কারণ হয়েছেন। 12 তোমাদেরই একজন, যীশু খ্রীষ্টের সেবক ইপাফ্রা, তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। তিনি তোমাদের জন্য সবসময় প্রার্থনায় মল্লযুদ্ধ করছেন, যেন তোমরা ঈশ্বরের সব ইচ্ছায় সুদৃঢ় থাকো, পরিণত ও সুনিশ্চিত হও। 13 তাঁর পক্ষে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি তোমাদের, লায়োদেকিয়া ও হিয়েরাপলিসের অধিবাসীদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছেন। 14 আমাদের প্রিয় বন্ধু, চিকিৎসক লূক এবং দীমা শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 15 লায়োদেকিয়ার ভাইবোনেদের, এবং নিম্ফা ও তাঁর বাড়িতে সমবেত হওয়া মণ্ডলীর সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। 16 এই পত্রটি তোমাদের কাছে পাঠ করার পর যেন লায়োদেকিয়ার মণ্ডলীতেও পাঠ করা হয়। আর লায়োদেকিয়া মণ্ডলী থেকে যে পত্রটি তোমাদের কাছ পাঠানো হবে, সেটি তোমরাও পাঠ কোরো। 17 আর্খিপ্পকে বোলো, "প্রভুতে সেবা করার যে দায়িত্ব তোমাকে দেওয়া হয়েছে তা যেন তুমি সুসম্পন্ন করো।" 18 আমি পৌল, নিজের হাতে এই অভিনন্দনবাণী লিখছি। আমার বন্দি অবস্থার কথা স্মরণ কোরো। অনুগ্রহ তোমাদের সহবর্তী হোক।

# ১ম থিষলনীকীয়

1 পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টে থিষলনীকীয় মণ্ডলীর
প্রতি, পৌল, সীল এবং তিমথি এই পত্র লিখছি। অনুগ্রহ
ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক। 2 আমাদের প্রার্থনায়
তোমাদের নাম উল্লেখ করে আমরা তোমাদের সবার
জন্য ঈশ্বরের কাছে সবসময় ধন্যবাদ নিবেদন করি। 3
বিশ্বাসের বলে তোমরা যে কাজ করেছ, প্রেমের বশে যে
পরিশ্রম দিয়েছ এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর
প্রত্যাশা রেখে যে সহিষ্ণুতার পরিচয় রেখেছ—আমাদের
ঈশ্বর ও পিতার সমক্ষে আমরা সেকথা বারবার মনে করি।
4 ঈশ্বরের প্রীতিভাজন ভাইবোনেরা, আমরা জানি যে,
তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন, 5 কারণ, আমাদের
সুসমাচার শুধু বাক্যবিন্যাসের দ্বারা তোমাদের কাছে
আসেনি, কিন্তু এসেছিল পরাক্রম, পবিত্র আত্মায় এবং
গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে। তোমাদের মধ্যে, তোমাদেরই জন্য
আমরা কীভাবে জীবনযাপন করেছি, তা তোমরা জানো।
6 তোমরা আমাদের এবং প্রভুর অনুকরণ করেছিলে, প্রচণ্ড
দুঃখকষ্টের মধ্যেও পবিত্র আত্মার দেওয়া আনন্দে তোমরা
সেই বার্তাকে স্বাগত জানিয়েছ। 7 তাই ম্যাসিডোনিয়া
এবং আখায়ার সমস্ত বিশ্বাসীর কাছে তোমরা আদর্শ হয়ে
উঠেছ। 8 তোমাদের কাছ থেকে প্রভুর বার্তা শুধু যে
ম্যাসিডোনিয়া এবং আখায়াতে ঘোষিত হয়েছে তা নয়,
ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে
পড়েছে। তাই এ বিষয়ে আমাদের কিছু বলার প্রয়োজন
নেই। 9 কারণ তোমরা আমাদের কী রকম অভ্যর্থনা
জানিয়েছিলে, লোকেরা নিজেরাই সেকথা প্রচার করেছে।
তারা প্রকাশ করে যে, জীবন্ত এবং সত্য ঈশ্বরের সেবা
করার জন্য তোমরা সব প্রতিমা ত্যাগ করে কীভাবে
ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছ এবং 10 তিনি যাঁকে মৃতদের
মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছিলেন, সন্নিকট ক্রোধ থেকে
যিনি আমাদের রক্ষা করবেন, তোমরা ঈশ্বরের সেই পুত্র
যীশুর স্বর্গ থেকে আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছ।

2 ভাইবোনেরা, তোমরা জানো, তোমাদের সঙ্গে আমাদের
সাক্ষাৎ ব্যর্থ হয়নি। 2 তোমরা জানো, আমরা ফিলিপীতে
আগেই নির্যাতিত ও অপমানিত হয়েছিলাম, কিন্তু প্রবল
বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের ঈশ্বরের সহায়তায় তোমাদের
কাছে তাঁর সুসমাচারের কথা বলতে সাহসী হয়েছিলাম।
3 ভ্রান্তির বশে, অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে আমরা আবেদন
জানাইনি, আমরা কাউকে প্রতারিত করারও চেষ্টা করিনি,
4 বরং, ঈশ্বর যেমন আমাদের পরীক্ষাসিদ্ধ করে সুসমাচার
প্রচার করার দায়িত্ব দিয়েছেন, আমরা তেমনই প্রচার করি।
আমরা মানুষকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করিনি, কিন্তু সন্তুষ্ট
করতে চেয়েছি ঈশ্বরকে, যিনি আমাদের হৃদয় পরীক্ষা
করেন। 5 তোমরা জানো, আমরা কখনও তোষামোদ
করিনি, মুখোশের আড়ালে লোভকে ঢাকিনি—ঈশ্বর
আমাদের সাক্ষী। 6 আমরা কোনো মানুষের প্রশংসা
পাওয়ার চেষ্টা করিনি, তোমাদের কাছে নয় বা অন্য
কারও কাছে নয়। খ্রীষ্টের প্রেরিতশিষ্য বলে আমরা
আমাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারতাম, 7 কিন্তু তা
না করে খ্রীষ্টের প্রেরিতশিষ্যরূপে আমরা শিশুদের মতো
তোমাদের কাছে নতনম্র হয়েছিলাম। যেমন মা তাঁর
শিশু সন্তানদের লালনপালন করেন, 8 আমরা তেমনই
তোমাদের প্রতি যত্নশীল ছিলাম। আমরা তোমাদের
এত ভালোবেসেছিলাম যে, শুধু ঈশ্বরের সুসমাচারই
নয়, কিন্তু তোমাদের আনন্দে আমাদের জীবনও ভাগ
করেছিলাম, তোমরা ছিলে আমাদের কাছে এতই প্রিয়। 9
ভাইবোনেরা, আমাদের কঠোর পরিশ্রম এবং কষ্টস্বীকারের
কথা তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। তোমাদের কাছে
ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের সময়, আমরা যেন কারও
বোঝা না হই, সেজন্য আমরা দিনরাত পরিশ্রম করেছি। 10
তোমরা যারা বিশ্বাস করেছিলে, তাদের মধ্যে আমরা কেমন
পবিত্র, ধার্মিক ও নিষ্কলুষ জীবনযাপন করেছি—তোমরা
এবং ঈশ্বরও তার সাক্ষী। 11 তোমরা জানো, পিতা তাঁর
নিজের সন্তানদের প্রতি যেমন আচরণ করেন, আমরাও
তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তেমনই আচরণ করেছি।
12 আমরা তোমাদেরও তেমনই উদ্বুদ্ধ করছি, সান্ত্বনা
দিচ্ছি ও প্রেরণা দিচ্ছি যেন ঈশ্বর তাঁর যে রাজ্যে ও
মহিমায় তোমাদের আহ্বান করেছেন, তোমরা তার যোগ্য
হয়ে জীবনযাপন করো। 13 আমরাও এজন্য ঈশ্বরকে
অবিরত ধন্যবাদ জানাই যে, আমাদের কাছে শুনে তোমরা
যখন ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছিলে, তা মানুষের নয়
বরং ঈশ্বরের বলেই গ্রহণ করেছিলে এবং প্রকৃতপক্ষে
সে তো ঈশ্বরেরই বাক্য; তোমরা যারা বিশ্বাস করেছ,
তোমাদের অন্তরে সেই বাক্য কাজ করে চলেছে। 14
কারণ ভাইবোনেরা, তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে যিহূদিয়ায়
ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলির অনুকরণ করেছিলে, ইহুদিদের হাতে
যেসব মণ্ডলী নির্যাতিত হয়েছিল, তোমরা তাদেরই মতো
নিজেদের স্বজাতির হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করেছ। 15
ইহুদিরাই তো প্রভু যীশুকে ও ভাববাদীদের হত্যা করেছিল
এবং আমাদেরও তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা ঈশ্বরকে

অসন্তুষ্ট করে এবং সমস্ত লোকের তারা বিরোধী, 16 যেন
অইহুদিদের কাছে আমরা পরিত্রাণের সুসমাচার প্রচার
করতে না পারি, এভাবেই তারা সবসময় তাদের পাপের
বোঝা পূর্ণ করে চলেছে। তাদের উপর ঈশ্বরের রোষ
অবশেষে নেমে এসেছে। 17 কিন্তু ভাইবোনেরা, আমরা
যখন তোমাদের কাছ থেকে কিছু সময়ের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে
পড়েছিলাম (মানসিকভাবে নয়, কিন্তু শারীরিকভাবে),
তখন তোমাদের দেখার জন্য আকুল হয়ে সব ধরনের চেষ্টা
করেছি। 18 আমরা তোমাদের কাছে আসতে চেয়েছিলাম,
প্রকৃতপক্ষে আমি পৌল দু-একবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু
শয়তান আমাদের বাধা দিয়েছে। 19 কারণ আমাদের
প্রত্যাশা, আমাদের আনন্দ, অথবা আমাদের প্রভু যীশুর
আগমনকালে আমাদের গৌরব-মুকুট কী? 20 তা কি
তোমরাই নও? প্রকৃতপক্ষে, তোমরাই আমাদের গৌরব ও
আনন্দ।

**3** সেই কারণে, আর ধৈর্য ধরতে না পেরে, আমরা মনস্থির
করলাম যে, এথেন্সেই থেকে যাব। 2 খ্রীষ্টের সুসমাচার
প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের ভাই ও ঈশ্বরের সহকর্মী
তিমথিকে পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তোমাদের বিশ্বাসে
সবল করেন ও উৎসাহ দান করেন, 3 যেন এই দুঃখকষ্টের
সময় কেউ বিচলিত হয়ে না পড়ে। তোমরা নিঃসংশয়েই
জানো যে, আগে থেকেই আমরা এসবের জন্য নির্ধারিত
হয়ে আছি। 4 বাস্তবিক, তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়েই
আমরা বারবার তোমাদের বলেছিলাম যে, আমাদের
অত্যাচারিত হতে হবে। আর তোমরা ভালোভাবেই জানো,
সেভাবেই তা ঘটেছে। 5 এই কারণে, আর ধৈর্য ধরতে না
পেরে, তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে জানার জন্য আমি তাঁকে
পাঠিয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা ছিল, প্রলুব্ধকারী হয়তো
কোনোভাবে তোমাদের প্রলুব্ধ করে থাকতে পারে এবং
আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই হয়তো ব্যর্থ হয়েছে। 6 কিন্তু
তোমাদের কাছ থেকে সদ্য ফিরে এসে তিমথি তোমাদের
বিশ্বাস এবং ভালোবাসা সম্পর্কে সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন।
তিনি আমাদের বলেছেন যে, তোমরা সবসময় আমাদের
কথা আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করে থাকো এবং আমরা যেমন
তোমাদের দেখতে উৎসুক, তোমরাও তেমনই আমাদের
দেখার জন্য আগ্রহী। 7 অতএব, ভাইবোনেরা, আমাদের
সমস্ত দুর্দশা ও লাঞ্ছনার মধ্যেও তোমাদের বিশ্বাসের
কথা শুনে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। 8 প্রভুতে তোমরা স্থির
আছ, তা জানতে পেরে আমরা সঞ্জীবিত হয়ে উঠছি। 9
তোমাদের জন্য আমাদের ঈশ্বরের সান্নিধ্যে যে আনন্দ
আমাদের হয়েছে তার প্রতিদানে ঈশ্বরকে কীভাবে পর্যাপ্ত
ধন্যবাদ দেব! 10 আবার তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে যেন
তোমাদের বিশ্বাসের ঘাটতি পূরণ করতে পারি, এজন্য
আকুল আগ্রহে দিনরাত আমরা প্রার্থনা করেছি। 11 এখন,
আমাদের ঈশ্বর ও পিতা স্বয়ং এবং আমাদের প্রভু যীশু
তোমাদের কাছে আসার জন্য আমাদের পথ সুগম করুন।
12 প্রভু তোমাদের ভালোবাসা বৃদ্ধি করুন এবং তোমাদের
প্রতি আমাদের ভালোবাসা যেমন উপচে পড়ে, তেমনই
পরস্পরের ও অন্য সকলের প্রতিও তোমাদের ভালোবাসা
উপচে পড়ুক। 13 তোমাদের অন্তরকে তিনি সবল করুন,
যেন আমাদের প্রভু যীশু তাঁর সমস্ত পবিত্রজনের সঙ্গে
যেদিন আসবেন, সেদিন তোমরা আমাদের ঈশ্বর ও পিতার
সান্নিধ্যে অনিন্দনীয় ও পবিত্র অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে
পারো।

**4** ভাইবোনেরা, সবশেষে বলি, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য
কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়, সেই নির্দেশ আমরা
তোমাদের দিয়েছি এবং সেইমতোই তোমরা জীবনযাপন
করছ। এখন, প্রভু যীশুর নামে আমরা তোমাদের অনুরোধ
করছি ও মিনতি জানাচ্ছি, তোমরা এই বিষয়ে আরও সমৃদ্ধ
হতে চেষ্টা করো। 2 কারণ প্রভু যীশুর দেওয়া অধিকারবলে
আমরা তোমাদের কী নির্দেশ দিয়েছিলাম, তা তোমরা
জানো। 3 ফলত, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, তোমরা পবিত্র
হও, বিবাহ-বহির্ভূত যৌনাচার থেকে দূরে থাকো; 4 যেন
তোমরা প্রত্যেকে এই শিক্ষা লাভ করো যে শরীরকে সংযত
রেখে কীভাবে পবিত্র ও সম্মানজনক জীবনযাপন করতে
হয়, 5 যারা ঈশ্বরকে জানে না, এমন বিধর্মী লোকদের
মতো জাগতিক কামনার বশে নয়; 6 আর এই ব্যাপারে
কেউ যেন তার ভাইয়ের (বা, বোনের) প্রতি কোনো অন্যায়
আচরণ বা প্রতারণা না করে। এরকম সব পাপের জন্য প্রভু
মানুষকে শাস্তি দেবেন, একথা আমরা তোমাদের আগেই
বলেছি এবং সতর্ক করে দিয়েছি। 7 ঈশ্বর আমাদের পবিত্র
জীবনযাপন করার জন্য আহ্বান করেছেন, অশুচি হওয়ার
জন্য নয়। 8 তাই, এই নির্দেশ যে অগ্রাহ্য করে, সে
মানুষকে নয়, কিন্তু যিনি তোমাদের তাঁর পবিত্র আত্মা দান
করেন, সেই ঈশ্বরকেই অগ্রাহ্য করে। 9 আবার বিশ্বাসীদের
প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে তোমাদের কাছে কিছু লেখার
প্রয়োজন নেই। কারণ পরস্পরকে ভালোবাসতে স্বয়ং
ঈশ্বরই তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। 10 বস্তুত, সমগ্র
ম্যাসিডোনিয়ার ভাইবোনেদের তোমরা ভালোবাসো।
তবুও ভাইবোনেরা, আমরা তোমাদের মিনতি করছি,

তোমরা আরও বেশি করে তা করো। 11 শান্ত জীবনযাপনই
হোক তোমাদের লক্ষ্য। আমাদের নির্দেশমতো, নিজের
কাজে মন দাও, স্বনির্ভর হও, 12 যেন তোমাদের দৈনিক
জীবনচর্যা বাইরের লোকদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করতে পারে
এবং তোমরা যেন পরনির্ভরশীল না হও। 13 ভাইবোনেরা,
আমরা চাই না যে, যারা নিদ্রাগত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে
তোমরা অজ্ঞ থাকো বা যাদের প্রত্যাশা নেই, তাদের মতো
দুঃখে ভারাক্রান্ত হও। 14 কারণ আমরা বিশ্বাস করি, যীশু
মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং পুনরুত্থিত হয়েছেন। তাই
আমাদের বিশ্বাস যে, যীশুতে যারা নিদ্রাগত হয়েছে, ঈশ্বর
তাঁর সঙ্গে তাদেরও নিয়ে আসবেন। 15 প্রভুর নিজের কথা
অনুসারে আমরা তোমাদের বলছি যে, আমরা যারা বেঁচে
আছি, প্রভুর আগমন পর্যন্ত যারা অবশিষ্ট থাকব, তারা
নিদ্রাগতদের আগে কিছুতেই যেতে পারব না। 16 কারণ
প্রভু স্বয়ং উচ্চধ্বনির সঙ্গে, প্রধান স্বর্গদূতের উচ্চ রব এবং
ঐশ্বরিক তূরীধ্বনির আহ্বানের সঙ্গে স্বর্গ থেকে অবতরণ
করবেন এবং খ্রীষ্টে যারা মৃত্যুবরণ করেছে, প্রথমে তারা
উত্থাপিত হবে। 17 এরপর, আমরা যারা জীবিত আছি,
যারা অবশিষ্ট থাকব, আমরা প্রভুর সঙ্গে অন্তরীক্ষে মিলিত
হওয়ার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘযোগে উন্নীত হব। আর
এইভাবে আমরা চিরকাল প্রভুর সঙ্গে থাকব। 18 সেইজন্য,
এসব কথা বলে তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দাও।

**5** এখন ভাইবোনেরা, এসব কখন ঘটবে, সেই সময়
ও কালের বিষয়ে তোমাদের কিছু লেখার প্রয়োজন
নেই। 2 কারণ, তোমরা ভালোভাবেই জানো, রাতের
বেলা যেমন চোর আসে, সেভাবেই প্রভুর দিন উপস্থিত
হবে। 3 লোকেরা যখন "শান্তি ও নিরাপত্তার" কথা বলবে,
তখন গর্ভবতী নারীর প্রসববেদনার মতো অকস্মাৎ তাদের
উপর ধ্বংস নেমে আসবে; তারা কোনোক্রমেই তা এড়াতে
পারবে না। 4 কিন্তু ভাইবোনেরা, তোমরা তো অন্ধকারে
থাকো না, তাই সেদিন তোমাদের চোরের মতো বিস্মিত
করে তুলবে না। 5 তোমরা সবাই জ্যোতির সন্তান এবং
দিনের সন্তান। আমরা রাত্রির নই বা অন্ধকারেরও নই। 6
তাই, অন্যদের মতো আমরা যেন নিদ্রামগ্ন না হই। আমরা
যেন সচেতন থাকি ও আত্মসংযমী হই। 7 কারণ যারা
নিদ্রা যায়, তারা রাত্রেই নিদ্রা যায় এবং মদ্যপানকারীরা
রাত্রেই মত্ত হয়। 8 কিন্তু আমরা যেহেতু দিনের সন্তান,
তাই এসো, আমরা আত্মসংযমী হয়ে উঠি; বিশ্বাস এবং
ভালোবাসাকে বুকপাটা করি, আর পরিত্রাণের প্রত্যাশাকে
করি শিরস্ত্রাণ। 9 কারণ ঈশ্বর তাঁর ক্রোধের শিকার
হওয়ার জন্য নয়, কিন্তু আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে
পরিত্রাণ লাভের জন্য আমাদের নিযুক্ত করেছেন। 10
আমরা জীবিত থাকি বা নিদ্রাগত হই, তাঁরই সঙ্গে যেন
জীবনধারণ করি, এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাদের জন্য
মৃত্যুবরণ করেছেন। 11 অতএব তোমরা এখন যেমন করছ,
সেভাবেই পরস্পরকে প্রেরণা দাও এবং একজন আর
একজনকে গড়ে উঠতে সাহায্য করো। 12 ভাইবোনেরা,
আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমাদের মধ্যে যারা
কঠোর পরিশ্রম করেন, যাঁরা প্রভুতে তোমাদের উপরে
নিযুক্ত আছেন, যাঁরা তোমাদের সতর্ক করেন, তাঁদের
সম্মান করো। 13 তাঁদের পরিষেবার জন্য ভালোবেসে
সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা জানিয়ো। পরস্পরের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস
করো। 14 ভাইবোনেরা, আমরা তোমাদের মিনতি করছি,
যারা অলস, তাদের সতর্ক করো, ভীরু প্রকৃতির ব্যক্তিকে
প্রেরণা দিয়ো, দুর্বলকে সাহায্য করো, প্রত্যেকের প্রতি
সহনশীলতা দেখিয়ো। 15 দেখো, কেউ যেন অন্যায়ের
প্রতিশোধ নিতে অন্যায় না করে, পরস্পরের এবং অন্যান্য
সকলের প্রতি সবসময় সহৃদয় হতে চেষ্টা করে। 16
সবসময় আনন্দ করো; 17 অবিরত প্রার্থনা করো; 18 সমস্ত
পরিস্থিতিতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো, কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে
তোমাদের জন্য এই হল ঈশ্বরের ইচ্ছা। 19 আত্মার আগুন
নিভিয়ে দিয়ো না। 20 কোনও ভাববাণী অগ্রাহ্য কোরো
না। 21 সবকিছু পরীক্ষা করে দেখো। যা কিছু উৎকৃষ্ট, তা
আঁকড়ে থাকো। 22 যা কিছু মন্দ, তা এড়িয়ে চলো। 23
শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সর্বতোভাবে পবিত্র করে
তুলুন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনকালে তোমাদের
সমগ্র আত্মা, প্রাণ ও দেহ, অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হোক।
24 যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই এই
কাজ করবেন। 25 ভাইবোনেরা, আমাদের জন্য প্রার্থনা
কোরো। 26 পবিত্র চুম্বনে সব বিশ্বাসীকে সাদর সম্ভাষণ
জানিয়ো। 27 প্রভুর সাক্ষাতে আমি তোমাদের মিনতি
করছি, সব ভাইবোনেদের কাছে এই পত্র যেন পাঠ করা
হয়। 28 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের
সঙ্গে বিরাজ করুক।

# ২য় থিষলনীকীয়

**1** আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টে অবস্থিত
থিষলনীকীয়দের মণ্ডলীর প্রতি, পৌল, সীল ও তিমথি
এই পত্র লিখছি। **2** পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্তুক। **3** ভাইবোনেরা,
তোমাদের জন্য সবসময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে আমরা
বাধ্য এবং তাই সংগত। কারণ তোমাদের বিশ্বাস এবং
পারস্পরিক ভালোবাসা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। **4**
তাই সমস্ত নির্যাতন এবং দুঃখকষ্টের মধ্যেও তোমাদের
সহনশীলতা ও বিশ্বাসের জন্য ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলিতে
আমরা গর্ব করি। **5** এসব কিছুই প্রমাণ করছে যে, ঈশ্বরের
বিচার ন্যায়সংগত এবং এর ফলে, যে ঐশ-রাজ্যের জন্য
তোমরা দুঃখভোগ করছ, তার যোগ্য বলে গণ্য হয়ে
উঠবে। **6** ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ; যারা তোমাদের নির্যাতন
করে, তিনি প্রতিদানে তাদের কষ্ট দেবেন **7** এবং তোমরা
যারা নিপীড়িত, তিনি সেই তোমাদের এবং আমাদের
স্বস্তি দেবেন। প্রভু যীশু যখন তাঁর পরাক্রান্ত দূতবাহিনী
নিয়ে জ্বলন্ত আগুনের শিখার মাঝে স্বর্গ থেকে প্রকাশিত
হবেন, এ সমস্ত তখনই ঘটবে। **8** যারা ঈশ্বরকে জানে
না এবং আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচার পালন করে না,
তাদের তিনি শাস্তি দেবেন। **9** তাদের দণ্ড হবে চিরকালীন
বিনাশ এবং প্রভুর সান্নিধ্য ও তাঁর পরাক্রমের গৌরব থেকে
তারা বিচ্ছিন্ন হবে। **(aiōnios g166)** **10** এই ঘটনা সেদিন
ঘটবে, যেদিন তাঁর পুণ্যজনদের মাঝে তিনি মহিমান্বিত
হওয়ার জন্য এবং যারা বিশ্বাস করেছে তাদের চমৎকৃত
হওয়ার জন্য তিনি আসবেন। তোমরাও তাদের মধ্যে
অন্তর্ভুক্ত, কারণ তোমাদের কাছে আমরা যে সাক্ষ্য দিয়েছি,
তোমরা তা বিশ্বাস করেছ। **11** একথা মনে রেখে, আমরা
তোমাদের জন্য অবিরত প্রার্থনা করি, যেন আমাদের
ঈশ্বর, তাঁর আহ্বানের যোগ্য বলে তোমাদের গড়ে তোলেন
এবং তাঁর পরাক্রমে তোমাদের প্রত্যেক শুভ-সংকল্প এবং
বিশ্বাস-প্রণোদিত প্রত্যেকটি কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেন।
**12** আমরা এই প্রার্থনা করি, যেন তোমাদের মধ্যে প্রভু
যীশুর নাম গৌরবান্বিত হয় এবং আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে, তোমরা তাঁতে গৌরব লাভ করতে
পারো।

**2** ভাইবোনেরা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমন ও তাঁর কাছে
আমাদের একত্রিত হওয়া সম্পর্কে তোমাদের অনুরোধ
করছি, **2** প্রভুর দিন ইতিমধ্যেই এসে গেছে, এই মর্মে
আমাদের কাছ থেকে কোনো প্রত্যাদেশ, কোনো পত্র
বা সংবাদ পেয়েছ মনে করে তোমরা সহজেই বিচলিত
বা আতঙ্কিত হোয়ো না। **3** কেউ যেন কোনোভাবেই
তোমাদের প্রতারিত করতে না পারে। কারণ বিদ্রোহ না
ঘটা এবং চরম বিনাশের জন্য নির্ধারিত ধর্মভ্রষ্ট পুরুষের
প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত সেদিনের আবির্ভাব হবে না। **4** সে
প্রতিরোধ করবে এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে যিনি, অর্থাৎ ঈশ্বর
নামে আখ্যাত ও পূজিত, তাঁর উপরে সে নিজেকে উন্নীত
করবে, এমনকি, সে ঈশ্বররূপে নিজেকে ঈশ্বরের মন্দিরে
প্রতিষ্ঠিত করবে এবং নিজেকে ঈশ্বর বলে ঘোষণা করবে।
**5** তোমাদের কাছে থাকার সময় এ সমস্ত বিষয় আমি
তোমাদের বলতাম, সেকথা কি তোমাদের মনে নেই?
**6** নির্ধারিত সময়ে প্রকাশিত হওয়ার পথে এখন কোন
শক্তি তার বাধা সৃষ্টি করছে, তা তোমরা জানো। **7** কারণ
অধর্মের গোপন শক্তি ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু
একজন তাকে বাধা দিচ্ছেন এবং দিয়েই যাবেন, যতদিন
পর্যন্ত তাকে দূর করা না হয়। **8** তারপর, সেই পাপ-
পুরুষের প্রকাশ হবে, প্রভু যীশু তাঁর মুখের নিঃশ্বাসে তাকে
সংহার করবেন এবং তাঁর আগমনের জৌলুসে তাকে ধ্বংস
করবেন। **9** সেই অধর্মাচারী পুরুষের আগমন শয়তানের
ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে হবে। সে সব ধরনের ক্ষমতার প্রদর্শন
বিভিন্ন চিহ্ন ও আশ্চর্য কাজকর্মের মাধ্যমে করবে, যেগুলি
মিথ্যাচারিতার সেবা করে। **10** সে সব ধরনের মন্দের দ্বারা
যারা বিনাশের পথে চলেছে তাদের প্রতারণা করবে। তারা
ধ্বংস হবে, কারণ তারা সত্যের অনুরাগী হতে অস্বীকার
করেছে ও পরিত্রাণ পেতে চায়নি। **11** সেইজন্য, ঈশ্বর
তাদের মধ্যে এক বিভ্রান্তিকর শক্তিকে প্রেরণ করবেন,
যেন তারা মিথ্যাকেই বিশ্বাস করে, **12** এবং তারা সকলেই
যেন শাস্তি পায় যারা সত্যে বিশ্বাস করেনি, কিন্তু দুষ্টতায়
উল্লসিত হয়েছে। **13** প্রভুর প্রীতিজনক ভাইবোনেরা,
আমরা কিন্তু তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে সবসময় ধন্যবাদ
দিতে বাধ্য হই, কারণ পবিত্র আত্মার শুদ্ধকরণের কাজ ও
সত্যের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রথম
থেকেই ঈশ্বর তোমাদের মনোনীত করেছেন। **14** আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমার অংশীদার হওয়ার জন্য আমাদের
প্রচার করা সুসমাচারের মাধ্যমে তিনি তোমাদের এই
উদ্দেশ্যে আহ্বান করেছেন। **15** সেইজন্য, ভাইবোনেরা,
অবিচল থাকো; আমরা মুখের কথায়, অথবা পত্রের মাধ্যমে
যেসব শিক্ষা তোমাদের দিয়েছি, তা আঁকড়ে ধরে থাকো।
**16** প্রভু যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং এবং আমাদের পিতা ঈশ্বর, যিনি
আমাদের ভালোবেসেছেন এবং যাঁর অনুগ্রহে আমরা

চিরন্তন সান্ত্বনা ও উত্তম প্রত্যাশা লাভ করেছি, (aiōnios g166) 17 তিনি তোমাদের অন্তরকে আশ্বাস প্রদান করুন এবং প্রত্যেকটি শুভকর্মে ও উত্তম বাক্যে সবল করুন।

3 সবশেষে বলি, ভাইবোনেরা, আমাদের জন্য প্রার্থনা করো, যেন প্রভুর বাণী দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সসম্মানে গৃহীত হয়, যেমন তোমাদের ক্ষেত্রে হয়েছিল। 2 আর প্রার্থনা করো, দুষ্ট ও নীচ লোকদের হাত থেকে আমরা যেন নিষ্কৃতি পাই, কারণ প্রত্যেকের যে বিশ্বাস আছে, এমন নয়, 3 কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত। তিনি তোমাদের শক্তি দেবেন এবং সেই পাপাত্মা থেকে রক্ষা করবেন। 4 তোমাদের সম্পর্কে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ়প্রত্যয় আছে যে, আমাদের সমস্ত আদেশ, যা তোমরা পালন করছ, তা করে যাবে। 5 প্রভু তোমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রেমের পথে এবং খ্রীষ্টের ধৈর্যের পথে চালিত করুন। 6 ভাইবোনেরা, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি, যে ভাই অলস এবং আমাদের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করে না, তার সঙ্গ ত্যাগ করো। 7 কারণ তোমরা নিজেরা জানো, কীভাবে আমাদের আদর্শ অনুকরণ করতে তোমরা বাধ্য। তোমাদের সঙ্গে থাকার সময় আমরা আলস্যে কাল কাটাইনি; 8 অথবা বিনামূল্যে আমরা কারও খাবার গ্রহণ করিনি। বরং আমরা যেন তোমাদের কারও কাছে বোঝা না হই, সেজন্য দিনরাত কাজ করেছি, কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট করেছি। 9 এই সাহায্য লাভের অধিকার যে আমাদের নেই, তা নয়, কিন্তু তোমরা যেন অনুসরণ করো, সেজন্য নিজেদের এক আদর্শরূপে স্থাপন করেছি। 10 কারণ তোমাদের সঙ্গে থাকার সময়েও আমরা তোমাদের এই নিয়ম দিয়েছি, "যদি কেউ পরিশ্রম না করে, সে আহারও করবে না।" 11 আমরা শুনতে পাচ্ছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অলস হয়ে পড়েছে। তারা কর্মব্যস্ত নয়; পরের ব্যাপারে অনর্থক চর্চায় তারা সবসময় ব্যস্ত। 12 এরকম লোকদের আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে নির্দেশ ও উপদেশ দিচ্ছি, যেন তারা শান্তভাব বজায় রেখে পরিশ্রম করে এবং তাদের খাবারের সংস্থান করে। 13 আর ভাইবোনেরা, তোমাদের আরও বলছি, সৎকর্ম করতে কখনও ক্লান্তিবোধ কোরো না। 14 এই পত্রে উল্লিখিত আমাদের নির্দেশ কেউ যদি অমান্য করে, তাকে চিহ্নিত করে রেখো। তার সংস্পর্শে থেকো না, যেন সে লজ্জাবোধ করতে পারে। 15 তবুও, তাকে শত্রু বলে মনে কোরো না, বরং ভাই বা বোন হিসেবে তাকে সতর্ক কোরো। 16 এখন শান্তির প্রভু স্বয়ং তোমাদের সর্বদা এবং সর্বতোভাবে শান্তি দান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন। 17 আমি পৌল, নিজের হাতে এই অভিনন্দনবাণী লিখছি। আমার সমস্ত পত্রের এটিই বিশেষ চিহ্ন। এভাবেই আমি লিখে থাকি। 18 আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গী হোক।

# ১ম তীমথি

**1** আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রত্যাশা
খ্রীষ্ট যীশুর আদেশে, তাঁরই প্রেরিতশিষ্য, আমি পৌল,
**2** বিশ্বাসে আমার প্রকৃত সন্তান তিমথির প্রতি এই পত্র
লিখছি। পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু, খ্রীষ্ট যীশুর
অনুগ্রহ, করুণা এবং শান্তি বর্ষিত হোক। **3** ম্যাসিডোনিয়া
যাওয়ার পথে, আমি তোমাকে অনুরোধ করেছিলাম, যেন
তুমি ইফিষে থেকে কতগুলি লোককে আদেশ দাও, তারা
যেন আর ভুল শিক্ষা না দেয় এবং **4** তারা যেন পুরাকাহিনী
ও অন্তহীন বংশাবলির আলোচনাতেই নিজেদের মনপ্রাণ
ঢেলে না দেয়। ঈশ্বরের কাজের পরিবর্তে এগুলি বিতর্কের
সৃষ্টি করে। কারণ ঈশ্বরের কাজ হয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর
করে। **5** এই আদেশের লক্ষ্য হল ভালোবাসা, যা শুচিশুদ্ধ
হৃদয়, সৎ বিবেক ও অকপট বিশ্বাস থেকে উৎপন্ন হয়। **6**
কিছু লোক এসব থেকে বিচ্যুত হয়ে অর্থহীন আলোচনাতে
মন দিয়েছে। **7** তারা শাস্ত্রবিদ হতে চায়, কিন্তু তারা কোন
বিষয়ে বলছে বা যেসব বিষয়ে এত জোরের সঙ্গে বলেছে,
তা সম্বন্ধে তারা নিজেরাই জানে না। **8** আমরা জানি,
যথার্থভাবে ব্যবহার করলেই বিধান মঙ্গলজনক হয়ে ওঠে।
**9** আমরা আরও জানি যে, ধার্মিকদের জন্য বিধানের সৃষ্টি
হয়নি, বরং যারা বিধানভঙ্গকারী, ভক্তিহীন ও উচ্ছৃঙ্খল
এবং পাপী, অপবিত্র, ধর্মবিরোধী, যারা তাদের বাবা-মাকে
বা অন্যদের হত্যা করে, **10** ব্যভিচারী, সমকামী ব্যক্তি ও
ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী এবং মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাশপথকারী,
তাদের জন্য এবং যা কিছু সঠিক শিক্ষার বিরোধী, তারই
জন্য বিধানের সৃষ্টি। **11** পরমধন্য ঈশ্বরের গৌরবময়
সুসমাচারের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ সেই বিষয়টি প্রচার করার
দায়িত্ব তিনি আমার উপরে দিয়েছেন। **12** আমাদের প্রভু,
খ্রীষ্ট যীশু, যিনি আমাকে শক্তি দান করেছেন এবং আমাকে
বিশ্বস্ত বিচার করে যিনি তাঁর পরিচর্যাকাজে আমাকে
নিযুক্ত করেছেন, তাঁকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। **13**
যদিও আমি এক সময় ঈশ্বরনিন্দুক, নির্যাতনকারী এবং
নৃশংস ছিলাম, কিন্তু তিনি আমার প্রতি করুণা প্রদর্শন
করেছেন, কারণ অজ্ঞতা ও অবিশ্বাসের বশেই আমি সেসব
করেছিলাম। **14** আমাদের প্রভুর অনুগ্রহ, খ্রীষ্ট যীশুতে
স্থিত বিশ্বাস ও প্রেম আমার উপরে প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত
হয়েছে। **15** এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য এবং সম্পূর্ণরূপে
গ্রহণের যোগ্য যে, খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের উদ্ধার করার জন্য
পৃথিবীতে এসেছেন এবং তাদের মধ্যে আমিই নিকৃষ্টতম।
**16** কিন্তু শুধু এই কারণেই ঈশ্বর আমার প্রতি করুণা
প্রদর্শন করলেন যে, আমার মতো জঘন্যতম পাপীর
মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট যীশু যেন তাঁর অসীম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন
করতে পারেন, যেন তাঁর উপর বিশ্বাস করে যারা অনন্ত
জীবনের অধিকারী হবে, তাদের কাছে তিনি আমাদের
উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করতে পারেন। **(aiōnios g166)**
**17** এখন অনন্ত রাজাধিরাজ, অবিনশ্বর, অদৃশ্য, একমাত্র
ঈশ্বর, তাঁরই প্রতি যুগে যুগে সম্মান ও মহিমা অর্পিত
হোক। আমেন। **(aiōn g165)** **18** বৎস তিমথি, এক সময়
তোমার বিষয়ে যেসব ভবিষ্যদ্‌বাণী করা হয়েছিল, তার
সঙ্গে সংগতি রেখে আমি তোমাকে এই নির্দেশ দিচ্ছি,
সেসব পালনের মধ্য দিয়ে তুমি যেন যথোচিত সংগ্রাম
করতে পারো, **19** বিশ্বাস ও সৎ বিবেক আঁকড়ে ধরে
রাখতে পারো। কেউ কেউ এসব প্রত্যাখান করায়, তাদের
বিশ্বাসের নৌকার ভরাডুবি হয়েছে। **20** তাদের মধ্যে রয়েছে
হুমিনায় ও আলেকজান্ডার। আমি তাদের শয়তানের হাতে
তুলে দিয়েছি, যেন তারা ঈশ্বরনিন্দা ত্যাগ করার শিক্ষা
পায়।

**2** সর্বপ্রথমেই আমি অনুনয় করছি, সকলের জন্য যেন
অনুরোধ, প্রার্থনা, মিনতি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা
হয়, **2** বিশেষত রাজা এবং উচ্চপদস্থ সকল ব্যক্তির জন্য,
যেন আমরা পরিপূর্ণ ভক্তিতে ও পবিত্রতায়, শান্তিপূর্ণ ও
নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপন করতে পারি। **3** আমাদের পরিত্রাতা
ঈশ্বরের সামনে এটাই উত্তম ও সন্তোষজনক। **4** তিনি
চান, সব মানুষ যেন পরিত্রাণ পায় এবং সত্যের তত্ত্বজ্ঞান
উপলব্ধি করতে পারে। **5** কারণ ঈশ্বর যেমন এক তেমন
ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একজন মধ্যস্থতাকারী আছেন,
তিনি মানুষ খ্রীষ্ট যীশু। **6** তিনি সব মানুষের জন্য নিজেকে
মুক্তিপণরূপে প্রদান করেছেন—এই সাক্ষ্য যথাসময়ে
দেওয়া হয়েছে। **7** এই উদ্দেশ্যেই আমি বার্তাবাহক ও
প্রেরিতশিষ্য এবং অইহুদিদের কাছে প্রকৃত বিশ্বাসের
শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছি—আমি সত্যিই বলছি, মিথ্যা নয়। **8**
আমি চাই, সর্বত্র পুরুষেরা ক্রোধ এবং মতবিরোধ ত্যাগ
করে তাদের পবিত্র দু-হাত তুলে প্রার্থনা করুক। **9** আমি
এও চাই, নারীরা পরিশীলিত সাজসজ্জা করুক, শিষ্টাচার ও
শালীনতা বজায় রাখুক। চুলের বাহার, সোনা ও মণিমুক্তা
বা বহুমূল্য পোশাক দ্বারা নয়, **10** কিন্তু যে নারীরা নিজেদের
ঈশ্বরের উপাসক বলে দাবি করে, তারা যোগ্য সৎকর্মের
দ্বারা ভূষিত হোক। **11** নীরবে এবং সম্পূর্ণ বশ্যতার সঙ্গে
নারীর শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। **12** শিক্ষা দেওয়ার বা
পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করার অনুমতি আমি নারীকে দিই

না, সে নীরব হয়ে থাকবে। 13 কারণ, প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল
আদমের, পরে হবার। 14 আর আদম প্রতারিত হননি,
নারীই প্রতারিত হয়ে পাপী প্রতিপন্ন হলেন। 15 কিন্তু নারী
যদি আত্মসংযমের সঙ্গে বিশ্বাস, প্রেম ও পবিত্রতা বজায়
রাখে, তাহলে সন্তান-ধারণের মধ্য দিয়ে সে মুক্তি পাবে।

**3** এক বিশ্বাসযোগ্য উক্তি আছে: যদি কেউ অধ্যক্ষ
হওয়ার জন্য মনস্থির করেন, তাহলে তিনি মহৎ কাজ
করারই আকাঙ্ক্ষী হন। 2 অধ্যক্ষকে অবশ্যই নিন্দার উর্ধ্বে
থাকতে হবে; তিনি একজন স্ত্রীর স্বামী হবেন। তিনি হবেন
মিতাচারী, আত্মসংযমী, শ্রদ্ধার পাত্র, অতিথিপরায়ণ এবং
শিক্ষাদানে দক্ষ। 3 তিনি মদ্যপ বা উগ্র স্বভাবের হবেন
না কিন্তু অমায়িক হবেন; তিনি ঝগড়াটে বা অর্থলোভী
হবেন না। 4 নিজের পরিবারের উপরে তাঁর নিয়ন্ত্রণ
থাকবে এবং তিনি দেখবেন, তাঁর সন্তানেরা যেন যথোচিত
শ্রদ্ধায় তাঁর বাধ্য হয়। 5 (কারণ কেউ যদি নিজের
পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করতে না জানেন, তাহলে কীভাবে
তিনি ঈশ্বরের মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করবেন?) 6 তিনি
যেন নতুন বিশ্বাসী না হন, অন্যথায়, তিনি দাম্ভিক হয়ে
দিয়াবলের মতো একই বিচারের দায়ে পড়তে পারেন। 7
বাইরের সব মানুষের কাছেও তাঁর সুনাম থাকা চাই, যেন
তিনি অসম্মানের ভাগী না হন এবং দিয়াবলের ফাঁদে না
পড়েন। 8 তেমনই, ডিকনেরাও হবেন শ্রদ্ধার যোগ্য ও
আন্তরিকতাপূর্ণ। তাঁরা যেন অত্যধিক মদ্যপানে আসক্ত ও
অসৎ ভাবে ধনলাভের জন্য সচেষ্ট না হন। 9 নির্মল বিবেকে
তাঁরা যেন বিশ্বাসের গভীর সত্যকে ধারণ করে থাকেন।
10 প্রথমে তাঁদের যাচাই করে দেখতে হবে, যদি তাঁরা
অনিন্দনীয় হন, তবেই ডিকনরূপে তাদের পরিচর্যা করতে
দেওয়া হবে। 11 একইভাবে, তাদের স্ত্রীদেরও শ্রদ্ধার পাত্রী
হতে হবে। পরনিন্দা না করে তাঁরা যেন মিতাচারী এবং
সর্ববিষয়ে বিশ্বস্ত হন। 12 ডিকনেরা কেবলমাত্র একজন
স্ত্রীর স্বামী হবেন। তাঁর সন্তান এবং পরিজনদের তিনি
যেন উপযুক্তভাবে বশ্যতাধীনে রাখেন। 13 কারণ যাঁরা
উপযুক্তভাবে পরিচর্যা করেছেন, তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠা এবং খ্রীষ্ট
যীশুতে তাদের বিশ্বাসে মহা-নিশ্চয়তা লাভ করবেন। 14
যদিও শীঘ্রই আমি তোমাদের কাছে যাওয়ার প্রত্যাশা
করছি, এই সমস্ত নির্দেশ আমি তোমাদের লিখে জানাচ্ছি,
যেন 15 আমার দেরি হলেও, তোমরা জানতে পারবে
যে, ঈশ্বরের গৃহের মধ্যে লোকদের আচরণ কেমন হওয়া
উচিত। এই গৃহ হল জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী এবং সত্যের
স্তম্ভ ও বুনিয়াদ। 16 ধার্মিকতার গুপ্তরহস্য মহৎ! তা
প্রশ্নাতীত: তিনি দেহ ধারণ করে প্রকাশিত হলেন, আত্মার
দ্বারা নির্দোষ প্রতিপন্ন হলেন, তিনি দূতদের কাছে দেখা
দিলেন, সর্বজাতির মাঝে প্রচারিত হলেন, তিনি বিশ্বাসে
জগতের মাঝে গৃহীত হলেন, মহিমান্বিত হয়ে ঊর্ধ্বে উন্নীত
হলেন।

**4** ঈশ্বরের আত্মা সুস্পষ্টভাবে বলছেন যে, পরবর্তীকালে
বেশ কিছু লোক বিশ্বাস ত্যাগ করে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী
দুষ্টাত্মা দ্বারা প্রভাবিত হবে ও সেসব আত্মা ও তাদের বিভিন্ন
বিষয় অনুসরণ করবে। 2 এসব শিক্ষা ভণ্ড মিথ্যাবাদীদের
মাধ্যমে আসে, যাদের বিবেক উত্তপ্ত লোহার দ্বারা যেন
পুড়ে গেছে। 3 তারা লোকদের বিবাহ করতে নিষেধ
করে ও কোনো কোনো খাবার থেকে দূরে থাকার জন্য
আদেশ দেয়, যা ঈশ্বর এই উদ্দেশে সৃষ্টি করেছেন যেন
যারা বিশ্বাসী এবং সত্য জানে তারা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের
সঙ্গে সেইসব খাবার গ্রহণ করে। 4 ঈশ্বরের সৃষ্ট সবকিছুই
ভালো এবং ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করলে, কোনো কিছুই
অখাদ্য নয়, 5 কারণ ঈশ্বরের বাক্য এবং প্রার্থনায় এসব
পবিত্র হয়ে যায়। 6 এসব বিষয় যদি ভাইবোনেদের বুঝিয়ে
দিতে পারো, তাহলে তুমি যীশু খ্রীষ্টের উত্তম পরিচর্যাকারী
হয়ে উঠবে, কারণ বিশ্বাসের বিভিন্ন সত্যে এবং উত্তম
শিক্ষায় তুমি বড়ো হয়েছ, যা তুমি অনুসরণ করে এসেছ।
7 ঈশ্বরবিহীন রূপকথা এবং মহিলাদের গালগল্পে মগ্ন না
হয়ে নিজেকে ভক্তিপরায়ণ হতে প্রশিক্ষিত করে তোলো।
8 শরীরচর্চার কিছু মূল্য আছে, কিন্তু ভক্তির মূল্য আছে সব
বিষয়ে। তা এই জীবন এবং পরের জীবন, উভয় জীবনেরই
জন্য মঙ্গলময়। 9 একথা বিশ্বাসযোগ্য এবং সর্বতোভাবে
গ্রহণযোগ্য; 10 কারণ এজন্যই আমরা পরিশ্রম ও কষ্ট
স্বীকার করছি। কারণ সেই জীবন্ত ঈশ্বরেরই উপরে আমরা
প্রত্যাশা করেছি, যিনি সব মানুষের বিশেষত বিশ্বাসীদের
পরিত্রাতা। 11 তুমি এই সমস্ত বিষয়ে নির্দেশ ও শিক্ষা
দাও। 12 তুমি যুবক বলে কেউ যেন তোমাকে অবজ্ঞা না
করে, কিন্তু কথায়, আচার-আচরণে, প্রেমে, বিশ্বাসে ও
শুদ্ধতায়, বিশ্বাসীদের মধ্যে আদর্শ হয়ে ওঠো। 13 আমি
না আসা পর্যন্ত প্রকাশ্যে শাস্ত্র পাঠ, প্রচার ও শিক্ষাদানে
নিজেকে নিযুক্ত রাখো। 14 তুমি যে বরদান লাভ করেছ,
তা অবহেলা কোরো না, যা ভাববাণীমূলক বার্তার মাধ্যমে
তোমাকে দেওয়া হয়েছিল, যখন প্রাচীনেরা তোমার উপরে
হাত রেখেছিলেন। 15 এসব বিষয়ে মনঃসংযোগ করো,
সম্পূর্ণভাবে সেগুলিতে আত্মনিয়োগ করো, সকলে যেন
তোমার উন্নতি দেখতে পায়। 16 তোমার জীবন ও

শাস্ত্রশিক্ষা সম্বন্ধে একান্তভাবে সচেতন থেকো। এসব পালন করে চলো তাহলে তুমি নিজেকে এবং তোমার কথা যারা শোনে, তাদেরও রক্ষা করতে পারবে।

**5** কোনো প্রবীণ ব্যক্তিকে কঠোরভাবে তিরস্কার কোরো না, বরং তাঁকে তোমার বাবার মতো মনে করে বিনীতভাবে অনুরোধ করো। যুবকদের ছোটো ভাইয়ের মতো মনে করো। **2** প্রবীণাদের মায়ের মতো এবং তরুণীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ শুদ্ধভাবে বোনের মতো আচরণ করো। **3** প্রকৃত দুস্থ বিধবাদের যথাযথ স্বীকৃতি দিয়ো। **4** কিন্তু কোনো বিধবার যদি সন্তানসন্ততি বা নাতি-নাতনি থাকে, তবে তাদের প্রথম দায়িত্ব হল নিজেদের বাড়িতে তাদের পরিবারের তত্ত্বাবধান করা এবং তাদের বাবা-মা ও দাদু-দিদার প্রতি ঋণ পরিশোধ করা। এভাবেই তারা তাদের ধর্মীয় কর্তব্য পালন করবে এবং তা ঈশ্বরের চোখে সন্তোষজনক। **5** যে বিধবা প্রকৃতই নিঃস্ব ও একেবারেই নিঃসঙ্গ, সে ঈশ্বরের উপরেই প্রত্যাশা রাখে এবং দিনরাত প্রার্থনায় রত থেকে ঈশ্বরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। **6** কিন্তু যে বিধবা শারীরিক কামনার বশে জীবনযাপন করে, সে জীবিত থেকেও মৃত। **7** তুমি তাদের এই শিক্ষা দাও, যেন কেউ তাদের নিন্দা করার সুযোগ না পায়। **8** কেউ যদি তার আত্মীয়স্বজনের, বিশেষত পরিবারের আপনজনদের ভরণ-পোষণ না করে, সে বিশ্বাস অস্বীকার করেছে এবং অবিশ্বাসীর চেয়েও নিকৃষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে। **9** তাঁরই নাম বিধবাদের তালিকাভুক্ত হবে, যাঁর বয়স ষাট বছরের বেশি এবং যিনি তাঁর স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন; **10** যিনি বিভিন্ন সৎকর্মের জন্য সুপরিচিত, যেমন সন্তানের লালনপালন, আতিথেয়তা, পবিত্রগণের পা ধুয়ে দেওয়া, বিপন্নদের সাহায্য করা এবং সর্বপ্রকার সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। **11** অল্পবয়স্ক বিধবাদের নাম এই ধরনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোরো না। কারণ খ্রীষ্টের প্রতি আত্মনিবেদনের চেয়ে, তাদের শারীরিক কামনাবাসনা যখন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন তারা বিবাহ করতে চায়। **12** এভাবে তারা প্রথম প্রতিশ্রুতি ভেঙে নিজেদের অপরাধী করে তোলে আর নিজের উপরে শাস্তি ডেকে আনে। **13** এছাড়া তারা অলসতায় জীবনযাপন করতে এবং বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারা যে শুধু অলসই হয়, তা নয়, তারা অনধিকারচর্চা এবং কুৎসা-রটনা করে যা বলা উচিত নয়, এমন কথা বলে বেড়ায়। **14** তাই অল্পবয়স্ক বিধবাদের প্রতি আমার উপদেশ: তারা বিবাহ করুক, সন্তানের জন্ম দিক, তাদের গৃহের দেখাশোনা করুক এবং মিথ্যা কলঙ্ক দেওয়ার কোনো সুযোগ যেন শত্রুকে না দেয়। **15** বাস্তবিক, কেউ কেউ ইতিমধ্যেই ভুল পথে গিয়ে শয়তানের অনুগামী হয়েছে। **16** বিশ্বাসী কোনো মহিলার পরিবারে যদি বিধবারা থাকে, তাহলে সে তাদের সাহায্য করুক, তাদের জন্য মণ্ডলীকে যেন দায়িত্বভার নিতে না হয়; সেক্ষেত্রে যে বিধবারা সত্যিসত্যিই দুস্থ, মণ্ডলী তাদের সাহায্য করতে পারবে। **17** যেসব প্রাচীন মণ্ডলীর কাজকর্ম ভালোভাবে পরিচালনা করেন, তাঁরা দ্বিগুণ সম্মানের যোগ্য, বিশেষ করে যাঁরা প্রচারক ও শিক্ষক। **18** কারণ শাস্ত্র বলে, "শস্য মাড়াই করার সময় বলদের মুখে জালতি বেঁধো না" এবং "কর্মচারী তার বেতন পাওয়ার যোগ্য" **19** দুজন কি তিনজন সাক্ষীর সমর্থন ছাড়া কোনো প্রাচীনের বিরুদ্ধে নিয়ে আসা অভিযোগকে গ্রাহ্য কোরো না। **20** যারা পাপ করে, প্রকাশ্যে তাদের তিরস্কার করো, যেন অন্যেরা সতর্ক হতে পারে। **21** ঈশ্বর, খ্রীষ্ট যীশু এবং মনোনীত দূতদের সাক্ষাতে আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, এসব নির্দেশ নিরপেক্ষভাবে পালন করো, পক্ষপাতিত্বের বশে কোনো কিছুই কোরো না। **22** সত্বর কারও উপরে হাত রেখো না; অপরের পাপের ভাগী হোয়ো না; নিজেকে শুচিশুদ্ধ রেখো। **23** এখন থেকে শুধু জলপান কোরো না, তোমার পাকস্থলীর রোগ এবং বারবার অসুস্থতার জন্য একটু দ্রাক্ষারস পান কোরো। **24** কিছু লোকের পাপ স্পষ্ট ধরা পড়ে এবং তা বিচারের অপেক্ষা রাখে না, কিন্তু অন্যদের পাপ পরবর্তীকালে ধরা পড়ে। **25** একইভাবে, সৎ কর্মগুলি সুস্পষ্ট দেখা যায়, এমনকি, যদি নাও দেখা যায়, সেগুলি ঢেকে রাখা যায় না।

**6** যারা ক্রীতদাসত্বের জোয়ালে আবদ্ধ, তারা তাদের প্রভুকে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করুক, যেন ঈশ্বরের নাম এবং আমাদের শিক্ষার নিন্দা না হয়। **2** যাদের মনিবরা বিশ্বাসী, প্রভুতে ভাই হওয়ার কারণে সেই মনিবদের প্রতি তাদের যেন শ্রদ্ধার অভাব না দেখা যায়। বরং, আরও ভালোভাবে তারা তাঁদের সেবা করবে, কারণ যাঁরা তাদের সেবার দ্বারা উপকৃত হচ্ছে, তাঁরাও বিশ্বাসী এবং তাদের প্রিয়জন। এই সমস্ত বিষয় তুমি তাদের শিক্ষা দাও এবং অনুনয় করো। **3** কেউ যদি ভ্রান্ত ধর্মশিক্ষা দেয় এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অভ্রান্ত নির্দেশ ও ঐশ্বরিক শিক্ষার সঙ্গে একমত না হয়, **4** তাহলে সে গর্বে অন্ধ ও নির্বোধ। ঝগড়া ও তর্কবিতর্কের প্রতিই তার অকারণ আগ্রহ, ফলে সৃষ্টি হয় ঈর্ষা, বিবাদ, বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তা,

হীন সন্দেহ; 5 এবং কলুষিতমনা লোকদের মধ্যে সৃষ্টি
হয় অবিরত দ্বন্দ্ব। তারা সত্যভ্রষ্ট হয়েছে এবং ভক্তিকে
তারা অর্থলাভের উপায় বলে মনে করে। 6 প্রকৃতপক্ষে
ভক্তি মহালাভজনক, যদি তার সঙ্গে থাকে পরিতৃপ্তি;
7 কারণ এ জগতে আমরা কিছুই আনিনি এবং এখান
থেকে কিছু নিয়েও যেতে পারি না। 8 কিন্তু যদি আমাদের
অন্নবস্ত্রের সংস্থান থাকে, তাহলে তাতেই আমরা সন্তুষ্ট
থাকব। 9 যারা ধনী হতে চায়, তারা প্রলোভনে পড়ে।
তারা বহু অবোধ ও ক্ষতিকর বাসনার ফাঁদে পড়ে, যা
মানুষকে বিনাশ ও ধ্বংসের গর্তে ছুঁড়ে দেয়। 10 কারণ
অর্থের প্রতি আসক্তি সকল প্রকার অনর্থের মূল। অর্থলোভী
কিছু মানুষ বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছে ও গভীর দুঃখে
নিজেদের বিদ্ধ করেছে। 11 তুমি কিন্তু ঈশ্বরের লোক,
এসব বিষয় থেকে পালিয়ে যাও এবং ধার্মিকতা, ভক্তি,
বিশ্বাস, ভালোবাসা, ধৈর্য এবং মৃদুতার অনুসরণ করো।
12 তুমি বিশ্বাসের উত্তম যুদ্ধে সংগ্রাম করো। অনন্ত জীবনে
প্রতিষ্ঠিত থাকো, কারণ এরই জন্য তোমাকে আহ্বান করা
হয়েছে এবং বহু সাক্ষীর সামনে তোমার উত্তম প্রতিজ্ঞা
স্বীকার করেছ। (aiōnios g166) 13 যিনি সকলকে জীবন
দান করেন, সেই ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ও খ্রীষ্ট যীশুর দৃষ্টিতে,
যিনি পন্তীয় পীলাতের দরবারে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় উত্তম
স্বীকারোক্তি করেছিলেন, আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, 14
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই আজ্ঞা
নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দনীয়রূপে পালন করো, 15 যা ঈশ্বর তাঁর
উপযুক্ত সময়ে প্রদর্শন করবেন—যিনি পরমধন্য, একমাত্র
সম্রাট, রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু, 16 একমাত্র
অমর, অগম্য জ্যোতির মাঝে যাঁর অবস্থান, যাঁকে কেউ
কখনও দেখেনি এবং দেখতেও পারে না—তাঁরই প্রতি
হোক সমাদর এবং চিরস্থায়ী পরাক্রম। আমেন। (aiōnios
g166) 17 এই বর্তমান জগতে যারা ধনবান, তাদের আদেশ
দাও, তারা যেন উদ্ধত না হয়, তাদের অনিশ্চিত সম্পদের
উপরে তারা যেন আশাভরসা না করে, কিন্তু ঈশ্বরের
উপরে প্রত্যাশা রাখে, যিনি আমাদের উপভোগের জন্য
সবকিছুই সম্পূর্ণরূপে জুগিয়ে দেন। (aiōn g165) 18 তাদের
সৎকর্ম করতে আদেশ দাও, তারা যেন ভালো কাজে সমৃদ্ধ
হয়ে উঠতে পারে, দানশীল হয় এবং নিজেদের সম্পদ
অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক হয়। 19 এভাবে
তারা নিজেদের জন্য ধন সঞ্চয় করে তাদের ভবিষ্যতে দৃঢ়
ভিত্তিমূল স্থাপন করবে এবং যা প্রকৃতই জীবন, সেই জীবন
ধরে রাখতে পারবে। 20 তিমথি, তোমার তত্ত্বাবধানে যা
দেওয়া হয়েছে, তা সযত্নে রক্ষা করো। অসার বাক্যালাপ
এবং বিরুদ্ধ মতবাদ থেকে দূরে থেকো, যা ভ্রান্তিরূপে
"জ্ঞান" বলে অভিহিত। 21 কিছু মানুষ তা স্বীকার করেছে,
এর ফলে বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছে। অনুগ্রহ তোমাদের
সহবর্তী হোক।

# ২য তীমথি

**1** ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিতশিষ্য, আমি পৌল,
খ্রীষ্ট যীশুতে নিহিত জীবনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, **2** আমার প্রিয় বৎস তিমথির উদ্দেশে এই পত্র লিখছি। পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশু থেকে অনুগ্রহ, করুণা এবং শান্তি বর্ষিত হোক। **3** আমি শুদ্ধবিবেকে আমার পূর্বপুরুষদের মতোই যে ঈশ্বরের উপাসনা করি, আমার প্রার্থনায় আমি দিনরাত তোমাকে স্মরণ করে সেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে থাকি। **4** তোমার চোখের জলের কথা স্মরণ করে তোমাকে দেখার জন্য আমি আকুল হয়ে উঠেছি, যেন আমি আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারি। **5** তোমার অকপট বিশ্বাসের কথা আমি স্মরণ করি, যা প্রথমে তোমার দিদিমা লোয়িস ও মা ইউনিসের মধ্যেও ছিল। আমি সুনিশ্চিত, তোমার মধ্যেও এখন তা বর্তমান। **6** এই কারণেই আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি, তোমার উপরে আমার হাত রাখার ফলে ঈশ্বরের যে বরদান তুমি লাভ করেছিলে, তা উদ্দীপ্ত করে তোলো। **7** কারণ ঈশ্বর আমাদের ভীরুতার আত্মা দেননি, কিন্তু দিয়েছেন পরাক্রম, প্রেম ও সুবুদ্ধির আত্মা। **8** সেইজন্য আমাদের প্রভুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে বা তাঁরই বন্দি আমার বিষয়ে বলতে লজ্জাবোধ কোরো না। বরং, ঈশ্বরের শক্তিতে আমার সঙ্গে সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ স্বীকার করো। **9** আমাদের করা কোনো কাজের জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর নিজের পরিকল্পনা এবং অনুগ্রহ অনুসারে পরিত্রাণ দান করে আমাদের পবিত্র জীবনে আহ্বান করেছেন। সময় শুরু হওয়ার আগেই, তিনি খ্রীষ্ট যীশুতে এই অনুগ্রহ আমাদের দান করেছিলেন। **(aiōnios g166)** **10** কিন্তু এখন আমাদের পরিত্রাতা খ্রীষ্ট যীশুর আগমনের দ্বারা সেই অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মৃত্যুর বিনাশ ঘটিয়ে সুসমাচারের মাধ্যমে জীবন ও অমরত্ব আলোতে নিয়ে এসেছেন। **11** এই সুসমাচারের জন্য আমি একজন ঘোষক, প্রেরিত এবং শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছি। **12** এই জন্যই আমি এত দুঃখকষ্ট ভোগ করছি। তবুও আমি লজ্জিত নই, কারণ যাঁকে আমি বিশ্বাস করেছি, তাঁকে জানি এবং আমার নিশ্চিত যে, সেই মহাদিনের জন্য আমি তাঁর কাছে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি তা রক্ষা করতে সমর্থ। **13** খ্রীষ্ট যীশুর বিশ্বাসে ও ভালোবাসায় আমার কাছে তুমি যা যা শুনেছ সেসব অভ্রান্ত শিক্ষার আদর্শরূপে ধারণ করো। **14** যে উৎকৃষ্ট সম্পদ তোমার কাছে গচ্ছিত হয়েছে, তা রক্ষা করো—আমাদের অন্তরে যিনি বাস করেন সেই পবিত্র আত্মার সহায়তায় তা রক্ষা করো। **15** তুমি জানো, ফুগিল্ল ও হর্মগিনিসহ এশিয়া প্রদেশের অন্যান্য সবাই আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। **16** অনীষিফরের পরিজনদের প্রতি ঈশ্বর করুণা প্রদর্শন করুন, কারণ বারবার তিনি আমার প্রাণ জুড়িয়েছেন এবং আমার শিকলের জন্য লজ্জাবোধ করেননি। **17** বরং, তিনি যখন রোমে ছিলেন, আমার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত, তিনি সবিশেষ চেষ্টা করে আমার খোঁজ করেছিলেন। **18** ইফিষে তিনি যে কতভাবে আমাকে সাহায্য করেছিলেন, তা তুমি ভালোভাবেই জানো। প্রভু তাঁকে এমনই বর দিন যেন সেইদিন তিনি প্রভুর করুণা লাভ করতে পারেন।

**2** অতএব, বৎস আমার, খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে
তুমি শক্তিশালী হও। **2** আর বহু সাক্ষীর উপস্থিতিতে তুমি আমাকে যেসব বিষয় বলতে শুনেছ, সেগুলি এমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করো, যারা অন্যদের কাছে সেগুলি শিক্ষা দিতে সমর্থ হবে। **3** তুমি খ্রীষ্ট যীশুর একজন উত্তম সৈনিকের মতো আমার সঙ্গে কষ্টভোগ করো। **4** যে সৈনিক সে সাংসারিক বিষয়ে নিজেকে জড়াতে চায় না, কিন্তু সে তার সেনানায়ককেই সন্তুষ্ট করতে চায়। **5** সেরকমই, ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যে অংশগ্রহণ করে সে নিয়ম মেনে না চললে, বিজয়ীর মুকুট লাভ করতে পারে না। **6** যে কৃষক কঠোর পরিশ্রম করে, ফসলে তারই প্রথম অধিকার হয়। **7** আমি যা বলছি তা বিবেচনা করো। প্রভু তোমাকে এসব বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টি দান করবেন। **8** যীশু খ্রীষ্টকে স্মরণ করো, যিনি মৃতলোক থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং যিনি দাউদের বংশজাত। এই হল আমার সুসমাচার। **9** এরই জন্য, আমি অপরাধীর মতো শিকলে বন্দি হয়ে দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করছি, কিন্তু ঈশ্বরের বাণী শিকলে বন্দি হয়নি। **10** অতএব, মনোনীতদের জন্য আমি সবকিছুই সহ্য করি, যেন তারাও অনন্ত মহিমার সঙ্গে সেই মুক্তি অর্জন করতে পারে যার আধার খ্রীষ্ট যীশু। **(aiōnios g166)** **11** একটি বিশ্বাসযোগ্য উক্তি হল:
আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে থাকি, তাহলে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব;
**12** যদি সহ্য করি, তাহলে তাঁর সঙ্গে রাজত্বও করব।
যদি তাঁকে অস্বীকার করি, তিনিও আমাদের অস্বীকার করবেন।
**13** আমরা যদি বিশ্বাসবিহীন হই,
তিনি থাকবেন চির বিশ্বস্ত,
কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।
**14** এ সমস্ত বিষয় তুমি তাদের সবসময় স্মরণ করিয়ে দাও। ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাদের সতর্ক করে দাও যেন তারা তর্কবিতর্ক না করে। এর কোনও মূল্য নেই, তা শুধু শ্রোতাদের ধ্বংস করে।

15 সর্বোত্তম প্রচেষ্টার দ্বারা তুমি ঈশ্বরের কাছে নিজেকে
অনুমোদিতরূপে উপস্থাপন করো; এমন কার্যকারী হও,
যার লজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নেই, যে সত্যের বাক্য
যথার্থরূপে ব্যবহার করতে জানে। 16 কিন্তু, ঈশ্বরবিরোধী
বাক্যালাপ এড়িয়ে চলো, কারণ যারা এগুলিতে জড়িয়ে
পড়ে, তারা দিনে দিনে ভক্তিহীন হয়। 17 তাদের শিক্ষা
দূষিত ক্ষতের মতো ছড়িয়ে পড়বে। হুমিনায় ও ফিলিত
তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। 18 তারা সত্য থেকে দূরে চলে গেছে।
তারা এই কথা বলে কিছু লোকের বিশ্বাস নষ্ট করছে
যে পুনরুত্থান ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। 19 তবুও, ঈশ্বরের
স্থাপিত বনিয়াদ দৃঢ় ও অটল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার
উপর মোহরাঙ্কিত আছে এই বাক্য: "প্রভু জানেন কে
কে তাঁর" এবং "প্রভুর নাম যে কেউ স্বীকার করে, দুষ্কর্ম
থেকে সে দূরে থাকুক।" 20 কোনো বড়ো বাড়িতে শুধু
সোনারুপোর বাসনই নয়, কিন্তু কাঠ ও মাটিরও পাত্র
থাকে; কতগুলি ব্যবহৃত হয় বিশেষ কাজে, আবার কতগুলি
সাধারণ কাজে। 21 কোনো মানুষ যদি নিজেকে ইতরতা
থেকে মুক্ত রাখতে পারে, সে হবে মহৎ কাজে ব্যবহারের
উপযুক্ত, পবিত্রীকৃত, মনিবের কাজের উপযোগী এবং
যে কোনো সৎকর্মে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত। 22 তুমি
যৌবনের সব কু-অভিলাষ থেকে পালিয়ে যাও এবং যারা
শুদ্ধচিত্তে প্রভুকে ডাকে, তাদের সঙ্গে ধার্মিকতা, বিশ্বাস,
প্রেম ও শান্তিলাভের অনুধাবন করো। 23 বিচারবুদ্ধিহীন
ও নির্বুদ্ধিতার তর্কবিতর্কে রত হোয়ো না, কারণ তুমি
জানো, এসব থেকে বিবাদের সূত্রপাত হয়। 24 আর প্রভুর
সেবক কখনোই ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না; বরং সে সবার প্রতি
হবে সদয়, শিক্ষাদানে নিপুণ এবং সহনশীল। 25 যারা
তার বিরোধিতা করে সে এই প্রত্যাশায় নম্রভাবে তাদের
সুপরামর্শ দেবে, যেন ঈশ্বর সত্যের জ্ঞানের দিকে তাদের
মন পরিবর্তন করেন এবং 26 তারা যেন চেতনা ফিরে
পেয়ে দিয়াবলের ফাঁদ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে যে তার
ইচ্ছা পালনের জন্য তাদের বন্দি করে রেখেছে।

**3** কিন্তু একথা মনে রেখো: শেষের দিনগুলিতে ভীষণ
দুঃসময় ঘনিয়ে আসবে; 2 মানুষ হবে আত্মপ্রেমী,
অর্থপ্রিয়, দাম্ভিক, অহংকারী, পরনিন্দুক, বাবা-মার
অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অপবিত্র, 3 প্রেমহীন, ক্ষমাহীন, কুৎসা-
রটনাকারী, আত্মসংযমহীন, নৃশংস, ভালো সবকিছুকে
ঘৃণা করবে, 4 বিশ্বাসঘাতক, বেপরোয়া, আত্মাভিমানী,
ঈশ্বরকে ভালোবাসার চেয়ে তারা ভোগ-বিলাসকেই বেশি
ভালোবাসবে। 5 তারা ভক্তির ছদ্মবেশ ধারণ করবে, কিন্তু
তাঁর পরাক্রমকে তারা অস্বীকার করবে। তুমি তাদের সঙ্গে
কোনো সম্পর্ক রেখো না। 6 তারা কৌশলে ঘরে ঘরে প্রবেশ
করে পাপ-ভারাক্রান্ত ও সমস্ত রকমের দুষ্প্রবৃত্তির দ্বারা
চালিত, দুর্বলচিত্ত স্ত্রীলোকদের উপরে আধিপত্য বিস্তার
করে। 7 তারা সর্বদা শিক্ষা লাভ করলেও, কখনোই সত্য
স্বীকার করতে পারে না। 8 যান্নি এবং যাম্ব্রি যেমন মোশির
বিরুদ্ধতা করেছিল, তারাও তেমনই সত্যের প্রতিরোধ
করে। তাদের মন দূষিত, যাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে যতদূর বলা
যেতে পারে, তারা কোনো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না।
9 তারা বেশি দূর এগিয়ে যেতে পারবে না কারণ সেই দুই
ব্যক্তির মতো তাদের মূর্খতাও সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে
পড়বে। 10 তুমি অবশ্য আমার শিক্ষা, আমার জীবনচর্যা,
আমার উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, ধৈর্য, ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা, 11
লাঞ্ছনা, দুঃখকষ্ট, সবকিছু জানো—যেসব ঘটনা আন্তিয়খ,
ইকনিয় ও লুস্ত্রাতে আমার প্রতি ঘটেছিল এবং যেসব
নির্যাতন আমি সহ্য করেছিলাম। তবুও প্রভু সে সমস্ত থেকে
আমাকে উদ্ধার করেছেন। 12 প্রকৃতপক্ষে, খ্রীষ্ট যীশুতে
যারা ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে চায়, তারা নির্যাতিত
হবেই। 13 কিন্তু একই সময়ে, দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা ও
প্রতারকেরা, ক্রমাগত মন্দ থেকে নিকৃষ্টতার দিকে যাবে,
তারা অন্যদের প্রতারণা করবে এবং নিজেরাও প্রতারিত
হবে। 14 কিন্তু তুমি যা শিখেছ এবং বিশ্বাস করেছ, তা
পালন করে চলো। কারণ, তুমি জানো যে তুমি কাদের
কাছে শিক্ষা পেয়েছ, 15 এবং ছোটোবেলা থেকে কীভাবে
পবিত্র শাস্ত্র জেনেছ, তাও তুমি জানো। সে সবকিছু খ্রীষ্ট
যীশুতে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের জন্য তোমাকে বিজ্ঞ
করে তুলতে সক্ষম। 16 সমস্ত শাস্ত্রলিপি ঈশ্বর-নিশ্বসিত
এবং শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের
জন্য উপযোগী, 17 যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক ও সমস্ত
সৎকর্মের জন্য সুসজ্জিত হয়।

**4** ঈশ্বর এবং যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন, সেই
খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে এবং তাঁর আগমন ও তাঁর রাজ্যের
প্রেক্ষিতে আমি তোমাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করছি: 2 তুমি
বাক্য প্রচার করো; সময়ে-অসময়ে প্রস্তুত থেকো; অসীম
ধৈর্য ও সুপরামর্শ দিয়ে সবাইকে সংশোধন, তিরস্কার
এবং উৎসাহ প্রদান করো। 3 কারণ এমন সময় আসবে
যখন মানুষ অভ্রান্ত শিক্ষা সহ্য করতে পারবে না। বরং
তাদের নিজস্ব কামনাবাসনা চরিতার্থ করতে শ্রুতিসুখকর
কথা শোনার জন্য তারা অনেক গুরু জোগাড় করবে। 4
তারা সত্যের প্রতি কর্ণপাত না করে কল্পকাহিনির দিকে

ঝুঁকে পড়বে। 5 কিন্তু সকল পরিস্থিতিতেই তুমি নিজেকে
সংযত রেখো, দুঃখকষ্ট সহ্য কোরো, সুসমাচার প্রচারকের
কাজ কোরো ও তোমার পরিচর্যার সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন
কোরো। 6 আর আমি ইতিমধ্যে পানীয়-নৈবেদ্যর মতো
সেচিত হয়েছি, আমার মহাপ্রস্থানের সময় এসে উপস্থিত
হয়েছে। 7 আমি উত্তম সমরে সংগ্রাম করেছি। আমার
দৌড় শেষ হয়েছে। আমি বিশ্বাস রক্ষা করেছি। 8 এখন
আমার জন্য সঞ্চিত আছে সেই ধার্মিকতার মুকুট যা ধর্মময়
বিচারক, সেই প্রভু, সেদিন আমাকে তা দান করবেন।
শুধুমাত্র আমাকে নয়, কিন্তু যতজন তাঁর আবির্ভাবের
প্রতীক্ষায় রয়েছে তাদের সবাইকেই তা দেবেন। 9 তুমি
অবিলম্বে আমার কাছে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করো,
10 কারণ দীমা, এই জগৎকে ভালোবেসে আমাকে ত্যাগ
করে থিষলনিকাতে চলে গেছে। ক্রিসেন্স গালাতিয়ায় এবং
তীত গেছেন দালমাতিয়ায়। (aiōn g165) 11 কেবলমাত্র
লূক, একা আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে
নিয়ে এসো, কারণ পরিচর্যার কাজে সে আমার বড়ো
উপকারী। 12 তুখিককে আমি ইফিষে পাঠিয়েছি। 13
আসার সময়, ত্রোয়াতে কার্পের কাছে যে আলখাল্লাটি
ফেলে এসেছি, সেটা নিয়ে এসো; আর আমার পুঁথিগুলি,
বিশেষত চামড়ার পুঁথিগুলিও নিয়ে আসবে। 14 ধাতু-
শিল্পী আলেকজান্ডার আমার অনেক ক্ষতি করেছে। প্রভু
তার কাজের সমুচিত প্রতিফল তাকে দেবেন। 15 তুমি
তার থেকে সাবধানে থেকো, কারণ আমাদের বার্তাকে সে
প্রবলভাবে প্রতিরোধ করেছিল। 16 প্রথমবারের আত্মপক্ষ
সমর্থনের সময়, আমার পক্ষে একজনও এগিয়ে আসেনি,
বরং প্রত্যেকেই আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এসব
যেন তাদের বিপক্ষে না যায়। 17 কিন্তু প্রভু আমার পাশে
দাঁড়িয়ে শক্তি দিয়েছিলেন, যেন আমার মাধ্যমে সেই বার্তা
সম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হয় ও অইহুদি জনগণ তা শুনতে
পায়। আবার আমি সিংহের মুখ থেকেও উদ্ধার পেয়েছি।
18 সমস্ত অশুভ আক্রমণ থেকে প্রভু আমাকে রক্ষা করবেন
এবং তাঁর স্বর্গীয় রাজ্যে তিনি আমাকে নিরাপদে নিয়ে
আসবেন। চিরকাল যুগে যুগে কীর্তিত হোক তাঁর মহিমা।
আমেন। (aiōn g165) 19 প্রিষ্কা ও আক্বিলা এবং অনীষিফরের
পরিজনদের শুভেচ্ছা জানিয়ো। 20 ইরাস্ত করিন্থে থেকে
গেছেন এবং ত্রফিমকে আমি অসুস্থ অবস্থায় মিলেতায়
রেখে এসেছি। 21 তুমি শীতকালের আগেই এখানে আসার
জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কোরো। উবুল, পুদেন্স, লীন, ক্লডিয়া
এবং ভাইবোনেরা সকলে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
22 প্রভু তোমার আত্মার সহবর্তী হোন। অনুগ্রহ তোমাদের
সহবর্তী হোক।

# তীত

**1** পৌল, ঈশ্বরের একজন দাস ও যীশু খ্রীষ্টের একজন
প্রেরিতশিষ্য থেকে এই পত্র। ঈশ্বরের মনোনীত
ব্যক্তিদের কাছে বিশ্বাস প্রচার করতে এবং ভক্তিপরায়ণতার
পথে তাদের চালনা করার উদ্দেশ্যে সত্যের তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা
দিতে আমাকে পাঠানো হয়েছে। **2** সেই সত্য তাদের
আশ্বাস দেয় যে তাদের অনন্ত জীবন আছে যা ঈশ্বর,
যিনি মিথ্যা কথা বলতে পারেন না, সময়ের শুরুতেই
তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। **(aiōnios g166)** **3** এবং তাঁর
নির্ধারিত সময়ে তিনি তাঁর বাক্য ঘোষণা করেছেন যা
প্রচার করার ভার আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বরের আদেশে
আমারই উপর দেওয়া হয়েছে। **4** আমাদের যে সাধারণ
বিশ্বাস আছে, তার বলে, আমার প্রকৃত বৎস, তীতের প্রতি:
পিতা ঈশ্বর এবং আমাদের পরিত্রাতা খ্রীষ্ট যীশু থেকে
অনুগ্রহ ও শান্তি বর্তুক। **5** আমি তোমাকে যে কারণে ক্রীটে
রেখে এসেছিলাম, তা হল, তুমি যেন সব অসম্পূর্ণ কাজ
সম্পন্ন করতে পারো এবং আমার নির্দেশমতো প্রত্যেক
নগরে প্রাচীনদের নিযুক্ত করতে পারো। **6** একজন প্রাচীন
অবশ্যই হবেন অনিন্দনীয়, তিনি এক স্ত্রীর স্বামী হবেন,
যাঁর সন্তানেরা বিশ্বাসী এবং যাদের বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খলতার
ও অবাধ্যতার কোনো অভিযোগ নেই। **7** যেহেতু অধ্যক্ষের
উপরে ঈশ্বরের কাজের ভার দেওয়া হয়েছে, তাই তাঁকে
হতে হবে অনিন্দনীয়; তিনি উদ্ধত, বদমেজাজি, মদ্যপ,
উগ্র বা অসৎ পথে অর্থ উপার্জনের জন্য লালায়িত হবেন
না; **8** বরং তাঁকে হতে হবে অতিথিবৎসল, মঙ্গলজনক
সবকিছুর প্রতি অনুরক্ত, আত্মসংযমী, ন্যায়নিষ্ঠ, পবিত্র
এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ। **9** যেমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে
তেমনই তাঁকে বিশ্বাসযোগ্য বাণী দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকতে
হবে, যেন সঠিক তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে তিনি
অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন ও যারা সেই শিক্ষার
বিরোধিতা করে তাদের ভুল প্রমাণিত করতে পারেন।
**10** কারণ বহু বিদ্রোহীভাবাপন্ন, অসার বাক্যবাগীশ এবং
প্রতারক ব্যক্তি রয়েছে তারা বিশেষত সুন্নত-প্রাপ্তদের দলে
আছে। **11** এরা অসৎ লাভের জন্য এমন সব কথা বলছে
যে শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। ফলে পরিবারগুলি ধ্বংস
হয়ে যাচ্ছে। এদের মুখ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। **12**
এমনকি, তাদেরই একজন ভাববাদী বলেছেন, "ক্রীটের
অধিবাসীরা সবসময়ই মিথ্যাবাদী, পশুর মতো হিংস্র,
অলস পেটুক।" **13** এই সাক্ষ্য সত্য। সুতরাং তাদের
কঠোরভাবে তিরস্কার করো, যেন তারা সঠিক বিশ্বাসের
অধিকারী হতে পারে **14** এবং তারা যেন ইহুদি গালগল্পে
অথবা যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এমন লোকদের
আদেশের প্রতি মনোযোগ না দেয়। **15** যারা শুচিশুদ্ধ,
তাদের কাছে সবকিছুই শুচিশুদ্ধ, কিন্তু যারা কলুষিত এবং
অবিশ্বাসী, তাদের কাছে কোনো কিছুই শুচিশুদ্ধ নয়।
প্রকৃতপক্ষে, তাদের মন ও বিবেক উভয়ই কলুষিত হয়ে
পড়েছে। **16** ঈশ্বরকে জানে বলে তারা দাবি করে, কিন্তু
তাদের কাজকর্মের দ্বারা তারা তাঁকে অস্বীকার করে। তারা
ঘৃণার পাত্র, অবাধ্য এবং কোনও সৎকর্ম করার অযোগ্য।

**2** তীত, তুমি লোকদের অভ্রান্ত শাস্ত্রশিক্ষা দাও। **2**
বয়স্ক ব্যক্তিদের মিতাচারী, শ্রদ্ধেয়, আত্মসংযমী হতে
এবং বিশ্বাস, প্রেম ও ধৈর্যে মজবুত হতে শিক্ষা দাও।
**3** সেভাবে, বয়স্ক মহিলাদেরও শিক্ষা দাও, যেন তাঁরা
সম্ভ্রমের সঙ্গে জীবনযাপন করেন, যেন পরচর্চায় মত্ত
বা মদ্যপানে আসক্ত না হয়ে পড়েন। কিন্তু যা কিছু
মঙ্গলজনক, তাঁরা যেন সেই শিক্ষা দেন। **4** তাহলেই তাঁরা
তরুণীদের শিক্ষা দিতে পারবেন, যেন তারা তাদের স্বামী
ও সন্তানদের ভালোবাসতে পারে; **5** যেন তারা সংযত,
শুদ্ধচিত্ত, ঘরের কাজে ব্যস্ত, সদয় ও নিজের নিজের
স্বামীর বশ্যতাধীন হয়, যেন কেউ ঈশ্বরের বাক্যের নিন্দা
করতে না পারে। **6** একইভাবে, আত্মসংযমী হওয়ার জন্য
তরুণদের অনুপ্রাণিত করো। **7** সৎকর্মের দ্বারা প্রত্যেক
বিষয়ে তাদের সামনে আদর্শ স্থাপন করো। শিক্ষাদানকালে
তুমি সততা এবং আন্তরিকতা দেখাও, **8** আর তোমার
কথা এমন সারগর্ভ হোক যেন কেউ তা অগ্রাহ্য করতে না
পারে, যারা তোমার বিরোধিতা করে তারা যেন লজ্জিত
হয়, কারণ আমাদের বিষয়ে তাদের খারাপ কিছুই বলার
নেই। **9** ক্রীতদাসদের শেখাও, তারা যেন সব বিষয়ে
তাদের মনিবদের অনুগত হয়, তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা
করে, তাদের কথার প্রতিবাদ না করে; **10** তাদের কিছু
চুরি না করে, বরং তারা যেন নিজেদের সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত
দেখায়; আমাদের পরিত্রাতা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় শিক্ষাকে তারা
যেন সর্বতোভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে। **11** কারণ
ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তা সব মানুষের কাছে
পরিত্রাণ নিয়ে আসে। **12** এই অনুগ্রহ অভক্তি এবং
সাংসারিক অভিলাষকে উপেক্ষা করতে এবং এই বর্তমান
যুগে আত্মসংযমী, সৎ ও ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে
আমাদের শিক্ষা দেয়, **(aiōn g165)** **13** যখন আমরা সেই
পরমধন্য আশা নিয়ে, আমাদের মহান ঈশ্বর ও পরিত্রাতা
যীশু খ্রীষ্টের মহিমাময় প্রকাশের প্রতীক্ষায় আছি, **14**

যিনি আমাদের জন্য নিজেকে দান করেছেন, যেন সব দুষ্টতা থেকে আমাদের মুক্ত করেন এবং নিজের জন্য এক জাতিকে, যারা তাঁর একান্তই আপন, তাদের শুচিশুদ্ধ করেন, যেন তারা সৎকর্মে আগ্রহী হয়। 15 তাহলে এই বিষয়গুলি তুমি শিক্ষা দাও, পূর্ণ কর্তৃত্বের সঙ্গে তুমি তাদের উৎসাহ দাও ও তিরস্কার করো। কেউ যেন তোমাকে অবজ্ঞা না করে।

**3** লোকদের তুমি মনে করিয়ে দিয়ো, তারা যেন প্রশাসক ও কর্তৃপক্ষের অনুগত ও বাধ্য হয় এবং যে কোনো সৎকর্মের জন্যই প্রস্তুত থাকে। 2 তারা যেন কারও নিন্দা না করে, কিন্তু শান্তিপ্রিয় ও সুবিবেচক হয় এবং সব মানুষের প্রতি যথার্থ নম্রতা প্রদর্শন করে। 3 এক সময় আমরাও ছিলাম মূর্খ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট এবং সমস্ত রকমের কামনাবাসনা ও সহজাত প্রবৃত্তির দাস। আমরা বিদ্বেষ ও ঈর্ষাপূর্ণ জীবনযাপন করতাম এবং নিজেরাও অন্যদের ঘৃণার পাত্র ছিলাম; আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করতাম। 4 কিন্তু যখন আমাদের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বরের করুণা ও প্রেমের প্রকাশ ঘটল, 5 তখন তিনি আমাদের পরিত্রাণ দিলেন, আমাদের সৎকর্মের জন্য নয়, কিন্তু তাঁর করুণার গুণে। তিনি নতুন জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের পরিত্রাণ সাধন করলেন। 6 যাঁকে তিনি আমাদের পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে উদারভাবে সঙ্গে ঢেলে দিলেন, 7 যেন তাঁর অনুগ্রহে আমরা ধার্মিক সাব্যস্ত হয়ে অনন্ত জীবনের প্রত্যাশায় তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারি। **(aiōnios g166)** 8 এই উক্তি নির্ভরযোগ্য। আমি চাই, এ সমস্ত বিষয়ে তুমি গুরুত্ব দেবে, যেন ঈশ্বরের উপর যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা সতর্কভাবে সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করে। এই বিষয়গুলি পরম উৎকৃষ্ট এবং সবার পক্ষেই লাভজনক। 9 কিন্তু বিচারবুদ্ধিহীন মতবিরোধ, বংশতালিকা, তর্কবিতর্ক এবং বিধিবিধান সম্পর্কিত সব ঝগড়া এড়িয়ে চলো, কারণ এসব লাভজনক নয় এবং নিরর্থক। 10 বিভেদ সৃষ্টিকারী ব্যক্তিকে একবার বা প্রয়োজন হলে দু-বার সতর্ক করে দাও। এরপর তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রেখো না। 11 তুমি নিশ্চিতভাবে জেনো যে, এই ধরনের লোকেরা বিকৃতমনা এবং তারা পাপে লিপ্ত; তারা নিজেরাই নিজেদের দোষী করে। 12 আর্তিমা বা তুখিককে তোমার কাছে পাঠানো মাত্র নিকোপলিতে আমার কাছে আসার জন্য তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা কোরো, কারণ সেখানেই আমি শীতকাল কাটাতে মনস্থির করেছি। 13 আইনজীবী সীনাকে ও আপল্লোকে তাদের যাত্রাপথে যথাসাধ্য সাহায্য কোরো, দেখো তাদের প্রয়োজনীয় সবকিছুই যেন তারা পায়। 14 আমাদের লোকদের সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করতে শেখা উচিত, যেন তারা দৈনিক প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং তাদের জীবন ফলহীন হয়ে না পড়ে। 15 আমার সঙ্গীরা সকলে তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। বিশ্বাসে যারা আমাদের ভালোবাসে, তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ো। অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক।

# ফিলীমন

1 খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি, আমি পৌল এবং আমাদের ভাই
তিমথি, আমাদের প্রিয় বন্ধু ও সহকর্মী ফিলীমন, 2
আমাদের বোন আপ্পিয়া ও আমাদের সহসৈনিক আর্খিপ্প
এবং তোমার বাড়িতে সমবেত হওয়া মণ্ডলীর উদ্দেশে: 3
আমাদের পিতা ঈশ্বর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও
শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। 4 আমার প্রার্থনায়
তোমাকে স্মরণ করার সময় আমি প্রতিনিয়ত আমার
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, 5 কারণ প্রভু যীশুতে তোমার বিশ্বাস
এবং সমস্ত পবিত্রগণের প্রতি তোমার ভালোবাসার কথা
আমি শুনেছি। 6 আমি প্রার্থনা করি, বিশ্বাসে আমাদের যে
সহভাগিতা আছে তা অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে তুমি যেন
সক্রিয় হয়ে ওঠো, যেন খ্রীষ্টে আমাদের যেসব উৎকৃষ্ট বিষয়
আছে তার পূর্ণ উপলব্ধি তোমার হয়। 7 তোমার ভালোবাসা
আমাকে খুবই আনন্দ এবং প্রেরণা দিয়েছে, কারণ ভাই,
তুমি পবিত্রগণের প্রাণ জুড়িয়েছ। 8 অতএব, খ্রীষ্টে সাহসী
হয়ে যদিও তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে আমি তোমাকে আদেশ
দিতে পারতাম, 9 তবুও, ভালোবাসাবশত আমি তোমার
কাছে মিনতি করছি, আমি পৌল—সেই বৃদ্ধ এবং এখন
খ্রীষ্ট যীশুর বন্দি— 10 আমার ছেলে ওনীষিমের জন্য
আমি তোমাকে মিনতি করছি যাকে আমি বন্দিদশায়
ছেলেরূপে পেয়েছি। 11 আগে তোমার কাছে সে ছিল
অনুপযোগী, কিন্তু এখন তোমার ও আমার, উভয়ের কাছেই
সে উপযোগী হয়ে উঠেছে। 12 আমি তাকেই—আমার
চোখের মণিকে—তোমার কাছে ফেরত পাঠাচ্ছি। আমার
সব ভালোবাসা তার সাথে যাচ্ছে। 13 তাকে আমি আমার
কাছেই রাখতে পারতাম, তাহলে সুসমাচারের জন্য আমার
বন্দিদশায় সে আমাকে তোমার পরিবর্তে সাহায্য করতে
পারত। 14 কিন্তু তোমার সম্মতি ছাড়া আমি কিছুই করতে
চাইনি, যেন তুমি যে মঙ্গলকর কাজ করো, তা স্বেচ্ছায়
করো, বাধ্য হয়ে নয়। 15 হয়তো, সে অল্প সময়ের জন্য
তোমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, যেন তুমি তাকে
চিরকালের জন্য ফিরে পাও— (aiōnios g166) 16 আর
ক্রীতদাসরূপে নয়, কিন্তু তার চেয়েও শ্রেয়, প্রিয় এক
ভাইরূপে। সে আমার বড়োই প্রিয়, কিন্তু ব্যক্তি হিসেবে
এবং প্রভুতে ভাই হিসেবে, সে তোমার কাছে আরও বেশি
প্রিয়। 17 তাই, তুমি যদি আমাকে তোমার সহযোগী
বলে মনে করো, তাহলে আমাকে যেমন স্বাগত জানাতে,
তাকেও সেভাবেই গ্রহণ করো। 18 আর সে যদি তোমার
প্রতি কোনো অন্যায় করে থাকে বা তোমার কাছে তার
কোনো ঋণ থাকে, তা আমারই বলে গণ্য করো। 19
আমি পৌল, নিজের হাতে এই পত্র লিখছি, আমি তা সব
শোধ করব। তুমি নিজেই যে আমার কাছে ঋণে বাঁধা
আছ, সেকথা আর উল্লেখ করলাম না। 20 ভাই, আমরা
দুজনই প্রভুতে আছি। প্রভুতে আমি তোমার কাছ থেকে
এই উপকার যেন পেতে পারি; খ্রীষ্টে তুমি আমাকে এ
বিষয়ে নিশ্চিন্ত করো। 21 তোমার আনুগত্যের উপরে
আস্থা রেখেই আমি তোমাকে লিখছি, কারণ আমি জানি
যে, আমি যা চাই তুমি তার চেয়েও বেশি করবে। 22
আরও একটি কথা: আমার থাকার জন্য একটি ঘরের
ব্যবস্থা করো, কারণ তোমাদের সব প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ,
আমি তোমাদের কাছে ফিরে যাওয়ার আশা করি। 23
খ্রীষ্ট যীশুতে আমার সহবন্দি ইপাফ্রা তোমাকে শুভেচ্ছা
জানাচ্ছেন। 24 আর আমার সহকর্মী মার্ক, আরিষ্টার্খ, দীমা
ও লূক, এরাও জানাচ্ছেন। 25 প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ
তোমাদের আত্মার সহবর্তী হোক। আমেন।

# ইব্রীয়

**1** অতীতে ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে আমাদের
পূর্বপুরুষদের সঙ্গে বহুবার বিভিন্নভাবে কথা বলেছেন,
**2** কিন্তু এই শেষ যুগে, তিনি তাঁর পুত্রের মাধ্যমেই
আমাদের কাছে কথা বলেছেন, যাঁকে তিনি সবকিছুর
উত্তরাধিকারী করেছেন, এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্ব
সৃষ্টি করেছেন। **(aiōn g165)** **3** সেই পুত্রই ঈশ্বরের মহিমার
বিচ্ছুরণ এবং তাঁর সত্তার যথার্থ প্রতিরূপ, যিনি তাঁর
তেজোদৃপ্ত বাক্যের দ্বারা সবকিছুই ধারণ করে আছেন।
সব পাপ ক্ষমা করার কাজ সম্পন্ন করার পর, তিনি স্বর্গে
ঐশ-মহিমার ডানদিকে উপবেশন করেছেন। **4** তিনি
উত্তরাধিকার বলে স্বর্গদূতদের তুলনায় যে উচ্চতর পদের
অধিকারী হয়েছেন, সেই অনুযায়ী তাদের থেকেও মহান
হয়ে উঠেছেন। **5** কারণ স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকে ঈশ্বর
কখন বলেছেন, "তুমি আমার পুত্র, আজ আমি তোমার
পিতা হয়েছি?" অথবা আবার, "আমি তার পিতা হব,
আর সে হবে আমার পুত্র?" **6** আবারও, ঈশ্বর যখন
তাঁর প্রথমজাতকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসেন, তিনি
বললেন, "ঈশ্বরের সব দূত তাঁর উপাসনা করুক।" **7** আর
স্বর্গদূতদের সম্পর্কে তিনি বলেন, "তিনি তাঁর দূতদের
করেন বায়ুসদৃশ, তাঁর সেবকদের করেন আগুনের শিখার
মতো।" **8** কিন্তু পুত্র সম্পর্কে তিনি বলেন, "হে ঈশ্বর,
তোমার সিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী; ধার্মিকতার রাজদণ্ড হবে
তোমার রাজ্যের রাজদণ্ড। **(aiōn g165)** **9** তুমি ধার্মিকতাকে
ভালোবেসেছ, আর দুষ্টতাকে ঘৃণা করেছ; সেই কারণে
ঈশ্বর, তোমার ঈশ্বর, আনন্দের তেল দিয়ে অভিষিক্ত করে,
তোমাকে তোমার সহচরদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন।" **10**
তিনি আরও বলেন, "হে প্রভু, আদিকালে তুমি এই পৃথিবীর
ভিত্তিমূল স্থাপন করেছ, আর আকাশমণ্ডলও তোমারই
হাতের রচনা। **11** সেসব বিলুপ্ত হবে, কিন্তু তুমি স্থায়ী
হবে; সেগুলি ছেঁড়া কাপড়ের মতো হবে। **12** পরিচ্ছদের
মতো তুমি সেসব গুটিয়ে রাখবে, পরনের পোশাকের
মতো সেগুলি পরিবর্তিত হবে। কিন্তু তুমি থাকবে সেই
একইরকম, তোমার আয়ুর কখনও শেষ হবে না।" **13**
স্বর্গদূতদের মধ্যে কাকে ঈশ্বর কখন বলেছেন, "তুমি
আমার ডানদিকে বসো, যতক্ষণ না আমি তোমার শত্রুদের
তোমার পাদপীঠে পরিণত করি?" **14** স্বর্গদূতেরা সবাই কি
পরিচর্যাকারী আত্মা নন? যারা পরিত্রাণের অধিকারী হবে,
তাদের সেবা করার জন্যই কি তারা প্রেরিত হননি?

**2** সেজন্য, আমরা যা শুনেছি, তার প্রতি অবশ্যই আরও
যত্নসহকারে মনোযোগ দেব, যেন আমরা বিপথে
না যাই। **2** কারণ স্বর্গদূতদের দ্বারা কথিত বাণী যদি
বাধ্যতামূলক হয় এবং তা কোনও ভাবে লঙ্ঘন বা অমান্য
করার ফলে যদি ন্যায্য শাস্তি প্রাপ্য হয়, **3** তাহলে,
এমন এক মহা পরিত্রাণ অবহেলা করলে আমরা কীভাবে
নিষ্কৃতি পাব? এই পরিত্রাণের কথা প্রভুই প্রথমে ঘোষণা
করেছিলেন; তাঁর কথা যারা শুনেছিলেন, তারাই আমাদের
কাছে তার সত্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। **4** আর ঈশ্বরও
বিভিন্ন নিদর্শন, বিস্ময়কর কাজ এবং বিভিন্ন অলৌকিক
কাজের মাধ্যমে তার প্রমাণ দিয়েছেন এবং তাঁর ইচ্ছা
অনুসারে পবিত্র আত্মার বিভিন্ন বরদান বিতরণ করা
হয়েছে। **5** আমরা যে নতুন জগতের কথা বলছি তা
তিনি স্বর্গদূতদের হাতে সমর্পণ করেননি। **6** কিন্তু কোনো
এক ব্যক্তি কোনো এক স্থানে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন:
"মানবজাতি কি, যে তাদের কথা তুমি চিন্তা করো?
মানবসন্তান কি, যে তার তুমি যত্ন করো? **7** তুমি তাদের
স্বর্গদূতদের চেয়ে সামান্য ছোটো করেছ; তুমি তাদের
গৌরব ও সম্মানের মুকুটে ভূষিত করেছ, **8** আর সবকিছুই
তাঁর পদানত করেছ।" ঈশ্বর সবকিছুই তার অধীনে
রাখাতে এমন আর কিছুই রাখেননি, যা তার অধীন নয়।
অথচ, বর্তমানে আমরা সবকিছু তার অধীনে দেখতে
পাচ্ছি না। **9** আমরা সেই যীশুকে দেখতে পাচ্ছি, যাঁকে
স্বর্গদূতদের সামান্য নিচে স্থান দেওয়া হয়েছিল, তিনি
মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগের কারণে মহিমা ও সমাদরের মুকুটে
ভূষিত হয়েছেন, যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি সব মানুষের
জন্য মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করেন। **10** যাঁর জন্য ও যাঁর
মাধ্যমে সবকিছু অস্তিত্বলাভ করেছে, সেই ঈশ্বর তাঁর
বহু সন্তানকে মহিমায় অংশীদার করার পরিকল্পনাকে
সম্পূর্ণ করার জন্য যিনি তাদের পরিত্রাণের প্রবর্তক তাঁকে
কষ্টভোগের মাধ্যমে সিদ্ধি প্রদান করেছেন। ঈশ্বরের পক্ষে
তাই যথার্থ কাজ হয়েছিল। **11** যিনি মানুষকে পবিত্র করেন
ও যারা পবিত্র হয়, তারা উভয়েই এক পরিবারভুক্ত।
তাই তাদের ভাই (বা বোন) বলতে যীশু লজ্জিত নন। **12**
তিনি বলেন, "আমার ভাইবোনেদের কাছে আমি তোমার
নাম ঘোষণা করব; সভার মাঝে আমি তোমার জয়গান
গাইব।" **13** আবার, "আমি তাঁরই উপর আমার আস্থা
স্থাপন করব।" তিনি আরও বলেন, "দেখো, এই আমি ও
আমার সন্তানেরা, ঈশ্বর যাদের আমায় দিয়েছেন।" **14**
যেহেতু সন্তানেরা রক্তমাংস বিশিষ্ট, তাই তিনি তাদের
মানব-স্বভাবের অংশীদার হলেন, যেন তাঁর মৃত্যুর দ্বারা

তিনি মৃত্যুর উপরে যার ক্ষমতা আছে অর্থাৎ দিয়াবলকে
ধ্বংস করতে পারেন, 15 এবং মৃত্যুভয়ে যারা সমস্ত
জীবন দাসত্বের শিকলে বন্দি ছিল, তিনি তাদের মুক্ত
করতে পারেন। 16 নিশ্চিতরূপেই তিনি স্বর্গদূতদের নয়,
কিন্তু অব্রাহামের বংশধরদের সাহায্য করেন। 17 এই
কারণে, তাঁকে সর্বতোভাবে তাঁর ভাইবোনেদের মতো
হতে হয়েছিল, যেন ঈশ্বরের সেবায় তিনি এক করুণাময় ও
বিশ্বস্ত মহাযাজক হতে পারেন এবং প্রজাদের সব পাপের
জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন। 18 কারণ প্রলোভিত হয়ে
তিনি স্বয়ং যন্ত্রণাভোগ করেছিলেন বলে, যারা প্রলুব্ধ হচ্ছে,
তাদের তিনি সাহায্য করতে সক্ষম।

**3** অতএব, পবিত্র ভাইবোনেরা, তোমরা যারা স্বর্গীয়
আহ্বানের অংশীদার, আমরা যাঁকে স্বীকার করি প্রেরিত
ও মহাযাজকরূপে, সেই যীশুর প্রতি তোমাদের সব
চিন্তাভাবনা নিবদ্ধ করো। 2 ঈশ্বরের সমস্ত গৃহে মোশি
যেমন বিশ্বস্ত ছিলেন, যীশুও তেমনই তাঁর নিয়োগকর্তার
প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। 3 বাড়ির চেয়ে বাড়ির নির্মাতা যেমন
বেশি সম্মানের অধিকারী, যীশুও তেমনই মোশির চেয়ে
বেশি সম্মানের যোগ্য বলে নিশ্চিত হয়েছেন। 4 কারণ
প্রত্যেক গৃহ কারও দ্বারা নির্মিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর সবকিছুর
নির্মাতা। 5 "ঈশ্বরের সমস্ত গৃহে মোশি দাসের মতো বিশ্বস্ত
ছিলেন," ভবিষ্যতে যা বলা হবে, সে বিষয়ে তিনি সাক্ষ্য
দিয়েছিলেন। 6 কিন্তু খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের গৃহের উপরে, তাঁর
পুত্রের মতো বিশ্বস্ত। যদি আমরা সাহস ও প্রত্যাশা শেষ
পর্যন্ত ধারণ করে থাকি, যার জন্য আমরা গর্ব করি, তাহলে
তাঁর গৃহ আমরাই। 7 অতএব, "আজ যদি তোমরা তাঁর
কণ্ঠস্বর শোনো, 8 তাহলে তোমাদের হৃদয় কঠিন কোরো
না; যেমন মরুপ্রান্তরে পরীক্ষাকালে, তোমরা বিদ্রোহ
করেছিলে; 9 যেখানে তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাকে
পরীক্ষা করেছিল; আর যাচাই করেছিল, যদিও চল্লিশ
বছর ধরে আমি যা করেছিলাম, তারা সব দেখেছিল।
10 তাই, ওই প্রজন্মের প্রতি আমি ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম এবং
আমি বলেছিলাম, 'তাদের হৃদয় সবসময় বিপথগামী হয়
আর তারা আমার পথগুলি জানে না।' 11 তাই আমার
ক্রোধে আমি এক শপথ নিয়েছিলাম, 'আমার বিশ্রামে তারা
আর কোনোদিন প্রবেশ করবে না।'" 12 ভাইবোনেরা,
দেখো, তোমাদের কারও হৃদয়ে যেন পাপ ও অবিশ্বাস
না থাকে, যা জীবন্ত ঈশ্বরের কাছ থেকে তোমাদের দূরে
সরিয়ে নিয়ে যায়। 13 কিন্তু প্রতিদিন পরস্পরকে উৎসাহিত
করো, যতক্ষণ আজ বলে দিনটি অভিহিত হয়, যেন পাপের
ছলনায় তোমাদের কারও হৃদয় কঠিন হয়ে না পড়ে। 14
প্রথমে যেমন ছিল, যদি শেষ পর্যন্ত আমাদের বিশ্বাস সুদৃঢ়
রাখতে পারি, তাহলে আমরা খ্রীষ্টের সহভাগী হয়েছি।
15 যেমন যথার্থই বলা হয়েছে, "আজ যদি তোমরা তাঁর
কণ্ঠস্বর শোনো, তাহলে তোমাদের হৃদয়কে কঠিন কোরো
না, যেমন বিদ্রোহ-কালে তোমরা করেছিলে।" 16 যারা শুনে
বিদ্রোহ করেছিল, তারা কারা? মোশি যাদের মিশর থেকে
বের করে এনেছিলেন, তারাই কি নয়? 17 আর চল্লিশ
বছর ধরে তিনি কাদের প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন? যারা পাপ
করেছিল, মরুপ্রান্তরে যাদের শবদেহ পতিত হয়েছিল,
তাদেরই উপর নয় কি? 18 আর কাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বর
শপথ করেছিলেন, যে তারা কখনও তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ
করবে না, যারা অবাধ্য হয়েছিল, তাদেরই বিরুদ্ধে নয়
কি? 19 তাই আমরা দেখতে পাই যে, অবিশ্বাসের জন্যই
তারা প্রবেশ করতে পারেনি।

**4** অতএব, তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি বলবৎ
থাকলেও, তোমাদের কেউ যেন তা থেকে বঞ্চিত
না হয়। এ বিষয়ে এসো, আমরা সতর্ক হই। 2 কারণ
তাদের মতো আমাদেরও কাছে সুসমাচার প্রচার করা
হয়েছিল; কিন্তু তারা যে বাণী শুনেছিল, তাদের কাছে তা
ছিল মূল্যহীন, কারণ যারা বিশ্বাসের সঙ্গে শুনেছিল, তারা
তাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেনি। 3 এখন আমরা যারা বিশ্বাস
করেছি, তারা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করছি, যে বিশ্রামের
কথা ঈশ্বর উল্লেখ করেছেন, যেমন তিনি বলেছেন, "তাই
আমার ক্রোধে আমি এক শপথ নিয়েছিলাম, 'আমার
বিশ্রামে তারা আর কোনোদিন প্রবেশ করবে না।'" যদিও
তাঁর কাজ জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে সমাপ্ত হয়েছে। 4 কারণ
সপ্তম দিন সম্পর্কে তিনি কোনও এক স্থানে এই কথা
বলেছেন, "সপ্তম দিনে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম
নিলেন।" 5 উপরোক্ত অংশটিতে তিনি আবার বলেন,
"তারা আমার বিশ্রামে আর কোনোদিন প্রবেশ করবে না।"
6 একথা এখনও ঠিক যে, কিছু লোক সেই বিশ্রামে প্রবেশ
করবে এবং যাদের কাছে পূর্বে সুসমাচার প্রচার করা
হয়েছিল, তাদের অবাধ্যতার জন্য তারা প্রবেশ করতে
পারেনি। 7 তাই, "আজ" নামে অভিহিত করে ঈশ্বর আর
একটি দিন নির্ধারণ করলেন, যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে,
সেইমতো বহুকাল পরে তিনি দাউদের মাধ্যমে বলেছেন:
"আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোনো, তাহলে তোমাদের
হৃদয়কে কঠিন কোরো না।" 8 কারণ যিহোশূয় যদি তাদের
বিশ্রাম দিতেন, তাহলে ঈশ্বর পরে তাদের আর একটি

দিনের কথা বলতেন না। 9 তাই ঈশ্বরের প্রজাবৃন্দের
জন্য এক সাব্বাথের বিশ্রাম ভোগ করা বাকি আছে। 10
কারণ ঈশ্বর যেমন তাঁর কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন,
ঈশ্বরের বিশ্রামে যে প্রবেশ করে, সেও তেমনই তার নিজের
কাজ থেকে বিশ্রাম নেয়। 11 সুতরাং এসো, সেই বিশ্রামে
প্রবেশ করার জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করি, যেন তাদের
অবাধ্যতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে কারও পতন না হয়।
12 কারণ ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও সক্রিয়, উভয় দিকে
ধারবিশিষ্ট যে কোনো তরোয়াল থেকে তীক্ষ্ণ; প্রাণ ও আত্মা
এবং শরীরের গ্রন্থি ও মজ্জা পর্যন্ত তা ভেদ করে যায়;
তা হৃদয়ের চিন্তা ও আচরণের বিচার করে। 13 সমস্ত
সৃষ্টিতে সবকিছুই যাঁর দৃষ্টিতে অনাবৃত ও উন্মুক্ত, তাঁর
কাছে আমাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। 14
অতএব, আমরা এমন এক মহান মহাযাজককে পেয়েছি,
যিনি আকাশমণ্ডল অতিক্রম করে উন্নীত হয়েছেন, তিনি
ঈশ্বরের পুত্র যীশু; তাই এসো, আমরা যে বিশ্বাস স্বীকার
করি, তা দৃঢ়রূপে আঁকড়ে ধরে থাকি। 15 কারণ আমাদের
মহাযাজক এমন নন, যিনি আমাদের দুর্বলতায় সহানুভূতি
দেখাতে অক্ষম; বরং আমরা এমন একজনকে পেয়েছি,
যিনি আমাদেরই মতো সব বিষয়ে প্রলোভিত হয়েছিলেন,
অথচ নিষ্পাপ থেকেছেন। 16 তাই এসো, আস্থার সঙ্গে
আমরা তাঁর অনুগ্রহ-সিংহাসনের সামনে উপস্থিত হই, যেন
আমরা করুণা লাভ করতে পারি ও আমাদের প্রয়োজনের
সময়ে অনুগ্রহ পাই।

**5** প্রত্যেক মহাযাজক মানুষের মধ্য থেকে মনোনীত
হন এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব করার ও
পাপার্থক বলি উৎসর্গ করার জন্য নিযুক্ত হন। 2 যারা
অজ্ঞ, যারা পথভ্রান্ত, তাদের সঙ্গে তিনি কোমল আচরণ
করতে সমর্থ, যেহেতু তিনি স্বয়ং দুর্বলতার অধীন। 3 এই
জন্যই তাঁর নিজের ও সেই সঙ্গে প্রজাদের সব পাপের
জন্য তাঁকে বিভিন্ন বলি উৎসর্গ করতে হয়। 4 কেউ এই
সম্মান স্বয়ং নিজের উপর নিতে পারে না। তাঁকে অবশ্যই
ঈশ্বরের দ্বারা আহূত হতে হবে, যেমন হারোণকে হতে
হয়েছিল। 5 তাই খ্রীষ্টও মহাযাজক হওয়ার মহিমা স্বয়ং
গ্রহণ করেননি। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, "তুমি আমার
পুত্র, আজ আমি তোমার পিতা হয়েছি।" 6 অন্যত্র তিনি
বলেন, "মল্কীষেদকের পরম্পরা অনুযায়ী, তুমিই চিরকালীন
যাজক।" (aiōn g165) 7 যীশু তাঁর পার্থিব জীবনকালে তীব্র
আর্তনাদ ও অশ্রুপাতের সঙ্গে সেই একজনের কাছে প্রার্থনা
ও মিনতি উৎসর্গ করেছিলেন, যিনি তাঁকে মৃত্যু থেকে
উদ্ধার করতে সমর্থ ছিলেন। তাঁর এই বিনম্র আত্মসমর্পণের
জন্য তিনি উত্তর পেয়েছিলেন। 8 পুত্র হয়েও তিনি কষ্টযন্ত্রণা
ভোগ করলেন ও তার মাধ্যমে বাধ্য হওয়ার শিক্ষা লাভ
করলেন 9 এবং এভাবে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়ে, তাঁর অনুগতদের
জন্য তিনি চিরন্তন পরিত্রাণের উৎস হয়েছেন। (aiōnios
g166) 10 আর মল্কীষেদকের পরম্পরা অনুযায়ী ঈশ্বরের দ্বারা
মহাযাজকরূপে অভিহিত হয়েছেন। 11 এ বিষয়ে আমাদের
অনেক কিছুই বলার আছে, কিন্তু তোমরা শিখতে মন্থর
বলে, তা ব্যাখ্যা করা কষ্টসাধ্য। 12 প্রকৃতপক্ষে, এতদিনে
তোমাদের শিক্ষক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের
প্রাথমিক সত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য তোমাদেরই একজন
শিক্ষকের প্রয়োজন। তোমাদের প্রয়োজন কঠিন খাবার
নয়, কিন্তু দুধের। 13 যে দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে সে এখনও
শিশু, ধার্মিকতা বিষয়ের শিক্ষা সম্পর্কে তার কোনো
পরিচয় নেই। 14 কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের প্রয়োজন
কঠিন খাবার, যারা সবসময় অনুশীলনের মাধ্যমে ভালো
ও খারাপের মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করতে নিজেদের অভ্যস্ত
করে তুলেছে।

**6** সুতরাং এসো, আমরা খ্রীষ্ট সম্পর্কিত প্রাথমিক শিক্ষার
দিকে বারবার দৃষ্টি না দিই। তার পরিবর্তে আমরা
পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে চলি। সুতরাং, যেসব কাজ
মৃত্যুর পথে চালিত করে সেসব থেকে অনুতাপ করা ও
ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস করা—এইসব প্রাথমিক শিক্ষার
পুনরাবৃত্তি করার আর প্রয়োজন নেই। 2 বাপ্তিষ্ম সম্পর্কিত
নির্দেশ, কারও উপরে হাত রাখা, মৃত ব্যক্তিদের পুনরুত্থান
ও শেষ বিচার—এইসব বিষয়ে তোমাদের আর নতুন
করে নির্দেশের প্রয়োজন নেই। (aiōnios g166) 3 আর
ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমরা পরবর্তী শিক্ষার দিকে এগিয়ে
যাব। 4 কারণ একবার যারা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছে—যারা
স্বর্গীয় বিষয়ের রস আস্বাদন করেছে, যারা পবিত্র আত্মার
অংশীদার হয়েছে, 5 যারা ঈশ্বরের বাক্যের মাধুর্য উপলব্ধি
করেছে ও সন্নিকট যুগের পরাক্রম আস্বাদন করেছে—
(aiōn g165) 6 তারা যদি ঈশ্বর থেকে দূরে চলে যায়
তাহলে তাদের আবার মন পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব।
কারণ ঈশ্বরের পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে তারা আবার তাঁকে
ক্রুশবিদ্ধ করছে এবং প্রকাশ্যে তাঁর মর্যাদাহানি করছে। 7
যে জমি বৃষ্টির জল শুষে নেয় ও উপযোগী ফসল উৎপন্ন
করে, তা ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করে। 8 কিন্তু যে
জমি কাঁটাঝোপ ও আগাছা উৎপন্ন করে, তা ব্যবহারের
অনুপযোগী হয়। চাষি সেই জমিকে অভিশাপ দেয় ও তা

পুড়িয়ে দেয়। 9 প্রিয় বন্ধুরা, আমরা এসব কথা বললেও
আমরা বিশ্বাস করি না যে এইসব বিষয় তোমাদের ক্ষেত্রে
প্রযোজ্য। আমরা নিশ্চিত যে তোমরা এর থেকে উৎকৃষ্ট
বিষয়ের সহযোগী যা পরিত্রাণের মাধ্যমে আসে। 10
কারণ ঈশ্বর অবিচার করেন না; অতীতে তোমরা তাঁর
ভক্তদাসদের প্রতি যে সাহায্য করেছ এবং এখনও করে
যাচ্ছ এবং তাঁর প্রতি যে ভালোবাসার নিদর্শন দেখিয়েছ,
ঈশ্বর তোমাদের সেসব কাজ ভুলে যাবেন না। 11 আমরা
চাই, তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের প্রত্যাশা সম্পূর্ণ না
হওয়া পর্যন্ত সমান আগ্রহ বজায় রাখো। 12 আমরা চাই
না, তোমরা শিথিল হও, বরং বিশ্বাস ও ধৈর্যের দ্বারা যারা
প্রতিশ্রুতির অধিকারী, তাদেরই অনুসরণ করো। 13 ঈশ্বর
যখন অব্রাহামকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, শপথ করার
মতো আর মহত্তর কেউ না থাকায়, তিনি নিজের নামেই
শপথ করেছিলেন 14 এবং বলেছিলেন, "আমি নিশ্চয়ই
তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং তোমাকে বহু বংশধর
দান করব।" 15 তাই অব্রাহাম ধৈর্যের সঙ্গে প্রতীক্ষার
পরে প্রতিশ্রুত বিষয় লাভ করেছিলেন। 16 আর মানুষ
নিজের চেয়েও মহত্তর কারও নামে শপথ করে। আবার যা
বলা হয়েছে শপথ তার নিশ্চয়তা দেয় ও সব যুক্তিতর্কের
অবসান ঘটায়। 17 কারণ ঈশ্বর তাঁর অপরিবর্তনীয় ইচ্ছাকে
প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকারীদের কাছে স্পষ্ট করে প্রকাশ
করতে চেয়েছিলেন বলে, তিনি শপথের দ্বারা তা সুনিশ্চিত
করলেন। 18 ঈশ্বর আমাদের প্রতিশ্রুতি ও শপথ দুই-ই
দিয়েছেন। এই দুটি বিষয় অপরিবর্তনীয় কারণ ঈশ্বরের
পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব। তাই, আমাদের সামনের
প্রত্যাশা আঁকড়ে ধরে আমরা শরণ নেওয়ার জন্য তাঁর
দিকে ছুটে গিয়েছি যেন আমরা দৃঢ় আশ্বাস প্রাপ্ত হই। 19
আমাদের সেই প্রত্যাশা আছে যা প্রাণের নোঙরের মতো,
সুদৃঢ় ও নিশ্চিত। তা পর্দার অন্তরালে থাকা মহাপবিত্র
স্থানে প্রবেশ করে, 20 যেখানে আমাদের অগ্রগামী যীশু
আমাদের পক্ষে প্রবেশ করেছেন। মল্কীষেদকের পরম্পরা
অনুসারে তিনি চিরকালের জন্য মহাযাজক হয়েছেন। (aiōn
g165)

**7** এই মল্কীষেদক ছিলেন শালেমের রাজা ও পরাৎপর
ঈশ্বরের যাজক। অব্রাহাম যখন রাজন্যবর্গকে পরাস্ত
করে ফিরে আসছিলেন, সেই সময় তিনি তাঁর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে তাঁকে আশীর্বাদ করেছিলেন 2 এবং অব্রাহাম
তাঁর সর্বস্বের এক-দশমাংশ তাঁকে দান করেছিলেন।
প্রথমত, তাঁর নামের অর্থ, "ধার্মিকতার রাজা," আর পরে,
"শালেমের রাজা," এর অর্থ, "শান্তিরাজ।" 3 পিতামাতা
ছাড়া ও বংশপরিচয় ছাড়া, জীবনের সূচনা বা সমাপ্তি
ছাড়াই, ঈশ্বরের পুত্রের মতো তিনি চিরকালের জন্য
যাজক হয়েছেন। 4 শুধু ভেবে দেখো, তিনি কত মহান
ছিলেন: এমনকি পিতৃপুরুষ অব্রাহাম তাঁকে লুট করা
দ্রব্যসামগ্রীর এক-দশমাংশ দান করেছিলেন। 5 এখন
বিধান অনুসারে, লেবির বংশধরেরা, যারা যাজক হয়,
তারা প্রজাসাধারণের, অর্থাৎ তাদের ভাইদের কাছ থেকে
এক-দশমাংশ সংগ্রহ করার বিধি লাভ করেছে, যদিও
তারা ছিল অব্রাহামেরই বংশধর। 6 যাই হোক, এই ব্যক্তি
লেবির বংশধররূপে নির্দিষ্ট না হলেও, তিনি অব্রাহামের
কাছ থেকে এক-দশমাংশ সংগ্রহ করেছিলেন এবং বিভিন্ন
প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত অব্রাহামকে আশীর্বাদ করেছিলেন। 7
নিঃসন্দেহে, সাধারণ ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তির কাছ থেকে
আশীর্বাদ লাভ করে। 8 এক অর্থে, মরণশীল মানুষের দ্বারা
দশমাংশ সংগৃহীত হয়; কিন্তু অন্য অর্থে, যিনি জীবিত
আছেন বলে ঘোষিত হয়েছিলেন তাঁর দ্বারাই হয়। 9 কেউ
এমন কথাও বলতে পারে যে, যিনি দশমাংশ সংগ্রহ করেন
সেই লেবি অব্রাহামের মাধ্যমেই দশমাংশ দিয়েছিলেন, 10
কারণ মল্কীষেদক যখন অব্রাহামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন,
তখন লেবি তাঁর পিতৃপুরুষের কটিতে বিদ্যমান ছিলেন।
11 লেবীয় যাজকত্বের মাধ্যমে যদি পূর্ণতা অর্জন করা
যেত—কারণ এরই ভিত্তিতে লোকদের কাছে বিধিবিধান
দেওয়া হয়েছিল—তাহলে হারোণের রীতি অনুযায়ী নয়,
কিন্তু মল্কীষেদকের রীতি অনুযায়ী কেন আরও একজন
যাজকের প্রয়োজন হল? 12 কারণ যাজকত্বের পরিবর্তন
হলে বিধানেরও পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক। 13 যাঁর সম্পর্কে
এসব বিষয় উক্ত হয়েছে, তিনি ভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত এবং সেই
গোষ্ঠীর কেউ কখনও যজ্ঞবেদির পরিচর্যা করেনি। 14
একথা স্পষ্ট যে, আমাদের প্রভু যিহূদা বংশের। এবং এই
বংশের যে কেউ যাজক হবে সে সম্পর্কে মোশি কিছুই
বলেননি। 15 মল্কীষেদকের মতো অন্য একজন যাজকের
আবির্ভাব হলে আমাদের কথা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে,
16 যিনি তাঁর পূর্বপুরুষদের মতো বিধানের উপরে ভিত্তি
করে নয়, কিন্তু এক অবিনশ্বর জীবনের শক্তিতে যাজক
হয়েছিলেন। 17 কারণ ঘোষণা করা হয়েছে: "মল্কীষেদকের
রীতি অনুযায়ী তুমিই চিরকালীন যাজক।" (aiōn g165) 18
পূর্বেকার বিধান নিষ্ফল ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায়, তা
অগ্রাহ্য করা হয়েছে 19 (কারণ বিধানের দ্বারা কিছুই পূর্ণতা
লাভ করেনি), বরং এক মহত্তর প্রত্যাশা উপস্থিত হয়েছে,
যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সান্নিধ্যে আসতে পারি। 20 আবার

শপথ ছাড়া কিন্তু এরকম হয়নি! অন্যেরা কোনো শপথ ছাড়াই যাজক হয়েছেন, 21 তিনি কিন্তু শপথ সহ যাজক হয়েছিলেন, যখন ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, "প্রভু এই শপথ করেছেন, তাঁর সংকল্পের পরিবর্তন হবে না; 'তুমিই চিরকালীন যাজক।'" (aiōn g165) 22 এই শপথের জন্য যীশু এক উৎকৃষ্টতর নিয়মের প্রতিভূ হয়েছেন। 23 পুরোনো প্রথায় এরকম অনেক যাজকই ছিলেন, যারা মৃত্যুর জন্য তাদের পদে চিরকাল থেকে যেতে পারেননি, 24 কিন্তু যীশু চিরজীবী বলে তাঁর যাজকত্বও চিরস্থায়ী। (aiōn g165) 25 তাই তাঁর মাধ্যমে যারা ঈশ্বরের কাছে আসে, তাদের তিনি সম্পূর্ণভাবে পরিত্রাণ করতে সমর্থ, কারণ তাদের পক্ষে মিনতি করার জন্য তিনি সবসময়ই জীবিত আছেন। 26 এইরকম একজন মহাযাজক আমাদের প্রয়োজন পূর্ণ করেন, যিনি পবিত্র, অনিন্দনীয়, বিশুদ্ধ, পাপীদের থেকে পৃথকীকৃত এবং সমস্ত স্বর্গলোকের ঊর্ধ্বে উন্নীত। 27 অন্যান্য মহাযাজকের মতো, প্রথমত নিজের জন্য ও পরে সব মানুষের পাপের জন্য, দিনের পর দিন তাঁর বিভিন্ন বলি উৎসর্গ করার প্রয়োজন নেই, কারণ তাদের সব পাপের জন্য তিনি নিজেকে একবারই বলিরূপে উৎসর্গ করেছেন। 28 কারণ বিধান যাদের মহাযাজকরূপে নিযুক্ত করে, তারা দুর্বল। কিন্তু বিধান প্রতিষ্ঠা করার পরবর্তীকালে শপথের দ্বারা যিনি নিযুক্ত হয়েছেন তিনি "পুত্র," সর্বকালের সিদ্ধপুরুষ। (aiōn g165)

**8** আমরা যা বলছি, তার মর্ম হল এই: আমাদের এমন একজন মহাযাজক আছেন, যিনি স্বর্গে মহিমা-সিংহাসনের ডানদিকে উপবিষ্ট; 2 তিনি সেই পবিত্রধামে, যা মানুষের দ্বারা নির্মিত নয়, কিন্তু প্রভুর দ্বারা স্থাপিত, সেই প্রকৃত সমাগম তাঁবুতে সেবাকাজ করেন। 3 প্রত্যেক মহাযাজক বিভিন্ন নৈবেদ্য ও বলি উৎসর্গের জন্য নিযুক্ত হয়েছেন, সেই কারণে এই মহাযাজকেরও উৎসর্গ করার জন্য অবশ্যই কিছু থাকা প্রয়োজন ছিল। 4 তিনি যদি পৃথিবীতে থাকতেন, তাহলে তিনি যাজক হতে পারতেন না, কারণ এখানে এমন অনেক লোক আছে, যারা বিধানের নির্দেশমতো নৈবেদ্য উৎসর্গ করে। 5 তারা এমন এক পবিত্রস্থানে পরিচর্যা করে, যা স্বর্গীয় পবিত্রস্থানের মতো ও তার প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ। সেই কারণে সমাগম তাঁবু নির্মাণ করতে উদ্যত হলে মোশিকে সতর্ক করা হয়েছিল, "দেখো, পর্বতের উপরে তোমাকে যে নকশা দেখানো হয়েছিল, সেই অনুযায়ী সবকিছু নির্মাণ কোরো।" 6 কিন্তু যীশু যে পরিচর্যা করেন, তা তাদের চেয়েও উৎকৃষ্ট স্তরের, কারণ তিনি যে সন্ধিচুক্তির মধ্যস্থতাকারী হয়েছেন, পুরোনোর চেয়ে তা শ্রেয় এবং উৎকৃষ্টতর প্রতিশ্রুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। 7 কারণ প্রথম সন্ধিচুক্তির মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি না থাকত, তাহলে অন্যটির কোনো প্রয়োজনই হত না। 8 কিন্তু ঈশ্বর লোকদের মধ্যে ত্রুটি দেখে বলেছিলেন, "প্রভু ঘোষণা করেন, দিন সন্নিকট, যখন ইস্রায়েল বংশ ও যিহূদা বংশের সঙ্গে আমি নতুন এক সন্ধিচুক্তি স্থাপন করব। 9 তাদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে স্থাপন করা নিয়মের মতো হবে না, যখন আমি তাদের হাত ধরে মিশর থেকে বের করে এনেছিলাম, কারণ তারা আমার সন্ধিচুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না, আর আমি তাদের প্রতি বিমুখ হয়েছিলাম, প্রভু একথা বলেন। 10 সেই সময়ের পরে, আমি ইস্রায়েল বংশের সঙ্গে এই নিয়ম স্থাপন করব, প্রভু ঘোষণা করেন। আমি তাদের মনে আমার বিধান স্থাপন করব, তাদের হৃদয়ে সেসব লিখে দেব। আর আমি হব তাদের ঈশ্বর এবং তারা হবে আমার প্রজা। 11 কোনো মানুষ তার প্রতিবেশীকে শেখাবে না বা একে অপরকে বলবে না, 'তুমি সদাপ্রভুকে জেনে নাও,' কারণ নগণ্যতম জন থেকে মহত্তম ব্যক্তি পর্যন্ত, তারা সবাই আমার পরিচয় পাবে। 12 কারণ আমি তাদের পাপ ক্ষমা করব এবং তাদের অনাচার আর কোনোদিন স্মরণ করব না।" 13 এই সন্ধিচুক্তিকে নতুন আখ্যা দিয়ে প্রথমটিকে তিনি পুরোনো করেছেন; আর যা পুরোনো, যা জীর্ণ, তা অচিরেই লুপ্ত হবে।

**9** প্রথম সন্ধিচুক্তিতে উপাসনা-সংক্রান্ত রীতিনীতি ছিল এবং ছিল এক পার্থিব পবিত্রধাম। 2 কারণ, একটি সমাগম তাঁবু স্থাপিত হয়েছিল, যার প্রথম কক্ষে ছিল সেই দীপাধার, উৎসর্গীকৃত দর্শন রুটিসহ একটি টেবিল; একে বলা হত, পবিত্রস্থান। 3 দ্বিতীয় পর্দার পিছনে মহাপবিত্র স্থান বলে আর একটি কক্ষ ছিল। 4 সেখানে ছিল সোনার ধূপবেদি ও সোনায় মোড়া নিয়ম-সিন্দুক। এই সিন্দুকে ছিল মান্নায় ভরা সোনার ঘট, হারোণের মুকুলিত লাঠি এবং নিয়মসমন্বিত পাথরের ফলকগুলি। 5 সিন্দুকের উপরে ছিল মহিমার সেই দুই করূব, যারা সিন্দুকের আচ্ছাদনের উপরে ছায়া বিস্তার করত। কিন্তু এখন আমরা এ সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করতে পারি না। 6 এইভাবে পবিত্র তাঁবুতে সবকিছুর ব্যবস্থা করার পর, যাজকেরা তাদের পরিচর্যা সম্পন্ন করার জন্য নিয়মিতরূপে বাইরের কক্ষে প্রবেশ করতেন। 7 কিন্তু কেবলমাত্র মহাযাজকই বছরে শুধুমাত্র একবার ভিতরের কক্ষে প্রবেশ করতেন এবং কখনও রক্ত ছাড়া প্রবেশ

করতেন না। সেই রক্ত তিনি নিজের ও লোকেদের অজ্ঞতায় করা পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উৎসর্গ করতেন। 8 এর দ্বারা পবিত্র আত্মা দেখিয়েছেন যে, প্রথম সমাগম তাঁবুটি যতদিন বজায় ছিল, ততদিন মহাপবিত্র স্থানের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হয়নি। 9 বর্তমানকালের জন্য এ এক দৃষ্টান্তস্বরূপ; এর তাৎপর্য হল, উৎসর্গীকৃত বলি-উপহার ও নৈবেদ্য কখনও উপাসনাকারীর বিবেক শুচিশুদ্ধ করতে সমর্থ হয়নি। 10 সেগুলি শুধুমাত্র খাবার, পানীয় ও বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক শুচিকরণ সম্পর্কিত বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ-বিধিস্বরূপ, যা নতুন বিধি প্রবর্তণের সময় না আসা পর্যন্ত প্রযোজ্য ছিল। 11 এখন, খ্রীষ্ট যখন আগত উৎকৃষ্ট বিষয়গুলির জন্য মহাযাজকরূপে এলেন, তিনি আরও বেশি মহৎ ও নিখুঁত সমাগম তাঁবুর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করলেন, যা মানবসৃষ্ট নয়; এমনকি, যা এই সৃষ্টিরই অঙ্গ নয়। 12 তিনি ছাগল ও বাছুরের রক্ত নিয়ে প্রবেশ করেননি; সেই মহাপবিত্র স্থানে তিনি নিজের রক্ত নিয়ে চিরকালের মতো একবারই প্রবেশ করেছেন এবং আমাদের জন্য অনন্তকালীন মুক্তি অর্জন করেছেন। (aiōnios g166) 13 যারা সংস্কারগতভাবে অশুচি, বাহ্যিকভাবে শুচিশুদ্ধ করার জন্য তাদের উপরে ছাগল ও ষাঁড়ের রক্ত এবং দগ্ধ বকনা-বাছুরের ভস্ম ছিটিয়ে দেওয়া হত। 14 তাহলে আমরা যেন জীবন্ত ঈশ্বরের সেবা করতে পারি, এই উদ্দেশ্যে যিনি চিরন্তন আত্মার মাধ্যমে নিষ্কলঙ্ক বলিরূপে নিজেকেই ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত আমাদের বিবেককে মৃত্যুমুখী ক্রিয়াকলাপ থেকে আরও কত না নিশ্চিতরূপে শুচিশুদ্ধ করবে! (aiōnios g166) 15 এই কারণে খ্রীষ্ট এক নতুন নিয়মের মধ্যস্থতাকারী, যেন আহূতজনেরা চিরন্তন উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে। এখন তা সম্ভব, কারণ প্রথম নিয়মের সময়ে তারা যেসব পাপ করেছিল, তা থেকে তাদের উদ্ধার করতে তিনি মুক্তিপণরূপে মৃত্যুবরণ করেছেন। (aiōnios g166) 16 কোনও ইচ্ছাপত্র কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে, যিনি ইচ্ছাপত্র সম্পাদন করেছেন, তাঁর মৃত্যু প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। 17 কারণ যখন কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয়, কেবলমাত্র তখনই ইচ্ছাপত্র বলবৎ হয়। জীবিত ব্যক্তির ইচ্ছাপত্র কখনও কার্যকর হয় না। 18 এই কারণেই রক্ত ছাড়া প্রথম নিয়ম কার্যকর হয়নি। 19 মোশি যখন সব লোকের কাছে বিধানপুস্তকের প্রত্যেকটি আজ্ঞা ঘোষণা করেন, তিনি বাছুরের ও ছাগদের রক্তের সঙ্গে নিলেন জল, রক্তবর্ণ মেষলোম ও এসোব গাছের শাখা এবং তিনি তা ছিটিয়ে দিলেন সেই পুঁথি ও প্রজাদের উপর। 20 তিনি বললেন, "এ হল সেই নতুন নিয়মের রক্ত, যা পালন করার জন্য ঈশ্বর তোমাদের আদেশ দিয়েছেন।" 21 একইভাবে তিনি সেই সমাগম তাঁবু ও তার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর উপরে রক্ত ছিটিয়ে দিলেন। 22 বিধান অনুসারে, প্রকৃতপক্ষে সব কিছুকেই রক্ত দ্বারা পরিশোধিত হতে হয় এবং রক্তসেচন ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না। 23 অতএব, যেগুলি স্বর্গীয় বিষয়ের প্রতিরূপ, সেগুলি এসব বলির দ্বারা শুচিকৃত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু স্বর্গীয় বিষয়গুলির জন্য মহত্তর বলিদানের আবশ্যকতা ছিল। 24 কারণ খ্রীষ্ট প্রকৃত উপাসনাস্থলের প্রতিরূপ মানব-নির্মিত পবিত্রস্থানে প্রবেশ করেননি; তিনি সাক্ষাৎ স্বর্গে প্রবেশ করেছেন, যেন আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে উপস্থিত হন। 25 আবার মহাযাজক যেভাবে নিজের নয়, কিন্তু অন্যের রক্ত নিয়ে প্রতি বছর মহাপবিত্র স্থানে প্রবেশ করতেন, খ্রীষ্ট কিন্তু সেভাবে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য বারবার স্বর্গে প্রবেশ করেননি। 26 তাহলে জগৎ সৃষ্টির কাল থেকে খ্রীষ্টকে বহুবারই কষ্টভোগ ও মৃত্যুবরণ করতে হত। কিন্তু এখন, যুগের শেষ সময়ে, আত্মবলিদানের দ্বারা তিনি চিরকালের মতো পাপের বিলোপ সাধনের উদ্দেশ্যে একবারই প্রকাশিত হয়েছেন। (aiōn g165) 27 মানুষের জন্য যেমন একবার মৃত্যু ও তারপর বিচার নির্ধারিত হয়ে আছে, 28 তেমনই বহু মানুষের সব পাপ হরণ করার জন্য খ্রীষ্ট একবারই উৎসর্গীকৃত হয়েছেন এবং আর পাপবহনের জন্য নয়, কিন্তু যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে, তাদের পরিত্রাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হবেন।

**10** বিধান হল সন্নিকট বিষয়ের ছায়ামাত্র, সেগুলির বাস্তব রূপ নয়। সেই কারণে, বিধান অনুযায়ী বছরের পর বছর একইভাবে যে বলি উৎসর্গ করা হয় তা উপাসকদের সিদ্ধি দান করতে পারে না। 2 যদি তা পারত, তাহলে সেগুলি উৎসর্গ করা কি বন্ধ হয়ে যেত না? কারণ উপাসকেরা চিরকালের মতো একবারেই শুচিশুদ্ধ হত, তাদের পাপের জন্য আর অপরাধবোধ করত না। 3 কিন্তু ওইসব বলিদান প্রতি বছর পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, 4 কারণ ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত পাপ হরণ করতেই পারে না। 5 তাই খ্রীষ্ট যখন জগতে এসেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "তুমি বলিদানে ও নৈবেদ্যে প্রীত নও, কিন্তু আমার জন্য এক শরীর রচনা করেছ; 6 হোমবলি বা পাপার্থক বলি তুমি চাওনি। 7 তখন আমি বললাম, 'এই আমি, শাস্ত্রে আমার বিষয়ে লেখা আছে—হে আমার ঈশ্বর, আমি তোমার ইচ্ছা পালন করতেই এসেছি।'" 8 প্রথমে তিনি বলেছিলেন, "বিভিন্ন বলিদান ও নৈবেদ্য এবং হোম

ও পাপার্থক বলিদান তুমি চাওনি, তাতে তুমি প্রসন্নও ছিলে
না।" 9 তারপর তিনি বললেন, "দেখো, এই আমি, তোমার
ইচ্ছা পালন করতেই আমি এসেছি।" দ্বিতীয়টিকে প্রতিষ্ঠিত
করার জন্য তিনি প্রথম বিধানকে অগ্রাহ্য করলেন। 10
সেই ইচ্ছার কারণেই, যীশু খ্রীষ্টের দেহ চিরকালের জন্য
একবারই উৎসর্গ করা হয়েছে বলে আমরা পবিত্র হয়েছি।
11 দিনের পর দিন, প্রত্যেক যাজক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন
করার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেন; তিনি বারবার একই বলি
উৎসর্গ করেন, যা কখনও পাপ হরণ করতে পারে না।
12 কিন্তু এই যাজক সব পাপের জন্য চিরকালের মতো
একটিই বলি উৎসর্গ করলেন, তারপর তিনি ঈশ্বরের
ডানদিকে গিয়ে বসলেন। 13 সেই সময় থেকে, তাঁর
শত্রুদের তাঁর পদানত করার জন্য তিনি প্রতীক্ষা করে
আছেন, 14 কারণ তাঁর একবার মাত্র বলিদানের জন্য
যাদের পবিত্র করা হচ্ছে, তাদের তিনি চিরকালের জন্য
পূর্ণতা দান করেন। 15 এ বিষয়ে পবিত্র আত্মাও আমাদের
কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। প্রথমে তিনি বলেন: 16 "সেই
কালের পর আমি তাদের সঙ্গে এই নিয়ম স্থাপন করব, প্রভু
একথা বলেন। আমি তাদের হৃদয়ে আমার বিধান রাখব
এবং সেগুলি তাদের মনে লিখে রাখব।" 17 এরপর তিনি
বলেন, "আমি তাদের পাপ ও অনাচার, আর কোনোদিন
স্মরণ করব না।" 18 যেখানে এগুলি ক্ষমা করা হয়েছে,
সেখানে পাপের জন্য বলিদানের আর প্রয়োজন হয় না। 19
অতএব ভাইবোনেরা, যীশুর রক্তের মাধ্যমে মহাপবিত্র
স্থানে প্রবেশ করার আমাদের দৃঢ় নিশ্চয়তা আছে। 20
পর্দা অর্থাৎ তাঁর দেহের মাধ্যমে তিনি আমাদের জন্য এক
নতুন ও জীবন্ত পথ উন্মুক্ত করেছেন, 21 এবং যেহেতু
ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত আমাদের একজন মহান
যাজক আছেন, 22 তাই এসো রক্ত সিঞ্চনের দ্বারা অপরাধী
বিবেক থেকে আমাদের হৃদয়কে শুচিশুদ্ধ করে এবং নির্মল
জলে আমাদের দেহ ধুয়ে বিশ্বাসের পূর্ণ নিশ্চয়তায় সরল
হৃদয়ে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হই। 23 এসো, আমরা
অবিচলভাবে আমাদের প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি আঁকড়ে
ধরে থাকি, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিশ্বস্ত।
24 আবার এসো, আমরা এও বিবেচনা করে দেখি, কীভাবে
আমরা পরস্পরকে প্রেমে ও সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে পারি।
25 এসো, আমরা সভায় একত্রিত হওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ
না করি, কেউ কেউ যেমন এতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বরং
এসো পরস্পরকে উৎসাহিত করি, বিশেষত আরও বেশি
তৎপর হয়ে করি, কারণ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ প্রভুর
আগমনের সেইদিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। 26 আবার
সত্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার পর আমরা যদি স্বেচ্ছায়
পাপ করতে থাকি, তাহলে ওইসব পাপ ক্ষমা করার জন্য
বলিদানের আর ব্যবস্থা থাকে না, 27 থাকে শুধু বিচারের
জন্য ভয়াবহ প্রতীক্ষা এবং ঈশ্বরের শত্রুদের গ্রাস করার
জন্য প্রচণ্ড আগুন। 28 কেউ মোশির বিধান লঙ্ঘন করলে,
দুজন বা তিনজনের সাক্ষ্য প্রমাণে তাকে নির্দয়ভাবে হত্যা
করা হত। 29 তাহলে যে ঈশ্বরের পুত্রকে পদদলিত করেছে,
নিয়মের রক্ত দ্বারা শুচিশুদ্ধ হয়েও যে তা অপবিত্র জ্ঞান
করেছে এবং যে অনুগ্রহের আত্মাকে অপমান করেছে,
সে আরও কত না কঠোর শাস্তির যোগ্য বলে তোমাদের
মনে হয়? 30 কারণ যিনি বলেছেন, "প্রতিশোধ নেওয়া
আমারই কাজ, আমি প্রতিফল দেব," তাঁকে আমরা জানি।
আবার, "প্রভুই তাঁর প্রজাদের বিচার করবেন।" 31 জীবন্ত
ঈশ্বরের হাতে পড়া ভয়ংকর বিষয়! 32 ঈশ্বরের আলো
পাওয়ার পর প্রাথমিক সেই দিনগুলির কথা তোমরা স্মরণ
করো, যখন তোমরা দুঃখকষ্টের মুখোমুখি হয়ে কঠোর
সংগ্রামে রত ছিলে। 33 কখনও কখনও তোমরা প্রকাশ্যে
অপমানিত হয়েছ, অত্যাচার ভোগ করছ; অন্য সময়ে
যাদের প্রতি এরকম আচরণ করা হয়েছিল, তোমরা তাদের
সহভাগী হয়েছ। 34 তোমরা কারাগারে বন্দিদের প্রতি
সহানুভূতি দেখিয়েছ এবং তোমাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
হলেও তা সানন্দে মেনে নিয়েছ, কারণ তোমরা জানতে
যে, তোমাদের জন্য এক উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী সম্পত্তি রাখা
আছে। 35 তাই তোমরা তোমাদের নির্ভরতা ত্যাগ কোরো
না, তা পর্যাপ্ত পরিমাণে পুরস্কৃত হবে। 36 তোমাদের ধৈর্য
ধরার প্রয়োজন আছে, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে
তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা লাভ করতে পারো। 37
কারণ, আর অতি অল্পকাল পরেই, "যাঁর আগমন সন্নিকট,
তিনি আসবেন, বিলম্ব করবেন না। 38 কিন্তু আমার ধার্মিক
ব্যক্তি, বিশ্বাসের দ্বারাই জীবিত থাকবে। যদি সে পিছিয়ে
পড়ে, আমি তার প্রতি প্রসন্ন হব না।" 39 যারা পিছিয়ে
পড়ে ও বিনষ্ট হয়, আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নই; যারা
বিশ্বাস করে ও পরিত্রাণ পায়, আমরা তাদেরই সহভাগী।

**11** এখন বিশ্বাস হল, যা আমরা আশা করি, সে বিষয়ের
নিশ্চয়তা এবং যা আমরা দেখতে পাই না, তার অস্তিত্ব
সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া। 2 এই কারণেই প্রাচীনকালের
লোকেরা প্রশংসিত হয়েছিলেন। 3 বিশ্বাসে আমরা বুঝতে
পারি যে, সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরের আদেশে রচিত হয়েছিল; যার
ফলে, যা কিছু এখন আমরা দেখি, তা কোনো দৃশ্য বস্তু
থেকে নির্মিত হয়নি। (aiōn g165) 4 বিশ্বাসে হেবল কয়িনের

চেয়ে উৎকৃষ্ট বলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। বিশ্বাসেই তিনি ধার্মিক বলে প্রশংসিত হয়েছিলেন, যখন ঈশ্বর তাঁর বলিদানের সপক্ষে কথা বলেছিলেন। যদিও তিনি মৃত, তবু আজও বিশ্বাসের দ্বারা তিনি কথা বলে চলেছেন। 5 বিশ্বাসেই হনোককে এই জীবন থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল, "এই কারণে তিনি মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করেননি। তাঁর সন্ধান পাওয়া গেল না, কারণ ঈশ্বর তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন।" ঊর্ধ্বে নীত হওয়ার পূর্বে, ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিলেন বলে তিনি প্রশংসিত হয়েছিলেন। 6 কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। কারণ যে ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আসে, তাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, তিনি আছেন এবং যারা আন্তরিকভাবে তাঁর অন্বেষণ করে, তিনি তাদের পুরস্কার দেন। 7 বিশ্বাসে নোহ, যেসব বিষয় তখনও প্রত্যক্ষ হয়নি, সেগুলি সম্পর্কে সতর্কবাণী লাভ করে তাঁর পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ভক্তিপূর্ণ ভয়ে তাঁর বিশ্বাসের দ্বারা একটি জাহাজ নির্মাণ করলেন। বিশ্বাসের দ্বারা তিনি জগৎকে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন এবং বিশ্বাসের দ্বারা যে ধার্মিকতা লাভ করা যায়, তিনি তার উত্তরাধিকার হলেন। 8 বিশ্বাসেই অব্রাহাম, যে স্থান তিনি ভাবীকালে উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করবেন, সেই স্থানে যাওয়ার আহ্বান পেয়ে গন্তব্যস্থান না জেনেই, বাধ্যতার সঙ্গে সেই স্থানে গেলেন। 9 এমনকি তিনি যখন সেই দেশে পৌঁছালেন যা ঈশ্বর তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি সেখানে বিশ্বাসে বাস করলেন—কারণ তিনি সেখানে ছিলেন বিদেশি আগন্তুকের মতো, তিনি তাঁবুতে বাস করলেন। আর ইস্হাক ও যাকোব তাঁর মতো তাঁবুতে বাস করলেন, যাঁরা তাঁর সঙ্গে একই প্রতিশ্রুতির উত্তরাধিকার ছিলেন। 10 কারণ তিনি ভিত্তিযুক্ত সেই নগরের প্রতীক্ষায় ছিলেন, ঈশ্বরই যার স্থপতি ও নির্মাতা। 11 বিশ্বাসে সারা, যিনি বন্ধ্যা ছিলেন—তিনি মা হওয়ার সক্ষমতা লাভ করেছিলেন, কারণ যিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে বিশ্বস্ত মনে করেছিলেন। 12 আর তাই এই এক ব্যক্তি থেকে অর্থাৎ এক মৃতপ্রায় ব্যক্তি থেকে আকাশের তারার মতো বহুসংখ্যক এবং সমুদ্রতটের বালির কণার মতো অগণিত বংশধর উৎপন্ন হল। 13 এই সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করলেও, তাঁদের কাছে দেওয়া ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিতে তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন। প্রতিশ্রুত দান তাঁরা লাভ করেননি; তাঁরা শুধু সেগুলি দেখেছিলেন এবং দূর থেকে সেগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন, এই পৃথিবীতে তাঁরা বহিরাগত ও আগন্তুক মাত্র। 14 যাঁরা এসব কথা বলেন, তাঁরা স্পষ্ট ব্যক্ত করেন যে, তাঁরা নিজেদের জন্য একটি দেশের অনুসন্ধান করছেন। 15 তাঁরা যদি তাদের ফেলে-আসা দেশের কথা ভাবতেন, তাহলে ফিরে যাওয়ার সুযোগ তাঁরা পেতেন। 16 বরং, তাঁরা এর চেয়েও উৎকৃষ্ট, এক স্বর্গীয় দেশের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। তাই ঈশ্বর, তাঁদের ঈশ্বর বলে অভিহিত হতে লজ্জাবোধ করেননি, কারণ তাঁদের জন্য তিনি এক নগর প্রস্তুত করে রেখেছেন। 17 বিশ্বাসে অব্রাহাম, ঈশ্বর যখন তাঁকে পরীক্ষা করলেন, তিনি ইস্হাককে বলিরূপে উৎসর্গ করলেন। যিনি বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন, তিনি তাঁর একমাত্র ও অনন্য পুত্রকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, 18 যদিও ঈশ্বর তাঁকে বলেছিলেন, "ইস্হাকের মাধ্যমেই তোমার বংশ পরিচিত হবে।" 19 অব্রাহাম যুক্তিবিবেচনা করেছিলেন যে, ঈশ্বর মৃত মানুষকেও উত্থাপিত করতে পারেন, তাই আলংকারিকরূপে বলা যেতে পারে, তিনি মৃত্যু থেকে ইস্হাককে ফিরে পেয়েছিলেন। 20 বিশ্বাসে ইস্হাক, যাকোব ও এষৌকে, তাঁদের ভাবীকাল সম্পর্কে আশীর্বাদ করেছিলেন। 21 বিশ্বাসে যাকোব, মৃত্যুর সময় যোষেফের উভয় পুত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন এবং তাঁর লাঠির ডগার উপর হেলান দিয়ে উপাসনা করেছিলেন। 22 বিশ্বাসে যোষেফ, যখন তাঁর অন্তিমকাল ঘনিয়ে এল, তিনি মিশর থেকে ইস্রায়েলীদের নির্গমনের কথা বলেছিলেন এবং তাঁর হাড়গোড় সেখানে কবর দেওয়ার বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন। 23 বিশ্বাসে মোশির বাবা-মা, জন্মের পরে তিন মাস তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, কারণ তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, তিনি কোনও সাধারণ শিশু ছিলেন না। তাঁরা রাজার হুকুমনামায় ভীত হননি। 24 বিশ্বাসে মোশি বড়ো হয়ে উঠলে, ফরৌণের মেয়ের পুত্র বলে পরিচিত হতে অস্বীকার করলেন। 25 তিনি পাপের ক্ষণস্থায়ী সুখ ভোগ করার বদলে, ঈশ্বরের প্রজাদের সঙ্গে নির্যাতন ভোগ করাই শ্রেয় বলে মনে করলেন। 26 মিশরের ঐশ্বর্যের চেয়ে খ্রীষ্টের জন্য অপমান ভোগ করাকে তিনি আরও বেশি মূল্যবান বলে মনে করলেন, কারণ তিনি তাঁর দৃষ্টি ভাবী পুরস্কারের প্রতিই নিবদ্ধ রেখেছিলেন। 27 রাজার ক্রোধ ভয় না করে, তিনি বিশ্বাসে মিশর ত্যাগ করলেন। যিনি দৃষ্টির অগোচর, তিনি তাঁকে দেখেছিলেন বলে অবিচল ছিলেন। 28 বিশ্বাসে তিনি নিস্তারপর্ব পালন ও রক্তসিঞ্চন করলেন, যেন প্রথমজাতদের ধ্বংসকারী দূত ইস্রায়েলের প্রথমজাতদের স্পর্শ না করেন। 29 বিশ্বাসে ইস্রায়েলী লোকেরা শুষ্ক ভূমির মতো লোহিত সাগর পার হয়ে গেল, কিন্তু মিশরীয়রা তা করতে গিয়ে

সাগরে তলিয়ে গেল। 30 বিশ্বাসে যিরীহোর প্রাচীর পড়ে
গেল, যখন ইস্রায়েলী লোকেরা সেগুলির চারদিকে সাত
দিন ধরে প্রদক্ষিণ করল। 31 বিশ্বাসে পতিতা রাহব,
গুপ্তচরদের স্বাগত জানিয়েছিল বলে, যারা অবাধ্য হয়েছিল,
তাদের সঙ্গে সে নিহত হয়নি। 32 আমি আর কত বলব?
গিদিয়োন, বারক, শিমশোন, যিপ্তহ, দাউদ, শমূয়েল ও
ভাববাদীদের সম্পর্কে বলার মতো সময় আমার নেই।
33 বিশ্বাসের মাধ্যমে তাঁরা বিভিন্ন রাজ্য জয় করেছিলেন,
ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুত বিষয়
লাভ করেছিলেন; তাঁরা সিংহের মুখ বন্ধ করেছিলেন, 34
জ্বলন্ত আগুনের শিখা নিভিয়ে দিয়েছিলেন এবং ধারালো
তরোয়াল থেকে নিস্তার পেয়েছিলেন; তাঁদের দুর্বলতা
শক্তিতে পরিণত হয়েছিল; তাঁরা যুদ্ধে পরাক্রমী হয়েছিলেন
ও পরজাতীয় সৈন্যবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করেছিলেন। 35
নারীরা তাঁদের মৃতজনেদের ফিরে পেয়েছিলেন, তাঁদের
পুনরায় জীবন দান করা হয়েছিল। অন্যেরা যন্ত্রণাভোগ
করেছিলেন এবং মুক্ত হতে অস্বীকার করেছিলেন, যেন
তাঁরা এক উৎকৃষ্টতর পুনরুত্থানের অংশীদার হতে পারেন।
36 কেউ কেউ বিদ্রুপ ও বেতের আঘাত সহ্য করেছিলেন,
অন্যেরা বন্দি ও কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। 37 তাঁদের পাথর
দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল; করাত দিয়ে দু-খণ্ড করা
হয়েছিল; তরোয়ালের আঘাতে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁরা
মেষের ছাল ও ছাগলের ছাল পরে ঘুরে বেড়াতেন; তাঁরা
দীনদরিদ্রের মতো ও অত্যাচারিত ও দুর্ব্যবহারের শিকার
হতেন। 38 এই জগৎ তাঁদের জন্য যোগ্য স্থান ছিল না;
তাঁরা বিভিন্ন মরুভূমিতে, পাহাড়-পর্বতে, গুহায় ও মাটির
গর্তে আশ্রয় নিতেন। 39 এরা সবাই বিশ্বাসের জন্য প্রশংসা
লাভ করেছিলেন, তবুও এরা কেউই প্রতিশ্রুত বিষয়
লাভ করেননি। 40 ঈশ্বর উৎকৃষ্টতর কিছু আমাদের জন্য
পরিকল্পনা করেছিলেন, যেন আমাদেরই সঙ্গে মিলিতভাবে
তাঁদের সিদ্ধতা দান করা হয়।

**12** সুতরাং, আমরা এরকম এক বিশাল সাক্ষীবাহিনী
দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায়, এসো বাধাদায়ক সমস্ত
বিষয় ও যেসব পাপ সহজেই আমাদের জড়িয়ে ধরে,
সেগুলি ছুঁড়ে ফেলি। আর যে দৌড় আমাদের জন্য নির্ধারণ
করা হয়েছে, এসো ধৈর্যের সঙ্গে সেই অভিমুখে ছুটে চলি। 2
এসো, আমাদের বিশ্বাসের আদি-উৎস ও সিদ্ধিদাতা যীশুর
উপরে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, যিনি তাঁর সামনে স্থিত
আনন্দের জন্য ক্রুশ সহ্য করলেন, সেই লজ্জাকে উপেক্ষা
করলেন ও ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে উপবেশন
করলেন। 3 পাপী মানুষের এত বিরোধিতা যিনি সহ্য
করলেন, তাঁর কথা বিবেচনা করো, তাহলে তোমরাও
ক্লান্তিতে অবসন্ন ও নিরুৎসাহ হবে না। 4 পাপের বিরুদ্ধে
সংগ্রামের জন্য তোমাদের রক্তপাত করতে হয়েছে, এ
ধরনের প্রতিরোধ তোমরা এখনও করোনি। 5 আর উৎসাহ
প্রদানকারী সেই বাণী তোমরা ভুলে গিয়েছ, যা তোমাদের
পুত্র বলে সম্বোধন করে: "পুত্র আমার, তুমি প্রভুর শাসন
তুচ্ছ মনে কোরো না, তিনি তিরস্কার করলে নিরুৎসাহ
হোয়ো না। 6 কারণ প্রভু যাদের প্রেম করেন, তাদের
শাসনও করেন, যাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, তাকে শাস্তি
প্রদানও করেন।" 7 কষ্ট-দুর্দশাকে শাসন বলে সহ্য করো;
ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে সন্তানের মতো আচরণ করেন।
কারণ এমন পুত্র কেউ আছে, যাকে পিতা শাসন করেন
না? 8 যদি তোমাদের শাসন করা না হয়, আর প্রত্যেক
ব্যক্তিকেই শাসনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, তাহলে তোমরা
অবৈধ সন্তান, প্রকৃত পুত্রকন্যা নও। 9 এছাড়া, পৃথিবীতে
আমাদের প্রত্যেকেরই বাবা আছেন, যাঁরা আমাদের শাসন
করেছেন এবং সেজন্য আমরা তাঁদের শ্রদ্ধাও করি। তাহলে
যিনি আমাদের আত্মাসকলের পিতা, তাঁর কাছে আমরা
কত না আত্মসমর্পণ করব ও বেঁচে থাকব? 10 তাঁরা যেমন
ভালো মনে করেছেন, তেমনই অল্পকালের জন্য আমাদের
শাসন করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের মঙ্গলের জন্য শাসন
করেন, যেন আমরা তাঁর পবিত্রতার অংশীদার হতে পারি।
11 কোনো শাসনই তাৎক্ষণিক আনন্দদায়ক মনে হয় না,
বরং যন্ত্রণাদায়ক মনে হয়। যাই হোক, পরবর্তীকালে,
যারা এর মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করেছে, তা তাদের জন্য
ধার্মিকতার ও শান্তির ফসল উৎপন্ন করে। 12 অতএব,
তোমরা তোমাদের অশক্ত বাহু ও দুর্বল হাঁটু সবল করো।
13 "তোমাদের চলার পথ সরল করো," যেন খোঁড়া ব্যক্তি
পঙ্গু না হয়, বরং সুস্থ হতে পারে। 14 সকলের সঙ্গে
শান্তিতে বসবাস করতে ও পবিত্র হওয়ার জন্য সর্বাত্মক
চেষ্টা করো। পবিত্রতা ব্যতিরেকে কেউ প্রভুর দর্শন পাবে
না। 15 সতর্ক থেকো, কেউ যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ থেকে
বঞ্চিত না হয়। দেখো, তিক্ততার কোনো মূল যেন অঙ্কুরিত
হয়ে সমস্যার সৃষ্টি না করে ও অনেককে কলুষিত না
করে। 16 সাবধান, কেউ যেন অবৈধ-সংসর্গকারী, অথবা
এষৌর মতো ভক্তিহীন না হয়, যে একবারের খাবারের
জন্য বড়ো ছেলের অধিকার বিক্রি করে দিয়েছিল। 17
তোমরা জানো, পরে এই আশীর্বাদের অধিকারী হতে
চাইলেও, সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যদিও সে চোখের
জল ফেলে সেই আশীর্বাদের অন্বেষী হয়েছিল, কিন্তু সে

মনের কোনও পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। 18 তোমরা
এমন কোনো পর্বতের সম্মুখীন হওনি, যা স্পর্শ করা
যায়, যাতে আগুন জ্বলছে, যেখানে আছে অন্ধকার, ভীতি
ও ঝড়ঝঞ্ঝা। 19 যারা তূরীধ্বনি শুনেছিল বা কণ্ঠস্বরের
মুখোমুখি হয়েছিল, তারা প্রার্থনা করেছিল যে তাদের
কাছে যেন আর কোনো কথা বলা না হয়। 20 কারণ
এই আদেশ তারা সহ্য করতে পারেনি, "যদি একটি
পশুও পর্বত স্পর্শ করে, তাহলে তাকে অবশ্যই পাথরের
আঘাতে মেরে ফেলা হবে।" 21 সেই দৃশ্য এতই ভয়ংকর
ছিল যে, মোশি বলেছিলেন, "আমি ভয়ে কাঁপছি।" 22
কিন্তু তোমরা উপস্থিত হয়েছ সিয়োন পর্বতে, সেই স্বর্গীয়
জেরুশালেমে, জীবন্ত ঈশ্বরের নগরে। তোমরা উপস্থিত
হয়েছ হাজার হাজার স্বর্গদূতের আনন্দমুখর সমাবেশে, 23
প্রথমজাতদের মণ্ডলীতে, যাদের নাম স্বর্গে লেখা আছে।
তোমরা সব মানুষের বিচারক ঈশ্বর, সিদ্ধিপ্রাপ্ত ধার্মিকদের
আত্মা ও 24 এক নতুন নিয়মের মধ্যস্থতাকারী যীশু এবং
তাঁর সিঞ্চিত রক্তের সম্মুখীন হয়েছ, যা হেবলের রক্তের
চেয়েও উৎকৃষ্টতর কথা বলে। 25 দেখো, যিনি কথা বলেন,
তাঁকে যেন তোমরা অগ্রাহ্য না করো। যিনি পৃথিবীতে
তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তাঁকে অগ্রাহ্য করে তারা
যদি অব্যাহতি না পেয়ে থাকে, তাহলে যিনি স্বর্গ থেকে
আমাদের সতর্ক করেন, তাঁর প্রতি যদি আমরা বিমুখ
হই, তাহলে নিশ্চিত যে আমরা নিষ্কৃতি পাব! 26 সেই
সময় তাঁর কণ্ঠস্বর পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল, কিন্তু
এখন তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, "আর একবার, আমি
শুধুমাত্র পৃথিবীকে নয়, কিন্তু আকাশমণ্ডলকেও প্রকম্পিত
করব।" 27 "আর একবার" উক্তিটির তাৎপর্য হল, যেসব
সৃষ্টবস্তু প্রকম্পিত করা যায়, সেগুলি দূর করা হবে, কিন্তু যা
প্রকম্পিত করা যায় না, সেগুলি স্থায়ী হবে। 28 অতএব,
আমরা যে রাজ্য গ্রহণ করতে চলেছি, তা প্রকম্পিত হবে
না; তাই এসো আমরা কৃতজ্ঞ হই এবং শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে
ঈশ্বরের প্রীতিজনক উপাসনা করি। 29 কারণ আমাদের
"ঈশ্বর সবকিছু পুড়িয়ে দেওয়া আগুনের মতো।"

**13** তোমরা ভাইবোনের মতো পরস্পরকে ভালোবেসে
যাও। 2 অতিথির সেবা করতে ভুলে যেয়ো না,
কারণ তা করে কেউ কেউ না জেনে স্বর্গদূতদেরই সেবা
করেছে। 3 যারা কারারুদ্ধ আছে, সহবন্দি মনে করে
তাদের স্মরণ করো। তোমরা নিজেরাই যেন কষ্টভোগ
করছ, এরকম মনে করে যাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করা
হয়েছে, তাদের স্মরণ করো। 4 বিবাহ-সম্পর্ককে সবারই
সম্মান করা উচিত এবং বিবাহ-শয্যা শুচিশুদ্ধ রাখতে হবে।
কারণ ব্যভিচারীদের ও অবৈধ-সংসর্গকারীদের বিচার
ঈশ্বর করবেন। 5 তোমাদের জীবন অর্থলালসা থেকে মুক্ত
রেখো। তোমাদের যা আছে, তাতেই সন্তুষ্ট থেকো। কারণ
ঈশ্বর বলেছেন, "আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে দেব না,
কখনও তোমায় পরিত্যাগ করব না।" 6 তাই আমরা আস্থার
সঙ্গে বলতে পারি, "প্রভুই আমার সহায়, আমি ভীত হব না,
মানুষ আমার কী করতে পারে?" 7 যাঁরা তোমাদের কাছে
ঈশ্বরের বাণী প্রচার করে গেছেন সেই নেতাদের স্মরণ
করো। তাদের জীবনচর্যার পরিণাম সম্পর্কে বিবেচনা করো
এবং তাদের বিশ্বাসের অনুকরণ করো। 8 যীশু খ্রীষ্ট কাল
যেমন ছিলেন, আজও তেমনি আছেন এবং চিরকাল একই
থাকবেন। (aiōn g165) 9 তোমরা বিভিন্ন ধরনের বিচিত্র
শিক্ষায় বিপথে চালিত হোয়ো না। অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের
হৃদয়কে শক্তিশালী করাই ভালো, কোনো সংস্কারগত
খাবার দিয়ে নয়, কারণ যারা তা ভোজন করে, তাদের
কাছে এর কোনো মূল্য নেই। 10 আমাদের এক যজ্ঞবেদি
আছে, যা থেকে, যারা সমাগম তাঁবুর পরিচারক, তাদের
ভোজন করার অধিকার নেই। 11 মহাযাজক পাপমোচনের
নৈবেদ্যস্বরূপ পশুর রক্ত মহাপবিত্র স্থানে বয়ে নিয়ে যান,
কিন্তু সেগুলির দেহ শিবিরের বাইরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
12 সেভাবে, যীশুও তাঁর রক্তের মাধ্যমে প্রজাদের পবিত্র
করার জন্য নগরদ্বারের বাইরে মৃত্যুবরণ করেছেন। 13
তাহলে এসো, তিনি যে অপমান সহ্য করেছিলেন, তা
বহন করে আমরা শিবিরের বাইরে তাঁর কাছে যাই। 14
কারণ এখানে আমাদের কাছে কোনো চিরস্থায়ী নগর
নেই, কিন্তু আমরা সন্নিকট সেই নগরের প্রতীক্ষায় আছি।
15 অতএব এসো, যীশুর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের কাছে
অবিরাম প্রশংসার বলি উৎসর্গ করি—তা হল তাঁর নাম
স্বীকার করা আমাদের ঠোঁটের ফল। 16 আর অপরের
উপকার ও অন্যদের সঙ্গে তোমাদের সম্পদ ভাগ করার
কথা ভুলে যেয়ো না, কারণ এ ধরনের বলিদানেই ঈশ্বর
সন্তুষ্ট হন। 17 তোমাদের নেতাদের নির্দেশ মেনে চলো
ও তাদের কর্তৃত্বের বশ্যতাধীন হও। যাদের জবাবদিহি
করতে হবে, এমন মানুষের মতো তাঁরা তোমাদের প্রতি
সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁদের আদেশ পালন করো, যেন
তাদের কাজ আনন্দদায়ক হয়, বোঝাস্বরূপ না হয়, তা না
হলে, তা তোমাদের পক্ষে লাভজনক হবে না। 18 আমাদের
জন্য প্রার্থনা করো। আমরা সুনিশ্চিত যে, আমাদের এক
পরিচ্ছন্ন বিবেক আছে এবং আমরা সব বিষয়ে সম্মানজনক
জীবনযাপন করার আকাঙ্ক্ষা করি। 19 আমি তোমাদের

বিশেষভাবে প্রার্থনা করার জন্য অনুনয় করি, যেন আমি
শীঘ্রই তোমাদের কাছে আবার ফিরে যেতে পারি। 20
শান্তির ঈশ্বর, যিনি অনন্ত সন্ধিচুক্তির রক্তের মাধ্যমে
আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতলোক থেকে পুনরায় উত্থাপিত
করেছেন, মেষপালের সেই মহান পালরক্ষক, (aiōnios
g166) 21 তাঁর ইচ্ছা পালনের উদ্দেশে তোমাদের সব উত্তম
উপকরণে সুসজ্জিত করুন এবং তাঁর কাছে যা প্রীতিকর,
তা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাদের অন্তরে সম্পন্ন করুন।
যুগে যুগে চিরকাল তাঁর মহিমা কীর্তিত হোক। আমেন!
(aiōn g165) 22 ভাইবোনেরা, তোমাদের অনুনয় করি, আমার
এই উপদেশবাণী সহ্য করো, কারণ আমি তোমাদের
কাছে একটি সংক্ষিপ্ত পত্র লিখেছি মাত্র। 23 আমি চাই,
তোমরা জেনে নাও যে, আমাদের ভাই তিমথিকে মুক্তি
দেওয়া হয়েছে। তিনি যদি শীঘ্র আসেন, তোমাদের সঙ্গে
সাক্ষাৎ করার জন্য আমি তাঁর সঙ্গে যাব। 24 তোমাদের
সব নেতা ও ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্রগণকে শুভেচ্ছা জানিয়ো।
ইতালির সকলেও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 25
অনুগ্রহ তোমাদের সবারই সহবর্তী হোক।

# যাকোব

**1** ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দাস, আমি যাকোব, বিভিন্ন
দেশে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকা ইস্রায়েলের বারো গোষ্ঠীর
উদ্দেশে: শুভেচ্ছা। **2** হে আমার ভাইবোনেরা, যখনই
তোমরা বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষার সম্মুখীন হও, সেগুলিকে
নির্মল আনন্দের বিষয় বলে মনে করো, **3** কারণ তোমরা
জানো যে, তোমাদের বিশ্বাসের পরীক্ষা ধৈর্য উৎপন্ন করে।
**4** ধৈর্যকে অবশ্যই তার কাজ শেষ করতে হবে, যেন
তোমরা পরিপক্ক ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারো, কোনো
বিষয়ের অভাব তোমাদের না থাকে। **5** তোমাদের কারও
যদি প্রজ্ঞার অভাব থাকে, সে ঈশ্বরের কাছে তা চাইবে,
যিনি কোনও ত্রুটি না ধরে উদারভাবে সকলকে দান করে
থাকেন, আর তাকে তা দেওয়া হবে। **6** কিন্তু চাওয়ার সময়
তাকে বিশ্বাস করতে হবে, সে যেন সন্দেহ না করে। কারণ
যে সন্দেহ করে, সে সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, বাতাসে
তাড়িত ও উৎক্ষিপ্ত। **7** সেই ব্যক্তি এমন মনে না করুক
যে, সে প্রভুর কাছ থেকে কিছু পাবে। **8** সে দ্বিমনা ব্যক্তি,
তার সমস্ত কাজে কোনো স্থিরতা নেই। **9** যে ভাইবোনেরা
খুব সাধারণ পরিস্থিতিতে আছে, সে তার উঁচু অবস্থানের
জন্য গর্ববোধ করুক। **10** কিন্তু যে ধনী, সে তার থেকে নিচু
অবস্থানের জন্য গর্বিত হোক, কারণ সে বুনোফুলের মতো
হারিয়ে যাবে। **11** কারণ সূর্য প্রখর তাপ নিয়ে উদিত হয়
ও গাছপালা শুকিয়ে যায়; তার ফুল ঝরে যায় ও সৌন্দর্য
নষ্ট হয়। একইভাবে, ধনী ব্যক্তি তার কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও
ম্লান হয়ে যাবে। **12** ধন্য সেই ব্যক্তি, যে পরীক্ষার মধ্যেও
ধৈর্য ধরে, কারণ পরীক্ষা সহ্য করলে সে জীবনমুকুট লাভ
করবে, যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ঈশ্বর তাদের দিয়েছেন,
যারা তাঁকে ভালোবাসে। **13** প্রলোভনে পড়লে কেউ যেন
না বলে, "ঈশ্বর আমাকে প্রলুব্ধ করেছেন।" কারণ মন্দ
বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করা যায় না, আবার তিনিও
কাউকে প্রলুব্ধ করেন না। **14** কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তার
নিজের কামনাবাসনার দ্বারা আকর্ষিত হয়ে প্রলোভনে পড়ে
ও কুপথে চালিত হয়। **15** পরে, সেই কামনা পূর্ণগর্ভ হয়ে
পাপের জন্ম দেয় এবং পাপ পূর্ণতা লাভ করে মৃত্যু প্রসব
করে। **16** আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, ভ্রান্ত হোয়ো না। **17**
সমস্ত উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে, আকাশের
জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সেই পিতা থেকে আসে। তিনি কখনও
পরিবর্তন হন না বা ছায়ার মতো সরে যান না। **18** তিনি
আমাদের মনোনীত করে সত্যের বাক্য দ্বারা আমাদের
জন্ম দিয়েছেন, যেন তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমরা এক
প্রকার প্রথম ফসলরূপে গণ্য হতে পারি। **19** আমার
প্রিয় ভাইবোনেরা, তোমরা এ বিষয়ে মনোনিবেশ করো:
প্রত্যেকেই শুনতে আগ্রহী হও ও কথা বলায় ধীর হও
এবং ক্রোধে ধীর হও। **20** কারণ মানুষের ক্রোধ ঈশ্বরের
কাঙ্ক্ষিত ধর্মময় জীবনের বিকাশ ঘটাতে পারে না। **21**
সেই কারণে, তোমাদের জীবনের সমস্ত নৈতিক কলুষতা ও
মন্দতা থেকে মুক্ত হও ও তোমাদের মধ্যে বপন করা সেই
বচনকে নতনম্ররূপে গ্রহণ করো, যা তোমাদের পরিত্রাণ
সাধন করতে পারে। **22** বাক্যের কেবল শ্রোতা হোয়ো
না ও নিজেদের প্রতারিত কোরো না। বাক্য যা বলে, তা
করো। **23** যে বাক্য শোনে অথচ তার নির্দেশ পালন করে
না, সে এমন মানুষের মতো যে আয়নায় তার মুখ দেখে,
**24** নিজেকে দেখার পর সে চলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই
ভুলে যায়, সে দেখতে কেমন। **25** কিন্তু যে নিখুঁত বিধানের
প্রতি আগ্রহভরে দৃষ্টি দেয়, যা স্বাধীনতা প্রদান করে ও যা
শুনেছে তা ভুলে না গিয়ে নিরন্তর তা পালন করতে থাকে,
সে সবকাজেই আশীর্বাদ পাবে। **26** কেউ যদি নিজেকে
ধার্মিক বলে মনে করে, কিন্তু নিজের জিভকে লাগাম দিয়ে
বশে না রাখে, সে নিজের সঙ্গে নিজেই প্রতারণা করে
এবং তার ধর্ম অসার। **27** পিতা ঈশ্বরের কাছে বিশুদ্ধ ও
নির্দোষরূপে গ্রহণযোগ্য ধর্ম হল এই: অনাথ ও বিধবাদের
দুঃখকষ্টে তত্ত্বাবধান করা এবং সাংসারিক কলুষতা থেকে
নিজেকে রক্ষা করা।

**2** হে আমার ভাইবোনেরা, আমাদের মহিমাময় প্রভু যীশু
খ্রীষ্টে বিশ্বাসীরূপে তোমরা পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ো না। **2**
মনে করো, কোনো ব্যক্তি সোনার আংটি ও সুন্দর পোশাক
পরে তোমাদের মণ্ডলীর সভায় এল এবং মলিন পোশাক
পরে একজন দীনহীন ব্যক্তিও সেখানে এল। **3** তোমরা যদি
সুন্দর পোশাক পরা ব্যক্তির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখাও
ও তাকে বলো, "এখানে আপনার জন্য একটি ভালো
আসন আছে," কিন্তু সেই দীনহীন ব্যক্তিকে বলো, "তুমি
ওখানে দাঁড়াও" বা "আমার পায়ের কাছে মেঝের উপরে
বসো," **4** তাহলে তোমরা কি নিজেদের মধ্যে বৈষম্যমূলক
আচরণ করছ না ও মন্দ ভাবনা নিয়ে বিচারকের স্থান গ্রহণ
করছ না? **5** আমার প্রিয় ভাইবোনেরা, তোমরা শোনো:
জগতের দৃষ্টিতে যারা দরিদ্র, ঈশ্বর কি তাদের মনোনীত
করেননি, যেন তারা বিশ্বাসে ধনী হয় এবং যারা তাঁকে
ভালোবাসে, তাদের কাছে প্রতিশ্রুত রাজ্যের অধিকারী
হয়? **6** কিন্তু তোমরা সেই দরিদ্রকে অপমান করেছ।
ধনী ব্যক্তিরাই কি তোমাদের শোষণ করে না? তারাই

কি তোমাদের বিচারালয়ে টেনে নিয়ে যায় না? 7 তারাই
কি সেই পরমশ্রেষ্ঠ নামের নিন্দা করে না, যাঁর নিজস্ব
অধিকাররূপে তোমরা পরিচিত হয়েছ? 8 শাস্ত্রের এই
রাজকীয় বিধান, "তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মতোই
ভালোবেসো," যদি তোমরা প্রকৃতই মেনে চলো, তাহলে
তোমরা ঠিকই করছ। 9 কিন্তু তোমরা যদি পক্ষপাতিত্ব
করো, তবে পাপ করেছ এবং বিধানের দ্বারাই তোমরা
বিধানভঙ্গকারীরূপে দোষী সাব্যস্ত হবে। 10 কারণ সমস্ত
বিধান পালন করে কেউ যদি শুধুমাত্র একটি আজ্ঞা পালনে
ব্যর্থ হয়, সে তার সমস্তই লঙ্ঘনের দায়ে দোষী হবে।
11 কারণ যিনি বলেছেন, "ব্যভিচার কোরো না," তিনিই
আবার বলেছেন, "তোমরা নরহত্যা কোরো না।" তোমরা
হয়তো ব্যভিচার করোনি, কিন্তু যদি নরহত্যা করে থাকো,
তাহলে তোমরা বিধানভঙ্গকারী হয়েছ। 12 যে বিধানের
দ্বারা তোমরা স্বাধীনতা লাভ করেছ তারই দ্বারা তোমাদের
বিচার হতে চলেছে, তোমরা সেইমতো কথা বলো ও
কাজ করো। 13 কারণ যে দয়া দেখায়নি, নির্দয়ভাবে
তার বিচার করা হবে। দয়াই বিচারের উপরে জয়লাভ
করে। 14 কোনো মানুষ যদি দাবি করে তার বিশ্বাস আছে,
কিন্তু সেইমতো কোনো কর্ম না থাকে, তাহলে আমার
ভাইবোনেরা, এতে কী লাভ হবে? এ ধরনের বিশ্বাস কি
তাকে পরিত্রাণ দিতে পারে? 15 মনে করো, কোনো ভাই
বা বোনের পোশাক ও দৈনন্দিন খাবারের সংস্থান নেই।
16 তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাকে বলে, "শান্তিতে যাও,
তুমি উষ্ণ ও তৃপ্ত থাকো," কিন্তু তার শারীরিক প্রয়োজন
সম্পর্কে সে কিছুই না করে, তাহলে, তাতে কী লাভ হবে?
17 একইভাবে, বিশ্বাসের সঙ্গে যদি কর্ম যুক্ত না হয়,
তাহলে সেই বিশ্বাস মৃত। 18 কিন্তু কেউ হয়তো বলবে,
"তোমার বিশ্বাস আছে, কিন্তু আমার কর্ম আছে।" আমাকে
তোমার কর্মহীন বিশ্বাসের প্রমাণ দেখাও, আমি তোমাকে
আমার কর্মের মাধ্যমে বিশ্বাস দেখাব। 19 তুমি তো বিশ্বাস
করো যে, ঈশ্বর এক। ভালো, এমনকি, ভূতেরাও তা
বিশ্বাস করে ও ভয়ে কাঁপে। 20 ওহে নির্বোধ মানুষ,
কর্মহীন বিশ্বাস যে নিরর্থক, তুমি কি তার প্রমাণ চাও?
21 আমাদের পূর্বপুরুষ অব্রাহাম, তাঁর পুত্র ইস্হাককে
বেদির উপরে উৎসর্গ করেছিলেন এবং তাঁর কর্মের দ্বারাই
তাঁকে কি ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক দেখানো হয়নি? 22
তাহলে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে, তাঁর বিশ্বাস ও তাঁর
কর্ম একযোগে সক্রিয় ছিল এবং কর্মের দ্বারাই তাঁর বিশ্বাস
পূর্ণতা লাভ করেছিল। 23 আবার শাস্ত্রেরও এই বচন পূর্ণ
হল, যা বলে, "অব্রাহাম ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলেন এবং তা
তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণ্য হল।" আর তিনি ঈশ্বরের
বন্ধু—এই নামে আখ্যাত হলেন। 24 তোমরা দেখতে
পাচ্ছ, কোনো মানুষ কেবলমাত্র বিশ্বাসে নয়, কিন্তু তার
কর্মের দ্বারাই নির্দোষ গণ্য হয়। 25 একইভাবে, বেশ্যা
রাহবও তাঁর কর্মের জন্য কি ধার্মিক বলে প্রদর্শিত হননি?
তিনি সেই গুপ্তচরদের থাকার আশ্রয় দিয়ে, পরে অন্য পথ
দিয়ে তাদের বিদায় দিয়েছিলেন। 26 যেমন আত্মাবিহীন
শরীর মৃত, তেমনই কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।

**3** আমার ভাইবোনেরা, তোমরা অনেকেই শিক্ষক হতে
চেয়ো না, কারণ তোমরা জানো যে, আমরা যারা শিক্ষা
দিই, আমাদের আরও কঠোরভাবে বিচার করা হবে। 2
আমরা সকলেই বিভিন্নভাবে ভুল করি। কেউ যদি তার
কথাবার্তায় কখনও ভুল না করে, তাহলে সে সিদ্ধপুরুষ,
সে তার সমস্ত শরীর বশে রাখতে সমর্থ। 3 ঘোড়াকে
বশে রাখার জন্য যখন আমরা তাদের মুখে লাগাম পরাই,
তখন আমরা তার সমস্ত শরীরকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।
4 কিংবা উদাহরণস্বরূপ, জাহাজের কথাই ধরো। যদিও
সেগুলি অনেক বড়ো ও প্রবল বাতাসে চলে, তবুও নাবিক
একটি ছোটো হালের সাহায্যে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে
নিয়ে যায়। 5 একইভাবে, জিভ শরীরের একটি ছোটো
অঙ্গ, কিন্তু তা মহা দম্ভের সব কথা বলে থাকে। ভেবে
দেখো, সামান্য একটি আগুনের ফুলকি কীভাবে মহা
অরণ্যকে জ্বালিয়ে দেয়! 6 সেরকম, জিভও যেন এক
আগুন, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অধর্মের এক জগতের
মতো রয়েছে। সমগ্র ব্যক্তিসত্তাকে তা কলুষিত করে, তার
সমগ্র জীবনচক্রে আগুন জ্বালায় এবং সে নিজেও নরকের
আগুনে জ্বলে। **(Geenna g1067)** 7 সব ধরনের পশুপাখি,
সরীসৃপ ও সামুদ্রিক প্রাণীকে বশ করা যায় ও মানুষ তাদের
বশ করেছে, 8 কিন্তু জিভকে কেউই বশ করতে পারে
না। এ এক অশান্ত মন্দতা ও প্রাণঘাতী বিষে পূর্ণ। 9
এই জিভ দিয়েই আমরা আমাদের প্রভু ও পিতার গৌরব
করি, আবার এ দিয়েই আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট সব
মানুষকে অভিশাপ দিই। 10 একই মুখ থেকে প্রশংসা ও
অভিশাপ বের হয়ে আসে। আমার ভাইবোনেরা, এরকম
হওয়া উচিত নয়। 11 একই উৎস থেকে কি মিষ্টি জল ও
লবণাক্ত জল, উভয়ই প্রবাহিত হতে পারে? 12 আমার
ভাইবোনেরা, ডুমুর গাছে কি জলপাই, কিংবা দ্রাক্ষালতায়
কি ডুমুর উৎপন্ন হতে পারে? তেমনই লবণাক্ত জলের
উৎস মিষ্টি জল দিতে পারে না। 13 তোমাদের মধ্যে
কে জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান? সে জ্ঞানের মাধ্যমে আসা সৎ

জীবন ও নম্রতায় করা কাজকর্মের দ্বারা তা প্রমাণ করুক।
14 কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের অন্তরে তিক্ত ঈর্ষা ও
স্বার্থকেন্দ্রিক উচ্চাশা পোষণ করো, তার জন্য গর্বপ্রকাশ
কোরো না বা সত্যকে অস্বীকার কোরো না। 15 এ ধরনের
"জ্ঞান" স্বর্গ থেকে নেমে আসে না। তা পার্থিব, সাংসারিক
ও শয়তানসুলভ। 16 কারণ যেখানে তোমাদের মধ্যে
ঈর্ষা ও স্বার্থকেন্দ্রিক উচ্চাশা আছে, সেখানেই তোমরা
দেখবে বিশৃঙ্খলা ও সব ধরনের মন্দ অভ্যাস। 17 কিন্তু
স্বর্গ থেকে যে জ্ঞান আসে, প্রথমত তা বিশুদ্ধ, তারপরে
তা শান্তিপ্রিয়, সুবিবেচক, অনুগত, করুণায় ও উৎকৃষ্ট
ফলে পূর্ণ, পক্ষপাতশূন্য ও অকপট। 18 আর যারা শান্তি
স্থাপনের জন্য শান্তিতে বীজবপন করে, তারা ধার্মিকতার
ফসল উৎপন্ন করবে।

**4** তোমাদের মধ্যে কী কারণে সংঘর্ষ ও বিবাদ ঘটে?
তোমাদের মধ্যে যেসব অভিলাষ যুদ্ধ করে সেসব
থেকেই কি তার উৎস নয়? 2 তোমরা কিছু পেতে চাও,
কিন্তু তা পাও না। তোমরা হত্যা করো, লোভ করো, কিন্তু
যা পেতে চাও, তা তোমরা পাও না। তোমরা বিবাদ করো
ও সংঘর্ষে লিপ্ত হও। তোমরা ঈশ্বরের কাছে কিছু চাও
না, তাই তোমরা পাও না। 3 তোমরা যখন চাও, তখন
তোমরা পাও না, কারণ তোমরা মন্দ উদ্দেশ্যে সেসব চেয়ে
থাকো, যেন প্রাপ্ত বিষয়গুলি নিয়ে নিজেদের সুখাভিলাষের
জন্য ব্যবহার করতে পারো। 4 ব্যভিচারীর দল, তোমরা
কি জানো না, জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ঈশ্বরের প্রতি
ঘৃণার নিদর্শন? কোনো ব্যক্তি যদি জগতের সঙ্গে বন্ধুত্বকে
বেছে নেয়, সে ঈশ্বরের শত্রু হয়ে ওঠে। 5 তোমরা কি
জানো না যে শাস্ত্র কী বলে? যে আত্মাকে তিনি আমাদের
মধ্যে অধিষ্ঠান করতে দিয়েছেন, তিনি চান যেন তিনি
শুধু তাঁরই হয়ে থাকেন। ঈশ্বর এই আত্মাকে আমাদের
মধ্যে বসবাস করতে দিয়েছেন। তোমাদের কি মনে হয়
না যে শাস্ত্রে একথা বলার এক কারণ আছে? 6 কিন্তু তিনি
আমাদের আরও বেশি অনুগ্রহ-দান করেন। এই কারণেই
শাস্ত্র বলে: "ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু
নতনম্রদের অনুগ্রহ-দান করেন।" 7 অতএব, তোমরা
ঈশ্বরের বশ্যতাধীন হও। দিয়াবলের প্রতিরোধ করো,
আর সে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। 8 ঈশ্বরের
কাছে এসো, তিনিও তোমাদের কাছে আসবেন। পাপীরা,
তোমরা তোমাদের হাত ধুয়ে ফেলো ও দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তিরা,
তোমরা তোমাদের অন্তর পরিশুদ্ধ করো। 9 তোমরা
দুঃখকাতর হও, শোক ও বিলাপ করো। তোমাদের হাসিকে
কান্নায় ও আনন্দকে বিষাদে পরিবর্তন করো। 10 তোমরা
প্রভুর কাছে নিজেদের নতনম্র করো, তিনিই তোমাদের
উন্নীত করবেন। 11 ভাইবোনেরা, তোমরা পরস্পরের
বিরুদ্ধে কুৎসা-রটনা থেকে দূরে থাকো। যে তার ভাইয়ের
(বা বোনের) বিরুদ্ধে কথা বলে, কিংবা তার বিচার করে,
সে বিধানের বিরুদ্ধে কথা বলে ও তা বিচার করে। তোমরা
যখন বিধানের বিচার করো, তোমরা তা আর পালন না
করে তা নিয়ে বিচার করতে বসো। 12 বিধানদাতা ও
বিচারক কেবলমাত্র একজনই যিনি রক্ষা বা ধ্বংস উভয়ই
করতে সক্ষম। কিন্তু তুমি, তুমি কে যে, তোমার প্রতিবেশীর
বিচার করো? 13 এখন শোনো, তোমরা যারা বলে থাকো,
"আজ বা আগামীকাল আমরা এই নগরে বা ওই নগরে
যাব, সেখানে এক বছর থাকব, ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন
করব।" 14 কেন, তোমরা তা জানোই না যে আগামীকাল
কী ঘটবে! তোমাদের জীবন কী ধরনের? তোমরা তো
কুয়াশার মতো, যা সামান্য সময়ের জন্য দেখা দিয়েই
মিলিয়ে যায়। 15 বরং তোমাদের বলা উচিত, "যদি প্রভুর
ইচ্ছা হয়, আমরা বেঁচে থেকে এ কাজ বা ও কাজ করব।"
16 কিন্তু যেমন দেখা যাচ্ছে, তোমরা দম্ভ ও বড়াই করছ।
এ ধরনের সমস্ত গর্ব হল মন্দ বিষয়। 17 তাহলে, সৎকর্ম
করতে জেনেও যে তা করে না, সে পাপ করে।

**5** ওহে ধনী ব্যক্তিরা, তোমরা এখন শোনো, তোমাদের
উপরে যে দুঃখদুর্দশা ঘনিয়ে আসছে, তার জন্য তোমরা
কাঁদো ও বিলাপ করো। 2 তোমাদের ধনসম্পদ পচে যাচ্ছে
ও জামাকাপড় পোকায় খেয়ে নিচ্ছে। 3 তোমাদের সোনা ও
রুপো পচতে শুরু করেছে। সেই পচনই তোমাদের বিপক্ষে
সাক্ষ্য দেবে ও আগুনের মতো তোমাদের শরীরকে গ্রাস
করবে, কারণ শেষের দিনগুলির জন্য তোমরা ধন সঞ্চয়
করছ। 4 দেখো! যে মজুরেরা তোমাদের জমিতে ফসল
কেটেছে তাদের মজুরি তোমরা দাওনি, তারা তোমাদের
বিরুদ্ধে চিৎকার করছে। যারা শস্য কাটে তাদের কান্না
সর্বশক্তিমান প্রভুর কানে গিয়ে পৌঁছেছে। 5 তোমরা
পৃথিবীতে বিলাসিতায় ও আত্মসুখভোগে জীবন কাটিয়েছ।
পশুহত্যার দিনে তোমরা নিজেদের হৃষ্টপুষ্ট করেছ। 6 যারা
প্রতিরোধ করেনি সেইসব নির্দোষ মানুষকেও তোমরা
অপরাধী সাব্যস্ত করে হত্যা করেছ। 7 তাই ভাইবোনেরা,
তোমরা প্রভুর আগমন পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। দেখো,
মূল্যবান ফসলের জন্য চাষি জমির দিকে তাকিয়ে কত
প্রতীক্ষা করে, প্রথম ও শেষ বৃষ্টির জন্য সে কতই না
সহিষ্ণুতা অবলম্বন করে। 8 তোমরাও তেমনই ধৈর্যধারণ

করো ও অবিচল থাকো, কারণ প্রভুর আগমন সন্নিকট। 9
ভাইবোনেরা, পরস্পরের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ কোরো
না, নতুবা তোমাদের বিচার করা হবে। বিচারক দুয়ারেই
দাঁড়িয়ে আছেন! 10 ভাইবোনেরা, কষ্টযন্ত্রণা ভোগের সময়
সেইসব ভাববাদীর দীর্ঘসহিষ্ণুতার আদর্শ গ্রহণ করো, যাঁরা
প্রভুর নামে কথা বলেছিলেন। 11 যেমন তোমরা জানো,
যারা কষ্টভোগের সময় নিষ্ঠাবান ছিল তাদের আমরা ধন্য
বলে মনে করি। তোমরা ইয়োবের নিষ্ঠার কথা শুনেছ এবং
দেখেছ, শেষে প্রভু কী করলেন। প্রভু সহানুভূতিশীল ও
করুণায় পূর্ণ। 12 আমার ভাইবোনেরা, সবচেয়ে বড়ো
কথা, তোমরা দিব্যি কোরো না—স্বর্গ বা মর্ত্য, বা অন্য
কিছুরই নামে নয়। তোমাদের "হ্যাঁ," হ্যাঁ হোক, আর "না,"
না হোক, নইলে তোমরা দোষী সাব্যস্ত হবে। 13 তোমাদের
মধ্যে কেউ কি সমস্যায় ভুগছে? সে প্রার্থনা করুক। কেউ
কি সুখে আছে? সে প্রশংসাগান করুক। 14 তোমাদের
মধ্যে কেউ কি অসুস্থ আছে? সে মণ্ডলীর প্রাচীনদের আহ্বান
করুক, তাঁরা তার জন্য প্রার্থনা করবেন ও প্রভুর নামে
তাকে তেল দিয়ে অভিষেক করবেন। 15 আর বিশ্বাসের
সঙ্গে নিবেদিত প্রার্থনা, সেই অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ করবে।
প্রভু তাকে তুলে ধরবেন। যদি সে পাপ করে থাকে, সে
ক্ষমা লাভ করবে। 16 সেই কারণে, তোমরা পরস্পরের
কাছে পাপস্বীকার করো ও পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করো,
যেন তোমরা আরোগ্য লাভ করতে পারো। ধার্মিকদের
প্রার্থনা শক্তিশালী ও কার্যকরী। 17 এলিয় আমাদের মতোই
একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। দেশে বৃষ্টি না হওয়ার জন্য
তিনি একান্তভাবে প্রার্থনা করেছিলেন, আর সাড়ে তিন
বছর পর্যন্ত বৃষ্টি হয়নি। 18 আবার তিনি প্রার্থনা করলেন,
আকাশমণ্ডল থেকে বৃষ্টি এল ও পৃথিবী শস্য উৎপন্ন করল।
19 আমার ভাইবোনেরা, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি সত্য
থেকে দূরে চলে যায় ও অপর কেউ তাকে ফিরিয়ে আনে,
20 তাহলে, একথা মনে রেখো: পাপীকে যে কেউ তার ভুল
পথ থেকে ফেরায়, সে তাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করে ও তার
সব পাপ ঢেকে দেয়।

# ১ম পিতর

**1** আমি পিতর, যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রেরিতশিষ্য, তাঁদের
উদ্দেশে এই পত্র লিখছি, যাঁরা ঈশ্বরের মনোনীত,
পৃথিবীতে প্রবাসী এবং পন্ত, গালাতিয়া, কাপ্পাদোকিয়া,
এশিয়া ও বিথুনিয়াতে বিক্ষিপ্তভাবে বসবাস করছে। **2** পিতা
ঈশ্বর পূর্বজ্ঞান অনুসারে তোমাদের মনোনীত করেছেন,
এবং তাঁর আত্মা তোমাদের পবিত্র করেছেন। এর ফলে
তোমরা তাঁর প্রতি অনুগত হয়েছ এবং যীশু খ্রীষ্টের রক্তের
মাধ্যমে শুচিশুদ্ধ হয়েছ: অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপরে
প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হোক। **3** আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
ঈশ্বর ও পিতার প্রশংসা হোক! মৃতলোক থেকে যীশু খ্রীষ্টের
পুনরুত্থানের মাধ্যমে, তাঁর মহা করুণায় তিনি এক জীবন্ত
প্রত্যাশায় আমাদের নতুন জন্ম দান করেছেন **4** এবং তিনি
এক অধিকার দিয়েছেন, যা অক্ষয়, অম্লান এবং নিষ্কলঙ্ক;
তা তোমাদেরই জন্য স্বর্গে সঞ্চিত আছে। **5** যে পরিত্রাণ
অন্তিমকালে প্রকাশিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, যা
প্রভুর আগমনের সময় পর্যন্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের
পরাক্রমের দ্বারা সুরক্ষিত রয়েছে। **6** এই কারণে তোমরা
মহা উল্লসিত হয়েছ, যদিও বর্তমানে কিছু সময়ের জন্য
সমস্ত রকম পরীক্ষায় তোমাদের দুঃখকষ্ট ভোগ করতে
হচ্ছে। **7** সোনা আগুনের দ্বারা পরিশোধিত হলেও ক্ষয়প্রাপ্ত
হয়। তার থেকেও বহুমূল্য তোমাদের বিশ্বাস তেমনি
আগুনের মাধ্যমে শুদ্ধ হয়েছে যেন যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে
তা প্রশংসা, গৌরব ও মর্যাদা লাভ করতে পারে। **8** তোমরা
তাঁকে দেখোনি অথচ তাঁকে ভালোবেসেছ; আর যদিও
তোমরা তাঁকে এখন দেখতে পাচ্ছ না, তোমরা তাঁকে
বিশ্বাস করে অবর্ণনীয় ও মহিমাময় আনন্দে পূর্ণ হয়ে
উঠছ, **9** কারণ তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের লক্ষ্য, অর্থাৎ
তোমাদের প্রাণের পরিত্রাণ লাভ করছ। **10** এই পরিত্রাণ
সম্পর্কে ভাববাদীরা তোমাদের কাছে ইতিপূর্বে যে আসন্ন
অনুগ্রহের কথা বলেছিলেন, তাঁরাও নিষ্ঠাভরে ও পরম
যত্নের সঙ্গে তা অনুসন্ধান করেছিলেন। **11** তাঁদের অন্তরে
স্থিত খ্রীষ্টের আত্মা তাঁদের কাছে খ্রীষ্টের কষ্টভোগ ও
পরবর্তী মহিমার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন এবং
কোন সময়ে ও কোন পরিস্থিতিতে তা ঘটবে, তার সন্ধান
পেতে তাঁরা চেষ্টা করছিলেন। **12** তাঁদের কাছে এ বিষয়
প্রকাশিত হয়েছিল যে, তাঁরা নিজেদের সেবা করছেন না,
কিন্তু তোমাদের সেবা করছেন। আর এখন এই সুসমাচার
তাঁদের মাধ্যমে তোমাদের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে যাঁরা
স্বর্গ থেকে প্রেরিত পবিত্র আত্মার শক্তিতে এই সমস্ত প্রচার
করেছিলেন। আবার স্বর্গদূতেরাও সাগ্রহে এসব প্রত্যক্ষ
করার আকাঙ্ক্ষায় রয়েছেন। **13** অতএব, কর্মে তৎপর
হওয়ার জন্য তোমাদের মনকে প্রস্তুত করো, আত্মসংযমী
হও; যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশকালে যে অনুগ্রহ তোমাদের
দেওয়া হবে, তার উপরে পূর্ণ প্রত্যাশা রাখো। **14** বাধ্য
সন্তানদের মতো চলো, অজ্ঞতাবশত আগে যেভাবে মন্দ
বাসনার বশে চলতে, তার মতো আর হোয়ো না। **15** কিন্তু
যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি যেমন পবিত্র,
তোমরাও তেমনই সমস্ত আচার-আচরণে পবিত্র হও।
**16** কারণ লেখা আছে, "তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি
পবিত্র।" **17** যেহেতু তোমরা এমন পিতার নামে আহ্বান
করো, যিনি সব মানুষের কাজ নিরপেক্ষভাবে বিচার
করেন, তাই তোমরা সম্ভ্রমপূর্ণ ভয়ে প্রবাসীর মতো এখানে
নিজেদের জীবনযাপন করো। **18** কারণ তোমরা জানো
যে, তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া অলীক
আচার-ব্যবহার থেকে, রুপো বা সোনার মতো ক্ষয়িষ্ণু
বস্তুর বিনিময়ে তোমরা মুক্তি পাওনি, **19** কিন্তু নির্দোষ
ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক, অর্থাৎ খ্রীষ্টের বহুমূল্য রক্তের
দ্বারা মুক্তি পেয়েছ। **20** জগৎ সৃষ্টির আগে থেকে ঈশ্বর
তাঁকে মনোনীত করেছিলেন, কিন্তু তোমাদের কারণে এই
শেষ সময়ে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন। **21** তাঁরই মাধ্যমে
তোমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছ, যিনি তাঁকে মৃতলোক
থেকে উত্থাপিত করে মহিমান্বিত করেছেন। সেই কারণে,
তোমাদের বিশ্বাস ও প্রত্যাশা ঈশ্বরের উপরে রয়েছে। **22**
এখন তোমরা সত্যের বাধ্য হয়ে নিজেদের পরিশুদ্ধ করেছ
যেন ভাইবোনেদের প্রতি তোমাদের আন্তরিক ভালোবাসা
থাকে, তোমরা অন্তর থেকেই পরস্পরকে ভালোবাসো।
**23** কারণ তোমরা ক্ষয়িষ্ণু বীর্য থেকে নয়, কিন্তু অক্ষয়
বীর্য থেকে, অর্থাৎ, ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্যের
দ্বারা নতুন জন্ম লাভ করেছ। **(aiōn g165)** **24** কারণ, "সব
মানুষই ঘাসের মতো, আর তাদের সব সৌন্দর্য মেঠো-
ফুলের মতো; ঘাস শুকিয়ে যায় ও ফুল ঝরে পড়ে, **25**
কিন্তু প্রভুর বাক্য থাকে চিরকাল।" আর সুসমাচারের এই
বাক্যই তোমাদের কাছে প্রচার করা হয়েছে। **(aiōn g165)**

**2** অতএব, তোমরা সমস্ত বিদ্বেষ ও সমস্ত ছলনা, ভণ্ডামি,
ঈর্ষা ও সমস্ত রকম কুৎসা-রটানো ত্যাগ করো। **2**
নবজাত শিশুর মতো, বিশুদ্ধ আত্মিক দুধের আকাঙ্ক্ষা
করো, যেন এর গুণে তোমরা পরিত্রাণের পূর্ণ অভিজ্ঞতায়
বৃদ্ধিলাভ করতে পারো, **3** যেহেতু এখন তোমরা আস্বাদন
করে দেখেছ যে, প্রভু মঙ্গলময়। **4** তোমরা যখন তাঁর কাছে

অর্থাৎ সেই জীবন্ত পাথরের কাছে এসেছ—যিনি মানুষের
দ্বারা প্রত্যাখ্যাত, কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা মনোনীত হয়েছিলেন
ও তাঁর কাছে মহামূল্যবান ছিলেন— 5 তখন তোমাদেরও
জীবন্ত পাথরের মতো, একটি আত্মিক আবাসরূপে গড়ে
তোলা হচ্ছে, যেন এক পবিত্র যাজকসমাজ হয়ে তোমরা
যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য আত্মিক বলি
উৎসর্গ করতে পারো। 6 কারণ শাস্ত্রে বলা হয়েছে: "দেখো,
আমি সিয়োনে এক পাথর স্থাপন করি, এক মনোনীত ও
মহামূল্যবান কোণের পাথর, যে তাঁর উপরে আস্থা রাখে,
সে কখনও লজ্জিত হবে না।" 7 এখন তোমরা যারা বিশ্বাস
করো, তাদের কাছে এই পাথর বহুমূল্য। কিন্তু যারা বিশ্বাস
করে না, তাদের ক্ষেত্রে, "গাঁথকেরা যে পাথর অগ্রাহ্য
করেছিল, তাই হয়ে উঠল কোণের প্রধান পাথর," 8 এবং
"এক পাথর, যাতে মানুষ হোঁচট খাবে এবং এক শিলা,
যার কারণে তাদের পতন হবে।" সেই বাক্যের অবাধ্য
হওয়াতে তারা হোঁচট খায়, যার জন্য তারা নির্ধারিত হয়েই
আছে। 9 কিন্তু তোমরা এক মনোনীত বংশ, এক রাজকীয়
যাজক-সম্প্রদায়, এক পবিত্র জাতি, ঈশ্বরের অধিকারস্বরূপ
নিজস্ব এক প্রজা, যেন তোমরা তাঁরই গুণকীর্তন করতে
পারো, যিনি তোমাদের অন্ধকার থেকে আহ্বান করে তাঁর
আশ্চর্য জ্যোতির মধ্যে নিয়ে এসেছেন। 10 এক সময়
তোমরা তাঁর প্রজা ছিলে না, কিন্তু এখন তোমরা ঈশ্বরের
প্রজা হয়েছ; এক সময় তোমরা করুণা পাওনি, কিন্তু
এখন তোমরা করুণা লাভ করেছ। 11 প্রিয় বন্ধুরা, আমি
তোমাদের অনুনয় করি, যেহেতু পৃথিবীতে তোমরা বিদেশি
ও প্রবাসী তাই তোমরা পাপপূর্ণ কামনাবাসনা থেকে দূরে
থাকো, যেগুলি তোমাদের প্রাণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।
12 অবিশ্বাসী প্রতিবেশীদের মধ্যে তোমরা এমন উৎকৃষ্ট
মানের জীবনযাপন করো যে, যদিও তারা তোমাদের
দুষ্কর্মকারী বলে অপবাদ দেয়, তবুও তারা তোমাদের সৎ
কর্মগুলি দেখতে পায় ও যেদিন ঈশ্বর আমাদের পরিদর্শন
করেন, সেদিন তারা তাঁর গৌরব কীর্তন করবে। 13 তোমরা
প্রভুর কারণে মানুষের মধ্যে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের
বশ্যতাস্বীকার করো—তা তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন
রাজা হন 14 বা তাঁর প্রেরিত প্রদেশপাল হন। কারণ
অন্যায়কারীদের শাস্তি ও সদাচারীদের প্রশংসা করতে
রাজাই তাঁদের নিযুক্ত করেছেন। 15 কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা
হল এই যে, সৎকর্মের দ্বারা তোমরা নির্বোধ লোকেদের
অর্থহীন কথাবার্তাকে যেন স্তব্ধ করে দিতে পারো। 16
তোমরা স্বাধীন মানুষের মতো জীবনযাপন করো; কিন্তু
তোমাদের স্বাধীনতাকে দুষ্কর্মের আড়ালস্বরূপ ব্যবহার
কোরো না; বরং তোমরা ঈশ্বরের সেবকরূপে জীবনযাপন
করো। 17 প্রত্যেক মানুষের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন
করো: বিশ্বাসী সমাজকে প্রেম করো, ঈশ্বরকে ভয় করো,
রাজাকে সমাদর করো। 18 ক্রীতদাসেরা, তোমরা সব
ব্যাপারে শ্রদ্ধার সঙ্গে তোমাদের মনিবদের বশ্যতাস্বীকার
করো; কেবলমাত্র যারা সজ্জন ও সুবিবেচক, তাদেরই নয়,
কিন্তু যারা হৃদয়হীন, তাদেরও। 19 কারণ ঈশ্বরসচেতন
কোনো ব্যক্তি যদি অন্যায্য যন্ত্রণা পেয়ে কষ্টভোগ করে,
তাহলে তা প্রশংসার যোগ্য। 20 কিন্তু অন্যায় কাজের জন্য
যদি মার খাও ও তা সহ্য করো, তাহলে এতে তোমাদের
কৃতিত্ব কোথায়? বরং সৎকর্মের জন্য যদি কষ্টভোগ করো
ও তা সহ্য করো, তাই ঈশ্বরের কাছে প্রশংসনীয়। 21 এই
উদ্দেশ্যেই তোমাদের আহ্বান করা হয়েছ, কারণ খ্রীষ্টও
তোমাদের জন্য কষ্টভোগ করেছেন ও তোমাদের কাছে
এক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যেন তোমরাও তাঁর চলার পথ
অনুসরণ করো। 22 "তিনি কোনও পাপ করেননি, তাঁর
মুখেও কোনো ছলনার বাণী পাওয়া যায়নি।" 23 তাঁর
প্রতি যখন নিন্দা-অপমান বর্ষিত হল, তিনি প্রতিনিন্দা
করলেন না। যখন কষ্টভোগ করলেন, তিনি কোনও কটু
বাক্য উচ্চারণ করলেন না। পরিবর্তে, যিনি ন্যায়বিচারক,
তিনি তাঁরই হাতে বিচারের ভার অর্পণ করলেন। 24 স্বয়ং
তিনি ক্রুশের উপরে নিজ শরীরে আমাদের "পাপরাশি বহন
করলেন," যেন আমরা পাপসমূহের প্রতি মৃত্যুবরণ করে
ধার্মিকতার প্রতি জীবিত হই; "তাঁরই সব ক্ষত দ্বারা তোমরা
আরোগ্য লাভ করেছ।" 25 কারণ "তোমরা বিপথগামী
মেষের মতো ছিলে," কিন্তু এখন তোমরা তোমাদের প্রাণের
পালক ও তত্ত্বাবধায়কের কাছে ফিরে এসেছ।

**3** একইভাবে স্ত্রীরা, তোমরা তোমাদের নিজ নিজ স্বামীর
বশ্যতাধীন হও। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি বাক্যের
অবাধ্য হয়, তবে কোনো বাক্য ছাড়াই তাদের স্ত্রীর আচার-
আচরণের দ্বারা তাদের জয় করা যাবে, 2 যখন তারা
তোমাদের জীবনের শুদ্ধতা ও সম্ভ্রমপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য
করবে। 3 তোমাদের সৌন্দর্য যেন বাহ্যিক সাজসজ্জা,
যেমন চুলের বাহার, সোনার অলংকার বা সূক্ষ্ম পোশাক-
পরিচ্ছদের উপর নির্ভরশীল না হয়। 4 বরং সেই সৌন্দর্য
হবে তোমাদের আন্তরিক সত্তার, শান্ত ও কোমল আত্মার
অম্লান শোভায় ভূষিত, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহামূল্যবান।
5 কারণ প্রাচীনকালের পবিত্র নারীরা, যাঁরা ঈশ্বরের
উপরে প্রত্যাশা রাখতেন, এভাবেই নিজেদের সৌন্দর্যময়ী
করতেন। তাঁরা নিজের নিজের স্বামীর বশ্যতাধীন থাকতেন,

6 যেমন সারা, তিনি অব্রাহামের বাধ্য ছিলেন এবং তাঁকে
“প্রভু” বলে সম্বোধন করতেন। যদি তোমরা ন্যায়সংগত
কাজ করো ও ভয়ভীত না হও, তাহলে তোমরা তাঁরই কন্যা
হয়ে উঠেছ। 7 একইভাবে স্বামীরা, তোমরা তোমাদের স্ত্রীর
সঙ্গে বাস করার সময় সুবিবেচক হও। তাদের দুর্বলতর
সঙ্গী ও জীবনের অনুগ্রহ-রূপ বরদানের সহ-উত্তরাধিকারী
জেনে, তোমরা তাদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্বক আচরণ কোরো,
যেন কোনো কিছুই তোমাদের প্রার্থনায় বাধা সৃষ্টি করতে
না পারে। 8 সবশেষে বলি, তোমরা সবাই পরস্পরের সঙ্গে
মিল রেখে বসবাস করো; তোমরা সহানুভূতিশীল, একে
অপরকে ভালোবাসো, দরদি ও নতনম্র হও। 9 মন্দের
পরিশোধে মন্দ বা অপমানের পরিশোধে অপমান কোরো
না, বরং আশীর্বাদ কোরো; কারণ এর জন্যই তোমাদের
আহ্বান করা হয়েছে, যেন তোমরা আশীর্বাদের অধিকারী
হতে পারো। 10 কারণ, “কেউ যদি জীবন ভালোবাসতে
চায়, মঙ্গলের দিন দেখতে চায়, সে অবশ্যই মন্দ থেকে
তার জিভ ও ছলনাপূর্ণ বাক্য থেকে তার ঠোঁট রক্ষা করবে।
11 তারা মন্দ থেকে মন ফেরাবে আর সৎকর্ম করবে তারা
অবশ্যই শান্তির সন্ধান করবে ও তা অনুসরণ করবে। 12
কারণ প্রভুর দৃষ্টি ধার্মিকদের প্রতি রয়েছে, আর তাদের
প্রার্থনায় তিনি কর্ণপাত করেন, কিন্তু যারা দুষ্কর্ম করে
প্রভুর মুখ তাদের বিরুদ্ধে।” 13 তোমরা যদি সৎকর্ম
করতে আগ্রহী হও, কে তোমাদের ক্ষতি করবে? 14 কিন্তু
ন্যায়সংগত কাজের জন্য যদি তোমরা কষ্টও ভোগ করো,
তাহলে তোমরা ধন্য। “তাদের ভীতি প্রদর্শনে তোমরা
ভয় পেয়ো না, তোমরা বিচলিত হোয়ো না।” 15 কিন্তু
তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে খ্রীষ্টকেই প্রভু বলে মান্য করো।
তোমাদের অন্তরের প্রত্যাশার কারণ সম্পর্কে কেউ জানতে
চাইলে, তাকে উত্তর দেওয়ার জন্য সবসময় প্রস্তুত থেকো।
কিন্তু তা কোমলতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে কোরো, 16 বিবেককে
স্বচ্ছ রেখো, যেন তোমাদের খ্রীষ্টীয় সদাচরণ দেখে যারা
বিদ্বেষপূর্ণভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তারা তাদের
কটূক্তির জন্য লজ্জিত হয়। 17 যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তবে
দুষ্কর্ম করে দুঃখকষ্ট ভোগ করার চেয়ে বরং সৎকর্ম করে
কষ্টভোগ করা শ্রেয়। 18 কারণ খ্রীষ্টও পাপের প্রায়শ্চিত্তের
জন্য একবারই মৃত্যুবরণ করেছেন, সেই ধার্মিক ব্যক্তি
অধার্মিকদের জন্য করেছেন, যেন তোমাদের ঈশ্বরের
কাছে নিয়ে যেতে পারেন। তাঁকে শরীরে হত্যা করা হলেও
আত্মায় জীবিত করা হয়েছে, 19 যাঁর মাধ্যমে কারাগারে
বন্দি আত্মাদের কাছে গিয়ে তিনি প্রচার করেছিলেন।
20 এই আত্মারা বহুপূর্বে অবাধ্য হয়েছিল, যখন ঈশ্বর
নোহের সময়ে সহিষ্ণুতার সঙ্গে অপেক্ষা করেছিলেন এবং
জাহাজ নির্মিত হচ্ছিল। এর মধ্যে মাত্র কয়েকজন, সর্বমোট
আটজন জলের মধ্য থেকে উদ্ধার পেয়েছিল। 21 এই
জলই হল বাপ্তিস্মের প্রতীক, যা এখন তোমাদেরও রক্ষা
করে—শরীর থেকে ময়লা দূর করার জন্য নয়, কিন্তু
ঈশ্বরের কাছে এক সৎ বিবেক নিবেদন করার জন্য। এ
যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা তোমাদের পরিত্রাণ সাধন
করে। 22 তিনি স্বর্গে গিয়েছেন ও ঈশ্বরের ডানদিকে
আছেন—সব স্বর্গদূত, কর্তৃত্ব ও পরাক্রম তাঁরই বশ্যতাধীন
রয়েছে।

**4** অতএব, খ্রীষ্ট তাঁর শরীরে কষ্টভোগ করেছেন বলে,
তোমরাও সেই একই উপায়ে নিজেদের সুসজ্জিত
করে তোলো, কারণ যে শরীরে কষ্টভোগ করেছে, সে
পাপের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করেছে। 2 এর ফলে, সে মন্দ
দৈহিক কামনাবাসনায় তার পার্থিব জীবনযাপন করে
না, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই করে। 3 অইহুদিরা
যেমন করে—লম্পটতা, ভোগলালসা, মদ্যপান, রঙ্গরস
ও ঘৃণ্য প্রতিমাপূজা—এসব করে অতীতে তোমরা যথেষ্ট
সময় কাটিয়ে দিয়েছ। 4 তোমরা তাদের মতো একই
উচ্ছৃঙ্খলতার জীবন অনুসরণ করছ না বলে এখন তারা
বিস্ময় বোধ করে ও তোমাদের উপরে অবমাননার বোঝা
চাপিয়ে দেয়। 5 কিন্তু যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার
করতে প্রস্তুত, তাঁর কাছে তাদের কৈফিয়ত দিতে হবে। 6
এই কারণেই এখন যারা মৃত, তাদের কাছেও সুসমাচার
প্রচার করা হয়েছিল, যেন শারীরিকভাবে মানুষের মতো
তাদের বিচার করা গেলেও, ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী তারা
আত্মায় জীবিত থাকে। 7 সবকিছুরই অন্তিমকাল সন্নিকট।
অতএব তোমরা শুদ্ধমন ও আত্মসংযমী হও, যেন প্রার্থনা
করতে পারো। 8 সর্বোপরি, পরস্পরকে গভীরভাবে
ভালোবাসো, কারণ “ভালোবাসা পাপকে আবৃত করে।”
9 বিরক্তি বোধ না করে তোমরা একে অপরের আতিথ্য
করো। 10 প্রত্যেকেই অন্যদের সেবা করার উদ্দেশে যে
বরদান লাভ করেছে, ঈশ্বরের সেই অনুগ্রহ তারা বিশ্বস্ত
কর্মাধ্যক্ষের মতো ব্যবহার করুক। 11 কেউ যদি কথা
বলে, সে এমনভাবে বলুক, যেন ঈশ্বরের বাণীই বলছে।
কেউ যদি সেবা করে, সে ঈশ্বরের দেওয়া শক্তির গুণেই
তা করুক, যেন সব বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর
প্রশংসিত হন। মহিমা ও পরাক্রম যুগে যুগে চিরকাল তাঁরই
হোক। আমেন। (aiōn g165) 12 প্রিয় বন্ধুরা, যে যন্ত্রণাপূর্ণ
পরীক্ষা তোমরা ভোগ করছ, তা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা

তোমাদের প্রতি ঘটছে মনে করে বিস্মিত হোয়ো না। 13 কিন্তু খ্রীষ্টের কষ্টভোগে তোমরাও অংশগ্রহণ করছ মনে করে আনন্দ করো, যেন যেদিন তাঁর মহিমা প্রকাশিত হবে, সেদিন তোমরাও অতিশয় আনন্দিত হতে পারো। 14 খ্রীষ্টের নামের জন্য যদি তোমরা অপমানিত হও, তাহলে তোমরা ধন্য, কারণ ঈশ্বরের মহিমাময় আত্মা তোমাদের উপরে অধিষ্ঠান করছেন। 15 তোমরা যদি কষ্টভোগ করো, তাহলে হত্যাকারী বা চোর অথবা অন্য কোনো প্রকার অপরাধী হয়ে, এমনকি, অনধিকার-চর্চাকারীরূপে করো না, 16 কিন্তু যদি খ্রীষ্টিয়ান বলে কষ্টভোগ করো, তাহলে লজ্জিত হোয়ো না, বরং সেই নামের জন্য ঈশ্বরের প্রশংসা করো। 17 কারণ ঈশ্বরের গৃহেই বিচারের সময় আরম্ভ হল, আর তা যদি আমাদের দিয়ে শুরু হয়, তাহলে যারা ঈশ্বরের সুসমাচারের অবাধ্য, তাদের পরিণতি কী হবে? 18 আবার, "পরিত্রাণ লাভ যদি ধার্মিকদেরই কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে ভক্তিহীন ও পাপীদের কী হবে?" 19 তাহলে, সেই কারণে যারা ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী কষ্টভোগ করে, তারা তাদের বিশ্বস্ত সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেদের সমর্পণ করুক ও সৎকর্ম করে যাক।

**5** তোমাদের মধ্যে যে প্রাচীনেরা আছেন, তাদের কাছে আমিও একজন প্রাচীন, খ্রীষ্টের কষ্টভোগের সাক্ষী ও যে মহিমা প্রকাশিত হবে তার অংশীদাররূপে আমি মিনতি করছি, 2 ঈশ্বরের যে পাল তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তাদের পালক হও—তত্ত্বাবধায়করূপে তাদের সেবা করো—বাধ্য হয়ে নয়, কিন্তু তোমরা ইচ্ছুক বলে, যেমন ঈশ্বর তোমাদের কাছে চান; অর্থের লালসায় নয়, কিন্তু সেবার আগ্রহ নিয়ে, 3 যাদের তোমাদের হাতে সমর্পণ করা হয়েছে, তাদের উপরে প্রভুত্ব করার জন্য নয়, কিন্তু পালের কাছে আদর্শস্বরূপ হয়ে করো। 4 তাহলে, যখন প্রধান পালক প্রকাশিত হবেন, তোমরা মহিমার মুকুট লাভ করবে, যা কখনও ম্লান হবে না। 5 সেভাবে যুবকেরা, তোমরা প্রাচীনদের বশ্যতাস্বীকার করো। তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি নতনম্র আচরণ করো, কারণ, "ঈশ্বর অহংকারীদের প্রতিরোধ করেন, কিন্তু বিনম্রদের অনুগ্রহ-দান করেন।" 6 সেই কারণে, ঈশ্বরের পরাক্রমী হাতের নিচে, নিজেদের নতনম্র করো, যেন তিনি উপযুক্ত সময়ে তোমাদের উন্নত করেন। 7 তোমাদের সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার তাঁরই উপরে দিয়ে দাও, কারণ তিনি তোমাদের জন্য চিন্তা করেন। 8 তোমরা আত্মসংযমী হও ও সতর্ক থাকো। তোমাদের শত্রু, সেই দিয়াবল, গর্জনকারী সিংহের মতো কাকে গ্রাস করবে, তাকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। 9 বিশ্বাসে অটল থেকে তোমরা তার প্রতিরোধ করো, কারণ তোমরা জানো যে, সমগ্র জগতে বিশ্বাসী মণ্ডলীও একই রকমের কষ্ট-লাঞ্ছনা ভোগ করছে। 10 আর সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টে তাঁর অনন্ত মহিমা প্রদানের জন্য তোমাদের আহ্বান করেছেন, সাময়িক কষ্টভোগ করার পর তিনি স্বয়ং তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তোমাদের শক্তিশালী, সুদৃঢ় ও অবিচল করবেন। (aiōnios g166) 11 যুগে যুগে চিরকাল তাঁর পরাক্রম হোক। আমেন। (aiōn g165) 12 সীল, যাঁকে আমি বিশ্বস্ত ভাই বলে মনে করি, তাঁরই সাহায্য নিয়ে আমি তোমাদের উৎসাহ দিয়ে এই সংক্ষিপ্ত পত্র লিখেছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এই হল ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ। এতেই তোমরা স্থির থাকো। 13 তোমাদেরই সঙ্গে মনোনীত ব্যাবিলনবাসী সেই বোন তোমাদের প্রতি তাঁর শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। আমার পুত্রসম মার্ক-ও তাঁর শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 14 প্রীতি-চুম্বনে তোমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাও। তোমরা যতজন খ্রীষ্টে আছ, সকলের প্রতি শান্তি বর্তুক।

# ২য় পিতর

**1** আমি শিমোন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের একজন প্রেরিতশিষ্য
ও দাস, যারা আমাদের ঈশ্বর ও পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের
ধার্মিকতার মাধ্যমে আমাদের মতোই বহুমূল্য বিশ্বাস
পেয়েছে, তাদের উদ্দেশে এই পত্র লিখছি। **2** ঈশ্বর ও
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে জ্ঞানলাভের মাধ্যমে
তোমরা প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ ও শান্তির অধিকারী হও।
**3** যিনি নিজ মহিমা ও মহত্ত্বে আমাদের আহ্বান করেছেন,
তাঁর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁর ঐশ্বরিক পরাক্রম আমাদের জীবন
ও ভক্তিপরায়ণতা সম্পর্কে যা কিছু প্রয়োজন, সবকিছুই
দান করেছেন। **4** এসবের মাধ্যমে তিনি আমাদের তাঁর
অত্যন্ত মহান ও বহুমূল্য সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা
যেন সেগুলির মাধ্যমে ঐশ্বরিক স্বভাবের অংশীদার হও।
সেই সঙ্গে মন্দ কামনাবাসনার দ্বারা উদ্ভূত যে জগতের
কলুষতা, তা থেকে তোমরা পালিয়ে যেতে পারো। **5** বিশেষ
এই কারণেই তোমরা সর্বতোভাবে চেষ্টা করে তোমাদের
বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত করো সৎ আচরণ, সৎ আচরণের
সঙ্গে জ্ঞান, **6** জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসংযম, আত্মসংযমের
সঙ্গে নিষ্ঠা, নিষ্ঠার সঙ্গে ভক্তি **7** ও ভক্তির সঙ্গে একে
অপরের প্রতি স্নেহ এবং একে অপরের প্রতি স্নেহের সঙ্গে
ভালোবাসা। **8** কারণ তোমরা যদি এই সমস্ত গুণের
অধিকারী হয়ে সেগুলির বৃদ্ধি ঘটাও, তাহলে সেগুলিই
তোমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পথে
তোমাদের নিষ্ক্রিয় বা নিষ্ফল হতে দেবে না। **9** কিন্তু কারও
মধ্যে যদি সেগুলি না থাকে, সে অদূরদর্শী ও অন্ধ, সে
ভুলে গেছে যে, তার অতীতের সব পাপ থেকে সে শুদ্ধ
হয়েছে। **10** সেই কারণে ভাইবোনেরা, তোমাদের আহ্বান
ও মনোনীত হওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য তোমরা
সবাই আরও বেশি আগ্রহী হও। কারণ তোমরা এসব
বিষয় সম্পন্ন করলে তোমরা কখনও ব্যর্থ হবে না। **11** আর
তোমরা আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত
রাজ্যে সাদর অভ্যর্থনা লাভ করবে। **(aiōnios g166)** **12**
অতএব, আমি এই সমস্ত বিষয় প্রতিনিয়ত তোমাদের
মনে করিয়ে দেব, যদিও তোমরা সেসব জানো এবং
এখন যে সত্য তোমরা জেনেছ তাতেই দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত
আছ। **13** এই দেহরূপ তাঁবুতে আমি যতদিন বাস করব,
ততদিন তোমাদের মনে করিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য
বলে মনে করি। **14** কারণ আমি জানি, খুব শীঘ্রই আমাকে
তা ছেড়ে যেতে হবে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাকে তা স্পষ্টই
জানিয়ে দিয়েছেন। **15** আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব,
যেন আমার চলে যাওয়ার পরেও তোমরা এসব বিষয়
সবসময়ই মনে রাখতে পারো। **16** তোমাদের কাছে যখন
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পরাক্রম ও আগমনের কথা বলেছিলাম,
তখন আমরা কৌশলে কোনো কল্পকাহিনির আশ্রয় গ্রহণ
করিনি, কিন্তু আমরা ছিলাম তাঁর মহিমার প্রত্যক্ষদর্শী। **17**
কারণ তিনি পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্মান ও গৌরব
পেয়েছিলেন, যখন রাজসিক মহিমা থেকে এক বাণী তাঁর
কাছে উপস্থিত হল, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, যাঁকে আমি
প্রেম করি, এঁর প্রতি আমি পরম প্রসন্ন।" **18** আমরা যখন
তাঁর সঙ্গে সেই পবিত্র পর্বতে ছিলাম, আমরা নিজেরাও
স্বর্গ থেকে শোষিত সেই স্বর শুনেছি। **19** আবার, আমাদের
কাছে ভাববাদীদের বাণীও রয়েছে যা আমাদের আরও
সুনিশ্চিত করেছে এবং তোমরা এ বিষয়ে মনোনিবেশ
করলে ভালোই করবে, কারণ যতদিন না দিনের আলো
ফুটে ওঠে ও তোমাদের হৃদয়ের আকাশে প্রভাতি তারার
উদয় হয়, ততদিন এই বাণীই হবে অন্ধকারময় স্থানে
প্রদীপের মতো। **20** সর্বোপরি, তোমাদের অবশ্যই বুঝে
নিতে হবে যে, শাস্ত্রের কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণী ভাববাদীর
নিজের ব্যাখ্যার বিষয় নয়। **21** কারণ মানুষের ইচ্ছা থেকে
কখনও ভাববাণীর উদ্ভব হয়নি, মানুষেরা পবিত্র আত্মার
দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঈশ্বর থেকে যা পেয়েছেন, তাই
বলেছেন।

**2** কিন্তু, সেই ইস্রায়েলী প্রজাদের মধ্যে ভণ্ড ভাববাদীরাও
ছিল, যেমন তোমাদের মধ্যে ভণ্ড শিক্ষকদের দেখা
যাবে। তারা গোপনে ধ্বংসাত্মক মতবাদ প্রচার করবে,
এমনকি, যিনি তাদের কিনে নিয়েছেন, সেই সার্বভৌম
প্রভুকেই অস্বীকার করবে—তারা দ্রুত নিজেদের বিনাশ
ডেকে আনবে। **2** বহু মানুষই তাদের ঘৃণ্য আচরণের
অনুসারী হবে; আর তাদের জন্য সত্যের পথ নিন্দিত
করবে। **3** এসব শিক্ষক লোভের বশবর্তী হয়ে তাদেরই
রচিত কল্পকাহিনির দ্বারা তোমাদের শোষণ করবে। দীর্ঘ
সময় ধরে তাদের উপরে শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে এবং
তাদের বিনাশের আর দেরি নেই। **4** কারণ স্বর্গদূতেরা
পাপ করলে, ঈশ্বর তাদের নিষ্কৃতি না দিয়ে নরকে পাঠিয়ে
দিলেন, বিচারের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতালে শিকল দিয়ে
বন্দি করে রেখে দিলেন। **(Tartaroō g5020)** **5** তিনি প্রাচীন
পৃথিবীকে নিষ্কৃতি না দিয়ে ভক্তিহীন লোকদের উপরে
মহাপ্লাবন এনেছিলেন, কিন্তু ধার্মিকতার প্রচারক নোহ ও
অপর আরও সাতজনকে রক্ষা করেছিলেন; **6** তিনি সদোম
ও ঘমোরা নগর দুটিকে দোষী সাব্যস্ত করে ভস্মীভূত

করেছিলেন, যেন ভবিষ্যতে ভক্তিহীন লোকদের প্রতি কী ঘটবে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 7 কিন্তু লোট নামের এক ধার্মিক ব্যক্তিকে, যিনি উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের স্বেচ্ছাচারে যন্ত্রণাভোগ করতেন, তাঁকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন। 8 (কারণ সেই ধার্মিক ব্যক্তি দিনের পর দিন তাদের মধ্যে বাস করে, তাদের অনাচার দেখে ও শুনে, তাঁর ধর্মময় প্রাণে কষ্ট পেতেন)— 9 যদি তাই হয়, তাহলে প্রভু জানেন, কীভাবে ধার্মিকদের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করতে হয় এবং অধার্মিকদের কীভাবে বিচারদিনের জন্য রাখতে হয়, যদিও সেই সময় পর্যন্ত তাদের শাস্তি অব্যাহত রাখেন। 10 একথা বিশেষরূপে তাদের ক্ষেত্রে সত্য, যারা পাপময় প্রবৃত্তির কলুষিত কামনাবাসনার অনুসারী হয় ও কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা করে। এরা দুঃসাহসী ও উদ্ধত, এরা দিব্যজনেদের নিন্দা করতে ভয় পায় না; 11 তবুও স্বর্গদূতেরা, যদিও তাঁরা বেশি শক্তিশালী ও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন, তাঁরা কিন্তু এদের বিরুদ্ধে প্রভুর সাক্ষাতে কুৎসাপূর্ণ অভিযোগ করেন না। 12 কিন্তু এই লোকেরা যে বিষয় বোঝে না, সেই বিষয়েরই নিন্দা করে। তারা হিংস্র পশুর মতো, ইতর প্রবৃত্তির প্রাণী, তাদের জন্ম কেবলমাত্র ধরা পড়ে ধ্বংস হওয়ার জন্যই হয়েছে। পশুর মতোই তারা বিনষ্ট হবে। 13 তারা যে অনিষ্ট করেছে, তার প্রতিফলে তারা অনিষ্টই ভোগ করবে। তাদের কাছে সুখভোগের অর্থ হল প্রকাশ্যে দিনের আলোয় ভোজনপানে মত্ত হওয়া। তোমাদের সঙ্গে ভোজসভায় যোগ দেওয়ার সময় তারা উচ্ছৃঙ্খল ভোগবাসনায় কলঙ্ক ও লজ্জার কারণ হয়। 14 তাদের চোখ ব্যভিচারে পূর্ণ, তারা পাপ করতে কখনও ক্ষান্ত হয় না; যাদের মতিগতির কোনো ঠিক নেই তাদের ব্যভিচারে প্রলুব্ধ করে; তারা অর্থলালসায় অভ্যস্ত, তারা অভিশপ্ত বংশ। 15 তারা সহজসরল পথ ত্যাগ করে, বিয়োরের পুত্র বিলিয়মের পথ অনুসরণ করেছে, যে দুষ্টতার পারিশ্রমিক ভালোবাসতো। 16 কিন্তু সে তার দুষ্কর্মের জন্য কথা বলতে পারে না এমন এক পশু—এক গর্দভের দ্বারা তিরস্কৃত হল; সেই গর্দভ মানুষের ভাষায় কথা বলে সেই ভাববাদীর অন্যায় কাজ সংযত করেছিল। 17 এই লোকেরা জলহীন উৎস ও ঝড়ে উড়ে যাওয়া কুয়াশার মতো। তাদের জন্য ঘোরতর অন্ধকার সংরক্ষিত আছে। 18 কারণ তারা অসার ও দাম্ভিক উক্তি করে এবং পাপপূর্ণ দৈহিক কামনাবাসনার কথা বলে। তারা সেইসব মানুষদের প্রলোভিত করে, যারা বিপথে জীবনযাপন করার হাত থেকে সবেমাত্র উদ্ধার পেয়েছে। 19 এই ভণ্ড শিক্ষকেরা তাদের কাছে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেয়, অথচ তারা নিজেরাই অনৈতিকতার ক্রীতদাস, কারণ মানুষের উপরে যা প্রভুত্ব করে, মানুষ তারই দাস। 20 আমাদের প্রভু ও পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টকে জানার পর তারা যদি জগতের কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে আবার তারই মধ্যে জড়িয়ে পড়ে ও পরাজিত হয়, তাহলে তাদের প্রথম অবস্থার চেয়ে শেষের অবস্থা হবে আরও শোচনীয়। 21 তাদের পক্ষে ধার্মিকতার পথ জেনে ও তাদের কাছে যে পবিত্র অনুশাসন দেওয়া হয়েছিল, তা অমান্য করার চেয়ে, সেই পথ না-জানাই তাদের পক্ষে ভালো ছিল। 22 তাদের পক্ষে এই প্রবাদ সত্যি: "কুকুর তার বমির দিকে ফিরে যায়," আর "পরিচ্ছন্ন শূকর কাদায় গড়াগড়ি দিতে ফিরে যায়।"

**3** প্রিয় বন্ধুরা, তোমাদের কাছে এ আমার দ্বিতীয় পত্র। তোমাদের সরল ভাবনাচিন্তাকে উদ্দীপিত করার জন্য এই দুটি পত্রে আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিয়েছি। 2 অতীতে পবিত্র ভাববাদীরা যেসব কথা বলে গিয়েছেন এবং তোমাদের প্রেরিতশিষ্যদের মাধ্যমে প্রদত্ত আমাদের প্রভু ও উদ্ধারকর্তা যে আদেশ দিয়েছেন, আমি চাই তোমরা যেন সেগুলি মনে রাখো। 3 প্রথমে, তোমরা অবশ্যই বুঝে নিয়ো যে, শেষের দিনে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকারীদের আবির্ভাব ঘটবে; তারা ব্যঙ্গবিদ্রুপ করবে ও নিজের নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবে। 4 তারা বলবে, "তাঁর পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতির কী হল? আমাদের পিতৃপুরুষদের যখন থেকে মৃত্যু হয়েছে, সৃষ্টির রচনাকাল থেকে সবকিছু যেমন চলছিল, তেমনই চলছে।" 5 কিন্তু তারা ইচ্ছা করেই ভুলে যায় যে, আদিতে ঈশ্বরের বাক্য দ্বারাই আকাশমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল এবং পৃথিবী জলের মধ্য থেকে ও জলের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। 6 এই জলরাশির দ্বারাই সেই সময়ের পৃথিবী প্লাবিত হয়ে ধ্বংস হয়েছিল। 7 সেই একই বাক্যের দ্বারা বর্তমান আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী আগুনের জন্য সংরক্ষিত আছে, বিচারদিনের জন্য ও ভক্তিহীন মানুষদের ধ্বংসের জন্য রক্ষিত আছে। 8 প্রিয় বন্ধুরা, এই একটি কথা কিন্তু ভুলে যেয়ো না: প্রভুর কাছে একদিন হাজার বছরের সমান ও হাজার বছর একদিনের সমান। 9 প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে দেরি করেন না যেমন কেউ কেউ তা মনে করে। তিনি তোমাদের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু, তিনি চান না, কেউ যেন বিনষ্ট হয়, কিন্তু চান, প্রত্যেকেই যেন মন পরিবর্তন করে। 10 কিন্তু প্রভুর সেদিন আসবে চোরের মতো। আকাশমণ্ডল গুরুগম্ভীর গর্জনে অদৃশ্য হয়ে যাবে; এর মৌলিক পদার্থগুলি আগুনে ধ্বংস হবে এবং পৃথিবী ও তার মধ্যে সবকিছুই আগুনে পুড়ে বিলীন হবে। 11 সবকিছুই যখন এভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তোমাদের

কী ধরনের মানুষ হওয়া উচিত? তোমাদের অবশ্যই পবিত্র
ও ভক্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে হবে, 12 যখন তোমরা
ঈশ্বরের সেই দিনের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করছ ও
চাইছ যে তা যেন দ্রুত আসে। সেদিনে আকাশমণ্ডল ধ্বংস
হয়ে যাবে এবং মৌলিক পদার্থগুলি আগুনে পুড়ে গলে
যাবে। 13 কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমরা এক নতুন
আকাশ ও এক নতুন পৃথিবীর প্রতীক্ষায় আছি, তা হবে
ধার্মিকতার আবাস। 14 তাহলে, প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা
যেহেতু এরই প্রতীক্ষা করে আছ তাই সব ধরনের প্রয়াস
করো, যেন তোমাদের নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ অবস্থায় ও
শান্তিতে তাঁর কাছে দেখতে পাওয়া যায়। 15 মনে রাখবে,
আমাদের প্রভুর দীর্ঘসহিষ্ণুতা মানুষকে পরিত্রাণ পাওয়ার
সুযোগ দেয়। আমাদের প্রিয় ভাই পৌলও ঈশ্বরের দেওয়া
জ্ঞান ব্যবহার করে তোমাদের একথা লিখেছেন। 16 তিনি
তাঁর সব পত্রেই এভাবে লিখেছেন এবং সেগুলির মধ্যে
এসব বিষয়ের উল্লেখ থাকে। তাঁর পত্রগুলির মধ্যে এমন
কতগুলি বিষয় থাকে, যেগুলি বুঝে ওঠা কষ্টকর। অজ্ঞ
ও চঞ্চল লোকেরা শাস্ত্রের অন্যান্য বাণীর মতো এগুলিও
বিকৃত করে ও নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে। 17 তাই
প্রিয় বন্ধুরা, যেহেতু তোমরা এ বিষয় আগে থেকেই জানো,
সতর্ক থেকো, যেন তোমরা স্বেচ্ছাচারী মানুষদের ভুল
পথে ভেসে যেয়ো না ও তোমাদের নিরাপদ অবস্থান
থেকে বিপথ না যাও। 18 কিন্তু তোমরা আমাদের প্রভু ও
পরিত্রাতা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও জ্ঞানে বৃদ্ধি পেতে থাকো।
এখন ও চিরকাল পর্যন্ত তাঁর মহিমা হোক। আমেন। (aiōn
g165)

# ১ম যোহন

**1** প্রথম থেকেই যা ছিল বিদ্যমান, যা আমরা শুনেছি,
যা আমরা নিজের চোখে দেখেছি, যা আমরা নিরীক্ষণ
করেছি এবং নিজের হাতে যা স্পর্শ করেছি, জীবনের
সেই বাক্য সম্পর্কে আমরা ঘোষণা করছি। 2 সেই জীবন
প্রকাশিত হলেন, আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি ও সেই বিষয়ে
সাক্ষ্য দিচ্ছি। যা পিতার কাছে ছিল এবং যা আমাদের
কাছে প্রকাশিত হয়েছে, আমরা সেই অনন্ত জীবনের কথা
তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি। (aiōnios g166) 3 আমরা যা
দেখেছি ও শুনেছি, তাই তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি,
যেন তোমরা আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা স্থাপন করতে
পারো। আর আমাদের সহভাগিতা পিতা ও তাঁর পুত্র
যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে। 4 তোমাদের আমরা একথা লিখছি,
যেন আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। 5 এই বাণী আমরা
তাঁর কাছ থেকে শুনে তোমাদের কাছে ঘোষণা করছি:
ঈশ্বর জ্যোতি; তাঁর মধ্যে অন্ধকারের লেশমাত্র নেই।
6 তাঁর সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে, এমন দাবি
করেও যদি অন্ধকারে চলি, তবে আমরা মিথ্যা কথা বলি
এবং সত্যে জীবনযাপন করি না। 7 কিন্তু তিনি যেমন
জ্যোতিতে আছেন আমরাও যদি তেমন জ্যোতিতে জীবন
কাটাই, তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা
আছে এবং তাঁর পুত্র যীশুর রক্ত সব পাপ থেকে আমাদের
শুচিশুদ্ধ করে। 8 আমরা যদি নিজেদের নিষ্পাপ বলে দাবি
করি, তাহলে আমরা নিজেদের প্রতারণা করি এবং সত্য
আমাদের মধ্যে বাস করে না। 9 আমরা যদি আমাদের
পাপস্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, তাই তিনি
আমাদের সব পাপ ক্ষমা করে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে
শুচিশুদ্ধ করবেন। 10 যদি আমরা বলি যে আমরা পাপ
করিনি, আমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করি এবং
আমাদের জীবনে তাঁর বাক্যের কোনও স্থান নেই।

**2** আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের এসব লিখছি,
যেন তোমরা পাপ না করো। কিন্তু কেউ যদি পাপ
করে, তাহলে আমাদের একজন পক্ষসমর্থনকারী আছেন;
তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে মিনতি করেন। তিনি
যীশু খ্রীষ্ট, সেই ধার্মিক পুরুষ। 2 তিনি আমাদের সব
পাপের প্রায়শ্চিত্ত, শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত
জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। 3 আমরা যদি তাঁর
আদেশ পালন করি, তাহলেই বুঝতে পারব যে আমরা
তাঁকে জেনেছি। 4 যে ব্যক্তি বলে, "আমি তাঁকে জানি,"
কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করে না, সে মিথ্যাচারী, তার
অন্তরে সত্য নেই। 5 কিন্তু যে তাঁর বাক্য পালন করে, তার
অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম প্রকৃত অর্থেই পূর্ণতা লাভ করেছে।
এভাবেই আমরা জানতে পারি যে, আমরা তাঁর মধ্যে
আছি। 6 তাঁর মধ্যে বাস করছে বলে যে দাবি করে,
সে অবশ্যই তেমন জীবনাচরণ করবে ঠিক যেমন যীশু
করতেন। 7 প্রিয় বন্ধুরা, আমি তোমাদের কাছে নতুন
আদেশ নয়, কিন্তু এক পুরোনো আদেশ সম্পর্কেই লিখছি,
যা তোমরা প্রথম থেকেই পেয়েছ। এই পুরোনো আদেশই
সেই বাণী, যা তোমরা শুনেছ, 8 তবুও, তোমাদের কাছে
আমি এক নতুন আদেশ সম্পর্কে লিখছি; এর সত্যতা তাঁর
এবং তোমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ হয়েছে, কারণ অন্ধকার
ক্রমশ কেটে যাচ্ছে এবং প্রকৃত জ্যোতি এখন প্রকাশ
পাচ্ছে। 9 যে সেই জ্যোতিতে বাস করে বলে দাবি করে,
অথচ তার ভাইবোনকে ঘৃণা করে, সে এখনও অন্ধকারেই
আছে। 10 যে তার ভাইবোনকে ভালোবাসে, সে জ্যোতির
মধ্যেই জীবনযাপন করে, তার হোঁচট খাওয়ার কোনো
কারণ নেই। 11 কিন্তু যে তার ভাইবোনকে ঘৃণা করে,
সে অন্ধকারেই বাস করে এবং অন্ধকারেই পথ চলে।
সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না, কারণ অন্ধকার তাকে
অন্ধ করে দিয়েছে। 12 প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের
লিখছি, কারণ তাঁর নামের গুণে তোমাদের সব পাপের
ক্ষমা হয়েছে। 13 পিতারা, আমি তোমাদের লিখছি, কারণ
যিনি আদি থেকে আছেন, তাঁকে তোমরা জানো। যুবকেরা,
আমি তোমাদের লিখছি, কারণ সেই পাপাত্মাকে তোমরা
জয় করেছ। 14 প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের লিখছি,
কারণ তোমরা পিতাকে জানো। পিতারা, আমি তোমাদের
লিখছি, কারণ আদি থেকে যিনি আছেন, তোমরা তাঁকে
জানো। যুবকেরা, আমি তোমাদের লিখছি, কারণ তোমরা
বলবান, আর তোমাদের মধ্যেই ঈশ্বরের বাক্য বাস করে
এবং তোমরা সেই পাপাত্মাকে জয় করেছ। 15 জগৎকে
বা জাগতিক কোনো কিছুই তোমরা ভালোবেসো না।
কেউ যদি জগৎকে ভালোবাসে, তাহলে পিতার প্রেম তার
অন্তরে নেই। 16 কারণ এ জগতের সমস্ত বিষয়—শারীরিক
অভিলাষ, চোখের অভিলাষ ও জীবনের অহংকার—পিতা
থেকে নয়, কিন্তু জগৎ থেকে আসে। 17 আর জগৎ ও
তার কামনাবাসনা বিলুপ্ত হবে, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের
ইচ্ছা পালন করে সে চিরকাল জীবিত থাকবে। (aiōn
g165) 18 প্রিয় সন্তানেরা, এ সেই শেষ সময় এবং তোমরা
যেমন শুনেছ, খ্রীষ্টারির আগমন সন্নিকট, বরং এখনই
বহু খ্রীষ্টারি উপস্থিত হয়েছে। এভাবেই আমরা জানতে

পারি যে, এখনই শেষ সময়। 19 আমাদের মধ্য থেকেই
তারা বেরিয়ে গেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা আমাদের ছিল
না। কারণ তারা যদি আমাদের হত, তাহলে আমাদের
সঙ্গেই তারা থাকত। কিন্তু তাদের চলে যাওয়ার ফলে
এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা আমাদের ছিল না। 20
কিন্তু তোমরা সেই পবিত্রজন থেকে অভিষিক্ত হয়েছ এবং
তোমরা সবাই সত্যকে জানো। 21 তোমরা সত্য জানো না
বলে নয়, বরং তোমরা তা জানো বলেই আমি তোমাদের
লিখছি। সত্য থেকে কোনো মিথ্যার উদ্ভব হতে পারে না।
22 মিথ্যাবাদী কে? যে অস্বীকার করে যে যীশুই খ্রীষ্ট।
এরকম মানুষই খ্রীষ্টারি—যে পিতা ও পুত্রকে অস্বীকার
করে। 23 পুত্রকে যে অস্বীকার করে, সে পিতাকে পায়নি;
পুত্রকে যে স্বীকার করে, সে পিতাকে পেয়েছে। 24 দেখো,
প্রথম থেকেই তোমরা যা শুনেছ, তা যেন তোমাদের অন্তরে
থাকে। যদি তা থাকে, তোমরা পুত্রতে ও পিতাতে থাকবে।
25 আর আমাদের যা তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা হল
অনন্ত জীবন। (aiōnios g166) 26 যারা তোমাদের বিপথে
চালিত করতে সচেষ্ট, তাদেরই বিষয়ে আমি এসব কথা
লিখছি। 27 তোমাদের বিষয়ে বলি, তাঁর কাছ থেকে যে
অভিষেক তোমরা পেয়েছ তা তোমাদের মধ্যেই রয়েছে
এবং আর কারও কাছ থেকে তোমাদের শিক্ষাগ্রহণের
প্রয়োজন নেই। তাঁর সেই অভিষেক সব বিষয়ে তোমাদের
শিক্ষা দেয় এবং সেই অভিষেক প্রকৃত, কৃত্রিম নয়। তাই
এই অভিষেক তোমাদের যেমন শিক্ষা দিয়েছে, তোমরা
তেমনই তাঁর মধ্যে থাকো। 28 প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা
এখন তাঁর মধ্যেই থাকো, যেন তাঁর আবির্ভাবকালে আমরা
নিঃসংশয় থাকতে পারি এবং তাঁর আগমনের সময় তাঁর
সাক্ষাতে যেন লজ্জিত না হই। 29 তিনি ধর্মময় তা যদি
তোমরা জেনে থাকো, তাহলে একথাও জেনো, যারা
ধর্মাচরণ করে তারা সবাই ঈশ্বর থেকে জাত।

**3** দেখো, ঈশ্বর কেমন তাঁর প্রেম পর্যাপ্ত পরিমাণে
আমাদের ঢেলে দিয়েছেন, যেন আমরা ঈশ্বরের সন্তান
বলে অভিহিত হই। আর আমরা প্রকৃতপক্ষে তাই। জগৎ
এজন্য আমাদের জানে না, কারণ সে তাঁকে জানে না। 2
প্রিয় বন্ধুরা, বর্তমানে আমরা ঈশ্বরের সন্তান এবং আমরা
কী হব, তা এখনও প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু আমরা জানি,
যখন তিনি প্রকাশিত হবেন আমরা তাঁরই মতো হব, কারণ
তিনি যেমন আছেন, আমরা তেমনই তাঁকে দেখতে পাব।
3 তাঁর প্রতি যার এই প্রত্যাশা আছে, তিনি যেমন শুদ্ধ, সে
নিজেকেও তেমনই শুদ্ধ করে। 4 যে কেউ পাপ করে, সে
বিধান লঙ্ঘন করে; প্রকৃতপক্ষে, বিধান লঙ্ঘন করাই হল
পাপ। 5 কিন্তু তোমরা জানো যে, আমাদের পাপ হরণের
জন্য তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে পাপের
লেশমাত্র নেই। 6 যে তাঁর মধ্যে বাস করে, সে পাপে লিপ্ত
থাকে না। যে অবিরত পাপ করতেই থাকে, সে তাঁকে
দেখেনি বা তাঁকে জানেও না। 7 প্রিয় সন্তানেরা, কাউকে
তোমাদের বিপথে চালিত করতে দিয়ো না। যে ন্যায়সংগত
আচরণ করে, সে ধার্মিক, যেমন তিনি ধার্মিক। 8 যে
পাপ করে, সে দিয়াবলের, কারণ দিয়াবল প্রথম থেকেই
পাপ করে আসছে। ঈশ্বরের পুত্র এই কারণেই প্রকাশিত
হয়েছেন, যেন দিয়াবলের সব কাজ ধ্বংস করেন। 9 ঈশ্বর
থেকে জাত কোনো ব্যক্তি পাপে লিপ্ত থাকতে পারে না,
কারণ ঈশ্বরের স্বভাব তার মধ্যে থাকে; সে ক্রমাগত পাপ
করতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর থেকে জাত। 10 এভাবেই
আমরা জানতে পারি, কারা ঈশ্বরের সন্তান, আর কারা
দিয়াবলের সন্তান। যে ন্যায়সংগত আচরণ করে না, সে
ঈশ্বরের সন্তান নয়; যে তার ভাইবোনকে ভালোবাসে না,
সেও নয়। 11 কারণ প্রথম থেকেই তোমরা এই শিক্ষা
শুনেছ যে, আমাদের পরস্পরকে ভালোবাসা উচিত। 12
তোমরা কয়িনের মতো হোয়ো না; সে ছিল সেই পাপাত্মার
দলভুক্ত এবং তার ভাইয়ের হত্যাকারী। সে কেন তাকে
হত্যা করেছিল? কারণ তার নিজের কাজ ছিল মন্দ এবং
তার ভাইয়ের কাজ ছিল ন্যায়সংগত। 13 প্রিয় ভাইবোনেরা,
জগৎ যদি তোমাদের ঘৃণা করে, তাহলে আশ্চর্য হোয়ো না।
14 আমরা জানি, মৃত্যু থেকে আমরা জীবনে উত্তীর্ণ হয়েছি,
কারণ আমাদের ভাইবোনদের আমরা ভালোবাসি; যে
ভালোবাসে না, সে মৃত্যুর মাঝেই বাস করে। 15 যে তার
ভাইবোনকে ঘৃণা করে, সে হত্যাকারী এবং তোমরা জানো
যে কোনো হত্যাকারীর অন্তরে অনন্ত জীবন থাকতে পারে
না। (aiōnios g166) 16 প্রেম করার অর্থ আমরা এভাবেই
বুঝতে পারি: যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য জীবন দিয়েছেন।
আমাদেরও তেমনই ভাইবোনদের জন্য নিজেদের প্রাণ
দেওয়া উচিত। 17 জাগতিক সম্পদের অধিকারী হয়ে
কেউ যদি তার ভাইবোনকে অভাবগ্রস্ত দেখে কিন্তু তার
প্রতি করুণাবিষ্ট না হয়, তাহলে তার অন্তরে ঈশ্বরের প্রেম
কীভাবে থাকতে পারে? 18 প্রিয় সন্তানেরা, এসো, মুখের
কথায় অথবা ভাষণে নয়, কিন্তু কাজ করে ও সত্যের
মাধ্যমেই আমরা প্রেম করি। 19 আমাদের কাজকর্ম প্রমাণ
করবে যে আমরা সত্যের, এবং যখন আমরা ঈশ্বরের
সামনে দাঁড়াব তখন আমাদের হৃদয়ে আশ্বাস থাকবে। 20
কারণ আমাদের হৃদয়ে দোষভাব থাকলেও ঈশ্বর আমাদের

অনুভূতির চেয়ে মহান এবং তিনি সবকিছুই জানেন। 21 প্রিয় বন্ধুরা, আমাদের হৃদয় যদি আমাদের দোষী সাব্যস্ত না করে, তাহলে ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় 22 এবং আমাদের প্রার্থিত সবকিছুই আমরা তাঁর কাছ থেকে পাই; কারণ আমরা তাঁর আদেশ পালন করি এবং তাঁর প্রীতিজনক কাজ করি। 23 আর তাঁর আদেশ এই: আমরা যেন তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে বিশ্বাস করি এবং তাঁর নির্দেশমতো পরস্পরকে প্রেম করি। 24 যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তারা তাঁর মধ্যেই বাস করে এবং তিনিও তাদের মধ্যে বাস করেন। আবার তিনি যে আত্মা আমাদের দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, তিনি আমাদের মধ্যে আছেন।

**4** প্রিয় বন্ধুরা, সব আত্মাকে বিশ্বাস কোরো না, বরং তারা ঈশ্বর থেকে এসেছে কি না তা জানার জন্য তাদের পরীক্ষা করো, কারণ বহু ভণ্ড ভাববাদী পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। 2 তোমরা এভাবেই ঈশ্বরের আত্মাকে চিনতে পারবে: যে আত্মা স্বীকার করে যে যীশু খ্রীষ্ট মানবদেহে আগমন করেছেন, সে ঈশ্বর থেকে, 3 কিন্তু যে আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে শরীরে আগত বলে স্বীকার করে না, সে ঈশ্বর থেকে নয়। এ হল সেই খ্রীষ্টারির আত্মা, যার আগমন সম্পর্কে তোমরা শুনেছ, এমনকি ইতিমধ্যেই সে জগতে উপস্থিত হয়েছে। 4 প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা ঈশ্বর থেকে। তোমরা খ্রীষ্ট বিরোধীদের পরাস্ত করেছ, কারণ তোমাদের অন্তরে যিনি আছেন, তিনি জগতে যে বিচরণ করে, তার চেয়ে মহান। 5 তারা জগৎ থেকে, তাই জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই তারা কথা বলে এবং জগৎ তাদের কথা শোনে। 6 কিন্তু আমরা ঈশ্বর থেকে এবং ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শোনে; কিন্তু যে ঈশ্বর থেকে নয়, সে আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না। এভাবেই আমরা সত্যের আত্মা ও বিভ্রান্তির আত্মাকে চিনতে পারি। 7 প্রিয় বন্ধুরা, এসো আমরা পরস্পরকে প্রেম করি, কারণ প্রেম ঈশ্বর থেকে আসে। যে প্রেম করে, সে ঈশ্বর থেকে জাত এবং সে ঈশ্বরকে জানে। 8 যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বরই প্রেম। 9 এভাবেই ঈশ্বর আমাদের মধ্যে তাঁর প্রেম প্রদর্শন করেছেন: তাঁর এক ও অদ্বিতীয় পুত্রকে তিনি জগতে পাঠিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর মাধ্যমে জীবিত থাকি। 10 এই হল প্রেম: এমন নয় যে আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করেছি, বরং তিনি আমাদের প্রেম করেছেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন। 11 প্রিয় বন্ধুরা, ঈশ্বর যখন আমাদের এত প্রেম করেছেন, আমাদেরও উচিত পরস্পরকে প্রেম করা। 12 কেউ কখনও ঈশ্বরকে দেখেনি। কিন্তু আমরা যদি পরস্পরকে প্রেম করি, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করেন এবং আমাদের মধ্যে তাঁর প্রেম পূর্ণতা লাভ করে। 13 এতেই আমরা জানি যে, আমরা তাঁর মধ্যে বাস করি এবং তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেন, কারণ তিনি তাঁর আত্মাকে আমাদের দিয়েছেন। 14 আমরা দেখেছি ও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, পিতা তাঁর পুত্রকে জগতের উদ্ধারকর্তা হওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। 15 কেউ যদি যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে, তাহলে ঈশ্বর তার মধ্যে থাকেন এবং সেও ঈশ্বরের মধ্যে থাকে। 16 আর তাই, আমাদের জন্য ঈশ্বরের যে প্রেম, আমরা তা জানি এবং তার উপর নির্ভর করি। ঈশ্বরই প্রেম। যে প্রেমে বাস করে, সে ঈশ্বরে থাকে এবং ঈশ্বর তার মধ্যে থাকেন। 17 এভাবে, আমাদের মধ্যে প্রেম পূর্ণতা লাভ করে, যেন বিচারের দিনে আমরা নির্ভয়ে থাকতে পারি, কারণ এই জগতে আমরা তাঁরই মতো রয়েছি। 18 প্রেমে কোনো ভয় নেই। কিন্তু নিখাদ ভালোবাসা ভয় দূর করে, কারণ ভয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে শাস্তি। আর যে ভয় করে, তার প্রেম পূর্ণতা লাভ করেনি। 19 আমরা প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদের প্রেম করেছেন। 20 কেউ যদি বলে, "আমি ঈশ্বরকে প্রেম করি," অথচ তার ভাইবোনকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী। যে ভাই বা বোনকে সে দেখতে পায় তাকে যদি সে প্রেম না করে, তাহলে যে ঈশ্বরকে সে দেখেনি তাঁকে সে প্রেম করতে পারে না। 21 তিনি আমাদের এই আদেশ দিয়েছেন: ঈশ্বরকে যে প্রেম করে, সে তার ভাইবোনকেও প্রেম করবে।

**5** যে বিশ্বাস করে যে, যীশুই খ্রীষ্ট, সে ঈশ্বর থেকে জাত এবং যে পিতাকে প্রেম করে, সে তাঁর সন্তানকেও প্রেম করে। 2 ঈশ্বরকে প্রেম করে এবং তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের প্রেম করি। 3 ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করা হল এই: তাঁর আদেশ পালন করা। আর, কারণ তাঁর আদেশ দুর্বহ নয়। 4 কারণ ঈশ্বর থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎকে জয় করে। আমাদের জয় এই যে, আমাদের বিশ্বাসই জগতকে পরাস্ত করেছে। 5 কে জগৎকে জয় করে? একমাত্র সেই, যে বিশ্বাস করে যে, যীশুই ঈশ্বরের পুত্র। 6 ইনিই সেই যীশু খ্রীষ্ট, যিনি জল ও রক্তের মধ্য দিয়ে এসেছিলেন। তিনি শুধু জলের মাধ্যমে নয়, কিন্তু জল ও রক্তের মাধ্যমে এসেছিলেন। আত্মাই এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, কারণ এই আত্মাই সেই সত্য। 7 বস্তুত তিন

সাক্ষী এখানে রয়েছে: 8 আত্মা, জল ও রক্ত, এই তিনের
সাক্ষ্য একই। 9 আমরা মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করি, কিন্তু
ঈশ্বরের সাক্ষ্য তার চেয়েও মহান, কারণ তিনি তাঁর পুত্রের
বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাই ঈশ্বরের সাক্ষ্য। 10
ঈশ্বরের পুত্রে যে বিশ্বাস করে, তার অন্তরে এই সাক্ষ্য
আছে। ঈশ্বরকে যে বিশ্বাস করে না, সে প্রকৃতপক্ষে তাঁকে
মিথ্যাবাদী বলে, কারণ তাঁর পুত্রের বিষয়ে ঈশ্বর যে সাক্ষ্য
দিয়েছেন, সে তা বিশ্বাস করেনি। 11 এই হল সেই সাক্ষ্য:
ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন এবং সেই জীবন
তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে। (aiōnios g166) 12 যে পুত্রকে
লাভ করেছে, সে জীবন পেয়েছে; যে ঈশ্বরের পুত্রকে
লাভ করেনি, সে জীবন পায়নি। 13 তোমরা যারা ঈশ্বরের
পুত্রের নামে বিশ্বাস করো, তাদের কাছে আমি এসব বিষয়
লিখছি, যেন তোমরা জানতে পারো যে, তোমরা অনন্ত
জীবন লাভ করেছ। (aiōnios g166) 14 ঈশ্বরের কাছে আসার
জন্য আমরা এই ভরসা পেয়েছি যে, আমরা যদি তাঁর
ইচ্ছানুসারে কিছু প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের প্রার্থনা
শোনেন। 15 আর আমরা যদি জানি যে, আমরা যা কিছুই
প্রার্থনা করি, তিনি তা শোনেন, তাহলে আমরা এও জানব
যে, তাঁর কাছে প্রার্থিত সবকিছুই আমরা পেয়েছি। 16 কেউ
যদি তার ভাইবোনকে এমন কোনো পাপ করতে দেখে
যা মৃত্যুমুখী নয়, তাহলে সে প্রার্থনা করুক, এবং ঈশ্বর
তাকে জীবন দান করবেন। যাদের পাপ মৃত্যুর দিকে নিয়ে
যায় না আমি তাদের কথাই বলছি। কিন্তু এমন একটি
পাপ আছে, যা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। আমি সে বিষয়ে
তাকে প্রার্থনা করতে বলছি না। 17 সমস্ত দুষ্কর্মই পাপ,
কিন্তু এমনও পাপ আছে যা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় না।
18 আমরা জানি, যে ঈশ্বর থেকে জাত, সে পাপকর্মে রত
থাকে না; ঈশ্বর থেকে যে জাত, সে নিজেকে সুরক্ষিত
রাখে এবং সেই পাপাত্মা তার ক্ষতি করতে পারে না। 19
আমরা এও জানি, আমরা ঈশ্বরের সন্তান, আর সমস্ত জগৎ
সেই পাপাত্মার নিয়ন্ত্রণের অধীন। 20 আমরা আরও জানি
যে, ঈশ্বরের পুত্রের আগমন হয়েছে এবং তিনি আমাদের
বোধশক্তি দিয়েছেন যেন, যিনি প্রকৃত সত্য তাঁকে আমরা
জানতে পারি। আমরা তাঁরই মধ্যে আছি, যিনি সত্যময়,
অর্থাৎ তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টে। তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর এবং
অনন্ত জীবন। (aiōnios g166) 21 প্রিয় সন্তানেরা, তোমরা
সব প্রতিমা থেকে নিজেদের রক্ষা করো।

# ২য় যোহন

1 আমি, এই প্রাচীন, সেই মনোনীত মহিলা ও তাঁর
সন্তানদের উদ্দেশ্যে লিখছি, যাঁদের আমি প্রকৃতই
ভালোবাসি, শুধু আমি নয়, যারা সত্যকে জানে, তারা
সকলেই ভালোবাসে, 2 কারণ সেই সত্য আমাদের অন্তরে
আছে এবং চিরদিন আমাদের সঙ্গে থাকবে। (aiōn g165) 3
পিতা ঈশ্বর এবং পিতার পুত্র, যীশু খ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ,
করুণা ও শান্তি আমাদের মধ্যে সত্যে ও প্রেমে বিরাজ
করবে। 4 পিতা যেমন আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমার
কয়েকজন সন্তান সেইমতো সত্যে জীবন কাটাচ্ছে দেখে
আমি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। 5 আর এখন, প্রিয় মহিলা,
এ কোনো নতুন আজ্ঞা নয়, কিন্তু প্রথম থেকে যা পেয়েছি,
এমন একটি আজ্ঞা সম্পর্কে আমি তোমাকে লিখছি। আমি
বলি, আমরা যেন পরস্পরকে প্রেম করি। 6 আর প্রেম হল
এই: আমরা যেন তাঁর সব আজ্ঞার বাধ্য হয়ে চলি। প্রথম
থেকেই তোমরা তাঁর এই আজ্ঞা শুনেছ যে, তোমরা প্রেমে
জীবনযাপন করো। 7 বহু প্রতারক, যারা যীশু খ্রীষ্টের
মানবদেহে আগমনকে স্বীকার করে না, তারা পৃথিবীতে
ছড়িয়ে পড়েছে। এই ধরনের লোকেরাই প্রতারক এবং
খ্রীষ্টারি। 8 সতর্ক থেকো, যে জন্য তোমরা পরিশ্রম করেছ,
তা যেন হারিয়ে না ফেলো, বরং তোমরা যেন পূর্ণমাত্রায়
পুরস্কার লাভ করতে পারো। 9 খ্রীষ্টের শিক্ষায় অবিচল না
থেকে যে তা অতিক্রম করে চলে, সে ঈশ্বরকে পায়নি।
সেই শিক্ষায় যে অবিচল থাকে, সে পিতা ও পুত্র উভয়কেই
পেয়েছে। 10 কেউ যদি এই শিক্ষা না নিয়েই তোমার কাছে
আসে, তাকে তোমার বাড়িতে স্থান দিয়ো না বা স্বাগত
জানিয়ো না। 11 যে তাকে স্বাগত জানায়, সে তার দুষ্কর্মের
অংশীদার হয়। 12 তোমাকে আরও অনেক কথা লেখার
ছিল, কিন্তু আমি কাগজ কলম ব্যবহার করতে চাই না।
বরং, আমি তোমাদের কাছে গিয়ে সাক্ষাতে কথা বলার
আশা করি, যেন আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়। 13 তোমার
মনোনীত বোনের সন্তানেরা তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

# ৩য় যোহন

1 আমি যাকে প্রকৃতই ভালোবাসি, আমার সেই প্রিয় বন্ধু
গায়োর প্রতি আমি এই প্রাচীন, এই পত্র লিখছি। 2 প্রিয়
বন্ধু, তোমার আত্মা যেমন কুশলে আছে, তেমনই তোমার
শারীরিক ও সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করি। 3 সত্যের প্রতি
তোমার বিশ্বস্ততা এবং কেমনভাবে তুমি সত্যের পথে
চলছ, কয়েকজন ভাই এসে আমাকে সেকথা জানানোয়,
আমি অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। 4 আমার সন্তানেরা সত্যে
জীবনযাপন করছে, একথা শুনে যে আনন্দ পাই তার
থেকে বেশি আনন্দ আর কিছুতেই হতে পারে না। 5
প্রিয় বন্ধু, তোমার কাছে অপরিচিত হলেও তুমি ভাইদের
প্রতি বিশ্বস্তভাবে তোমার কর্তব্য করে চলেছ। 6 তাঁরা
তোমার ভালোবাসার কথা মণ্ডলীতে জানিয়েছেন। ঈশ্বরের
উপযোগীরূপে তাঁদের যাত্রার সুব্যবস্থা করে দিলে তুমি
ভালো কাজই করবে। 7 প্রভুর নাম-কীর্তনের জন্যই তাঁরা
বেরিয়েছেন, তাঁরা বিধর্মীদের কাছ থেকে কোনো সাহায্য
গ্রহণ করেননি। 8 অতএব, এই ধরনের লোকদের প্রতি
আমাদের আতিথেয়তা প্রদর্শন করা উচিত, যেন সত্যের
পক্ষে আমরা একসঙ্গে কাজ করতে পারি। 9 মণ্ডলীর
কাছে আমি পত্র লিখেছিলাম, কিন্তু দিয়ত্রিফি যে প্রাধান্য
পেতে ভালোবাসে, সে আমাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক
রাখে না। 10 তাই আমি ওখানে গেলে, সে কী করছে, তা
তোমাদের কাছে বলব; আমাদের সম্পর্কে সে কুৎসা-রটনা
করছে। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে, সে ভাইদের অভ্যর্থনা
করতে অস্বীকার করে; যারা তা করতে চায়, সে তাদেরও
বাধা দেয়, এমনকি, মণ্ডলী থেকেও বের করে দেয়। 11
প্রিয় বন্ধু, যা মন্দ তার অনুকরণ কোরো না, যা ভালো,
তারই অনুকরণ কোরো। মনে রেখো যারা ভালো কাজ
করে তারা প্রমাণ করে যে তারা ঈশ্বরের সন্তান। কিন্তু যারা
মন্দ কাজ করে তারা প্রমাণ করে যে তারা ঈশ্বরকে জানে
না। 12 দীমীত্রিয়ের সুখ্যাতি সকলেই করে। এমনকি,
সত্যও তাঁর পক্ষে। আমরাও তাঁর সুখ্যাতি করি এবং তুমি
জানো যে, আমাদের সাক্ষ্য সত্যি। 13 তোমাকে অনেক
কথা লেখার আছে, কিন্তু কাগজে কলমে তা আমি করতে
চাই না। 14 আশা করি, অচিরেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ
হবে; আমরা মুখোমুখি সব আলোচনা করব। তোমার শান্তি
হোক। এখানকার বন্ধুরা তোমাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন।
ওখানকার বন্ধুদেরও প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে শুভেচ্ছা
জানিয়ো।

# যিহূদা

**1** আমি যিহূদা, যীশু খ্রীষ্টের দাস ও যাকোবের ভাই,
যাঁরা পিতা ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র ও যীশু খ্রীষ্টের জন্য
সংরক্ষিত, সেই আহ্বানপ্রাপ্ত লোকদের উদ্দেশে এই পত্র
লিখছি। **2** করুণা, শান্তি ও প্রেম প্রচুর পরিমাণে তোমাদের
প্রতি বর্ষিত হোক। **3** প্রিয় বন্ধুরা, যে পরিত্রাণের আমরা
অংশীদার সেই বিষয়ে আমি তোমাদের কাছে লিখবার জন্য
প্রবল আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু এমন আমি বুঝতে পারলাম
যে তোমাদের কাছে অন্য কিছু লেখা প্রয়োজন; তোমরা
সেই বিশ্বাসের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করো যে বিশ্বাস
সর্বসময়ের জন্য একবারই পবিত্রগণের কাছে দেওয়া
হয়েছে। **4** কারণ কয়েকজন ব্যক্তি গোপনে তোমাদের
মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, যাদের শাস্তি অনেক আগেই
লেখা হয়েছিল। তারা সব ভক্তিহীন, যারা আমাদের
ঈশ্বরের অনুগ্রহকে লাম্পট্যের ছাড়পত্রে পরিণত করে
এবং আমাদের একমাত্র সার্বভৌম ও প্রভু, যীশু খ্রীষ্টকে
অগ্রাহ্য করে। **5** তোমরা যদিও এসব বিষয় ইতিমধ্যেই
জানো, তবুও আমি তোমাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে,
প্রভু তাঁর প্রজাদের মিশর থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু
যারা বিশ্বাস করেনি, পরবর্তীকালে তিনি তাদের বিনষ্ট
করেছিলেন। **6** আর যে স্বর্গদূতেরা নিজেদের অধিকারের
সীমা ছাড়িয়ে তাদের নিজস্ব আবাস ত্যাগ করেছিল,
তিনি তাদের সেই মহাদিনে বিচারের জন্য চিরকালীন
শিকলে বন্দি করে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে রেখেছেন।
**(aïdios g126)** **7** একইভাবে, সদোম ও ঘমোরা এবং তাদের
আশেপাশের নগরগুলি এদেরই মতো দৈহিক উচ্ছৃঙ্খলতা
ও অস্বাভাবিক যৌন আচরণে নিজেদের সমর্পণ করেছিল
বলে অনন্ত আগুনের শাস্তি ভোগ করে এরা সকলের
কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে আছে। **(aiōnios g166)** **8** সেই
একইভাবে, এসব লোকেরা—যারা তাদের স্বপ্ন থেকে
অধিকার দাবি করে—নিজেদের শরীরকে কলুষিত করে,
কর্তৃত্বকে অগ্রাহ্য করে ও দিব্যজনেদের নিন্দা করে। **9**
এমনকি, প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল যখন মোশির মৃতদেহ
নিয়ে দিয়াবলের সঙ্গে বাদ-প্রতিবাদ করেছিলেন তখনও
তিনি তার বিরুদ্ধে কোনো নিন্দাসূচক অভিযোগ উত্থাপন
করার সাহস দেখাননি, কিন্তু বলেছিলেন, "প্রভু তোমাকে
তিরস্কার করুন!" **10** কিন্তু এই লোকেরা যা বোঝে না,
সেইসব বিষয়ের তীব্র নিন্দা করে। বিবেচনাহীন পশুর
মতো সহজাত প্রবৃত্তির বশে যা খুশি তারা তাই করে, আর
সেভাবেই নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনে। **11** তাদেরকে
ধিক্! তারা কয়িনের পথ বেছে নিয়েছে; তারা টাকার
লোভে বিলিয়মের দেখানো ভুল পথে দ্রুত ছুটে চলেছে;
তারা কোরহের মতো বিদ্রোহ করে ধ্বংস হয়েছে। **12**
এই লোকেরা তোমাদের সব প্রীতিভোজে কলঙ্ক নিয়ে
আসে, তোমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করার সময় এদের
সামান্যতমও বিবেক-দংশন হয় না। এরা এমন পালক,
যারা কেবলমাত্র নিজেদেরই পেটপূজা করে। এরা বাতাসে
উড়ে চলা বৃষ্টিহীন মেঘের মতো; হেমন্ত ঋতুর গাছ,
ফলশূন্য ও মূল থেকে উপড়ানো—দু-বার মৃত। **13** এরা
সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের মতো, নিজেদের লজ্জা ফেনার
মতো ফাঁপিয়ে তোলে; কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত তারার মতো,
যাদের জন্য অনন্তকালীন ঘোরতর অন্ধকার নির্দিষ্ট করা
আছে। **(aiōn g165)** **14** আদম থেকে সাত পুরুষ যে হনোক,
তিনি এসব লোকের বিষয়ে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছেন:
"দেখো, প্রভু তাঁর হাজার হাজার পবিত্রজনেদের সঙ্গে
নিয়ে আসছেন **15** যেন তিনি জগতের প্রত্যেকের বিচার
করেন। তিনি প্রত্যেক ভক্তিহীন মানুষকে ভক্তিবিরুদ্ধ
কাজ করার জন্য এবং তাঁর বিরুদ্ধে যেসব ভক্তিহীন পাপী
কটুকথা বলেছে, তাদের দোষী সাব্যস্ত করবেন।" **16**
এসব লোক সবসময় অসন্তুষ্ট, দোষ খুঁজে বেড়ায়; তারা
শুধু নিজেদের কু-বাসনা সন্তুষ্ট করতে বেঁচে আছে; তারা
নিজেদের বিষয়ে গর্ব করে এবং নিজেদের সুযোগ সুবিধার
জন্য অপর ব্যক্তিদের তোষামোদ করে। **17** কিন্তু প্রিয়
বন্ধুরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেরিতশিষ্যেরা ইতিপূর্বে
কী বলে গিয়েছেন, তা মনে করো। **18** তাঁরা তোমাদের
বলেছিলেন, "শেষ সময়ে এমন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকারীদের
উদয় হবে, যারা তাদের নিজস্ব ভক্তিহীন কামনাবাসনা
অনুসারে চলবে।" **19** এই লোকেরাই তোমাদের মধ্যে
ভেদাভেদ তৈরি করে, যারা নিজেদের সহজাত প্রবৃত্তি
অনুসারে চলে এবং তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা নেই।
**20** কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের পরম পবিত্র
বিশ্বাসের উপরে নিজেদের গেঁথে তোলো ও পবিত্র আত্মার
শক্তিতে প্রার্থনা করো, **21** ঈশ্বরের প্রেমে অবিচল থাকো
এবং সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করো যেদিন আমাদের
প্রভু যীশু খ্রীষ্ট সদয় হয়ে তোমাদের অনন্ত জীবন দান
করবেন। **(aiōnios g166)** **22** যারা সন্দেহ করে তাদের প্রতি
করুণা করো; **23** অন্যদের বিচারের আগুন থেকে টেনে
এনে রক্ষা করো; অন্যদের প্রতি সম্ভ্রমে করুণা করো,
কিন্তু অত্যন্ত সাবধানতার সাথেই তা করো, তাদের দেহ
কলুষিত করেছে সেসব পাপকে ঘৃণা করো। **24** যিনি
তোমাদের বিশ্বাসে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করতে

সমর্থ, ও যিনি তোমাদের নির্দোষরূপে ও মহা আনন্দের
সঙ্গে তাঁর মহিমাময় উপস্থিতিতে উপস্থাপন করবেন, 25
সেই একমাত্র ঈশ্বর, আমাদের পরিত্রাতা, আমাদের প্রভু
যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মহিমা, রাজকীয় প্রতাপ, পরাক্রম ও
কর্তৃত্ব, সকল যুগের শুরু থেকে বর্তমানে ও যুগপর্যায়ের
সমস্ত যুগেই হোক! আমেন। (aiōn g165)

# প্রকাশিত বাক্য

**1** যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাক্য। ঈশ্বর তাঁকে তা দান
করেছেন, যেন খুব শীঘ্রই যা ঘটতে চলেছে তা তিনি
তাঁর দাসদের দেখিয়ে দেন। তিনি তাঁর দাস যোহনের
কাছে নিজের দূত পাঠিয়ে একথা জানালেন; **2** সেই যোহন
যা কিছু দেখেছিলেন, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য ও যীশু খ্রীষ্টের
সাক্ষ্য সম্পর্কে সবকিছু সবিস্তারে সাক্ষ্য দিলেন। **3** ধন্য
সেই ব্যক্তি, যে এই ভাববাণীর বাক্যগুলি পাঠ করে এবং
ধন্য তারাও, যারা তা শোনে ও তার মধ্যে যা লেখা আছে,
সেগুলি পালন করে, কারণ সময় আসন্ন। **4** আমি যোহন,
এশিয়া প্রদেশে অবস্থিত সাতটি মণ্ডলীর উদ্দেশে লিখছি,
অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের সহবর্তী হোক, যিনি আছেন,
যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন, তাঁর কাছ থেকে এবং
তাঁর সিংহাসনের সম্মুখবর্তী সপ্ত-আত্মা থেকে **5** এবং
সেই যীশু খ্রীষ্ট থেকে যিনি বিশ্বস্ত সাক্ষী, মৃতলোক থেকে
প্রথমজাত ও পৃথিবীর রাজাদের শাসক। যিনি আমাদের
প্রেম করেন এবং যিনি তাঁর রক্তে আমাদের পাপসমূহ
থেকে আমাদের মুক্ত করেছেন, **6** এবং তাঁর ঈশ্বর ও
পিতার সেবা করার জন্য আমাদের এক রাজ্যস্বরূপ ও
যাজকসমাজ করেছেন—তাঁরই মহিমা ও পরাক্রম যুগে
যুগে চিরকাল হোক! আমেন। **(aiōn g165)** **7** দেখো, তিনি
মেঘবাহনে আসছেন, এবং প্রত্যেক চোখ তাঁকে দেখতে
পাবে, এমনকি, যারা তাঁকে বিদ্ধ করেছিল, তারাও দেখবে;
আর পৃথিবীর সমস্ত জাতি তাঁর জন্য বিলাপ করবে। **8**
প্রভু ঈশ্বর বলেন, "আমি আলফা ও ওমেগা, আদি ও
অন্ত, যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন ও যিনি আসছেন,
সেই সর্বশক্তিমান।" **9** আমি যোহন, তোমাদের ভাই;
কষ্টভোগ, ঈশ্বরের রাজ্য ও ধৈর্যশীল সহিষ্ণুতা—যীশুতে
যা কিছু আমাদের সেসব কিছুতে তোমাদের সহভাগী।
আমি ঈশ্বরের বাক্য প্রচার ও যীশুর হয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার
অপরাধে পাটম দ্বীপে নির্বাসিত ছিলাম। **10** প্রভুর দিনে
আমি পবিত্র আত্মায় আবিষ্ট ছিলাম, আর তখন আমার
পিছনে তূরীধ্বনির মতো এক উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম;
**11** তা ঘোষণা করল: "তুমি যা কিছু দেখছ তা একটি পুঁথিতে
লিপিবদ্ধ করো এবং ইফিষ, স্মূর্ণা, পর্গাম, থুয়াতীরা, সার্দি,
ফিলাদেলফিয়া ও লায়োদেকিয়া, এই সাতটি মণ্ডলীর
কাছে পাঠিয়ে দাও।" **12** যে কণ্ঠস্বর আমার সঙ্গে কথা
বলছিলেন, তাঁকে দেখার জন্য আমি পিছন দিকে ফিরে
তাকালাম। আর আমি দেখলাম, সাতটি সোনার দীপাধার,
**13** ও দীপাধারগুলির মধ্যে "মনুষ্যপুত্রের মতো এক ব্যক্তি";
তাঁর দু-পা লম্বা আলখাল্লায় আবৃত ও তাঁর বুকে জড়ানো
সোনার এক বন্ধনী। **14** তাঁর মাথা ও চুল ছিল শুকনো
পশমের মতো, এমনকি, তুষারের মতো ধবধবে সাদা
এবং তাঁর চোখদুটি ছিল জ্বলন্ত আগুনের শিখার মতো। **15**
তাঁর দু-পা ছিল চুল্লিতে পরিষ্কৃত পিতলের মতো ঝকঝকে
ও তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল প্রবহমান মহা জলস্রোতের মতো।
**16** তাঁর ডান হাতে তিনি সাতটি তারা ধরে আছেন ও
তাঁর মুখ দিয়ে বার হয়ে আসছে দুদিকে ধারবিশিষ্ট এক
তরোয়াল। তাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণ দীপ্তিতে উদ্ভাসিত সূর্যের
মতো। **17** তাঁকে দেখামাত্র আমি মৃত মানুষের মতো তাঁর
চরণে পতিত হলাম। তখন তিনি তাঁর ডান হাত আমার
উপরে রেখে বললেন, "ভয় পেয়ো না, আমিই আদি ও
অন্ত। **18** আমিই সেই জীবিত সত্তা; আমার মৃত্যু হয়েছিল,
আর দেখো, আমি যুগে যুগে চিরকাল জীবিত আছি! আর
মৃত্যু ও পাতালের চাবি আছে আমারই হাতে। **(aiōn g165,**
**Hadēs g86)** **19** "অতএব, তুমি যা কিছু দেখলে, এখন যা
কিছু ঘটছে ও পরে যেসব ঘটনা ঘটবে, তা লিখে ফেলো।
**20** আমার ডান হাতে যে সাতটি তারা ও যে সাতটি সোনার
দীপাধার তুমি দেখলে, তার গুপ্তরহস্য এই: ওই সাতটি
তারা সেই সাতটি মণ্ডলীর দূত এবং সাতটি দীপাধার হল
সেই সাতটি মণ্ডলী।

**2** "ইফিষে অবস্থিত মণ্ডলীর দূতকে লেখো: যিনি তাঁর
ডান হাতে সাতটি তারা ধারণ করে আছেন ও সাতটি
সোনার দীপাধারের মধ্যে দিয়ে গমনাগমন করেন, তিনিই
একথা বলেন: **2** আমি তোমার সব কাজ, তোমার কঠোর
পরিশ্রম ও তোমার ধৈর্যের কথা জানি। আমি জানি তুমি
দুষ্ট লোকদের সহ্য করতে পারো না এবং যারা নিজেদের
প্রেরিতশিষ্য বলে দাবি করলেও প্রেরিতশিষ্য নয়, তাদের
তুমি যাচাই করে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেছ। **3** তুমি আমার
নামের জন্য ধৈর্য অবলম্বন করেছ ও কষ্ট সহ্য করেছ, অথচ
পরিশ্রান্ত হওনি। **4** তবুও তোমার বিরুদ্ধে আমার কিছু
কথা আছে: তুমি তোমার প্রথম প্রেম পরিত্যাগ করেছ। **5**
অতএব ভেবে দেখো, কোথা থেকে কোথায় তোমার পতন
হয়েছে। তুমি মন পরিবর্তন করো ও প্রথমে যে কাজগুলি
করতে সেগুলি করো। কিন্তু যদি মন পরিবর্তন না করো,
আমি তোমার কাছে এসে তোমার দীপাধারটি তার নির্দিষ্ট
স্থান থেকে অপসারিত করব। **6** তবে তোমার পক্ষে বলার
মতো এই বিষয়টি হল: তুমি নিকোলায়তীয়দের আচার-
আচরণ ঘৃণা করো, আমিও সেগুলিকে ঘৃণা করি। **7** যার
কান আছে, সে শুনুক, যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীদের কী

বলছেন। যে বিজয়ী হয়, তাকে আমি ঈশ্বরের পরমদেশে
অবস্থিত জীবনদায়ী গাছের ফল খাওয়ার অধিকার দেব। 8
"স্মূর্ণায় অবস্থিত মণ্ডলীর দূতকে লেখো: যিনি প্রথম ও শেষ,
যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন ও পুনরায় জীবিত হয়েছেন,
তিনিই একথা বলেন: 9 আমি তোমার দুঃখকষ্ট ও তোমার
দারিদ্র্যের কথা জানি—তবুও তুমি ধনী। নিজেদের ইহুদি
বললেও যারা ইহুদি নয়, কিন্তু শয়তানের সমাজ, তাদের
ধর্মনিন্দার কথাও আমি জানি। 10 তোমাকে যে কষ্টভোগ
করতে হবে, তার জন্য ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে
বলি, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য দিয়াবল তোমাদের
কাউকে কাউকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে। এতে দশদিন
পর্যন্ত তোমরা নির্যাতন ভোগ করবে। তুমি মৃত্যু পর্যন্ত
বিশ্বস্ত থেকো, আর আমি তোমাকে জীবনমুকুট দেব। 11
যার কান আছে, সে শুনুক, যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীদের কী
বলছেন। যে বিজয়ী হয়, সে কখনোই দ্বিতীয় মৃত্যুর কোনো
আঘাত পাবে না। 12 "পর্গামে অবস্থিত মণ্ডলীর দূতকে
লেখো: যিনি তীক্ষ্ণ ও দুদিকে ধারবিশিষ্ট তরোয়াল ধারণ
করেন, তিনিই একথা বলেন: 13 আমি জানি, তুমি কোথায়
বাস করছ—সেখানে রয়েছে শয়তানের সিংহাসন। তা
সত্ত্বেও তুমি আমার নামের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছ। আমার
সেই বিশ্বস্ত সাক্ষী আন্তিপাস যখন তোমার নগরের মধ্যে
নিহত হয়েছিল, যেখানে শয়তানের বাসস্থান, তখনও
তুমি আমার উপরে তোমার বিশ্বাস অস্বীকার করোনি। 14
তা সত্ত্বেও, তোমার বিরুদ্ধে আমার কয়েকটি অভিযোগ
আছে: তুমি সেখানে এমন কিছু মানুষকে থাকতে দিয়েছ
যারা বিলিয়মের শিক্ষা পালন করে, যে বালাককে কুশিক্ষা
দিয়েছিল যেন সে ইস্রায়েলীদের প্রলোভিত করে যার ফলে
তারা প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করা বলি আহার করেছিল
ও অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হওয়ার পাপ করেছিল। 15
একইভাবে, তোমার মধ্যেও নিকোলায়তীয়দের শিক্ষা
পালন করে এমন কিছু মানুষ আছে। 16 সেই কারণে,
মন পরিবর্তন করো! অন্যথায়, আমি শীঘ্রই তোমার কাছে
এসে আমার মুখের তরোয়াল দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম
করব। 17 যার কান আছে, সে শুনুক, যে পবিত্র আত্মা
মণ্ডলীদের কী বলছেন। যে বিজয়ী হয়, তাকে আমি কিছু
পরিমাণ গুপ্ত মান্না দেব। এছাড়াও, তাকে আমি একটি
শ্বেতপাথর দেব, যার উপরে একটি নতুন নাম লেখা আছে,
কেউ সেই নাম জানতে পারে না, কেবলমাত্র যে তা গ্রহণ
করে, সেই জানে। 18 "থুয়াতীরায় অবস্থিত মণ্ডলীর দূতকে
লেখো: যিনি ঈশ্বরের পুত্র, যাঁর দুটি চোখ জ্বলন্ত আগুনের
শিখার মতো ও যাঁর দু-পা ঝকঝকে পিতলের মতো,
তিনিই একথা বলছেন: 19 আমি তোমার সকল কাজকর্ম,
তোমার প্রেম ও বিশ্বাস, তোমার সেবা ও ধৈর্য সম্বন্ধে জানি;
এবং তোমার শেষের কাজগুলি যে প্রথমের কাজগুলিকে
ছাপিয়ে গেছে সেকথাও আমি জানি। 20 তা সত্ত্বেও,
তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ এই: তুমি ওই নারী
ঈষেবলকে সহ্য করে আসছ, যে নিজেকে মহিলা ভাববাদী
বলে। তার শিক্ষার মাধ্যমে সে আমার দাসদের অবৈধ
যৌনাচার ও প্রতিমাদের কাছে উৎসর্গ করা বলি আহার
করতে বলে তাদের ভ্রান্তপথে চালিত করছে। 21 তার
ব্যভিচার থেকে মন পরিবর্তন করার জন্য আমি তাকে সময়
দিয়েছিলাম, কিন্তু সে ইচ্ছুক হয়নি। 22 সেই কারণে, আমি
তাকে কষ্টভোগে শয্যাশায়ী করব এবং যারা তার সঙ্গে
ব্যভিচার করছে, তারা যদি তার শেখানো পথ থেকে মন
পরিবর্তন না করে, তাহলে তাদেরও প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ফেলব।
23 আমি সেই নারীর সন্তানদের আঘাত করে বধ করব।
তখন সব মণ্ডলী জানতে পারবে যে আমি হৃদয় ও মনের
অনুসন্ধানকারী এবং আমি তোমাদের প্রত্যেককে, তার
কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেব। 24 এখন অবশিষ্ট তোমরা
যারা থুয়াতীরাতে আছ, যারা তার শিক্ষাগ্রহণ করোনি এবং
শয়তানের তথাকথিত গভীর তত্ত্বকথা গ্রহণ করোনি, 'আমি
তোমাদের উপরে আর কোনও ভার চাপাতে চাই না: 25
তোমাদের যা আছে, আমার আগমন পর্যন্ত কেবলমাত্র
সেটুকুই দৃঢ়রূপে পালন করো।' 26 যে বিজয়ী হয় ও শেষ
পর্যন্ত আমার ইচ্ছা পালন করে, তাকে আমি জাতিবৃন্দের
উপরে কর্তৃত্ব করতে দেব— 27 তার ফলে 'সে লোহার
দণ্ডের দ্বারা তাদের শাসন করবে; মাটির পাত্রের মতো সে
তাদের খণ্ডবিখণ্ড করবে'—ঠিক যে ধরনের কর্তৃত্ব আমি
পিতার কাছ থেকে লাভ করেছি। 28 এছাড়াও আমি তাকে
দেব প্রভাতি তারা। 29 যার কান আছে, সে শুনুক, যে
পবিত্র আত্মা মণ্ডলীদের কী বলছেন।

**3** "সার্দিতে অবস্থিত মণ্ডলীর দূতকে লেখো: যিনি ঈশ্বরের
সপ্ত-আত্মা ও সাতটি তারা ধারণ করেন, তিনিই একথা
বলেন: আমি তোমার কাজকর্মগুলি জানি; তুমি তো নামে
মাত্র জীবিত আছ, আসলে তুমি মৃত। 2 তুমি জেগে ওঠো!
কেননা এখনও যা কিছু অবশিষ্ট আছে অথচ মৃতপ্রায়,
সেগুলিতে শক্তি সঞ্চার করো, কারণ আমি তোমার কোনও
কাজ আমার ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সুসম্পূর্ণ দেখিনি। 3 অতএব
স্মরণ করো, তুমি যা যা পেয়েছ ও শুনেছ; তা পালন
করো ও মন পরিবর্তন করো। কিন্তু তুমি যদি জেগে না-
ওঠো, তাহলে আমি চোরের মতো আসব, আর আমি

কখন তোমার কাছে আসব, তা তুমি জানতেই পারবে না। 4 তবুও সার্দিতে তোমার এমন কয়েকজন লোক আছে, যারা নিজেদের পোশাক কলুষিত করেনি। তারা সাদা পোশাক পরে আমার সান্নিধ্যে জীবনযাপন করবে, কারণ তারা যোগ্য। 5 যে বিজয়ী হবে, সেও তাদের মতোই সাদা পোশাক পরবে। আমি জীবনপুস্তক থেকে তার নাম কখনও মুছে ফেলব না, কিন্তু আমার পিতার ও তাঁর দূতদের সামনে তার নাম স্বীকার করব। 6 যার কান আছে, সে শুনুক, যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীদের কী বলছেন। 7 "ফিলাদেলফিয়ায় অবস্থিত মণ্ডলীর দূতকে লেখো: যিনি পবিত্র ও সত্যময়, যিনি দাউদের চাবি ধারণ করেন, তিনিই একথা বলেন: তিনি যা খোলেন, কেউ তা বন্ধ করতে পারে না এবং তিনি যা বন্ধ করেন, কেউ তা খুলতে পারে না। 8 আমি তোমার কাজকর্মগুলি জানি। দেখো, আমি তোমার সামনে এক দরজা খুলে রেখেছি, যা কেউ বন্ধ করতে পারে না। আমি জানি তোমার শক্তি অল্প আছে, তা সত্ত্বেও তুমি আমার বাক্য পালন করেছ এবং আমার নাম অস্বীকার করোনি। 9 দেখো, যারা শয়তানের সমাজের লোক, যারা নিজেদের ইহুদি বলে দাবি করলেও ইহুদি নয়, তারা মিথ্যাবাদী—আমি তাদের নিয়ে এসে তোমার পায়ে প্রণাম করতে বাধ্য করব, আর তারা স্বীকার করবে যে, আমি তোমাকে ভালোবেসেছি। 10 যেহেতু তুমি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে আমার আদেশ পালন করেছ, আমিও তোমাকে সেই পরীক্ষাকাল থেকে রক্ষা করব, যা সকল পৃথিবীবাসীর জন্য সমগ্র জগতে আসতে চলেছে। 11 আমি শীঘ্রই আসছি। তোমার কাছে যা আছে, সযত্নে ধরে থাকো, যেন কেউই তোমার মুকুট কেড়ে নিতে না পারে। 12 যে বিজয়ী হয়, তাকে আমি আমার ঈশ্বরের মন্দিরের এক স্তম্ভস্বরূপ করব। তারা কখনও সেখান থেকে বাইরে যাবে না। আমি তার উপরে আমার ঈশ্বরের নাম ও আমার ঈশ্বরের সেই নগর সেই নতুন জেরুশালেমের নাম লিখব, যা আমার ঈশ্বরের কাছ থেকে, স্বর্গ থেকে নেমে আসছে; এবং তার উপরেও আমি আমার নতুন নাম লিখব। 13 যার কান আছে, সে শুনুক, যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীদের কী বলছেন। 14 "লায়োদেকিয়া অবস্থিত মণ্ডলীর দূতকে লেখো: যিনি আমেন, সেই বিশ্বস্ত ও সত্যময় সাক্ষী, ঈশ্বরের সৃষ্টির শাসনকর্তা, তিনিই একথা বলেন: 15 আমি তোমার কাজকর্মগুলি জানি, তুমি উত্তপ্ত নও, তুমি শীতলও নও। আমি চাইছিলাম, তুমি হয় উত্তপ্ত হও, নয় শীতল হও! 16 তাই, তুমি যেহেতু নাতিশীতোষ্ণ, অর্থাৎ না উত্তপ্ত, না শীতল, তাই আমি তোমাকে আমার মুখ থেকে বমি করে ফেলতে উদ্যত হয়েছি। 17 তুমি বলে থাকো, 'আমি ধনী; আমি প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছি, তাই আমার আর কোনও প্রয়োজন নেই।' কিন্তু তুমি বুঝতেই পারছ না যে, তুমিই হলে দুর্দশাগ্রস্ত, কৃপার পাত্র, দরিদ্র, অন্ধ ও নগ্ন। 18 আমি তোমাকে একটি পরামর্শ দিই, তুমি আমার কাছ থেকে আগুনে পরিশোধিত হওয়া সোনা কিনে নাও যেন তুমি ধনী হতে পারো; গায়ে পরবার জন্য সাদা পোশাক যেন তোমার লজ্জাজনক নগ্নতা ঢাকা দিতে পারো; ও দুই চোখে লাগানোর জন্য কাজল যেন তুমি দেখতে পাও। 19 আমি যাদের প্রেম করি, তাদের আমি তিরস্কার করি ও শাসন করি। তাই আন্তরিক আগ্রহ দেখাও ও মন পরিবর্তন করো। 20 দেখো আমি তোমার কাছেই আছি! এই আমি দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি ও কড়া নাড়ছি, যদি কেউ আমার কণ্ঠস্বর শুনে দুয়ার খুলে দেয়, আমি ভিতরে প্রবেশ করব ও তার সঙ্গে বসে আহার করব, আর সেও আমার সঙ্গে আহার করবে। 21 যে বিজয়ী হয়, তাকে আমি আমার সঙ্গে আমার সিংহাসনে বসার অধিকার দেব, ঠিক যেমন আমি বিজয়ী হয়ে আমার পিতার সঙ্গে তাঁর সিংহাসনে বসেছি। 22 যার কান আছে, সে শুনুক, যে পবিত্র আত্মা মণ্ডলীদের কী বলছেন।"

**4** এরপরে আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার সামনে স্বর্গে একটি দুয়ার খোলা রয়েছে; আর প্রথমে যে কণ্ঠস্বর আমি শুনেছিলাম যা তূরীধ্বনির মতো আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি বললেন, "তুমি এখানে উঠে এসো, এরপরে যা অতি অবশ্যই ঘটবে, সেসব আমি তোমাকে দেখাব।" 2 আমি সেই মুহূর্তেই পবিত্র আত্মায় আবিষ্ট হলাম এবং দেখলাম আমার সামনে স্বর্গের সিংহাসন রাখা আছে এবং এক ব্যক্তি তার উপরে উপবিষ্ট। 3 এবং উপবিষ্ট সেই ব্যক্তির চেহারা সূর্যকান্ত ও সার্দীয় মণির মতো। সেই সিংহাসনকে ঘিরে ছিল পান্নার মতো এক মেঘধনু। 4 সেই সিংহাসনের চারদিকে ছিল আরও চব্বিশটি সিংহাসন, সেগুলির উপরে উপবিষ্ট ছিলেন চব্বিশজন প্রাচীন ব্যক্তি। তাদের পরনে ছিল সাদা পোশাক ও তাদের মাথায় ছিল সোনার মুকুট। 5 সেই সিংহাসন থেকে নির্গত হচ্ছিল বিদ্যুতের ঝলক, গুরুগম্ভীর ধ্বনি ও বজ্রপাতের গর্জন। সিংহাসনের সামনে রাখা ছিল সাতটি জ্বলন্ত প্রদীপ, যেগুলি ঈশ্বরের সপ্ত-আত্মা। 6 এছাড়াও, সিংহাসনের সামনেটা ছিল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, যেন কাচের একটি সমুদ্র। মাঝখানে, সিংহাসনের চারদিকে ছিলেন চার জীবন্ত প্রাণী, এবং তাদের সামনের ও পেছনের দিক ছিল চোখে পরিপূর্ণ।

7 প্রথম জীবন্ত প্রাণী ছিলেন সিংহের মতো, দ্বিতীয়জন
ছিলেন বলদের মতো, তৃতীয় জনের মুখমণ্ডল ছিল মানুষের
মতো, চতুর্থজন ছিলেন উড়ন্ত ঈগলের মতো। 8 এই
চার জীবন্ত প্রাণীর প্রত্যেকের ছিল ছয়টি করে ডানা এবং
তাদের দেহের সর্বত্র এমনকি ডানাগুলির নিচেও ছিল
চোখে পরিপূর্ণ। দিনরাত, অবিরাম তারা একথা বলেন:
9 যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট ও যিনি যুগে যুগে চিরকাল
জীবন্ত, তাঁকে যখনই সেই জীবন্ত প্রাণীরা গৌরব, সম্মান
ও ধন্যবাদ অর্পণ করেন, (aiōn g165) 10 তখন সিংহাসনে
উপবিষ্ট ব্যক্তির সামনে ওই চব্বিশজন প্রাচীন প্রণাম করেন
ও যিনি যুগে যুগে চিরকাল জীবন্ত, তাঁর উপাসনা করেন।
তাঁরা তাদের মুকুট সিংহাসনের সামনে রেখে দিয়ে বলেন,
(aiōn g165) 11 "আমাদের প্রভু ও ঈশ্বর, তুমি মহিমা, সম্মান
ও পরাক্রম গ্রহণের যোগ্য; কেননা তুমি সবকিছু সৃষ্টি
করেছ, এবং তোমার ইচ্ছামতোই সবকিছু সৃষ্ট হয়েছে ও
তাদের অস্তিত্ব প্রকাশিত হয়েছে।"

**5** পরে আমি দেখলাম, যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর
ডান হাতে রয়েছে একটি পুঁথি, যার ভিতরে ও
বাইরে, দুদিকেই লেখা এবং তা সাতটি সিলমোহর দ্বারা
মোহরাঙ্কিত। 2 পরে আমি এক শক্তিশালী দূতকে দেখলাম,
যিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করছেন, "এই সিলমোহরগুলি
ভেঙে পুঁথিটি খোলার যোগ্য কে?" 3 কিন্তু স্বর্গে বা
পৃথিবীতে বা পাতালে, কেউই ওই পুঁথিটি খুলতে বা তার
ভিতরে দৃষ্টিপাত করতে সক্ষম হল না। 4 আমি কেবলই
কাঁদতে থাকলাম, কারণ ওই পুঁথি খুলতে বা তার ভিতরে
দৃষ্টিপাত করার যোগ্য কাউকেই পাওয়া গেল না। 5 তখন
প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমাকে বললেন, "তুমি কেঁদো
না! দেখো, যিনি যিহূদা গোষ্ঠীর সিংহ, দাউদ বংশের
মূলস্বরূপ, তিনি বিজয়ী হয়েছেন। তিনিই ওই পুঁথি ও
তার সাতটি সিলমোহর খুলতে সক্ষম।" 6 এরপর আমি
এক মেষশাবককে দেখতে পেলাম, দেখে মনে হল যেন
তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি সিংহাসনের কেন্দ্রস্থলে
দাঁড়িয়েছিলেন ও তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ছিলেন সেই
চার জীবন্ত প্রাণী ও প্রাচীনবর্গ। সেই মেষশাবকের ছিল
সাতটি শিং ও সাতটি চোখ, যেগুলি হল সমস্ত পৃথিবীতে
প্রেরিত ঈশ্বরের সপ্ত-আত্মা। 7 তিনি গেলেন ও সিংহাসনে
যিনি উপবিষ্ট তাঁর ডান হাত থেকে সেই পুঁথিটি নিলেন।
8 এবং তিনি সেই পুঁথিটি নেওয়া মাত্র সেই চার জীবন্ত
প্রাণী ও চব্বিশজন প্রাচীনবর্গ মেষশাবকের সামনে নত
হয়ে প্রণাম করলেন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে ছিল একটি
করে বীণা ও তাদের হাতে ছিল সুগন্ধি ধূপে পরিপূর্ণ একটি
সোনার পাত্র। এই ধূপ হল পবিত্রগণের প্রার্থনা। 9 আর
তাঁরা একটি নতুন গীত গাইলেন: "তুমি ওই পুঁথি গ্রহণ
করার ও তার সিলমোহর খোলার যোগ্য, কারণ তোমাকে
হত্যা করা হয়েছিল, আর তোমার রক্ত দ্বারা তুমি ঈশ্বরের
জন্য সব গোষ্ঠী ও ভাষাভাষী ও জাতি ও দেশ থেকে
মানুষদের কিনে নিয়েছ। 10 আমাদের ঈশ্বরের সেবা করার
জন্য তুমি তাদের রাজ্য ও যাজকসমাজ করেছ, আর
তারা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে।" 11 তখন আমি দৃষ্টিপাত
করলাম এবং হাজার হাজার ও অযুত অযুত স্বর্গদূতের
কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তাঁরা সেই সিংহাসন ও জীবন্ত
প্রাণীদের ও প্রাচীনদের ঘিরে ছিলেন। 12 তাঁরা উচ্চকণ্ঠে
গাইতে লাগলেন, "মেষশাবক, যিনি হত হয়েছিলেন,
তিনিই পরাক্রম ও ঐশ্বর্য ও প্রজ্ঞা ও শক্তি ও সম্মান ও
মহিমা ও প্রশংসা, গ্রহণ করার যোগ্য!" 13 পরে আমি
শুনতে পেলাম স্বর্গ ও পৃথিবী ও পৃথিবীর নিচ ও সমুদ্রের
অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক সৃষ্ট প্রাণী এবং এই সবকিছুর মধ্যে যা
আছে সে সমস্ত গাইছে: "যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর ও
মেষশাবকের প্রশংসা ও সম্মান, মহিমা ও পরাক্রম, (aiōn
g165) 14 সেই চারজন জীবন্ত প্রাণী বললেন, "আমেন,"
আর প্রাচীনেরা ভূমিষ্ঠ হলেন ও উপাসনা করলেন।

**6** পরে আমি দেখলাম, সেই মেষশাবক সাতটি
সিলমোহরের প্রথমটি খুললেন। তারপর আমি শুনলাম,
ওই চারজন জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে একজন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে
ডেকে উঠলেন, "এসো!" 2 আমি তাকিয়ে দেখলাম, আর
আমার সামনে এক সাদা রংয়ের ঘোড়া! এর আরোহীর
হাতে ধনুক, আর তাঁকে একটি মুকুট দেওয়া হল, আর তিনি
বিজয়ীর মতো জয়লাভ করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন।
3 মেষশাবক যখন দ্বিতীয় সিলমোহরটি খুললেন, আমি
শুনতে পেলাম, দ্বিতীয় জীবন্ত প্রাণী বললেন, "এসো!" 4
তখন আগুনের মতো লাল রংয়ের দ্বিতীয় একটি ঘোড়া
বের হয়ে এল। এর আরোহীকে পৃথিবীর শান্তি হরণ
করার ও মানুষের মধ্যে একে অপরকে হত্যা করে ক্ষমতা
দেওয়া হল। তাকে দেওয়া হল লম্বা এক তরোয়াল।
5 মেষশাবক যখন তৃতীয় সিলমোহরটি খুললেন, আমি
তৃতীয় জীবন্ত প্রাণীকে বলতে শুনলাম, "এসো!" আমি
তাকিয়ে দেখলাম, আর আমার সামনে এক কালো রংয়ের
ঘোড়া। এর আরোহীর হাতে একটি দাঁড়িপাল্লা। 6 তারপর
আমি শুনতে পেলাম, সেই চারজন জীবন্ত প্রাণীর কোনো
একজনের কণ্ঠস্বর, বলে উঠল, "এক কিলো গমের দাম

এক দিনার ও তিন কিলো যবের দাম এক দিনার, এবং তুমি তেল বা দ্রাক্ষারসের অপচয় কোরো না!" 7 মেষশাবক যখন চতুর্থ সিলমোহর খুললেন, আমি শুনতে পেলাম চতুর্থ জীবন্ত প্রাণীর কণ্ঠস্বর বলছে, "এসো!" 8 আমি তাকিয়ে দেখলাম আর আমার সামনে এক পাণ্ডুর রংয়ের ঘোড়া! এর আরোহীর নাম মৃত্যু, পাতাল ঘনিষ্ঠভাবে তাকে অনুসরণ করছে। তাদের ক্ষমতা দেওয়া হল যেন তারা তরোয়াল, দুর্ভিক্ষ ও মহামারি এবং পৃথিবীর বন্য জন্তুদের দ্বারা পৃথিবীর এক-চতুর্থাংশ প্রাণীকে হত্যা করে। (Hadēs g86) 9 তিনি যখন পঞ্চম সিলমোহরটি খুললেন তখন আমি বেদির নিচে তাঁদের প্রাণকে দেখলাম, যারা ঈশ্বরের বাক্য ও তাদের অবিচল সাক্ষ্যের জন্য নিহত হয়েছিলেন। 10 তাঁরা উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, "পবিত্র ও সত্যময়, সর্বশক্তিমান প্রভু, পৃথিবী নিবাসীদের বিচার করতে ও আমাদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে আর কত কাল দেরি করবেন?" 11 তখন তাঁদের প্রত্যেককে একটি করে সাদা পোশাক দেওয়া হল এবং তাঁদের বলা হল, আর অল্প সময় অপেক্ষা করতে, যতক্ষণ না তাঁদেরই মতো তাঁদের সহদাস ও ভাইবোনদের হত্যা করা হবে ও তাঁদের সংখ্যা পূর্ণ হবে। 12 পরে আমি দেখলাম, তিনি ষষ্ঠ সিলমোহরটি খুললেন। তখন এক মহা ভূমিকম্প হল। সূর্য ছাগলের লোমে বোনা কম্বলের মতো কালো রংয়ের আর সম্পূর্ণ চাঁদ রক্তের মতো লাল রংয়ে রূপান্তরিত হল, 13 আর ঠিক যেভাবে প্রবল বাতাসে আন্দোলিত ডুমুর গাছ থেকে কাঁচা ডুমুর ঝরে পড়ে সেভাবে আকাশের তারা সকল পৃথিবীতে ঝরে পড়ল। 14 যেভাবে পুঁথিকে গুটিয়ে ফেলা হয় সেভাবে আকাশমণ্ডল দৃষ্টিপথ থেকে দূরে সরে গেল এবং সমস্ত পর্বত ও দ্বীপ নিজের নিজের স্থান থেকে উপড়ে ফেলা হল। 15 তখন পৃথিবীর সব রাজা, রাজপুত্র ও রাজকন্যা, সৈন্যাধ্যক্ষ, ধনী, পরাক্রমী, এবং সকলে, ক্রীতদাস ও সব স্বাধীন মানুষ বিভিন্ন গুহায় ও পর্বতশিলায় নিজেদের লুকিয়ে রাখল। 16 তারা পর্বতসকল ও মহাশিলাকে ডেকে বলতে লাগল, "আমাদের উপরে পতিত হও, যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর সামনে থেকে ও মেষশাবকের কোপ থেকে আমাদের লুকিয়ে রাখো! 17 কারণ তাঁদের ক্রোধ প্রকাশের মহাদিন এসে পড়েছে, আর কে তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারে?"

**7** এরপরে আমি দেখলাম চারজন স্বর্গদূত, তাঁরা পৃথিবীর চার কোণে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁরা পৃথিবীর চার বায়ুকে পিছন দিকে টেনে ধরে রেখেছেন, যেন ভূমিতে বা সমুদ্রে বা কোনো গাছের উপরে বাতাস প্রবাহিত না হয়। 2 তারপর আমি আর একজন স্বর্গদূতকে পূর্বদিক থেকে আসতে দেখলাম, তাঁর কাছে ছিল জীবন্ত ঈশ্বরের সিলমোহর। তিনি সেই চার স্বর্গদূত, যাঁদের ভূমি ও সমুদ্রের উপর অনিষ্ট করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল তাঁদের উদ্দেশে উচ্চস্বরে বললেন: 3 "আমরা যতক্ষণ না আমাদের ঈশ্বরের দাসগণের কপালে সিলমোহর দিয়ে ছাপ দিতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভূমি বা সমুদ্র বা গাছগুলির প্রতি কোনো অনিষ্ট কোরো না।" 4 পরে আমি ওই সিলমোহরাঙ্কিত লোকদের সংখ্যার কথা শুনতে পেলাম। তারা ছিল ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর 1,44,000 জন। 5 যিহূদা গোষ্ঠী থেকে মোহরাঙ্কিত 12,000 জন, রূবেণ গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, গাদ গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, 6 আশের গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, নপ্তালি গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, মনঃশি গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, 7 শিমিয়োন গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, লেবি গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, ইষাখর গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, 8 সবূলূন গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, যোষেফ গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন, বিন্যামীন গোষ্ঠী থেকে 12,000 জন মোহরাঙ্কিত হল। 9 এরপর আমি তাকিয়ে দেখলাম, আর আমার সামনে প্রত্যেক দেশের, গোষ্ঠীর, জাতির ও ভাষাভাষী লোকের এক বিশাল জনারণ্য দেখতে পেলাম যাদের গণনা করার সামর্থ কারও নেই। তারা সেই সিংহাসন ও মেষশাবকের সামনে দাঁড়িয়েছিল। তারা ছিল সাদা পোশাক পরিহিত ও তাদের হাতে ছিল খেজুর পাতা। 10 তারা উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, "পরিত্রাণ দেওয়ার অধিকার সিংহাসনে উপবিষ্ট আমাদের ঈশ্বর ও মেষশাবকের অধিকারভুক্ত।" 11 সব স্বর্গদূত সেই সিংহাসনের চারদিকে এবং সেই প্রাচীনবর্গের ও চারজন জীবন্ত প্রাণীর চারদিকে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা সেই সিংহাসনের সামনে নত হয়ে প্রণাম করলেন ও ঈশ্বরের উপাসনা করলেন, 12 বললেন: "আমেন! প্রশংসা ও মহিমা, প্রজ্ঞা ও ধন্যবাদ ও সম্মান, পরাক্রম ও শক্তি চিরকাল যুগে যুগে আমাদের ঈশ্বরেরই হোক। আমেন!" (aiōn g165) 13 তখন প্রাচীনদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "সাদা পোশাক পরিহিত এই লোকেরা কারা এবং কোথা থেকে তারা এসেছেন?" 14 আমি উত্তর দিলাম, "মহামান্য, আপনিই তা জানেন।" তখন তিনি বললেন, "এরা সেই লোক, যারা মহাসংকটকাল থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে; তারা মেষশাবকের রক্তে তাদের পোশাক পরিষ্কার করেছে ও তা সাদা করছে। 15 এই

কারণে, “তারা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে রয়েছে, আর তারা দিনরাত তাঁর মন্দিরে তাঁর সেবা করে; আর যিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট, তিনি তাদের আশ্রয় দেবেন। 16 ‘আর তারা কখনও ক্ষুধার্ত হবে না, আর তারা কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। সূর্যের প্রচণ্ড তাপ বা প্রখর উত্তাপ,’ তাদের গায়ে লাগবে না। 17 কারণ সিংহাসনের কেন্দ্রে স্থিত মেষশাবক তাদের পালক হবেন; ‘তিনি তাদের জীবন্ত জলের উৎসের দিকে নিয়ে যাবেন।’ ‘আর ঈশ্বর তাদের চোখের জল মুছিয়ে দেবেন।’”

**8** তিনি যখন সপ্তম সিলমোহরটি খুললেন, তখন স্বর্গে প্রায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত নিস্তব্ধতা পরিলক্ষিত হল। 2 আর আমি ঈশ্বরের সামনে সেই সাতজন স্বর্গদূতকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, তাঁদেরকে সাতটি তূরী দেওয়া হল। 3 অন্য একজন স্বর্গদূত এসে বেদির কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর কাছে ছিল একটি সোনার ধূপদানী। তাঁকে প্রচুর ধূপ দেওয়া হল, যেন তিনি সিংহাসনের সামনে সব পবিত্রগণের প্রার্থনার সময় তা সোনার বেদিতে উৎসর্গ করেন। 4 পবিত্রগণের প্রার্থনার সঙ্গে মিশ্রিত সেই ধূপের ধোঁয়া, সেই স্বর্গদূতের হাত থেকে ঊর্ধ্বে ঈশ্বরের কাছে উঠে গেল। 5 তারপরে সেই স্বর্গদূত ধূপদানীটি নিয়ে বেদি থেকে আগুন নিয়ে তা পূর্ণ করলেন এবং পৃথিবীতে তা নিক্ষেপ করলেন; এতে বজ্রপাতের গর্জন, গুরুগম্ভীর ধ্বনি, বিদ্যুতের ঝলকানি ও ভূমিকম্প হল। 6 পরে সাত তূরীধারী সেই সাতজন স্বর্গদূত তূরীগুলি বাজাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। 7 প্রথম স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন, আর রক্তমিশ্রিত শিলা ও আগুন উপস্থিত হল ও তা পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হল। এতে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ আগুনে পুড়ে গেল, এক-তৃতীয়াংশ গাছ আগুনে পুড়ে গেল ও সমস্ত সবুজ ঘাস আগুনে পুড়ে গেল। 8 দ্বিতীয় স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন, আর প্রজ্বলিত বিশাল পর্বতের মতো একটি বস্তু সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হল। এতে সমুদ্রের এক-তৃতীয়াংশ রক্তে পরিণত হল, 9 সমুদ্রের জীবন্ত প্রাণীদের এক-তৃতীয়াংশ মারা গেল ও জাহাজসমূহের এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হল। 10 তৃতীয় স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন, আর মশালের মতো জ্বলন্ত এক বৃহৎ তারা আকাশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ নদনদীর ও জলের সমস্ত উৎসের উপরে পতিত হল। 11 এই তারাটির নাম সোমরাজ। এতে এক-তৃতীয়াংশ জল তেতো হয়ে গেল এবং সেই তেতো জলের কারণে বহু মানুষের মৃত্যু হল। 12 চতুর্থ স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন। এতে সূর্যের এক-তৃতীয়াংশ, চাঁদের এক-তৃতীয়াংশ ও তারাগণের এক-তৃতীয়াংশ আঘাতপ্রাপ্ত হল, এভাবে তাদের প্রত্যেকের এক-তৃতীয়াংশ অন্ধকারময় হল। ফলে দিনের এক-তৃতীয়াংশ ও রাতের এক-তৃতীয়াংশ আলোকশূন্য হল। 13 আমি যখন তাকিয়ে দেখছিলাম, আমি মধ্য-আকাশে উড়ে যাওয়া এক ঈগল পাখির রব শুনলাম, সে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে বলল, “আরও তিনজন স্বর্গদূত, যাঁরা তূরী বাজাতে উদ্যত, তাঁদের তূরীধ্বনির জন্য পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দুর্দশা, দুর্দশা, দুর্দশাই হবে!”

**9** পঞ্চম স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন, আর আমি দেখলাম আকাশ থেকে একটি তারা পৃথিবীতে খসে পড়ল। সেই তারাটিকে অতল-গহ্বরের সুড়ঙ্গপথের চাবি দেওয়া হল। (Abyssos g12) 2 যখন সে অতল-গহ্বরের সুড়ঙ্গপথটি খুলল, তার মধ্যে থেকে বিশাল চুল্লির ধোঁয়ার মতো একটি ধোঁয়া উঠতে লাগল। অতল-গহ্বরের সেই ধোঁয়ায় সূর্য ও চাঁদ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। (Abyssos g12) 3 আর সেই ধোঁয়ার মধ্য থেকে পঙ্গপাল বের হয়ে পৃথিবীতে নেমে এল। তাদেরকে পৃথিবীর কাঁকড়াবিছেদের মতোই ক্ষমতা দেওয়া হল। 4 তাদের বলা হল, তারা যেন পৃথিবীর কোনো ঘাস বা গাছপালা বা গাছের ক্ষতি না করে, কিন্তু সেইসব মানুষের ক্ষতি করে, যাদের কপালে ঈশ্বরের সিলমোহর নেই। 5 তাদের হত্যা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি, কিন্তু পাঁচ মাস ধরে অত্যাচার করার ক্ষমতা দেওয়া হল। আর তারা সেরকম যন্ত্রণাভোগ করল, যেমন কাঁকড়াবিছে কোনো মানুষকে হুল ফোটালে যন্ত্রণা হয়। 6 ওই দিনগুলিতে মানুষ মৃত্যুর সন্ধান করবে, কিন্তু তার সন্ধান পাবে না। তারা আকুল হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চাইবে, কিন্তু মৃত্যু তাদের নাগাল এড়িয়ে যাবে। 7 সেই পঙ্গপালগুলি দেখতে ছিল রণসাজে সজ্জিত ঘোড়ার মতো। তাদের মাথায় ছিল সোনার মুকুটের মতো দেখতে কিছু এক জিনিস এবং তাদের মুখমণ্ডল দেখতে ছিল মানুষের মুখমণ্ডলের মতো। 8 তাদের চুল ছিল নারীর চুলের মতো এবং দাঁত ছিল সিংহের দাঁতের মতো। 9 তাদের বুকের পাটা ছিল লোহার বুকের পাটার মতো এবং তাদের ডানার আওয়াজ ছিল যুদ্ধে চলেছে এমন অনেক ঘোড়া ও রথের গুরুগম্ভীর শব্দের মতো। 10 কাঁকড়াবিছের মতো ছিল তাদের লেজ ও হুল। পাঁচ মাস ধরে মানুষকে যন্ত্রণা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের ওই লেজে ছিল, 11 অতল-গহ্বরের এক দূত ছিল তাদের রাজা। হিব্রু ভাষায় তার নাম আবদ্দোন ও গ্রিক ভাষায়, আপল্লিয়োন। (Abyssos g12) 12 প্রথম দুর্দশার অন্ত

হল; আরও বাকি দুই দুর্দশার সময় ছিল সন্নিকট। 13 ষষ্ঠ দূত তাঁর তূরী বাজালেন, আর আমি ঈশ্বরের সামনে স্থিত সোনার বেদির শৃঙ্গগুলি থেকে এক বাণী শুনতে পেলাম। 14 তা তূরীধারী সেই ষষ্ঠ স্বর্গদূতকে বলছিল, "ইউফ্রেটিস মহানদীর কাছে যে চারজন দূত রুদ্ধ আছে, তাদের মুক্ত করে দাও।" 15 তখন যে চারজন দূতকে সেই ক্ষণ ও দিন ও মাস ও বছরের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছিল, তাদের মুক্ত করা হল, যেন তারা মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশকে হত্যা করতে পারে। 16 আর অশ্বারোহী ওই সৈন্যের সংখ্যা ছিল কুড়ি কোটি। আমি তাদের সংখ্যা শুনলাম। 17 আমি আমার দর্শনে যেসব ঘোড়া ও তাদের আরোহীদের দেখতে পেলাম, তারা দেখতে ছিল এরকম: তাদের বুকের পাটা ছিল আগুনে-লাল, ঘন নীল ও গন্ধকের মতো হলুদ রংয়ের। ঘোড়াগুলির মাথা ছিল সিংহের মাথার মতো এবং তাদের মুখ দিয়ে বের হচ্ছিল আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধক। 18 তাদের মুখ থেকে বের হওয়া সেই তিন মহামারি, আগুন, ধোঁয়া ও গন্ধকের দ্বারা মানবজাতির এক-তৃতীয়াংশ নিহত হল। 19 ঘোড়াগুলির ক্ষমতা ছিল তাদের মুখে ও তাদের লেজে; কারণ তাদের লেজে সাপের মতো মাথা ছিল, যার দ্বারা তারা মানুষের ক্ষতি করতে পারত। 20 মানবজাতির অবশিষ্ট লোক, যারা এই সমস্ত মহামারির দ্বারা নিহত হল না, তারা তখনও তাদের হাত দিয়ে করা কাজ থেকে মন পরিবর্তন করল না; তারা ভূতদের পূজা এবং সোনা, রুপো, পিতল, পাথর ও কাঠ দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন প্রতিমা—যে প্রতিমারা দেখতে বা শুনতে বা চলতে পারে না, তাদের পূজা করা থেকে বিরত থাকল না। 21 এছাড়াও তারা তাদের নরহত্যা, তাদের তন্ত্রমন্ত্র-মায়াবিদ্যা, তাদের অবৈধ যৌনাচার, কিংবা তাদের চুরি করা থেকেও মন পরিবর্তন করল না।

**10** এরপর আমি অন্য একজন শক্তিশালী দূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তাঁর পরনে ছিল মেঘের পোশাক ও তাঁর মাথায় ছিল এক মেঘধনু। তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সূর্যের মতো ও তাঁর পা-দুটি ছিল আগুনের স্তম্ভের মতো। 2 তাঁর হাতে ধরা ছিল ছোটো একটি পুঁথি, যা ছিল খোলা অবস্থায়। তিনি তাঁর ডান পা সমুদ্রের উপরে ও বাঁ পা শুকনো জমির উপরে রাখলেন। 3 আর তিনি সিংহের গর্জনের মতো প্রবল হুংকার দিলেন। তিনি চিৎকার করলে পর সাতটি বজ্রধ্বনি প্রত্যুত্তর করল। 4 যখন সেই সাতটি বজ্রধ্বনি কথা বলল, আমি তা লিখতে উদ্যত হলাম; কিন্তু আমি স্বর্গ থেকে এক বাণী শুনতে পেলাম, তা আমাকে বলছিল, "সাত বজ্রধ্বনির বাণী সিলমোহরাঙ্কিত করো, কিন্তু তা লিপিবদ্ধ করবে না।" 5 তখন সমুদ্র ও স্থলের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা যে স্বর্গদূতকে আমি দেখেছিলাম, তিনি স্বর্গের দিকে তাঁর ডান হাত তুলে ধরলেন। 6 আর যিনি যুগে যুগে চিরকাল জীবন্ত, যিনি আকাশমণ্ডল ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু, পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু এবং সমুদ্র ও তার মধ্যস্থিত সবকিছু সৃষ্টি করছেন, তাঁরই নামে তিনি এই শপথ করে বললেন, "আর দেরি হবে না! (aiōn g165) 7 কিন্তু যখন সেই সপ্তম স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজাতে উদ্যত হবেন, ঠিক তখনই ঈশ্বরের রহস্য পরিপূর্ণতা লাভ করবে যেমন তিনি তাঁর দাস ভাববাদীদের কাছে ঘোষণা করেছিলেন।" 8 তারপর যে কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তিনি আমার সঙ্গে আবার কথা বললেন: "তুমি যাও, যে স্বর্গদূত সমুদ্র ও ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, তাঁর হাত থেকে খোলা ওই পুঁথিটি গ্রহণ করো।" 9 তাই আমি ওই স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে, তাঁর কাছ থেকে ওই ছোটো পুঁথিটি চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন, "এটি নাও ও খেয়ে ফেলো। এ তোমার পেটে গিয়ে টক হয়ে উঠবে, কিন্তু তোমার মুখে তা মধুর মতো মিষ্টি লাগবে।" 10 আমি ওই স্বর্গদূতের হাত থেকে ছোটো পুঁথিটি নিয়ে তা খেয়ে ফেললাম। তা আমার মুখে মধুর মতো মিষ্টি স্বাদযুক্ত মনে হল, কিন্তু তা খেয়ে ফেলার পর আমার পেট টক হয়ে গেল। 11 তখন আমাকে বলা হল, "তোমাকে আবার বহু জাতি, দেশ, ভাষাভাষী ও রাজাদের সম্পর্কে ভাববাণী বলতে হবে।"

**11** আমাকে মাপকাঠির মতো একটি নলখাগড়া দেওয়া হল ও বলা হল, "তুমি যাও, গিয়ে ঈশ্বরের মন্দির ও তাঁর বেদি পরিমাপ করো ও সেখানকার উপাসকদের সংখ্যা গুনে নাও। 2 কিন্তু বাইরের প্রাঙ্গণটি বাদ দেবে; সেটার পরিমাপ কোরো না, কারণ তা অইহুদিদের দেওয়া হয়েছে। তারা 42 মাস পর্যন্ত পবিত্র নগরকে পদদলিত করবে। 3 আর আমি আমার দুই সাক্ষীকে ক্ষমতা দেব। তাঁরা চটের পোশাক পরে 1,260 দিন ভাববাণী বলবে।" 4 তাঁরাই সেই দুই জলপাই গাছ ও দুই দীপাধার, যাঁরা পৃথিবীর প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। 5 কেউ যদি তাঁদের কোনো ক্ষতি করতে চায়, তবে তাঁদের মুখ থেকে আগুন বেরিয়ে এসে তাঁদের শত্রুদের গ্রাস করে। এভাবে, যারা তাদের ক্ষতি করতে চায়, অবশ্যই তাদের মৃত্যু হবে। 6 আকাশ রুদ্ধ করার ক্ষমতা থাকবে তাঁদের, যেন যতদিন তাঁরা ভাববাণী বলেন, কোনও বৃষ্টি না হয়। জলকে রক্তে

পরিণত করার এবং তাঁরা যতবার যখনই চায়, সব প্রকার মহামারিতে পৃথিবীকে আঘাত করার ক্ষমতা তাঁদের আছে। 7 তাঁরা নিজেদের সাক্ষ্য শেষ করলে পরে, যে পশু সেই অতল-গহ্বর থেকে উঠে আসবে, সে তাঁদের আক্রমণ করবে, বিজয়ী হবে ও তাঁদের হত্যা করবে। (Abyssos g12) 8 তাঁদের মৃতদেহ মহানগরীর পথে পড়ে থাকবে। এই নগরীকেই আলংকারিকরূপে সদোম ও মিশর বলে, যেখানে তাঁদের প্রভুও ক্রুশার্পিত হয়েছিলেন। 9 সাড়ে তিন দিন যাবৎ প্রত্যেক জাতি, গোষ্ঠী, ভাষাভাষী ও দেশের মানুষ তাঁদের মৃতদেহের দিকে চেয়ে থাকবে ও তাঁদের কবর দেওয়ার অনুমতি দেবে না। 10 পৃথিবীর অধিবাসীরা তাঁদের কারণে উল্লসিত হবে এবং পরস্পরকে উপহার পাঠিয়ে আনন্দ উদ্‌যাপন করবে, কারণ এই দুই ভাববাদী পৃথিবী নিবাসীদের যন্ত্রণা দিত। 11 কিন্তু সাড়ে তিন দিন পরে ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত প্রাণবায়ু তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করল। তাঁরা তাঁদের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন; যারা তাঁদের দেখল, তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। 12 এরপর তাঁরা শুনলেন, স্বর্গ থেকে কেউ উচ্চকণ্ঠে তাঁদের বলছেন, "এখানে উঠে এসো।" আর তাঁদের শত্রুদের চোখের সামনেই এক মেঘযোগে স্বর্গে উঠে গেলেন। 13 আর সেই মুহূর্তে এক তীব্র ভূমিকম্প হল এবং সেই নগররীর এক-দশমাংশ ধসে পড়ল। সেই ভূমিকম্পে সাত হাজার মানুষ নিহত হল, আর যারা রক্ষা পেল, তারা আতঙ্কিত হয়ে স্বর্গের ঈশ্বরের গৌরব করল। 14 দ্বিতীয় দুর্দশার অবসান হল; শীঘ্রই তৃতীয় দুর্দশা এসে উপস্থিত হবে। 15 সপ্তম স্বর্গদূত তাঁর তূরী বাজালেন, আর স্বর্গে উচ্চনাদে এই বাণী শোনা গেল: "জগতের রাজ্য পরিণত হল, আমাদের প্রভু ও তাঁর খ্রীষ্টের রাজ্যে, আর তিনি যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবেন।" (aiōn g165) 16 আর যে চব্বিশজন প্রাচীন ঈশ্বরের সামনে নিজেদের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁরা অধোমুখে প্রণাম করে ঈশ্বরের উপাসনা করলেন: 17 তাঁরা বললেন, "হে সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর, যিনি আছেন ও ছিলেন, আমরা তোমাকে ধন্যবাদ দিই, কারণ তুমি তোমার মহাপরাক্রম গ্রহণ করেছ ও রাজত্ব শুরু করেছ। 18 সব জাতি ক্রুদ্ধ হয়েছিল; তাই তোমার রোষও উপস্থিত হয়েছে। মৃতদের বিচার করার সময় এবং তোমার দাস সেই ভাববাদীদের ও পবিত্রগণের, আর যতজন তোমার নামে সম্ভ্রম প্রকাশ করে, ক্ষুদ্র ও মহান নির্বিশেষে সবাইকে পুরস্কার দেওয়ার জন্য—এবং পৃথিবী-বিনাশকদের ধ্বংস করার সময় উপস্থিত হল।" 19 তারপরে স্বর্গে ঈশ্বরের মন্দির খোলা হল এবং মন্দিরের ভিতরে তাঁর নিয়ম-সিন্দুকটি দেখা গেল। আর সেখানে বিদ্যুতের ঝলক, গুরুগম্ভীর ধ্বনি, বজ্রপাতের গর্জন, ভূমিকম্প ও বড়ো বড়ো শিলাবৃষ্টি হতে লাগল।

**12** তারপর স্বর্গে এক বিশাল ও বিস্ময়কর চিহ্ন দেখা গেল, এক নারী, সূর্য তার পোশাক, চাঁদ তার পায়ের নিচে এবং তার মাথায় বারোটি তারাখচিত এক মুকুট। 2 সে ছিল সন্তান-সম্ভবা এবং প্রসব যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে আর্তনাদ করছিল। 3 এরপর মহাকাশে আর একটি চিহ্ন দেখা দিল; এক অতিকায় লাল দানব, তার ছিল সাতটি মাথা ও দশটি শিং এবং তার মাথাগুলিতে ছিল সাতটি মুকুট। 4 তার লেজ আকাশের এক-তৃতীয়াংশ তারাকে টেনে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করল। সেই দানব, সন্তান প্রসব করতে উদ্যত সেই নারীর সামনে এসে দাঁড়াল, যেন জন্ম হওয়ামাত্র সে তার শিশুকে গ্রাস করতে পারে। 5 সেই নারী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিল, যিনি লোহার রাজদণ্ডের দ্বারা সব জাতিকে শাসন করবেন। তার সেই শিশুকে সেই দানবের সামনে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঈশ্বর ও তাঁর সিংহাসনের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। 6 সেই নারী মরুপ্রান্তরে এক স্থানে পালিয়ে গেল, যে স্থান ঈশ্বর তার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন, যেখানে তাকে 1,260 দিন পর্যন্ত প্রতিপালন করা হবে। 7 এরপর স্বর্গে এক যুদ্ধ হল। মীখায়েল ও তাঁর দূতেরা সেই দানবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, আর সেই দানব ও তার দূতেরাও যুদ্ধ করল। 8 কিন্তু তার যথেষ্ট শক্তি ছিল না, তাই স্বর্গে তাদের আর কোনও স্থান হল না। 9 সেই মহাদানবকে নিচে নিক্ষেপ করা হল—এ সেই পুরাকালের সাপ, যাকে দিয়াবল বা শয়তান বলা হয়, সে সমস্ত জগৎকে বিপথে চালিত করে। তাকে ও তার সঙ্গে তার দূতদেরও পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হল। 10 এরপরে আমি স্বর্গে এক উচ্চ রব শুনতে পেলাম: "এখন পরিত্রাণ ও পরাক্রম ও আমাদের ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর খ্রীষ্টের কর্তৃত্ব উপস্থিত হল। কারণ আমাদের ভাইবোনেদের বিরুদ্ধে সেই অভিযোগকারী, যে আমাদের ঈশ্বরের সামনে তাদের বিরুদ্ধে দিনরাত অভিযোগ করে, সে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। 11 মেষশাবকের রক্তের দ্বারা ও তাদের সাক্ষ্যের বাণী দ্বারা তারা তাকে পরাস্ত করেছে; তারা নিজেদের প্রাণকেও এত প্রিয় জ্ঞান করেনি, যে কারণে মৃত্যুকেও তুচ্ছজ্ঞান করেছে। 12 সেই কারণে স্বর্গলোক ও তার অধিবাসীরা, তোমরা আনন্দ করো! কিন্তু পৃথিবী ও সমুদ্রের দুর্দশা হবে, কারণ দিয়াবল তোমাদের কাছে নেমে গিয়েছে! সে ক্রোধে পূর্ণ, কারণ সে জানে তার সময়

সংক্ষিপ্ত।” 13 সেই দানব যখন দেখল, তাকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়েছে, সে সেই নারীর পিছনে ধাওয়া করল, যে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিল। 14 সেই নারীকে একটি বড়ো ঈগল পাখির মতো দুটি ডানা দেওয়া হয়েছিল, যেন মরুপ্রান্তরে তার জন্য যে স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে, সে সেখানে উড়ে যেতে পারে। সে সেই দানবের নাগালের বাইরে, এক বছর, দু-বছর ও ছয় মাস প্রতিপালিত হবে। 15 তারপর সেই দানবটি তার মুখ থেকে নদীর মতো জলস্রোত বের করল, যেন সেই নারীর নাগাল পায় ও তাকে জলের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারে। 16 কিন্তু পৃথিবী তার মুখ খুলে সেই নারীকে সাহায্য করল এবং সে নাগ-দানবের মুখ থেকে বের হওয়া সেই নদী গিলে ফেলল। 17 তখন সেই নাগ-দানব সেই নারীর প্রতি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তার বংশের সেই অবশিষ্ট লোকদের সঙ্গে—যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন ও যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে—তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেল।

**13** আর সেই নাগ-দানব সমুদ্রের তীরে গিয়ে দাঁড়াল।

আর আমি দেখলাম, একটি পশু সমুদ্রের মধ্য থেকে উঠে আসছে। তার ছিল দশটি শিং ও সাতটি মাথা এবং তার শিংগুলির উপরে দশটি মুকুট। আর প্রত্যেকটি মাথার উপরে ছিল একটি করে ঈশ্বর নিন্দাসূচক নাম। 2 যে পশুটি আমি দেখলাম, সেটি দেখতে চিতাবাঘের মতো, কিন্তু তার পা ছিল ভালুকের মতো এবং মুখ ছিল সিংহের মতো। সেই নাগ তার পরাক্রম ও তার সিংহাসন ও মহা কর্তৃত্ব সেই দানব পশুটিকে দান করল। 3 সেই পশুর একটি মাথা মনে হল যেন মারাত্মক আঘাতে আহত, কিন্তু সেই মারাত্মক আঘাতের নিরাময় করা হল। এতে সমস্ত জগৎ বিস্মিত হয়ে সেই পশুকে অনুসরণ করল। 4 লোকেরা সেই নাগ-দানবের পূজা করল, কারণ সে সেই পশুকে কর্তৃত্ব প্রদান করেছিল। আর তারা সেই পশুটিরও পূজা করে বলতে লাগল, “এই পশুর সমতুল্য কে? কে এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে?” 5 সেই পশুটিকে এমন এক মুখ দেওয়া হল, যা বহু দম্ভের বাক্য ও ঈশ্বরনিন্দার উক্তি করবে এবং বিয়াল্লিশ মাস পর্যন্ত তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে। 6 সে তার মুখ খুলে ঈশ্বরের নিন্দা, তাঁর নাম, তাঁর আবাসস্থল ও স্বর্গবাসী সকলের নিন্দা করতে লাগল। 7 তাকে পবিত্রগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তাদের পরাস্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হল। আর সমস্ত গোষ্ঠী, জাতি, ভাষাভাষী ও দেশের উপরে তাকে কর্তৃত্ব দেওয়া হল। 8 এতে পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসী সেই পশুর পূজা করবে। তাদের নাম জগৎ সৃষ্টির লগ্ন থেকে মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লিখিত নেই। 9 যার কান আছে, সে শুনুক। 10 যদি কেউ বন্দি হওয়ার জন্য নির্ধারিত, সে বন্দি হবে। যদি কেউ তরোয়ালের দ্বারা হত হওয়ার জন্য নির্ধারিত, সে তরোয়ালের দ্বারা হত হবে। এর অর্থ, পবিত্রজনেরা ধৈর্যের সঙ্গে নিপীড়ন সহ্য করবে ও বিশ্বস্ত থাকবে। 11 তারপর আমি অন্য একটি পশু দেখলাম, সে পৃথিবীর গর্ভ থেকে উঠে এল। তার ছিল মেষশাবকের মতো দুটি শিং, কিন্তু সে দানবের মতো কথা বলত। 12 সে ওই প্রথম পশুটির পক্ষে তার সমস্ত কর্তৃত্ব প্রয়োগ করল এবং যার মারাত্মক ক্ষত নিরাময় করা হয়েছিল, সেই প্রথম পশুটির পূজা করতে পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের বাধ্য করল। 13 আর সে মহা অলৌকিক চিহ্নকাজ করতে লাগল, এমনকি, লোকদের চোখের সামনে মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে আগুন নামিয়ে আনল। 14 এভাবে প্রথম পশুর সামনে যেসব চিহ্নকাজ করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছিল তা দিয়ে সে পৃথিবীবাসীদের প্রতারণা করল। সেই পশুর সম্মানে সে তাদের একটি প্রতিমা স্থাপন করার আদেশ দিল; যে পশুকে তরোয়ালের দ্বারা আঘাত করলেও সে জীবিত ছিল। 15 তাকে ক্ষমতা দেওয়া হল যেন সে প্রথম পশুটির প্রতিমায় প্রাণবায়ু দিতে পারে ও সেই প্রতিমা কথা বলতে পারে। তখন সেই পশুর প্রতিমা আদেশ দিল যে, যারাই তাকে পূজা করতে অস্বীকার করে তাদের হত্যা করা হয়। 16 আর, সামান্য ও মহান, ধনী ও দরিদ্র, স্বাধীন ও ক্রীতদাস নির্বিশেষে সকলকে সে বাধ্য করল, যেন তারা তাদের ডান হাতে বা কপালে একটি ছাপ গ্রহণ করে, 17 যেন ওই ছাপ না থাকলে, কেউ কেনাবেচা করতে না পারে। সেই ছাপ ছিল ওই পশুর নাম বা তার নামের সংখ্যা। 18 এতে প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়। যদি কারও অন্তর্দৃষ্টি থাকে, সে ওই পশুর সংখ্যা গুনে নিক, কারণ তা ছিল মানুষের সংখ্যা। সেই সংখ্যাটি হল 666।

**14** তারপর আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার সামনে সিয়োন পর্বতের উপরে দাঁড়িয়েছিলেন সেই মেষশাবক ও তাঁর সঙ্গে ছিল সেই 1,44,000 জন মানুষ, যাদের কপালে তাঁর নাম ও তাঁর পিতার নাম লেখা ছিল। 2 আর আমি স্বর্গ থেকে প্রবহমান মহা জলস্রোতের মতো গর্জন ও বজ্রপাতের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। যে শব্দ আমি শুনলাম, মনে হল যেন কোনো বীণাবাদকের দল তাদের বীণা বাজাচ্ছে। 3 আর তাঁরা সেই সিংহাসনের সামনে এবং চারজন সজীব প্রাণীর

ও প্রাচীনদের সামনে এক নতুন গীত গাইলেন। পৃথিবী থেকে মুক্ত করা সেই 1,44,000 জন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই সেই গান শিখতে পারল না। 4 এঁরা তাঁরাই, যাঁরা নারী-সংসর্গে নিজেদের কলুষিত করেননি, কারণ তাঁরা নিজেদের শুচিশুদ্ধ রেখেছিলেন। মেষশাবক যেখানেই যান, তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করেন। তাঁদের মানুষদের মধ্য থেকে কিনে নেওয়া হয়েছিল এবং ঈশ্বর ও সেই মেষশাবকের উদ্দেশে প্রথম ফসলরূপে তাঁদের নিবেদন করা হয়েছিল। 5 তাঁদের মুখে কোনও মিথ্যা কথা পাওয়া যায়নি, তাঁরা ছিলেন নিষ্কলঙ্ক। 6 এরপর আমি অন্য এক স্বর্গদূতকে মধ্যাকাশে উড়ে যেতে দেখলাম। তাঁর কাছে ছিল অনন্তকালীন সুসমাচার, যেন তিনি প্রত্যেক দেশ, গোষ্ঠী, ভাষাভাষী, জাতির, পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীর কাছে তা ঘোষণা করেন। **(aiōnios g166)** 7 তিনি উচ্চকণ্ঠে বললেন, "ঈশ্বরকে ভয় করো ও তাঁকে সম্মান দাও, কারণ তাঁর বিচারের সময় এসে উপস্থিত হয়েছে। যিনি স্বর্গ, পৃথিবী, সমুদ্র ও জলের সব উৎস উৎপন্ন করেছেন, তাঁর উপাসনা করো।" 8 দ্বিতীয় এক স্বর্গদূত তাঁকে অনুসরণ করে এসে বললেন, "পতন হল! বিশাল সেই ব্যাবিলনের পতন হল, যে তার ব্যভিচারের উন্মত্তকারী সুরা সমস্ত জাতিকে পান করিয়েছে।" 9 তৃতীয় এক স্বর্গদূত তাঁদের অনুসরণ করে এসে উচ্চকণ্ঠে বললেন: "যদি কেউ সেই পশুর ও তার মূর্তির পূজা করে এবং কপালে বা হাতে তার চিহ্ন গ্রহণ করে, 10 সেও ঈশ্বরের রোষের সুরা অবশ্যই পান করবে, যা ঈশ্বরের ক্রোধের পানপাত্রে পূর্ণ শক্তির সঙ্গে ঢেলে দেওয়া হয়েছে। সে পবিত্র দূতদের ও মেষশাবকের সাক্ষাতে জ্বলন্ত আগুন ও গন্ধকে যন্ত্রণা পাবে। 11 আর তাদের যন্ত্রণাভোগের ধোঁয়া যুগে যুগে চিরকাল উঠতে থাকবে। যারা সেই পশু ও তার মূর্তিকে পূজা করে, বা যে কেউ তার নামের চিহ্ন গ্রহণ করে, দিনরাত কখনও সে বিশ্রাম পাবে না।" **(aiōn g165)** 12 পবিত্রগণ যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে ও যীশুর কাছে বিশ্বস্ত থাকে, এখানেই তাদের ধৈর্যশীল সহিষ্ণুতার পরীক্ষা হবে। 13 তখন আমি স্বর্গ থেকে এই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, "তুমি লেখো: ধন্য সেই মৃতজনেরা, যারা এখন থেকে প্রভুতে মৃত্যুবরণ করবে।" পবিত্র আত্মা বলছেন, "হ্যাঁ, তারা তাদের শ্রম থেকে বিশ্রাম পাবে, কারণ তাদের সব কাজ তাদের অনুসরণ করবে।" 14 আমি তাকিয়ে দেখলাম, আমার সামনে ছিল এক সাদা রংয়ের মেঘ। সেই মেঘের উপরে "মনুষ্যপুত্রের মতো" একজনকে উপবিষ্ট দেখলাম, যাঁর মাথায় ছিল সোনার মুকুট ও হাতে ছিল এক ধারালো কাস্তে। 15 তারপর মন্দির থেকে অন্য এক স্বর্গদূত বের হয়ে, যিনি মেঘের উপরে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁকে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "আপনার কাস্তে নিন ও শস্য কাটুন, কারণ শস্য কাটার সময় উপস্থিত হয়েছে, কারণ পৃথিবীর শস্য পরিপক্ক হয়েছে।" 16 তাই যিনি মেঘের উপরে উপবিষ্ট তিনি পৃথিবীর উপরে তাঁর কাস্তে চালালেন, আর পৃথিবীর শস্য কাটা হল। 17 স্বর্গের মন্দির থেকে আর একজন স্বর্গদূত বেরিয়ে এলেন, তাঁর কাছেও ছিল ধারালো এক কাস্তে। 18 আরও একজন স্বর্গদূত বেদি থেকে বেরিয়ে এলেন। আগুনের উপরে তাঁর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা ছিল। যাঁর কাছে ধারালো কাস্তে ছিল, তিনি তাঁকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বললেন, "আপনার ধারালো কাস্তে নিন ও পৃথিবীর দ্রাক্ষালতার গুচ্ছ সংগ্রহ করুন, কারণ তার দ্রাক্ষা পরিপক্ক হয়েছে।" 19 সেই স্বর্গদূত পৃথিবীতে তাঁর কাস্তে চালালেন, তাঁর দ্রাক্ষাগুচ্ছ সংগ্রহ করলেন ও সেগুলি ঈশ্বরের ক্রোধের বিশাল দ্রাক্ষাকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন। 20 সেগুলি নগরের বাইরে দ্রাক্ষাকুণ্ডে পদদলিত করা হল এবং কুণ্ড থেকে রক্তস্রোত প্রবাহিত হল। তা 300 কিলোমিটার পর্যন্ত প্রবাহিত হল ও ঘোড়ার বলগা পর্যন্ত উঠল।

**15** আমি স্বর্গে আর একটি মহৎ ও বিস্ময়কর চিহ্ন দেখতে পেলাম: সাতজন স্বর্গদূত সাতটি অন্তিম বিপর্যয় নিয়ে আসছেন। অন্তিম, কারণ এগুলির সঙ্গেই ঈশ্বরের ক্রোধের অবসান হবে। 2 আর আমি দেখলাম, যেন আগুন মেশানো এক গনগনে কাচময় সমুদ্র, আর সেই সমুদ্রের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সেইসব মানুষ, যাঁরা সেই পশু ও তার মূর্তি ও তার নামের সংখ্যার উপরে বিজয়ী হয়েছে। তাঁদের হাতে আছে ঈশ্বরের দেওয়া বীণা। 3 তাঁরা ঈশ্বরের দাস মোশির গীত ও মেষশাবকের গীত গাইছেন: "প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, মহৎ ও বিস্ময়কর তোমার কর্মসকল; যুগপর্যায়ের রাজা, ন্যায়সংগত ও সত্য তোমার যত পথ। 4 হে প্রভু, কে না তোমাকে ভয় করবে ও তোমার নামের মহিমা করবে? কারণ কেবলমাত্র তুমিই পবিত্র। সর্বজাতি এসে তোমার সামনে উপাসনা করবে, কারণ তোমার ধর্মময় ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়েছে।" 5 এরপরে আমি দৃষ্টিপাত করলাম, স্বর্গের মন্দির, অর্থাৎ সেই সাক্ষ্য-তাঁবু খুলে দেওয়া হল। 6 সেই মন্দির থেকে সাতটি বিপর্যয় নিয়ে বেরিয়ে এলেন সাতজন স্বর্গদূত। তারা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল মসিনার পোশাক পরিহিত এবং তাদের বুকে ঘিরে ছিল সোনার উত্তরীয়। 7 তখন সেই চারজন জীবন্ত প্রাণীর একজন, যুগে যুগে চিরজীবী ঈশ্বরের ক্রোধে

পরিপূর্ণ সাতটি সোনার বাটি, সেই সাতজন স্বর্গদূতকে দিলেন। (aiōn g165) 8 আর সেই মন্দির ঈশ্বরের গরিমা থেকে ও তাঁর পরাক্রম থেকে উৎপন্ন ধোঁয়ায় পূর্ণ হল, আর ওই সাতজন স্বর্গদূতের সাতটি বিপর্যয় শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউই মন্দিরে প্রবেশ করতে পারল না।

**16** এরপর আমি মন্দিরের মধ্য থেকে এক উচ্চ রব শুনতে পেলাম, যা ওই সাতজন স্বর্গদূতকে বলছিল, "তোমরা যাও, গিয়ে ঈশ্বরের ক্রোধে পূর্ণ ওই সাতটি বাটি পৃথিবীতে ঢেলে দাও।" 2 প্রথম স্বর্গদূত গিয়ে তাঁর বাটি পৃথিবীর উপরে ঢেলে দিলেন। এতে যারা সেই পশুর ছাপ ধারণ করেছিল ও তার মূর্তির পূজা করেছিল, তাদের গায়ে বীভৎস ও যন্ত্রণাদায়ক ক্ষত উৎপন্ন হল। 3 দ্বিতীয় স্বর্গদূত সমুদ্রের উপরে তাঁর বাটি ঢেলে দিলেন। এতে তা মৃত মানুষের রক্তের মতো হল ও সমুদ্রের সমস্ত সজীব প্রাণী মারা পড়ল। 4 তৃতীয় স্বর্গদূত তাঁর বাটি সব নদনদী ও জলের উৎসের উপরে ঢেলে দিলেন, ও সেগুলি রক্তে পরিণত হল। 5 তখন আমি শুনলাম, জলরাশির উপরে ভারপ্রাপ্ত স্বর্গদূত বলছেন: "যিনি আছেন ও যিনি ছিলেন, সেই পবিত্রজন, এই সমস্ত বিচারে তুমিই ধর্মময়, যেহেতু তুমি এরকম বিচার করেছ; 6 কারণ তারা তোমার পবিত্রগণের ও ভাববাদীদের রক্তপাত করেছিল, আর তুমি তাদের রক্ত পান করতে দিয়েছ, কারণ তারা তারই উপযুক্ত।" 7 আর আমি সেই যজ্ঞবেদির প্রত্যুত্তর শুনতে পেলাম: "হ্যাঁ, প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, তোমার সব বিচারাদেশ যথার্থ ও ন্যায়সংগত।" 8 চতুর্থ স্বর্গদূত তাঁর বাটি সূর্যের উপরে ঢেলে দিলেন। আর সূর্যকে ক্ষমতা দেওয়া হল, যেন সে আগুনের দ্বারা সব মানুষকে ঝলসে দেয়। 9 তখন প্রখর উত্তাপে তারা তাপদগ্ধ হয়ে, এই সমস্ত আঘাতের উপরে যাঁর নিয়ন্ত্রণ ছিল সেই ঈশ্বরের নামকে অভিশাপ দিতে লাগল। কিন্তু তারা মন পরিবর্তন করতে ও তাঁকে গৌরব দিতে চাইল না। 10 পঞ্চম স্বর্গদূত সেই পশুর সিংহাসনের উপরে তাঁর বাটি ঢেলে দিলেন। ফলে তার রাজ্য অন্ধকারে ছেয়ে গেল। লোকেরা যন্ত্রণায় তাদের জিভ কামড়াতে লাগল 11 এবং তাদের যন্ত্রণা ও তাদের ক্ষতের জন্য স্বর্গের ঈশ্বরকে অভিশাপ দিল। কিন্তু তারা তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করল না। 12 ষষ্ঠ স্বর্গদূত মহানদী ইউফ্রেটিসের উপরে তাঁর বাটি ঢেলে দিলেন। এতে সেই নদীর জল শুকিয়ে গিয়ে পূর্বদিক থেকে রাজাদের আগমনের পথ সুগম করল। 13 তারপর আমি তিনটি মন্দ-আত্মা দেখলাম, যেগুলি দেখতে ছিল ব্যাঙের মতো। সেগুলি সেই নাগ-দানবের মুখ থেকে, সেই পশুর মুখ থেকে ও সেই ভণ্ড ভাববাদীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। 14 তারা ভূতদের আত্মা, অলৌকিক সব চিহ্নকাজ করে, আর তারা সমস্ত জগতের রাজাদের কাছে যায়, যেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই মহাদিনের জন্য সেইসব রাজাদের যুদ্ধে একত্র করতে পারে। 15 "দেখো, আমি চোরের মতো আসছি! ধন্য সেই মানুষ, যে জেগে থেকে তার পোশাক সঙ্গে রাখে, যেন সে উলঙ্গ না হয় ও তার লজ্জা প্রকাশ হয়ে না পড়ে।" 16 তারপর তারা সেই রাজাদের একটি স্থানে একত্র করল, হিব্রু ভাষায় যে স্থানটির নাম হরমাগিদোন। 17 সপ্তম স্বর্গদূত আকাশের উপরে তাঁর বাটি ঢেলে দিলেন। তখন মন্দিরের ভিতরের সিংহাসন থেকে এক উচ্চধ্বনি শোনা গেল, যা বলছিল, "সমাপ্ত হল!" 18 তারপর সেখানে প্রকাশ পেল বিদ্যুতের ঝলকানি, গুরুগম্ভীর ধ্বনি, বজ্রপাত ও এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প। পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হওয়া থেকে এমন ভূমিকম্প আর কখনও হয়নি, সেই ভূমিকম্প ছিল এমনই সাংঘাতিক। 19 এতে সেই মহানগরী তিন ভাগে বিভক্ত হল ও বিভিন্ন দেশের নগর ধূলিসাৎ হল। ঈশ্বর মহানগরী ব্যাবিলনকে স্মরণ করলেন এবং তাঁর ভয়ংকর ক্রোধে পূর্ণ সুরার পানপাত্র তাকে দিলেন। 20 প্রত্যেকটি দ্বীপ পালিয়ে গেল ও পর্বতগণকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। 21 আর মহাকাশ থেকে মানুষদের উপরে বড়ো বড়ো শিলাবৃষ্টি হল, তার এক একটির ওজন প্রায় পঞ্চাশ কিলোগ্রাম। তখন তারা শিলাবৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে অভিশাপ দিল, কারণ সেই আঘাত ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর।

**17** সেই সাতটি বাটি যাদের হাতে ছিল, সেই সাতজন স্বর্গদূতের মধ্যে একজন এসে আমাকে বললেন, "এসো, বহু জলরাশির উপরে বসে থাকে যে মহাবেশ্যা, তার কী শাস্তি হয়, আমি তোমাকে দেখাব। 2 তার সঙ্গে পৃথিবীর রাজারা ব্যভিচার করেছে। আর পৃথিবীর অধিবাসীরা তার ব্যভিচারের সুরায় মত্ত হয়েছে।" 3 তারপর সেই স্বর্গদূত পবিত্র আত্মায় আমাকে এক মরুপ্রান্তরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমি এক নারীকে একটি গাঢ় লাল রংয়ের পশুর উপরে বসে থাকতে দেখলাম। পশুটি ছিল ঈশ্বরনিন্দার নামে আবৃত এবং তার ছিল সাতটি মাথা ও দশটি শিং। 4 সেই নারীর পোশাক ছিল বেগুনি ও লাল রংয়ের এবং সে ছিল সোনা, মণিমাণিক্য ও মুক্তায় ভূষিত। সে তার হাতে একটি সোনার পানপাত্র ধরেছিল, যা ছিল ঘৃণ্য সব দ্রব্য ও তার ব্যভিচারের মলিনতায় পূর্ণ। 5 তার

কপালে লিখিত ছিল এই শিরোনাম: রহস্যময়ী মহানগরী ব্যাবিলন পৃথিবীর বেশ্যাদের এবং ঘৃণ্য বস্তুসকলের মা। 6 আমি দেখলাম, সেই নারী পবিত্রগণের রক্তে ও যারা যীশুর সাক্ষ্য বহন করেছে, তাদের রক্তে মত্ত। তাকে দেখে আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম। 7 তখন সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, "তুমি আশ্চর্য বোধ করলে কেন? আমি ওই নারীর ও তার বাহনের, অর্থাৎ যার সাতটি মাথা ও দশটি শিং, সেই পশুর রহস্য তোমার কাছে ব্যাখ্যা করব। 8 যে পশুকে তুমি দেখলে, যে এক সময়ে ছিল, কিন্তু এখন নেই, সে অতল-গহ্বর থেকে আবার উঠে আসবে ও তার ধ্বংসের পথে যাবে। আর পৃথিবীর অধিবাসী যতজনের নাম জগৎ সৃষ্টির সময় থেকে জীবনপুস্তকে লেখা নেই, তারা যখন সেই পশুটিকে দেখবে, যা ছিল কিন্তু এখন নেই কিন্তু পরে আসবে, তখন তারাও আশ্চর্য বোধ করবে। (Abyssos g12) 9 "এখানে বিচক্ষণ মানসিকতার প্রয়োজন হয়। ওই সাতটি মাথা হল সাতটি পর্বত, যার উপরে সেই নারী বসে আছে। 10 সেগুলি আবার সাতজন রাজাও। পাঁচজনের পতন হয়েছে, একজন আছে, অন্যজনের আগমন এখনও হয়নি; কিন্তু সে এলে পরে, তাকে অবশ্য অল্প সময়ের জন্য থাকতে হবে। 11 আর যে পশুটি এক সময় ছিল, কিন্তু এখন নেই, সে অষ্টম রাজা। সেও সেই সাতজনের অন্যতম এবং সে তার বিনাশের অভিমুখী হবে। 12 "যে দশটি শিং তুমি দেখলে, তারা দশজন রাজা। তারা এখনও তাদের রাজ্য লাভ করেনি, কিন্তু তারা সেই পশুর সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্য রাজাদের মতো কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হবে। 13 তাদের অভিপ্রায় একই, তাই তারা তাদের পরাক্রম ও কর্তৃত্ব সেই পশুকে দান করবে। 14 তারা মেষশাবকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু মেষশাবক তাদের পরাস্ত করবেন, কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু ও রাজাদের রাজা। আর যারা আহূত, মনোনীত ও বিশ্বস্ত অনুসারী, তারাও তাঁর সঙ্গে বিজয়ী হবেন।" 15 তারপর সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, "যে জলরাশি তুমি দেখলে, যার উপরে সেই বেশ্যা বসে আছে, তা হল বিভিন্ন প্রজাবৃন্দ, বিপুল জনসমষ্টি, বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষী মানুষ। 16 আর তুমি যে সেই পশু ও দশটা শিং দেখলে তারা সেই বেশ্যাকে ঘৃণা করবে। তারা তার সর্বনাশ করে তাকে উলঙ্গ করে ছেড়ে দেবে; তারা তার মাংস খাবে ও তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে। 17 কারণ ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে এই প্রবৃত্তি দিয়েছিলেন যেন তারা তাঁর অভিপ্রায় পূর্ণ করে এবং যতদিন পর্যন্ত ঈশ্বরের সমস্ত বাক্য পূর্ণ না হয়, ততদিন তারা শাসন করার জন্য সেই পশুকে রাজকীয় কর্তৃত্ব দান করতে একমত হয়। 18 যে নারীকে তুমি দেখলে, সে হল সেই মহানগরী, যা পৃথিবীর রাজাদের উপরে শাসন করে।"

**18** এরপরে আমি অন্য এক দূতকে স্বর্গ থেকে নেমে আসতে দেখলাম। তিনি ছিলেন মহা কর্তৃত্বসম্পন্ন, পৃথিবী তাঁর প্রতাপে আলোকিত হয়ে উঠল। 2 তিনি প্রবল রবে চিৎকার করে বললেন, "'পতন হল! বিশাল সেই ব্যাবিলনের পতন হল!' সে হয়ে উঠেছিল ভূতপ্রেতদের গৃহ, সমস্ত মন্দ-আত্মার লুকোনোর স্থান, প্রত্যেক অশুচি পাখির এক আস্তানা। প্রত্যেক অশুচি ও ঘৃণ্য পশুর এক আস্তানা। 3 কারণ সমস্ত জাতি তার ব্যভিচারের উন্মত্তকারী সুরা পান করেছে। পৃথিবীর রাজারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, আবার পৃথিবীর বণিকেরা তার বিলাসিতার প্রাচুর্যে ধনবান হয়েছে।" 4 তারপর আমি স্বর্গ থেকে শুনলাম অন্য এক কণ্ঠস্বর: "'আমার প্রজারা, ওর মধ্য থেকে বের হয়ে এসো,' যেন তোমরা তার পাপসকলের অংশীদার না হও, যেন তার কোনো বিপর্যয় তোমাদের প্রতি না ঘটে; 5 কারণ তার সব পাপ আকাশ পর্যন্ত স্তূপীকৃত হয়েছে; আর ঈশ্বর তার সব অপরাধ স্মরণ করেছেন। 6 সে যেমন করেছে, তার প্রতি ফিরে সেরকমই করো; তার কৃতকর্মের দ্বিগুণ প্রতিফল তাকে দাও। তার নিজের পানপাত্রেই তার জন্য দ্বিগুণ পানীয় মিশ্রিত করো। 7 সে যত আত্মগরিমা ও বিলাসিতা করত, সেই পরিমাণে তাকে যন্ত্রণা ও কষ্ট দাও। সে তার মনে মনে দম্ভ করে, 'আমি রানির মতো উপবিষ্ট, আমি বিধবা নই, আর আমি কখনও শোকবিলাপ করব না।' 8 এই কারণে একদিনেই তার সমস্ত বিপর্যয়, মৃত্যু, শোকবিলাপ ও দুর্ভিক্ষ, তার উপরে এসে পড়বে। আগুন তাকে গ্রাস করবে, কারণ তার বিচারকর্তা প্রভু ঈশ্বর, শক্তিমান। 9 "যখন পৃথিবীর রাজারা, যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছিল ও তার বিলাসিতায় অংশগ্রহণ করেছিল, তারা তার দাহ হওয়ার ধোঁয়া দেখবে, তারা তার জন্য কাঁদবে ও শোকবিলাপ করবে। 10 তার যন্ত্রণাভোগে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তারা দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে ও আর্তনাদ করে বলবে, "'হায়! হায় সেই মহানগরী, ও ব্যাবিলন, পরাক্রান্ত নগরী! এক ঘণ্টার মধ্যেই তোমার সর্বনাশ উপস্থিত হল।' 11 "পৃথিবীর বণিকেরা তার জন্য কাঁদবে ও বিলাপ করবে, কারণ কেউই আর তাদের বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী কিনবে না। 12 সেই বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী হল সোনা, রুপো, মণিমাণিক্য ও মুক্তো; মিহি মসিনা, বেগুনি, সিল্ক ও লাল রংয়ের পোশাক; সব ধরনের চন্দনকাঠ ও হাতির দাঁত, মূল্যবান কাঠ, পিতল, লোহা ও মার্বেল

পাথরের তৈরি সমস্ত ধরনের দ্রব্য; 13 দারচিনি ও মশলা, সুগন্ধি ধূপ, কুন্দুরু ও গন্ধরস, সুরা ও জলপাই তেল, সূক্ষ্ম ময়দা ও গম, গবাদি পশুপাল ও মেষ, ঘোড়া ও রথ, ক্রীতদাস ও মানুষের প্রাণ। 14 "আর তারা বলবে, 'যে ফলের তুমি আকাঙ্ক্ষা করতে, তা তোমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমারোহ তোমার নাগালের বাইরে, আর কখনও সেসব ফিরে পাওয়া যাবে না।' 15 যে বণিকেরা এই সমস্ত পণ্য বিক্রি করত ও তার কাছ থেকে তাদের ঐশ্বর্য লাভ করত, তারা তার যন্ত্রণায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা কাঁদবে ও হাহাকার করবে 16 এবং চিৎকার করে বলে উঠবে, "'হায়! হায়! সেই মহানগরী, সে মিহি মসিনা, বেগুনি ও লাল রংয়ের পোশাকে সজ্জিত ছিল, সে সজ্জিত ছিল সোনা, মণিমাণিক্য ও মুক্তায়! 17 এক ঘণ্টায় এই বিপুল ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে গেল!' "আর সমুদ্রের প্রত্যেক দলপতি, যারা জলপথে যাত্রা করে, নাবিকের দল ও সমুদ্র থেকে যারা তাদের জীবিকা অর্জন করে, তারা সবাই দূরে দাঁড়িয়ে থাকবে। 18 তারা যখন তার দাহ হওয়ার ধোঁয়া দেখবে, তারা চিৎকার করে বলবে, 'এই মহানগরীর সমতুল্য আর কোনও নগর কি ছিল?' 19 তারা তাদের মাথায় ধুলো ছড়াবে, কাঁদতে কাঁদতে ও বিলাপ করতে করতে হাহাকার করে বলবে: "হায়! হায়! হে মহানগরী, তারা কোথায়, যাদের জাহাজ সমুদ্রে ছিল, যারা তার ঐশ্বর্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছিল! এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে ধ্বংস করা হল! 20 "হে স্বর্গ, তার এ দশায় উল্লসিত হও! পবিত্রগণেরা ও প্রেরিতশিষ্যেরা এবং সব ভাববাদী, তোমরা আনন্দ করো! কারণ সে তোমাদের প্রতি যে রকম আচরণ করেছে, ঈশ্বর তেমনই তার বিচার করেছেন।" 21 পরে এক শক্তিমান স্বর্গদূত বড়ো জাঁতার মতো বিশাল এক পাথর তুলে সমুদ্রে নিক্ষেপ করলেন ও বললেন: "এ ধরনের কঠোরতার সঙ্গে মহানগরী ব্যাবিলনকে নিক্ষিপ্ত করা হবে, তার সন্ধান আর কখনও পাওয়া যাবে না। 22 বীণাবাদক ও সংগীতজ্ঞদের গানবাজনা, বাঁশি-বাদক ও তূরীবাদকদের ধ্বনি, আর শোনা যাবে না। কোনও বাণিজ্যের কোনো শ্রমিককে আর তোমার মধ্যে পাওয়া যাবে না, কোনো জাঁতার শব্দ আর কখনও তোমার মধ্যে শোনা যাবে না। 23 প্রদীপের শিখা তোমার মধ্যে আর কখনও আলো জ্বালাবে না। বর ও কনের রব আর কখনও তোমার মধ্যে শোনা যাবে না। তোমার বণিকেরা ছিল জগতের সব মহৎ ব্যক্তি। তোমার তন্ত্রমন্ত্রের মায়ায় সব জাতি বিপথে চালিত হয়েছিল। 24 তার মধ্যে পাওয়া গিয়েছে ভাববাদীদের ও পবিত্রগণের এবং যতজন পৃথিবীতে নিহত হয়েছে, তাদের সকলের রক্ত।"

**19** এরপরে আমি স্বর্গে এক বিপুল জনসমষ্টির গর্জনের মতো শব্দ শুনতে পেলাম। তারা বলছিল: "হাল্লেলুইয়া! পরিত্রাণ ও মহিমা ও পরাক্রম আমাদের ঈশ্বরেরই, 2 কারণ তাঁর বিচারাদেশ সব যথার্থ ও ন্যায়সংগত। যে মহাবেশ্যা অবৈধ সহবাসের দ্বারা পৃথিবীকে কলুষিত করেছিল, তিনি তার বিচার করেছেন। তিনি তাঁর দাসদের রক্তের প্রতিশোধ তার কাছ থেকে নিয়েছেন।" 3 তারা আবার চিৎকার করে উঠল: "হাল্লেলুইয়া! তার ধোঁয়া যুগে যুগে চিরকাল উপরে উঠে যাবে।" (aiōn g165) 4 সেই চব্বিশজন প্রাচীন ও চারজন জীবন্ত প্রাণী নত হয়ে প্রণাম করে সিংহাসনে উপবিষ্ট ঈশ্বরের উপাসনা করলেন। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে বললেন, "আমেন, হাল্লেলুইয়া!" 5 তখন সিংহাসন থেকে এক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ঈশ্বরের দাসেরা, তোমরা যারা ঈশ্বরকে ভয় করো, সামান্য কি মহান তোমরা সকলে আমাদের ঈশ্বরের স্তবগান করো।" 6 তারপর আমি এক বিপুল জনসমষ্টির রব, প্রবহমান মহা জলস্রোত ও প্রবল বজ্রপাতের মতো ধ্বনি শুনতে পেলাম। সেই ধ্বনিতে ঘোষণা করা হচ্ছিল: "হাল্লেলুইয়া! কারণ আমাদের সর্বশক্তিমান, প্রভু ঈশ্বর, রাজত্ব করছেন। 7 এসো আমরা উল্লসিত হই, আনন্দ করি এবং তাঁকে মহিমা প্রদান করি! কারণ মেষশাবকের বিবাহ-লগ্ন উপস্থিত এবং তাঁর কনে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। 8 উজ্জ্বল ও পরিষ্কার, মিহি মসিনার পোশাক সজ্জিত হতে তাকে দেওয়া হয়েছিল।" (মিহি মসিনার পোশাক পবিত্রগণের ধর্মাচরণের প্রতীক।) 9 তখন সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, "তুমি লেখো, 'ধন্য তারা, যারা মেষশাবকের বিবাহভোজে আমন্ত্রিত।'" তিনি আরও যোগ করলেন, "এগুলি প্রকৃতই ঈশ্বরের বাক্য।" 10 একথা শুনে উপাসনা করার জন্য আমি তাঁর পায়ে পড়লাম। কিন্তু তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এরকম কোরো না! আমি তোমার ও তোমার ভাইবোন যারা যীশুর সাক্ষ্য ধারণ করে, তাদের সহদাস; কেবলমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করো! কারণ যীশুর সাক্ষ্যই হল ভাববাণীর অনুপ্রেরণা।" 11 আমি দেখলাম, স্বর্গ খুলে গেল এবং সেখানে আমার সামনে ছিল একটি সাদা ঘোড়া। এর আরোহী বিশ্বস্ত ও সত্যময় নামে আখ্যাত। ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে তিনি বিচার ও যুদ্ধ করেন। 12 তাঁর দুই চোখ জ্বলন্ত আগুনের শিখার মতো এবং তাঁর মাথায় আছে অনেক মুকুট। তাঁর উপরে একটি নাম লেখা আছে, যা স্বয়ং তিনি ছাড়া আর কেউ জানে

না। 13 তিনি রক্তে ডুবানো পোশাক পরে আছেন ও তাঁর
নাম ঈশ্বরের বাক্য। 14 স্বর্গের সৈন্যরা তাঁকে অনুসরণ
করল যিনি সাদা ও পরিষ্কার মিহি মসিনার পোশাক পরে
সাদা ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন। 15 তাঁর মুখ থেকে নির্গত
হচ্ছিল এক ধারালো তরোয়াল, যা দিয়ে তিনি সব জাতিকে
ধরাশায়ী করেন। "তিনি লোহার রাজদণ্ড নিয়ে তাদের
শাসন করবেন।" তিনি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রচণ্ড ক্রোধের
পেষণকুণ্ডের দ্রাক্ষা দলন করেন। 16 তাঁর পোশাকে ও
তাঁর উরুতে তাঁর এই নাম লেখা আছে: রাজাদের রাজা ও
প্রভুদের প্রভু। 17 আর আমি দেখলাম, একজন স্বর্গদূত
সূর্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মধ্যাকাশে উড়ন্ত সব
পাখিকে উচ্চকণ্ঠে ডেকে বললেন, "তোমরা এসো, ঈশ্বরের
মহাভোজে সকলে একত্র হও, 18 যেন তোমরা রাজাদের
মাংস, সৈন্যাধ্যক্ষদের মাংস, শক্তিশালী লোকেদের মাংস,
ঘোড়া ও তাদের আরোহীর মাংস, স্বাধীন বা ক্রীতদাস,
সামান্য বা মহান—সকলের মাংস খেতে পারো।" 19
তারপর আমি দেখলাম, ওই সাদা ঘোড়ার আরোহী ও তাঁর
সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সেই পশু ও পৃথিবীর
রাজারা ও তাদের সৈন্যবাহিনী একত্রিত হল। 20 কিন্তু
সেই পশু বন্দি হল ও তার সঙ্গে যে ভণ্ড ভাববাদী তার
হয়ে অলৌকিক সব চিহ্নকাজ করেছিল, সেও ধরা পড়ল।
যারা সেই পশুর ছাপ ধারণ ও তার মূর্তির পূজা করেছিল,
সে এসব চিহ্নকাজের দ্বারা তাদের বিভ্রান্ত করেছিল। সেই
দুজনকে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত গন্ধকের আগুনের হ্রদে
নিক্ষেপ করা হল। **(Limnē Pyr g3041 g4442)** 21 অবশিষ্ট
সকলে সেই সাদা ঘোড়ার আরোহীর মুখ থেকে নির্গত
তরোয়ালের দ্বারা নিহত হল এবং সব পাখি তাদের মাংস
খেয়ে তৃপ্ত হল।

**20** তারপর আমি স্বর্গ থেকে এক দূতকে নেমে আসতে
দেখলাম। তাঁর হাতে ছিল সেই অতল-গহ্বরের চাবি
ও একটি বড়ো শিকল। **(Abyssos g12)** 2 তিনি সেই দানবকে
বন্দি করলেন। এ সেই পুরোনো সাপ, যে হল দিয়াবল
বা শয়তান। তিনি তাকে এক হাজার বছর বন্দি করে
রাখলেন। 3 তিনি তাকে সেই অতল-গহ্বরে নিক্ষেপ করে
তার উপরে তালাবন্ধ করে সিলমোহরাঙ্কিত করলেন, যেন
যতদিন পর্যন্ত সেই হাজার বছর শেষ না হয়, ততদিন সে
সব জাতিকে প্রতারিত করতে না পারে। তারপরে তাকে
অবশ্যই অল্প সময়ের জন্য মুক্তি দেওয়া হবে। **(Abyssos
g12)** 4 পরে আমি কতগুলি সিংহাসন দেখলাম। সেগুলির
উপরে যাঁরা উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁদের বিচার করার ক্ষমতা
দেওয়া হয়েছিল। আর আমি তাদেরও আত্মা দেখলাম,
যীশুর সপক্ষে তাদের দেওয়া সাক্ষ্য ও ঈশ্বরের বাক্যের
কারণে যাদের মাথা কেটে হত্যা করা হয়েছিল। তারা
সেই পশু বা তার মূর্তির পূজা করেনি। তারা তার ছাপও
তাদের কপালে কিংবা তাদের হাতে ধারণ করেনি। তারা
পুনর্জীবন লাভ করে এক হাজার বছর খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব
করল। 5 (সেই হাজার বছর শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট
মৃতেরা জীবন লাভ করল না।) এই হল প্রথম পুনরুত্থান।
6 ধন্য ও পবিত্র তাঁরা, যারা প্রথম পুনরুত্থানের অংশীদার
হন। তাঁদের উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোনও ক্ষমতা নেই,
কিন্তু তাঁরা ঈশ্বরের ও খ্রীষ্টের যাজক হবেন এবং তাঁর
সঙ্গে এক হাজার বছর রাজত্ব করবেন। 7 সেই হাজার
বছর শেষ হলে পর শয়তানকে তার কারাগার থেকে মুক্তি
দেওয়া হবে। 8 তখন সে গোগ ও মাগোগ নামে অভিহিত
পৃথিবীর চতুর্দিকে অবস্থিত জাতিদের গিয়ে প্রতারিত করে
যুদ্ধ করার জন্য তাদের সমবেত করবে। সংখ্যায় তারা
সমুদ্রতীরের বালির মতো। 9 তারা পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল
বরাবর যুদ্ধযাত্রা করে ঈশ্বরের প্রজাদের শিবির ও তাঁর
প্রিয় নগরটি ঘিরে ধরল। কিন্তু স্বর্গ থেকে আগুন নেমে
এসে তাদের গ্রাস করল। 10 আর তাদের প্রতারণাকারী
দিয়াবলকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল, যেখানে
সেই পশু ও ভণ্ড ভাববাদীকেও নিক্ষেপ করা হয়েছিল।
তারা যুগে যুগে চিরকাল, দিনরাত যন্ত্রণাভোগ করবে।
**(aiōn g165, Limnē Pyr g3041 g4442)** 11 এরপরে আমি এক
বিশাল সাদা রংয়ের সিংহাসন ও তার উপরে যিনি বসে
আছেন, তাঁকে দেখতে পেলাম। তাঁর উপস্থিতি থেকে
পৃথিবী ও আকাশ পালিয়ে গেল। তাদের জন্য আর কোনো
স্থান পাওয়া গেল না। 12 আর আমি দেখলাম, সামান্য ও
মহান সকল মৃত ব্যক্তিরা সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে
আছে। আর কতগুলি পুস্তক খোলা হল। অন্য একটি পুস্তক,
অর্থাৎ জীবনপুস্তকও খোলা হল। পুস্তকগুলিতে লিখিত
মৃত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ অনুসারে তাদের বিচার করা
হল। 13 সমুদ্র তার মধ্যস্থিত মৃতদের সমর্পণ করল এবং
পরলোক ও পাতালও তাদের মধ্যে অবস্থিত মৃতদের
সমর্পণ করল। আর তাদের প্রত্যেকের কাজ অনুযায়ী
তাদের বিচার করা হল। **(Hadēs g86)** 14 তারপর পরলোক
ও পাতালকেও আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল। সেই
আগুনের হ্রদ হল দ্বিতীয় মৃত্যু। **(Hadēs g86, Limnē Pyr g3041
g4442)** 15 আর যার নাম সেই জীবনপুস্তকে লিখিত পাওয়া
গেল না, তাকেই আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল। **(Limnē
Pyr g3041 g4442)**

**21** তারপর আমি এক নতুন আকাশ ও এক নতুন পৃথিবী
দেখলাম, কারণ প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত
হয়েছিল এবং কোনো সমুদ্র আর ছিল না। **2** আর আমি
দেখলাম, পবিত্র নগরী, সেই নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ
থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে। সে তার বরের
জন্য সুন্দর কনের বেশে সজ্জিত হয়েছিল। **3** আর আমি
সেই সিংহাসন থেকে এক উচ্চ রব শুনতে পেলাম, তা
বলছিল, "দেখো, এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস,
তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে
এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর
হবেন। **4** তিনি তাদের সমস্ত চোখের জল মুছে দেবেন।
আর কোনো শোক বা মৃত্যু বা কান্না বা ব্যথাবেদনা হবে
না, কারণ পুরোনো সমস্ত বিষয় গত হয়েছে।" **5** যিনি
সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি বললেন, "আমি সবকিছুই
নতুন করছি!" তারপর তিনি বললেন, "লিখে নাও, কারণ
এসব বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যি।" **6** তিনি আমাকে
বললেন: "সম্পন্ন হল। আমিই আলফা ও ওমেগা, আদি ও
অন্ত। যে তৃষ্ণার্ত, তাকে আমি জীবন-জলের উৎস থেকে
বিনামূল্যে পান করতে দেব। **7** যে জয়ী হয়, সে এসবের
অধিকারী হবে, আর আমি তার ঈশ্বর হব ও সে আমার
পুত্র বা কন্যা হবে। **8** কিন্তু যারা কাপুরুষ, অবিশ্বাসী,
ঘৃণ্য স্বভাববিশিষ্ট, খুনি, অবৈধ যৌনাচারী, যারা তন্ত্রমন্ত্র-
মায়াবিদ্যা অভ্যাস করে, যারা প্রতিমাপূজা করে এবং যত
মিথ্যাবাদী, তাদের স্থান হবে জ্বলন্ত গন্ধকের আগুনের
হ্রদে। এই হল দ্বিতীয় মৃত্যু।" **(Limnē Pyr g3041 g4442)** **9**
যে সাতজন স্বর্গদূতের কাছে সাতটি শেষ আঘাতে পূর্ণ
সাতটি বাটি ছিল, তাদের মধ্যে একজন এসে আমাকে
বললেন, "এসো, আমি তোমাকে সেই কনে দেখাই যিনি
মেষশাবকের স্ত্রী।" **10** আর তিনি আমাকে পবিত্র আত্মায়
পূর্ণ করে এক বিশাল ও উঁচু মহাপর্বতে নিয়ে গেলেন
ও সেই পবিত্র নগরী জেরুশালেমকে দেখালেন, যা স্বর্গ
থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছিল। **11** তা ছিল
ঈশ্বরের মহিমায় ভাস্বর, আর তার ঔজ্জ্বল্য ছিল বহুমূল্য
মণির, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ, সূর্যকান্ত মণির মতো। **12**
তার চারিদিকে ছিল বিশাল, উঁচু প্রাচীর এবং তার বারোটি
দরজা। বারোজন স্বর্গদূত ওই দরজাগুলিতে পাহারা
দিচ্ছিলেন। দরজাগুলির উপরে লেখা ছিল ইস্রায়েলের
বারো গোষ্ঠীর নাম। **13** তিনটি দরজা ছিল পূর্বদিকে, তিনটি
উত্তর দিকে, তিনটি দক্ষিণ দিকে ও তিনটি পশ্চিমদিকে। **14**
নগরের প্রাচীরের ছিল বারোটি ভিত, আর সেগুলির উপরে
লেখা ছিল মেষশাবকের বারোজন প্রেরিতশিষ্যের নাম।
**15** যে স্বর্গদূত আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর হাতে
ওই নগর, তার দরজাগুলি ও তার প্রাচীরগুলি পরিমাপ
করার জন্য ছিল সোনার এক মাপকাঠি। **16** নগরটির
আকৃতি ছিল বর্গাকার, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান। তিনি ওই
মাপকাঠি দিয়ে নগরটি পরিমাপ করলেন এবং তার দৈর্ঘ্য,
প্রস্থ ও উচ্চতা একই হল, অর্থাৎ 2,220 কিলোমিটার। **17**
তিনি মানুষের মাপকাঠি অনুসারে সেই প্রাচীর পরিমাপ
করলেন এবং যার উচ্চতা 65 মিটার হল। **18** সেই প্রাচীর
সূর্যকান্তমণি দ্বারা ও নগর বিশুদ্ধ কাচের মতো নির্মল
সোনায় নির্মিত। **19** নগর-প্রাচীরের ভিত সব ধরনের
মণিমাণিক্যে সুশোভিত। প্রথম ভিত সূর্যকান্ত মণির, দ্বিতীয়
নীলকান্তের, তৃতীয় তাম্রমণির, চতুর্থ মরকতের, **20** পঞ্চম
বৈদুর্য্যের, ষষ্ঠ সার্দীয় মণির, সপ্তম হেমকান্তমণির, অষ্টম
গোমেদের, নবম পদ্মরাগমণির, দশম লশুনিয়ের, একাদশ
পেরোজের ও বারো জামিরা মণির। **21** আর বারোটি দরজা
ছিল বারোটি মুক্তার, প্রত্যেকটি দরজা এক-একটি মুক্তায়
নির্মিত। নগরের রাজপথ ছিল স্বচ্ছ কাচের মতো বিশুদ্ধ
সোনার। **22** আমি নগরের মধ্যে কোনো মন্দির দেখলাম
না, কারণ সর্বশক্তিমান প্রভু ঈশ্বর ও মেষশাবকই তার
মন্দির। **23** নগরটি আলোকিত করার জন্য সূর্যের বা চাঁদের
কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ ঈশ্বরের মহিমা সেখানে
আলো প্রদান করে এবং মেষশাবকই তার প্রদীপ **24** সব
জাতি তার আলোয় চলাফেরা করবে এবং পৃথিবীর রাজারা
এর মধ্যে তাদের প্রতাপ নিয়ে আসবে। **25** ওই নগরের
দরজাগুলি কোনোদিন বা কখনও বন্ধ হবে না, কারণ
সেখানে কোনো রাত্রিই হবে না। **26** সব জাতির প্রতাপ ও
সম্মান এর মধ্যে নিয়ে আসা হবে। **27** কোনও অশুচি কিছু
কিংবা লজ্জাজনক মূর্তিপূজক বা প্রতারণাকারী, কেউই এর
মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে না; কেবলমাত্র যাদের নাম
মেষশাবকের জীবনপুস্তকে লেখা আছে, তারাই প্রবেশ
করবে।

**22** তারপর সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী
দেখালেন। তার জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এবং তা
ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকে নির্গত হয়ে **2**
নগরের রাজপথের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে। নদীর
দুই পাশে ছিল জীবনদায়ী গাছ, যা বারো মাসে বারো
রকমের ফল উৎপন্ন করে। আর সেই গাছের পাতা সব
জাতির আরোগ্যলাভের জন্য। **3** সেখানে আর কোনও
অভিশাপ থাকবে না। সেই নগরের মধ্যে থাকবে ঈশ্বরের
ও মেষশাবকের সিংহাসন, আর তাঁর দাসেরা তাঁর উপাসনা

করবে। 4 তারা তাঁর শ্রীমুখ দর্শন করবে এবং তাঁর
শ্রীনাম তাদের কপালে লেখা থাকবে। 5 সেখানে আর
রাত্রি হবে না। তাদের প্রদীপের আলো বা সূর্যের আলোর
প্রয়োজন হবে না, কারণ প্রভু ঈশ্বরই তাদের আলো প্রদান
করবেন। আর তারা যুগে যুগে চিরকাল রাজত্ব করবে।
(aiōn g165) 6 সেই স্বর্গদূত আমাকে বললেন, "এই সমস্ত
বাক্য বিশ্বাসযোগ্য ও সত্যি; যা অবশ্যই অচিরে ঘটতে
চলেছে। আর এইসব তাঁর দাসদের দেখানোর জন্য প্রভু,
ভাববাদীদের আত্মাসমূহের ঈশ্বর, নিজের দূতকে প্রেরণ
করেছেন।" 7 "দেখো, আমি শীঘ্রই আসছি! ধন্য সেই
জন, যে এই পুঁথিতে লেখা ভাববাণীর বাক্য পালন করে।"
8 আমি যোহন, এসব বিষয় শুনলাম ও দেখলাম। আর
যখন আমি সেগুলি শুনলাম ও দেখলাম, তখন যে স্বর্গদূত
সেসব আমাকে দেখাচ্ছিলেন, আমি তাঁর উপাসনা করার
জন্য তাঁর পায়ে পড়ে তাঁকে উপাসনা করলাম। 9 কিন্তু
তিনি আমাকে বললেন, "তুমি এরকম কোরো না। আমি
তোমার ভাববাদী ভাইদের ও যারা এই পুঁথিতে লিখিত সব
বাক্য পালন করে, তাদের সহদাস। কেবলমাত্র ঈশ্বরের
উপাসনা করো!" 10 এরপর তিনি আমাকে বললেন, "এই
পুঁথিতে লিখিত ভাববাণীর বাক্য মোহরাঙ্কিত কোরো না,
কারণ সময় সন্নিকট। 11 যে অন্যায় করে, সে এর পরেও
অন্যায় করুক; যে কলুষিত, সে এর পরেও কলুষতার
আচরণ করুক; যে ন্যায়সংগত আচরণ করে, সে এর
পরেও ন্যায়সংগত আচরণ করুক; আর যে পবিত্র, সে
এর পরেও পবিত্র থাকুক।" 12 "দেখো, আমি শীঘ্রই
আসছি! আমার দেয় পুরস্কার আমার সঙ্গে আছে, আর
আমি সকলের কৃতকর্ম অনুযায়ী তাদের পুরস্কার দেব।
13 আমিই আলফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও
অন্ত। 14 "ধন্য তারা, যারা নিজেদের পোশাক পরিষ্কার
করে, যেন তারা জীবনদায়ী গাছের অধিকার লাভ করে
ও নগরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। 15 বাইরে রয়েছে
কুকুরেরা, আর যারা তন্ত্রমন্ত্র-মায়াবিদ্যা অভ্যাস করে,
যারা অবৈধ যৌনাচারী, যারা খুনি, যারা প্রতিমাপূজা করে,
আর যারা মিথ্যা কথা বলতে ভালোবাসে ও তা অনুশীলন
করে। 16 "আমি যীশু, মণ্ডলীগুলির কাছে এই সাক্ষ্য
দিতে আমি আমার দূতকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি।
আমিই দাউদের মূল ও বংশধর, উজ্জ্বল প্রভাতী-তারা!"
17 পবিত্র আত্মা ও কন্যা বলছেন, "এসো!" যে শোনে,
সেও বলুক, "এসো!" যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; আর যে চায়,
সে বিনামূল্যের উপহার, জীবন-জল গ্রহণ করুক। 18
যারা এই পুঁথির ভাববাণীর বাক্যগুলি শোনে, আমি তাদের
প্রত্যেককে সতর্ক করে বলছি: যদি কেউ এর সঙ্গে আরও
কিছু যোগ করে, ঈশ্বর সেই ব্যক্তির প্রতি এই পুঁথিতে
লেখা আঘাতগুলিও যোগ করবেন। 19 আবার কেউ যদি
ভাববাণীর এই পুঁথি থেকে কোনও বাক্য সরিয়ে দেয়,
তাহলে ঈশ্বর এই পুঁথিতে লিখিত জীবনদায়ী গাছ থেকে ও
সেই পবিত্র নগর থেকে তার অধিকারও সরিয়ে দেবেন।
20 যিনি এসব বিষয়ের সাক্ষ্য দেন, তিনি বলছেন, "হ্যাঁ,
আমি শীঘ্রই আসছি।" আমেন। প্রভু যীশু, এসো। 21 প্রভু
যীশুর অনুগ্রহ ঈশ্বরের সকল পবিত্রজনের সঙ্গে থাকুক।
আমেন।

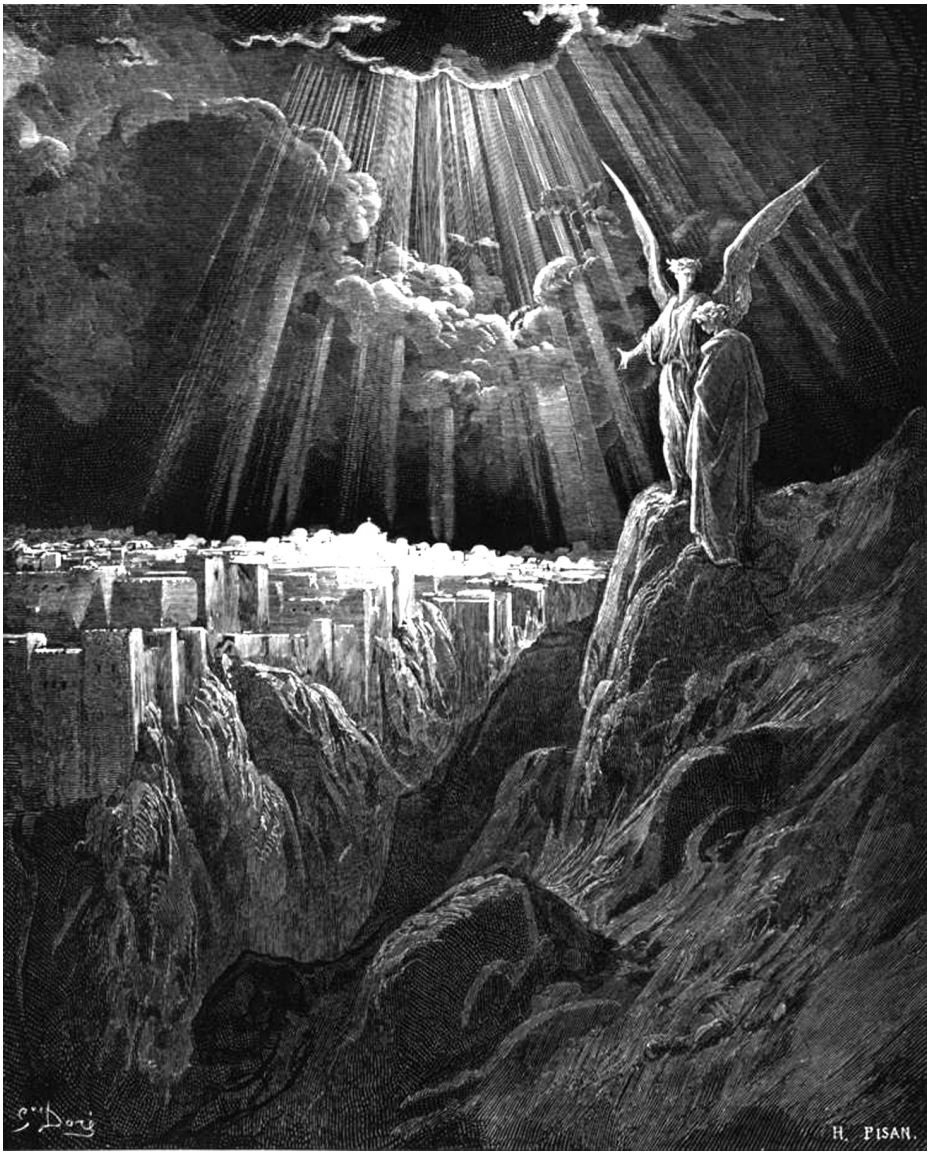


আর আমি দেখলাম, পবিত্র নগরী, সেই নতুন জেরুশালেম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নেমে আসছে। সে তার বরের জন্য সুন্দর কনের বেশে সজ্জিত হয়েছিল। আর আমি সেই সিংহাসন থেকে এক উচ্চ রব শুনতে পেলাম, তা বলছিল, "দেখো, এখন মানুষের মাঝে ঈশ্বরের আবাস, তিনি তাদের সঙ্গে বসবাস করবেন। তারা তাঁর প্রজা হবে এবং ঈশ্বর স্বয়ং তাদের সঙ্গে থাকবেন ও তাদের ঈশ্বর হবেন।

প্রকাশিত বাক্য 21:2-3

# পাঠকের গাইড

বাংলা at AionianBible.org/Readers-Guide

The Aionian Bible republishes public domain and Creative Common Bible texts that are 100% free to copy and print. The original translation is unaltered and notes are added to help your study. The notes show the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of afterlife destinies.

Who has the authority to interpret the Bible and examine the underlying Hebrew and Greek words? That is a good question! We read in 1 John 2:27, *"As for you, the anointing which you received from him remains in you, and you do not need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, you remain in him."* Every Christian is qualified to interpret the Bible! Now that does not mean we will all agree. Each of us is still growing in our understanding of the truth. However, it does mean that there is no infallible human or tradition to answer all our questions. Instead the Holy Spirit helps each of us to know the truth and grow closer to God and each other.

The Bible is a library with 66 books in the Protestant Canon. The best way to learn God's word is to read entire books. Read the book of Genesis. Read the book of John. Read the entire Bible library. Topical studies and cross-referencing can be good. However, the safest way to understand context and meaning is to read whole Bible books. Chapter and verse numbers were added for convenience in the 16th century, but unfortunately they can cause the Bible to seem like an encyclopedia. The Aionian Bible is formatted with simple verse numbering, minimal notes, and no cross-referencing in order to encourage the reading of Bible books.

Bible reading must also begin with prayer. Any Christian is qualified to interpret the Bible with God's help. However, this freedom is also a responsibility because without the Holy Spirit we cannot interpret accurately. We read in 1 Corinthians 2:13-14, *"And we speak of these things, not with words taught by human wisdom, but with those taught by the Spirit, comparing spiritual things with spiritual things. Now the natural person does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned."* So we cannot understand in our natural self, but we can with God's help through prayer.

The Holy Spirit is the best writer and he uses literary devices such as introductions, conclusions, paragraphs, and metaphors. He also writes various genres including historical narrative, prose, and poetry. So Bible study must spiritually discern and understand literature. Pray, read, observe, interpret, and apply. Finally, *"Do your best to present yourself approved by God, a worker who does not need to be ashamed, properly handling the word of truth."* 2 Timothy 2:15. *"God has granted to us his precious and exceedingly great promises; that through these you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world by lust. Yes, and for this very cause adding on your part all diligence, in your faith supply moral excellence; and in moral excellence, knowledge; and in knowledge, self-control; and in self-control patience; and in patience godliness; and in godliness brotherly affection; and in brotherly affection, love. For if these things are yours and abound, they make you to be not idle nor unfruitful to the knowledge of our Lord Jesus Christ,"* 2 Peter 1:4-8.

# শব্দকোষ

বাংলা at AionianBible.org/Glossary

The Aionian Bible un-translates and instead transliterates eleven special words to help us better understand the extent of God's love for individuals and all mankind, and the nature of afterlife destinies. The original translation is unaltered and a note is added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. Compare the meanings below to the Strong's Concordance and Glossary definitions.

***Abyssos*** g12
*Greek:* proper noun, place
*Usage:* 9 times in 3 books, 6 chapters, and 9 verses
*Meaning:*
Temporary prison for special fallen angels such as Apollyon, the Beast, and Satan.

***aïdios*** g126
*Greek:* adjective
*Usage:* 2 times in Romans 1:20 and Jude 6
*Meaning:*
Lasting, enduring forever, eternal.

***aiōn*** g165
*Greek:* noun
*Usage:* 127 times in 22 books, 75 chapters, and 102 verses
*Meaning:*
A lifetime or time period with a beginning and end, an era, an age, the completion of which is beyond human perception, but known only to God the creator of the aiōns, Hebrews 1:2. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

***aiōnios*** g166
*Greek:* adjective
*Usage:* 71 times in 19 books, 44 chapters, and 69 verses
*Meaning:*
From start to finish, pertaining to the age, lifetime, entirety, complete, or even consummate. Never meaning simple endless or infinite chronological time in Koine Greek usage. Read Dr. Heleen Keizer and Ramelli and Konstan for proofs.

***eleēsē*** g1653
*Greek:* verb, aorist tense, active voice, subjunctive mood, 3rd person singular
*Usage:* 1 time in this conjugation, Romans 11:32
*Meaning:*
To have pity on, to show mercy. Typically, the subjunctive mood indicates possiblity, not certainty. However, a subjunctive in a purpose clause is a resulting action as certain as the causal action. The subjunctive in a purpose clause functions as an indicative, not an optative. Thus, the grand conclusion of grace theology in Romans 11:32 must be clarified. God's mercy on all is not a possibility, but a certainty. See ntgreek.org.

***Geenna*** g1067
*Greek:* proper noun, place
*Usage:* 12 times in 4 books, 7 chapters, and 12 verses
*Meaning:*
Valley of Hinnom, Jerusalem's trash dump, a place of ruin, destruction, and judgment in this life, or the next, though not eternal to Jesus' audience.

***Hadēs*** g86
*Greek:* proper noun, place
*Usage:* 11 times in 5 books, 9 chapters, and 11 verses
*Meaning:*
Synonomous with Sheol, though in New Testament usage Hades is the temporal place of punishment for deceased unbelieving mankind, distinct from Paradise for deceased believers.

***Limnē Pyr*** g3041 g4442
*Greek:* proper noun, place
*Usage:* Phrase 5 times in the New Testament
*Meaning:*
Lake of Fire, final punishment for those not named in the Book of Life, prepared for the Devil and his angels, Matthew 25:41.

***Sheol*** h7585
*Hebrew:* proper noun, place
*Usage:* 66 times in 17 books, 50 chapters, and 64 verses
*Meaning:*
The grave or temporal afterlife world of both the righteous and unrighteous, believing and unbelieving, until the general resurrection.

***Tartaroō*** g5020
*Greek:* proper noun, place
*Usage:* 1 time in 2 Peter 2:4
*Meaning:*
Temporary prison for particular fallen angels awaiting final judgment.

# শব্দকোষ +

AionianBible.org/Bibles/Bengali---Contemporary/Noted

Glossary references are below. Strong's Hebrew and Greek number notes are added to 64 Old Testament and 200 New Testament verses. Questioned verse translations do not contain Aionian Glossary words and may wrongly imply *eternal* or *Hell*. * The note placement is skipped or adjusted for verses with non-standard numbering.

## *Abyssos*

লুক 8:31
রোমীয় 10:7
প্রকাশিত বাক্য 9:1
প্রকাশিত বাক্য 9:2
প্রকাশিত বাক্য 9:11
প্রকাশিত বাক্য 11:7
প্রকাশিত বাক্য 17:8
প্রকাশিত বাক্য 20:1
প্রকাশিত বাক্য 20:3

## *aïdios*

রোমীয় 1:20
যিহূদা 1:6

## *aiōn*

মথি 12:32
মথি 13:22
মথি 13:39
মথি 13:40
মথি 13:49
মথি 21:19
মথি 24:3
মথি 28:20
মার্ক 3:29
মার্ক 4:19
মার্ক 10:30
মার্ক 11:14
লুক 1:33
লুক 1:55
লুক 1:70
লুক 16:8
লুক 18:30
লুক 20:34
লুক 20:35
যোহন 4:14
যোহন 6:51
যোহন 6:58
যোহন 8:35
যোহন 8:51
যোহন 8:52
যোহন 9:32
যোহন 10:28
যোহন 11:26
যোহন 12:34
যোহন 13:8
যোহন 14:16
প্রেরিত 3:21
প্রেরিত 15:18
রোমীয় 1:25
রোমীয় 9:5
রোমীয় 11:36
রোমীয় 12:2
রোমীয় 16:27
১ম করিন্থীয় 1:20
১ম করিন্থীয় 2:6
১ম করিন্থীয় 2:7
১ম করিন্থীয় 2:8
১ম করিন্থীয় 3:18
১ম করিন্থীয় 8:13
১ম করিন্থীয় 10:11
২য় করিন্থীয় 4:4
২য় করিন্থীয় 9:9
২য় করিন্থীয় 11:31
গালাতীয় 1:4
গালাতীয় 1:5
ইফিষীয় 1:21
ইফিষীয় 2:2
ইফিষীয় 2:7
ইফিষীয় 3:9
ইফিষীয় 3:11
ইফিষীয় 3:21
ইফিষীয় 6:12
ফিলিপীয় 4:20
কলসীয় 1:26
১ম তীমথি 1:17
১ম তীমথি 6:17
২য তীমথি 4:10
২য তীমথি 4:18
তীত 2:12
ইব্রীয় 1:2
ইব্রীয় 1:8
ইব্রীয় 5:6
ইব্রীয় 6:5
ইব্রীয় 6:20
ইব্রীয় 7:17
ইব্রীয় 7:21
ইব্রীয় 7:24
ইব্রীয় 7:28
ইব্রীয় 9:26
ইব্রীয় 11:3
ইব্রীয় 13:8
ইব্রীয় 13:21
১ম পিতর 1:23
১ম পিতর 1:25
১ম পিতর 4:11
১ম পিতর 5:11
২য় পিতর 3:18
১ম যোহন 2:17
২য় যোহন 1:2
যিহূদা 1:13
যিহূদা 1:25
প্রকাশিত বাক্য 1:6
প্রকাশিত বাক্য 1:18
প্রকাশিত বাক্য 4:9
প্রকাশিত বাক্য 4:10
প্রকাশিত বাক্য 5:13
প্রকাশিত বাক্য 7:12
প্রকাশিত বাক্য 10:6
প্রকাশিত বাক্য 11:15
প্রকাশিত বাক্য 14:11
প্রকাশিত বাক্য 15:7
প্রকাশিত বাক্য 19:3
প্রকাশিত বাক্য 20:10
প্রকাশিত বাক্য 22:5

## *aiōnios*

মথি 18:8
মথি 19:16
মথি 19:29
মথি 25:41
মথি 25:46
মার্ক 3:29
মার্ক 10:17
মার্ক 10:30
লুক 10:25
লুক 16:9
লুক 18:18
লুক 18:30
যোহন 3:15
যোহন 3:16
যোহন 3:36
যোহন 4:14
যোহন 4:36
যোহন 5:24
যোহন 5:39
যোহন 6:27
যোহন 6:40
যোহন 6:47
যোহন 6:54
যোহন 6:68

যোহন 10:28
যোহন 12:25
যোহন 12:50
যোহন 17:2
যোহন 17:3
প্রেরিত 13:46
প্রেরিত 13:48
রোমীয় 2:7
রোমীয় 5:21
রোমীয় 6:22
রোমীয় 6:23
রোমীয় 16:25
রোমীয় 16:26
২য় করিন্থীয় 4:17
২য় করিন্থীয় 4:18
২য় করিন্থীয় 5:1
গালাতীয় 6:8
২য় থিষলনীকীয় 1:9
২য় থিষলনীকীয় 2:16
১ম তীমথি 1:16
১ম তীমথি 6:12
১ম তীমথি 6:16
২য তীমথি 1:9
২য তীমথি 2:10
তীত 1:2
তীত 3:7
ফিলীমন 1:15
ইব্রীয় 5:9
ইব্রীয় 6:2
ইব্রীয় 9:12
ইব্রীয় 9:14
ইব্রীয় 9:15
ইব্রীয় 13:20
১ম পিতর 5:10
২য় পিতর 1:11
১ম যোহন 1:2
১ম যোহন 2:25
১ম যোহন 3:15
১ম যোহন 5:11
১ম যোহন 5:13
১ম যোহন 5:20
যিহূদা 1:7
যিহূদা 1:21
প্রকাশিত বাক্য 14:6

## *eleēsē*

রোমীয় 11:32

## *Geenna*

মথি 5:22
মথি 5:29
মথি 5:30
মথি 10:28
মথি 18:9
মথি 23:15
মথি 23:33
মার্ক 9:43
মার্ক 9:45
মার্ক 9:47
লুক 12:5
যাকোব 3:6

## *Hadēs*

মথি 11:23
মথি 16:18
লুক 10:15
লুক 16:23
প্রেরিত 2:27
প্রেরিত 2:31
১ম করিন্থীয় 15:55
প্রকাশিত বাক্য 1:18
প্রকাশিত বাক্য 6:8
প্রকাশিত বাক্য 20:13
প্রকাশিত বাক্য 20:14

## *Limnē Pyr*

প্রকাশিত বাক্য 19:20
প্রকাশিত বাক্য 20:10
প্রকাশিত বাক্য 20:14
প্রকাশিত বাক্য 20:15
প্রকাশিত বাক্য 21:8

## *Sheol*

আদিপুস্তক 37:35
আদিপুস্তক 42:38
আদিপুস্তক 44:29
আদিপুস্তক 44:31
গণনার বই 16:30
গণনার বই 16:33
দ্বিতীয় বিবরণ 32:22
শমূয়েলের প্রথম বই 2:6
শমূয়েলের দ্বিতীয় বই 22:6
প্রথম রাজাবলি 2:6
প্রথম রাজাবলি 2:9
ইয়োবের বিবরণ 7:9
ইয়োবের বিবরণ 11:8
ইয়োবের বিবরণ 14:13
ইয়োবের বিবরণ 17:13
ইয়োবের বিবরণ 17:16
ইয়োবের বিবরণ 21:13
ইয়োবের বিবরণ 24:19
ইয়োবের বিবরণ 26:6
গীতসংহিতা 6:5
গীতসংহিতা 9:17
গীতসংহিতা 16:10
গীতসংহিতা 18:5
গীতসংহিতা 30:3
গীতসংহিতা 31:17
গীতসংহিতা 49:14
গীতসংহিতা 49:15
গীতসংহিতা 55:15
গীতসংহিতা 86:13
গীতসংহিতা 88:3
গীতসংহিতা 89:48
গীতসংহিতা 116:3
গীতসংহিতা 139:8
গীতসংহিতা 141:7
হিতোপদেশ 1:12
হিতোপদেশ 5:5
হিতোপদেশ 7:27
হিতোপদেশ 9:18
হিতোপদেশ 15:11
হিতোপদেশ 15:24
হিতোপদেশ 23:14
হিতোপদেশ 27:20
হিতোপদেশ 30:16
উপদেশক 9:10
শলোমনের পরমগীত 8:6
যিশাইয় ভাববাদীর বই 5:14
যিশাইয় ভাববাদীর বই 7:11
যিশাইয় ভাববাদীর বই 14:9
যিশাইয় ভাববাদীর বই 14:11
যিশাইয় ভাববাদীর বই 14:15
যিশাইয় ভাববাদীর বই 28:15
যিশাইয় ভাববাদীর বই 28:18
যিশাইয় ভাববাদীর বই 38:10
যিশাইয় ভাববাদীর বই 38:18
যিশাইয় ভাববাদীর বই 57:9
যিহিস্কেল ভাববাদীর বই 31:15
যিহিস্কেল ভাববাদীর বই 31:16
যিহিস্কেল ভাববাদীর বই 31:17
যিহিস্কেল ভাববাদীর বই 32:21
যিহিস্কেল ভাববাদীর বই 32:27
হোশেয় ভাববাদীর বই 13:14
আমোষ ভাববাদীর বই 9:2
যোনা ভাববাদীর বই 2:2
হবককূক ভাববাদীর বই 2:5

## *Tartaroō*

২য় পিতর 2:4

## *Questioned*

None yet noted

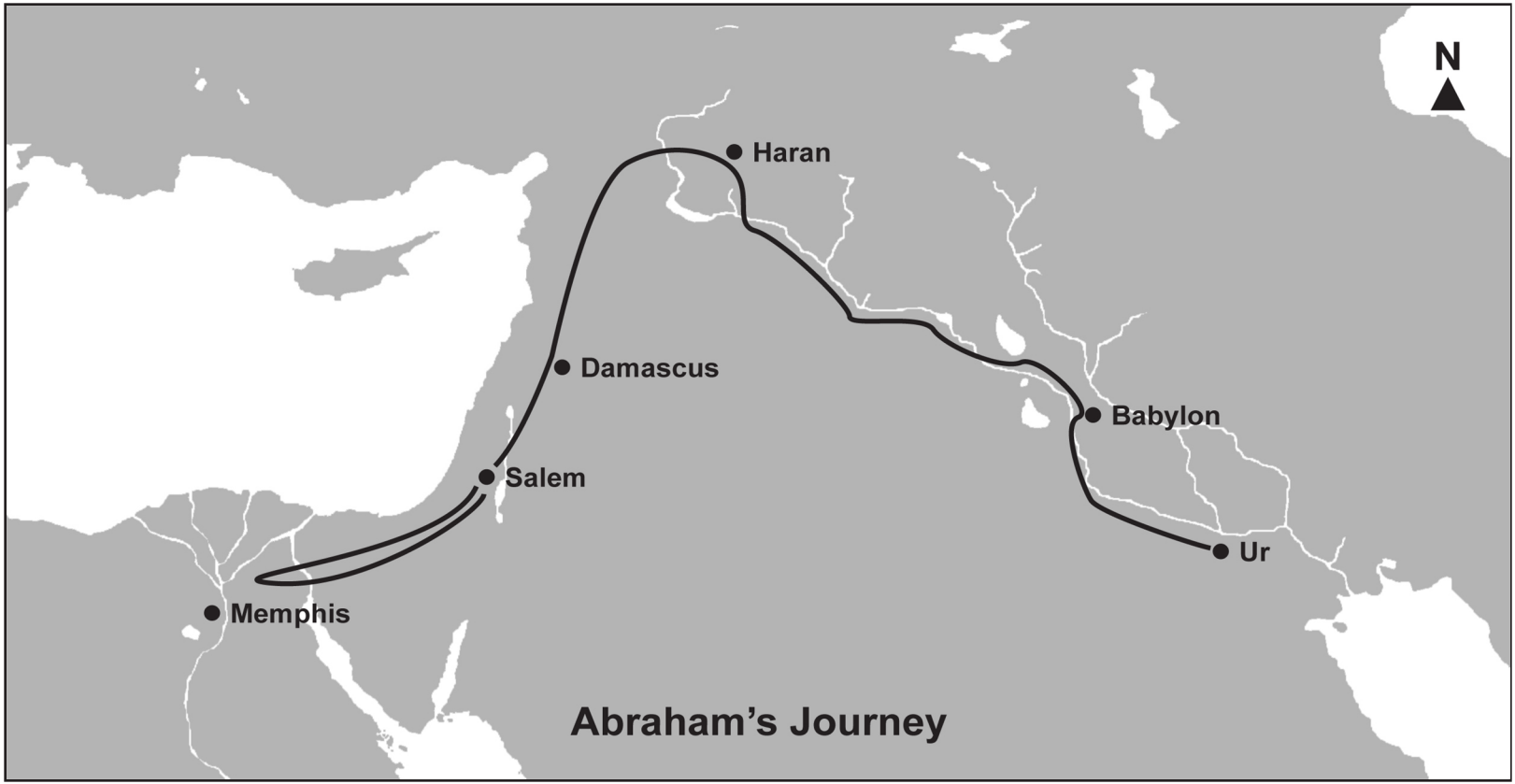


বিশ্বাসেই অব্রাহাম, যে স্থান তিনি ভাবীকালে উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করবেন, সেই স্থানে যাওয়ার আহ্বান পেয়ে গন্তব্যস্থান না জেনেই, বাধ্যতার সঙ্গে সেই স্থানে গেলেন। - ইব্রীয় 11:8

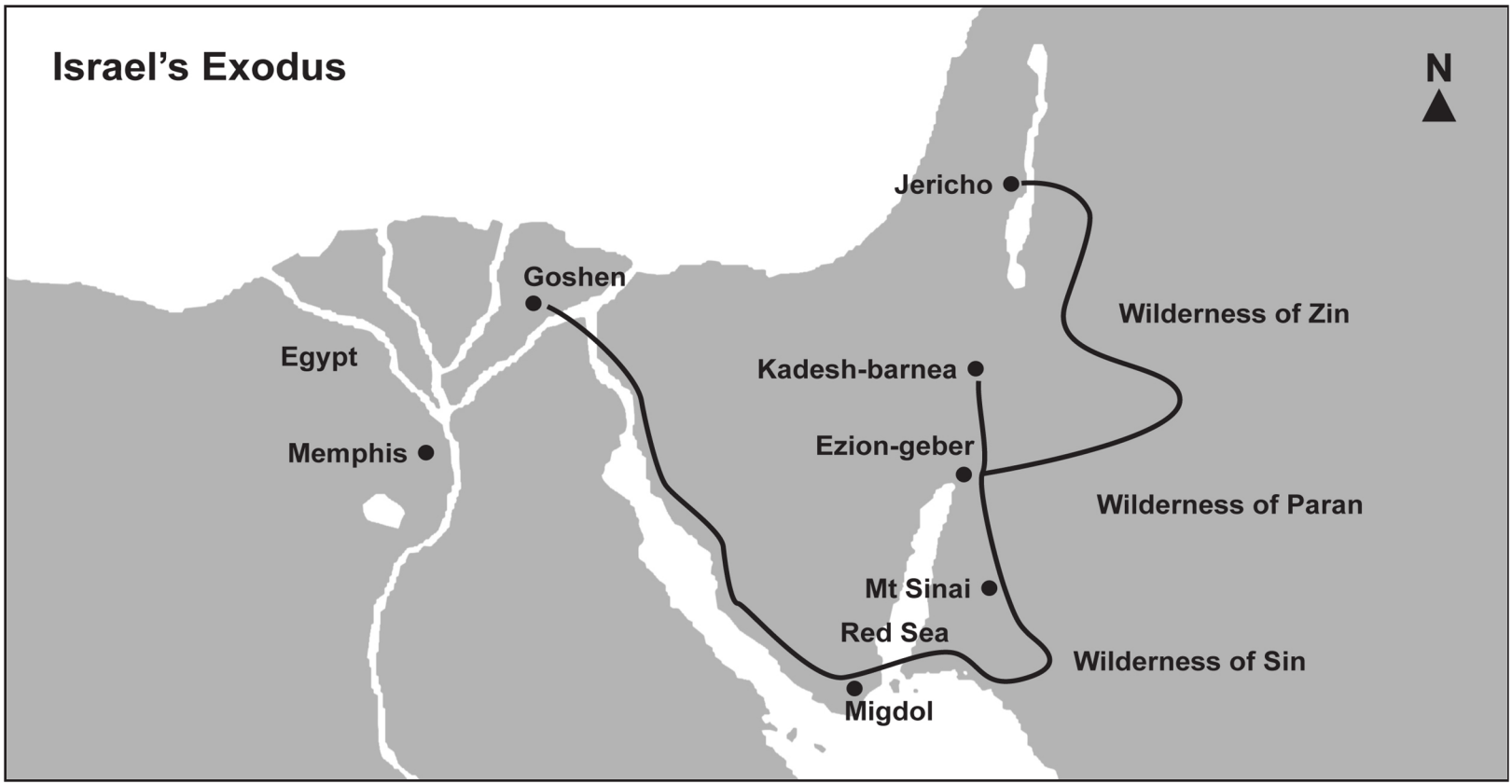


ফরৌণ যখন লোকদের যেতে দিলেন, ঈশ্বর তখন তাদের ফিলিস্তিনীদের দেশের মধ্যে দিয়ে স্থলপথে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাননি, যদিও সেটিই সংক্ষিপ্ত পথ। কারণ ঈশ্বর বললেন, "যদি তারা যুদ্ধের সম্মুখীন হয়, তবে তারা হয়তো তাদের মন পরিবর্তন করে ফেলবে এবং মিশরে ফিরে যাবে।" - যাত্রাপুস্তক 13:17

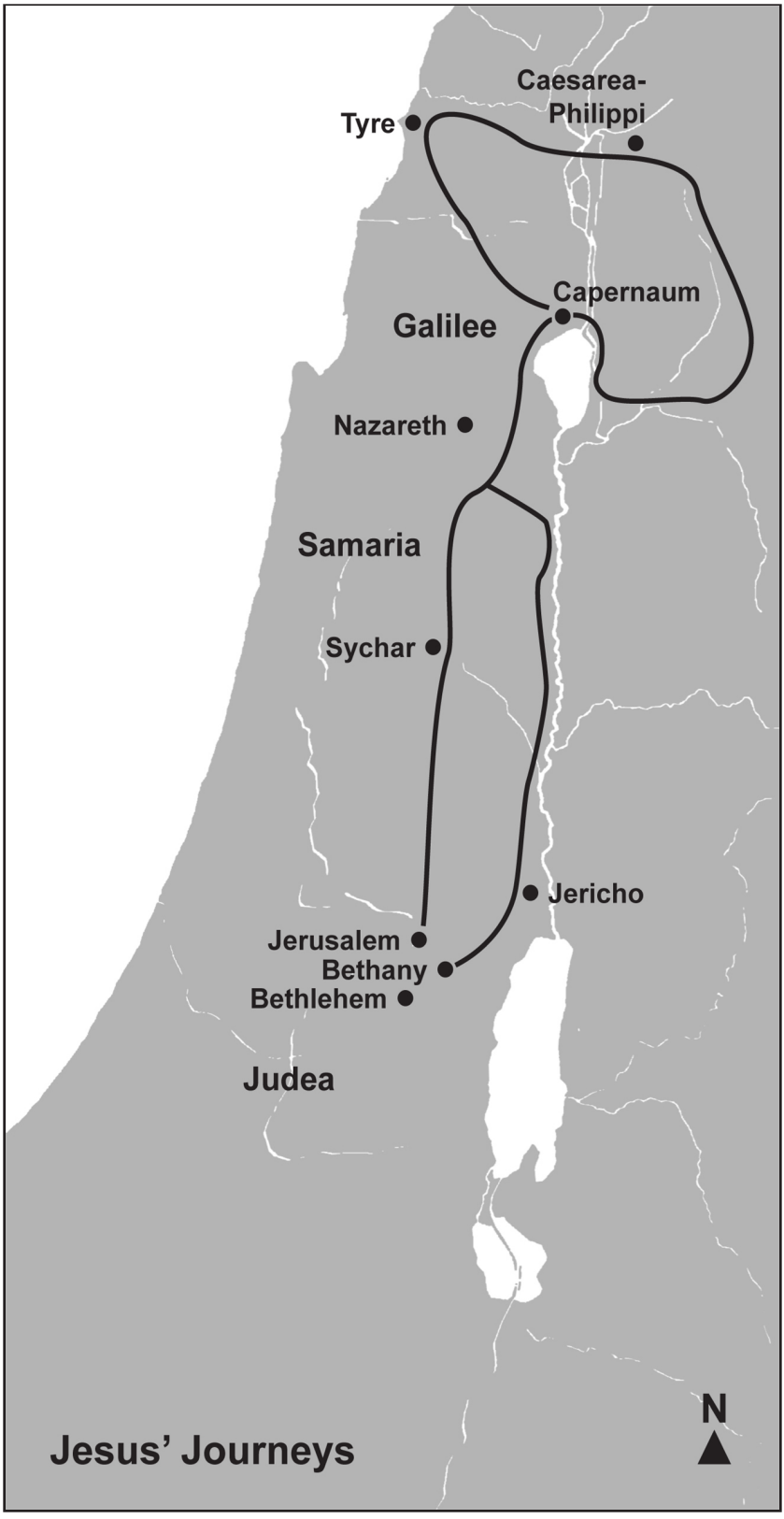


কারণ, এমনকি, মনুষ্যপুত্রও সেবা পেতে আসেননি, কিন্তু সেবা করতে ও অনেকের পরিবর্তে নিজের প্রাণ মুক্তিপণস্বরূপ দিতে এসেছেন। - মার্ক 10:45

পৌল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন ক্রীতদাস, প্রেরিতশিষ্যরূপে আহূত ও ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য নিযুক্ত - রোমীয় 1:1

# Creation 4004 B.C.

| | |
|---|---|
| Adam and Eve created | 4004 |
| Tubal-cain forges metal | 3300 |
| Enoch walks with God | 3017 |
| Methuselah dies at age 969 | 2349 |
| God floods the Earth | 2349 |
| Tower of Babel thwarted | 2247 |
| Abraham sojourns to Canaan | 1922 |
| Jacob moves to Egypt | 1706 |
| Moses leads Exodus from Egypt | 1491 |
| Gideon judges Israel | 1245 |
| Ruth embraces the God of Israel | 1168 |
| David installed as King | 1055 |
| King Solomon builds the Temple | 1018 |
| Elijah defeats Baal's prophets | 896 |
| Jonah preaches to Nineveh | 800 |
| Assyrians conquer Israelites | 721 |
| King Josiah reforms Judah | 630 |
| Babylonians capture Judah | 605 |
| Persians conquer Babylonians | 539 |
| Cyrus frees Jews, rebuilds Temple | 537 |
| Nehemiah rebuilds the wall | 454 |
| Malachi prophecies the Messiah | 416 |
| Greeks conquer Persians | 331 |
| Seleucids conquer Greeks | 312 |
| Hebrew Bible translated to Greek | 250 |
| Maccabees defeat Seleucids | 165 |
| Romans subject Judea | 63 |
| Herod the Great rules Judea | 37 |

(The Annals of the World, James Uusher)

# Jesus Christ born 4 B.C.

# New Heavens and Earth

| | |
|---|---|
| | Christ returns for his people |
| 1956 | Jim Elliot martyrd in Ecuador |
| 1830 | John Williams reaches Polynesia |
| 1731 | Zinzendorf leads Moravian mission |
| 1614 | Japanese kill 40,000 Christians |
| 1572 | Jesuits reach Mexico |
| 1517 | Martin Luther leads Reformation |
| 1455 | Gutenberg prints first Bible |
| 1323 | Franciscans reach Sumatra |
| 1276 | Ramon Llull trains missionaries |
| 1100 | Crusades tarnish the church |
| 1054 | The Great Schism |
| 997 | Adalbert marytyrd in Prussia |
| 864 | Bulgarian Prince Boris converts |
| 716 | Boniface reaches Germany |
| 635 | Alopen reaches China |
| 569 | Longinus reaches Alodia / Sudan |
| 432 | Saint Patrick reaches Ireland |
| 397 | Carthage ratifies Bible Canon |
| 341 | Ulfilas reaches Goth / Romania |
| 325 | Niceae proclaims God is Trinity |
| 250 | Denis reaches Paris, France |
| 197 | Tertullian writes Christian literature |
| 70 | Titus destroys the Jewish Temple |
| 61 | Paul imprisoned in Rome, Italy |
| 52 | Thomas reaches Malabar, India |
| 39 | Peter reaches Gentile Cornelius |
| 33 | Holy Spirit empowers the Church |

(Wikipedia, Timeline of Christian missions)

# Resurrected 33 A.D.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **What are we?** | | | Genesis 1:26 - 2:3 | |
| **How are we sinful?** | | | Romans 5:12-19 | |
| **Where are we?** | | | Innocence | |
| | | | Eternity Past | Creation 4004 B.C. |
| **Who are we?** | God | Father | John 10:30<br>God's perfect fellowship | Genesis 1:31<br>God's perfect fellowship with Adam in The Garden of Eden |
| | | Son | | |
| | | Holy Spirit | | |
| | Mankind | Living | Genesis 1:1<br>No Creation<br>No people | |
| | | Deceased believing | | |
| | | Deceased unbelieving | | |
| | Angels | Holy | | |
| | | Imprisoned | | Genesis 1:31<br>No Fall<br>No unholy Angels |
| | | Fugitive | | |
| | | First Beast | | |
| | | False Prophet | | |
| | | Satan | | |
| **Why are we?** | | | Romans 11:25-36, Ephesian 2:7 | |

Mankind is created in God's image, male and female He created us

Sin entered the world through Adam and then death through sin

## When are we?

<table>
<tr><td colspan="4">Fallen</td><td>Glory</td></tr>
<tr><td>Fall to sin<br>No Law</td><td>Moses' Law<br>1500 B.C.</td><td>Christ<br>33 A.D.</td><td>Church Age<br>Kingdom Age</td><td>New Heavens<br>and Earth</td></tr>
<tr><td colspan="4">1 Timothy 6:16<br>Living in unapproachable light</td><td rowspan="6">Acts 3:21<br>Philippians 2:11<br>Revelation 20:3<br><br>God's perfectly restored fellowship with all Mankind praising Christ as Lord in the Holy City</td></tr>
<tr><td colspan="2">John 8:58<br>Pre-incarnate</td><td>John 1:14<br>Incarnate</td><td>Luke 23:43<br>Paradise</td></tr>
<tr><td colspan="2">Psalm 139:7<br>Everywhere</td><td colspan="2">John 14:17<br>Living in believers</td></tr>
<tr><td colspan="4">Ephesians 2:1-5<br>Serving the Savior or Satan on Earth</td></tr>
<tr><td colspan="4">Luke 16:22<br>Blessed in Paradise</td></tr>
<tr><td colspan="4">Luke 16:23, Revelation 20:5,13<br>Punished in Hades until the final judgment</td></tr>
<tr><td colspan="4">Hebrews 1:14<br>Serving mankind at God's command</td><td rowspan="4">Matthew 25:41<br>Revelation 20:10<br><br>Lake of Fire prepared for the Devil and his Angels</td></tr>
<tr><td colspan="4">2 Peter 2:4, Jude 6<br>Imprisoned in Tartarus</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">1 Peter 5:8, Revelation 12:10<br><br>Rebelling against Christ<br>Accusing mankind</td><td>Revelation 20:13<br>Thalaasa</td></tr>
<tr><td>Revelation 19:20<br>Lake of Fire</td></tr>
<tr><td>Revelation 20:2<br>Abyss</td></tr>
</table>

For God has bound all over to disobedience in order to show mercy to all

# ভবিতব্য

বাংলা at AionianBible.org/Destiny

The Aionian Bible shows the location of eleven special Greek and Hebrew Aionian Glossary words to help us better understand God's love for individuals and for all mankind, and the nature of after-life destinies. The underlying Hebrew and Greek words typically translated as *Hell* show us that there are not just two after-life destinies, Heaven or Hell. Instead, there are a number of different locations, each with different purposes, different durations, and different inhabitants. Locations include 1) Old Testament *Sheol* and New Testament *Hadēs*, 2) *Geenna*, 3) *Tartaroō*, 4) *Abyssos*, 5) *Limnē Pyr*, 6) *Paradise*, 7) *The New Heaven*, and 8) *The New Earth*. So there is reason to review our conclusions about the destinies of redeemed mankind and fallen angels.

The key observation is that fallen angels will be present at the final judgment, 2 Peter 2:4 and Jude 6. Traditionally, we understand the separation of the Sheep and the Goats at the final judgment to divide believing from unbelieving mankind, Matthew 25:31-46 and Revelation 20:11-15. However, the presence of fallen angels alternatively suggests that Jesus is separating redeemed mankind from the fallen angels. We do know that Jesus is the helper of mankind and not the helper of the Devil, Hebrews 2. We also know that Jesus has atoned for the sins of all mankind, both believer and unbeliever alike, 1 John 2:1-2. Deceased believers are rewarded in Paradise, Luke 23:43, while unbelievers are punished in Hades as the story of Lazarus makes plain, Luke 16:19-31. Yet less commonly known, the punishment of this selfish man and all unbelievers is before the final judgment, is temporal, and is punctuated when Hades is evacuated, Revelation 20:13. So is there hope beyond Hades for unbelieving mankind? Jesus promised, *"the gates of Hades will not prevail,"* Matthew 16:18. Paul asks, *"Hades where is your victory?"* 1 Corinthians 15:55. John wrote, *"Hades gives up,"* Revelation 20:13.

Jesus comforts us saying, *"Do not be afraid,"* because he holds the keys to *unlock* death and Hades, Revelation 1:18. Yet too often our *Good News* sounds like a warning to *"be afraid"* because Jesus holds the keys to *lock* Hades! Wow, we have it backwards! Hades will be evacuated! And to guarrantee hope, once emptied, Hades is thrown into the Lake of Fire, never needed again, Revelation 20:14.

Finally, we read that anyone whose name is not written in the Book of Life is thrown into the Lake of Fire, the second death, with no exit ever mentioned or promised, Revelation 21:1-8. So are those evacuated from Hades then, *"out of the frying pan, into the fire?"* Certainly, the Lake of Fire is the destiny of the Goats. But, do not be afraid. Instead, read the Bible's explicit mention of the purpose of the Lake of Fire and the identity of the Goats, *"Then he will say also to those on the left hand, 'Depart from me, you cursed, into the consummate fire which is prepared for... the devil and his angels,'"* Matthew 25:41. Bad news for the Devil. Good news for all mankind!

Faith is not a pen to write your own name in the Book of Life. Instead, faith is the glasses to see that the love of Christ for all mankind has already written our names in Heaven. Jesus said, *"You did not choose me, but I chose you," John 15:16*. Though unbelievers will suffer regrettable punishment in Hades, redeemed mankind will never enter the Lake of Fire, prepared for the devil and his angels. And as God promised, all mankind will worship Christ together forever, Philippians 2:9-11.

অতএব, তোমরা যাও ও সমস্ত জাতিকে শিষ্য করো, পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। - মথি 28:19